

পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন



Human Development Research Centre

humane development through research and action

www.hdrc-bd.com

সহযোগিতায়

মানুষের জন্য

manusher jonno

promoting human rights and good governance

ঢাকা, জুলাই ২০১৬

সূচিপত্র

প্রেক্ষাপট	১
পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত নীতিমালা	৩
প্রস্তাবিত পরিত্যক্ত সম্পত্তি নীতি, ২০১৩	৪-৫

প্রেক্ষাপট

ভূমি সম্পদের জনক। বাংলাদেশের মানুষ ও অর্থনীতির বড় অংশ ভূমিনির্ভর। এদেশের উন্নয়নে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি অধিকারের উৎপাদন ক্ষমতার অধিকারী; কর্মসংস্থান, খাদ্য, বাসস্থান ও আর্থিক নির্ভরতার এক বড় সহায়ক। ভূমির উপর অধিকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার পরিমাপক; ক্ষমতাকাঠামোর ভিত্তি ও জীবনযাত্রার অবস্থা নির্ণয়ের অন্যতম প্রধান সূচক। ভূমির উপযোগমূল্য যথেষ্ট, এর বাজারমূল্য ক্রমাগত বাড়ে। ভূমির কোন অবচয় নেই। ভূমির অধিকার আন্তঃপ্রজন্মগত বংশপরম্পরায় ভোগ্য।

প্রায় ১৬ কোটি মানুষের আমাদের এই দেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার। দেশের মোট ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ একর ভূমির ৬০ শতাংশ কৃষি জমি। প্রতিদিন কমছে দেশের আবাদী ভূমির পরিমাণ। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের সাথে ভূমিহীনতার সম্পর্ক নিবিড়। অথচ, এদেশের প্রায় ৫৯ শতাংশ খানা ভূমিহীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে—বিশেষ করে, কৃষির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর—ভূমিহীনতাই তাদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

ভূমির পরিমাণ সীমিত। জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়লেও ভূমির পরিমাণ বাড়ছে না—বাড়ছে ভূমির অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতা। সহিংসতা, ফটকা-ব্যবসা, দুর্নীতি, জবরদখল, প্রতারণা, ও প্রবঞ্চনার ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়তই—বাড়ছে ভূমিহীনের সংখ্যা, বলপূর্বক অভিবাসন, বৈষম্য ও দারিদ্র্য।

দেশে প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে ভূমি নিয়ে বিরোধ, দশকের পর দশক ধরে ভূমি-সংক্রান্ত চলমান আইনি জটিলতাগুলো চরম আকার ধারণ করেছে। এতে সর্বস্বান্ত হচ্ছে অনেক মানুষ, বাড়ছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। অন্যদিকে ভূমি প্রশাসনের অদক্ষতা, ভূমি রেজিস্ট্রেশন এবং ভূমি জরিপ কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা, নামজারীর ক্ষেত্রে জটিলতা, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ভূমি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল, খাস জমি বিতরণে অনিয়ম, জলমহাল, বালুমহাল ও চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অনিয়ম ও প্রায়োগিক সমস্যা ইত্যাদি দেশের অধিকাংশ মানুষকে ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

ভূমির অধিকার নিয়ে বিরোধ, শোষণ, দুর্নীতি, প্রতারণা ও দরিদ্র মানুষের সীমাহীন দুর্গতির পিছনে সূক্ষ্ম আইনি বিষয় ও জটিলতা বহুলাংশে দায়ী। বাংলাদেশে ভূমি সংশ্লিষ্ট আইনগুলো সেকেলে। অনেক আইন দরিদ্র-বান্ধব নয়; প্রান্তিক মানুষ ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনগুলো যথাযথও নয়। এমনকি কোনো কোনো আইন একে অন্যের সাথে সাংঘর্ষিক। বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগও নেই। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিতামূলক যে আইনি-কাঠামো প্রয়োজন তার অনুপস্থিতিও ব্যাপক। খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন; সর্বোপরি, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি প্রচলিত আইনগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে আনীত আইনের সংশোধনীগুলোও কাজিত লক্ষ্য পূরণ করেনি; এমনকি, অতি সাম্প্রতিক সংশোধনীগুলোও প্রায়োগিক দিক থেকে দরিদ্রবান্ধব এবং জনকল্যাণমুখী হয়ে উঠতে পারেনি। এটি সহজেই বোধগম্য যে, বর্তমানে প্রচলিত ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জটিল এবং অগোছালো অবস্থায় রয়েছে। আরো হতাশার ব্যাপার, প্রচলিত আইনগুলোর অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, দরিদ্রবান্ধব-নীতির অনুপস্থিতি এবং প্রায়োগিক সমস্যা অসংখ্য ভূমি বিরোধ ও ভূমি মামলার জন্ম দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব জটিলতার সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালীরাই শেষ পর্যন্ত ভূমির দখল নিয়ে নেয় আর দরিদ্র, প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো ভূমির অধিকার হারায়। তাই, ভূমি বিষয়ে সবগুলো আইনকে অধিকার-ভিত্তিক ও সুসমঞ্জস একটি কাঠামোর মধ্যে এনে প্রয়োজনীয় সংস্কার নিশ্চিত করতে না পারলে দরিদ্র, প্রান্তিক ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা কখনো সম্ভব নয়। কাজেই, সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে তথ্য-নির্ভর গবেষণার মাধ্যমে আইনি বিষয়গুলো এমনভাবে পুনঃনির্ধারণ করা উচিত যাতে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নে ‘বাদ পড়া’ জনগোষ্ঠীকে ‘অন্তর্ভুক্ত’ করা সম্ভব হয়।

এই সব বাস্তবতার অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’-এর সহযোগিতায় গবেষণা সংস্থা ‘হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)’ এ-বিষয়ে একটি নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করেছে। “বাংলাদেশের ভূমি আইন: একটি অধিকার-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও প্রস্তাবিত পরিবর্তন” শীর্ষক এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে প্রচলিত ভূমি আইনগুলোর কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ নতুন আইন প্রস্তাব করা। বাংলাদেশে প্রচলিত সব ভূমি আইন এবং ভূমি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র বিশ্লেষণ, দরিদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন ও নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমি আইনে বিদ্যমান অব্যবস্থাপনা, অপশাসন, শোষণ-বঞ্চনামূলক প্রক্রিয়া ও কার্যবিধি সংক্রান্ত আইনি দিকগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে। শুধু আইনি পর্যালোচনা নয়, বরং ভূমি

আইনের নানান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণায়। অধিকারভিত্তিক, প্রান্তিক ও দরিদ্র-বান্ধব এবং জেডার সংবেদনশীল এই গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন—প্রায় ২,৫০০ পৃষ্ঠার—ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবার সুবিধার্থে ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো পৃথক পৃথক খন্ডে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি খন্ড প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ এবং সুপারিশসহ (প্রস্তাবিত আইন বা সংশোধনীসহ) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণাভিত্তিক প্রকাশনা।

ইংরেজি ভাষায় রচিত সেই গবেষণাকর্মের প্রাসঙ্গিক আইনী টেক্সটসমূহ (ইংরেজিতে রচিত বিদ্যমান আইনসমূহ সহ) বাংলায় অনুবাদ করে একটি পৃথক প্রকাশনা করা হয়েছে। আলাদা আলাদা ২০টি খণ্ডে অনূদিত এই প্রকাশনার বিষয়-ভিত্তিক প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনীসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপ:

১. পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
২. অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৩. ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৪. কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৫. বালুমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৬. চরের জমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৭. চিংড়িমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৮. দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৯. আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কিত আইন (বন আইনসহ): প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১০. জলমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১১. অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১২. পাথরমহাল সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৩. ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১৪. ভূমি রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৫. ভূমি জরিপ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৬. চা বাগানের ভূমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৭. ট্রাস্ট সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৮. ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৯. অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
২০. ওয়াক্ফ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী

এই গবেষণাপত্রটি উক্ত ২০ খন্ডের একটি।

পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত নীতিমালা

যে সকল ব্যক্তি বাংলাদেশে অনুপস্থিত বা যাদের সন্ধান অজ্ঞাত বা যারা নিজ সম্পত্তি ব্যক্তিগতভাবে দখল, তত্ত্বাবধান বা ব্যবস্থাপনা করতে অক্ষম হয়েছে বা যারা বিদেশী শত্রু, তাদের সম্পত্তিই “পরিত্যক্ত সম্পত্তি”। অধিকাংশ পরিত্যক্ত সম্পত্তিই ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, নীলফামারী, দিনাজপুর, বগুড়া, লালমনিরহাট, নওগাঁ, রাজশাহী এবং অন্যান্য জেলায় অবস্থিত। মুক্তিযুদ্ধের সময়, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বা তার পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানি বা পাকিস্তানের সমর্থকদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা এবং নিষ্পত্তির জন্য বাংলাদেশ শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা গ্রহণ আদেশ, ১৯৭২ এবং বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা এবং নিষ্পত্তি) আদেশ, ১৯৭২ পাশ করা হয়। ফলে নিম্নরূপ বিধি এবং অধ্যাদেশ প্রণয়নের মাধ্যমে পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা এবং নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়:

- বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (ভূমি, বাড়িঘর ও অন্যান্য সম্পত্তি) বিধিমালা, ১৯৭২;
- বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান) বিধিমালা, ১৯৭২;
- বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (শিল্প প্রতিষ্ঠান) বিধিমালা, ১৯৭২;
- বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (নগর এলাকা সমূহের) বিধিমালা, ১৯৭২;
- পরিত্যক্ত বাড়িঘর (সম্পূরক বিধানাবলী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫;
- সময় সময় প্রকাশিত বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি ও প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অনেক পরিত্যক্ত সম্পত্তি অবমুক্ত হলেও, এখনও অনেক পরিত্যক্ত সম্পত্তির নিষ্পত্তি অসম্পন্ন রয়েছে, অবিলম্বে যার নিষ্পত্তি করা আবশ্যিক। উচ্চ আদালত অনেক বিতর্কিত সম্পত্তিকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করলেও উক্ত সম্পত্তি সমূহের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সম্পর্কে কোন নির্দেশনা প্রদান করেন নাই। পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিয়ে গেজেট প্রকাশিত হলেও তা ছিল অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ এই গেজেটে তালিকাভুক্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তি তফসিল “ক” এবং তফসিল “খ”-এ দুটি তফসিলে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তফসিল “ক”-তে সরকারের প্রত্যক্ষ দখলে থাকা পরিত্যক্ত সম্পত্তি এবং তফসিল “খ”-তে সরকারের প্রত্যক্ষ দখলে নেই এমন পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কিছু পরিত্যক্ত সম্পত্তি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার মধ্যে বিক্রয় করা হয়েছে, কিছু পরিত্যক্ত সম্পত্তি ইজারা বা ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যদিও এখনও অধিকাংশ ভাড়া বা ইজারার টাকা সংগ্রহ করা হয়নি। পরবর্তীকালে এরূপ সম্পত্তি নিলাম বিক্রয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করলেও নানা কারণে তা সফল হয়নি। তফসিল “খ”-তে উল্লিখিত পরিত্যক্ত সম্পত্তি আইনগত অধিকার ব্যতীতই অনেকে দখল করে রেখেছে, অনেকে জাল দলিল তৈরি করে নিজেদের নামে করে নিয়েছে এবং অনেকে আবার আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে নিজেদের দখলে রেখেছে।

পরিত্যক্ত সম্পত্তিসমূহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, যেমন: পরিত্যক্ত ঘড়বাড়ি, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়; পরিত্যক্ত শিল্পকারখানা, শিল্প মন্ত্রণালয়; এবং পরিত্যক্ত কৃষি জমি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রয়েছে। উক্ত মন্ত্রণালয় সমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে একটি বড় জটিলতা।

উপরে উল্লেখিত সমস্যাসমূহ দূরীকরণে প্রস্তাবিত পরিত্যক্ত সম্পত্তি নীতি, ২০১৩ প্রণয়ন করা আবশ্যিক। উক্ত নীতিতে পরিত্যক্ত সম্পত্তির যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত সুপারিশ করা হয়েছে:

- পরিত্যক্ত সম্পত্তির হালনাগাদ এবং সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করে তালিকা অনুসারে বিক্রয় প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা।
- পরিত্যক্ত সম্পত্তির বাজার দর নিশ্চিত করতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, পিডব্লিউডি, রাজউক, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি মূল্য নির্ধারণ কমিটি গঠন করা।
- বিক্রয়ের জন্য চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের ৯০ দিনের মধ্যে বিক্রয়কার্য সম্পন্ন করা।

প্রস্তাবিত পরিত্যক্ত সম্পত্তি নীতি, ২০১৩

প্রচলিত আইন সমূহের সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা বিবেচনা করে পরিত্যক্ত সম্পত্তির যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি নতুন নীতি প্রস্তাব করা হল। এই নীতিতে বিভিন্ন পর্যায় কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই নীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো সম্পত্তির যথাযথ চিহ্নিতকরণ এবং মূল্য নির্ধারণ নিশ্চিতকরণ একই সাথে বিক্রয় প্রক্রিয়ার দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ।

১.০ পরিত্যক্ত সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও বিলি বন্দোবস্ত নিষ্পত্তির জন্য ইতোপূর্বে প্রণীত সকল আদেশ, গেজেট, স্মারক, নীতিসমূহের কার্যকারিতা ২০১৩ সনের এই নীতিটি প্রণয়নের পর রহিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।
এই নীতিটি প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত প্রচলিত বিধান অনুসারে পরিত্যক্ত সম্পত্তির সকল বিলি বন্দোবস্তের বৈধতা থাকবে।

২.০ “পরিত্যক্ত সম্পত্তি” অর্থ বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও বিলি বন্দোবস্ত) আদেশ, ১৯৭২ অনুসারে পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণাকৃত যে কোন সম্পত্তি। এ নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করবে না;
অ) সে সকল সম্পত্তিসমূহ যা উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অবমুক্ত হয়েছে;
আ) সে সকল সম্পত্তিসমূহ যা সরকার কর্তৃক বিক্রয় করা হয়েছে;

৩.০ পরিত্যক্ত সম্পত্তির যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি জাতীয় কমিটি থাকবে—

- অ) মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়----- চেয়ারম্যান
আ) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়----- সদস্য
ই) সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়----- সদস্য
ঈ) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ----- সদস্য
উ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার (বর্গ) ----- সদস্য
উ) যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় -----সদস্য-সচিব

৪.০ কমিটির কার্যপরিধি

- অ) দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত পরিত্যক্ত সম্পত্তির যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং দ্রুত নিষ্পত্তি জন্য প্রচলিত নীতির স্টক গ্রহণ করা এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা।
আ) বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যথাযথ মূল্য নির্ধারণ নিশ্চিত করা।
ই) পর্যায়ক্রমে ঐ সম্পত্তিসমূহের নিষ্পত্তি সংক্রান্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।
ঈ) অন্যান্য মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে কোন সদস্যকে আমন্ত্রণ জানানো।
উ) প্রতি ছয় মাসে একবার বৈঠকে বসা।
পরিত্যক্ত সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তির জন্য জাতীয় কমিটি, প্রয়োজনানুযায়ী জনস্বার্থে এই নীতির কোন অনুচ্ছেদ/উপ-অনুচ্ছেদ সংশোধন অথবা পরিবর্তন করতে পারে।

৫.০ মূল্য নির্ধারণ কমিটি

পরিত্যক্ত সম্পত্তির যথাযথ মূল্য নির্ধারণ নিশ্চিত করিতে নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হবে:

- অ) যুগ্মসচিব (প্রশাসন), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ----- চেয়ারম্যান
আ) প্রধান প্রকৌশলীর প্রতিনিধি, পিডব্লিউডি----- সদস্য
ই) রাজউক চেয়ারম্যান এর প্রতিনিধি----- সদস্য
ঈ) জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এর প্রতিনিধি ----- সদস্য
উ) উপসচিব (প্রশাসন), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ----- সদস্য-সচিব।

- ৬.০ কমিটির কার্যপরিধি
 অ) বাজারদরের ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ।
 আ) ভূমি এবং ভবনের প্রকৃতি, অবস্থান ও সংলগ্ন চারিপাশের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ।
 ই) নিলামের জন্য একটি মূল্য সুপারিশ করা।
- ৭.০ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বর্তমান আইনি সেল পুনঃগঠন এবং কার্যকর করে তুলতে হবে। যা জেলা জজ পদের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার নেতৃত্বে হবে। এতে আরও একজন যুগ্ম জেলা জজ পদমর্যাদার এবং দুই জন সহকারী জজ পদমর্যাদার কর্মকর্তা থাকবেন। এই বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য যথেষ্ট মানব দক্ষতা এবং অন্যান্য কাঠামোগত সুযোগ সুবিধা থাকবে।
- ৮.০ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর নিজ নিজ অফিস (পিডব্লিউডি, রাজউক, এনএইচএ) মাইকের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার এবং তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করে বহুল প্রচলিত অন্তত দুটি জাতীয় বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর নিলাম বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
 এই সংশ্লিষ্ট অফিস বিক্রয়ের জন্য তালিকা প্রকাশের পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন।
 তবে শর্ত থাকে যে, নিলাম বিক্রয় শুরু করার পূর্বে সরকারি অফিস বা আবাসিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তি নির্দিষ্ট করার অধিকার সরকারের থাকবে।
 সংশ্লিষ্ট অফিস বিক্রয় দলিল সম্পাদনের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ নিলাম যিনি ডাকবেন তার বরাবরে পরিত্যক্ত সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করবেন।
- ৯.০ পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং নিষ্পত্তিকরণের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে সাবধানতা এবং কঠোর নিরপেক্ষতা রক্ষা করা হবে।
- ১০.০ এই নীতিতে যাই থাকুক না কেন, সরকার পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবহার অথবা জনস্বার্থে এই নীতির কোন অনুচ্ছেদ পরিবর্তন অথবা সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

গবেষণা দল

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত (প্রধান গবেষক)

বিচারপতি কাজী এবাদুল হক

এ. কে. এম. জহির আহমেদ

অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ

ড. এ. কে. এম. হেলাল-উজ-জামান

টি. আই. এম. নূরুন নবী চৌধুরী

এ্যাডভোকেট কাওসার আহমেদ

অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত

আসমার ওসমান

গবেষণা সহযোগীবৃন্দ

এ্যাডভোকেট অলিউল ইসলাম

এ্যাডভোকেট আফরিন আহমেদ

এ্যাডভোকেট জহিরুল আলম

এ্যাডভোকেট ধীমান চন্দ্র মন্ডল

এ্যাডভোকেট ফারহানা খান

এ্যাডভোকেট ফারিহা তাবাস্সুম সিমু

এ্যাডভোকেট মুজিবুল হক পাভেল

এ্যাডভোকেট মেরিনা সুলতানা

এ্যাডভোকেট শারমিন সুলতানা

এ্যাডভোকেট শেখ সাদী রহমান

অধিগ্রহণ ও হুমকিদখল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী



Human Development Research Centre

humane development through research and action

www.hdrc-bd.com

সহযোগিতায়

মানুষের জন্য

manusher jonno

promoting human rights and good governance

ঢাকা, জুলাই ২০১৬

সূচিপত্র

প্রেক্ষাপট	১
অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সংক্রান্ত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী	৩
স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সংক্রান্ত আইন (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)	৪
প্রথম অধ্যায়: প্রারম্ভিক	৫
১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	৫
২। সংজ্ঞা	৫
দ্বিতীয় অধ্যায়: অধিগ্রহণ	৭
৩। সম্পত্তি অধিগ্রহণের প্রাথমিক নোটিশ জারি	৭
৪। অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি	৭
৫। অধিগ্রহণ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত	৮
৬। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি নোটিশ	৮
৭। জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ	৯
৮। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ	৯
৯। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সময় যা বিবেচ্য বিষয় নয়	১০
১০। ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান	১১
১১। অধিগ্রহণ ও দখল গ্রহণ	১২
১২। অধিগ্রহণ কার্যধারার রদ বা বাতিল	১২
১৩। কোন বাড়ী বা দালানের অংশ বিশেষ অধিগ্রহণ	১২
১৪। সরকার ব্যতীত অন্য ব্যক্তির খরচে সম্পত্তি অধিগ্রহণ	১২
১৫। অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি সরকার ব্যতীত প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হস্তান্তর	১৩
১৬। কতিপয় ক্ষেত্রে পুনরুদ্ধার	১৩
১৭। অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির ব্যবহার	১৩
তৃতীয় অধ্যায়: হুকুমদখল	১৪
১৮। সম্পত্তি হুকুমদখল	১৪
১৯। পুনঃবীক্ষণ	১৪
২০। জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদান	১৪
২১। ক্ষতিপূরণ প্রদান	১৫
২২। হুকুম দখলকৃত সম্পত্তির অবগুণ্ণ প্রাপ্তদের নিকট হইতে অর্থ আদায়	১৫
২৩। অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির মেরামত	১৫
২৪। হুকুম দখল হইতে মুক্ত করা	১৬
২৫। বগুণ্ণ প্রাপ্তদের উচ্ছেদ	১৬
২৬। এই অধ্যায়ে সেনানিবাসের জন্য প্রযোজ্য নয়	১৭
২৭। আরবিট্রেটর নিয়োগ	১৭
২৮। আরবিট্রেটরের নিকট দরখাস্ত	১৭
২৯। শুনানীর নোটিশ	১৭
৩০। মামলার আওতা	১৭
৩১। আরবিট্রেটর ৮, ৯ এবং ২০ ধারা অনুযায়ী পরিচালিত হইবেন	১৭
৩২। আরবিট্রেটর রোয়েদাদ	১৬
৩৩। খরচ	১৮
৩৪। আরবিট্রেটরের রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আপিল	১৮
৩৪ক। অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান	১৮
৩৫। ১৯৪০ সনের ১০নং আইন প্রযোজ্য নয়/ [২০০১ সনের ১নং আইন প্রযোজ্য নয়]	১৮
পঞ্চম অধ্যায়: বিবিধ	১৯
৩৬। জেলা প্রশাসক এবং আরবিট্রেটরের দেওয়ানী আদালতের কতিপয় ক্ষমতা	১৯
৩৭। প্রবেশ ও পরিদর্শনের ক্ষমতা	১৯
৩৮। সংবাদ সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা	১৯
৩৯। নোটিশ এবং আদেশ জারি	১৯
৪০। শাস্তি	২০
৪১। সমর্পণে বাধ্যকরণ	২০

৪২।	স্ট্যাম্প ডিউটি এবং ফিস প্রদান মওকুফ	২০
৪৩।	দায়মুক্তি	২০
৪৪।	আদালতের এখতিয়ারের উপর বাধা-নিষেধ	২০
৪৫।	ক্ষমতা হস্তান্তর	২১
৪৬।	বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	২১
৪৭।	১৯৪৮ সালের ১৩নং মেয়াদ উত্তীর্ণ আইন সম্পর্কে বিশেষ হেফাজত	২১
৪৮।	রহিতকরণ এবং হেফাজত	২১
স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বিধিমালা: প্রস্তাবিত সংশোধনী		২২
বিধি-১।	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	২২
বিধি-২।	সংজ্ঞা	২২
বিধি-৩।	অধিগ্রহণ কার্যক্রম	২২
বিধি-৪।	৩, ৬ এবং ৭ ধারার নোটিশ	২২
বিধি-৫।	আগ্রহী ব্যক্তির সহিত পরামর্শ	২২
বিধি-৬।	গণ তথ্য সেল	২৩
বিধি-৭।	প্রস্তাবিত জমির ভিডিও অবিলম্বে করিতে হইবে	২৩
বিধি-৮।	অধিগ্রহণ এবং দখলের ঘোষণা	২৩
বিধি-৯।	কার্যক্রম রদ এবং বাতিলের ঘোষণা	২৩
বিধি-১০।	অধিগ্রহণকৃত ভূমি হস্তান্তর	২৩
বিধি-১১।	মূল্যনির্ধারণ কমিটির গঠন এবং ক্ষমতা	২৪
বিধি-১২।	ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ	২৪
বিধি-১৩।	জাতীয় পরিচয়পত্র ও উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট ব্যবহার	২৪
বিধি-১৪।	জমির তফসিল জালিয়াতি	২৪
বিধি-১৫।	অব্যবহৃত অধিগ্রহণ সম্পত্তি	২৫
বিধি-১৬।	জেলা প্রশাসক কর্তৃক অধিগ্রহণ	২৫
বিভিন্ন নোটিশসমূহ		২৬-৩৫
স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল বিধিমালা: প্রস্তাবিত সংশোধনী		৩৬
বিধি-১।	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	৩৬
বিধি-২।	সংজ্ঞা	৩৬
বিধি-৩।	হুকুমদখল কার্যক্রম	৩৬
বিধি-৪।	হুকুমদখল কার্যক্রম	৩৬
বিধি-৫।	হুকুমদখল বাবদ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ	৩৬
বিধি-৫ক।	মূল্যায়ন কমিটির গঠন ও ক্ষমতা	৩৬
বিধি-৬।	বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছ হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়	৩৭
বিধি-৭।	হুকুম দখল মুক্ত করার নোটিশ	৩৭
বিভিন্ন নোটিশসমূহ		৩৮-৩৯
অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী: প্রস্তাবিত সংশোধনী		৪০
প্রথম অধ্যায়: উপক্রমণিকা/অনুসরণিকা		৪০-৪১
দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রাক অধিগ্রহণ কার্যক্রম		৪২-৪৭
তৃতীয় অধ্যায়: অধিগ্রহণ কার্যক্রম		৪৮-৪৯
চতুর্থ অধ্যায়: ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও বিতরণ		৫০-৫২
পঞ্চম অধ্যায়: অধিগ্রহণ কেস বাতিলকরণ, দখল হস্তান্তর, গেজেট বিজ্ঞপ্তি ও নামজারিকরণ		৫৩-৫৪
ষষ্ঠ অধ্যায়: আরবিট্রেশন		৫৫
সপ্তম অধ্যায়: বিবিধ		৫৬-৬০
প্রস্তাবিত পুনর্বাসন আইন		৬১
প্রথম অধ্যায়: প্রারম্ভিক		৬২-৬৩
দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন		৬৪-৬৫
তৃতীয় অধ্যায়: পুনর্বাসন কর্তৃপক্ষ		৬৬-৬৮
চতুর্থ অধ্যায়: পুনর্বাসন ক্ষিম বা পরিকল্পনা		৬৯-৭১
পঞ্চম অধ্যায়: ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসন		৭২-৭৩
ষষ্ঠ অধ্যায়: ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য পুনর্বাসন সুবিধা		৭৪-৭৮
সপ্তম অধ্যায়: বিবিধ		৭৯-৮০

প্রেক্ষাপট

ভূমি সম্পদের জনক। বাংলাদেশের মানুষ ও অর্থনীতির বড় অংশ ভূমিনির্ভর। এদেশের উন্নয়নে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি অবিভক্ত উৎপাদন ক্ষমতার অধিকারী; কর্মসংস্থান, খাদ্য, বাসস্থান ও আর্থিক নির্ভরতার এক বড় সহায়ক। ভূমির উপর অধিকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার পরিমাপক; ক্ষমতাকাঠামোর ভিত্তি ও জীবনযাত্রার অবস্থা নির্ণয়ের অন্যতম প্রধান সূচক। ভূমির উপযোগমূল্য যথেষ্ট, এর বাজারমূল্য ক্রমাগত বাড়ে। ভূমির কোন অবচয় নেই। ভূমির অধিকার আন্তঃজনগত বংশপরম্পরায় ভোগ্য।

প্রায় ১৬ কোটি মানুষের আমাদের এই দেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার। দেশের মোট ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ একর ভূমির ৬০ শতাংশ কৃষি জমি। প্রতিদিন কমছে দেশের আবাদী ভূমির পরিমাণ। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের সাথে ভূমিহীনতার সম্পর্ক নিবিড়। অথচ, এদেশের প্রায় ৫৯ শতাংশ খানা ভূমিহীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে—বিশেষ করে, কৃষির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর—ভূমিহীনতাই তাদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

ভূমির পরিমাণ সীমিত। জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়লেও ভূমির পরিমাণ বাড়ছে না—বাড়ছে ভূমির অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতা। সহিংসতা, ফটকা-ব্যবসা, দুর্নীতি, জবরদখল, প্রতারণা, ও প্রবঞ্চনার ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়তই—বাড়ছে ভূমিহীনের সংখ্যা, বলপূর্বক অভিবাসন, বৈষম্য ও দারিদ্র্য।

দেশে প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে ভূমি নিয়ে বিরোধ, দশকের পর দশক ধরে ভূমি-সংক্রান্ত চলমান আইনি জটিলতাগুলো চরম আকার ধারণ করেছে। এতে সর্বস্বান্ত হচ্ছে অনেক মানুষ, বাড়ছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। অন্যদিকে ভূমি প্রশাসনের অদক্ষতা, ভূমি রেজিস্ট্রেশন এবং ভূমি জরিপ কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা, নামজারীর ক্ষেত্রে জটিলতা, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ভূমি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল, খাস জমি বিতরণে অনিয়ম, জলমহাল, বালুমহাল ও চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অনিয়ম ও প্রায়োগিক সমস্যা ইত্যাদি দেশের অধিকাংশ মানুষকে ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

ভূমির অধিকার নিয়ে বিরোধ, শোষণ, দুর্নীতি, প্রতারণা ও দরিদ্র মানুষের সীমাহীন দুর্গতির পিছনে সূক্ষ্ম আইনি বিষয় ও জটিলতা বহুলাংশে দায়ী। বাংলাদেশে ভূমি সংশ্লিষ্ট আইনগুলো সেকেলে। অনেক আইন দরিদ্র-বান্ধব নয়; প্রান্তিক মানুষ ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনগুলো যথাযথও নয়। এমনকি কোনো কোনো আইন একে অন্যের সাথে সাংঘর্ষিক। বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগও নেই। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিতামূলক যে আইনি-কাঠামো প্রয়োজন তার অনুপস্থিতিও ব্যাপক। খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন; সর্বোপরি, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি প্রচলিত আইনগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে আনীত আইনের সংশোধনীগুলোও কাজ্জিত লক্ষ্য পূরণ করেনি; এমনকি, অতি সাম্প্রতিক সংশোধনীগুলোও প্রায়োগিক দিক থেকে দরিদ্রবান্ধব এবং জনকল্যাণমুখী হয়ে উঠতে পারেনি। এটি সহজেই বোধগম্য যে, বর্তমানে প্রচলিত ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জটিল এবং অগোছালো অবস্থায় রয়েছে। আরো হতাশার ব্যাপার, প্রচলিত আইনগুলোর অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, দরিদ্রবান্ধব-নীতির অনুপস্থিতি এবং প্রায়োগিক সমস্যা অসংখ্য ভূমি বিরোধ ও ভূমি মামলার জন্ম দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব জটিলতার সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালীরাই শেষ পর্যন্ত ভূমির দখল নিয়ে নেয় আর দরিদ্র, প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো ভূমির অধিকার হারায়। তাই, ভূমি বিষয়ে সবগুলো আইনকে অধিকার-ভিত্তিক ও সুসমঞ্জস একটি কাঠামোর মধ্যে এনে প্রয়োজনীয় সংস্কার নিশ্চিত করতে না পারলে দরিদ্র, প্রান্তিক ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা কখনো সম্ভব নয়। কাজেই, সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে তথ্য-নির্ভর গবেষণার মাধ্যমে আইনি বিষয়গুলো এমনভাবে পুনঃনির্ধারণ করা উচিত যাতে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নে ‘বাদ পড়া’ জনগোষ্ঠীকে ‘অন্তর্ভুক্ত’ করা সম্ভব হয়।

এই সব বাস্তবতার অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’-এর সহযোগিতায় গবেষণা সংস্থা ‘হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)’ এ-বিষয়ে একটি নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করেছে। “বাংলাদেশের ভূমি আইন: একটি অধিকার-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও প্রস্তাবিত পরিবর্তন” শীর্ষক এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে প্রচলিত ভূমি আইনগুলোর কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ নতুন আইন প্রস্তাব করা। বাংলাদেশে প্রচলিত সব ভূমি আইন এবং ভূমি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র বিশ্লেষণ, দরিদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন ও নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমি আইনে বিদ্যমান অব্যবস্থাপনা, অপশাসন, শোষণ-বঞ্চনামূলক প্রক্রিয়া ও কার্যবিধি সংক্রান্ত আইনি দিকগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে। শুধু আইনি পর্যালোচনা নয়, বরং ভূমি আইনের নানান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণায়। অধিকারভিত্তিক, প্রান্তিক ও দরিদ্র-বান্ধব এবং জেডার সংবেদনশীল এই গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন—প্রায় ২,৫০০ পৃষ্ঠার—ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবার সুবিধার্থে ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো পৃথক পৃথক খন্ডে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি খন্ড প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ এবং সুপারিশসহ (প্রস্তাবিত আইন বা সংশোধনীসহ) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণাভিত্তিক প্রকাশনা।

ইংরেজি ভাষায় রচিত সেই গবেষণাকর্মের প্রাসঙ্গিক আইনী টেক্সটসমূহ (ইংরেজিতে রচিত বিদ্যমান আইনসমূহসহ) বাংলায় অনুবাদ করে একটি পৃথক প্রকাশনা করা হয়েছে। আলাদা আলাদা ২০টি খন্ডে অনূদিত এই প্রকাশনার বিষয়-ভিত্তিক প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনীসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপ:

১. পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
২. অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৩. ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৪. কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৫. বালুমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৬. চরের জমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৭. চিংড়িমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৮. দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৯. আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কিত আইন (বন আইনসহ): প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১০. জলমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১১. অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১২. পাথরমহাল সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৩. ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১৪. ভূমি রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৫. ভূমি জরিপ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৬. চা বাগানের ভূমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৭. ট্রাস্ট সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৮. ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৯. অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
২০. ওয়াক্ফ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী

এই গবেষণাপত্রটি উক্ত ২০ খন্ডের একটি।

অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সংক্রান্ত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী

সরকার বিভিন্ন কারণে জমি অধিগ্রহণ করে। অধিগ্রহণ বিশাল জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় অধিগ্রহণ সংবিধানের ৪২ অনুচ্ছেদ এ বর্ণিত সম্পত্তির অধিকারের উপর প্রভাব ফেলে। অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার প্রধানত স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ আইনটি প্রয়োগ করে থাকে। তবে অন্য কিছু বিশেষ আইনও রয়েছে যা বিশেষ কাজে প্রয়োগ হয়ে থাকে যেমন যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫। সংশোধনী প্রস্তাবনার জন্য যে প্রেক্ষাপট গবেষণা করা হয়েছে সেখানে বিশেষ আইনগুলো বিবেচনায় নেয়া হয়নি। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ আইনটির বিভিন্ন সমস্যার কথা যেমন বলা হয়েছে তেমনি তার সাথে সমাধানের পথও বলে দেয়া হয়েছে। যেমন আইনটি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, আইনের ৩ (১)-এ জনস্বার্থে অধিগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু জনস্বার্থের কোন সংজ্ঞা নেই। যদিও জনস্বার্থেই স্পষ্ট ও প্রাজ্ঞ ভাষায় জনস্বার্থে সংজ্ঞায়ন হওয়া উচিত। তা না হলে অতীতের ধারাবাহিকতায় ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থকে জনস্বার্থ হিসেবে চালিয়ে দেয়া হবে। সাধারণ মানুষের ভিটেমাটি কিংবা একমাত্র চাষযোগ্য জমিটি অধিগ্রহণ হবে জনস্বার্থের নামে।

আইনটিতে সবচেয়ে বড় গলদ হচ্ছে নোটিশ প্রদানের ক্ষেত্রে। প্রায় সময়ই দেখা যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নোটিশ পাচ্ছে না। প্রস্তাবিত আইনে নোটিশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপায়ের কথা বলা হয়েছে।

আইনে পুনর্বাসনের কোন ধারা নেই। যার ফলে মানুষ ব্যাপক ক্ষতির শিকার হচ্ছে। তাই আইনের দুর্বল দিকগুলি বিবেচনায় নিয়ে নতুন একটি পুনর্বাসন আইনের কথা বলা হয়েছে।

আইনটির শেষাংশে দায়মুক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আইনের আওতায় সম্পাদিত সব কাজ সরল বিশ্বাসে করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। এর আওতায় সম্পন্ন কোন কাজের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা, তদন্ত এবং আইনগত বিচার প্রযোজ্য হবে না। এখানেও ফাঁক-ফোকর রয়েছে। সরল বিশ্বাসের কোন সংজ্ঞা আইনটিতে নেই। সরল বিশ্বাসের সংজ্ঞা না থাকলে সরকারি প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখলে এ ধরনের দুর্নীতি এড়ানো সম্ভব নয় বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সংক্রান্ত আইন (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)

সমস্যা সনাক্তকরণের ভিত্তিতে গবেষণা দল অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল সম্পর্কিত এক সেট নতুন আইন প্রস্তাব যদিও নতুন আইনটি পুরনো আইনের সাহায্য নিয়ে প্রণীত। অতএব বর্তমান আইনে তদধীন প্রণীত স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এবং বিধি বিধান অধিকাংশই প্রস্তাবিত আইনে অপরিবর্তিত রাখা হইয়াছে।

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সংক্রান্ত একটি নতুন আইন জারির জন্য প্রস্তাবিত বিল

অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সম্পর্কিত আইন একত্রীকরণ ও আইন সংশোধন বিদ্যমান আইন যেহেতু অধিগ্রহণ এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ, অধিকারভিত্তিক নয় এবং সম্পূর্ণরূপে সংবিধানের মূল নীতির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নয় সেহেতু, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সংক্রান্ত আইনের একত্রীকরণ ও সংশোধন এবং তদসংক্রান্ত ও সহায়ক বিষয়ে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়।

প্রথম অধ্যায় প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

- (১) এই আইন “স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন” নামে অভিহিত হইবে।
- [(২) এই আইন পার্বত্য চট্টগ্রাম (ভূমি অধিগ্রহণ) রেগুলেশন, ১৯৫৮ বহির্ভূত এলাকা ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশে বিস্তৃত হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার এই আইনের অধীনে বহির্ভূত কোন জেলা (বা অংশ) কে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।
- (৩) এই আইন তৎক্ষণাৎ কার্যকর হইবে।]

২। সংজ্ঞা:

বিষয় ও প্রসঙ্গে পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইন-

- (ক) “আরবিট্রেটর” অর্থ ১৭ ধারা অনুযায়ী নিযুক্ত আরবিট্রেটর;
- (খ) “জেলা প্রশাসক” বলিতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং আইনের অধীনে জেলা প্রশাসকের কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা তাহার উপর ন্যস্ত কোন দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত যে কোন কর্মকর্তা [যিনি সহকারী কমিশনারের নীচে হইবে না] জেলা প্রশাসকের অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (গ) [“আদিবাসীদের” চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়, লুশাই, বম, খুমি, পাঙ্গন, খিয়াং, শো, চাক, সাম্তাল অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, বানাইস, ভুঁইয়াম, ভূমিজ, দালুস, গারো, গন্দস, হাদিস, হাজং, হোশেয়, খারাইস, খার্বারস, কোচ (ঢাকা বিভাগ), বাখেরগঞ্জ, মগ (বাকেরগঞ্জ জেলা), মাল ও সুরিয়াপাহারিস, মাছেস, মুন্ডা, মুন্ডাইস, অঁরাও এবং তুরিস এই আইনের কোথাও অন্য যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলা প্রশাসকের কোন ব্যক্তিকে আদিবাসী হিসাবে চিহ্নিত করিবার অধিকার থাকিবে। জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মেয়র, সিটি কর্পোরেশন অথবা পৌরসভার কাউন্সিলর বা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা সার্কল চীফ বা গ্রাম প্রধান বা একটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা একটি ওয়ার্ডের সদস্যের সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে আদিবাসী হিসাবে চিহ্নিত করিবেন;]
- (ঘ) “মালিক” বলিতে দখলকারও অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (ঙ) “কোন সম্পত্তি সংক্রান্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি” বলিতে এই আইনের অধীন অধিগ্রহণকৃত ও হুকুমকৃত ও দখলকৃত সম্পত্তির জন্য প্রদেয় ক্ষতিপূরণের টাকায় স্বার্থ বা দাবিকারী বা দাবি করিতে অধিকারী সকল ব্যক্তিকে বুঝাইবে;
- (চ) [“জনস্বার্থ” অর্থ স্থাবর সম্পত্তির অধিগ্রহণ বা হুকুমদখল করা যাইবে অথবা সরকারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকার অর্থ দ্বারা পরিচালিত, কোন আইনের আওতায় কোন শহর, গ্রাম, বাণিজ্যিকভাবে পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য, শিল্প বা আবাসিক বা বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানবিক প্রয়োজনে বা কোন শিক্ষাগত উন্নয়ন প্রতিষ্ঠার জন্য দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য বা জনস্বার্থ প্রকল্পের জন্য সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা।

“জনস্বার্থ” বলিতে নিম্নলিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে-

- (অ) শহর, নগর বা গ্রামীণ পরিকল্পনার জন্য জমি;
- (আ) কোন প্রকল্প অনুসারে সরকারি তহবিল হইতে জমি উন্নয়নের জন্য অধিগ্রহণ এবং পরবর্তী নিষ্পত্তির বা উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ বা আংশিক ইজারা, স্বত্বনিয়োগ বা সরাসরি বিক্রয় পরিকল্পনা;

- (ই) রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা মালিকানাধীন একটি কর্পোরেশনের জন্য জমি;
- (ঈ) দরিদ্র বা ভূমিহীনের আবাসনের উদ্দেশ্যে জমি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বসবাস করা ব্যক্তি, বা বাস্তবায়িত ব্যক্তি বা সরকার, কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বা মালিকানাধীন একটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কোন প্রকল্পের বাস্তবায়নের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত;
- (উ) সরকার কর্তৃক বা সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোন ধরনের প্রকল্প পূরণকল্পে সরকারি অর্থায়নে, বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন শিক্ষাগত, আবাসন, স্বাস্থ্য বা বস্তি অপসারণ প্রকল্প পূরণকল্পে জমি বন্দোবস্ত, বা এমন উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, অথবা সোসাইটিস রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ২১নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত কর্তৃপক্ষ অথবা বাংলাদেশে আপাতত: বলবত কোন সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন প্রকল্প;
- (ঊ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সরকারের অর্থায়নে অন্য কোন ক্ষীমের জন্য জমি;
- (ঋ) সরকারি অফিসের জন্য প্রাপ্ত বা ভবন নির্মাণের জন্য;
- (এ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য জমির সংস্থান;
- (ঐ) অন্য কোন জন উদ্দেশ্যে বা জনস্বার্থের জন্য জমির সংস্থান;।
- (হ) “নির্ধারিত” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;
- (জ) “সম্পত্তি” অর্থ স্থাবর সম্পত্তি এবং উক্ত সম্পত্তি বা তাহার মধ্যে বা উপরে অন্তর্ভুক্ত যে কোন স্বত্বকে বুঝাইবে;
- (ঝ) [“পুনর্বাসন” অর্থ আয়, জীবিকা, এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার এবং গৃহায়ন পুনঃনির্মাণ, উৎপাদনশীল জমিসহ সম্পদ ও অন্য স্থানে পাবলিক অবকাঠামো নির্মাণ;]
- (ঞ) “প্রত্যাশী ব্যক্তি” অর্থ এই আইনের অধীন যে ব্যক্তির জন্য সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হইয়াছে বা অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হইয়াছে;
- [ট) “পুনর্বাসিত করা” বলিতে অন্য কোন স্থানে উৎপাদনশীল জমি ও সরকারি অবকাঠামোসহ সম্পত্তি, আবাসন পুনর্নির্মাণকে বুঝাইবে; এবং
- (ঠ) “অরক্ষিত” দল / ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে:
- বাংলাদেশ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংজ্ঞায়িত জাতীয়ভাবে নির্ধারিত দারিদ্র্যসীমার নীচে ব্যক্তি, যথা:
- (অ) আদিবাসী জনগোষ্ঠী;
- (আ) ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক;
- (ই) প্রতিবন্ধী মানুষ; এবং
- (ঈ) বৃদ্ধ ব্যক্তি ।]

দ্বিতীয় অধ্যায় অধিগ্রহণ

৩। সম্পত্তি অধিগ্রহণের প্রাথমিক নোটিশ জারি

যখন জেলা প্রশাসকের নিকট কোন এলাকায় অবস্থিত কোন সম্পত্তি যে কোন জনউদ্দেশ্যে [***] প্রয়োজনীয় [***] বলিয়া প্রতীয়মান হইবে [***]।

তবে শর্ত থাকে যে, শাসন, সমাধিক্ষেত্র বা জনসাধারণ কর্তৃক ধর্মীয় উপাসনালয় হিসাবে ব্যবহৃত কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা যাইবে না।

৪। অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি

(১) কোন সম্পত্তি জনউদ্দেশ্যে [***] অধিগ্রহণ করিবার প্রয়োজনীয় [***] মর্মে ৩ ধারার অধীন নোটিশ জারির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ঐ সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিল করিতে পারিবে।

[(২) যে ব্যক্তির জমিতে স্বার্থ রহিয়াছে, সে লিখিত নোটিশ প্রকাশের পর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে—

(ক) জমি অধিগ্রহণ না করিবার জন্য জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করিতে পারে; বা

(খ) জমির সীমানা পরিবর্তন করিবার জন্য; বা

(গ) জমির একটি নির্দিষ্ট অংশ অধিগ্রহণ না করিবার জন্য অথবা অন্য জমি অধিগ্রহণ করিবার জন্য;]

[(৩)] উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিটি আপত্তি লিখিতভাবে জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং জেলা প্রশাসক আপত্তিকারীকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে শুনানীর সুযোগ দিবেন [***]।

[(৪) (১), (২) ও (৩) উপ-ধারা অনুযায়ী এই মর্মে আবেদন করা যাইবে যে—

(ক) জমি বা তাহার অংশ অধিগ্রহণের জন্য যে কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে সেই কর্ম পরিচালনার জন্য উক্ত জমি বা অংশ আদৌ অধিগ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই।

(খ) যে উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হইতেছে তাহা করা হইলে—

(অ) আদিবাসী মানুষের একটি গতানুগতিক অধিকারে হস্তক্ষেপ, ক্ষতি বা ধ্বংস করা হইবে; বা

(আ) ঐতিহাসিক স্থাপত্য বা বৈজ্ঞানিক নিদর্শন ক্ষতিসাধন বা ধ্বংস; বা

(ই) উদ্ভিদকুল বা প্রাণিকুল এর ক্ষতি সাধন করিবে যাহা জনস্বার্থে সংরক্ষণ করা উচিত; বা

(ঈ) অন্য কোন জনস্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিবে;

১ “বা জনস্বার্থ” শব্দগুলি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

২ “বা প্রয়োজনীয় হইতে পারে” শব্দগুলি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৩ “তখন তিনি ঐ সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে মর্মে একটি নোটিশ ঐ সম্পত্তির নিকটস্থ কোন সুবিধাজনক স্থানে বা তাহার উপরে জারি করিবেন” শব্দগুলি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৪ “বা জনস্বার্থ” শব্দগুলি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৫ “বা প্রয়োজনীয় হইতে পারে” শব্দগুলো বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৬ প্রস্তাবিত।

৭ “উপ-ধারা-২” এর স্থানে “উপ-ধারা-৩” প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮ “এবং সকল আপত্তি শ্রবণান্তে ও প্রয়োজনবোধে আরও অনুসন্ধান করিয়া তাহার মতামত সংবলিত একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন” শব্দগুলি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

(৫) জেলা প্রশাসক এই ধারার উপ-ধারা (৩) এর অধীন দাখিল করা কোন আবেদন বিবেচনা করিবে এবং আবেদন প্রাপ্তির পর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদন মঞ্জুর, বা আবেদন প্রত্যাখ্যান হইয়া থাকিলে তাহা যে ব্যক্তির দ্বারা অধিগ্রহণের আবেদন করা হয়েছিল তাকে লিখিত নোটিশ জারি করিয়া জানাইতে হইবে।^{১১}

[(৬)]^{১২} জেলা প্রশাসক অতঃপর-

(ক) সম্পত্তিটি যদি ৫০ (পঞ্চাশ) বিঘার বেশি হয়, তাহা হইলে তাহার সুপারিশসহ নথির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে;

(খ) সম্পত্তিটি যদি ৫০ (পঞ্চাশ) বিঘার বেশি না হয় তাহা হইলে তাহার সুপারিশসহ নথিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের নিকট পেশ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন আপত্তি উত্থাপিত না হইলে নথিটি বিভাগীয় কমিশনার [অথবা সরকার]^{১৩} এর নিকট পেশ না করিয়া পূর্ববর্ণিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে তবে ৩০ (ত্রিশ) দিনের বেশি হইবে না জেলা প্রশাসক নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন [***]^{১৪}।

[অনুরোধ প্রত্যাখ্যান ও আপত্তি নাকচের বিরুদ্ধে আপীলের অধিকার]

(৭) যদি জেলা প্রশাসক ধারা ৪ এর অধীনে প্রণীত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান বা অস্বীকার করে তাহা হইলে আগ্রহী ব্যক্তি ১০ (দশ) দিনের মধ্যে ক্ষেত্রমতে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল করিতে পারে, অথবা সরকারের নিকট আপীল দাখিল করিতে পারে এবং আগ্রহী ব্যক্তিকে শুনানী করিবার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করিতে হইবে।^{১৫}

৫। অধিগ্রহণ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

(১) জেলা প্রশাসক কর্তৃক [৪ ধারার (৬)]^{১৬} উপ-ধারার অধীন পেশকৃত সুপারিশ বিবেচনায় নিয়া ক্ষেত্রমতে সরকার বা বিভাগীয় কমিশনার, আপীল নিষ্পত্তির পরে যদি থাকে, ৩ ধারায় প্রদত্ত নোটিশ প্রদানের ১৮ (আঠার) দিনের মধ্যে সম্পত্তি অধিগ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিবেন এবং ক্ষেত্রমতে সরকার বা বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) যখন বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ হইবে, তখন রিপোর্ট দাখিলের তারিখ হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে অথবা তিনি নিজে যেরূপ মনে করেন সেরূপ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আরো অনুরূপ ১ (এক) মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন;

(খ) যখন সরকার কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে তখন রিপোর্ট দাখিলের তারিখ হইতে অনুরূপ ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে;

(২) সরকার, বিভাগীয় কমিশনার বা জেলা প্রশাসক উপ-ধারা (১) অথবা [৪ ধারার (৬) উপ-ধারার (খ) দফা]^{১৭} এর অধীন কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে সেই সিদ্ধান্ত, সম্পত্তিটি সরকারি উদ্দেশ্যে বা জনস্বার্থে প্রয়োজন এই মর্মে চূড়ান্ত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে।

৬। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি নোটিশ

(১) যেক্ষেত্রে সরকার বা বিভাগীয় কমিশনার বা জেলা প্রশাসক ৫ ধারার অধীন বা [৪ ধারার (৬) উপ-ধারার (খ) দফা]^{১৮} এর অধীন সম্পত্তি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক উক্ত সম্পত্তির উপরে বা নিকটস্থ

^{১১} প্রস্তাবিত

^{১২} “উপ-ধারা-৩” এর পরিবর্তে “উপ-ধারা-৬” প্রতিস্থাপিত হইবে।

^{১৩} প্রস্তাবিত

^{১৪} “অথবা সম্পত্তিটির অধিগ্রহণ সম্পর্কে জেলা প্রশাসকের লিখিত অনুরোধের প্রেক্ষিতে বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত হিসাবে” শব্দগুলি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৫} প্রস্তাবিত

^{১৬} “ধারা-৪ উপ-ধারা-৩” এর পরিবর্তে “ধারা-৪ উপ-ধারা-৬” প্রতিস্থাপিত হইবে।

^{১৭} “ধারা-৪ উপ-ধারা-৩ দফা-খ” এর পরিবর্তে “ধারা-৪ উপ-ধারা-৬ দফা-খ” প্রতিস্থাপিত হইবে।

সুবিধাজনক স্থানে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে নোটিশ জারি করিবেন এবং উক্ত নোটিশে উল্লেখ করিতে হইবে যে সরকার বা বিভাগীয় কশিনার বা জেলা প্রশাসক উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়াছেন ও দখল নিতে চান এবং সকল স্বার্থেও ক্ষতিপূরণের দাবী তাহার নিকট করা যাইবে।

- (২) এইরূপ নোটিশে যে সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও দখল নেওয়া হইবে তাহার বিবরণাদি উল্লেখ করিতে হইবে এবং উক্ত সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে নোটিশ প্রকাশের কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন পর ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে নোটিশে উল্লিখিত সময় ও স্থানে জেলা প্রশাসকের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ সম্পত্তিতে তাহাদের স্ব স্ব স্বার্থ এবং তাহার জন্য তাহাদের ক্ষতিপূরণের অর্থের পরিমাণ ও বিবরণাদি পেশ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে হইবে।
- (৩) জেলা প্রশাসক এইরূপ সম্পত্তির দখলকারকে (যদি থাকে) এবং তাহার বিশ্বাস ও জানা মতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকলকে একই মর্মে নির্ধারিত ফরমে নোটিশ প্রদান করিবেন।
- (৪) জেলা প্রশাসক নোটিশ দ্বারা যে কোন ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদানের ১৫ (পনের) দিন পর তাহাতে বর্ণিত স্থানে তাহার নিকট একটি বিবৃতি প্রদান বা বিবরণী দাখিলের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যাহাতে অংশীদার, বন্ধকগ্রহীতা বা অন্য কোন প্রকারে উক্ত সম্পত্তিতে বা তাহার কোন অংশে যে সকল ব্যক্তি স্বার্থ ভোগ করিতেছে তাহাদের নাম ও ঐ সম্পত্তি বাবদ তাহাদের গ্রহীতা বা প্রাপ্য এইরূপ স্বার্থ বা মুনাফার (যদি থাকে) প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা থাকিবে।
- (৫) যে সকল ব্যক্তি এই ধারার অধীন কোন বিবৃতি প্রদান বা বিবরণী দাখিল করিতে নির্দেশিত হইবে তাহারা দন্ডবিধির (১৮৬০ সনের ৪৫নং আইন) ১৭৫ ও ১৭৬ ধারার অর্থ অনুযায়ী তাহা প্রদান করিতে আইনতঃ বাধ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ

- (১) নির্ধারিত তারিখে বা তদন্তের উদ্দেশ্যে মূলতবীর তারিখে যদি কোন ব্যক্তি ৬ ধারা অনুযায়ী কোন বিবরণী প্রদান করে থাকেন, তাহা হইলে সে বিবরণী এবং ৩ ধারার নোটিশ জারির তারিখে সম্পত্তির যে মূল্য ছিল এবং ক্ষতিপূরণ দাবিকারী সকল ব্যক্তির স্ব স্ব স্বার্থ সম্পর্কে জেলা প্রশাসক তদন্ত আরম্ভ করিবেন; এবং
 - (ক) তাহার মতে সম্পত্তি বাবদ যে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যায় তাহা নির্ধারণ করিবেন; এবং
 - (খ) উক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণের অর্থ তাহার জানা ও বিশ্বাসমতে উক্ত সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবিদার ব্যক্তিদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিবেন;
- (২) অতঃপর বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।
- (৩) ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদ প্রণয়নের তারিখ হইতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসক-
 - (ক) রোয়েদাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নোটিশ দিবেন;
 - (খ) ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদের প্রাক্কলন প্রত্যাশী সংস্থার নিকট প্রেরণ করিবেন।
- (৪) প্রত্যাশী সংস্থা প্রাক্কলন প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদের প্রাক্কলিত অর্থ জেলা প্রশাসকের নিকট জমা দিবেন।

৮। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- (১) এই অধ্যায়ের অধীন অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির জন্য প্রদেয় ক্ষতিপূরণের সময় জেলা প্রশাসক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিবেন-
 - (ক) ৩ ধারার নোটিশ জারির দিনে সম্পত্তির বাজার দর [ও ঐসব জমিতে অবস্থিত অবকাঠামোগুলি]::
তবে শর্ত থাকে যে, বাজার দর নির্ধারণের সময় জেলা প্রশাসক একই পারিপার্শ্বিক সুবিধাযুক্ত সম্পত্তির বিগত ১২ (বার) মাসের গড়পড়তা মূল্য বিবেচনা করিবেন;

১১ “ধারা-৪ উপ-ধারা-৩ দফা-খ” এর পরিবর্তে “ধারা-৪ উপ-ধারা-৬ দফা-খ” প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২ প্রস্তাবিত

[(খ) অধিগ্রহণ প্রকল্পের প্রভাব-

- (অ) আদিবাসী মানুষের গতানুগতিক অধিকার ভোগ; এবং
- (আ) ঐ ব্যক্তির জীবন, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের ওপর প্রভাব; এবং
- (ই) ঐ ব্যক্তির কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নয়ন; এবং
- (ঈ) ঐ ব্যক্তির চলাচলের স্বাধীনতা শেষকৃত্য, সমারোহ বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে বা তাহাদের কোন ঐতিহ্য বা সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বা অন্যান্য কার্যক্রম এর ওপর প্রভাব; এবং
- (উ) কোন এলাকা বা নিদর্শন যাহা আদিবাসীদের ঐতিহ্য বা গতানুগতিক অধিকারের ওপর প্রভাব;
- (গ) প্রকল্প এলাকার জমির শ্রেণীবিভাগ এবং জমির উর্বরতা উৎপাদনশীলতা, জমি হইতে আয় এবং জমির জন্য দেওয়া কর;
- (ঘ) বাজার দর, স্থানান্তর সংক্রান্ত খরচ, রেজিস্ট্রেশন ফি এবং কর;
- (ঙ) সরকারি ইজারা জমির প্রবেশাধিকার হারাইবার জন্য ও তৎপ্রতি বিকশিত স্থাপনা;
- (চ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক সম্পত্তি দখল গ্রহণের সময় তদকর্তৃক ঐ সম্পত্তির উপর বিদ্যমান শস্য বা বৃক্ষ গ্রহণের ফলে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষতি;]^{১০}
- [(ছ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক সম্পত্তির দখল গ্রহণকালে উক্ত সম্পত্তি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য সম্পত্তি হইতে পৃথককরণজনিত কারণে ক্ষতি;
- (জ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক সম্পত্তিটির দখল গ্রহণকালে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আয় বা অধিগ্রহণের ফলে তাহার অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উপর অন্য যে কোন প্রকারে ক্ষতিকর প্রভাবের ফলে যে ক্ষতি হইবে;
- (ঝ) অধিগ্রহণের ফলে যদি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাহার বাসস্থান বা কর্মস্থল স্থানান্তর করিতে বাধ্য হন তাহা হইলে এইরূপ স্থানান্তরের জন্য যুক্তিসঙ্গত আনুসঙ্গিক খরচ; এবং
- (ঞ) ৬ ধারার নোটিশ জারি এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক দখল গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়ে সম্পত্তির মুনাফা হ্রাসের ফলে যেসকল ক্ষতি হইতে পারে।]^{১১}

(২) উপ-ধারা (১) অনুসারে নির্ধারিত বাজার মূল্য ছাড়াও জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণটি বাধ্যতামূলক প্রকৃতির বিবেচনা করিয়া প্রতিটি ক্ষেত্রে বাজার মূল্যের উপর আরও [শতকরা ১০০ (একশ) শতাংশ]^{১২} ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে পারিবেন।

৯। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সময় যাহা বিবেচ্য বিষয় নয়

- (১) এই অধ্যায়ের অধীন অধিগ্রহণটি সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের সময় জেলা প্রশাসক নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবেন না, যথা:
 - (ক) অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার তারতম্য;
 - (খ) অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তিতে স্বার্থ রহিয়াছে এমন ব্যক্তির সম্পত্তি হস্তান্তরে অনীহা;
 - (গ) যে পরিমাণ ক্ষতির কারণে কোন বেসরকারি লোকের বিরুদ্ধে কোন মামলা করা যায় না;
 - (ঘ) ৬ ধারার নোটিশ জারির পর অধিগ্রহণীয় সম্পত্তিটি প্রস্তাবিত উদ্দেশ্যে ব্যবহারে ফলে কোনরূপ সম্ভাব্য ক্ষতি;
 - (ঙ) প্রস্তাবিত উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণীয় সম্পত্তিটি ব্যবহারের দরুন কোনরূপ মূল্য বৃদ্ধি ঘটিলে; বা
 - (চ) ৩ ধারা নোটিশ জারির পর জেলা প্রশাসকের অনুমোদন ব্যতিরেকে অধিগ্রহণীয় সম্পত্তির কোনরূপ পরিবর্তন বা উন্নতি সাধন বা বিলিবন্দোবস্ত করা হইলে।

^{১০} “দফা-খ, গ, ঘ, ঙ ও চ” এর পরিবর্তে “নতুন দফা-খ, গ, ঘ, ঙ ও চ” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

^{১১} প্রস্তাবিত

^{১২} “শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ” এর পরিবর্তে “শতকরা ১০০ (একশ) শতাংশ” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

[(২) জেলা প্রশাসক সন্তুষ্ট হইলে ধারা ৩ এর অধীন নোটিশ প্রকাশের পর, জমির প্রকৃতি পরিবর্তন করা হইয়াছে অথবা জনস্বার্থ বিরোধী স্থাপনা বা কোন কাঠামো নির্মাণ হইয়াছে, তাহা হইলে জেলা প্রশাসক উপ-ধারা (৮) এর অধীনে তাহা বিবেচনায় নিবে না।]^{১০}

১০। ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান

(১) ধারা-৭ মোতাবেক ক্ষতিপূরণ রোয়েদাদের পর জেলা প্রশাসক সম্পত্তির দখল গ্রহণের পূর্বে ক্ষতিপূরণ গ্রহণে অধিকারী ব্যক্তিদের রোয়েদাদ অনুসারে ক্ষতিপূরণ নেওয়ার জন্য প্রস্তাব করিবেন এবং উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত এক বা একাধিক অর্থ দাবিদার কর্তৃক বর্ণিত কোন প্রতিবন্ধকতার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হইলে ৭ (৩) ধারা অনুসারে প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলিত অর্থ জেলা প্রশাসকের নিকট জমা করিবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উহা প্রাপকের অনুকূলে পরিশোধ করিবেন।

(২) ক্ষতিপূরণের অর্থ দাবিদার ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিতে না চাহিলে বা ক্ষতিপূরণ গ্রহণের জন্য কোন উপযুক্ত দাবিদার পাওয়া না গেলে বা দাবিদারগণের স্বত্ব বা অংশ সম্বন্ধে কোন বিরোধ থাকিলে জেলা প্রশাসক ক্ষতিপূরণের অর্থ তাহাদের নামে প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে জমা রাখিবেন যাহা দ্বারা আরবিট্রেটর কর্তৃক দাবিদারদের দাবি নির্ধারণ ক্ষুণ্ণ না করিয়া সম্পত্তির দখল গ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

জেলা প্রশাসক তাহার ক্ষতিপূরণ রোয়েদাদ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শীঘ্রই নোটিশ প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হিসাবে স্বীকৃত কোন ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের পর্যাপ্ততা সম্পর্কে আপত্তি সহকারে উক্ত জমাকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

আরও শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি বিনা আপত্তিতে উক্ত অর্থ গ্রহণ করিলে তিনি ২৮ ধারা মোতাবেক কোন আবেদনপত্র দাখিল করিতে পারিবে না।

আরও শর্ত থাকে যে, এই অধ্যায়ের অধীন নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের টাকা দাবিদার ব্যতীত কোন ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণ বা আংশিক গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে উক্ত অর্থ বৈধ অধিকারীকে প্রদানের দায়িত্ব হইতে সে ব্যক্তি অব্যাহতি পাইবে না।

বর্গাদারকে ক্ষতিপূরণ পরিশোধকরণ

[(৩)]^{১১} আইন এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যখন বর্গাদার কর্তৃক চাষকৃত দভায়মান শস্য সম্বলিত সম্পত্তি এই অংশ অনুসারে অধিগ্রহণ করা হইবে; ক্ষতিপূরণের এমন অংশ বিশেষ বর্গাদারকে নগদ পরিশোধের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা: এই ধারা অনুযায়ী “বর্গাদার” বলিতে প্রচলিত পদ্ধতি/প্রথা মতে অন্যের জমিতে উৎপাদিত ফসলের অংশ পরিশোধের শর্তে নিয়োজিত, আধা, বর্গা বা ভাল চাষীদের বুঝাইবে।

[(৪) অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া যদি আগ্রহী ব্যক্তিকে বাস্তবহারা বা সর্বশেষ আয়ের উৎস হইতে বিতাড়িত করে, তাহা হইলে জেলা প্রশাসক বিধি অনুযায়ী পুনর্বাসনের জন্য একটি প্রকল্প তৈরি করিবে।]^{১২}

^{১০} প্রস্তাবিত

^{১১} “ধারা-১০ক” এর পরিবর্তে “উপ-ধারা-(৩)” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

^{১২} প্রস্তাবিত

১১। অধিগ্রহণ ও দখল গ্রহণ

- (১) রোয়েদাদে উল্লিখিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইলে অথবা ১০ ধারা অনুসারে তাহা প্রদত্ত হইয়াছে বিবেচিত হইলে সম্পত্তিটির অধিগ্রহণ সম্পূর্ণ হইবে এবং তাহা সকল প্রতিবন্ধকতামুক্ত অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে সরকারে ন্যস্ত হইবে এবং তখন জেলা প্রশাসক তাহার দখল গ্রহণ করিবেন।
- (২) উপ-ধারা (১) অনুসারে সম্পত্তি অধিগ্রহণের অব্যাহতি পরে তদসম্পর্কে জেলা প্রশাসক কর্তৃক একটি ঘোষণা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে, [তবে তাহা অধিগ্রহণের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে হইতে হইবে]।

১২। অধিগ্রহণ কার্যধারার রদ বা বাতিল

- (১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন ৭(৪) ধারার নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ৫ ধারায় বর্ণিত কোন সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদের প্রাক্কলিত অর্থ প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক জমা দেয়া না হইলে উক্ত নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর অধিগ্রহণের যাবতীয় কার্যধারা তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইমতে জেলা প্রশাসকের একটি ঘোষণা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে। [এই কারণে জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণকৃত প্রক্রিয়া স্থগিত মর্মে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির নিকট কিংবা সুবিধাজনক স্থানে একটি নোটিশ জারি করিবেন।]
- (২) সরকারের পূর্ব অনুমতি নিয়া অফিসিয়াল গেজেটের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক ক্ষতিপূরণ পরিশোধের যে কোন সময় কোন সম্পত্তির অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সকল কার্যধারা বাতিল করিতে পারবেন।
- (৩) কোন কার্যধারা রদ বা বাতিল হইলে, নোটিশ জারি বা তাহার অধীন কোন কার্যধারার দ্বারা মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হইলে এবং উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত কার্যধারা চালিয়ে যাওয়ার জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে তাহার যে অর্থ খরচ হইয়াছে তাহার জন্য জেলা প্রশাসক ক্ষতি নির্ধারণ করিয়া একটি রোয়েদাদ প্রস্তুত এবং তদানুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

১৩। কোন বাড়ী বা দালানের অংশ বিশেষ অধিগ্রহণ

মালিক যদি ইচ্ছা করেন যে, কারখানা বা দালানের সম্পূর্ণ অংশই অধিগ্রহীত হোক, তবে এই অধ্যায়ের বিধানাবলী উক্ত বাড়ী, কারখানা বা দালানের অংশ বিশেষ অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, মালিক, যে কোন সময়ে, জেলা প্রশাসক ধারা ৭ এর অধীন রোয়েদাদ ঘোষণার আগে, লিখিত নোটিশ দ্বারা তাহার স্পষ্ট ইচ্ছা প্রত্যাহার বা পরিবর্তন করিয়া প্রকাশ করিতে পারে যে, ঘর, কারখানা বা ভবনের পুরো বা সম্পূর্ণই অধিগ্রহীত হইবে।

তবে আরও শর্ত থাকে যে, এই অধ্যায়ের বিধান অনুসারে অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত কোন সম্পত্তি এই ধারার মর্মানুসারে বাড়ী, কারখানা বা দালানের অংশ কি না সেই সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলে উক্ত বিষয়ে জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪। সরকার ব্যতীত অন্য ব্যক্তির খরচে সম্পত্তি অধিগ্রহণ

যেক্ষেত্রে সরকার ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাস্থানে থাকা তহবিলের অর্থে কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য এ অধ্যায়ের বিধানাবলী প্রয়োগ করা হইবে, সেক্ষেত্রে এইরূপ অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আনুসঙ্গিক খরচও সে তহবিল হইতে বা সেই ব্যক্তির দ্বারা নির্বাহিত হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের ধারা ৩ সাপেক্ষে, এই ধারার অধীন, অধিগ্রহীত হইবে।

১১ প্রস্তাবিত

১২ প্রস্তাবিত

তবে আরও শর্ত থাকে যে, সরকারি কার্যে বা জনস্বার্থ দেশের অর্থনৈতিক বা মানব উন্নয়নের সহিত একটি যুক্তিসঙ্গত সংযোগ থাকিবে।

১৫। অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি সরকার ব্যতীত প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হস্তান্তর

- (১) সরকার ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির জন্য কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হইলে সে ব্যক্তিকে ৩ ধারার নোটিশ জারির পূর্বে নির্ধারিত ফরমে সরকারের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে হইবে।
- (২) কোন সম্পত্তি যাহার বিষয়ে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ব্যক্তির সহিত চুক্তি করা হইয়াছে, ১১ ধারার অধীন অধিগ্রহণ করা হইলে সে ব্যক্তি তাহার অংশের চুক্তি পালন করিলে সরকার নির্ধারিত ফরমে দলিল সম্পাদন এবং তৎকালীন বলবৎ আইন অনুসারে সম্পত্তি তাহাকে হস্তান্তর করিবেন।

১৬। কতিপয় ক্ষেত্রে পুনরুদ্ধার

যদি প্রাপ্য অর্থের অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় অথবা প্রকৃত মালিক বা দাবিদার ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়, তাহা ঐরূপ অতিরিক্ত অথবা ভুলক্রমে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের টাকা সরকারি দাবি হিসাবে আদায় করা যাইবে।

১৭। অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির ব্যবহার

- (১) এই অধ্যায়ের অধীন অধিগ্রহণকৃত কোন সম্পত্তি, যে উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত ব্যবহার করা যাইবে না।
- (২) যদি কোন প্রত্যাশী সংস্থা অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান উপেক্ষা করিয়া ব্যবহার করেন অথবা যে উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করেন তাহা হইলে তিনি জেলা প্রশাসকের নিকট তাহার নির্দেশে উক্ত সম্পত্তি সমর্পণ করিতে দায়ী থাকিবেন। [প্রত্যাশী সংস্থা সেটা করিতে ব্যর্থ হইলে, জেলা প্রশাসক প্রয়োজনমত বল প্রয়োগ করিয়া প্রত্যাশী সংস্থাকে কোন অর্থ না দিয়া অধিগ্রহীত জমি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিবে।
তবে শর্ত থাকে যে, এইরকম কোন বিষয়ে জেলা প্রশাসক এর সিদ্ধান্তের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিবার প্রয়োজন পড়িবে না।
- (৩) সমর্পিত সম্পত্তি দখলে নেওয়ার পর জেলা প্রশাসক উহা ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপ-ধারা (১)-এর বিধান লঙ্ঘনকৃত প্রত্যাশী সংস্থার ব্যবহৃত সম্পত্তি উক্ত প্রশাসক কর্তৃক গঠিত ভূমি ব্যাংকে জমা রাখিবেন।^{১১}

তৃতীয় অধ্যায় হুকুমদখল

১৮। সম্পত্তি হুকুমদখল

- (১) কোন সম্পত্তি সরকারি কার্যে বা জনস্বার্থে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য আবশ্যিক হইলে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, জেলা প্রশাসক, লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখল করিতে পারিবেন।
তবে শর্ত থাকে যে, কোন সম্পত্তি জরুরী হুকুম দখলের ক্ষেত্রে এইরূপ অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে না।
তবে আরো শর্ত থাকে যে, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত কোন সম্পত্তি বা মালিক কর্তৃক প্রকৃতপক্ষে তাহার নিজের বা পরিবারের বসবাসের স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে অথবা জনসাধারণের ধর্মীয় উপসনালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা, হাসপাতাল, সাধারণ পাঠাগার, কবরস্থান বা শ্মশান হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা হুকুম দখল করা যাইবে না।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ জারি হওয়ার পর জেলা প্রশাসক হুকুম দখলকৃত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিতে পারিবেন-
(ক) পরিবহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে জরুরী প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আদেশটি জারি হওয়ার পর যে কোন সময়ে;
(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে আদেশটি জারি হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরে এবং যে উদ্দেশ্যে সম্পত্তিটি হুকুম দখল হইয়াছে সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারিবেন।
- (৩) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত দখল গ্রহণের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসরের অধিককাল যাবৎ কোন সম্পত্তি হুকুমের অধিক রাখা যাইবে না।

১৯। পুনঃবীক্ষণ

সরকার নিজ উদ্দেশ্যে অথবা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে ১৮ ধারার (১) উপ-ধারার অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ সংশোধন করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, আদেশ জারির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে দাখিল না করিলে এইরূপ আবেদনপত্র গৃহীত হইবে না।

[তবে আরও শর্ত থাকে যে, সরকার আবেদনকারীকে শুনানীর সুযোগ দেওয়ার পর একটি আবেদন দায়েরের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে পুনঃবীক্ষণ নিষ্পত্তি করিবে।]..

২০। জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদান

- (১) এই অধ্যায়ের অধীন কোন সম্পত্তি হুকুম দখল করা হইলে, তাহার দরুন ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে এবং ক্ষতি পূরণের পরিমাণ এই ধারায় উল্লিখিত পদ্ধতি এবং নীতি অনুসারে নির্ধারণ করিতে হইবে।
- (২) হুকুম দখল করা সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তাহাদের স্ব স্ব স্বার্থ সম্পর্কে এবং এইরূপ স্বার্থের দরুন ক্ষতিপূরণে তাহাদের দাবির পরিমাণ ও বিবরণী সম্পর্কে শুনানির সুযোগ দিয়া এবং (৫) উপ-ধারার বিধান বিবেচনা করিয়া জেলা প্রশাসক-
(ক) নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি ক্ষতিপূরণ রোয়েদাদ প্রস্তুত করিবেন; এবং
(খ) উক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণের অর্থ তাহার জানা ও বিশ্বাসমতে উক্ত সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবেন।
- (৩) অতঃপর বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

- (৪) জেলা প্রশাসক ক্ষতিপূরণ রোয়েদাদ সম্পর্কে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবিলম্বে নোটিশ প্রদান করিবেন।
- (৫) কোন সম্পত্তি হুকুম দখলের প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে-
- (ক) হুকুম দখলের কাজ পর্যন্ত সম্পত্তিটি ইজারা নিলে তাহার ব্যবহার ও দখলের জন্য যে পরিমাণ ভাড়া প্রদান করিতে হইত তাহার সমপরিমাণ আবর্তক ব্যয়; এবং
- (খ) নিম্নলিখিত সমস্ত বা যে কোন বিষয়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণের প্রয়োজন হইলে সে পরিমাণ অর্থ, যথা:
- (অ) হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি খালি করিয়া দেওয়ার জন্য খরচ;
- (আ) হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি মুক্ত করিবার পর পুনঃদখল গ্রহণজনিত খরচ; এবং
- (ই) সম্পত্তিটি হুকুম দখলের সময় যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায় প্রত্যর্পণ করিতে যে পরিমাণ অর্থ খরচ হইতে পারে তৎসহ স্বাভাবিক অবচয় ছাড়া হুকুম দখলকৃত সময়ের মধ্যে ঘটিত সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি।
- (৬) যেক্ষেত্রে কোন সম্পত্তি ২ (দুই) বৎসরের অধিককাল যাবৎ হুকুম দখলের অধীন রাখা হয় সেক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক (৫) উপ-ধারার (ক) দফার অধীন প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ করিবেন।

২১। ক্ষতিপূরণ প্রদান

- (১) ধারা ২০ অনুসারে ক্ষতিপূরণ রোয়েদাদের পর জেলা প্রশাসক সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ গ্রহণে অধিকারী ব্যক্তিদের রোয়েদাদ অনুসারে ক্ষতিপূরণ নেওয়ার জন্য প্রস্তাব করিবেন এবং (২) উপ-ধারায় বর্ণিত কোন প্রতিবন্ধকতার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হইলে তিনি তাহা প্রাপকদের পরিশোধ করিবেন।
- (২) ক্ষতিপূরণের অর্থ দাবিদার ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিতে না চাহিলে বা ক্ষতিপূরণ গ্রহণের জন্য কোন উপযুক্ত দাবিদার পাওয়া না গেলে বা দাবিদারগণের স্বত্ব বা অংশ সম্বন্ধে কোন বিরোধ থাকিলে জেলা প্রশাসক ক্ষতিপূরণের অর্থ তাহাদের নামে প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে জমা রাখিবেন যাহা দ্বারা আরবিট্রেটর কর্তৃক দাবিদারদের দাবি নির্ধারণ ক্ষম্ন না করিয়া সম্পত্তি হুকুম দখলের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।
- তবে শর্ত থাকে যে, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিনা আপত্তিতে উক্ত অর্থ গ্রহণ করিলে তিনি ২৮ ধারা মোতাবেক কোন আবেদনপত্র দাখিল করিতে পারিবেন না।
- আরও শর্ত থাকে যে, এই আইনের অধীন নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের টাকা দাবিদার ব্যতীত কোন ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণ বা আংশিক গ্রহণ করিয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত অর্থ বৈধ অধিকারীকে প্রদানের দায়িত্ব হইতে সেই ব্যক্তি অব্যাহতি পাইবেন না।

২২। হুকুম দখলকৃত সম্পত্তির অবল্টন প্রাপ্তদের নিকট হইতে অর্থ আদায়

যখন কোন হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি কোন [সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারী]-কে বরাদ্দ করিয়া তাহার দখলে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক উক্ত [সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারী]-এর নিকট হইতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করিতে পারিবেন।

২৩। অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির মেরামত

- (১) হুকুম দখলে থাকাকালে জেলা প্রশাসক উক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবেন।
- (২) জেলা প্রশাসক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, ক্ষয়ক্ষতি হইতে রক্ষার জন্য সম্পত্তিটি মেরামত করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি মালিক কর্তৃক মেরামতের একটি সুযোগ দেয়ার পর মালিককে দেয় ক্ষতিপূরণের টাকার অনধিক ১/৫

“ব্যক্তি” শব্দটির পরিবর্তে “সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারী” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

“ব্যক্তি” শব্দটির পরিবর্তে “সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারী” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

(এক পঞ্চমাংশ)]^{১৬} টাকার মধ্যে মেরামত করিতে পারিবেন এবং উক্ত অর্থ ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে আদায় করা যাইবে।

২৪। হুকুম দখল হইতে মুক্ত করা

- (১) হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি মুক্ত করিবার পর জেলা প্রশাসক যে ব্যক্তির নিকট হইতে হুকুম দখল করিয়াছিলেন তাহার নিকট বা তাহার উত্তরাধিকারীকে অথবা প্রত্যাৰ্পণ পাইতে অধিকারী বলিয়া জেলা প্রশাসকের নিকট প্রতীয়মান হইলে অপর কোন ব্যক্তিকে উক্ত সম্পত্তির দখল প্রত্যাৰ্পণ করিবেন।

[তবে শর্ত থাকে যে, হুকুমদখলের সময় হুকুমদখলকৃত সম্পত্তির যদি কোন ক্ষতি হয়, তাহা হইলে জেলা প্রশাসক বরাদ্দগ্রহীতার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের প্রকৃত হিসাব করিয়া অর্থ আদায় করিবেন।]^{১৭}

- (২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ব্যক্তিকে দখল প্রদানের পর হুকুম দখলকৃত সম্পত্তির দখল প্রদান সম্পর্কিত জেলা প্রশাসকের যাবতীয় দায় দায়িত্বের অবসান ঘটিবে, কিন্তু তাহা অন্য কোন ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন অধিকার যাহা তিনি আইনের মাধ্যমে দখল গ্রহণকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে অধিকারী তাহা ক্ষুণ্ণ করিবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি মুক্ত করিয়া তাহার দখল গ্রহণ করিবার জন্য জেলা প্রশাসক লিখিত নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও যদি দখল গ্রহণ করিতে অবহেলা বা অস্বীকার করেন সেইক্ষেত্রে এই উপ-ধারার অর্থানুসারে হুকুম দখলকৃত সম্পত্তির দখল উক্ত নির্দেশে উল্লিখিত তারিখ ও সময় হইতে উক্ত ব্যক্তিকে প্রত্যাৰ্পণ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

- (৩) হুকুম দখল হইতে মুক্ত সম্পত্তির দখল যাহাকে প্রদান করিতে হইবে তাহাকে যদি পাওয়া না যায় এবং তাহার যদি কোন প্রতিনিধি বা তাহার পক্ষে দখল গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি না থাকে সেইক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক সম্পত্তিটি হুকুম দখল হইতে মুক্ত করা হইয়াছে মর্মে ঘোষণাসহ একটি নোটিশ সম্পত্তির কোন প্রকাশ্য অংশে লটকাইয়া জারি করিবেন এবং সরকারি গেজেটেও উক্ত নোটিশ প্রকাশ করিবেন।

- (৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত নোটিশ সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পর তাহাতে উল্লিখিত সম্পত্তি এইরূপ নোটিশ প্রকাশের তারিখ হইতে হুকুম দখলের বিষয় হইতে অব্যাহতি পাইবে এবং যে ব্যক্তি দখল গ্রহণ করিতে অধিকারী তাহাকে দখল প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত তারিখের পরবর্তী কোন সময়ের জন্য উক্ত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বা অন্য কোন দাবির জন্য জেলা প্রশাসক দায়ী হইবে না।

২৫। বন্টন প্রাপ্তদের উচ্ছেদ

আপাততঃ বলবত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি কোন ব্যক্তিকে বরাদ্দ করা হইয়া থাকে অথবা কোন ব্যক্তির অবৈধ দখলে থাকে, এবং তাহা হুকুম দখল মেয়াদের মধ্যে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য জেলা প্রশাসকের প্রয়োজন হয় অথবা হুকুম দখল মুক্ত করিয়া ২৪ ধারার অধীন সম্পত্তি প্রত্যাৰ্পণের জন্য অথবা এই সম্পত্তির বরাদ্দ গ্রহীতা উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন পাওনা প্রদানে যদি ব্যর্থ হন, তাহা হইলে জেলা প্রশাসক যে কোন সময় লিখিত আদেশ দ্বারা এইরূপ ব্যক্তিকে বা বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আদেশে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে সম্পত্তি খালি করিয়া দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং এইরূপ ব্যক্তি বা বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সম্পত্তি খালি করিয়া না দেন, তাহা হইলে জেলা প্রশাসক এইরূপ ব্যক্তি বা বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে এই সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

^{১৬} “১/৬ (এক ষষ্ঠাংশ)” শব্দগুলির পরিবর্তে “১/৫ (এক পঞ্চমাংশ)” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৭} প্রস্তাবিত

[তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিদ্যমান আইনই জেলা প্রশাসককে বরাদ্দগ্রহীতার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ সনের ধারা-৪৪৭ অনুসারে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হইতে নিবৃত্ত করিবে না।]^{১০}

২৬। এই অধ্যায়ে সেনানিবাসের জন্য প্রযোজ্য নয়

সেনানিবাসের সীমানাভুক্ত কোন সম্পত্তির ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের কোন বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

২৭। আরবিট্রেটর নিয়োগ

এই অধ্যায়ের প্রয়োজনে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত এলাকার জন্য [যুগ্ম-জেলা জজ]^{১১} পদমর্যাদার নীচে নয় এমন একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে আরবিট্রেটর নিয়োগ করিবেন।

২৮। আরবিট্রেটরের নিকট দরখাস্ত

- (১) অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তিতে স্বার্থ রহিয়াছে এমন কোন ব্যক্তি যিনি জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করেননি তিনি ক্ষতিপূরণ রোয়েদাদ সংশোধনের জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবে।
- (২) ক্ষতিপূরণ রোয়েদাদের বিরুদ্ধে যে সকল অজুহাতে আপত্তি রহিয়াছে তাহা দরখাস্তে বর্ণনা করিতে হইবে।
- (৩) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত জেলা প্রশাসকের সহিত প্রত্যাশী সংস্থাকে আবেদনে পক্ষভুক্ত করিতে হইবে।

২৯। শুনানীর নোটিশ

আরবিট্রেটর ২৮ ধারার অধীন দরখাস্ত পাওয়ার পর শুনানীর তারিখ উল্লেখ করিয়া উক্ত তারিখে তাহার আদালতে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের ওপর নোটিশ জারি করিবেন, যথা:

- (ক) দরখাস্তকারী;
- (খ) আপত্তিতে স্বার্থ রহিয়াছে এমন সকল ব্যক্তি;
- (গ) জেলা প্রশাসক; এবং
- (ঘ) প্রত্যাশী ব্যক্তি।

৩০। মামলার আওতা

আরবিট্রেটরের নিকট দায়েরকৃত সকল মামলা দরখাস্তে উল্লিখিত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের স্বার্থ বিবেচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

৩১। আরবিট্রেটর ৮, ৯ এবং ২০ ধারা অনুযায়ী পরিচালিত হইবেন

এই আইনের অধীনে অধিগ্রহণকৃত কোন সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে আরবিট্রেটর ক্ষেত্রমত ৮, ৯ এবং ২০ ধারার বিধানাবলী দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, আরবিট্রেটর কর্তৃক প্রত্যেক মালিকের অনুকূলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত রোয়েদাদের অর্থের পরিমাণের [শতকরা ২৫%]^{১২} ভাগের অধিক হইবে না।

৩২। আরবিট্রেটর রোয়েদাদ

- (১) এই অধ্যায়ের অধীন প্রদত্ত রোয়েদাদ লিখিত হইতে হইবে এবং তাহাতে আরবিট্রেটর স্বাক্ষর করিবেন এবং ৮ ধারার (১) উপ-ধারা এবং ২০ ধারার (৫) উপ-ধারার বিভিন্ন দফার অধীন ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ, তাহা ধার্য করিবার যুক্তিসহ রোয়েদাদে উল্লেখ করিতে হইবে।

^{১০} প্রস্তাবিত

^{১১} “সহকারী জজ” শব্দটির পরিবর্তে “যুগ্ম-জেলা জজ” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২} “শতকরা ১০%” এর পরিবর্তে “শতকরা ২৫%” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

- (২) আরবিট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ জেলা প্রশাসক কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইলে, আপিল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে, যতদিন পর্যন্ত ঐ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা না হয় ততদিন প্রতি বছরের জন্য ১০% হারে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।
- (৩) প্রত্যেক রোয়েদাদ ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধির ২ ধারার (২) উপ-ধারা অর্থানুযায়ী একটি রায় বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৩। খরচ

প্রত্যেক রোয়েদাদে আরবিট্রেশন কার্যধারা বাবদ খরচের আরবিট্রেটরের এবং তাহা কার দ্বারা কি পরিমাণ বহন করা হইবে তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে।

৩৪। আরবিট্রেটরের রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আপিল

- (১) [আরবিট্রেটরের রোয়েদাদের সিদ্ধান্তের তারিখ হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে]^৯ উপ-ধারা (২) এর অধীন গঠিত আরবিট্রেশন আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল করা যাইবে।
- (২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তাহাতে উল্লিখিত এলাকার জন্য এক বা একাধিক সদস্য বিশিষ্ট আরবিট্রেশন আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবেন।
- (৩) জেলা জজ হিসাবে কর্মরত ছিলেন অথবা আছেন এমন ব্যক্তিগণের দ্বারা সরকার আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবেন।
- (৪) আপিল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।
- (৫) আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ আরবিট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইলে, যতদিন পর্যন্ত ঐ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা না হয়, ততদিন পর্যন্ত ১০% হারে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, আরবিট্রেশন আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রত্যেক মালিকের অনুকূলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের সিদ্ধান্ত আরবিট্রেটরের নির্দেশিত অর্থের পরিমাণের শতকরা ১০% ভাগের অধিক হইবে না।

তবে আরো শর্ত থাকে যে, আরবিট্রেটর অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আরবিট্রেশন আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশ প্রদানের ১ (এক) মাসের মধ্যে জেলা প্রশাসক অতিরিক্ত অর্থ জমা করণের নোটিশ প্রত্যাশী সংস্থার নিকট প্রেরণ করিবেন।

৩৪ক। অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান

এই ভাগের অধীন যেখানে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা প্রয়োজন মনে হয় সেখানে প্রত্যাশী সংস্থা দ্বারা অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ জেলা প্রশাসকের নিকট জমা হওয়ার পরে ক্ষতিপূরণ অগ্রাহী ব্যক্তিকে প্রদান করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জেলা প্রশাসক হইতে এতদুদ্দেশ্যে নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রত্যাশী সংস্থা অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ জেলা প্রশাসকের নিকট জমা করিবেন:

তবে আরো শর্ত থাকে যে, জেলা প্রশাসক ক্ষেত্রমত, আরবিট্রেশন আপিল ট্রাইব্যুনালের বা আরবিট্রেটর সিদ্ধান্তের রোয়েদাদের তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ জমা দেয়ার নোটিশ পাঠাইবে।

৩৫। ১৯৪০ সনের ১০নং আইন প্রযোজ্য নয়/ [২০০১ সালের ১নং আইন প্রযোজ্য নয়]^{১০}

এই আইনের অধীন আরবিট্রেশনের ক্ষেত্রে [২০০১ সালের আরবিট্রেশন আইন (২০০১ সালের ১নং আইন)]^{১০} প্রযোজ্য হইবে না।

^৯ প্রস্তাবিত

^{১০} “১৯৪০ সনের ১০নং আইন প্রযোজ্য নয়” শব্দগুলির পরিবর্তে “২০০১ সালের ১ নং আইন প্রযোজ্য নয়” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১} “১৯৪০ সনের আরবিট্রেশন আইন (১৯৪০ সনের ১০নং আইন)” শব্দগুলির পরিবর্তে “২০০১ সালের আরবিট্রেশন আইন, (২০০১ সালের ১ নং আইন)” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায় বিবিধ

৩৬। জেলা প্রশাসক এবং আরবিট্রেটরের দেওয়ানী আদালতের কতিপয় ক্ষমতা

এই আইনের অধীন কোন তদন্ত অথবা মামলার শুনানীকালে জেলা প্রশাসক এবং আরবিট্রেটরের নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলী সম্পর্কে ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন দেওয়ানী আদালতের উপর যে ক্ষমতা অর্পিত আছে সে ক্ষমতা থাকিবে যথা:

- (ক) কোন ব্যক্তির উপর সময় জারি করা এবং তাহাকে হাজির হইতে বাধ্য করা এবং শপথ গ্রহণপূর্বক তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা;
- (খ) কোন নথি বা দলিলপত্র দাখিল করিতে বাধ্য করা;
- (গ) এফিডেভিটের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ;
- (ঘ) সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য কমিশন নিয়োগ; এবং
- (ঙ) কোন অফিস বা আদালত হইতে কোন সরকারি নথি তলব করা।

৩৭। প্রবেশ ও পরিদর্শনের ক্ষমতা

(১) কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা হুকুম দখল অথবা সে বিষয়ে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ব্যাপারে অথবা এই আইনের অধীন কোন আদেশ কার্যকর করিবার জন্য জেলা প্রশাসক অথবা তাহার নিকট হইতে সাধারণভাবে অথবা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী-

- (ক) কোন সম্পত্তিতে প্রবেশ করিতে এবং তাহা জরিপ করিতে অথবা তাহার স্তর গ্রহণ করিতে পারিবেন;
- (খ) যে কোন সম্পত্তি অথবা তাহাতে অবস্থিত কোন কিছু থাকিলে তাহা পরিদর্শন করিতে পারিবেন;
- (গ) কোন সম্পত্তি পরিমাপ করিতে ও তাহার সীমানা নির্ধারণ করিতে এবং তাহার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে এবং তাহাতে অভীষ্ট কাজের প্রস্তাবিত লাইন প্রস্তুত করিতে পারিবেন;
- (ঘ) চিহ্ন স্থাপন করিয়া এবং গর্ত খুঁড়িয়া অনুরূপ সমতা, সীমানা এবং লাইন চিহ্নিত করিতে পারিবেন এবং যেক্ষেত্রে জরিপ কাজ সম্পাদন করা, সমতা নেওয়া এবং সীমানা ও লাইন চিহ্নিত করা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে কোন দণ্ডায়মান ফসল, গাছ অথবা জঙ্গলের যে কোন অংশ কাটিয়া পরিষ্কার করিতে পারিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, কমপক্ষে ৪০ (চল্লিশ) ঘন্টা পূর্বে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে কোন সম্পত্তিতে প্রবেশের ইচ্ছা প্রকাশ না করিয়া কোন ব্যক্তি-সম্পত্তির দখলকারের বিনা অনুমতিতে তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

(২) জেলা প্রশাসক অথবা উপ-ধারা (১) এর অধীন তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কোন সম্পত্তিতে প্রবেশ করিবার সময় ঐ সম্পত্তিতে সম্ভাব্য সকল ক্ষতি বাবদ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন অথবা প্রদান করিবার প্রস্তাব করিবেন এবং উক্তরূপ প্রদত্ত অথবা প্রস্তাবিত ক্ষতিপূরণের পর্যাণ্ডতা সম্পর্কে আপত্তি থাকিলে সে সম্পর্কে জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৮। সংবাদ সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা

জেলা প্রশাসক কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা হুকুম দখল করিবার অথবা তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিবার ব্যাপারে উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন তথ্য নির্দিষ্ট কর্মকর্তা অথবা কর্তৃপক্ষকে প্রদান করিবার জন্য যে কোন ব্যক্তিকে লিখিতভাবে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

৩৯। নোটিশ এবং আদেশ জারি

(১) এই আইনে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, এই আইনের অধীনে জারি অথবা প্রদানের জন্য অভীষ্ট নোটিশ বা আদেশ তাহাতে উল্লিখিত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিয়া জারি বা প্রদান করিতে হইবে।

- (২) যেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে পাওয়া না যায় কিংবা নোটিশ বা আদেশটি উক্তরূপে হস্তান্তর করা না যায় সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির কোন কর্মকর্তা বা পরিবারের কোন সাবালক পুরুষ সদস্যের নিকট প্রদান করে বা উক্তরূপ কোন কর্মকর্তা বা সদস্য পাওয়া না গেলে, উক্ত ব্যক্তির সর্বশেষ জ্ঞাত বাসস্থান বা কর্মস্থলের কোন প্রকাশ্য স্থানে ঐটে বা লটকাইয়া দিয়া নোটিশ বা আদেশটি জারি করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে উক্ত নোটিশ বা আদেশের একটি অনুলিপি অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি বা তাহার নিকটস্থ কোন প্রকাশ্য স্থানে এবং নোটিশ বা আদেশ প্রচারকারী বা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তার কার্যালয়ের কোন প্রকাশ্য স্থানে ঐটে বা লটকাইয়া দিতে হইবে।
- তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা আদেশ দিলে নোটিশ বা আদেশটি রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে একটি পত্রের দ্বারা তাহাতে উল্লিখিত ব্যক্তির নামে বা যাহার উপর জারি করা প্রয়োজন তাহার সর্বশেষ জ্ঞাত বাসস্থান, ঠিকানা বা ব্যবসা বা কর্মস্থলে প্রেরণ করা যাইতে পারে।

৪০। শাস্তি

যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ লংঘন করেন বা লঙ্ঘন করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন বা লঙ্ঘন করিবার উদ্যোগে ইন্ধন জোগান কিংবা কোন ব্যক্তিকে এই আইন অনুযায়ী বা এই আইনের অধীন অনুমোদিত তাহার কোন কার্য সম্পাদনে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা দেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক [৩০০০/- (তিন হাজার)]^১ টাকা অর্থ দণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৪১। সমর্পণে বাধ্যকরণ

এই আইনের অধীন কোন সম্পত্তির দখল গ্রহণকালে কোন ব্যক্তি বাধা দিলে বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিলে জেলা প্রশাসক উক্ত সম্পত্তির দখল তাহার নিকট সমর্পণে উক্ত ব্যক্তিকে বাধ্য করিতে পারিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৪২। স্ট্যাম্প ডিউটি এবং ফিস প্রদান মওকুফ

এই আইনের অধীন প্রদত্ত রোয়েদাদের জন্য কোন স্ট্যাম্প ডিউটির প্রয়োজন হইবে না এবং উক্ত রোয়েদাদের অধীন কোন স্বার্থের দাবিদারকে তাহার অনুলিপির জন্য কোন ফিস দিতে হইবে না।

৪৩। দায়মুক্তি

এই আইন বা তাহার বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কিছুর জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আদালতে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা চলিবে না।

[ব্যাখ্যা: সরল বিশ্বাসে কৃত অর্থ হইতেছে যাহা সাবধানতার সহিত সম্পন্ন করা।]^২

৪৪। আদালতের এখতিয়ারের উপর বাধা-নিষেধ

এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা গৃহীত কোন কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কোন আদালত কোন মামলা বা দরখাস্ত গ্রহণ করিতে পারিবে না এবং এই আইনের অধীন বা এই আইন হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে গৃহীত বা গৃহীতব্য কোন কার্যক্রম সম্পর্কে কোন আদালত কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা জারি করিতে পারিবেন না।

^১ “১০০০/- (এক হাজার)” এর পরিবর্তে “৩০০০/- (তিন হাজার)” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^২ প্রস্তাবিত

৪৫। ক্ষমতা হস্তান্তর

সরকার, সরকারি গেজেটে আদেশ জারি করিয়া এই আইন দ্বারা তাহার উপর অর্পিত যে কোন ক্ষমতা বা আরোপিত দায়িত্ব আদেশে নির্ধারিত পরিস্থিতি এবং শর্তাধীনে প্রয়োগ ও সম্পাদন করিবার জন্য নির্দিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

৪৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।
- (২) বিশেষ করিয়া এবং উপরোক্ত ক্ষমতা সামগ্রিকভাবে ক্ষুণ্ণ না করিয়া অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইতে পারে, যথা:
 - (ক) অধিগ্রহণকৃত বা হুকুম দখলকৃত কোন সম্পত্তি দখল গ্রহণের ব্যাপারে অনুসরণীয় পদ্ধতি;
 - (খ) [পুনঃবন্দোবস্ত ও পুনর্বাসনের জন্য প্রকল্প];^{১০}
 - (গ) আরবিট্রেটর এবং আরবিট্রেশন আপিল ট্রাইব্যুনালসমূহ অনুসরণীয় পদ্ধতি;
 - (ঘ) ৪১ ধারার অধীন কোন সম্পত্তির দখল সম্পর্কে বাধ্যকরণ পদ্ধতি;
 - (ঙ) অন্য কোন নির্ধারিতব্য বিষয়।

৪৭। ১৯৪৮ সনের ১৩নং মেয়াদ উত্তীর্ণ আইন সম্পর্কে বিশেষ হেফাজত

সম্পত্তি জরুরী হুকুম দখল আইন, ১৯৪৮ এর অবসান হওয়া সত্ত্বেও এর কার্যকারিতার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল সম্পর্কিত নোটিশ, প্রজ্ঞাপন ও নোটিশসহ যাবতীয় কার্যক্রম এবং বিষয়াদি বা কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণকৃত বা হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ বা রোয়েদাদ এবং উক্ত আইনের অধীন কোন কর্তৃপক্ষ, আরবিট্রেটর বা আদালতে অনিষ্পন্ন সকল দরখাস্ত এবং আপিল শুনানী এমনভাবে চলিতে থাকিবে ও নিষ্পত্তি হইবে যেন আইনটির কার্যকারিতার অবসান হয়নি এবং তাহার কার্যকারিতা চালু আছে।

[তবে শর্ত থাকে যে, জরুরি সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন, ১৯৪৮ (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর অধীনে গেজেট বিজ্ঞপ্তির ক্ষমতা এই আইনের অধীনে নির্ধারিত বিধি অনুযায়ী জেলা প্রশাসকের উপর ন্যস্ত করা যাইতে পারে।]^{১১}

৪৮। রহিতকরণ এবং হেফাজত

- (১) [অধিগ্রহণ এবং অধিগ্রহণ স্থাবর সম্পত্তি অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ২নং আইন) এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম (ভূমি অধিগ্রহণ) রেগুলেশন, ১৯৫৮ (পূর্ব পাকিস্তান রেগুলেশন নং ১, ১৯৫৮) এতদ্বারা রহিত করা হইল।]^{১২}
- (২) এইরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা হুকুম দখল সংক্রান্ত সকল নোটিশ, প্রজ্ঞাপন এবং আদেশসহ যাবতীয় কার্যক্রম এবং বিষয়াদি বা কোন অধিগ্রহণকৃত বা হুকুম দখলকৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বা রোয়েদাদ এবং উক্ত আইনের অধীন কোন কর্তৃপক্ষ, আরবিট্রেটর বা আদালত অনিষ্পন্ন সকল দরখাস্ত এবং আপিল শুনানী এমনভাবে চলিতে থাকিবে ও নিষ্পত্তি হইবে যেন এই আইন প্রণীত এবং জারি হয়নি।
- (৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, জেনারেল ক্লুজেজ এ্যাক্ট, ১৮৯৭ এর বিধানসমূহ এই আইন বলিয়া উক্ত আইনের রহিতকরণ এবং পুনঃপ্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

^{১০} প্রস্তাবিত

^{১১} প্রস্তাবিত

^{১২} “ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ (১৮৯৪ সনের ১নং আইন)” শব্দগুলির পরিবর্তে “অধিগ্রহণ এবং অধিগ্রহণ স্থাবর সম্পত্তি অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ২নং আইন) এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম (ভূমি অধিগ্রহণ) রেগুলেশন, ১৯৫৮ (পূর্ব পাকিস্তান রেগুলেশন নং ১, ১৯৫৮)” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বিধিমালা (প্রস্তাবিত সংশোধনী)

নং এস,আর, ও ১.....: স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল আইন এর ২৬ ও ৪৬ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নলিখিত বিধিমালা প্রণয়ন ও জারি করিলেন।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

এই বিধিমালাটি প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বিধিমালা হিসাবে গণ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা

বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়-

- (ক) “ফরম” অর্থ এই বিধিমালায় সংযোজিত ফরম;
- (খ) “আইন” অর্থ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন;
- [(গ) “প্রকল্প” অর্থ ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্প]; এবং
- (ঘ) “ধারা” অর্থ আইনের ধারা।

৩। অধিগ্রহণ কার্যক্রম

এই আইনের অধীনে প্রতিটি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের জন্য একটি পৃথক কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। ৩, ৬ এবং ৭ ধারার নোটিশ

- (১) ৩, ৬ এবং ৭ ধারার নোটিশসমূহ যথাক্রমে ক, খ ও গ ফরমে জারি করিতে হইবে।
- (২) ৩ এবং ৬ ধারার নোটিশসমূহ [অধিগ্রহণেচ্ছু সম্পত্তির ম্যাপসহ] সুবিধাজনক স্থানে বা তাহার নিকটে এবং তাহার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ক্যালেক্টরেট, উপজেলা রাজস্ব অফিস, তহসিল অফিস এবং স্থানীয় পরিষদ বা পৌরসভার নোটিশ বোর্ডে এঁটে বা লটকাইয়া জারি করিতে হইবে।
- [(৩) ৩, ৬ এবং ৭ ধারার নোটিশসমূহ ওয়েবসাইটে আপলোড করিতে হইবে।
- (৪) ৩ এবং ৬ ধারার নোটিশসমূহ (যাহার মধ্যে একটি জাতীয় দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র ইহবে এর সারাদেশ ব্যাপী প্রচলন থাকিতে হইবে) অন্তত দুটি দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে হইবে।
- (৫) যদি সম্ভব হয় জেলা প্রশাসক হাট-বাজারের মধ্যে ড্রাম বাজিয়ে, রেডিও এবং টিভিতে প্রচার করিয়া অধিগ্রহণ এর খবর প্রচার করিবে।
- (৬) যেখানে অধিগ্রহণ পদ্ধতি স্থান পাইবে সেখানে ভূমি অধিগ্রহণ ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এলাকার জনসাধারণের জন্য একটি পুস্তিকায় এবং উক্ত তথ্যসমূহ ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা উচিত হইবে।]

৫। আগ্রহী ব্যক্তির সহিত পরামর্শ

- (১) স্থানীয় পর্যায়ে গণজমায়েতের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি ও ভূমি অধিগ্রহণ বিভাগের কর্মকর্তারা স্পষ্ট ও সরল ভাষায় প্রকল্পের ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিবেন।

(২) প্রকল্প স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এবং তাহার খরচ, সুবিধা, এবং অর্থায়ন ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে ব্যাখ্যা করিবে এবং অধিগ্রহণের সময়কালও সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত থাকিবে।

(৩) পশ্চাদপদ অংশের সহিত পৃথকভাবে আলোচনা করিতে হইবে।^{১১}

৬। গণ তথ্য সেল

[(১) প্রত্যাশী সংস্থা দ্বারা একটি “জন তথ্য সেল” স্থাপন করা হইবে যেখানে জেলা প্রশাসক সকল আগ্রহী ব্যক্তিদের সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করিবে।

(২) “জন তথ্য সেল” প্রাথমিক পর্যায়ে এবং প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।^{১২}

৭। প্রস্তাবিত জমির ভিডিও অবিলম্বে করিতে হইবে

ধারা ৩ এর অধীন নোটিশ প্রকাশ করিবার আগে, প্রত্যাশী সংস্থা স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, ইউনিয়ন বা পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জেলা প্রশাসকের দ্বারা প্রস্তাবিত জমির একটি ভিডিও করিতে হইবে, যেখানে সব কাঠামো এবং গাছপালা থাকিবে।

৮। অধিগ্রহণ এবং দখলের ঘোষণা

১১ ধারার অধীন সম্পত্তির অধিগ্রহণ ও দখল সংক্রান্ত ঘোষণা “ঘ” ফরমে প্রদান করিতে হইবে।

৯। কার্যক্রম রদ এবং বাতিলের ঘোষণা

১২ ধারার (১) উপ-ধারার অধীন অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিলের ঘোষণা “ঙ” ফরমে এবং উপ-ধারা (২) এর অধীন জারিতব্য নোটিশ “চ” ফরমে প্রদান করিতে হইবে।

১০। অধিগ্রহণকৃত ভূমি হস্তান্তর

(১) ধারা ১৫ এর (১) উপ-ধারার অধীন যখন কোন অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি সরকার ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে হস্তান্তরের প্রস্তাব করা হয় তখন সেই ব্যক্তি উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে “ছ” ফরমে সরকারের সহিত একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইবেন।

(২) সরকার ব্যতীত অন্য কাউকে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে “জ” ফরমে একটি দলিল সম্পাদন করিতে হইবে এবং ঐ ব্যক্তি প্রচলিত আইন অনুযায়ী দলিল সম্পাদনের জন্য স্ট্যাম্প ডিউটি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বহন করিবেন।

১১। মূল্যনির্ধারণ কমিটির গঠন এবং ক্ষমতা

[(১) সাধারণ মূল্য নির্ধারণের জন্য একটি মূল্য নির্ধারণ কমিটি থাকিবে যাহা এডিসি (রাজস্ব / অধিগ্রহণ) এর নেতৃত্বে গঠিত হইবে এবং সদস্য হিসাবে থাকিবে সেই জেলার সব উপজেলার সাব-রেজিস্ট্রার ও উপজেলা চেয়ারম্যান, নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ, কৃষি বিভাগের জেলা কৃষি কর্মকর্তা, সে জেলার বন বিভাগের এবং ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা।

(২) এই কমিটি মৌজা অনুযায়ী জমির দাম নির্ধারণ করিবে। দাম নির্ধারণে তাহারা কেউই অস্বাভাবিক উচ্চ মূল্য কিংবা অস্বাভাবিক কম দাম বিবেচনা করিবে না। কোন মৌজার জমির দাম পাওয়া না গেলে, তাহার সংলগ্ন মৌজার জমির মূল্য বিবেচনা করিয়া জমির দাম নির্ধারণ।

^{১১} প্রস্তাবিত

^{১২} প্রস্তাবিত

- (৩) মূল্য নির্ধারণ কমিটি জেলা প্রশাসকের নিকট জমির মৌজা-ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ এর রিপোর্ট জমা দিবে।
- (৪) প্রয়োজন হইলে জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণ ক্ষেত্রে, আগামী ১ (এক) বছরের জন্য জমি এই মৌজা-ভিত্তিক মূল্য ব্যবহার করিবে।^{১৪}

১২। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ

- (১) ধারা ৮ এবং ৯ এর বিধান সাপেক্ষে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সময় নিম্নলিখিত বিষয়াদি ও অবস্থানসমূহও বিবেচনা করিতে হইবে:

(ক) সম্পত্তির প্রকৃতি ও অবস্থা; এবং

(খ) ঐ এলাকায় একই শ্রেণীর সম্পত্তির বিদ্যমান ভাড়া মূল্য।

- (২) ধারা ৮ এর (১) উপ-ধারার (ক) দফার উদ্দেশ্যে কোন জমির বাজার দর হিসাব করিতে হইলে সকল জমির বিক্রয় মূল্যকে গড় করিয়া বিক্রিত জমির পরিমাণ দিয়া ভাগ করিয়া জমির একর প্রতি বিক্রয় মূল্য হিসাব করিতে হইবে।

[তবে শর্ত থাকে যে, যখন ক্ষতিপূরণের নির্ধারিত মূল্য মৌজাভিত্তিক মূল্যের চেয়ে কম হয়, তখন বাজার মূল্য অনুযায়ী অনুরূপ ক্ষতিপূরণের মূল্য নির্ধারিত হইবে।]^{১৫}

- (৩) কাঁচা বা পাকা দালান অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে গণপূর্ত বিভাগ অথবা অন্য কোন সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এর সহিত পরামর্শক্রমে নির্মাণ ব্যয় প্রবেশ পথসহ ভূমি উন্নয়ন খরচ এবং দালানের অবচয়ের বিষয় বিবেচনা করিয়া বাজার দর নির্ধারণ করিতে হইবে।

- (৪) যখন গণপূর্ত বিভাগ ছাড়া যে কোন সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহিত পরামর্শ করা হইবে তখন উক্ত বিভাগ বিধি-১২ এর উপ-বিধি (৩) এ বাজার মূল্য নির্ধারণ অনুসারে গণপূর্ত বিভাগের নতুন হারের তফসিল অনুসরণ করিতে হইবে।

১৩। জাতীয় পরিচয়পত্র ও উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট ব্যবহার

[অগ্রহী ব্যক্তি সনাক্তকরণে জাতীয় পরিচয়পত্র এবং/অথবা অগ্রহী ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট ব্যবহার করা হইবে।]^{১৬}

১৪। জমির তফসিল জালিয়াতি

- (১) জমির তফসিল অগ্রহী ব্যক্তি দ্বারা জালিয়াতি হয় এবং তাহা সনাক্ত করা হইলে, তাহাকে অর্থ প্রদান অবিলম্বে বন্ধ করিতে হইবে। তবে তাহা যদি, সরকারি কর্মকর্তা দ্বারা সম্পন্ন করা হয় তাহাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

- (২) কোন ব্যক্তি যদি বিধি-১৩ এর উপ-বিধি (১) লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে প্রয়োগযোগ্য যে কোন ফৌজদারি আইন অনুযায়ী মামলা দায়ের করা যাইতে পারে।^{১৭}

^{১৪} প্রস্তাবিত

^{১৫} প্রস্তাবিত

^{১৬} প্রস্তাবিত

^{১৭} প্রস্তাবিত

১৫। অব্যবহৃত অধিগ্রহণ সম্পত্তি

বিভিন্ন প্রত্যাশী সংস্থার জন্য অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি এবং তাহার ব্যবহারের ধরন সম্পর্কে জেলা প্রশাসক সরকারের নিকট একটি বার্ষিক বিবরণী পেশ করিবেন। এই বিবরণী প্রতি বছর জুলাই মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে পেশ করিতে হইবে।

১৬। জেলা প্রশাসক কর্তৃক অধিগ্রহণ

অর্জিত সম্পত্তি ব্যবহার না করিবার জন্য কোন প্রত্যাশী সংস্থা হইতে অব্যবহৃত জমি জেলা প্রশাসক দ্বারা অধিগৃহীত হইবে যাহা নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে জানতে চাওয়া হইবে কেন জমিটি সমর্পণ করিবে না। সমর্পণের পর সেই জমি দিয়া জেলা প্রশাসকের অফিসে একটি ভূমি ব্যাংক গঠন করা হইবে এবং এই ধরনের জমির বিবরণ প্রতি বছর ৩১শে জুলাই এর মধ্যে সরকারি গেজেটে জেলা প্রশাসকের দ্বারা চূড়ান্ত করা হইবে।^{১০}

^{১০} প্রস্তাবিত

বিভিন্ন নোটিশসমূহ

..... সনের অধিগ্রহণ মামলা নং

নোটিশ জারীর তারিখ

ফরম ক

(৪ নং বিধির (১) উপ-বিধি দ্রষ্টব্য)

নোটিশ (৩ ধারার অধীনে)

যেহেতু নিম্নোক্ত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি জনকল্যাণমূলক উদ্দেশ্যে এবং জনস্বার্থে প্রয়োজন হইতে পারে, সেহেতু এক্ষণে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনের ৩ ধারায় বর্ণিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগতির জন্য নোটিশ জারি করা হইল যে, উক্ত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

উক্ত সম্পত্তিতে স্বার্থবান যে কোন ব্যক্তি এই নোটিশ জারি হওয়ার পর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রস্তাবিত সম্পত্তি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট আপত্তি দায়ের করিতে পারেন।

তফসিল

দাগ নং

খতিয়ান নং

মৌজা নং

উপজেলা

মোট জমির পরিমাণ

তারিখ

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর

..... জেলা

..... সনের অধিগ্রহণ মামলা নং

ফরম খ

(৪নং বিধির (১) উপবিধি দ্রষ্টব্য)

নোটিশ

প্রাপক সম্পত্তির মালিক/দখলকার/স্বার্থবান ব্যক্তি।

এতদ্বারা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনের এর ৬ ধারা মোতাবেক নোটিশ প্রদান করা হইল যে, সরকার নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার দখল গ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

অতএব, উক্ত সম্পত্তির মালিক/দখলদার/স্বার্থবান ব্যক্তিগণকে এতদ্বারা অনুরোধ করা হইল যে, তাহারা যেন ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাহাদের অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে

নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট অফিসে তারিখে হইতে সময়ের মধ্যে উপস্থিত হইয়া উক্ত সম্পত্তিতে তাহার/তাহাদের স্বার্থের প্রকৃতি এবং উক্ত স্বার্থের পরিমাণ ও উহাতে তাহাদের স্বার্থ বাবদ দাবির পূর্ণ বিবরণ প্রদান করিবেন এবং

উক্ত সম্পত্তির অথবা উহার কোন অংশের অংশীদার, বন্ধকগ্রাহী অথবা অন্য কোন প্রকারে কেউ উহাতে স্বার্থবান হইলে এবং উক্ত সম্পত্তি বাবদ তাহারা কেউ স্বার্থ বা লভ্যাংশ লাভ করিয়া থাকিলে উহার প্রকৃতি সম্পর্কে যতদূর সম্ভব বিবৃতি প্রদান করিবেন অথবা লিখিত বিবৃতি পেশ করিবেন।

তফসিল

১। মৌজা

২। থানা/উপজেলা জেলা

৩। খতিয়ান নং

৪। দাগ নং

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর

তারিখ

..... জেলা

..... সনের অধিগ্রহণ মামলা নং

ফরম গ

(৬ বিধি ৪- এর (১) নং উপবিধি দ্রষ্টব্য)

নোটিশ

প্রাপক/বরাবর

এতদ্বারা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনের ৭ ধারার (৩) উপ-ধারা মোতাবেক নোটিশ প্রদান করা যাইতেছে যে, আপনি/আপনারা উপরোক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলায় স্বার্থবান ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন এবং আমার মতানুসারে আপনাকে/আপনাদেরকে নিম্নবর্ণিত হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে।

প্রতি একর জমির ক্ষতিপূরণ টাকা হারে মোট টাকা

ঘর বাড়ির জন্য ক্ষতিপূরণ টাকা হারে মোট টাকা

ঘর বাড়ির জন্য ক্ষতিপূরণ টাকা হারে মোট টাকা

অন্যান্য সম্পত্তি বাবদ ক্ষতিপূরণ টাকা হারে মোট টাকা

মোট টাকা

আপনারা প্রাপ্তরা টাকার পরিমাণ টাকা কানুনগো কর্তৃক স্বত্বপ্রমাণ সাপেক্ষে উপরোক্ত ক্ষতিপূরণের টাকা গ্রহণের নিমিত্ত আপনি স্বয়ং বা আপনার যথাযথ অনুমোদিত প্রতিনিধি তারিখ অথবা তৎপূর্বে আমার নিকট হাজির হইবেন।

তারিখ

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর

..... জেলা

..... সনের সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ মামলা নং

ফরম ঘ

(৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

যেহেতু এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনের ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত আইনের ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহা সর্বপ্রকার দায়দায়িত্বমুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

মৌজা(জে.এল.নং)

উপজেলা

খতিয়ান নং

দাগ নং

তারিখ

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর

..... জেলা

..... সনের অধিগ্রহণ মামলা নং

ফরম ৬

(৬নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১২ (১) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু নিম্নোক্ত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান বা জমা করা হয় নাই এবং ইহার জন্য উক্ত সম্পত্তির মালিক বা স্বার্থবান ব্যক্তিগণ দায়ী নন।

সেহেতু এক্ষণে, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনের ১২ ধারার (১) উপ-ধারা অনুসারে আমি ঘোষণা করিতেছি যে,.....তারিখ হইতে নিম্নোক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে গৃহীত অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যধারা বাতিল করা হইল।

তফসিল

দাগ নং

খতিয়ান নং

মৌজা

সম্পত্তির মোট পরিমাণ

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর

..... জেলা

..... সনের সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলা নং

ফরম চ

(৬নং বিধিদ্রষ্টব্য)

বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনের অধীনে নিম্নোক্ত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে নং মামলার কার্যধারা সনের তারিখে শুরু করা হইয়াছিল, অথচ ইহার জন্য এখন পর্যন্ত কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় নাই।

সেহেতু এক্ষণে, উপরোক্ত আইনের ১২ ধারার (২) উপ-ধারার বিধান মোতাবেক বর্ণিত ক্ষমতাবলে আমি সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিয়া উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত সমুদয় কার্যধারা প্রত্যাহার/রদ করিলাম।

তফসিল

দাগ নং

খতিয়ান নং

মৌজা

উপজেলা

মোট সম্পত্তির পরিমাণ

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর

..... জেলা

তারিখ

..... সনের সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলা নং

ফরম ছ

(৭নং বিধি দ্রষ্টব্য)

চুক্তিনামা

যেহেতু, নিম্নোক্ত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি আমাদের প্রয়োজন এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনের অধীন উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণের কার্যধারা আরম্ভ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত সম্পত্তি আমাদের প্রয়োজন বিধায় আমরা এতদ্বারা চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছি যে, আমরা উক্ত আইনের প্রয়োজনীয় শর্তাবলি পালন করিব এবং উক্ত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ প্রদান ও অন্যান্য দাবি পূরণ করিব। আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, এতদসম্পর্কে সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলি মানিয়া চলিবো।

এই চুক্তি সনের তারিখে সম্পাদিত হইল।

তফসিল

দাগ নং

খতিয়ান নং

মৌজা

উপজেলা

মোট সম্পত্তির পরিমাণ

ঠিকানাসহ সাক্ষীগণের নাম

প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তিদের ঠিকানাসহ

ও স্বাক্ষর

নাম ও স্বাক্ষর

১।

১।

২।

২।

৩।

৩।

তারিখ

জেলা প্রশাসক স্বাক্ষর.....

.....অধিগ্রহণ মামলা নং

ফরম জ

(৭ নম্বর বিধির (২) উপবিধি দেখুন)

চুক্তিনামা

(হস্তান্তর দলিল)

এই চুক্তি নামার একপক্ষ বাংলাদেশ সরকার (এখানে সরকার নামে অভিহিত এবং অপরপক্ষ যাহার অফিস (এখানে প্রত্যাশী সংস্থা নামে পরিচিত) এর মধ্যে অদ্য সনের মাসের তারিখে সম্পাদিত হইল:

যেহেতু মাসে প্রত্যাশী সংস্থা জেলা প্রশাসক এর নিকট স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইনের অধীনে স্থাপনের জন্য নিম্ন তফসিল সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন এবং সরকার সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন যে প্রস্তাবিত অধিগ্রহণ সরকারি উদ্দেশ্যে প্রয়োজন এবং ঐ কাজ সম্ভব জনসাধারণের উপকারে আসিবে, সেহেতু নিম্নবর্ণিত তফসিলের সম্পত্তি প্রত্যাশী সংস্থার পক্ষে সরকার অধিগ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছে:

এবং যেহেতু আইনের ১৫ ধারার বিধান অনুযায়ী প্রত্যাশী সংস্থা সরকারের সহিত তারিখে চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন, এবং একমত হইয়াছেন যে প্রত্যাশী সংস্থা ঐ সম্পত্তির জন্য যাবতীয় ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য খরচাদি সরকারকে প্রদান করিবেন;

এবং যেহেতু প্রত্যাশী সংস্থা প্রশাসকের নিকট তারিখ টাকা (কথায়) দাবিকৃত অর্থ জমা দিয়াছেন এবং যেহেতু আরও অতিরিক্ত টাকা দাবি করিলে প্রত্যাশী সংস্থা জমা দেওয়ার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ।

অতএব, এই চুক্তিনামা সাক্ষ্য দেয় যে, কথিত অঙ্গীকারনামার শর্তাবলে সংযুক্ত নক্সায় চিহ্নিত এবং তফসিল বর্ণিত সকল সম্পত্তি অথবা জমি, প্রত্যাশী সংস্থাকে রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধার্যকৃত স্বাভাবিক ভাড়া করিয়া লীজ প্রদান করিলেন এবং এতদ্বারা অঙ্গীকার এবং ঘোষণা করা হইল যে, যদি কোন সময় (সরকারের লিখিত অনুমোদন ব্যতীত) অতঃপর ঐ সম্পত্তি/অঙ্গীনা প্রত্যাশী সংস্থা (উদ্দেশ্য) অথবা এর আনুসঙ্গিক কাজ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার করে অথবা যদি উক্ত সম্পত্তি পর পর মাস অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে, অথবা প্রত্যাশী সংস্থার প্রয়োজন শেষ হইয়া যায়, তবে প্রত্যাশী সংস্থা এই সম্পত্তি সমর্পণ করিবেন এবং সরকার এই সম্পত্তি দখল গ্রহণ করিতে পারেন যাহা সম্পূর্ণরূপে সরকারের উপর বর্তাইবে:

এবং সরকার ঘরবাড়িসহ উক্ত সম্পত্তি হয় বিক্রয় করিবেন এবং দখলগ্রহণ ও বিক্রয় বাবদ খরচাদি বাদ দিয়া অবশিষ্ট বিক্রয়লব্ধ টাকা প্রত্যাশী সংস্থাকে ফেরত দিবেন অথবা সরকার সমুদয় ঘরবাড়িসহ এই সম্পত্তি রাখিতে পারেন। তখন সরকার ঐ সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বাবদ যে টাকা প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন ঐ টাকা (সংবিধিবদ্ধ এলাউন্স শতকরা ২০ ভাগ এবং গাছপালা ও ঘরবাড়ি পুনঃগ্রহণ করিবার সময় যাহার কোন অস্তিত্ব নাই প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকা ব্যয় এবং বাদে) কিন্তু মূল্য, আনুসঙ্গিক খরচ বাবদ কোন অর্থ বাদে নয়, ফেরত দিবেন।

দলিলের বিষয়বস্তু বা উহার কোন সুবিধাজনক দফা অথবা উহাতে অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিষয়ে কোন বিরোধ অথবা মতপার্থক্য দেখা দিলে উহা নিষ্পত্তির জন্য সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং পক্ষদের উপর অবশ্য পালনীয় হইবে।

তফসিল

জেলা

উপজেলা

মৌজা

জেএল নং

জমির পরিমাণ

সিএস/এসএ/আর এস দাগ নং

চৌহদ্দি: উত্তরে-পূর্বে-পশ্চিমে-দক্ষিণে সাক্ষীদের সম্মুখে ব্যক্তি/সংস্থা এবং সরকার নিজ নিজ পক্ষে সাধারণ সীলমোহরসহ দস্তখত করিবেন।

..... প্রত্যাশী সংস্থার সাধারণ সীলমোহর সাধারণের সম্মুখে লাগানো হইল।

অফিস প্রধান/প্রধান/নির্বাহী পরিচালক

সীলমোহর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে

জেলার জেলা প্রশাসক কর্তৃক সহিষ্ঠ

সীলমোহরযুক্ত তথ্য প্রদত্ত হইল।

সাক্ষী

স্বাক্ষর

জেলা প্রশাসক

জেলা

[..... সনের সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলা নং]

ফরম বা

সম্পত্তি অধিগ্রহণ বিধিমালা

(১৬নং বিধি দ্রষ্টব্য)

জারির তারিখ.....

প্রাপক

.....প্রত্যাশী সংস্থা

যেহেতু, নিম্নোক্ত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি আপনাদের প্রয়োজন এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনের অধীনে উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এবং যেহেতু স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন মানিতে যাইয়া আপনি জেলা প্রশাসকের সঙ্গে একটি চুক্তিতে তালিকাভুক্ত।

এবং যেহেতু জেলা প্রশাসক দ্বারা দাবি করা ক্ষতিপূরণ আপনার দ্বারা জমা করা হইয়াছে এবং আপনাকে সম্পত্তির দখল প্রদান করা হইয়াছে.....

এবং যেহেতু উপরের চুক্তি অনুসারে চুক্তি আপনার দ্বারা কার্যকর করা হয় এবং আমার জন্য উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার করিবার জন্য একমত যাহার জন্য এটি প্রয়োজন সরকারের লিখিত অনুমোদন ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবে না। যদি প্রত্যাশী সংস্থা নির্মাণ কাজ হইতে বিরত থাকে বা যেই উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার না হয় তখন প্রত্যাশী সংস্থা সম্পত্তি সরকারের বরাবর সমর্পণ করিবে এবং সরকার পুনরায় সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিতে পারিবেন।

এবং যেহেতু আপনি সম্পত্তি সমর্পণ করিবার পর হইতে সম্পত্তি ব্যবহার করিতে.....তারিখ হইতে পরপর কয়েক মাস ব্যবহার করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, ফলে উক্ত সম্পত্তি আপনার দখলে রাখিবার অধিকার বাজেয়াপ্ত হইবে এবং সরকারের বরাবর সমর্পণ করিতে বাধ্য হইবেন।

এখন, অতএব, আপনাকে ৭ (সাত) দিনের কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হইবে যে, কেন সরকারের নিকট সম্পত্তি সমর্পণ এর নির্দেশ দেওয়া হইবে না এবং জেলা প্রশাসক দ্বারা ৭ (সাত) দিনের নোটিশ প্রেরণের মাধ্যমে যে বল প্রয়োগ দরকার সেই বল প্রয়োগ করিয়া দখল গ্রহণ করা উচিত হইবে কি না।

তফসিল

তারিখ

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর

.....[জেলা]

স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল বিধিমালা (প্রস্তাবিত সংশোধনী)

নং এস. আর. ও স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন-এর ধারা-৪৬ এর অর্পিত ক্ষমতাবলে, সরকার নিম্নোক্ত বিধিসমূহ প্রণয়ন করিলেন।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম (Short Title)

অত্র বিধিমালা “স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল বিধিমালা” নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা (Definitions)

বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, অত্র বিধিমালায়-

- (ক) “ফরম” অর্থ এর বিধিমালায় সংলগ্ন ফরমকে বুঝাইবে;
- (খ) “আইন” অর্থ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনকে বুঝাইবে; এবং
- (গ) “ধারা” অর্থ অত্র আইনের কোন ধারাকে বুঝাইবে।

৩। হুকুমদখল কার্যক্রম (Proceedings for Requisition)

অত্র আইনের অধীনে দখল গ্রহণের প্রত্যেক প্রস্তাবের জন্য আলাদা আলাদা কার্যধারা হইতে হইবে।

৪। হুকুমদখল কার্যক্রম (Order of Requisition)

১৮ ধারার (১) উপ-ধারার অধীনে দখলগ্রহণ আদেশ ‘ক’ ফরমে করিতে হইবে।

৫। হুকুমদখল বাবদ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ (Assessment of compensation of Requisition)

(১) ডেপুটি কমিশনার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিবার সময় ধারা-২০ এ উল্লিখিত নীতিসমূহ বিবেচনা করিবার পর দেখিবেন যেন,-

- (ক) মালিক যে সম্পত্তি হইতে সাময়িক বঞ্চিত হয় উহার ক্ষতিপূরণ নগদ অর্থে পায়; এবং
- (খ) সম্পত্তি চাষাবাদযোগ্য ভূমি হইয়া থাকিলে মালিক ফসলাদি ক্ষতির বাবদ ক্ষতিপূরণ পায়।

(২) দন্ডায়মান ফসলের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিবার সময় অনুরূপ স্থানের উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকারের ফসলের গড় উৎপাদনকে প্রতি একরের মূল্য দ্বারা গুণ করিয়া হিসাব করিতে হইবে।

৬। মূল্যায়ন কমিটির গঠন ও ক্ষমতা (Formation and powers of Assessment Committee)

(১) এডিসি (রাজস্ব/ এলএ) কে প্রধান করিয়া এবং সহকারী প্রকৌশলীর পদ মর্যাদার নীচে নয় এমন নির্বাহী প্রকৌশলী (গণপূর্ত বিভাগ) হইতে একজন ও নির্বাহী প্রকৌশলী (স্থানীয় সরকার বিভাগ) হইতে একজন সদস্য কে নিয়া মূল্যায়ন নিরূপণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হইবে।

(২) ক্ষতিপূরণ বিনির্ণয়ের জন্য মূল্যায়ন কমিটি ডেপুটি কমিশনারের নিকট মূল্যায়নের রিপোর্ট জমা দিবেন।^{১০}

৬। বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় (Recovery of Compensation money from the Allottees)

যেক্ষেত্রে কোন হুকুমদখল গ্রহণকৃত সম্পত্তি কোন ব্যক্তিকে বরাদ্দ করা হয় এবং দখল হস্তান্তর করা হয়, ডেপুটি কমিশনার উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাক্কলিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ যেইরূপ ইচ্ছা সেইরূপ কিস্তিতে আদায় করিতে পারিবেন।

[তবে শর্ত থাকে যে, জেলা প্রশাসক প্রত্যাশী ব্যক্তি হইতে ক্ষতিপূরণের অর্থের সিকিউরিটি অন্য কোন উপায়ে ব্যাংক গ্যারান্টি বা সিকিউরিটি চাইতে পারে।]^৯

৭। হুকুম দখল মুক্ত করিবার নোটিশ (Notice of Release of Requisition)

ধারা-২৪ এর উপ-ধারা-(৩) এর আওতাধীনে সম্পত্তি হুকুমদখল মুক্ত করিবার নোটিশ ফরম ‘খ’ এ করিতে হইবে।

^৯ প্রস্তাবিত

বিভিন্ন নোটিশসমূহ

হুকুমদখল মামলা নং.....

ফরম ক

(৪নং বিধি দেখুন)

স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল আদেশনামা

যেহেতু ‘ক’ তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি সরকারের প্রয়োজনে এবং জনস্বার্থে উদ্দেশ্যে হুকুমদখল করা প্রয়োজন;

অতএব এখন আইনের ১৮ ধারার অন্তর্গত (১) উপ-ধারার ক্ষমতাবলে আমি উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখল করিলাম এবং এই মর্মে নির্দেশ দিতেছি যে,

জনাব

ঠিকানা

উক্ত সম্পত্তির মালিক/দখলকার

(ক) আমার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট তারিখে সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করিবেন।

(খ) নিম্নে ‘খ’ তফসিলে বর্ণিত সমুদয় সম্পত্তি অথবা আমার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসার কর্তৃক উল্লিখিত অন্য কোন অস্থাবর সম্পত্তি সরিয়ে ফেলিবেন।

(গ) সম্পত্তিটি কোন রকমভাবে বিক্রয় করিবেন না যেন এই আদেশনামা বলবৎ থাকা পর্যন্ত সম্পত্তিটি আমার ইচ্ছাকৃত ব্যবহারে কোনরকম গোলমাল অথবা হস্তক্ষেপ এর সম্মুখীন হয়।

তফসিল ‘ক’

তফসিল ‘খ’

জেলা প্রশাসক

তারিখ

..... জেলা

হুকুমদখল মামলা নং

ফরম খ

(৭নং বিধি দেখুন)

(সম্পত্তি হুকুমদখল মুক্ত ঘোষণা করিয়া ২৪ (৩) ধারায় বিজ্ঞপ্তি)

যেহেতু স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনের ১৮ ধারার ক্ষমতাবলে তারিখ নথির আদেশে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি হুকুমদখল করা হইয়াছিল এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তির হুকুমদখলমুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি দখল গ্রহণের জন্যে জনাব হকদার; এবং যেহেতু উপরোক্ত ব্যক্তিকে পাওয়া যাইতেছে না এবং তাহার/তাহাদের কোন প্রতিনিধি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি তাহার/তাহাদের পক্ষে সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিবার জন্যে নেই।

অতএব, এখন আইনের ২৪ ধারার (৩) উপ-ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা ঘোষণা করা হইল যে, উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখল মুক্ত হইয়া গেল।

তফসিল

তারিখ

জেলা প্রশাসক

অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী (প্রস্তাবিত সংশোধনী)

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা/অনুসরণিকা

- ১। জনস্বার্থে বা জনউদ্দেশ্যে কোন স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকরণে এই নির্দেশাবলীতে বর্ণিত বিধি-বিধানসমূহ অনুসরণ করিতে হইবে।
- ২। এই নির্দেশাবলীতে:
 - (ক) “আইন” বলিতে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনকে বুঝাইবে।
 - (খ) “জেলা প্রশাসক” বলিতে জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)/(এল এ) এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য কর্মকর্তাকে বুঝাইবে।
 - (গ) “বিধিমালা” বলিতে স্থাবর সম্পত্তি অধিকার বিধিমালাকে বুঝাইবে।
 - (ঘ) “ধারা” বলিতে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনের ধারাকে বুঝাইবে।
 - (ঙ) “বিধি” বলিতে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনের বিধিকে বুঝাইবে।
- ৩। এই নির্দেশাবলীতে উল্লিখিত কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকিলে বা আইন কিংবা বিধিমালায় উল্লিখিত বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইলে বা কোন বিষয় বাদ পড়িলে আইন এবং বিধিমালায় বর্ণিত বিধানই অনুসরণীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।
- ৪। সম্পত্তি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয় হইতে জারিকৃত এই নির্দেশনা/পরিপত্রের বিষয়বস্তুর সহিত এই নির্দেশমালায় বর্ণিত কোন বিধান অসঙ্গতি থাকিলে নির্দেশমালায় বর্ণিত বিধানই অনুসরণীয় হইবে।
- ৫। দি বেঙ্গল ল্যান্ড একুইজিশন ম্যানুয়েল, ১৯৭১ এর বিধানসমূহ সাধারণত অনুসরণ করা যাইবে না। তবে আইনে, বিধিমালা, কিংবা এই নির্দেশাবলীতে সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্টভাবে বিধৃত হয় নাই, অধিগ্রহণ সম্পর্কীয় এমন কোন বিষয়ে উক্ত ম্যানুয়েলে বিধান থাকিলে এবং উক্ত বিধানটি আইন কিংবা বিধিমালার সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা সংঘাতপূর্ণ না হইলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে উক্ত বিধান অনুসরণ করা যাইবে।
- ৬। আইনের অধীনে জনউদ্দেশ্যে [***]^১ যে কোন বেসরকারি সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা যাইবে। তবে ধর্মীয় উপাসনালয়, [জলাশয়],^২ কবরস্থান এবং শ্মশান হিসাবে ব্যবহৃত কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা যাইবে না।
- ৭। অধিগ্রহণ প্রস্তাবে সরকারি খাসজমি অন্তর্ভুক্ত থাকিলে, উহা অধিগ্রহণের প্রয়োজন হইবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে খাস সম্পত্তির মূল্য ধার্য করিয়া (একই কেসে পার্শ্ববর্তী সমশ্রেণী ও সমসুবিধায়ুক্ত ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তির জন্য [ধার্যকৃত মূল্যহারের ভিত্তিতে]^৩) মূল্য বাবদ অর্থ প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে আদায়ক্রমে “৭ ভূমি রাজস্ব নানাবিধ আদায়” খাতে জমা দিয়া প্রত্যাশী [সংস্থা]^৪-র বরাবরে দখল হস্তান্তর করিয়া দিতে হইবে।

^১ “বা জনস্বার্থ” শব্দগুলি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^২ প্রস্তাবিত

^৩ প্রস্তাবিত

^৪ “ব্যক্তি” শব্দটির পরিবর্তে “সংস্থা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

- ৮। ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৯২ ধারামতে বা অন্য কোন বিধান বলে খাসকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রেও ৭নং অনুচ্ছেদের বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।
- ৯। [উপরোল্লিখিত ৭ নং অনুচ্ছেদ হিসাবে,]^{৯৯} অর্পিত ও অনিবাসী এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং সম্পৃক্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায়কৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা রাখিতে হইবে।
- ১০। অধিগ্রহণ প্রস্তাবে অন্য কোন সরকারি সংস্থার পূর্ব অধিগৃহীত সম্পত্তি থাকিলে, উহা পুনরায় অধিগ্রহণ করিবার প্রয়োজন হইবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে ৭৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানমতে হস্তান্তর করিয়া দিতে হইবে।
- ১১। [পূর্বে অধিগৃহীত কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ফলে ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার পর উক্ত সম্পত্তি পুনরায় অধিগ্রহণ করা যাইবে না।]^{১০০}
- ১২। অধিগ্রহণ প্রস্তাবে কৃষি জমি বা অন্য কোন মূল্যবান জমি থাকিলে প্রচেষ্টা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া ঘনবসতি এলাকা, শিল্প এলাকা, ব্যবসায় বাণিজ্য এলাকা, শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত সম্পত্তিও যথাসম্ভব পরিহার করিতে হইবে।
- ১৩। অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে যে সময়সীমা নির্ধারিত আছে, উক্ত সময়সীমা মধ্যে অবশ্যই অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে। যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন অধিগ্রহণ কেস নিষ্পন্ন না হওয়ার কারণে অধিগ্রহণ কেসটি বাতিল হইলে চূড়ান্ত দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী [the Government Servants (Appeal and Disciplinary) Rules, 1985 এর বিধি অনুসারে অসাধারণের জন্য]^{১০১} দায়ী থাকিবেন।
- ১৪। অধিগৃহীত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সময় ক্ষতিগ্রস্ত মালিকদের স্বার্থ যাহাতে কোনভাবে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে সর্বতর দৃষ্টি রাখিতে হইবে।
- ১৫। বর্গাদার কর্তৃক আবাদকৃত ফসলের তথ্য সংগ্রহ, [বাজার মূল্য অনুসারে]^{১০২} যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ এবং ক্ষতিপূরণের অর্থ যথাযথভাবে বিতরণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।
- ১৬। একটি প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ ৫০ (পঞ্চাশ) বিঘার উর্ধ্বে হইলে, উক্ত জমি অধিগ্রহণের জন্য অধিগ্রহণ কেসের সংখ্যা এবং কেসভুক্ত জমির পরিমাণ যাহাই হউক না কেন সরকারের অনুমোদন নিতে হইবে।
- ১৭। অধিগ্রহণ প্রস্তাবভুক্ত জমি পুরাটাই খাসজমি হইলে [তাহা অনুচ্ছেদ ১৬ তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী অধিগ্রহণ করিতে হইবে।]^{১০৩}

^{৯৯} প্রস্তাবিত

^{১০০} “পূর্বে অধিগৃহীত কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ফলে ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার পর ঐ সম্পত্তি জনস্বার্থে বা জন উদ্দেশ্যে আবশ্যক হইলে উক্ত সম্পত্তি পুনরায় বিধি মোতাবেক অধিগ্রহণ করিতে হইবে” বাক্যটির পরিবর্তে “পূর্বে অধিগৃহীত কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ফলে ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার পর উক্ত সম্পত্তি পুনরায় অধিগ্রহণ করা যাইবে না” বাক্যটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০১} প্রস্তাবিত

^{১০২} প্রস্তাবিত

^{১০৩} “না করিয়া বিধি মোতাবেক বন্দোবস্তীর ব্যবস্থা নিতে” শব্দগুলির পরিবর্তে “তাহা অনুচ্ছেদ-১৬ তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী অধিগ্রহণ করিতে হইবে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রাক অধিগ্রহণ কার্যক্রম

- ১৮। ভূমি প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তি কর্তৃক কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির এখতিয়ারভুক্ত এলাকার ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রেরণ করিতে হইবে।
- ১৯। নিম্নলিখিত থানা এলাকাসমূহ কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির এখতিয়ারভুক্ত: কোতয়ালী, লালবাগ, রমনা, সূত্রাপুর, মতিঝিল, কেরানীগঞ্জ, ধানমন্ডি, তেজগাঁও, গুলশান, মোহাম্মদপুর, মিরপুর টংগী, রূপগঞ্জ, ক্যান্টনমেন্ট, সাভার, জয়দেবপুর, নারায়ণগঞ্জ, ফতুল্লা, বন্দর, সিদ্ধিরগঞ্জ, নরসিংদী এবং ডেমরা (১৯৮০ সনের পর উল্লিখিত থানা বিভক্ত হইয়া কোন নতন থানা সৃষ্টি হইলে কিংবা ভবিষ্যতে আরো বিভক্ত হইলে উক্ত থানা এলাকাও অন্তর্ভুক্ত হইবে।
- ২০। (১) সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সহিত নিম্নলিখিত কাগজপত্র/তথ্যাদি (প্রত্যেকটি ৫ কপি করিয়া) সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে:
- (ক) [প্রত্যাশী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারি মন্ত্রণালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র]^{১০}।
 - (খ) [চিঠিতে উল্লিখিত বিষয় বিবেচনায় নিয়া]^{১১} ন্যূনতম জমির প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র।
 - (গ) প্রস্তাবিত জমির দাগসূচি (সর্বশেষ জরিপের মৌজার নাম জেএল নং দাগ নং, দাগের শ্রেণী, দাগে মোট জমির পরিমাণ, অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ উল্লেখ থাকিতে হইবে)।
 - (ঘ) লে-আউট প্ল্যান।
 - (ঙ) নক্সা সর্বশেষ জরিপের নক্সায় প্রস্তাবিত জমির সীমানা লাল কালি দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দিতে হইবে এবং সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা নক্সায় উল্লেখ করিয়া দিতে হইবে। (প্রস্তাবিত জমির সীমানার মধ্যে যদি [চাষাবাদ,]^{১২} ধর্মীয় উদ্দেশ্যে, কবরস্থান, [জলাশয়, বনায়ন,]^{১৩} শ্মশান ঘাট কিংবা যে ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়নি, অনুরূপ ভূমি নক্সায় বিভিন্ন রং দিয়া চিহ্নিত করা হইবে);
 - (চ) নির্ধারিত ছকে বর্ণনা (ছকের প্রত্যেকটি কলাম যথাযথভাবে পূরণ করে) দিতে হইবে। ছকের নির্ধারিত স্থানে স্থানসংকুলান না হইলে ভিন্ন কাগজে প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া সংযোজন করিতে হইবে।
 - (ছ) রাজউক, কেডিএ, সিডিএ, আরডিএ, [বন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং বন ও পশুসম্পদ অধিদপ্তর]^{১৪} এর অনাপত্তিসহ (যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য)।
 - (জ) নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর অনাপত্তিপত্র (কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির আওতায়ভুক্ত এলাকার ক্ষেত্রে)।
 - (ঝ) প্রকল্পের জন্য আর্থিক মঞ্জুরী কিংবা বাজেট বরাদ্দ সংক্রান্ত পত্র।

^{১০} “প্রত্যাশী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারি মন্ত্রণালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র (পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র কিংবা অনুমোদিত প্রকল্প সারপত্র)” বাক্যটির পরিবর্তে “প্রত্যাশী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারি মন্ত্রণালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র” বাক্যটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১} প্রস্তাবিত

^{১২} প্রস্তাবিত

^{১৩} প্রস্তাবিত

^{১৪} প্রস্তাবিত

(এ৩) পুরানো দপ্তর/স্থাপনার পরিবর্তে নতুন দপ্তর/স্থাপনার জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে পুরানো দপ্তর/স্থাপনা জমি [অনুরূপ উপযুক্ত কারণ উল্লেখ করিয়া প্রশাসক]^{১০} এর নিকট সমর্পণ করা হইবে এই মর্মে অঙ্গীকার পত্র।

(ট) প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা (আবাসিক/অফিস ভবনের ক্ষেত্রে ভবনের সংখ্যা, প্রতিটি ভবনের জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ, ভবন ব্যতীত অন্যান্য কোন কোন কাজের জন্য কি পরিমাণ জমির প্রয়োজন তাহার বিস্তারিত বিবরণ, রাস্তা, বাঁধ ও খাল খনন প্রকল্পের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের বিবরণসহ মূল রাস্তা, বাঁধ ও খালের জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ, মূল রাস্তার পার্শ্ববর্তী জমি, বাঁধ ও খালের প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ, মূল রাস্তার পার্শ্ববর্তী জমি, বাঁধ ও খালের পাড়ের জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে।) আবাসিক/ দপ্তর স্থাপনের ক্ষেত্রে, একটি দালান ২০ (বিশ) তলার কম হইবে না এবং তাহা সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা দ্বারা সজ্জিত মর্মে প্রকল্পে উল্লেখ থাকিতে হইবে। [আবাসিক/ অফিস ভবনের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধাসহ ২০ (বিশ) তলার কম নয় এমন ভবন, প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।]^{১১}

২০। (২) বেসরকারি সংস্থা/ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সহিত নিম্নলিখিত কাগজপত্র/তথ্যাদি (প্রত্যেকটির ৫ (পাঁচ) কপি করে) সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে:

(ক) প্রস্তাবিত প্রকল্প/উদ্দেশ্যের সারপত্রসহ উহা বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়নের উৎস এবং অর্থলাগি প্রতিষ্ঠানের নিশ্চয়তাপত্র।

(খ) [উপযুক্ত কারণ দেখাইয়া বা বিবেচনায় নিয়া,]^{১২} নূন্যতম জমির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রত্যয়নপত্র।

(গ) প্রস্তাবিত জমির দাগসূচি (সর্বশেষ জরিপে মৌজার নাম, জেএল নম্বর, দাগ নম্বর, দাগের শ্রেণী, দাগে মোট জমির পরিমাণ, অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ উল্লেখ থাকিবে)।

(ঘ) লে-আউট প্লান।

(ঙ) সর্বশেষ জরিপের নক্সা (প্রস্তাবিত জমি লালকালি দ্বারা চিহ্নিত করিতে হইবে।)

(চ) বিধিমালার ৭নং বিধিমেতে “ছ” ফরমে সম্মতিপত্র ([১৫০/- (একশত পঞ্চাশ)]^{১৩} টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের উপর)

(ছ) রাজউক, কেডিএ, সিডিএ, আরডিএ, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, মৎস্য ও পশু পালন বিভাগ, পরিবেশ অধিদপ্তর, কৃষি সেক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য) এর অনাপত্তিপত্র নিতে হইবে।

(জ) প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা।

২১। জেলা সদরে নতুন দপ্তর/স্থাপনার জন্য জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটিতে প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে জেলা স্থান নির্বাচন কমিটির সুপারিশ প্রয়োজন হইবে। জেলা স্থান নির্বাচন কমিটির গঠন নিম্নরূপ:

(১) [সংশ্লিষ্ট এলাকার পৌরসভার মেয়র	চেয়ারম্যান] ^{১৪}
(২) জেলা প্রশাসক	সদস্য
(৩) পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট	সদস্য

^{১০} “কালেক্টর” শব্দটির পরিবর্তে “অনুরূপ উপযুক্ত কারণ উল্লেখ করিয়া প্রশাসক” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১} প্রস্তাবিত

^{১২} প্রস্তাবিত

^{১৩} “৫০” সংখ্যাটির পরিবর্তে “১৫০” সংখ্যাটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৪} প্রস্তাবিত

(৪) সিভিল সার্জন	সদস্য
(৫) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ	সদস্য
(৬) নির্বাহী / সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
(৭) প্রত্যাশী সংস্থার জমি প্রতিনিধি	সদস্য
(৮) (অধিগ্রহণ অভিযোগে) অতিরিক্ত উপ-কমিশনার	সদস্য-সচিব
(৯) জেলা বন কর্মকর্তা	সদস্য
(১০) জেলা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
(১১) জেলা পরিবেশ কর্মকর্তা	সদস্য
(১২) জেলা নারী ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
(১৩) জেলা পরিষদ প্রশাসক / চেয়ারম্যান	সদস্য
(১৪) উপজেলা চেয়ারম্যান	সদস্য
(১৫) প্রস্তাবিত স্থানের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	সদস্য ^{১১}

২২। সাধারণ একটি প্রকল্পে প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের জন্য একটি মাত্র প্রস্তাব দাখিল করিতে হইবে। তবে প্রকল্পটি একাধিক বছরে বা ফেজে/ধাপে বাস্তবায়নযোগ্য হইলে প্রতি বছর বা ফেজে/ধাপে যত জমি প্রয়োজন হইবে সেই পরিমাণ জমি অধিগ্রহণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। প্রকল্পটি একাধিক জেলায় বিস্তৃত হইলে ভিন্ন ভিন্ন জেলার জন্য [সংশ্লিষ্ট জেলা সাইট নির্বাচন কমিটি]^{১২} ভিন্ন ভিন্ন অধিগ্রহণ প্রস্তাব দাখিল করিবে।

২৩। অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সহিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের মূল কপি সংযোজন করিয়া দিতে হইবে। কোন পত্রের মূল কপি দেয়া সম্ভব না হইলে প্রস্তাবক কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত স্পষ্ট ফটোকপি দিতে হইবে। অস্পষ্ট, কাটাকাটি করা কিংবা স্বাক্ষরবিহীন করা কোন কপি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

২৪। অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ভূমি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে এবং জেলা প্রশাসক স্বয়ং কিংবা সম্পত্তি অধিগ্রহণের দায়িত্ব নিয়োজিত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট থানা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক যৌথভাবে সরেজমিনে অধিগ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাই করিয়া নিবেন। এইরূপ সরেজমিনে সম্ভাব্যতা যাচাই ও প্রতিবেদন প্রণয়ের কাজ কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির আওতাভুক্ত এলাকার ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয় পত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে প্রস্তাব প্রাপ্তির পরবর্তী ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

২৫। সরেজমিনে সম্ভাব্যতা যাচাইকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যথাযথভাবে যাচাই করিয়া নিতে হইবে:

- (ক) প্রস্তাবিত জমির কোন দাগে কোন উপসনালয়, কবরস্থান, শ্মশানঘাট, [চাষাবাদযোগ্য ভূমি, জলাশয়,]^{১৩} শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান আছে কি না;
- (খ) প্রস্তাবিত জমি বা উহার কোন অংশ ইতোপূর্বে কোন সংস্থা বা ব্যক্তির অনকূলে অধিগৃহীত কি না;
- (গ) অধিগ্রহণের ফলে অধিকসংখ্যক ঘর-বাড়ি, লোকালয়, [পরিবেশ,]^{১৪} ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান [এবং আক্রান্ত ব্যক্তির জীবনধারা]^{১৫} ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কি না;

^{১১} প্রস্তাবিত

^{১২} প্রস্তাবিত

^{১৩} প্রস্তাবিত

^{১৪} প্রস্তাবিত

^{১৫} প্রস্তাবিত

(ঘ) অধিগ্রহণের কাজে স্থানীয় জনসাধারণের নিকট হইতে কোন বাধা আসবে কি না বা কোন জনরোষ সৃষ্টি হইবে কি না। [এই বিষয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র লিখিতভাবে অনুমোদন দিবে।]^{১০}

(ঙ) প্রকল্পটি প্রস্তাবিত স্থান বাস্তবায়নের সুযোগ আছে কি না।

(চ) দপ্তর/স্থাপনা/আবাসিক ভবন নির্মাণের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে প্রত্যাশী সংস্থার পূর্ব অধিগৃহীত জমিতে বা পূর্বতন দাপ্তরিক এলাকায় বাস্তবায়ন করা যাইবে কি না বা বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে কম জমি অধিগ্রহণ করা যায় কি না।

(ছ) সামগ্রিক বিবেচনায় জমির চাহিদা নিম্নতম কি না।

২৬। সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং প্রতিবেদন পুঙ্খনাপুঙ্খভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিতে হইবে এবং যথাযথ বিবেচিত হইলে কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় বিবেচনার্থে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২৭। কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির গঠন নিম্নরূপ:

ক. কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি:

(১)	মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(২)	[সংশ্লিষ্ট সিটি মেয়র	সদস্য] ^{১১}
(৩)	[সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য	সদস্য] ^{১২}
(৪)	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫)	[সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
(৬)	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য] ^{১৩}
(৭)	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
(৮)	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯)	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১০)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১১)	সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১২)	[সচিব, রেল মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৩)	সচিব, সেতু বিভাগ	সদস্য] ^{১৪}
(১৪)	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৫)	[কমিশনার, সংশ্লিষ্ট বিভাগ	সদস্য] ^{১৫}
(১৬)	চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, যেমন রাজউক	সদস্য
(১৭)	[ডেপুটি কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জেলা	সদস্য] ^{১৬}
(১৮)	পরিচালক, নগর উন্নয়ন বিভাগ	সদস্য
(১৯)	যুগ্ম-সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

খ. জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি:

^{১০} প্রস্তাবিত
^{১১} প্রস্তাবিত
^{১২} প্রস্তাবিত
^{১৩} প্রস্তাবিত
^{১৪} প্রস্তাবিত
^{১৫} প্রস্তাবিত
^{১৬} প্রস্তাবিত

(১)	[সংশ্লিষ্ট এলাকার পৌরসভার মেয়র	সভাপতি]৯০
(২)	জেলা প্রশাসক	সদস্য
(৩)	পুলিশ সুপার	সদস্য
(৪)	সিভিল সার্জন	সদস্য
(৫)	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
(৬)	পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
(৭)	পরিচালক, মৎস্য বিভাগ	সদস্য
(৮)	থানা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট)	সদস্য
(৯)	ল্যান্ড একুইজিশন অফিসার/ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা	সদস্য
(১০)	খুলনা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর ক্ষেত্রে কেডিএ, সিডিএ, ও আরডি এর প্রতিনিধি	সদস্য
(১১)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)/(এলএ)	সদস্য সচিব।

(যে সকল জেলায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এলএ) কর্মরত আছেন সে সব জেলায় তিনি সদস্য-সচিব হিসাবে থাকিবেন।)

২৮। কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় কমিটির সদস্যবৃন্দ ছাড়াও যে সব প্রস্তাব বিবেচিত হইবে উহার সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবক সংস্থাকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে হইবে। কোন প্রস্তাবক কমিটির সভায় উপস্থিত না থাকিলে [এবং কমিটিকে সম্মুখ করিতে সংশ্লিষ্ট ভূমির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিতে না পারিলে]৯১ সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব বিবেচনা করা হইবে না।

২৯। কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় সরকারি সংস্থাসমূহের প্রস্তাব বিবেচনাকালে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পুঙ্খনাপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করিতে হইবে:

(ক) প্রস্তাবের সহিত প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র/তথ্যাদি সরবরাহ করা হইয়াছে কি না;

(খ) যে পরিমাণ জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হইয়াছে, লে-আউট প্ল্যান ও প্রকল্পের বর্ণনামতে উক্ত পরিমাণ জমি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন কি না;

[(গ) জমির ন্যূনতম প্রয়োজনে];৯২

(ঘ) অধিগ্রহণের ফলে অধিকসংখ্যক ঘরবাড়ি, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হইলে প্রত্যাশী সংস্থা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিবে কি না;

(ঙ) সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনে অধিগ্রহণের পক্ষে সুপারিশ করা হইয়াছে কি না;

(চ) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ [(যেমন- পরিবেশ, কৃষি, জলাজমি, মৎস্য এবং কৃষিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে কি না ইত্যাদি)]।৯৩

৩০। [বেসরকারি/ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থার প্রস্তাবের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হইবে:

(ক) সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটি জনস্বার্থে সম্পৃক্ত কি না;

৯০ প্রস্তাবিত

৯১ প্রস্তাবিত

৯২ প্রস্তাবিত

৯৩ প্রস্তাবিত

- (খ) প্রকল্পটি প্রস্তাবক ব্যক্তি বা সংস্থার নিজস্ব জমিতে বাস্তবায়ন করা সম্ভব কি না;
- (গ) প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণকল্পে বিধিমালা “ছ” ফরমে সম্মতিপত্র সম্পাদন করিয়াছে কি না;
- (ঘ) প্রস্তাবক ব্যক্তি/সংস্থা প্রস্তাবিত জমি ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছে কি না,
- (ঙ) সামগ্রিক বিবেচনায় প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণ অপরিহার্য কি না।^{১১}

৩১। [বেসরকারি প্রস্তাব অনুমতির জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণকালে কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির কার্যবিবরণীসহ প্রস্তাবের সহিত সংশ্লিষ্ট সমুদয় কাগজপত্র/তথ্যাদি প্রেরণ করিতে হইবে।]^{১২}

^{১১} প্রস্তাবিত

^{১২} প্রস্তাবিত

তৃতীয় অধ্যায় অধিগ্রহণ কার্যক্রম

- ৩২। ক্ষেত্রভেদে কেন্দ্রীয় কিংবা জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক বরাদ্দ অনুমোদনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব প্রতি প্রস্তাবের জন্য অধিগ্রহণ কার্যক্রম গ্রহণকল্পে ভিন্নভিন্ন অধিগ্রহণ কেস চালু করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। বেসরকারি প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি প্রাপ্তির পূর্বে অধিগ্রহণ কেস চালু করা যাইবে না।
- ৩৩। অতঃপর আদেশ নামায় অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রাপ্তি ও কেন্দ্রীয় কিংবা জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের বিষয়সহ আনুসঙ্গিক বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক ৩ ধারা মতে নোটিশ প্রকাশনা করিতে হইবে।
- ৩৪। ৩ ধারা মতে নোটিশ প্রদানের ক্ষেত্রে অধিগৃহীতব্য সম্পত্তির উপর বা নিকটবর্তী সুবিধাজনক স্থানে লটকাইয়া দিতে হইবে এবং উহার অনুলিপি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, থানা ভূমি অফিস, ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করিতে হইবে [এবং প্রিন্টেড এন্ড ইলেকট্রনিক মিডিয়াতেও প্রকাশ করিতে হইবে।]^{৩২} এতদ্ব্যতীত এই নোটিশ সংশ্লিষ্ট জমির মালিককে সরাসরি প্রদান করিয়া জারি করিতে হইবে; জমির মালিককে পাওয়া না গেলে পরিবারের কোন সাবালক সদস্যের নিকট প্রদান করিতে হইবে। এইরূপ কেউ বা কাউকে পাওয়া না গেলে উক্ত মালিকের সর্বশেষ জ্ঞাত বাসস্থানে কিংবা উহার পাশাপাশি কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া জারি করিতে হইবে। ইহা ছাড়া রেজিস্ট্রি ডাকযোগেও মালিকের ঠিকানায় নোটিশ প্রেরণ করিতে হইবে ও এতদসংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করিতে হইবে [এবং স্থানীয় এলাকায় মাইকিং ও ঢোল-সহরত (ড্রাম বাজিয়ে) এর মাধ্যমে প্রচার করিবে।]^{৩৩}
- ৩৫। ৩ ধারা মতে নোটিশ প্রকাশনা/জারির ৩ (তিন) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি ও প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি যৌথভাবে সরেজমিনে তদন্ত কাজ শুরু করিয়া যথাশীঘ্র সম্ভব বিস্তারিত তথ্যাদি উল্লেখপূর্বক নির্ধারিত ফরমে ফিল্ড বুক প্রস্তুত করিতে হইবে।
- [তবে শর্ত থাকে যে, অধিগ্রহণ প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পর, জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধি প্রাথমিকভাবে মাঠ পর্যায়ে তদন্ত করিবে এবং সেই অনুযায়ী ধারা ৩ এর অধীনে নোটিশ জারি করিবার পূর্বে মাঠবহি প্রস্তুত করিবে।]^{৩৪}
- ৩৬। [৩ ধারামতে নোটিশ প্রকাশনার পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ৪ (১) ধারামতে কোন আপত্তি পাওয়া না গেলে জেলা প্রশাসক:
- (ক) প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ ১০ (দশ) বেশি না হইলে উক্ত ১৫ (পনের) দিন পর পরবর্তী ১০ (দশ) দিন কিংবা বিভাগীয় কমিশনারের অনুমতিক্রমে সর্বমোট ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ৪ (৩) ধারামতে অধিগ্রহণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।
- (খ) প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ ১০ (দশ) বিঘার উর্ধ্বে হইলে উক্ত ১৫ (পনের) দিন পর পরবর্তী ১০ (দশ) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তের জন্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ অধিগ্রহণ কেস নথি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।]^{৩৫}
- ৩৭। ৩ ধারামতে নোটিশ প্রকাশনার পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ৪ (১) ধারামতে কোন আপত্তি পাওয়া গেলে তাহা গ্রহণ করিয়া আপত্তি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উক্ত ১৫ (পনের) দিন অতিবাহিত হওয়ার

^{৩২} প্রস্তাবিত

^{৩৩} প্রস্তাবিত

^{৩৪} প্রস্তাবিত

^{৩৫} “অনুচ্ছেদ ৩৬” এর পরিবর্তে “নতুনভাবে অনুচ্ছেদ ৩৬” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসক আপত্তিকারীকে কিংবা তাহার নিয়োজিত ব্যক্তিকে যথাযথ শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া এবং প্রয়োজনে আরও তদন্তের ব্যবস্থা করত: ৪ (২) ধারামতে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন [স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান, পৌরসভার চেয়ারম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এর সহযোগিতায়]^{১০৯} প্রস্তুত করিয়া প্রতিবেদনসহ কেস নথি প্রয়োজনীয় কার্যার্থে:

(ক) ১০ (দশ) বিঘা পর্যন্ত অধিগ্রহণ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(খ) ১০ (দশ) বিঘার উর্ধ্বের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।

৩৮। জেলা প্রশাসকের নিকট হইতে অধিগ্রহণ কেস নথি প্রাপ্তির পর-

(ক) বিভাগীয় কমিশনার পরবর্তী ১৫ (পনের) দিন কিংবা আদেশ নামায় কারণ লিখিতভাবে উল্লেখ করিয়া সর্বমোট ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যেই ৫ (১) (ক) ধারামতে অধিগ্রহণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়া কেস নথি জেলা প্রশাসকের নিকট ফেরত পাঠাইবেন।

(খ) ভূমি মন্ত্রণালয় পরবর্তী [৬০ (ষাট)]^{১১০} দিনের মধ্যে ৫ (১) (খ) ধারামতে সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়া কেস নথি জেলা প্রশাসকের নিকট ফেরত পাঠাইবেন।

৩৯। যখন সরকার, বিভাগীয় কমিশনার কিংবা জেলা প্রশাসক কিংবা জেলা প্রশাসক কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, উক্ত সিদ্ধান্তই এই মর্মে চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে যে- উক্ত সম্পত্তি জনস্বার্থে বা জনউদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইয়াছে।

^{১০৯} প্রস্তাবিত

^{১১০} “৯০” এর পরিবর্তে “৬০” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও বিতরণ

- ৪০। ক্ষেত্রভেদে সরকার বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক কর্তৃক যথাক্রমে ধারা- ৫ (১) (ক), ৫ (১) (খ) এবং ৪ (৩) (খ) ধারামতে অধিগ্রহণ প্রস্তাব অনুমোদনের পরপরই ৬ ধারামতে নির্ধারিত ফরমে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি স্বার্থযুক্ত বলিয়া ভ্রাতা ও বিশ্বাসকৃত সকল ব্যক্তি এবং ভোগ দখলকারীদের (যদি থাকে) উপর এই নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।
- ৪১। উপরোক্ত নোটিশ প্রদানের ক্ষেত্রেও ৩৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।
- ৪২। নোটিশ প্রদানের ১৫ (পনের) দিন পরে নির্ধারিত কোন দিনে এবং কোন স্থানে অধিগ্রহণাধীন সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের স্বার্থের প্রকৃতি এবং দাবীসমূহের বিবরণ পরীক্ষা করিয়া তদভিত্তিতে স্বার্থের বিবরণী প্রস্তুত করিতে হইবে।
- ৪৩। ৬ ধারার অধীন যাহাদেরকে বিবরণ প্রদান বা পেশ করিবার জন্য বলা হইবে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি দন্ডবিধি (১৮৬০ সনের ৪৫নং আইন) ১৭৫ ও ১৭৬ ধারামতে উক্তরূপ করিতে আইনত বাধ্য বলিয়া গণ্য হইবে।
- ৪৪। ৬ ধারামতে নোটিশ প্রদানের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ৮ ও ৯ ধারা এবং ৮ নং বিধি অনুসরণে ফিল্ড বহির ভিত্তিতে অধিগ্রহণাধীন সম্পত্তি ও তদস্থিত ঘর-বাড়ি, গাছপালা ইত্যাদির ক্ষতিপূরণের ও রোয়েদাদ প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে।
- ৪৫। প্রাক্কলন প্রস্তুতকালে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে:
- (ক) জমি/ভূমির বাজার মূল্য নির্ধারণ বা যে কোন আকার সংযুক্ত করা:
- ৩ ধারামতে নোটিশ প্রদানের পূর্ববর্তী ১২ (বার) মাসের সংশ্লিষ্ট এলাকার নিকটবর্তী সমশ্রেণী ও সমসুবিধাযুক্ত সকল বিক্রিত জমির বিক্রয়মূল্য সাব-রেজিস্ট্রি অফিস হইতে সংগ্রহ করিয়া একর প্রতি শ্রেণীভিত্তিক জমির মূল্যহার (মোট জমির মূল্যকে মোট জমির পরিমাণ দ্বারা ভাগ করিয়া) নির্ধারণ করিতে হইবে এবং তদভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীর মোট জমির মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।
- (খ) ঘরবাড়ি/অবকাঠামোর মূল্য নির্ধারণ:
- গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর সহিত পরামর্শক্রমে [স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা চেয়ারম্যান]^{১০৪} ঘরবাড়ি/অবকাঠামোর মূল্য নির্ধারণ করিবেন। [গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক হিসাবকৃত সমস্ত আইনসমূহের সিডিউলে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের খতিয়ান বিবেচনায় নিবে।]^{১০৫}
- (গ) গাছপালার মূল্য নির্ধারণ:
- বন বিভাগ ও [স্থানীয় বাজার]^{১০৬} হইতে গাছপালার মূল্যহার সংগ্রহ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত গাছপালার মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।
- (ঘ) উৎপাদিত ফসলের মূল্য নির্ধারণ:
- কৃষি বিভাগ হইতে সংশ্লিষ্ট এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের একরপ্রতি উৎপাদন হার সংগ্রহ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত মোট ফসলের পরিমাণ বিবেচনায় নিতে হইবে। [ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য হইতে নির্ধারণ করিতে

^{১০৪} প্রস্তাবিত

^{১০৫} প্রস্তাবিত

^{১০৬} প্রস্তাবিত

হইবে।^{১০৭} যুগপৎ জেলা বাজার কর্মকর্তার নিকট হইতে ফসলের মূল্যহার সংগ্রহ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মোট মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে। বর্গাদার কর্তৃক উৎপাদিত ফসলের জন্য আলাদাভাবে ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদ তৈরি করিতে হইবে।

(ঙ) ব্যবসায়িক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ:

[(অ) কর (tax) প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক আয়ের পূর্ণাঙ্গ বাজার মূল্য; বা

(আ) প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক আয়ের প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ বাজার মূল্য।]^{১০৮}

(চ) ঘরবাড়ি স্থানান্তর ব্যয় নির্ধারণ:

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি তাহার ঘর বাড়ী সরাতে চান তাহা হইলে তিনি যেরূপ ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছেন তাহাকে অবশ্যই সেইরূপ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। সেক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নতুন বাড়ী তৈরির খরচ নির্ধারণ করিয়া ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

(ছ) অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ:

“ক” হইতে “ছ” অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতিতে (যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সেই বাজার মূল্যের উপর ৫০% যোগ করিয়া অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিতে হইবে।

[(জ) আনুষঙ্গিক খরচ:

মালিককে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই “ছ” দফায় বর্ণিত খরচ মুক্ত করিয়া পূর্ণাঙ্গ মূল্যমান নির্ধারণ করিতে হইবে, আনুষঙ্গিক ক্ষতি অবশ্য প্রকৃত বাজার মূল্যের উপর নির্ধারণ করিতে হইবে।]^{১০৯}

৪৬। প্রস্তাবিত সম্পত্তির যে বাজার মূল্য মূল্যায়ন করা হইয়াছে, সেই রোয়েদাদ/ ক্ষতিপূরণ এবং রোয়েদাদ বই অবশ্যই অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [ও জেলা অধিগ্রহণ কমিটি]^{১১০} কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

৪৭। প্রাক্কলন অনুমোদন এর ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ৭ (৩) (খ) ধারামতে সংস্থা/ব্যক্তির বরাবরে অনুমোদিত প্রাক্কলন প্রেরণ করিতে হইবে।

৪৮। [৩০ (ত্রিশ)]^{১১১} দিনের মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তি কর্তৃক প্রাক্কলিত অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত বা আক্রান্ত ব্যক্তির বরাবরে ধারা ৭ (৪) অনুযায়ী ন্যস্ত করিতে হইবে।

৪৯। প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাক্কলিত অর্থ প্রাপ্তির পরপরই ক্ষতিপূরণ বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ক্ষতিপূরণ বিতরণে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে:

(ক) ক্ষতিপূরণ মূলত প্রাপকের খাতে প্রদেয়; এল.এ চেকে যথা সম্ভব প্রকল্প এলাকায় বিতরণ করিতে হইবে।

(খ) স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/সদস্য/ওয়ার্ড কমিশনার/গণ্যমান্য ব্যক্তি কর্তৃক ক্ষতিপূরণ গ্রহীতাকে সনাক্ত করিতে হইবে।

(গ) বর্গাদারের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ নগদ অর্থে প্রদান করিতে হইবে।

^{১০৭} প্রস্তাবিত

^{১০৮} প্রস্তাবিত

^{১০৯} “অনুচ্ছেদ ৪৫ (বা)” এর পরিবর্তে “৪৫ (জ)” নতুনভাবে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১০} প্রস্তাবিত

^{১১১} “৬০” এর পরিবর্তে “৩০” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

- (ঘ) এওয়ার্ডভুক্ত মালিক ব্যতীত অন্য কেউ ক্ষতিপূরণের অর্থ দাবী করলে মিস কেস চালু করিয়া সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং যথাযথ শুনানী ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/এলএ) এর আদেশের ভিত্তিতে উপযুক্ত মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।
- (ঙ) উক্ত সিদ্ধান্তে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এখতিয়ারভুক্ত দেওয়ানী আদালতে আবেদন করিতে পারিবে।
- (চ) ক্ষতিগ্রস্ত মালিক যদি কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত পর্যন্ত ক্ষতিপূরণে সন্তুষ্ট না হয়, তাহা হইলে তিনি উক্ত ক্ষতিপূরণ গ্রহণ নাও করিতে পারেন। অনুরূপ ক্ষেত্রে উক্ত মালিকের অভিযোগপত্রের সহিত নির্দিষ্ট কারণ রেজিস্ট্রি করিয়া দিতে হইবে। অধিকন্তু এই সম্পর্কে একটি নোট পুরস্কারপত্রের বক্তব্যের জন্য নির্ধারিত কলামে লিখিতে হইবে।
- (ছ) যে সকল মালিক কোন প্রকার অভিযোগ ছাড়া ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা ধারা-২৮ এর অধীন সালিশকারীর নিকট কোন আবেদন করিতে পারিবে না।^{১০০}

- ৫০। কোন মালিক বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি ক্ষতিপূরণ গ্রহণে রাজী না হন বা যদি জমির মালিকানা বা অংশের ব্যাপারে জটিলতা সৃষ্টি হয় বা আদালতে কোন মামলা বিচারাধীন থাকে সেইক্ষেত্রে জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবভুক্ত জমা হিসাব খাতে (Deposit account of the public Account of the Republic) গচ্ছিত রাখিতে হইবে। এই ব্যবস্থা নেওয়া হইলেই ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে। জটিলতা/মামলা নিষ্পত্তির পর এইরূপ জমাকৃত অর্থ উপযুক্ত মালিকদের প্রদান করিতে হইবে।
- ৫১। উক্তরূপভাবে ক্ষতিপূরণ বিতরণ করা হইলে কিংবা হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইলে সম্পৃক্ত মালিকানা দায়মুক্তভাবে সরকারের উপর বর্তাইবে এবং জেলা প্রশাসক সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিতে পারিবেন।
- ৫২। প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ অপেক্ষা অধিক অর্থ কাউকে প্রদান করা হইলে, কিংবা সঠিক মালিক ব্যতীত অন্য কাউকে ক্ষতিপূরণের অর্থ দেওয়া হইলে, উক্ত অর্থ সরকারি দাবি (Public Demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

^{১০০} “অনুচ্ছেদ ৪৯” এর পরিবর্তে “অনুচ্ছেদ ৪৯” নতুনভাবে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

অধিগ্রহণ কেস বাতিলকরণ, দখল হস্তান্তর, গেজেট বিজ্ঞপ্তি ও নামজারিকরণ

- ৫৩। ৪৮ ধারায় বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থা বা ব্যক্তি প্রাক্কলিত অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরপরই সংশ্লিষ্ট অধিগ্রহণ কেসের যাবতীয় কার্যক্রম আপনাআপনি বাতিল হইয়া যাইবে এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক তৎমর্মে ১২ (১) ধারামতে নির্ধারিত ফরমে একটি ঘোষণা সরকারি গেজেটে প্রকাশনার ব্যবস্থা করিতে হইবে।
- ৫৪। জেলা প্রশাসক সম্পত্তির পরিমাণ যাহাই হউক না কেন সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে ক্ষতিপূরণ প্রদানের পূর্বে যে কোন সময়ে যে কোন অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম ১২ (২) ধারামতে নির্ধারিত ফরমে গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাতিল করিতে পারিবেন।
- ৫৫। সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সংশোধিত হওয়ার কারণে কিংবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে জেলা প্রশাসক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে কোন অধিগ্রহণ কেসভুক্ত সম্পত্তির কোন অংশ অধিগ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা নেই, সেইক্ষেত্রেও ৫৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণে উক্ত অংশের জন্য অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিল করা যাইবে। তবে ক্ষতিপূরণ দেয়া হইয়াছে এইরূপ কোন আপত্তি উক্ত বাতিল অংশের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।
- ৫৬। কোন অধিগ্রহণ কেস বা উহার অংশ বাতিল হইলে অধিগ্রহণ কার্যক্রম গ্রহণের কারণে কোন মালিকের কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতির জন্য এবং অধিগ্রহণ কেস রুজুকরণ ও প্রক্রিয়াজাত করণকালে বহনকৃত যুক্তিসঙ্গত খরচার জন্য ক্ষতিপূরণ কেস রুজুকরণ ও প্রক্রিয়াজাত করণকালে বহনকৃত যুক্তিসংগত খরচার জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় করিয়া বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।
- ৫৭। প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাক্কলিত অর্থ প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যাশী সংস্থার বরাবরে সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করিতে হইবে। দখল হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।
- (ক) প্রত্যাশী সংস্থা বেসরকারি হইলে দখল হস্তান্তরের পরপরই নির্ধারিত ফরমে হস্তান্তর দলিল (Deed of Transfar) সম্পাদন করিয়া নিতে হইবে।
- (খ) সরকারি সংস্থার ক্ষেত্রে হস্তান্তর দলিল সম্পাদনের প্রয়োজন হইবে না।
- (গ) দখল হস্তান্তরের পূর্বে ট্রেসিং ক্লুথে অধিগৃহীত সম্পত্তির ৪ (চার) ফর্দ চূড়ান্ত নক্সা (Map) প্রস্তুত করিতে হইবে এবং দখল হস্তান্তরের সময় উহার একটি কপি প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তির বরাবরে হস্তান্তর করিতে হইবে।
- ৫৮। দখল হস্তান্তরের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে ১১ (২) ধারামতে অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নির্ধারিত ফরমে একটি ঘোষণা জেলা প্রশাসক কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রকাশনার ব্যবস্থা করিতে হইবে।
- ৫৯। গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশনার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসক কর্তৃক স্ব-উদ্যোগে প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তির অনুকূলে নামজারি জমাভাগ কার্যক্রম সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপ নামজারি জমাভাগ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে সম্পাদন করিতে হইবে:
- (ক) গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশনার পরপরই জেলা প্রশাসক উহার একটি কপিসহ গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সম্পত্তি কোন এলএ কেইস মূলে কোন সংস্থা/ব্যক্তির নামে নামজারি জমাভাগ হইবে তাহা সুনির্দিষ্ট উল্লেখ করিয়া প্রয়োজনীয় কার্যার্থে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর বরাবরে প্রেরণ করিবেন।

- (খ) সহকারী কমিশনার (ভূমি) এইরূপ নির্দেশনা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নামজারি জমাভাগ কেইস চালু করিয়া প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণে যথাশীঘ্র সম্ভব নামজারি জমাভাগের কাজ করিবেন এবং তদভিত্তিতে সৃষ্ট খতিয়ানের কপি যথাক্রমে জেলা প্রশাসক, জেলা রেকর্ডরুমের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তির বরাবরে প্রেরণ করিবেন।
- (গ) জেলা রেকর্ড রুমে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ খতিয়ান প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ডরুমে রক্ষিত রেকর্ডপত্র সংশোধন করে নিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় আরবিট্রেশন

- ৬০। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে সকল ব্যক্তি/মালিক জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত রোয়েদাদ গ্রহণ করেন নাই বা আপত্তিসহ গ্রহণ করিয়াছেন। সেইরূপ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/মালিক ৭ (৩) (ক) ধারামতে নোটিশ জারীর ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে আরবিট্রেটরের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।
- ৬১। উক্তরূপ আবেদনে জেলা প্রশাসকের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তিকেও পক্ষভুক্ত করিতে হইবে।
- ৬২। আরবিট্রেটর জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের ১০% এর অধিক ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করিতে পারিবেন না।
- ৬৩। আরবিট্রেটর কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে সন্তুষ্ট না হইলে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষ আরবিট্রেশন আপীলেট ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন। আরবিট্রেশন আপীল ট্রাইব্যুনাল আরবিট্রেটর কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ক্ষতিপূরণের ১০% এর বেশি ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করিতে পারিবেন না।
- ৬৪। আরবিট্রেটর কিংবা আরবিট্রেশন আপীল ট্রাইব্যুনালে আবেদনসমূহ বিবেচনাকালে সরকার এর পক্ষ হইতে যাহাতে যথাযথভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়, উহা জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিশ্চিত করিতে হইবে।
- ৬৫। আরবিট্রেটর কিংবা আরবিট্রেশন আপীল ট্রাইব্যুনালের প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বর্ধিত ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ থাকিলে জেলা প্রশাসক আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে সম্পূরক প্রাক্কলন প্রস্তুতক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তিকে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের নোটিশ প্রদান করিবেন।
- ৬৬। জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত নোটিশ প্রাপ্তির ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তি উক্ত অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ জেলা প্রশাসকের বরাবরে জমা দিবেন।
- ৬৭। অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্তির পর যথাশীঘ্র সম্ভব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মালিক/ব্যক্তিকে প্রদান করিবেন।
- ৬৮। ১৯৪০ সনের ১০নং সালিশ আইন-এর কোন কিছুই অধিগ্রহণ আইনের সালিশী মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

সপ্তম অধ্যায় বিবিধ

৬৯। ক্ষমতাপ্রাপ্তি

জেলা প্রশাসক তাহার উপর অর্পিত ক্ষমতা এবং আরোপিত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য তাহার অধীনস্থ ল্যান্ড একুইজিশন অফিসার বা ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা/অতিরিক্ত ল্যান্ড একুইজিশন অফিসার বা অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা-এর উপর ২ (বি) ধারামতে ক্ষমতা এবং দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবেন।

৭০। প্রবেশ ও পরিদর্শনের ক্ষমতা

কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিবার বা উহার জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসক কিংবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ:

- (ক) কোন সম্পত্তিতে প্রবেশ করিতে পারিবেন;
- (খ) কোন সম্পত্তিতে বা তদস্থিত যে কোন কিছু পরিদর্শন করিতে পারিবেন;
- (গ) কোন সম্পত্তির চৌহদ্দি পরিমাপ করিতে, চিহ্নিত করিতে এবং উহার নক্সা প্রস্তুত করিতে পারিবেন; এবং
- (ঘ) চৌহদ্দি পরিমাপ করিবার লক্ষ্যে লাইন স্থাপনকল্পে উৎপাদিত ফসল, গাছপালা বা জঙ্গলের অংশ কাটিতে পারিবেন।

৭১। দেওয়ানী আদালতের কতিপয় ক্ষমতা

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধি (১৯০৮ সনের ৫নং আইন) অধীন দেওয়ানী আদালতে যেরূপ ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে, সেই একই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন:

- (ক) কোন ব্যক্তির প্রতি সমন জারি করা বা তাহাকে হাজিরা প্রদানে বাধ্য করা এবং তাহাকে শপথপূর্বক পরীক্ষা করা;
- (খ) কোন দলিল দস্তাবেজ বা রেকর্ড উপস্থাপনে বাধ্য করা;
- (গ) হলফপূর্বক সাক্ষ্য গ্রহণ করা;
- (ঘ) সাক্ষীদের পরীক্ষার জন্য কমিশন ইস্যু করা;
- (ঙ) কোন আদালতে বা দপ্তর হইতে পাবলিক রেকর্ড তলব করা।

৭২। সম্পত্তির দখল সমর্পণে বাধ্য করিবার ক্ষমতা

যদি জেলা প্রশাসক অধিগৃহীত কোন সম্পত্তি দখল গ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হন বা প্রতিরুদ্ধ হন, তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তি সমর্পণে বাধ্য করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনানুগ শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৭৩। স্ট্যাম্প ডিউটি/ফিস প্রদান হইতে রেহাই

অধিগৃহীত সম্পত্তি অনুমোদিত রোয়েদাদের ভিত্তিতে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ গ্রহণে কোন স্ট্যাম্প ডিউটি প্রয়োজন হইবে না এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি রোয়েদাদের কপি চাইলে কোন প্রকার ফি ছাড়া প্রদান করিতে হইবে।

৭৪। এলাইনমেন্ট পরিবর্তনের ক্ষেত্রে করণীয়

কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক বরাদ্দ অনুমোদনের পরবর্তী পর্যায়ে জেলা প্রশাসক বিভাগীয় কমিশনার কিংবা সরকার কর্তৃক ৪ (৩)(খ) বা ৫ (১) ধারামতে অধিগ্রহণ অনুমোদনের পূর্ব অনুমোদিত কোন কারণবশত: সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের এলাইনমেন্ট পরিবর্তন হওয়ার ফলে পূর্বে অনুমোদিত সম্পত্তির বহির্ভূত কোন নতুন সম্পত্তি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে উক্ত নতুন সম্পত্তি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াভুক্তির জন্য কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন হইবে। তবে এই পরিবর্তন পূর্ব অনুমোদিত সম্পত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলে উপরোক্ত অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে না। উভয় ক্ষেত্রে প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তি কর্তৃক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংশোধন করিয়া দিতে হইবে।

৭৫। এক সংস্থার অনুকূলে অধিগৃহীত সম্পত্তি অন্য সংস্থার অনুকূলে হস্তান্তর

একটি সরকারি সংস্থার অনুকূলে চূড়ান্তভাবে অধিগৃহীত সম্পত্তি অন্য কোন সরকারি সংস্থার অনুকূলে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে:

- (ক) নতুন প্রত্যাশী সংস্থা তিন ফর্দ নক্সা (নক্সায় প্রার্থিত সম্পত্তির সীমানা লাল কালি দ্বারা চিহ্নিত করে) ৩ ফর্দ দাগসূচি (মৌজা নং, জেএল নং, দাগ নং, দাগের মোট সম্পত্তির পরিমাণ, হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত সম্পত্তির পরিমাণ উল্লেখক্রমে) এবং প্রস্তাবিত সম্পত্তি কত নং এলএ কেস মূলে পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে অধিগৃহীত হয়েছিল এতদসম্পর্কীয় তথ্যসহ কি উদ্দেশ্যে প্রার্থিত জমি প্রয়োজন, প্রকল্পের জন্য আর্থিক বরাদ্দ আছে কি না ইত্যাদি তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়া তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তথ্য বিস্তারিত উল্লেখ করিয়া তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করিবে।
- (খ) ভূমি মন্ত্রণালয় এইরূপ প্রস্তাব প্রাপ্তির পর এক ফর্দ নক্সা ও এক ফর্দ দাগসূচী পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিয়া প্রস্তাবিত হস্তান্তরের ব্যাপারে মতামত সংগ্রহ করিবে, সঙ্গে সঙ্গে অপর এক ফর্দ নক্সা ও এক ফর্দ দাগসূচি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিয়া সম্পৃক্ত অধিগ্রহণ চূড়ান্তকৃত কি না ; প্রস্তাবিত সম্পত্তি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে; প্রস্তাব মোতাবেক সম্পত্তি হস্তান্তর আইনগত বা অন্য কোন জটিলতা দেখা দিবে কি না এতদসম্পর্কীয় তথ্য সংগ্রহ করিবে।
- (গ) জেলা প্রশাসক এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রাপ্তির পর ভূমি মন্ত্রণালয় বিষয়টি বিবেচনা করিয়া হস্তান্তর সম্পর্কে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়ে দিবে।
- (ঘ) হস্তান্তর প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইলে অনুমোদন সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের পত্র প্রাপ্তির পরপরই জেলা প্রশাসক ৪৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণে সম্পত্তির বাজার মূল্য নির্ধারণ করিয়া সম্পত্তির প্রত্যাশী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় অর্থ জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরোপিত শর্ত (যদি থাকে) প্রতিপালনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।
- (ঙ) অর্থ প্রাপ্তির পর সম্পত্তি অর্পণকারী সংস্থা প্রস্তাবিত সম্পত্তি অধিগ্রহণকালে ক্ষতিপূরণ বাবদ যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করেছিল ঠিক সেই পরিমাণ অর্থ উক্ত সংস্থাকে প্রদান করিয়া বাকী অর্থ ‘৭-রাজস্ব বিবিধ আদায়’ খাতে জমা করে দিবেন। উল্লেখ্য অবস্থিত কাঠামো/ভবন/স্থাপনাদি বাবদ মূল্য সম্পত্তি অর্পণকারী সংস্থা কর্তৃক প্রাপ্য হইবে।
- (চ) অতঃপর জেলা প্রশাসক ট্রেসিং ক্লথে দুই ফর্দ চূড়ান্ত নক্সা প্রস্তুত করিয়া এক ফর্দ নক্সাসহ গ্রহণকারী সংস্থাকে প্রদান করিবেন ও অপর ফর্দ নথির সহিত সংরক্ষণ করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে পূর্বতন এলএ কেইসের ২ (দুই) ফর্দ সংশোধিত নক্সা ট্রেসিং ক্লথে প্রস্তুত করিয়া এক ফর্দ পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থার বরাবরে প্রেরণ করিবেন এবং অপর ফর্দ এলএ কেইস নথিতে সংরক্ষণ করিবেন।

- (ছ) সম্পত্তি হস্তান্তরের পর পরই জেলা প্রশাসক একই প্রজ্ঞাপনের সম্পৃক্ত পুনঃগ্রহণ ও হস্তান্তর সম্পর্কে একটি বিজ্ঞপ্তি সরকারি গেজেটে প্রকাশনার ব্যবস্থা করিবেন।
- (জ) গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশনার পর ৫৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণে নামজারি জমাভাগ ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ড সংশোধনের ব্যবস্থা করিবেন।

৭৬। পূর্বের অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন সম্পত্তির নতুন কোন প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে করণীয়

পূর্বের কোন অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন সম্পত্তি কিংবা উহার অংশ বিশেষ পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থার প্রয়োজনীয়তা না থাকিলে এবং উক্ত সম্পত্তি কিংবা উহার অংশ বিশেষ ভিন্ন কোন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন হইলে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

- (ক) পূর্বতন অধিগ্রহণ কেসে কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান ও দখল গ্রহণ করা না হইয়া থাকিলে অধিগ্রহণ কেসটি বাতিল করিয়া প্রয়োজনীয় সম্পত্তি নতুন অধিগ্রহণ কেসভুক্ত করে নিয়ম অনুযায়ী অধিগ্রহণ করিতে হইবে।
- (খ) পূর্বতন অধিগ্রহণ কেসে আংশিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়া থাকিলে এবং সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থা বাকি ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানে সম্মত থাকিলে, উক্ত সংস্থা হইতে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানে সম্মত থাকিলে, উক্ত সংস্থা হইতে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণের অর্থ সংগ্রহ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত মালিকদের বিতরণক্রমে পূর্বের কেসটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং ৭৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধান মোতাবেক হস্তান্তর করিতে হইবে।
- (গ) পূর্বতন অধিগ্রহণ কেসে আংশিক ক্ষতিপূরণ/অধিগ্রহণ নোটিশ জারী/দখল দেওয়া হইয়া থাকিলে এবং সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থা বাকী ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানে সম্মত না হইলে, পূর্বতন কেসের প্রত্যাশী সংস্থা বাকী ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানে সম্মত না হইলে পূর্বতন কেসের প্রাক্কলনের ভিত্তিতে সম্পৃক্ত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ নতুন প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া সম্পত্তির মালিকদের বাকি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদত্ত অর্থ উক্ত সংস্থার বরাবরে ফেরৎ দিতে হইবে। অতঃপর সম্পৃক্ত সম্পত্তির জন্য প্রত্যাশী সংস্থার নাম পরিবর্তন করিয়া/না করিয়া অধিগ্রহণের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৭৭। অধিগৃহীত সম্পত্তির ব্যবহার

- (ক) কোন সংস্থা অধিগৃহীত কোন সম্পত্তি যে উদ্দেশ্যে অধিগৃহীত সেই উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার, বিক্রয়, লীজ, এওয়াজ কিংবা অন্য কোনভাবে হস্তান্তরিত করা যাইবে না।
- [(খ) প্রত্যাশী সংস্থা কোন অধিগৃহীত সম্পত্তি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য ব্যতীত ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিলে কিংবা কোন প্রকার বিক্রয়, লীজ, এওয়াজ কিংবা অন্য কোনভাবে হস্তান্তরিত হইলে, জেলা প্রশাসক আইনের বিধান লঙ্ঘিত হওয়ার কারণে কেন সম্পৃক্ত সম্পত্তি পুনঃগ্রহণক্রমে সরকারি খাসে আনয়নের ব্যবস্থা করা হইবে না মর্মে সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে ব্যাখ্যা তলব করিবেন। নির্ধারিত সময়ে ব্যাখ্যা পাওয়া না গেলে কিংবা প্রদত্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে শুনানী দিয়া সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত না হইলে উক্তরূপ শুনানীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত সম্পত্তি মূল মালিকের সম্পত্তি মর্মে ঘোষণা দেওয়ার।]^{১১৬}

৭৮। অধিগৃহীত অপ্রয়োজনীয় সম্পত্তি সমর্পণ

[অধিগৃহীত কোন সম্পত্তি যে উদ্দেশ্যে অধিগৃহীত সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হইলে, উক্ত সম্পত্তি যে উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে সে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতেছে না, ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক এইরূপ ঘোষণার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে ডেপুটি কমিশনার উক্ত সম্পত্তি মূল মালিককে ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবেন। ডেপুটি কমিশনার

^{১১৬} “অনুচ্ছেদ ৭৭ (খ)” এর পরিবর্তে “অনুচ্ছেদ ৭৭ (খ)” নতুনভাবে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

উক্তরূপ ঘোষণার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে গেজেট বিজ্ঞপ্তি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করিবেন এবং উক্তরূপ ঘোষণা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র সংশোধন করিবেন।^{১০২}

৭৯। হিসাব সমন্বয়

অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কেসসমূহের পদ্ধতিগত [যাবতীয় কার্যক্রম সমাপ্তির পর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ডেপুটি কমিশনার]^{১০৩} হিসাব এর সমন্বয় করিবেন।

৮০। রেকর্ড কনসাইনমেন্ট

জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার সহিত হিসাব সমন্বয়ের পর ১৯৪৩ সালের বেঙ্গল রেকর্ড ম্যানুয়ালের-এর বিধান অনুসরণক্রমে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করিয়া অধিগ্রহণ কেইস রেকর্ড সংরক্ষণের নিমিত্ত জেলা রেকর্ডরুমে প্রেরণ করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, অধিগ্রহণ কেস নিষ্পত্তির পর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক নিশ্চিত করিতে হইবে।

৮১। পরিদর্শন

নিম্নে বর্ণিত তফসিল অনুযায়ী জেলা অধিগ্রহণ শাখা বিভাগীয় কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (রাজস্ব এল. এ), ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা কর্তৃক কম পক্ষে ৬ (ছয়) মাসে একবার ও বৎসরে ২ (দুই) বার পরিদর্শন করবেন [এবং তথ্যাদি নির্দিষ্ট রেজিস্টারে সংরক্ষণ করিবেন।]^{১০৪}

অফিসারের নাম	পদবী	পরিদর্শনের সংখ্যা	পরিদর্শনের তারিখ
১	২	৩	৪
মন্তব্য (নিজ হাতে কালো কালিতে)	মন্তব্য (ইতিবাচক যদি থাকে)	মন্তব্য (ইতিবাচক যদি থাকে)	মন্তব্য (নেতিবাচক যদি থাকে)
৫	৬	৭	

৮২। সম্পত্তি অধিগ্রহণের বার্ষিক বিবরণী প্রেরণ

প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ছকে পূর্ববর্তী বৎসরের বিভিন্ন সংস্থা/ব্যক্তির অনুকূলে সম্পত্তি অধিগ্রহণের বিবরণী ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

৮৩। ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ (আইন.....১৮৯৪), এবং জরুরি হুকুম দখল আইন, ১৯৪৮ (আইন.....১৯৪৮), সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এর আওতায় রুজুকৃত অনিষ্পন্ন অধিগ্রহণ কেসসমূহ উল্লিখিত আইনসমূহের বিধান মতে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪, এবং জরুরি হুকুম দখল আইন ১৯৪৮, সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ বা অন্য কোন আইন রুজুকৃত অনিষ্পন্ন [অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কেস অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (রাজস্ব/এলএ) এর নিকট দাখিল হওয়ার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে]^{১০৫} নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

৮৪। পার্বত্য জেলাসমূহে সম্পত্তি অধিগ্রহণ

খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলাসমূহের সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে দি চিটাগাং হিল ট্রাস্টস, রেগুলেশন, ১৯৫৮ এর বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

৮৫। নূন্যতম প্রয়োজনীয়তা সার্টিফিকেট-এর দায়দায়িত্ব

^{১০২} “অনুচ্ছেদ ৭৮” এর পরিবর্তে “অনুচ্ছেদ ৭৮” নতুনভাবে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৩} প্রস্তাবিত

^{১০৪} প্রস্তাবিত

^{১০৫} প্রস্তাবিত

[অধিগ্রহণকৃত জমির মোট পরিমাণ কখনোই প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইবে না। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ন্যূনতম প্রয়োজনের বিষয় উল্লেখ করিয়া সার্টিফিকেট প্রদান করিয়াছেন এবং যদি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে সার্টিফিকেট প্রদত্ত সম্পত্তি ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত, সেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্মকর্তা উক্ত কর্মের জন্য দায়ী হইবেন এবং তাহার বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী শৃংখলা ও আপীল বিধিমালা অনুযায়ী বিভাগীয় মোকদমা দায়ের করা হইবে।]^{১০৯}

^{১০৯} “অনুচ্ছেদ ৮৫” এর পরিবর্তে “অনুচ্ছেদ ৮৫” নতুনভাবে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

প্রস্তাবিত পুনর্বাসন আইন

জনস্বার্থে প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন জন্য বা অন্য কোন কারণে অনৈচ্ছিক স্থানচ্যুতি এবং তাহার সহিত সংযুক্ত অথবা আনুষঙ্গিক অন্য বিষয়াবলী।

এইটা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংসদ দ্বারা নিম্নরূপ সালে প্রণয়ন করা:

প্রথম অধ্যায় প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন

- (১) এই আইন “পুনর্বাসন আইন” নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।
- (২) এই আইন সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য।
- (৩) এই আইন অফিসিয়াল গেজেট দ্বারা সরকার যখন কার্যকর করিতে চাইবে তখন কার্যকর হইবে।

২। এই আইন জমি অধিগ্রহণ বা মানুষের অন্যান্য অনৈচ্ছিক স্থানচ্যুতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারিবে

এই আইনের বিধান সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইনের অধীনে জমি অধিগ্রহণের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রজাতন্ত্রে আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইনের জন্য বা অন্য কোন কারণে অনৈচ্ছিক স্থানচ্যুত ব্যক্তির পুনর্বাসনে প্রযোজ্য হইবে।

৩। সংজ্ঞা

- (ক) “পুনর্বাসনের জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটর” বলিতে অধ্যায় ৯ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন আক্রান্ত ব্যক্তির পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তাকে বুঝাইবে।
- (খ) “আক্রান্ত পরিবার” বলিতে-
 - (অ) একটি প্রকল্পের কারণে বা অন্য কোন কারণে অনৈচ্ছিক স্থানচ্যুতির ফলে প্রাথমিক বসবাসের জায়গায় বা অন্যান্য সম্পত্তি বা জীবিকার উৎস জমি অধিগ্রহণের দ্বারা বিরূপভাবে প্রভাবিত একটি পরিবার;
 - (আ) কোন মেয়াদি প্রজা, প্রজা, অন্যান্য সম্পত্তির ইজারাদার বা মালিক, যাহারা জমি অধিগ্রহণের কারণে (abadior অন্যান্য সম্পত্তিসহ প্লট) আক্রান্ত এলাকায় বা অন্যথায়, অনিচ্ছাজনিত কারণে জমি বা অন্যান্য সম্পত্তি হইতে বাস্ত্যচ্যুত হইয়াছে;
 - (ই) কোন কৃষি বা অকৃষি শ্রমিক, ভূমিহীন ব্যক্তি (ভিটা জমি, কৃষি জমি, বা বসত ভিটা বা কৃষি জমি নেই), ছোট ব্যবসায়ী বা স্বনিযুক্ত ব্যক্তি; যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় একটানা অনূন ০৩ (তিন) বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বসবাস বা কোন বাণিজ্য, ব্যবসা, বৃত্তি বা পেশায় জড়িত হইয়াছে আক্রান্ত এলাকা ঘোষণার পূর্ববর্তী কোন তারিখে এবং যাহারা আক্রান্ত এলাকায় তাহাদের জীবিকা হইতে বঞ্চিত বা তাহার ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশা বা জীবিকার প্রধান উৎস হইতে বঞ্চিত হইয়াছে বা জমি অধিগ্রহণের কারণে অনিচ্ছাজনিত বাস্ত্যচ্যুত হইয়াছে;
- (গ) “প্রভাবিত এলাকা” অর্থ অধ্যায় ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন সরকার কর্তৃক ঘোষিত কোন গ্রাম বা এলাকা;
- (ঘ) “কৃষি শ্রমিক” অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় এক জন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘোষণা করিবার অব্যবহিত আগে প্রাথমিকভাবে অনূন ৫ (পাঁচ) বৎসর বাসিন্দা ছিলেন, যাহার আক্রান্ত এলাকায় কোন জমি নেই কিন্তু যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘোষণা করিবার অব্যবহিত আগে সেখানে প্রধানত কৃষি জমিতে কায়িক শ্রম দ্বারা তাহার জীবিকা উপার্জন করে এবং যাহাদের জীবিকা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে;
- (ঙ) “কৃষি জমি” বলিতে জমি নিম্নোক্ত যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইতেছে:
 - (অ) কৃষি বা উদ্যান;
 - (আ) দুগ্ধ খামার, হাঁস চাষ, মৎস্য চাষ, রেশম, গৃহপালিত পশু প্রজনন বা নার্সারি ঔষধি গাছ জন্মানো;

- (ই) ফসল, ঘাস বা বাগান চাষ;
- (ঈ) গবাদিপশু চারণের জন্য কৃষকের ব্যবহৃত জমি, তবে শুধু কাঠ কাটার জন্য ব্যবহৃত জমি অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (চ) “দারিদ্র্যসীমার নিচের বা বিপিএল (below poverty line) পরিবার” বলিতে বাংলাদেশ এর পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় দ্বারা সময়ে সময়ে সংজ্ঞায়িত দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থিত পরিবার এবং যাহারা ঐ সময়ে কার্যকর বিপিএল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত;
- (ছ) “পুনর্বাসন এর জন্য কমিশনার” অর্থ ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পুনর্বাসনের জন্য কমিশনার;
- (জ) “পরিবার” অন্তর্ভুক্ত করিবে একজন ব্যক্তি, তাহার পত্নী বা স্বামী, নাবালক পুত্র, অবিবাহিত কন্যা, ছোট ভাই, অবিবাহিত বোন, বাবা, মা এবং অন্যান্য আত্মীয় তাহার সঙ্গে বসবাস করে এবং তাহাদের জীবনধারণের জন্য তাহার উপর নির্ভরশীল; এবং এ ছাড়াও “একক পরিবার” বলিতে বুঝাইবে, তাহার পত্নী বা স্বামী ও ছোট সন্তানদের;
- (ঝ) “ধারণ” বলিতে একজন ব্যক্তির দ্বারা মোট জমি ধারণ তাহা একজন দখলকারী বা ভাড়াটে অথবা উভয় হিসাবকে বুঝাইবে;
- (ঞ) “জমি অধিগ্রহণ” বলিতে ভূমি অধিগ্রহণ আইন এর ..., আওতায় জমি অধিগ্রহণ, সময়ে সময়ে সংশোধিত, বা আপাতত: বলবৎ প্রজাতন্ত্রের জন্য অন্য কোন আইনকে বুঝাইবে;
- (ট) “প্রান্তিক কৃষক” বলিতে যে কৃষকের সেচ সুবিধা ছাড়া এক হেক্টর পর্যন্ত জমি আছে বা সেচের জমি অর্ধেক হেক্টর পর্যন্ত ধারণ করে তাহাকে বুঝাইবে;
- (ঠ) “অ-কৃষি শ্রমিক” অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ১ (এক) জন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘোষণা করিবার অব্যবহিত আগে প্রাথমিকভাবে অনূন্য ৩ (তিন) বছর বাসিন্দা ছিলেন, যাহার আক্রান্ত এলাকায় কোন জমি নেই কিন্তু যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘোষণা করার অব্যবহিত আগে সেখানে কায়িক শ্রম দ্বারা তাহার জীবিকা উপার্জন করত;
- (ড) “বিজ্ঞপ্তি” বলিতে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত কোন বিজ্ঞপ্তিকে বুঝাইবে;
- (ঢ) “নির্ধারিত” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;
- (ণ) “প্রকল্প” বলিতে নির্বিশেষে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা বিবেচনায় না নিয়া, মানুষের অনৈচ্ছিক স্থানচ্যুতি সংশ্লিষ্ট একটি প্রকল্পকে বুঝাইবে;
- (ত) “প্রত্যাশী সংস্থা বা ব্যক্তি” অর্থ একটি কোম্পানি, একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, একটি প্রতিষ্ঠান, বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান যাহাদের জন্য জমি সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হয় এবং যদি জমি অধিগ্রহণ ঐ সরকারের জন্য হয় বা তাহার নিজস্ব ব্যবহারের জন্য সেইক্ষেত্রে সরকারকেও অন্তর্ভুক্ত করে এবং ক্ষেত্রমত, ইজারার অধীনে, লাইসেন্স বা জমি হস্তান্তরের অন্য কোন পন্থায় একটি কোম্পানি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান এর নিকট পরবর্তীকালে জনস্বার্থে স্থানান্তর করা হয়;
- (থ) “পুনর্বাসন এলাকা” অর্থ ধারা ২৩ এর অধীন সরকার কর্তৃক ঘোষিত এলাকা;
- (দ) “ক্ষুদ্র চাষী” বলিতে যে কৃষকের সেচ সুবিধা ছাড়া ২ (দুই) হেক্টর পর্যন্ত জমি আছে বা সেচের জমি এক হেক্টর পর্যন্ত ধারণ করে, কিন্তু একটি প্রান্তিক কৃষক এর তুলনায় আরো বেশি জমি ধারণ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন

৪। কতিপয় ক্ষেত্রে সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন গবেষণা

- (১) যখনই একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয় অথবা একটি বিদ্যমান প্রকল্প সম্প্রসারণ করা হয়, যাহা সমতল এলাকায় সার্বজনীনভাবে ৪০০ (চারশত) বা অধিক পরিবারের অনৈচ্ছিক স্থানচ্যুতি জড়িত থাকে, বা পাহাড়ী এলাকায় সার্বজনীনভাবে ২০০ (দুইশত) বা অধিক পরিবার, সরকার একটি নির্ধারিত পদ্ধতিতে আক্রান্ত অঞ্চলের সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন নিশ্চিত করিবে।
- (২) যখন উপ-ধারার (১) অধীন একটি সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন পরিচালিত হয়, তখন সরকারি ও সম্প্রদায়ের সম্পত্তি, সম্পদ ও পরিকাঠামো, বিশেষ করিয়া, রাস্তা, পাবলিক পরিবহন, নিষ্কাশন, স্যানিটেশন, কমিউনিটি পুকুর, গোচারণ ভূমি, গাছ, পাবলিক ইউটিলিটি, যেমন ডাকঘর, ন্যায্য মূল্যে দোকান, খাদ্য গুদাম, বিদ্যুৎ সরবরাহ, স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা, শিক্ষক ও শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ সুবিধা, উপাসনালয়গুলি, ঐতিহ্যগত আদিবাসী প্রতিষ্ঠানের জন্য জমি, কবর এবং শবদাহ এর জমি ইত্যাদির উপর প্রকল্পের প্রভাবের বিষয়টি সরকার বিবেচনায় নিবে।
- (৩) সরকারের কোন স্কীম বা প্রোগ্রামের অধীনে যে ধরনের সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে, তাহার চাইতে কম নয় এইরূপ একটি উন্নতিসাধক ব্যবস্থা সরকার কোন বিশেষ উপাদানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করিতে পারে।

৫। স্বাধীন বহুমুখী বিষয়াবলী বিশেষজ্ঞ দল সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনে পরীক্ষা

- (১) সরকার কর্তৃক ঘোষিত একটি স্বাধীন বহুমুখী বিষয়াবলী বিশেষজ্ঞ দল দ্বারা সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনে পরীক্ষার জন্য সরকারের নিকট পেশ করা হইবে।
- (২) নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হইবে বিশেষজ্ঞ দল, যথা:
 - (ক) সরকার কর্তৃক মনোনীত করা ২ (দুই) জন বেসরকারি সামাজিক বিজ্ঞানী ও পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ;
 - (খ) সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রত্যাশী ব্যক্তির একজন প্রতিনিধি।

৬। সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন গবেষণা প্রয়োজনীও ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন গবেষণা

- (১) যেখানেই এটি প্রয়োজন মনে করা হয়, আইন, বিধি ও নির্দেশিকা অনুযায়ী, পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়, এই ক্ষেত্রে সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা একযোগে করিতে হইবে।
- (২) পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় প্রকাশ্য শুনানীতে সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিষয় ও শুনানী করিবে।
- (৩) সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এ সরকার কর্তৃক পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রভাব মূল্যায়ন সংস্থার নিকট পেশ করা হইবে এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত বিশেষজ্ঞ দলের নিকটও প্রদান করা হইবে।

৭। সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন ছাড়পত্র

- (১) সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন ছাড়পত্র মঞ্জুর করা হইবে গেজেট প্রজ্ঞাপনের দ্বারা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতি অনুযায়ী;
- (২) সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন ছাড়পত্র এর শর্ত সংশ্লিষ্ট সবার দ্বারা অনুসরণ করা হইবে এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের সময় পুনর্বাসন প্রশাসকও তাহা অনুসরণ করিবে;
- (৩) মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য বা রিপোর্ট জমা দেওয়া হইলে বা কোন প্রকৃত তথ্য লুকিয়ে রাখা হইলে, সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন ছাড়পত্র প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে বা মঞ্জুরকৃত কোন রিপোর্ট এ পরবর্তীকালে মিথ্যা তথ্য পাওয়া গেলে তাহা প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে।

৮। সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন হইতে অব্যাহতি

প্রতিরক্ষা বা জাতীয় নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক স্বল্প পরিমাণ জমি জরুরি অধিগ্রহণজনিত প্রকল্পে, এই অধ্যায়ের বিধানসমূহ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে তেমন প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা সাপেক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য দরকার হয়।

তৃতীয় অধ্যায় পুনর্বাসন কর্তৃপক্ষ

৯। পুনর্বাসন প্রশাসক

(১) যেখানে সরকার সন্তুষ্ট হয় যে কোন প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের কারণে বা অন্য কোন কারণে অনেক সংখ্যক ব্যক্তির অনৈচ্ছিক স্থানচ্যুতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং স্থানচ্যুতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে যেখানে—

(ক) সমতল এলাকায় সার্বজনীনভাবে ৪০০ (চারশত) বা তাহার অধিক পরিবারের; বা

(খ) আদিবাসী বা পাহাড়ী এলাকায় সার্বজনীনভাবে ২০০ (দুইশত) বা তাহার অধিক পরিবার;

তারপর সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পুনর্বাসনের জন্য জেলা প্রশাসক পদের নীচের নয় এমন অফিসার হইতে, এই প্রকল্পের জন্য একজন প্রশাসক নিয়োগ করিবেন।

(২) পুনর্বাসন কাজের জন্য প্রশাসককে সহায়তার জন্য, যেমন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দরকার হইবে তাহা সরকার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

১০। প্রশাসকের ক্ষমতা এবং কার্যাবলী

(১) পুনর্বাসনের জন্য সরকার ও কমিশনারের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, পুনর্বাসন প্রশাসক আক্রান্ত পরিবারের জন্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(২) পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়নের, কার্যকরের এবং পর্যবেক্ষণের কাজ পুনর্বাসন প্রশাসকের উপর ন্যস্ত হইবে;

(৩) সরকার কোন সাধারণ বা বিশেষ আদেশ সাপেক্ষে, পুনর্বাসন প্রশাসক নিম্নরূপ কার্যাবলী পালন করিবে—

(ক) ব্যক্তি স্থানচ্যুতি কমানো এবং প্রত্যাশী ব্যক্তির সহিত আলোচনা করিয়া অ-বাস্তুচ্যুত বা কম বাস্তুচ্যুত চিহ্নিত করিয়া বিকল্প বের করা;

(খ) একটি পুনর্বাসন প্রকল্প বা পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবার সময় আক্রান্ত ব্যক্তির সহিত আলোচনা করিয়া রাখা;

(গ) পুনর্বাসন প্রকল্প বা পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবার সময় তফসিলি আদিবাসী ও অনগ্রসর অংশের মধ্যে বিরূপ প্রভাবিত ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষা করা হয় তাহা নিশ্চিত করা;

(ঘ) অধ্যায় ৫ এর অধীন প্রয়োজনীয় একটি প্রকল্প বা পুনর্বাসন এর পরিকল্পনা প্রস্তুত;

(ঙ) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রতিনিধি এবং প্রত্যাশী ব্যক্তিদের সহিত আলোচনা করিয়া জমি, পুনর্বাসন কার্যক্রম বা প্রোগ্রাম অধিগ্রহণের বিভিন্ন উপাদানের আনুমানিক ব্যয় এর একটি বাজেট প্রস্তুত;

(চ) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য জমি ব্যবস্থা;

(ছ) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জমি বরাদ্দ ও সুবিধাগুলির প্রদান নিশ্চিত করা; এবং

(জ) সরকার, সময় সময়, লিখিত আদেশ দ্বারা, যেমন দায়িত্ব অর্পণ করেন তেমন অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করা।

(৪) পুনর্বাসন প্রশাসক, লিখিত আদেশ দ্বারা, সহকারি কমিশনার ভূমি বা তাহার পদের নীচে নয় এমন কোন কর্মকর্তাকে পুনর্বাসন প্রকল্প বা পরিকল্পনা সার্থক বাস্তবায়নের জন্য এই আইনের অধীনে দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারে।

- (৫) এই অধ্যায়ের অধীনে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী পুনর্বাসন প্রশাসককে সহায়তা করিবার জন্য বাধ্য থাকিবে।

১১। পুনর্বাসনের জন্য কমিশনার

- (১) সরকার এই আইনের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য সরকারের যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে, যাহাকে পুনর্বাসন কমিশনার বলা হইবে।
- (২) কমিশনার পুনর্বাসন স্কিম বা পরিকল্পনা তত্ত্বাবধান এবং সেই স্কিম বা পরিকল্পনা সঠিক বাস্তবায়নের জন্য দায়ী হইবেন।

১২। প্রকল্প পর্যায়ে পুনর্বাসন কমিটি

- (১) প্রতিটি প্রকল্পের জন্য সমতল এলাকায় সার্বজনীনভাবে ৪০০ (চারশত) বা ততোধিক পরিবারের বা আদিবাসী বা পাহাড়ী এলাকায় সার্বজনীনভাবে ২০০ (দুইশত) বা ততোধিক পরিবারের অনৈচ্ছিক স্থানচ্যুতি জড়িত থাকে তাহা নিরীক্ষণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসন পরিকল্পনা বা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করিতে এবং বাস্তবায়ন পরবর্তী সামাজিক নিরীক্ষা করাতে, সরকারি পুনর্বাসন প্রশাসকের সভাপতিত্ব একটি কমিটি গঠন করিবে, যাহাকে পুনর্বাসন কমিটি নামে অভিহিত করা হইবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত পুনর্বাসন কমিটি, সরকারি কর্মকর্তা বাদে, নিম্নবর্ণিত সদস্য অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:
- (ক) আক্রান্ত এলাকায় বসবাসকারী মহিলাদের একটি প্রতিনিধি;
 - (খ) আক্রান্ত এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসী বা পাহাড়ী এলাকার একটি প্রতিনিধি;
 - (গ) এলাকায় কাজ করে এমন একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধি;
 - (ঘ) প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা;
 - (ঙ) আক্রান্ত এলাকায় অবস্থিত মিউনিসিপালিটির অথবা তাহাদের মনোনীত উপজেলা চেয়ারম্যান বা পৌরসভার মেয়র;
 - (চ) সংশ্লিষ্ট এলাকার জাতীয় সংসদ সদস্য; এবং
 - (ছ) প্রত্যাশী ব্যক্তির একজন প্রতিনিধি।
- (৩) পুনর্বাসন কমিটি, তাহার মিটিং এবং তৎপ্রতি সংযুক্ত অন্যান্য বিষয়ের এর কাজ নির্ধারিত পদ্ধতিতে হইবে।

১৩। আন্তঃজেলা প্রকল্প

- (১) যদি একটি প্রকল্পের একাধিক জেলার একটি এলাকা জুড়ে প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার বসবাস করিয়া বা যেখানে পুনর্বাসিত করিবার প্রস্তাব ছিল সেটি একাধিক জেলার একটি এলাকা জুড়ে বিস্তৃত হয়, সেইক্ষেত্রে সরকার, একজন পুনর্বাসন প্রশাসক, পুনর্বাসন কমিশনার, একটি সাধারণ পুনর্বাসন কমিটি নিয়োগ করিবেন।
- (২) স্কিম বা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কোন অসুবিধা দেখা দিলে, বিষয়টি সিদ্ধান্তের জন্য সরকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

১৪। জাতীয় মনিটরিং কমিটি

- (১) সরকার পর্যালোচনা এবং এই আইনের অধীন পুনর্বাসন স্কিম বা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য জাতীয় মনিটরিং কমিটি গঠন করিবে।

- (২) কমিটি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রতিনিধিত্ব থাকিবার পাশাপাশি, এটি প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্র হইতে প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞদের সংযুক্ত করিতে পারে।
- (৩) কমিটির অনুসরণীয় কার্য পদ্ধতি এবং বিশেষজ্ঞদের প্রদেয় ভাতা নির্ধারিত পদ্ধতিতে হইবে।
- (৪) সরকার কমিটির কার্যের জন্য দক্ষ ও প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করিবে।

১৫। তথ্য প্রকাশ

এই আইনের অধীনে যখন প্রয়োজন হইবে সরকার নিয়মিত এবং যথা সময়ে জাতীয় মনিটরিং কমিটির নিকট সমস্ত বিষয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদান করিবে।

১৬। তদারকি কমিটি

- (১) এই আইনের অধীনে প্রত্যেক প্রধান প্রকল্পের জন্য, মন্ত্রণালয় বা সরকারি বিভাগের মধ্যে পুনর্বাসনের জন্য একটি তদারকি কমিটি থাকিবে।
- (২) কমিটির গঠন, কার্যাবলী এবং কার্য পদ্ধতি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত নির্ধারিত পদ্ধতিতে হইবে।

১৭। জাতীয় পুনর্বাসন কমিশন

- (১) এই আইনের অধীনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসনের উপর তত্ত্বাবধান এবং তদারকি করিবার জন্য সরকার একটি জাতীয় পুনর্বাসন কমিশন গঠন করিবে।
- (২) জাতীয় পুনর্বাসন কমিশনের চেয়ারপার্সন ও সদস্য নিয়োগের শর্তাবলী ও কার্য পদ্ধতি, গঠন, ক্ষমতা নির্ধারিত পদ্ধতিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

পুনর্বাসন ক্ষিম বা পরিকল্পনা

১৮। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘোষণা

- (১) সরকার যদি মনে করে যে, কোন প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের বা অন্য কোন কারণে সমতল এলাকায় সার্বজনীনভাবে ৪০০ (চারশত) বা তাহার অধিক পরিবারের অনৈচ্ছিক স্থানচ্যুতি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে বা আদিবাসীদের বা পাহাড়ী এলাকায় সার্বজনীনভাবে ২০০ (দুইশত) বা তাহার অধিক পরিবারের অনৈচ্ছিক স্থানচ্যুতি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা হইলে সরকার অফিসিয়াল গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উক্ত এলাকা বা গ্রামকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রণীত প্রত্যেক ঘোষণা, অন্তত দুটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে যাহার মধ্যে একটি ব্যাপক প্রচলন আছে এমন জাতীয় দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র হইবে এবং এছাড়াও ঘোষণার একটি অনুলিপি জেলা প্রশাসকের সংশ্লিষ্ট নোটিশ বোর্ডে পুনর্বাসন এলাকার সম্পত্তি যেখানে অবস্থিত সেইখানে স্থানীয় সীমার মধ্যে উপজেলা রাজস্ব অফিসার, ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা, তহসিল অফিস ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা দিতে হইবে বা অন্য কোন পদ্ধতি যাহা সরকার কর্তৃক এই ব্যাপারে নির্ধারিত হইতে পারে, এছাড়াও পাশাপাশি এই ধরনের ঘোষণা ব্যাপকভাবে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সম্প্রচার করা যাইতে পারে।

১৯। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জরিপ এবং গুমারী

- (১) ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন একটি ঘোষণা প্রকাশের পরে পুনর্বাসনের জন্য প্রশাসক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও পরিবার সনাক্ত করিবার জন্য একটি বেসলাইন জরিপ ও গুমারী কার্যকম গ্রহণ করিবেন।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিটি জরিপ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা মৌজাভিত্তিক তথ্য ধারণ করিবে যথা:
 - (ক) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী পরিবার সদস্য তাহাদের যে কোন বাণিজ্য;
 - (খ) পরিবারসমূহ যাহারা তাহাদের ঘর, কৃষি জমি, কর্মসংস্থান বা তাহাদের বাণিজ্য, ব্যবসা, বৃত্তি বা পেশা হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইতে যাচ্ছেন বা হইয়াছেন;
 - (গ) কৃষি শ্রমিক ও অকৃষি শ্রমিক;
 - (ঘ) আদিবাসী সমাজ অন্তর্গত পরিবার;
 - (ঙ) অসহায় ব্যক্তি, যথা প্রতিবন্ধী, দুস্থ, অনাথ, বিধবা, অবিবাহিত মেয়ে, পরিত্যক্তা নারী, বা ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসর বয়সের উপরের ব্যক্তিদের, যাহার বিকল্প জীবিকার কোন উপায় নেই এবং যাহারা একটি পরিবারের মধ্যে পড়ে না;
 - (চ) ভূমিহীন পরিবারসমূহ যাহারা (বসত-ভিটা, কৃষি জমি, বা বসতবাড়ি বা কৃষি জমি নেই) দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করিতেছে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘোষণা করিবার তারিখের পূর্ব হইতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় অন্যান্য ৩ (তিন) বৎসর একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটানা বসবাস করিতেছে;
- (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন গৃহীত প্রতিটি জরিপ ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন ঘোষিত তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।
- (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন জরিপ শেষ হওয়ার পরে, অথবা ৯০ (নব্বই) দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর, যেটা আগে, পুনর্বাসন প্রশাসক প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিচালিত জরিপ ফলাফল

বিবরণ সম্বলিত একটি খসড়া প্রকাশ করিবে, যেই ধরনের পদ্ধতি নির্ধারিত সেই ধরনের পদ্ধতি, এবং যাহার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এমন সমস্ত ব্যক্তি হইতে আপত্তি ও পরামর্শ গ্রহণ করা হইবে।

- (৫) জরিপ বিবরণ ধারণকারী খসড়া প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এবং উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রাপ্ত আপত্তি ও পরামর্শ বিবেচনার পর, পুনর্বাসন প্রশাসক কর্তৃক সরকার বরাবর সুপারিশ জমা দিতে হইবে তাহাতে তাহার জরিপের বিস্তারিত বিবরণ থাকিবে।
- (৬) প্রশাসক জরিপ ও পুনর্বাসনের জন্য সুপারিশের বিস্তারিত প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, সরকার, সরকারি গেজেটে জরিপের চূড়ান্ত বিবরণ প্রকাশ করিবে।

২০। পুনর্বাসনের জন্য জমির মূল্যায়ন

- (১) পুনর্বাসন প্রশাসক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য পাওয়া যাইতে পারে সেই জমির একটি তালিকা তৈরি করিবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রণীত জমির তালিকা গঠিত হইবে-
 - (ক) যে জমি পাওয়া গিয়াছে বা প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত এবং সেই উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট;
 - (খ) সরকারের পতিত এবং খাস বা অন্য কোন সরকারি জমি যাহা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য বরাদ্দের জন্য পাওয়া যাইতে পারে;
 - (গ) পুনর্বাসন প্রকল্প বা পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে ক্রয় বা অধিগ্রহণের জন্য পাওয়া যাইতে পারে সেই জমি; বা
 - (ঘ) এক বা উপরোক্ত কারও একটি সংমিশ্রণ।

২১। পুনর্বাসনের নিমিত্তে খসড়া প্রকল্প বা পরিকল্পনা

- (১) বেসলাইন জরিপ এবং ধারা ১৯ এর অধীন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের শুমারির পর এবং ধারা ২০ এর অধীন পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি মূল্যায়ন শেষ হওয়ার পর, পুনর্বাসন প্রশাসক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রতিনিধি, নারী ও প্রত্যাশী ব্যক্তির প্রতিনিধিসহ সকলের সহিত আলোচনা করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য একটি খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইবে।
- (২) সরকার দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পুনর্বাসন এলাকায়, খসড়া পুনর্বাসন প্রকল্প বা পরিকল্পনা আক্রান্ত এলাকায় ব্যাপক প্রচার এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় আলোচনা করা হইবে।
- (৩) খসড়া পুনর্বাসন প্রকল্প বা পরিকল্পনা নিম্নলিখিত বিবরণ থাকিতে হইবে যথা:
 - (ক) প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণ করা জমির পরিমাণ বা অন্যথায় প্রকল্পের জন্য হারিয়ে যাওয়া জমি এবং ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের নাম;
 - (খ) আক্রান্ত ব্যক্তির গ্রামভিত্তিক তালিকা, পরিমাণ এবং ভূমির প্রকৃতি ও আক্রান্ত এলাকায় তাহাদের অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা বা দখল, এবং সেই জমি কতটুকু হারিয়ে যাইতে পারে;
 - (গ) এলাকায় কৃষি শ্রমিকদের একটি তালিকা এবং ঐ ব্যক্তির নাম যাহার জীবিকা কৃষি কার্যক্রমের উপর নির্ভর করে;
 - (ঘ) এমন ব্যক্তিদের তালিকা যাহারা তাহাদের কর্মসংস্থান বা জীবিকা হারিয়েছে বা হারানোর সম্ভবনা আছে বা যাহারা জমি অধিগ্রহণের পরিণতিতে সম্পূর্ণভাবে বাণিজ্য, ব্যবসা, বৃত্তি বা পেশা, আয়ের উৎস হইতে বঞ্চিত হয়েছে বা অন্য কোন কারণে অনৈচ্ছিক স্থানচ্যুতি হইয়াছে;

- (ঙ) অ-কৃষি শ্রমিকদের একটি তালিকা;
- (চ) ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি শ্রমিকদের পরিবারের একটি তালিকা, যাহারা ভিটা মাটি ছাড়া এবং দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করিতেছে;
- (ছ) ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (২) এর (উ) বিধান এর অনুযায়ী অসহায় আক্রান্ত ব্যক্তির একটি তালিকা;
- (জ) দখলকারীদের একটি তালিকা, যদি থাকে;
- (ঝ) জনপরিষেবা এবং সরকার বাড়ী যাহা প্রভাবিত হয়, একটি তালিকা/ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে বা হইয়াছে এইরূপ জনপরিষেবা এবং সরকারি দালানের তালিকা;
- (ঞ) সরকারি ও সম্প্রদায়ের সম্পত্তি, সম্পদ ও অবকাঠামোর বিস্তারিত বিবরণ;
- (ট) সুবিধার একটি তালিকা এবং প্যাকেজ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে প্রদান করিতে হইবে;
- (ঠ) পুনর্বাসনের জন্য পুনর্বাসন পাওয়া জমির বিস্তারিত পরিমাণ এবং তাহা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে জমি বরাদ্দের জন্য/ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য প্রাপ্য জমির বিস্তারিত বিবরণ;
- (ড) পুনর্বাসন জন্য বিস্তারিত সুযোগ এবং অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান;
- (ঢ) পুনর্বাসন এলাকায় বাস্তুচ্যুত পরিবারের পুনর্বাসনের এবং সরানোর জন্য সময় সময়সূচী; এবং
- (ণ) পুনর্বাসন প্রশাসক অন্যান্য যে বিষয় প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেন সেইগুলি।
- (৪) একজন প্রত্যাশী ব্যক্তির পক্ষে জমি অধিগ্রহণ জড়িত একটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে একটি খসড়া প্রকল্প বা পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার সময়, পুনর্বাসন প্রশাসক পুনর্বাসন প্রকল্প বা পরিকল্পনার সমগ্র আনুমানিক খরচ প্রকল্প খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে কি না এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসনের যথাযোগ্য ব্যয় সহ প্রত্যাশী ব্যক্তি দ্বারা বহন করা ব্যয়সহ পুনর্বাসন সুবিধার সমগ্র ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে কি না তাহা নিশ্চিত করা।
- (৫) পুনর্বাসন প্রশাসক প্রকল্প খরচ অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য প্রত্যাশী ব্যক্তির সহিত যোগাযোগ করিবে যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা এবং অন্যান্য ব্যয়ের সম্পূর্ণ খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

২২। প্রকল্প এবং পরিকল্পনা চূড়ান্ত প্রকাশ

- (১) পুনর্বাসন প্রশাসক তাহার অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পুনর্বাসনের জন্য খসড়া প্রকল্প বা পরিকল্পনা জমা দিবে।
- (২) একজন প্রত্যাশী ব্যক্তির পক্ষে জমি অধিগ্রহণ জড়িত একটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে, এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয় অনুমোদন নিশ্চিত করার জন্য, এইটা সরকারের দায়িত্ব প্রত্যাশী ব্যক্তির সম্মতি নেয়া এবং এটি অনুমোদন করিবার আগে প্রত্যাশী ব্যক্তি পুনর্বাসন সুবিধা ও পুনর্বাসনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য অন্যান্য ব্যয়ের সম্পূর্ণ খরচ বহন করিতে রাজি হইয়াছে তাহা প্রশাসক দ্বারা প্রত্যাশী ব্যক্তির সহিত যোগাযোগের মাধ্যমে নিশ্চিত করা।
- (৩) পুনর্বাসনের জন্য অনুমোদিত প্রকল্প বা পরিকল্পনা সরকারের অফিসিয়াল গেজেটে প্রকাশিত হইবে।
- (৪) পুনর্বাসন প্রকল্প বা পরিকল্পনার বিজ্ঞপ্তি যে তারিখে প্রকাশ করা হইবে, সেই তারিখে উহা কার্যকর হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসন

২৩। পুনর্বাসন এলাকা ঘোষণা

সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য একটা পুনর্বাসন এলাকা হিসাবে কোন এলাকাকে ঘোষণা করিতে পারিবে।

২৪। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি স্থাপন

- (১) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে, যেখানে সম্ভব, একটি গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসতির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।
- (২) যদি কোন গ্রামের বা এলাকার সমগ্র জনসংখ্যার বা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সমগ্র জনসংখ্যা স্থানান্তরিত হয়, সেই জনসংখ্যা বা পরিবারকে, যেখানে সম্ভব, পুনর্বাসন এলাকায় সার্বজনীনভাবে পুনর্বাসিত করা যাইতে পারে।
- (৩) আদিবাসী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে, তেমন পরিবার, যেখানে সম্ভব, গ্রাম এর নিকটবর্তী এলাকায় পুনর্বাসিত করা যাইতে পারে।

২৫। পুনর্বাসনের জন্য জমি ক্রয় বা বিনিময়

পুনর্বাসন প্রশাসক সরকারের পক্ষে এবং নির্ধারিত বিধি সাপেক্ষে, পুনর্বাসন প্রকল্প বা পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কোন জমি ক্রয় বা বিনিময়ের জন্য কোন ব্যক্তির সহিত চুক্তি করিতে পারে।

২৬। পুনর্বাসনের জন্য তহবিল

- (১) একজন প্রত্যাশী ব্যক্তির পক্ষে জমি অধিগ্রহণে জড়িত একটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে, এটা প্রত্যাশী ব্যক্তির দায়িত্ব ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য পুনর্বাসন প্রকল্প বা পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নের জন্য পুনর্বাসন প্রশাসককে প্রয়োজনীয় তহবিল প্রদান করা।
- (২) একজন প্রত্যাশী ব্যক্তির পক্ষে জমি অধিগ্রহণে জড়িত একটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে যখন পুনর্বাসন প্রকল্প বা পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হইবে, তখনি প্রত্যাশী ব্যক্তি পুনর্বাসন প্রশাসকের নিকট পুনর্বাসন প্রকল্প বা পরিকল্পনার পুরো খরচ জমা করিবে।
- (৩) পুনর্বাসন প্রশাসক যথাযথ হিসাবের বই এবং তাহার নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিলের রেকর্ড রাখিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকারের নিকট সময়ে সময়ে হিসাব জমা দিতে হইবে।

২৭। স্থানচ্যুতির জন্য ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন

একজন প্রত্যাশী ব্যক্তির পক্ষে জমি অধিগ্রহণে জড়িত একটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং সেখানে পর্যাপ্ত অগ্রগতি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রকৃত স্থানচ্যুতি হইতে পূর্ববর্তী হইবে।

২৮। পুনর্বাসন এলাকায় অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা

- (১) সাধারণ এলাকায় সার্বজনীনভাবে ৪০০ (চারশত) পরিবার বা তাহার বেশি, বা আদিবাসী বা পাহাড়ী এলাকায় সার্বজনীনভাবে ২০০ (দুইশত) পরিবার বা তাহার বেশি অনৈচ্ছিক স্থানচ্যুতির ক্ষেত্রে, সরকার ঘোষিত ব্যাপক অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা পুনর্বাসন এলাকায় প্রদান করিতে হইবে।
- (২) যদি স্থানান্তর একটি বিদ্যমান বসতি এলাকায় হয়, তাহা হইলে আয়োজক সম্প্রদায়কেও একই অবকাঠামো প্রদান করিতে হইবে।

- (৩) সাধারণ এলাকায় সার্বজনীনভাবে কম ৪০০ (চারশত) পরিবার, বা পাহাড়ী এলাকায় সার্বজনীনভাবে কম ২০০ (দুইশত) পরিবারের অনৈচ্ছিক স্থানচ্যুতির ক্ষেত্রে, সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সরকারের নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী পুনর্বাসন এলাকায় মৌলিক অবকাঠামো সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবে।

২৯। জীবিকা ভাতা

যদি জমি জরুরি ক্ষেত্রে অধিগৃহীত হয়, আপাতত বলবৎ প্রজাতন্ত্রের অন্য কোন আইনের অধীনে প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে মাসিক জীবিকা ভাতা এবং এই আইনের অধীন অস্থায়ী বাসস্থান, অমীমাংসিত ট্রানজিট সুবিধা ছাড়াও তাহাদের অন্যান্য জীবিকা ভাতা সুবিধা প্রদান করা হইবে।

৩০। একজন প্রত্যাশী ব্যক্তির পক্ষে জমি অধিগ্রহণে জড়িত প্রকল্প এর ক্ষেত্রে

- (১) প্রত্যাশী ব্যক্তি প্রকল্প পরিধি, যে ভৌগলিক এলাকার উপর অবস্থিত, সেই এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখিতে হইবে।
- (২) প্রত্যাশী ব্যক্তি তাহার নিট লাভের শতকরা হার চিহ্নিত করিবে, আর যদি কোন একটি বিশেষ বৎসরের জন্য প্রত্যাশী ব্যক্তি কর্তৃক লাভ ঘোষিত না হয়, তাহা হইলে উপ-ধারা (১) এর অধীন, ঐ বছরের জন্য এলাকার মধ্যে ব্যয় করার জন্য প্রত্যাশী ব্যক্তির সহিত পরামর্শক্রমে বিকল্প সর্বনিম্ন পরিমাণ অর্থ সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করা হইবে।
- (৩) এই ধারার অধীন উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ নির্বাহ করিবার জন্য প্রত্যাশী ব্যক্তি পুনর্বাসন প্রশাসকের সহিত সমন্বয় সাধন করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য পুনর্বাসন সুবিধা

৩১। যোগ্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য উপলব্ধ পুনর্বাসন সুবিধা

ধারা ১৮ উপ-ধারা (১) এর অধীন ঘোষিত তারিখ প্রকাশের পর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসন ও সুবিধা বাড়ানো হইবে এবং উক্ত তারিখের পরে পরিবারের সম্পদের কোন বিভাগ বিবেচনায় নেওয়া হইবে না।

৩২। গৃহায়ন সুবিধা

(১) কোন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার যিনি বাড়ির মালিক এবং যাহার বাড়ি হারিয়েছে বা অধিগ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাকে ঐ জমির জন্য মূল্য প্রদান ব্যতীত, অধিগৃহীত বা হারিয়ে যাওয়া ভূমির প্রকৃত পরিমাণ সাপেক্ষে, ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) বর্গমিটার পরিমাণ জমি গ্রামাঞ্চলে বা, ক্ষেত্রমত, ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) বর্গমিটার পরিমাণ জমি শহরাঞ্চলে, বাড়ির জন্য জমি বরাদ্দ প্রদান করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, শহরাঞ্চলে, ১০০ (একশত) বর্গমিটার পর্যন্ত কার্পেট এলাকার একটি বাড়ি তাহার পরিবর্তে প্রদান করা যাইতে পারে।

(২) দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার যাহার কোন বাস্তুবাড়ি নেই বা যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা হিসাবে ঘোষণার তারিখের অব্যবহিত পূর্ব হইতে ঐ এলাকায় অন্যান্য ৫ (পাঁচ) বৎসর বসবাস করিতেছেন এবং যাহাদেরকে ঐ এলাকা হইতে বাধ্যতামূলকভাবে স্থানচ্যুত করা হইয়াছে তাহাদেরকে পুনর্বাসন এলাকায় গ্রামাঞ্চলে কমপক্ষে ৫০ (পঞ্চাশ) বর্গমিটার পর্যন্ত কার্পেট এলাকার একটি বাড়ি বা ক্ষেত্রমত শহরাঞ্চলে কমপক্ষে ২৫ (পঁচিশ) বর্গমিটার পর্যন্ত কার্পেট এলাকার একটি বাড়ি প্রদান করা হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরনের কোন পরিবার যদি প্রদেয় বাড়ি গ্রহণ না করিতে চায় তাহা হইলে উক্ত পরিবারকে বাড়ী তৈরি করিবার জন্য এককালীন অর্থিক সহায়তা প্রদান করা হইবে যাহার পরিমাণ বাংলাদেশ সরকারের যে কোন গৃহায়ন প্রকল্পের আওতায় প্রদেয় অর্থের তুলনায় কম হইবে না।

ব্যাখ্যা: শহর এলাকায় প্রয়োজনবোধে বহুতল ভবনে গৃহায়নের ব্যবস্থা করা হইবে।

৩৩। কৃষি জমি বরাদ্দ

(১) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কৃষি জমির মালিক এমন প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং যাহার সমগ্র জমি অধিগ্রহণ করা হইয়াছে বা হারিয়ে গেছে, যাহার জন্য সে প্রান্তিক কৃষকে পরিণত হইয়াছে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ক্ষেত্রে খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির নামে যতটুকু জমি হারিয়েছে ততটুকু বরাদ্দ করা হইবে, তবে কৃষি সেচের জমির এক হেক্টর বা অসেচের জমি বা পতিত জমি ২ (দুই) হেক্টর পর্যন্ত হইবে, সরকারি জমি পুনর্বাসন এলাকায় পাওয়া গেলে সেখান হইতে বরাদ্দ দেওয়া হইবে।

(২) সেচ প্রকল্পের ক্ষেত্রে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে প্রকল্প এলাকায় জমির-জন্য-জমি বরাদ্দ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেয়া হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, জমি একত্রিত করিয়া বা প্লট আকারে বরাদ্দ দেওয়া যাইতে পারে যাহাতে তাহারা দলবদ্ধভাবে বসবাস করিতে পারে।

তবে আরও শর্ত থাকে যে, যদি একটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে প্রকল্প এলাকায় জমি বরাদ্দ দেওয়া না যায় বা পরিবার জমি নিতে না চায়, তাহা হইলে তাহাকে অন্যত্র উপযুক্ত জমি ক্রয় করিবার জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাইতে পারে।

- (৩) অধিগৃহীত জমির পরিবর্তে কৃষি জমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে, যাহার নাম খতিয়ানে মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা আছে তেমন প্রতিটি ব্যক্তিকে এককালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়া হইবে সরকার নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাহা ন্যূনতম ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকার কম হইবে না।
- (৪) অধিগৃহীত জমির পরিবর্তে পতিত জমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে, খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত করা আছে তেমন প্রতিটি ব্যক্তিকে এককালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়া হইবে সরকার নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাহা ন্যূনতম বিঘা প্রতি ৫০০০০০/- (পাঁচ লাখ) টাকা হইবে।

৩৪। নিবন্ধন, ইত্যাদি জমি বা অন্যান্য সম্পত্তি বরাদ্দ

- (১) প্রত্যাশী ব্যক্তির পক্ষে জমি অধিগ্রহণজনিত একটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য বরাদ্দ জমি বা বাড়ির নিবন্ধনের জন্য প্রদেয় স্ট্যাম্প শুল্ক ও অন্যান্য ফি প্রত্যাশী ব্যক্তি বহন করিবে।
- (২) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে বরাদ্দ দেওয়া জমি বা বাড়ি সব দায় হইতে মুক্ত হইবে।
- (৩) বরাদ্দ জমি বা বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের স্বামী এবং স্ত্রীর যুগ্ম নামে হইবে।

৩৫। গবাদি পশুর চালায় জন্য আর্থিক সহায়তা

প্রতিটি বাস্তুচ্যুত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গবাদি পশুর ঘর নির্মাণের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত উপায়ে এককালীন আর্থিক সহায়তা পাইতে পারে যাহা ন্যূনতম ২৫০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা হইবে।

৩৬। পরিবহন খরচ

সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গৃহনির্মাণ সামগ্রী, জিনিসপত্র এবং গবাদি পশু সরানো বাবদ পরিবহন খরচের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত উপায়ে এককালীন আর্থিক সহায়তা পাইতে পারে যাহা ন্যূনতম ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা হইবে।

৩৭। চালা বা দোকানে কাজ করিবার জন্য আর্থিক সহায়তা

একজন ছোট ব্যবসায়ী বা স্বনিযুক্ত প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি চালা বা দোকান পরিচালনার জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত উপায়ে এককালীন আর্থিক সহায়তা পাইতে পারে যাহা ন্যূনতম ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা হইবে।

৩৮। কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন

প্রত্যাশী ব্যক্তির পক্ষে জমি অধিগ্রহণ জড়িত একটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে,-

- (ক) প্রত্যাশী ব্যক্তিকে প্রকল্প এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের কর্মসংস্থান প্রদানে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। প্রতি পরিবারের অন্তত একজন ব্যক্তিকে কর্মসংস্থানের জন্য পদ খালি থাকা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির যোগ্যতা সাপেক্ষে চাকরির সুযোগ দিতে হইবে;
- (খ) যেখানে প্রয়োজন, প্রত্যাশী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিবে, যাহাতে করে ঐ ব্যক্তি উপযুক্ত কাজ পাইতে সক্ষম হয়;
- (গ) প্রত্যাশী ব্যক্তিকে প্রকল্প এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের বা তাহাদের দল বা সমবায় এর আউটসোর্সিং চুক্তি, দোকান বা প্রকল্প এলাকার নিকটবর্তী উৎক্রান্ত অন্যান্য অর্থনৈতিক সুযোগ বরাদ্দ প্রদানে অগ্রাধিকার দিতে হইবে;
- (ঘ) প্রত্যাশী ব্যক্তিকে প্রকল্প এলাকায় ভূমিহীন শ্রমিক এবং বেকার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে নির্মাণ সময়ে প্রকল্প এলাকায় শ্রমিক হিসাবে কাজ প্রদানে অগ্রাধিকার দিতে হইবে;
- (ঙ) প্রত্যাশী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বাণিজ্যিক, প্রযুক্তিগত এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান করিবে;

(চ) প্রত্যাশী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সরকার দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী বৃত্তি এবং অন্যান্য দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ প্রদান করিবে।

৩৯। পুনর্বাসন অনুদান এবং শেয়ার বণ্টনের জন্য বিকল্প

প্রত্যাশী ব্যক্তির পক্ষে জমি অধিগ্রহণ জড়িত একটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের কৃষি জমি বা কর্মসংস্থান প্রদান করা হয় নি, সে সর্বনিম্ন ৭৫০ (সাতশত পঞ্চাশ) দিনের কৃষি মজুরির সমতুল্য পুনর্বাসন অনুদানের অধিকারী হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যাশী ব্যক্তি যদি শেয়ার ও ডিবেঞ্চার প্রদানে অনুমোদিত একটি কোম্পানি হয়, তাহা হইলে, এটা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য শেয়ার ও ডিবেঞ্চার গ্রহণে একটি সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু নির্ধারিত পদ্ধতিতে যে কোন ক্ষেত্রে শেয়ার বা ডিবেঞ্চার আকারে তাহাদের পুনর্বাসন অনুদানের পরিমাণ বিশ শতাংশের কম হইবে না।

৪০। ভূমি উন্নয়ন প্রকল্প

জমি বা কর্মসংস্থানের জন্য জমির পরিবর্তে, ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ জড়িত ক্ষেত্রে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে অধিগৃহীত জমির অনুপাতে, উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে উন্নত জমি বা নির্মাণ করা স্থান দেওয়া যাবে, কিন্তু তাহা নির্ধারিত সীমার মধ্যে হইবে।

৪১। মাছ ধরিবার অধিকার

সেচ প্রকল্পের ক্ষেত্রে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সরকার দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, জলাধারে মাছ ধরিবার অধিকার অনুমোদন দিতে পারে।

৪২। জীবিকা ভাতা

প্রত্যাশী ব্যক্তির পক্ষে জমি অধিগ্রহণে জড়িত একটি প্রকল্প এর ক্ষেত্রে, যদি অনিচ্ছাজনিত বাস্তুচ্যুত হয়, সেখানে প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের স্থানচ্যুতির তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতি মাসে উক্ত পরিবার ২৫ (পঁচিশ) দিন সমতুল্য সর্বনিম্ন কৃষি মজুরি হিসাবে একটি মাসিক অস্তিত্ব ভাতার সমতুল্য ভাতা পাইবে।

৪৩। অসহায় আক্রান্ত ব্যক্তির মাসিক অবসরভাতা

প্রকল্প কর্তৃপক্ষ তাহাদের নিজ খরচে বার্ষিক নীতির আওতায় ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (২) (উ) এ উল্লিখিত অসহায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জীবনের জন্য একটি পেনশন দিতে হইবে যাহা সরকার দ্বারা নির্ধারিত ন্যূনতম প্রতি মাসে ৫০০/- (পাঁচ শত) টাকা হইবে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ তাহাদের নিজ খরচে তাহাদের বার্ষিক নীতির আওতায় ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (২) (ঙ) এ উল্লিখিত অসহায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে পেনশনের ব্যবস্থা করিবেন যাহা প্রতি মাসে ৫০০/- (পাঁচ শত) টাকার কম হইবে না।

৪৪। রৈখিক প্রকল্প

রৈখিক অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে, রেল লাইন, মহাসড়ক, সঞ্চালন লাইন সংক্রান্ত পাইপ লাইন প্রকল্প এবং সংকীর্ণ প্রসারিত প্রকল্পের উদ্দেশ্যে যাহার জমি বাড়ী অধিগ্রহণ করা হইয়াছে সেইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি যাহার নাম খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত আছে আইন অনুযায়ী তাহাকে অন্যান্য সুবিধাসহ ক্ষতিপূরণ দেওয়া ছাড়াও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাকে এককালীন অনুদান দিতে হইবে যাহা ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকার কম হইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কৃষি জমির মালিক এমন প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং যাহার সমগ্র জমি অধিগ্রহণ বা হারাইয়া গিয়াছে, যাহার জন্য প্রান্তিক কৃষক পরিণত হইয়াছে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ক্ষেত্রে খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির নামে এই আইনের অধীন উপলব্ধ অন্যান্য পুনর্বাসন সুবিধা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার হইতে দিতে হইবে।

৪৫। সুবিধার পরিবর্তে একটি এককালীন পরিশোধের জন্য মতামত

প্রত্যাশী ব্যক্তির সহিত আলোচনা করিয়া সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ৩২ এবং ৪৪ (উভয়ই অন্তর্ভুক্ত) ধারায় উল্লিখিত সুবিধার এক বা একাধিক এর পরিবর্তে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার বিকল্প হিসাবে এককালীন সুবিধা লইতে পারে।

৪৬। আদিবাসী সদস্যদের পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ বিধান

- (১) প্রত্যাশী ব্যক্তির পক্ষে জমি অধিগ্রহণ জড়িত একটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে, যখনই এলাকায় সার্বজনীনভাবে ২০০ (দুইশত) বা অধিক আদিবাসী পরিবারের অনৈচ্ছিক স্থানচ্যুতি জড়িত থাকে, যখন সরকার তাহা নিশ্চিত হইবে তখন একটি আদিবাসী উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রস্তাবিত আক্রান্ত অঞ্চলে যেন পরিচালিত হয় এবং সেখানে ভূমি অধিকার স্থাপনের জন্য বিস্তারিত পদ্ধতি থাকিবে এবং জমি অধিগ্রহণ প্রসঙ্গে একত্রে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালিত হইবে।
- (২) আদিবাসী উন্নয়ন পরিকল্পনা, বিকল্প জ্বালানী, পশুখাদ্য এবং অকাঠ বন উন্নয়নের জন্য একটি প্রোগ্রাম তৈরি করিবে, যেখানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করিতে ৫ (পাঁচ) বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অ-বন জমির সম্পদ ব্যবহারে সুযোগ দিবে যাহাতে করিয়া বনে প্রবেশাধিকার প্রত্যাখ্যাত এর চাহিদা পূরণ করিতে পারে।
- (৩) আদিবাসী প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের বরাদ্দ অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে জমির জন্য জমি, যদি সরকারি জমি পুনর্বাসন এলাকায় পাওয়া যায়।
- (৪) আদিবাসী জমির ক্ষেত্রে শুরুতেই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ পরিমাণ প্রদান করা হইবে।
- (৫) প্রত্যাশী ব্যক্তির পক্ষে জমি অধিগ্রহণ জড়িত একটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তার সমতুল্য, সে সর্বনিম্ন ৫০০ (পাঁচশত) দিনের কৃষি মজুরির সমতুল্য পুনর্বাসন অনুদানের অধিকারী হইবে, প্রথাসিদ্ধ অধিকার বা বন পণ্যের রীতিনীতি ক্ষতির কারণে দেওয়া হইবে।
- (৬) বিশেষ করিয়া একটি কম্প্যাক্ট ব্লক একই আদিবাসী এলাকায় পুনর্বাসিত করা হইবে, যাহাতে আদিবাসী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, তাহারা তাহাদের জাতিগত, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক পরিচয় ধরিয়া রাখিতে পারে।
- (৭) প্রধানত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় পুনর্বাসন সম্প্রদায় এবং সামাজিক জমায়েতের জন্য বিনামূল্যে, সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক জমি পাইতে পারে।
- (৮) প্রত্যাশী ব্যক্তির পক্ষে জমি অধিগ্রহণ জড়িত একটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে, জেলার বাহিরে পুনর্বাসিত আদিবাসী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের উপ-ধারা (৩) এবং (৪) এর ধারা ৩৩, ধারা ৩৫, ৩৬, এবং ৩৭ এর অধীনে উল্লিখিত সুবিধার অতিরিক্ত পঁচিশ শতাংশ বেশি আর্থিক পুনর্বাসন সুবিধা পাবেন।
- (৯) প্রচলিত আইনের ব্যত্যয় ঘটাইয়া কোন আদিবাসীর জমি হস্তান্তর করিলে তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে; এবং এই ধরনের জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে, পুনর্বাসন সুবিধা মূল আদিবাসী ভূমির মালিকদের জন্য উপলব্ধ হইবে।
- (১০) একটি নদী বা পুকুরে বা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী, অন্যান্য ঐতিহ্যগত বন অধিষ্ঠাতা এবং পরিবার যাহাদের মাছ ধরবার অধিকার রহিয়াছে তাহাদের সেচ বা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জলাধার এলাকায় মাছ ধরবার অধিকার দেওয়া হইবে।
- (১১) আক্রান্ত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য উপলব্ধ সমস্ত সুবিধা পুনর্বাসন এলাকায় থাকিবে।

৪৭। বনের জমির আদিবাসী পুনর্বাসন

- (১) ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী পরিবার, যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বনের জমি দখলে ছিল তাহারা এই আইনের অধীন পুনর্বাসন সুবিধার যোগ্য হইবেন।
- (২) আদিবাসী বা জাতিগত সংখ্যালঘুদের স্থানান্তর কমানোর জন্য পদক্ষেপ নিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

বিবিধ

৪৮। পুনর্বাসন অনুদান এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধা সূচকীকরণ

পুনর্বাসন সুবিধা এবং অন্যান্য সুবিধা যাহা আর্থিকভাবে প্রকাশ করা যায় তাহা ভোক্তা মূল্য সূচক (বাংলাদেশ ব্যাংক দ্বারা প্রস্তুত করা হইবে) এবং যাহা সময় সময় সরকার কর্তৃক সংশোধিত হইবে।

৪৯। মিথ্যা তথ্যের জন্য শাস্তি

যদি একজন ব্যক্তি, এই আইনের অধীন কোন প্রয়োজনে কোন মিথ্যা তথ্য প্রদান করেন কিংবা মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর ডকুমেন্ট তৈরি করেন যাহা তিনি জানেন যে তাহা মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর, তাহা হইলে তিনি কমপক্ষে ৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ড বা আর্থিক দণ্ড যাহা ৭০০০০০/- (সাত লাখ) টাকা পর্যন্ত বর্ধিত করা যাইতে পারে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে।

৫০। পুনর্বাসন প্রশাসক সহায়তা করিবার জন্য দায়িত্ব

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারি কর্মকর্তা বা স্থানীয় সংস্থা বা অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ কর্মীদের কর্মকর্তা, যখন প্রয়োজন হইবে, পুনর্বাসন প্রশাসক বা যথাযথভাবে এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে সাহায্য করিবে।

৫১। দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ারে বিধি-নিষেধ

কোন দেওয়ানী আদালত, পুনর্বাসন প্রশাসক, পুনর্বাসন কমিশনার যাহা নির্ধারণ করিবে বা এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়, তাহার কোন বিষয়ে কোন মামলা বা কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে না এবং এই বিষয়ে কোন নিষেধাজ্ঞামূলক সিদ্ধান্ত দেওয়া যাইবে না।

৫২। একজন সরকারি কর্মকর্তা হইবেন

১৮৬০ সনের দণ্ডবিধি এর ধারা ২১ এর অর্থানুসারে একজন পুনর্বাসন কমিশনার ও পুনর্বাসন প্রশাসক যতক্ষণ পর্যন্ত এই আইনের অধীন কর্ম পরিচালনা করিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সরকারি কর্মকর্তা হিসাবে গণ্য হইবেন।

৫৩। সরল বিশ্বাসে কৃত কার্যের জন্য ক্ষতিপূরণ

এই আইন বা তাহার বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আদালতে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা চলিবে না।

৫৪। বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা

- (১) সরকার পূর্বে প্রকাশ করিবার পর এই আইনের উদ্দেশ্য কার্যকর করিবার জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবেন।
- (২) বিশেষভাবে ও উপরোক্ত ক্ষমতার সাধারণভাবে কোন হানিকর কিছু না করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের সকল অথবা যে কোন একটির জন্য উক্ত বিধিমালায় থাকিবে, যথা:
 - (ক) যে পদ্ধতিতে উপধারা (১) বা ধারা ৪ এর অধীনে সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন গবেষণা পরিচালনা করিবে;
 - (খ) যে পদ্ধতিতে উপধারা (১) বা ধারা ৪/৭ এর অধীনে সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন ছাড়পত্র মঞ্জুর;

- (গ) ধারা ৪/৮ এর অধীন প্রতিরক্ষা বা জাতীয় নিরাপত্তা এবং তাহার প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষার উদ্দেশ্যে জরুরি জমি অধিগ্রহণ;
- (ঘ) ধারা ১২ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন পুনর্বাসন কমিটির কার্যপ্রণালী বিধি; এবং ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (২) অধীনে গঠন, ক্ষমতা ও পুনর্বাসন কমিটির সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- (ঙ) ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন জাতীয় পর্যবেক্ষণ কমিটির কার্যপ্রণালী বিধি; এবং ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (২) অধীনে জাতীয় পুনর্বাসন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- (চ) ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (২) অধীনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বিজ্ঞপ্তি;
- (ছ) পুনর্বাসন প্রশাসক ধারার ১৪/১৯ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন পরিচালিত জরিপের ফলাফলের একটি খসড়া বিবরণ প্রকাশ করিবার পদ্ধতি; এবং ধারা ২১ এর উপ-ধারা (২) অধীনে পুনর্বাসন প্রকল্প বা পরিকল্পনার খসড়া প্রচার করিবার পদ্ধতি;
- (জ) ধারা ২৫ এর অধীনে পুনর্বাসন প্রকল্প বা পরিকল্পনার অধীনে কোন ব্যক্তির সহিত একটি চুক্তির মাধ্যমে প্রবেশ পদ্ধতি;
- (ঝ) ধারা ৩৮ এর অধীন গোয়াল ঘর গঠন করিবার আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য নিয়ম; ধারা ৩৬ এর অধীন পরিবার সরাইবার জন্য পরিবহন খরচ; ধারা ৩৭ এর অধীন দোকানের জন্য চালা নির্মাণ এবং পুনর্বাসন অনুদান ধারা ৩৯ এর অধীন যে পদ্ধতিতে প্রদান করা হইবে সে পদ্ধতি;
- (ঞ) ৪১ ধারার অধীনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জলাধারে মাছ ধরিবার অধিকার প্রদান পদ্ধতি;
- (ট) ৪৩ ধারার অধীন অসহায় ব্যক্তি প্রদেয় পেনশনের পরিমাণ; এবং ধারা ৪৪ এর অধীন কৃপাপূর্বক নির্ধারিত পরিমাণ নির্ধারণ, ধারা ৪৬ এ উল্লিখিত উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ফরম; এবং
- (ঠ) অন্য কোন ব্যাপার, যাহা নির্ধারিত করা যাইতে পারে, বা বিধি দ্বারা তৈরি করা যাইতে পারে।

৫৫। আইনের প্রাধান্য

আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আক্রান্ত ব্যক্তির বা পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য প্রত্যাশী ব্যক্তি দ্বারা প্রণীত একটি প্রকল্প বা পরিকল্পনা এই আইনের অধীন সুবিধার পরিমাণের চাইতে বেশি সুবিধার জন্য প্রদান করিতে পারে।

৫৬। অপসারণ করিবার ক্ষমতা

এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে যদি কোন অসঙ্গতি দেখা দেয়, সরকার, অসঙ্গতি অপসারণের জন্য, এই আইনের কোন বিধানাবলীর সহিত বিরোধ না করিয়া সরকারি গেজেটে প্রকাশের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

গবেষণা দল

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত (প্রধান গবেষক)

বিচারপতি কাজী এবাদুল হক

এ. কে. এম. জহির আহমেদ

অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ

ড. এ. কে. এম. হেলাল-উজ-জামান

টি. আই. এম. নুরুন নবী চৌধুরী

এ্যাডভোকেট কাওসার আহমেদ

অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত

আসমার ওসমান

গবেষণা সহযোগীবৃন্দ

এ্যাডভোকেট অলিউল ইসলাম

এ্যাডভোকেট আফরিন আহমেদ

এ্যাডভোকেট জহিরুল আলম

এ্যাডভোকেট ধীমান চন্দ্র মন্ডল

এ্যাডভোকেট ফারহানা খান

এ্যাডভোকেট ফারিহা তাবাস্সুম সিমু

এ্যাডভোকেট মুজিবুল হক পাভেল

এ্যাডভোকেট মেরিনা সুলতানা

এ্যাডভোকেট শারমিন সুলতানা

এ্যাডভোকেট শেখ সাদী রহমান

ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী



Human Development Research Centre

humane development through research and action

www.hdrc-bd.com

সহযোগিতায়

মানুষের জন্য

manusher jonno

promoting human rights and good governance

ঢাকা, জুলাই ২০১৬

সূচিপত্র

প্রেক্ষাপট	১
ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন সংক্রান্ত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী	৩
কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী	৫
কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা	৭
অনুচ্ছেদ ১-৩৫	৭-১৬
অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী	১৭
অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা	১৯
১। ভূমিকা	১৯
২। সংজ্ঞা	১৯
৩। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অকৃষি খাসজমির বন্দোবস্তের জন্য নীতিমালা	২০
৪। বন্দোবস্ত কার্যক্রম	২১
৫। কমিটি গঠন	২১
৬। আইনের প্রাধান্য	২৫
৭। আবেদনকারীদের নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে কার্যক্রম	২৬
৮। বিবিধ	২৬
চরের জমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন	২৮
চরের জমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত প্রস্তাবিত নীতিমালা	২৯
১। ভূমিকা	২৯
২। সংজ্ঞা	২৯
৩। প্রবর্তন	৩০
৪। চরের জমি চিহ্নিতকরণ	৩০
৫। কমিটির গঠনপ্রণালী	৩০
৬। দরখাস্ত দাখিল এবং বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া	৩৪
৭। আপীল প্রক্রিয়া	৩৬
৮। আইনের প্রাধান্য	৩৬
৯। বিবিধ	৩৬
চা বাগানের ভূমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন	৩৮
চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত সম্পর্কিত প্রস্তাবিত নীতি	৩৯
১। ভূমিকা	৩৯
২। প্রবর্তন ও রহিতকরণ	৩৯
৩। সংজ্ঞা	৩৯
৪। চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির গঠন	৪০
৫। চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির কার্যাবলী	৪১
৬। চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত জেলা কমিটির গঠন	৪১
৭। চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত জেলা কমিটির কার্যাবলী	৪২
৮। আইন/নীতির প্রাধান্য	৪২
৯। আবেদন করার যোগ্যতা	৪২
১০। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আবেদনকারীদের তালিকা	৪২
১১। বাছাই প্রক্রিয়া	৪৩
১২। বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া	৪৩
১৩। ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া	৪৪
১৪। বিবিধ	৪৫
জলমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী	৪৬
সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০১৪	৪৮
শিরোনাম: নীতিমালাটি সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৪ হিসেবে গণ্য করতে হবে	৪৮

অনুচ্ছেদ ১-৩৫	৪৮-৬৩
চিংড়িমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী	৬৪
চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০১৪ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)	৬৬
১। ভূমিকা	৬৬
২। চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি	৬৬
৩-৪।	৭১
বালুমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী	৭২
বালুমহাল বিধিমালা (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)	৭৩
বিধি-১। ভূমিকা	৭৩
বিধি-২। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	৭৩
বিধি-৩। সংজ্ঞা	৭৩
বিধি-৪। ডেজিং এর মাধ্যমে বালু খনন সংক্রান্ত বিধান	৭৩
বিধি-৫। জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি	৭৪
বিধি-৬। জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী	৭৪
বিধি-৭। বালুমহাল ব্যবস্থাপনা টেকনিক্যাল কমিটি	৭৫
বিধি-৮। টেকনিক্যাল কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী	৭৫
বিধি-৯। বালুমহাল ব্যবস্থাপনা জাতীয় কমিটি	৭৫
বিধি-১০। জাতীয় কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী	৭৬
বিধি-১১। বালু ও মাটি রপ্তানি সংক্রান্ত বিধান	৭৬
বিধি-১২। তালিকাভুক্তি, ইত্যাদি	৭৭
বিধি-১৩। দরপত্র দাখিল ও উহা চূড়ান্তকরণ	৭৭
বিধি-১৪। ইজারা বাতিল ও আপীল	৭৮
বিধি-১৫। পরিবেশগত বিবেচনা	৭৮
বিধি-১৬। মাটি ও বালি খননের জন্য নির্ধারিত সময়	৭৯
অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সংক্রান্ত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী	৮০
স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সংক্রান্ত আইন (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)	৮১
স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সংক্রান্ত একটি নতুন আইন জারির জন্য প্রস্তাবিত বিল	৮১
প্রথম অধ্যায়: প্রারম্ভিক	৮২
দ্বিতীয় অধ্যায়: অধিগ্রহণ	৮৪
তৃতীয় অধ্যায়: হুকুমদখল	৯১
চতুর্থ অধ্যায়: আরবিট্রেশন	৯৪
পঞ্চম অধ্যায়: বিবিধ	৯৬
স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বিধিমালা: প্রস্তাবিত সংশোধনী	১০০
বিধি-১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	১০০
বিধি-২। সংজ্ঞা	১০০
বিধি-৩। অধিগ্রহণ কার্যক্রম	১০০
বিধি-৪। ৩, ৬ এবং ৭ ধারার নোটিশ	১০০
বিধি-৫। আগ্রহী ব্যক্তির সহিত পরামর্শ	১০০
বিধি-৬। গণ তথ্য সেল	১০১
বিধি-৭। প্রস্তাবিত জমির ভিডিও অবিলম্বে করিতে হইবে	১০১
বিধি-৮। অধিগ্রহণ এবং দখলের ঘোষণা	১০১
বিধি-৯। কার্যক্রম রদ এবং বাতিলের ঘোষণা	১০১
বিধি-১০। অধিগ্রহণকৃত ভূমি হস্তান্তর	১০১
বিধি-১১। মূল্যনির্ধারণ কমিটির গঠন এবং ক্ষমতা	১০১
বিধি-১২। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ	১০২

বিধি-১৩। জাতীয় পরিচয়পত্র ও উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট ব্যবহার	১০২
বিধি-১৪। জমির তফসিল জালিয়াতি	১০২
বিধি-১৫। অব্যবহৃত অধিগ্রহণ সম্পত্তি	১০৩
বিধি-১৬। জেলা প্রশাসক কর্তৃক অধিগ্রহণ	১০৩
বিভিন্ন নোটিশসমূহ	১০৪-১১৩
স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল বিধিমালা: প্রস্তাবিত সংশোধনী	১১৪
বিধি-১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	১১৪
বিধি-২। সংজ্ঞা	১১৪
বিধি-৩। হুকুমদখল কার্যক্রম	১১৪
বিধি-৪। হুকুমদখল কার্যক্রম	১১৪
বিধি-৫। হুকুমদখল বাবদ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ	১১৪
বিধি-৫ক। মূল্যায়ন কমিটির গঠন ও ক্ষমতা	১১৪
বিধি-৬। বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছ হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়	১১৫
বিধি-৭। হুকুম দখল মুক্ত করিবার নোটিশ	১১৫
বিভিন্ন নোটিশসমূহ	১১৬-১১৭
অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী: প্রস্তাবিত সংশোধনী	১১৮
প্রথম অধ্যায়: উপক্রমণিকা/অনুসরণিকা	১১৮
দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রাক অধিগ্রহণ কার্যক্রম	১২০
তৃতীয় অধ্যায়: অধিগ্রহণ কার্যক্রম	১২৫
চতুর্থ অধ্যায়: ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও বিতরণ	১২৭
পঞ্চম অধ্যায়: অধিগ্রহণ কেস বাতিলকরণ, দখল হস্তান্তর, গেজেট বিজ্ঞপ্তি ও নামজারিকরণ	১৩০
ষষ্ঠ অধ্যায়: আরবিট্রেশন	১৩১
সপ্তম অধ্যায়: বিবিধ	১৩২

প্রেক্ষাপট

ভূমি সম্পদের জনক। বাংলাদেশের মানুষ ও অর্থনীতির বড় অংশ ভূমিনির্ভর। এদেশের উন্নয়নে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি অবিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতার অধিকারী; কর্মসংস্থান, খাদ্য, বাসস্থান ও আর্থিক নির্ভরতার এক বড় সহায়ক। ভূমির উপর অধিকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার পরিমাপক; ক্ষমতাকাঠামোর ভিত্তি ও জীবনযাত্রার অবস্থা নির্ণয়ের অন্যতম প্রধান সূচক। ভূমির উপযোগমূল্য যথেষ্ট, এর বাজারমূল্য ক্রমাগত বাড়ে। ভূমির কোন অবচয় নেই। ভূমির অধিকার আন্তঃপ্রজন্মগত বংশপরম্পরায় ভোগ্য।

প্রায় ১৬ কোটি মানুষের আমাদের এই দেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার। দেশের মোট ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ একর ভূমির ৬০ শতাংশ কৃষি জমি। প্রতিদিন কমছে দেশের আবাদী ভূমির পরিমাণ। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের সাথে ভূমিহীনতার সম্পর্ক নিবিড়। অথচ, এদেশের প্রায় ৫৯ শতাংশ খানা ভূমিহীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে—বিশেষ করে, কৃষির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর—ভূমিহীনতাই তাদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

ভূমির পরিমাণ সীমিত। জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়লেও ভূমির পরিমাণ বাড়ছে না—বাড়ছে ভূমির অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতা। সহিংসতা, ফটকা-ব্যবসা, দুর্নীতি, জবরদখল, প্রতারণা, ও প্রবঞ্চনার ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়তই—বাড়ছে ভূমিহীনের সংখ্যা, বলপূর্বক অভিবাসন, বৈষম্য ও দারিদ্র্য।

দেশে প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে ভূমি নিয়ে বিরোধ, দশকের পর দশক ধরে ভূমি-সংক্রান্ত চলমান আইনি জটিলতাগুলো চরম আকার ধারণ করেছে। এতে সর্বস্বান্ত হচ্ছে অনেক মানুষ, বাড়ছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। অন্যদিকে ভূমি প্রশাসনের অদক্ষতা, ভূমি রেজিস্ট্রেশন এবং ভূমি জরিপ কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা, নামজারীর ক্ষেত্রে জটিলতা, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ভূমি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল, খাস জমি বিতরণে অনিয়ম, জলমহাল, বালুমহাল ও চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অনিয়ম ও প্রায়োগিক সমস্যা ইত্যাদি দেশের অধিকাংশ মানুষকে ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

ভূমির অধিকার নিয়ে বিরোধ, শোষণ, দুর্নীতি, প্রতারণা ও দরিদ্র মানুষের সীমাহীন দুর্গতির পিছনে সূক্ষ্ম আইনি বিষয় ও জটিলতা বহুলাংশে দায়ী। বাংলাদেশে ভূমি সংশ্লিষ্ট আইনগুলো সেকেলে। অনেক আইন দরিদ্র-বান্ধব নয়; প্রান্তিক মানুষ ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনগুলো যথাযথও নয়। এমনকি কোনো কোনো আইন একে অন্যের সাথে সাংঘর্ষিক। বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগও নেই। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিতামূলক যে আইনি-কাঠামো প্রয়োজন তার অনুপস্থিতিও ব্যাপক। খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন; সর্বোপরি, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি প্রচলিত আইনগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে আনীত আইনের সংশোধনীগুলোও কাজিত লক্ষ্য পূরণ করেনি; এমনকি, অতি সাম্প্রতিক সংশোধনীগুলোও প্রায়োগিক দিক থেকে দরিদ্রবান্ধব এবং জনকল্যাণমুখী হয়ে উঠতে পারেনি। এটি সহজেই বোধগম্য যে, বর্তমানে প্রচলিত ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জটিল এবং অগোছালো অবস্থায় রয়েছে। আরো হতাশার ব্যাপার, প্রচলিত আইনগুলোর অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, দরিদ্রবান্ধব-নীতির অনুপস্থিতি এবং প্রায়োগিক সমস্যা অসংখ্য ভূমি বিরোধ ও ভূমি মামলার জন্ম দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব জটিলতার সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালীরাই শেষ পর্যন্ত ভূমির দখল নিয়ে নেয় আর দরিদ্র, প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো ভূমির অধিকার হারায়। তাই, ভূমি বিষয়ে সবগুলো আইনকে অধিকার-ভিত্তিক ও সুসমঞ্জস একটি কাঠামোর মধ্যে এনে প্রয়োজনীয় সংস্কার নিশ্চিত করতে না পারলে দরিদ্র, প্রান্তিক ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা কখনো সম্ভব নয়। কাজেই, সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে তথ্য-নির্ভর গবেষণার মাধ্যমে আইনি বিষয়গুলো এমনভাবে পুনঃনির্ধারণ করা উচিত যাতে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নে ‘বাদ পড়া’ জনগোষ্ঠীকে ‘অন্তর্ভুক্ত’ করা সম্ভব হয়।

এই সব বাস্তবতার অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’-এর সহযোগিতায় গবেষণা সংস্থা ‘হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)’ এ-বিষয়ে একটি নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করেছে। “বাংলাদেশের ভূমি আইন: একটি অধিকার-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও প্রস্তাবিত পরিবর্তন” শীর্ষক এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে প্রচলিত ভূমি আইনগুলোর কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ নতুন আইন প্রস্তাব করা। বাংলাদেশে প্রচলিত সব ভূমি আইন এবং ভূমি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র বিশ্লেষণ, দরিদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন ও নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমি আইনে বিদ্যমান অব্যবস্থাপনা, অপশাসন, শোষণ-বঞ্চনামূলক প্রক্রিয়া ও কার্যবিধি সংক্রান্ত আইনি দিকগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে। শুধু আইনি পর্যালোচনা নয়, বরং ভূমি আইনের নানান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণায়। অধিকারভিত্তিক, প্রান্তিক ও দরিদ্র-বান্ধব এবং জেডার সংবেদনশীল এই গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন—প্রায় ২,৫০০ পৃষ্ঠার—ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবার সুবিধার্থে ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো পৃথক পৃথক খন্ডে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি খন্ড প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ এবং সুপারিশসহ (প্রস্তাবিত আইন বা সংশোধনীসহ) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণাভিত্তিক প্রকাশনা।

ইংরেজি ভাষায় রচিত সেই গবেষণাকর্মের প্রাসঙ্গিক আইনী টেক্সটসমূহ (ইংরেজিতে রচিত বিদ্যমান আইনসমূহসহ) বাংলায় অনুবাদ করে একটি পৃথক প্রকাশনা করা হয়েছে। আলাদা আলাদা ২০টি খন্ডে অনূদিত এই প্রকাশনার বিষয়-ভিত্তিক প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনীসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপ:

১. পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
২. অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৩. ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৪. কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৫. বালুমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৬. চরের জমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৭. চিংড়িমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৮. দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৯. আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কিত আইন (বন আইনসহ): প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১০. জলমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১১. অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১২. পাথরমহাল সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৩. ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১৪. ভূমি রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৫. ভূমি জরিপ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৬. চা বাগানের ভূমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৭. ট্রাস্ট সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৮. ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৯. অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
২০. ওয়াক্ফ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী

এই গবেষণাপত্রটি উক্ত ২০ খন্ডের একটি।

ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন সংক্রান্ত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী

সম্পদের অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। এ অধিকার স্বয়ং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান দ্বারা রক্ষিত হয়েছে। আর সম্পদের মূল উৎস হল ভূমি। আবহমানকাল থেকে কৃষি প্রধান আমাদের এ দেশের অর্থনীতিসহ সকল কর্মকাণ্ড চালিত হচ্ছে প্রধানত ভূমিকে কেন্দ্র করে। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ইত্যাদি সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্রবিন্দু হল ভূমি। অথচ ভূমি একদিকে যেমন নির্দিষ্ট অন্যদিকে তেমন সীমিত। তাই বিপুল জনগোষ্ঠীর সীমিত এ ভূমি ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান রূপক হল সঠিক এবং সর্বোত্তম ভূমি ব্যবস্থাপনা। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং যথার্থ আইন অনুযায়ী ভূমি ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করাই ভূমি ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য। কিন্তু এ লক্ষ্য অর্জনের পথ সহজ নয়। কেননা ভূমি অতীব মূল্যবান সম্পদ হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে রয়েছে প্রায় সকলের অজ্ঞতা। ভূমি মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, নক্সা, দাগ-খতিয়ান ইত্যাদি বিষয়গুলো অধিকাংশ মানুষের কাছেই জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়। তাই জরিপের সময় এক শ্রেণীর স্বার্থাঘেযী মহল জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে ফায়দা লুটে নেয়। এর ফলে অগনিত সহজ সরল, নিরীহ মানুষ মর্মান্তিক ভোগান্তির শিকার হয়। এমনকি অনেকে শেষ পর্যন্ত ভূমিহীন হয়ে পড়েন। অনেকে মামলা করেন কিন্তু মামলার দীর্ঘসূত্রিতা দেখা যায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলতে থাকে। এ সকল অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাই একটি সুনিয়ন্ত্রিত ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ভূমি ব্যবস্থাপনা কোন একক বিষয় নয়। কোন প্রজার দখলে কোন জমি, কোন জমি কোন জমার অন্তর্গত, কোন জমিতে প্রজার কি স্বত্ব, সর্বোপরি, কোন জমি তার প্রকৃতি ও শ্রেণী অনুযায়ী কোন কাজের উপযোগী, যেমন: কৃষি, ব্যবসা, আবাসন, শিল্পায়ন প্রভৃতি সামগ্রিক বিষয় ভূমি ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত।

এছাড়াও ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন অন্তর্ভুক্ত করে কৃষি খাসজমি, অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত নীতিমালা, চরের জমি, চা চাষের জমি, জলমহাল, চিংড়িমহাল, বালুমহাল, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বিধিমালা ও স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল বিধিমালা। সুতরাং ভূমি ব্যবস্থাপনার এই ব্যাপক ও বৃহৎ পরিসরে একটি দক্ষ প্রশাসন তথা দক্ষ ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন অপরিহার্য।

সমস্যা সনাক্তকরণ ও প্রয়োজনীয় সমাধানের সম্ভাব্য দিক নির্দেশনার লক্ষ্যে এইচডিআরসি'র প্রেক্ষাপট গবেষণায় 'ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন' সংক্রান্ত এক সেট নতুন আইন প্রস্তাব করা হয় নিম্নে তা দেয়া হল:

❖ আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন

নিম্নলিখিত আইনের তালিকাগুলো গবেষণার সময় পর্যালোচনা করা হয়েছে:

- (১) কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা
- (২) অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা
- (৩) বাংলাদেশের চরের জমি ব্যবস্থাপনা
- (৪) বাংলাদেশের চা চাষের জমি ব্যবস্থাপনা
- (৫) জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা
- (৬) চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা
- (৭) বাংলাদেশের বালুমহাল ব্যবস্থাপনা
- (৮) বাংলাদেশের পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা
- (৯) বাংলাদেশের অর্পিত সম্পত্তি আইন পর্যালোচনা

- (১০) বাংলাদেশের পরিত্যক্ত সম্পত্তি আইন পর্যালোচনা
- (১১) বাংলাদেশের অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন
- (১২) ভূমি জরিপ আইন পর্যালোচনা
- (১৩) বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন
- (১৪) ভূমি সংস্কার পর্যালোচনা
- (১৫) ভূমি ব্যবহার নীতিমালা পর্যালোচনা
- (১৬) ওয়াক্ফ সম্পর্কিত আইন পর্যালোচনা
- (১৭) দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন পর্যালোচনা
- (১৮) ট্রাস্ট সম্পর্কিত আইন পর্যালোচনা
- (১৯) বাংলাদেশের ভূমি রেজিস্ট্রেশন আইন পর্যালোচনা

আইন এবং নীতির মধ্যে সমস্যাগুলো পর্যালোচনা করে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো (আইন ও নীতিমালা) গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তৈরি করা হয়েছে। তাছাড়া চিহ্নিত সমস্যাগুলোর ভিত্তিতে সুপারিশগুলো দাখিল করা হয়েছে। পরিশেষে নিম্নলিখিত প্রস্তাবিত ও সংশোধনী আইনসমূহ সরকারি আইন ও নীতির মধ্যে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে প্রণয়ন করা হয়েছে।

কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী

[১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯১০] বর্গকিলোমিটারের ভূমির এ বাংলাদেশে প্রায় ১৬ কোটি মানুষের বসবাস। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১১৯৪ জন মানুষ বসবাস করে। ক্ষুদ্র আয়তনের এ দেশের পক্ষে এ বিশাল জনগোষ্ঠীর আবাসস্থলের যোগান দেয়ার পরে যতটুকু চাষযোগ্য জমি থাকে তার সর্বোচ্চ ব্যবহার ছাড়া সবার জন্য খাদ্য সরবরাহ একটি কঠিন ব্যাপার। দেশের মোট চাষযোগ্য জমির প্রায় ৫.৩৪ শতাংশই কৃষি খাসজমি যা চাষাবাদের মাধ্যমে দেশের কৃষি ভিত্তিক উৎপাদনে তথা খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

বাংলাদেশের অর্ধেকের বেশি মানুষই ভূমিহীন। নদী ভাঙন, বন্যা, খরা, সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি এবং মহাজনী উচ্চ সুদের কারণে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। শহরমুখি এ ভূমিহীনরা যেমন তাদের নিজেদের বাসস্থান ও খাদ্যের যোগান দিতে ব্যর্থ হচ্ছে তেমনি নানা আর্থ-সামাজিক সংকট তৈরি করেছে এবং তার কুফল ভোগ করেছে। দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী ভূমিহীন মানুষদের কৃষি উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক দারিদ্র্য দূর করা অনেকটাই সম্ভব। কৃষি খাসজমি প্রকৃত ভূমিহীনদের মাঝে যথাযথ উপায়ে বরাদ্দের মাধ্যমে দেশের সার্বিক কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে স্বাধীনতার পর পরই খাসজমি ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণ শুরু করা হয়। পরবর্তীকালে ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে কৃষি খাসজমি বিতরণের কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার জন্যে ১৯৮৭ সালে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল। কিন্তু কৃষি খাসজমির অপ্রতুলতা এবং বিতরণের ক্ষেত্রে নানা ধরনের অনিয়ম উক্ত কার্যক্রমকে ব্যাহত করেছে। এরূপ পরিস্থিতিতে কৃষি খাসজমির বিতরণ কার্যক্রম অধিক কার্যকর করার লক্ষ্যে নতুন নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সেই লক্ষ্যে “কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭” প্রণয়নও করা হয়। কিন্তু এ নীতিমালার অর্জিত সাফল্য প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি।

কেননা এ নীতিমালায়—

- ✓ কৃষি খাসজমির সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে কৃষি খাসজমির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি।
- ✓ কার্যকর নারী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি।
- ✓ বন্দোবস্ত কার্যক্রমে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
- ✓ ভূমিহীনদের নির্বাচনের জন্যে তৃণমূল পর্যায়ে কোন কমিটি গঠনের বিধান ছিল না।
- ✓ খাসজমি হস্তান্তরের উপর কোন আইনগত বিধিনিষেধ ছিল না।

উপরোক্ত সমস্যাগুলোসহ আরও নানাবিধ সমস্যার কারণে কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭ প্রণয়নের উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। উক্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত সংশোধনী নীতিমালায়—

- ✓ কৃষি খাসজমির সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে কৃষি খাসজমির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।
- ✓ কার্যকর নারী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অগ্রাধিকার তালিকায় চাষাবাদে সক্ষম বিধবা অথবা স্বামী পরিত্যক্তা নারী পুত্রহীন হলেও তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ✓ অগ্রাধিকার তালিকায় তৃতীয় লিঙ্গের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- ✓ জাতীয় কমিটিতে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ✓ ভূমিহীনদের নির্বাচনের জন্যে তৃণমূল পর্যায়ে যথা ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- ✓ উত্তরাধিকারের মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনভাবে কৃষি খাসজমির হস্তান্তরের বিষয়ে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭ পর্যালোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ দূরীকরণের দ্বারা বাংলাদেশের কৃষি খাসজমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে প্রস্তাবিত নীতিমালার বাস্তবায়ন ঘটিয়ে কৃষি খাসজমি নামে অভিহিত দেশমাতৃকার এ বিপুল সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের দ্বারা দেশের ভূমিহীন মানুষের ব্যক্তিগীবনে যেমন ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব তেমনি ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব দেশের অর্থনীতিতে। এর ফলে দেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের বিষয়টিও স্থায়ীত্ব পাবে।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনাধীন দুই প্রকারের (কৃষি ও অকৃষি) খাসজমি আছে। অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সংক্রান্ত একটি নীতিমালা বিগত ৮ই মার্চ, ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট-এর মাধ্যমে জারি করা হয়েছে। বর্তমানে এ নীতিমালা অনুযায়ী অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। অপরদিকে দেশের প্রতিটি জেলায়ই কম বেশি কৃষি খাসজমি রয়েছে। ১৯৭২ সাল থেকেই সরকারের ভূমি সংস্কার কর্মসূচি অনুযায়ী কৃষি খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়ে আসছিল। ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বিতরণের বিষয়ে সর্বশেষ ১৯৮৭ সালের ১লা জুলাই তারিখে একটি নীতিমালা জারি করা হয়েছিল। এ নীতিমালায় কৃষি খাসজমি কেবল ভূমিহীনদের মধ্যেই বিতরণের বিধান রাখা হয়। এ নীতিমালার আওতায় ভূমিহীনদের মধ্যেই কৃষি খাসজমি বিতরণের কার্যক্রম বহুপূর্বেই সম্পন্ন করার কথা ছিল। কিন্তু এটি একটি ব্যাপক ও জটিল কার্যক্রম বিধায় সরকার ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বণ্টন কর্মসূচী অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এর সময়সীমা বৃদ্ধি করেন।

খাসজমি বণ্টনের ক্ষেত্রে অনিয়মের ঘটনা প্রায়শই ঘটছে। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে কৃষি খাসজমি বণ্টনের ফলে সর্বত্রই বন্দোবস্তযোগ্য জমির পরিমাণ কমে গিয়েছে। অপরদিকে জনসংখ্যা ক্রমবৃদ্ধির ফলে ভূমিহীনদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য ভূমিহীনদের সংখ্যার তুলনায় বন্দোবস্ত যোগ্য কৃষি খাসজমির অপ্রতুলতা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এর ফলে খাসজমি বণ্টনের ক্ষেত্রে নানা প্রকার জটিলতার উদ্ভব হচ্ছে। তাই প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমি সুষমভাবে এবং অধিক সংখ্যক ব্যক্তি/পরিবারকে জমি প্রদানের লক্ষ্যে একটি সুষ্ঠু ও গণমুখী নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা

- ১। ২০১৩-তে এ নীতিমালা জারির পর থেকে ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্টন সংক্রান্ত ইতিপূর্বে জারিকৃত সকল আদেশ, পরিপত্র, স্মারক, নীতিমালার কার্যকারিতা বাতিল হয়েছে বলে গণ্য হবে।

এ নীতিমালা জারির পূর্বে প্রচলিত নিয়মনীতি মোতাবেক কৃষি খাসজমির যে সকল বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে, এ সকল বন্দোবস্ত বহাল থাকবে। তাছাড়া পূর্বের নীতিমালার আওতায় যে সকল বন্দোবস্ত কেস জেলা প্রশাসক কর্তৃক ১৩-০৮-৯৬ ইং তারিখের পূর্বে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে কিন্তু কবুলিয়াত রেজিস্ট্রি করা হয় নাই, সেই সকল কেসও বহাল থাকবে এবং কবুলিয়াত সম্পাদন ও রেজিস্ট্রি করে দিতে হবে। এমন কেসসমূহ বর্তমান নীতিমালা ও উহার সংশোধনী মোতাবেক নিষ্পত্তি করতে হবে। তবে ১৯৭২ সালের পর বিধিবহির্ভূতভাবে যদি কোন কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়ে থাকে, সেই বন্দোবস্ত কেস সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও উহার প্রমাণাদির ভিত্তিতে থানা কমিটি, জেলা কমিটির কাছে বাতিলের জন্য সুপারিশ করতে পারবে এবং জেলা কমিটি উক্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্টন কার্যক্রম সম্পর্কে নীতিনির্ধারণী কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে তদারকির জন্য একটি জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি, জেলা পর্যায়ে একটি জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি এবং উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য থানা পর্যায়ে কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি গঠন করা হল। [১৯৯৭ এর নীতিমালায় এই কমিটিসমূহের গঠন, কার্যক্রম/দায়িত্ব বর্ণিত ছিল। ১৯৯৭ এর নীতিমালা পর্যবেক্ষণের আলোকে, এটার প্রয়োগজনিত সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সুপারিশকৃত সমাধানের আলোকে ১৯৯৭ এর নীতিমালা নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করতে হবে।]

- ২। নির্বাহী কমিটি গঠন:

ক. [জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি গঠন:

সভাপতি

- ১) মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়

সহসভাপতি

- ২) প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়

সদস্য

- (৩) মাননীয় সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম বিভাগ (একজন), মাননীয় স্পীকার কর্তৃক মনোনীত
(৪) মাননীয় সংসদ সদস্য, রাজশাহী বিভাগ (একজন), মাননীয় স্পীকার কর্তৃক মনোনীত
(৫) মাননীয় সংসদ সদস্য, খুলনা বিভাগ (একজন), মাননীয় স্পীকার কর্তৃক মনোনীত
(৬) মাননীয় সংসদ সদস্য, বরিশাল বিভাগ (একজন), মাননীয় স্পীকার কর্তৃক মনোনীত
(৭) মাননীয় সংসদ সদস্য, সিলেট বিভাগ (একজন), মাননীয় স্পীকার কর্তৃক মনোনীত
(৮) মাননীয় সংসদ সদস্য, রংপুর বিভাগ (একজন), মাননীয় স্পীকার কর্তৃক মনোনীত

- (৯) একজন মহিলা সংসদ সদস্য, মাননীয় স্পীকার কর্তৃক মনোনীত
- (১০) জাতীয় মহিলা পরিষদের একজন প্রতিনিধি
- (১১) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
- (১২) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় অথবা প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)
- (১৩) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অথবা প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)
- (১৪) সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় অথবা প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)
- (১৫) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)
- (১৬) সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)
- (১৭) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)
- (১৮) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)
- (১৯) চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড
- (২০) মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
- (২১) চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড
- (২২-২৮) ৭ টি বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার
- (২৯) জাতীয় পর্যায়ের কৃষক সংগঠনের পক্ষ থেকে একজন সদস্য
- (৩০) যুগ্মসচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়] (সদস্য-সচিব)

খ. জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নিবাহী কমিটির কার্যপরিধি:

- ১) এ কমিটি দেশব্যাপী কৃষি খাসজমি বরাদ্দ সম্পর্কে নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
- ২) এ কমিটি দেশব্যাপী কৃষি খাসজমি বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি মূল্যায়ন করবে।
- ৩) কৃষি খাসজমি বরাদ্দ ও চিহ্নিত সম্পর্কিত বিভিন্ন এলাকার উঠতি সমস্যাগুলো সমাধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
- ৪) এ কমিটি প্রতি ৩ (তিন) মাসে কমপক্ষে একবার বৈঠকে মিলিত হবে।

৩। জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি:

উপদেষ্টা: একজন সংসদ সদস্য (ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত)

- (১) জেলা পরিষদ প্রশাসক/চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ----- সভাপতি
- (২) জেলা প্রশাসক ----- সদস্য
- (৩) পুলিশ সুপার ----- সদস্য
- (৪) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)----- সদস্য

- (৫) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ----- সদস্য
- (৬) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ ----- সদস্য
- (৭) জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা----- সদস্য
- (৮) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ----- সদস্য
- (৯) জেলা কৃষক সংগঠনের ২ (দুই) জন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) ----- সদস্য
- (১০) জেলা কৃষক সমবায় সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) ----- সদস্য
- (১১) জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) ----- সদস্য
- (১২) জাতীয় মহিলা পরিষদের জেলা পর্যায়ের প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) ----- সদস্য
- (১৩) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর। ----- সদস্য সচিব
- (খ) জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির কার্যপরিধি:
- (১) জেলা কৃষি খাসজমির বরাদ্দ কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উহার বিধিমালা প্রচার।
- (২) উপজেলা কৃষি খাসজমি বরাদ্দ কর্মসূচি অনুযায়ী ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বণ্টনের প্রস্তাব অনুমোদন ও উপজেলা কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা ও তদারকি।
- (৩) ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি সংক্রান্ত অনিয়ম সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্তক্রমে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।
- (৪) কমিটি প্রতিমাসে একবার বৈঠকে মিলিত হবেন এবং জেলার ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষিজমি বন্দোবস্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিমাসে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।
- ৪। উপজেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি:
- (১) সংসদ সদস্য (সংশ্লিষ্ট) ----- উপদেষ্টা
- (২) চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ ----- সভাপতি
- (৩) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ----- সহসভাপতি
- (৪) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ----- সদস্য
- (৫) ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা ----- সদস্য
- (৬) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা ----- সদস্য
- (৭) বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ অফিসার, যদি থাকে ----- সদস্য
- (৮) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা----- সদস্য
- (৯) চেয়ারম্যান, ইউসিসিএ ----- সদস্য
- (১০) ইউপি চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের জন্য)----- সদস্য
- (১১) বিত্তহীন সমবায় সমিতির একজন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) ----- সদস্য

- (১২) উপজেলা কৃষক সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)----- সদস্য
- (১৩) স্থানীয় সং, নিষ্ঠাবান ও জনহিতকর কাজে উৎসাহী একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি (জেলা প্রশাসক মনোনীত করবেন)----- সদস্য।
- (১৪) স্থানীয় কলেজ কিংবা হাইস্কুলের প্রধান (জেলা প্রশাসক মনোনীত করবেন)----- সদস্য
- (১৫) উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনের একজন মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি
(জেলা প্রশাসক মনোনীত করবেন)----- সদস্য
- (১৬) একজন মহিলা প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক মনোনীত করবেন) ----- সদস্য
- (১৭) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় পর্যায়ে কার্যক্রম
আছে এমন এনজিওর একজন প্রতিনিধি ----- সদস্য
- (১৮) সহকারী কমিশনার (ভূমি) ----- সদস্য-সচিব^৫

(খ) [উপজেলা]^৬ কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির কার্যপরিধি:

- (১) [উপজেলা]র আওতাধীন এলাকার কৃষি খাসজমি চিহ্নিতকরণ ও উদ্ধারকরণ।
- (২) উদ্ধারকৃত কৃষি খাসজমিকে নীতিমালা অনুযায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের সুবিধার্থে প্লটে বিভক্তিকরণ।
- (৩) সরকারের কৃষি খাসজমি বরাদ্দ কর্মসূচি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- (৪) ভূমিহীনদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহবান। [***]
- (৫) প্রাপ্ত দরখাস্ত বাছাই এবং নীতিমালা অনুযায়ী ভূমিহীনদের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন।
- (৬) নির্বাচিত ভূমিহীনদের জন্য খাস প্লটে বরাদ্দ দেওয়া সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান।
- (৭) বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ভূমিহীনকে দখল প্রদান নিশ্চিতকরণ।
- (৮) ইউনিয়ন ভূমিহীন নির্বাচন কমিটির কার্যক্রম অথবা তালিকাভুক্তকরণ থেকে উদ্ধৃত বিবাদ স্থিরকরণ।
- (৯) বন্দোবস্তগ্রহীতা প্রাপ্ত জমি যথাযথভাবে ব্যবহার করছে কি না, কেউ বন্দোবস্ত শর্তাবলী সঠিকভাবে প্রতিপালন করছে কি না সেই সম্পর্কে তদারকি ও শর্ত ভঙ্গ করলে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা।

৫। (ক) ইউনিয়ন ভূমিহীন নির্বাচন কমিটি:

- (১) চেয়ারম্যান — ইউনিয়ন পরিষদ ----- সভাপতি
- (২) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত একজন নারী ইউপি সদস্য ----- সহসভাপতি
- (৩) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত একজন ইউপি সদস্য ----- সদস্য
- (৪) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের একজন স্কুল শিক্ষক ----- সদস্য
- (৫) ভূমিহীন কৃষক সমিতির একজন প্রতিনিধি ----- সদস্য

^৫ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মারক নং-ভূমি/শা-৪/কৃষাজব-৪/২০০১-২৯৩ এর (ঘ) অনুচ্ছেদ বলে পরিবর্তিত ও প্রতিস্থাপিত।

^৬ “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^৭ “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^৮ [এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর মাধ্যমে দরখাস্ত গ্রহণ] শব্দগুলি বাদ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

(৬) সহকারী ভূমি কর্মকর্তা বা উপ-সহকারী ভূমি কর্মকর্তা----- সদস্য

(৭) সচিব—ইউনিয়ন পরিষদ-----সদস্য-সচিব

(খ) **ইউনিয়ন ভূমিহীন নির্বাচন কমিটির কার্যপরিধি:**

- (১) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের মোট ভূমিহীন ব্যক্তিদের একটি তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং হালনাগাদকরণ।
- (২) ভূমিহীন ব্যক্তি হিসেবে তালিকাভুক্তির জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র স্থিরকরণ।
- (৩) ভূমিহীন ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুতের পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করবেন।
- (৪) ভূমিহীন ব্যক্তি নির্বাচন সংক্রান্ত অন্য কোন কার্যক্রম সম্পাদন।

৬। **ভূমিহীনদের বাছাই প্রক্রিয়া:**

- (ক) ভূমিহীন মানুষ নির্ধারিত ফর্মে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় এবং ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়ের কাছে দরখাস্ত দাখিল করবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বিনা মূল্যে দরখাস্তের আবেদনপত্র সরবরাহ ও রসিদ প্রদান করবেন। সংশ্লিষ্ট কার্যালয় গৃহীত দরখাস্ত শর্তাধীন সময়ের মধ্যে সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রেরণ করবেন।
- (খ) উপজেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির সদস্য-সচিব অন্যান্য অফিসে গৃহীত দরখাস্তসমূহ তার নিজ অফিসে গ্রহণ নিশ্চিত করবেন এবং দরখাস্তসমূহ ইউনিয়ন-ওয়ারী বাছাই করবেন।
- (গ) প্রাপ্ত দরখাস্তসমূহ [উপজেলা] কমিটি প্রতিটি ইউনিয়নে বৈঠকে মিলিত হবেন। এ সময় আবেদনকারীদেরকে কমিটির সামনে হাজির করে জিজ্ঞাসাবাদ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক বাছাই করবেন।
- (ঘ) প্রাথমিক বাছাইয়ের পর উপজেলা কমিটি প্রয়োজনে সরেজমিনে তদন্তক্রমে আবেদনকারীর আবেদনের বিষয়ে সঠিকতা যাচাই করবেন এবং এভাবে চূড়ান্তরূপে প্রকৃত ভূমিহীন পরিবার বাছাই করবেন।
- (ঙ) আবেদনকারীকে সহজে বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুবিধার্থে আবেদনপত্রের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি দাখিল করতে হবে এবং তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা আবেদনপত্রে সঠিকভাবে লিখতে হবে।

৬.১। **খাসজমি বরাদ্দের সময় বিবেচিত বিষয়সমূহ:**

- (ক) একান্নভুক্ত একই পরিবারের একাধিক সদস্যকে জমি দেয়া যাবে না।
- (খ) জমি স্বামী-স্ত্রী দুইজনের যৌথ নামে প্রদান করা হবে কিন্তু যদি বিবাহ বিচ্ছেদ হয় স্ত্রী সম্পূর্ণ জমির মালিক হবেন এবং এটাকে কবুলিয়াত হিসেবে অভিহিত করা হবে।
- (গ) [চরাঞ্চলের কৃষি খাসজমিতে ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য জমি বরাদ্দ দেয়া যাবে।]^১
- (ঘ) [“কোন পরিবারকে জমির প্রাপ্যতা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১.০০ (এক) একর জমি দেয়া হবে। তবে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য খাসজমির প্রাপ্যতা অনুযায়ী অনূর্ধ্ব ১.৫০ (দেড়) একর পর্যন্ত জমি ভূমিহীনদের বন্দোবস্ত দেয়া যাবে। উপকূলীয় জেলাসমূহ হলো: খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ

^১ “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মারক নং-ভূমি/শা-৪/কৃষাজব-৪/২০০১-১১০৪ এর (ঘ) ও (ঙ) অনুচ্ছেদ বলে পরিবর্তিত ও প্রতিস্থাপিত।

ও মিরসরাই থানা এবং কক্সবাজার জেলার সদর, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, টেকনাফ ও চকোরিয়া থানা”।^{১০}

৭। বরাদ্দকৃত কৃষি খাসজমি উত্তরাধিকার সূত্র ব্যতীত অন্য কোনভাবে কারো কাছে হস্তান্তর করা যাবে না। কেউ এরূপ করলে সংশ্লিষ্ট জমি সরকারের খাসজমিতে পরিণত হবে।

৮। ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বণ্টনের বিষয়ে [উপজেলা]^{১১} কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি কর্তৃক সংঘটিত কোন অনিয়মের বিরুদ্ধে জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির নিকট অভিযোগ করতে হবে। জেলা কমিটি প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তক্রমে কোন অনিয়মের প্রমাণ পেলে সংশ্লিষ্ট বন্দোবস্ত কেস বাতিল করবেন এবং এ বিষয়ে দায়ী কর্মকর্তা/ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিকট পেশ করবেন।

৯। কৃষি খাসজমির সংজ্ঞা:

বাংলাদেশ গেজেটের মাধ্যমে ৮ই মার্চ, ১৯৯৫ সালে জারীকৃত অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালার আওতায় সংজ্ঞায়িত অকৃষি খাসজমি বাদে অন্যান্য সকল খাসজমি কৃষি খাসজমি হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ দেশের সকল মেট্রোপলিটন এলাকা, সকল পৌর এলাকা এবং সকল উপজেলা সদর এলাকাভুক্ত সকল প্রকার জমি ব্যতীত ইহার বাইরে অবস্থিত কৃষিযোগ্য সকল খাসজমিই কৃষি খাসজমি হিসেবে বিবেচিত হবে।

১০। ভূমিহীন পরিবার:

(ক) যে পরিবারের বসতবাড়ী ও কৃষি জমি কিছুই নাই, কিন্তু পরিবারটি কৃষি নির্ভর।

[(খ) “যে পরিবারের ১০ শতাংশ পর্যন্ত বসতবাড়ী আছে কিন্তু কৃষিযোগ্য জমি নাই, এরূপ কৃষি নির্ভর পরিবারও ভূমিহীন হিসেবে গণ্য হবে”।]^{১২}

১১। ভূমিহীন পরিবারের অগ্রাধিকার তালিকা:

(ক) দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার।

(খ) নদী ভাঙ্গা পরিবার (যার সকল জমি ভেঙ্গে গিয়েছে)।

(গ) [জমি চাষাবাদে সক্ষম বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা।]^{১৩}

(ঘ) [“কৃষি জমিহীন ও বসতবাড়ীহীন পরিবার”।]^{১৪}

(ঙ) অধিগ্রহণের ফলে ভূমিহীন হয়ে পড়েছে এমন পরিবার।

[(চ) ১০ শতাংশ পর্যন্ত বসতবাড়ী আছে, কিন্তু কৃষিযোগ্য জমি নাই, এরূপ কৃষি নির্ভর পরিবার।]^{১৫}

[(ছ) (তৃতীয় লিঙ্গ) যথা বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠনে অক্ষম ব্যক্তি।]^{১৬}

[(জ) চট্রগ্রাম পার্বত্য জেলা থেকে অপসারিত বসতি স্থাপনকারী বাঙালী।]^{১৭}

^{১০} গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আরক নং-ভূঃম/শা-৪/কুখাজব-১/৯৮-২৬৪ এর ৫ অনুচ্ছেদ বলে প্রতিস্থাপিত।

^{১১} “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{১২} গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আরক নং ভূঃম/শা-৪ / কুখাজব-১/৯৮-২৬৪ এর ৬ অনুচ্ছেদ বলে সংযোজিত।

^{১৩} “সক্ষম পুত্রসহ বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা পরিবার” শব্দগুলির পরিবর্তে বন্ধনীর মধ্যে শব্দগুলো প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{১৪} গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আরক নং ভূঃম/শা-৪ / কুখাজব-১/৯৮-২৬৪ এর ৭ অনুচ্ছেদ বলে সংযোজিত।

^{১৫} গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আরক নং ভূঃম/শা-৪ / কুখাজব-১/৯৮-২৬৪ এর ৮ অনুচ্ছেদ বলে সংযোজিত।

^{১৬} প্রস্তাবিত

[(ঝ) শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি।]»

[তবে শর্ত থাকে যে, উপরোক্ত ক্ষেত্রে পরিবারটিকে কৃষির উপর সরাসরি নির্ভরশীল হতে হবে অর্থাৎ যে কোনভাবেই তাদেরকে কৃষি শ্রমিক অথবা বর্গা প্রক্রিয়ার অধীন জমির চাষি হতে হবে।]»

১২।

(ক) এ নীতিমালা জারির ১ (এক) মাসের মধ্যে জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি গঠন করতে হবে। ভূমি মন্ত্রণালয় এ কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

(খ) এ নীতিমালা জারির ১ (এক) মাসের মধ্যে জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি গঠন করতে হবে। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

(গ) এ নীতিমালা জারির ১ (এক) মাসের মধ্যে উপজেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি গঠন করতে হবে। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(ঘ) এ সংশোধিত নীতিমালা জারির ১ (এক) মাসের মধ্যে ইউনিয়ন ভূমিহীন নির্বাচন কমিটি গঠন করতে হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং কমিটির কার্যক্রম তদারকি করবেন।

১৩। (ক) কমিটি গঠিত হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপজেলা কমিটি সংশ্লিষ্ট থানার বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমি চিহ্নিত ও উহার প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করবেন এবং এ মর্মে ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা করবেন।

(খ) প্রাথমিক তালিকায় প্রকাশিত কোন জমি সম্পর্কে কারও কোন আপত্তি থাকলে তালিকা প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে উপজেলা কমিটির কাছে আপত্তি পেশ করতে হবে। উপজেলা কমিটি পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সকল আপত্তি সম্পর্কে শুনানি গ্রহণ করবেন এবং কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন এবং চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবেন।

(গ) উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে জেলা কমিটির কাছে আপীল করা যাবে। জেলা কমিটি পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আপীল সম্পর্কে শুনানি গ্রহণ করবেন এবং কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

(ঘ) জেলা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জাতীয় নির্বাহী কমিটির কাছে আপীল করা যাবে। জাতীয় নির্বাহী কমিটি পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আপীল সম্পর্কে শুনানি গ্রহণ করবেন এবং কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৪। থানা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমি চিহ্নিতকরণ ও চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের ১ (এক) মাসের মধ্যে বন্দোবস্তপ্রার্থী ভূমিহীনদের কাছ থেকে আবেদনপত্র গ্রহণ করবেন।

১৫। আবেদনপত্র প্রাপ্তির ১ (এক) মাসের মধ্যে উপজেলা কমিটি প্রকৃত ভূমিহীন বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন এবং বাছাইকৃতদের নামে জমি বরাদ্দের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন।

» প্রস্তাবিত

» প্রস্তাবিত

» প্রস্তাবিত

- ১৬। উপজেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি কর্তৃক [***]^{১৩} ভূমিহীন বাছাই ও জমি বরাদ্দের পরিমাণ নির্ধারণ করার ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সহকারী কমিশনার (ভূমি) বন্দোবস্ত কেস রেকর্ড সৃজনপূর্বক প্রস্তাব [উপজেলা]^{১৪} নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে পেশ করবেন।
- ১৭। [উপজেলা]^{১৫} নির্বাহী কর্মকর্তা প্রস্তাব পাওয়ার ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে উহা জেলা প্রশাসকের কাছে প্রেরণ করবেন।
- ১৮। জেলা প্রশাসক প্রস্তাব পাওয়ার পর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা জেলা কমিটিতে পেশ করবেন এবং জেলা কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে প্রস্তাব অনুমোদন করতঃ সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কাছে ফেরত পাঠাবেন।
- ১৯। অনুমোদিত প্রস্তাব ফেরত পাওয়ার পর সহকারী কমিশনার (ভূমি) অবশ্যই ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ১ (এক) টাকা সেলামীর বিনিময়ে বন্দোবস্ত প্রাপকের অনুকূলে কবুলিয়াত সম্পাদন করে দিবেন, রেজিস্ট্রেশন করার যথাযথ ব্যবস্থা নিবেন এবং বন্দোবস্ত প্রাপকের নামে খতিয়ান খুলে দিবেন।
- ২০। কবুলিয়াত সম্পাদনের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে [উপজেলা]^{১৬} কমিটি বন্দোবস্ত প্রাপকের অনুকূলে বন্দোবস্তকৃত জমির দখল বুঝিয়ে দিবেন।
- ২১। কোন মৌজার কৃষি খাসজমি সংশ্লিষ্ট মৌজার ভূমিহীন প্রার্থীদের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। ঐ মৌজার প্রার্থীদের মধ্যে বরাদ্দ প্রদানের পর আরও জমি থাকলে পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন এবং পরবর্তীকালে পার্শ্ববর্তী উপজেলার ভূমিহীনদের মধ্যে বরাদ্দ দেয়া যাবে। এ ব্যাপারে জেলা কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।
- ২২। ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্টনের বিষয়ে [উপজেলা]^{১৭}র বড় বড় হাট-বাজারে লোক সমাগমের দিনে মাইকযোগে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। [উপজেলা]^{১৮} নির্বাহী অফিসার এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।
- ২৩। [উপজেলা]^{১৯} পর্যায়ের সকল সরকারি/আধা সরকারি ও বেসরকারি অফিস এবং ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্টনের বিষয়ে নোটিশ লটকাতে হবে।
- ২৪। প্রকৃত ভূমিহীন বাছাইয়ের বিষয়ে [উপজেলা]^{২০} কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির সকল সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে কোন ক্ষেত্রে দ্বি-মত দেখা দিলে সভাপতি ব্যতীত উপস্থিত সকল অফিসিয়াল ও নন-অফিসিয়াল সদস্যদের প্রত্যক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। উভয়পক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়লে সভাপতি নির্ণায়ক (কাস্টিং) ভোট দিবেন।
- ২৫। ভূমিহীনদের নির্বাচন ও তালিকা প্রণয়নের বিষয়ে সার্বিক সতর্কতা ও কঠোর নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে হবে।
- ২৬। বনভূমি হিসেবে নোটিফিকেশনকৃত কৃষি খাসজমি ও চিংড়ী ও লবণ চাষোপযোগী খাসজমি এ নীতিমালার আওতায় বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না।

^{১৩} “ভূমিহীন বাছাই ও” শব্দগুলো বাদ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{১৪} “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{১৫} “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{১৬} “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{১৭} “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{১৮} “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{১৯} “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{২০} “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

- ২৭। “নদী পয়স্টি জমি বা চর ভূমির ক্ষেত্রে দিয়ারা সেটেলমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ পর্চা ম্যাপের সঠিকতা ও যথার্থতা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট থানার ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে উক্ত কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করতে পারবেন এবং এ সকল জমির যথাশীঘ্র সম্ভব অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দিয়ারা জরিপ সম্পন্ন করতে হবে। দিয়ারা জরিপ সম্পন্ন হওয়ার পর উক্ত পর্চা ম্যাপের ভিত্তিতে সম্পাদিত বন্দোবস্ত কেসসমূহ সমন্বয় করতে হবে। তবে উক্ত কার্যক্রম ১৯৯৪ সালের ১৫ নং আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।”^{১০}
- ২৮। আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচিত কৃষি খাসজমি এ নীতিমালার আওতায় বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না। বর্তমানে আদর্শ গ্রাম সৃজনের জন্য অনুসৃত নীতিমালা/বিধি মোতাবেক অনুরূপ জমিতে আদর্শ গ্রাম সৃজন/প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- ২৯। কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য কোন ভূমিহীন প্রার্থী আবেদনপত্রে কোন ভুল তথ্য উপস্থাপন করলে কিংবা কোন তথ্য গোপন করলে তাদের আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে এবং প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ৩০। বন্দোবস্ত প্রাপ্তির পর কোন বন্দোবস্ত গ্রহীতা ভূমিসংক্রান্ত সরকারের কোন আইন/অধ্যাদেশ বা আদেশ লঙ্ঘন করলে তার বন্দোবস্ত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং জেলা ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে [উপজেলা]^{১১} ব্যবস্থাপনা কমিটি বন্দোবস্তকৃত জমি পুনরায় খাস হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতঃ খাস খতিয়ানে সংরক্ষণ করবে।
- ৩১। এ নীতিমালার আওতায় ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে কোথাও কোন বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বিষয়টি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য সচিবের কাছে লিখিত আকারে উপস্থাপন করবেন। সদস্য সচিব বিষয়টি কমিটির সভায় পেশ করবেন এবং এ ব্যাপারে জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
- [সনাক্তকরণ, পুনরুদ্ধার, বরাদ্দ প্রদান সেই সাথে সংরক্ষণসহ খাসজমির সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হবে এবং সকল সংশ্লিষ্ট অফিস এটা রক্ষণাবেক্ষণ করবে।]^{১২}
- ৩২। সদস্যদের সকল সভায় অন্তত ১/৩ উপস্থিত হলে কোরাম পূর্ণ হবে। যদি কোন নন-অফিসিয়াল সদস্য পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তার সদস্যপদ বাতিল ও শূন্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট নিয়োগ/মনোনয়ন কর্তৃপক্ষকে শূন্যপদ পূরণ করতে [তথ্য প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অন্য ব্যক্তিকে নিয়োগ/মনোনয়নের জন্য অবহিত করা হবে। কিন্তু উক্ত শূন্যতার জন্য কমিটির কোন কার্যধারা বা সিদ্ধান্ত কোনভাবেই প্রভাবিত করবে না।]^{১৩}
- [যদি পূর্ণ কমিটির গঠন কোন কারণে বিলম্বিত হয়, উপজেলা কমিটি আবেদনপত্রের আমন্ত্রণ জানানোর এবং খাসজমির বন্দোবস্তের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আগাম কার্যক্রম শুরু করতে পারবে। কিন্তু চূড়ান্ত অনুমোদনের পূর্বে এটা অবশ্যই পূর্ণ কমিটির কাছে উপস্থাপন এবং অনুমোদন করাতে হবে।]^{১৪}
- ৩৩। কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সংক্রান্ত গঠিত কমিটিগুলো সর্বদা পারস্পরিক সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে।

^{১০} প্রস্তাবিত

^{১১} “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{১২} প্রস্তাবিত

^{১৩} প্রস্তাবিত

^{১৪} বন্ধনীর মধ্যে অনুচ্ছেদটি সন্নিবেশিত করা হইবে (প্রস্তাবিত)।

৩৪। [বেদখলি কৃষি খাসজমি পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ আদালত গঠন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ উদ্দেশ্যপূরণকল্পে খাসজমির অবৈধ দখলদারদেরকে কোন আইনে অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং সেই সাথে ভ্রাম্যমাণ আদালত সম্পর্কিত আইনের অধিক্ষেত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং ভূমি ও আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে।]^{৯৯}

৩৫। জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনে জনস্বার্থে এ নীতিমালার যে কোন ধারা/উপ-ধারা সংশোধন কিংবা পরিবর্তন করতে পারবে।

[যদি মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত সদস্যদের তালিকা পাওয়া না যায়, সংশ্লিষ্ট কমিটি উদ্বর্তন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে তার প্রাথমিক কার্যাবলি চালিয়ে যেতে পারবে।]^{১০০}

^{৯৯} প্রস্তাবিত
^{১০০} প্রস্তাবিত

অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী

ভূমি এবং মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ও সুদৃঢ়। বাংলাদেশের মত একটি দেশে যেখানে মানুষ এবং ভূমির অনুপাত খুব কম সেখানে এ সম্পর্ক আরও গভীর। একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশে সকল প্রকারের ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের উপর দেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন নির্ভরশীল। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট খাসজমির পরিমাণ ৫০ লক্ষ একরের বেশি যার মধ্যে ২৬ লক্ষ একরই অকৃষি খাসজমি। বিপুল পরিমাণ অকৃষি খাসজমির যথাযথ ব্যবহার দেশের শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য, আবাসন ইত্যাদি ক্ষেত্রের সমস্যা দূর করে উন্মোচন করতে পারে উন্নয়নের এক নতুন দিগন্ত। ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনে অকৃষি খাসজমির ধারণা থাকলেও পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে বিভিন্ন বিধিবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়েছে। এর ফলে ১৯৯৫ সালে অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। এ নীতিমালা প্রবর্তনের ১৭ বছর পেরিয়ে গেলেও অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত সফলতা এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে। এ নীতিমালার অন্তর্নিহিত সমস্যাই অকৃষি খাসজমি বিতরণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সবচেয়ে বড় বাঁধ। সামাজিক বৈষম্য প্রশমিতকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি উদ্দেশ্যে অকৃষি খাসজমির বিতরণ এবং ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া অদক্ষতা এবং অব্যবস্থাপনার কারণে সমালোচিত হয়েছে।

এ নীতিমালাটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে নীতিমালাটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় সহায়ক নয়। এ নীতিমালার মাধ্যমে অকৃষি খাসজমি নথিভুক্তকরণ, পুনরুদ্ধার এবং বিতরণ এর ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত প্রতিবন্ধকতাগুলো লক্ষ্য করা যায়:

- অকৃষি খাসজমি সনাক্তকরণ ও পুনরুদ্ধারকরণ প্রক্রিয়া দৃঢ়ভাবে এ নীতিমালার আওতায় আনা হয়নি।
- সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে এ প্রকারের জমির নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়া এ নীতিমালার আওতায় আনা হয়নি।
- সুসংগঠিত কমিটির মাধ্যমে অকৃষি খাসজমির বিতরণ প্রক্রিয়া এ নীতিমালায় অনুপস্থিত।
- সুসংগঠিত কমিটির মাধ্যমে অকৃষি খাসজমির যথাযথ মূল্য নির্ধারণ করার প্রক্রিয়া এ নীতিমালার আওতায় আনা হয়নি।
- পরিবেশগত বিষয়াদি বিবেচনা করে ভূমির যুগোপযোগী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এ নীতিমালার আওতায় আনা হয়নি।

উপরোক্ত সমস্যাসমূহ বিবেচনায় রেখে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় এ নীতিমালা পর্যালোচনা করা হয়েছে যেখানে দীর্ঘসূত্রিতা, প্রশাসনিক জটিলতা এবং অন্যান্য সমস্যাগুলো দূরীকরণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এলক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে একটি দক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো, উন্নত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং সহজ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন স্তরের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় করা হয়েছে। এ নীতিমালার সমস্যা দূরীকরণে নিম্নবর্ণিত সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়েছে:

- সুসংগঠিত কমিটির মাধ্যমে অকৃষি খাসজমি সনাক্তকরণ, পুনরুদ্ধারকরণ।
- সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে এ প্রকারের জমির নথিভুক্তকরণ।
- সুসংগঠিত কমিটির মাধ্যমে অকৃষি খাসজমির বিতরণ নিশ্চিতকরণ।

- সুসংগঠিত কমিটির মাধ্যমে অকৃষি খাসজমির যথাযথ মূল্য নির্ধারণ ।
- পরিবেশগত বিষয়াদি বিবেচনা করে ভূমির যুগোপযোগী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ।

উপরোক্ত সুপারিশসহ প্রদত্ত সকল সুপারিশ অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের জন্যে প্রস্তাবিত নীতিমালাটি প্রণয়ন করা আবশ্যিক, অন্যথায় দেশের এ বিপুল সম্পদ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পরিবর্তে প্রভাবশালী ভূমি দস্যুদের সম্পদে পরিণত হবে, আর আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দিনের পর দিন বাড়তেই থাকবে ।

অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা

১। ভূমিকা

[ভূমি মন্ত্রণালয় কৃষি এবং অকৃষি উভয় খাসজমিই দেখাশোনা করেন। কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সংক্রান্ত একটি নীতিমালা ১৯৮৭ সালে প্রণীত হয়েছিল। কিন্তু অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নীতিমালার অনুপস্থিতিতে অকৃষি খাসজমির বন্দোবস্ত প্রদান দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে। ফলে শহর/নগর অঞ্চলে অকৃষি খাসজমি কোন না কোনভাবে প্রভাবশালী মহলের অবৈধ দখলে চলে গেছে এবং তারা দখলের সমর্থনে জালিয়াতির মাধ্যমে জাল কাগজপত্র তৈরি করে আদালত থেকে ডিক্রী লাভ করেছে বা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর, অকৃষি খাসজমি নীতিমালা ১৯৯৫ সালে প্রণীত হয়েছিল। এ নীতিমালার বিধান অনুসরণ করে স্থানীয় ভূমি কর্মকর্তা অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সংক্রান্ত বিষয় সুরাহা করার চেষ্টা করতেন। এটা কার্যকর থাকার সময়ে, এ নীতিমালায় বেশকিছু ত্রুটি চিহ্নিত করা হয়েছিল। কয়েক বছর পর সরকার খাসজমি বন্দোবস্তের ধারণা পরিত্যাগ করেন। এর ফলে, একটি অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত ভূমি কর্মকর্তাদের পরোক্ষ সমর্থনে ভূমিদস্যুরা অকৃষি খাসজমি দখলে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। এ পটভূমির আলোকে, একটি নতুন নীতিমালা তৈরি করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। নতুন নীতিমালাটি অকৃষি খাসজমির সনাক্তকরণ, পুনরুদ্ধার, বিতরণ, এবং বন্দোবস্তের জন্য বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে একটি নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে।]

২। সংজ্ঞা

(ক) অকৃষি খাসজমি: [খাসজমি যা কৃষি জমি নয় তাদের অবস্থান নির্বিশেষে অকৃষি খাসজমি হিসেবে গণ্য হবে।]

(খ) [উপজেলা] সদর: যেক্ষেত্রে [উপজেলা]র মধ্যে পৌরসভা অবস্থিত সে সকল থানার অঞ্চলসমূহ [উপজেলা] সদর অঞ্চল হিসেবে এবং অন্যান্য থানা অঞ্চলের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিভাগীয় কমিশনারদের লিখিত পূর্বানুমোদনক্রমে চিহ্নিত এলাকাকে [উপজেলা] সদর এলাকা হিসেবে গণ্য করা হবে। জেলা প্রশাসকগণ এ নীতিমালা জারির তারিখ থেকে ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে পৌরসভা নাই এমন সকল [উপজেলা] সদরের সীমানা চিহ্নিতকরণের কার্য সম্পাদন করবেন। যদি ভবিষ্যতে কোন [উপজেলা] সদরে পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত করা হয় তাহলে পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তারিখ থেকে পৌরসভা এলাকাকেই ঐ থানার উপজেলা সদর হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

(গ) বাজার দর: [বন্দোবস্তের জন্য অকৃষি খাসজমির মূল্য বাজার দরের ভিত্তিতে যথাযথ মূল্য নিরূপণের নিমিত্তে গঠিত একটি পৃথক কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হবে।]

৯৯ প্রস্তাবিত

১০০ প্রস্তাবিত

১০১ “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১০২ “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১০৩ “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১০৪ “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১০৫ “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১০৬ “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১০৭ প্রস্তাবিত

৩। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অকৃষি খাসজমির বন্দোবস্তের জন্য নীতিমালা

- (ক) [সরকারি প্রয়োজনের ভিত্তিতে সরকারি দপ্তর বা সংস্থার পক্ষে অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তকরণ করা যেতে পারে তবে শর্ত থাকে যে, কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত জমির যথাযথ মূল্য প্রদান করা হবে।]^{১০}
- (খ) সর্বোচ্চ ১.০ একর এবং ৩.০ একর খাসজমি যথাক্রমে মহানগর এলাকায় এবং জেলা ও উপজেলা সদরে সমবায় সমিতির পক্ষে বরাদ্দ করা যেতে পারে, যা অন্তত ৩০ (ত্রিশ) জন [প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা]^{১১} নিয়ে বহুতল আবাসিক ভবন (ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) তলা ভবন) নির্মাণের জন্যে গঠিত হয়েছে। কোন মুক্তিযোদ্ধাই যিনি জেলা বা মহানগর এলাকায় বাড়ি নির্মাণের জন্য উপযুক্ত জমির মালিক তিনি সমবায় সমিতির সদস্য হতে পারবেন না। বহুতল ভবনের নির্মাণের উদ্দেশ্যে, সমবায় সমিতিটির প্রতি ২ (দুই) জন সদস্যের প্রতি ০.২৫ একর (২.৫ শতাংশ) বিবেচনায় রেখে খাসজমি নির্ধারণ এবং বরাদ্দ করা হবে। এ ধরনের বরাদ্দে বিধি অনুসারে নির্ধারিত সেলামী পুনরুদ্ধার করা হবে এবং এক্ষেত্রে সরকার প্রধানের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। [সেই জমিতে নতুন কাঠামো উল্লেখভাবে নির্মাণ করা হবে।]^{১২}
- (গ) অকৃষি খাসজমি মহানগর ও জেলা শহর এলাকার বাইরে দুধ খামার, হাঁস-মুরগির খামার প্রতিষ্ঠার জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে এ প্রকল্পটি অবশ্যই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। দুধ খামারের জন্য সর্বোচ্চ ৫.০ একর এবং হাঁস-মুরগির খামারের জন্য সর্বোচ্চ ২.০ একর বরাদ্দ করা যেতে পারে। প্রাথমিকভাবে এ বরাদ্দ ১০ (দশ) বছরের জন্যে হতে পারে। যদি প্রকল্প পরিকল্পনা অনুসারে প্রথম ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা যায় এবং যদি সব শর্ত যথাযথভাবে পূরণ হয়, তাহলে প্রশাসনের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে ঐরূপ জমির বরাদ্দ একটি দীর্ঘ সময়ের জন্যে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। কিন্তু যদি প্রথম ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা না যায়, অথবা যদি এটি পরিত্যক্ত করা হয়, অথবা যদি বরাদ্দের শর্তসমূহ যথাযথভাবে পালিত না হয়, তাহলে বন্দোবস্ত যে কোন সময় বাতিল করার শর্ত চুক্তিপত্রে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যদি কোন ব্যক্তি নিজের জমিতে হাঁস-মুরগির অথবা দুধ খামার প্রতিষ্ঠা করে, তাহলে তিনি তার জমি সংলগ্ন অকৃষি খাসজমি বরাদ্দ পাবেন, কিন্তু এক্ষেত্রে উপরোক্ত বিধির সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করতে হবে।
- (ঘ) মহানগর এলাকার বাইরে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বা যৌথ উদ্যোক্তাদের পক্ষে বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে জমির এলাকা অনুমোদিত প্রকল্পের অনুপাত অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। কিন্তু মহানগর এলাকায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি আন্তর্জাতিক মানের (তিন তারকা অথবা অধিক) হোটেল / মোটেল প্রতিষ্ঠার জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে।
- (ঙ) অভিবাসী বাংলাদেশীদের মহানগর এলাকায় ০.১০ একর এবং অনধিক ৩ একর জমি জেলা সদর এলাকায় নিবন্ধিত সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে বহুতল ভবন [অন্তত ৫ (পাঁচ) তলা ভবন] নির্মাণের উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে জমির পূর্ণ মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করতে হবে। প্রতি পরিবারের শুধু একজন সদস্য উক্ত বরাদ্দের জন্য যোগ্য হবে। [****]^{১৩}।

^{১০} প্রস্তাবিত

^{১১} “সরকারি, আধা সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী বা কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত” শব্দগুলোর পরিবর্তে “প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{১২} প্রস্তাবিত

^{১৩} “বহুতল বিশিষ্ট ভবনের জন্য সমবায়ের প্রতি ২ (দুই) জন সদস্যের জন্য ০.০২৫ একর (২.৫ শতাংশ) হিসেবে জমির পরিমাণ নির্ধারণ করে বন্দোবস্ত দেয়া হবে” বাক্যটি বাদ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

- (চ) যদি একজন আবেদনকারী নগরায়ণের বাইরে শিল্প-কারখানা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমির ৩/৪ অংশ ব্যবস্থা করতে পারে, সংলগ্ন জমির ১/৪ অংশ [কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে]^{৯০} বরাদ্দ করা যেতে পারে।
- (ছ) [অকৃষি খাসজমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। নির্ধারিত মূল্যের ১০% -এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে। উল্লম্ব বিস্তারের জন্য কোন সুযোগ না থাকলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জমি পাবে।]^{৯১}
- (জ) যদি সংশ্লিষ্ট অকৃষি খাসজমি কোন সরকারি উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় না হয়, তাহলে জমির পরিস্থিতি বিবেচনা করে, এটা প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত ও আইনগতভাবে অপুনর্বাসিত ব্যক্তিগণকে বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। জমির এলাকা ০.০৫ একর অতিক্রম করবে না। কিন্তু এ ধরনের বরাদ্দ নারায়ণগঞ্জসহ ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকায় প্রযোজ্য হবে না।
- (ঝ) অকৃষি খাসজমির বরাদ্দ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কবি, লেখক এবং জাতীয় পর্যায়ে নিজ অবদানের জন্য বিশেষভাবে স্বীকৃত ব্যক্তির বরাবরে করা যেতে পারে। সরকার প্রধানের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে [কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে]^{৯২} মহানগর এলাকায় ০.০৫ একর এবং মহানগর এলাকার বাইরে ০.০৮ একর জমি বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে [এ শর্ত সাপেক্ষে যে, ঐরূপ জমি তার নিজ অথবা স্ত্রীর, অথবা নির্ভরশীল সন্তানের নামে নেই। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কবি, লেখকদের অবদানের জন্য জাতীয়ভাবে স্বীকৃত ব্যক্তির সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করা হবে। এ শ্রেণির ব্যক্তি যদি জাতীয় পুরস্কার, যেমন: একুশে পদক, স্বাধীনতা পদক, বাংলা একাডেমি ইত্যাদি পুরস্কারপ্রাপ্ত হন তাহলে তারা বরাদ্দের জন্য যোগ্য হবেন / বরাদ্দের জন্য যোগ্য হিসেবে নির্বাচিত হবেন।]^{৯৩}

৪। বন্দোবস্ত কার্যক্রম

- (ক) মহানগর এলাকায়, যদি নিলামের মাধ্যম ছাড়াই বরাদ্দ দেয়া হয় তাহলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার প্রধানের পূর্ব অনুমোদন নিতে হবে।
- (খ) জেলা শহরে ০.০৮ একর (৮ শতাংশ) অথবা তার অধিক, [উপজেলা]^{৯৪} সদরে ০.১৬ একর (১৬ শতাংশ) অথবা তার অধিক, [অন্যান্য পৌর বা শহর এলাকায়]^{৯৫} ০.৩০ একর (৩০ শতাংশ) অথবা এ সীমার অতিরিক্ত জমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে অনুমোদন [ভূমি মন্ত্রণালয়]^{৯৬} থেকে দেয়া হবে। [পূর্ববর্ণিত অঞ্চলের ভূমিহীনদের ক্ষেত্রে, বন্দোবস্তের বিষয়সমূহ বিভাগীয় কমিশনার পর্যায়ে চূড়ান্ত করা হবে।]^{৯৭}
- (গ) সকল ক্ষেত্রেই জেলা প্রশাসক প্রার্থীত জমির সেলামী নির্ধারণ করতঃ কেস রেকর্ড সৃজনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে বন্দোবস্ত প্রস্তাব প্রেরণ করবেন।

৫। কমিটি গঠন

- (ক) জাতীয় অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা কমিটি

^{৯০} “বাজার দর” শব্দটির পরিবর্তে “কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য” শব্দগুলো প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{৯১} প্রস্তাবিত

^{৯২} “বাজার দর” শব্দটির পরিবর্তে “কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য” শব্দগুলো প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{৯৩} প্রস্তাবিত

^{৯৪} “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{৯৫} প্রস্তাবিত

^{৯৬} “ভূমি সংস্কার বোর্ড” শব্দটির পরিবর্তে “ভূমি মন্ত্রণালয়” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{৯৭} প্রস্তাবিত

(১) সভাপতি

মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়

(২) সহসভাপতি

প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়

(০৩-০৯) সদস্যবৃন্দ

সাতটি বিভাগ থেকে ৭ (সাত) জন সংসদ সদস্য (মাননীয় স্পিকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত হবেন)।

(১০) একজন মহিলা সংসদ সদস্য (সংসদের মাননীয় স্পিকার কর্তৃক মনোনীত হবেন)।

(১১) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

(১২) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

(১৩) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

(১৪) সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

(১৫) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

(১৬) চেয়ারম্যান, রাজউক।

(১৭) চেয়ারম্যান, সিডিএ।

(১৮) চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড।

(১৯) চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার কমিশন।

(২০) মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর।

(২১) সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

(২২) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

(২৩) একজন এনজিও প্রতিনিধি (ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত হবেন)।

(২৪) মুক্তিযোদ্ধাদের একজন প্রতিনিধি (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত হবেন)।

(২৫) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত এফবিসিসিআই এর একজন প্রতিনিধি।

সদস্য-সচিব

(২৬) যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়।

জাতীয় কমিটির কার্যাবলী:

(১) অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সেই সাথে অবৈধ দখলকারীদের হাত থেকে অকৃষি খাসজমি পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।

(২) অকৃষি খাসজমি বিতরণ ও ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি মূল্যায়ন।

(৩) অকৃষি খাসজমি বিতরণ ও বন্দোবস্ত থেকে উদ্ভূত সমস্যার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন।

(৪) প্রতি ৪ (চার) মাসে অন্তত একবার বৈঠক করা।

(৫) সভাপতিসহ ৯ (নয়) জন সদস্যদের দ্বারা কমিটির সভার জন্য একটি কোরাম গঠন করা।

(খ) জেলা অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা কমিটি:

(১) সভাপতি

সভাপতি/প্রশাসক, জেলা পরিষদ

(২) সহসভাপতি

জেলা প্রশাসক

সদস্যবৃন্দ

(৩) পুলিশ সুপার।

(৪) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

(৫) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, যদি থাকে।

(৬) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ।

(৭) বিভাগীয় পরিবেশ কর্মকর্তা।

(৮) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি।

(৯) জাতীয় মহিলা পরিষদ থেকে একজন প্রতিনিধি।

(১০) জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করে এমন এনজিও থেকে একজন প্রতিনিধি।

(১১) মুক্তিযোদ্ধাদের থেকে একজন প্রতিনিধি।

সদস্য-সচিব

(১৩) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর।

জেলা কমিটির কার্যাবলী:

(১) অকৃষি খাসজমি বিতরণের বিধি/নীতিমালা প্রকাশ।

(২) যোগ্য আবেদনকারীদের মধ্যে অকৃষি খাসজমি বিতরণের জন্যে উপজেলা কমিটির প্রস্তাব অনুমোদন এবং উপজেলা কমিটির কার্যক্রম নিরীক্ষা ও তত্ত্বাবধান।

(৩) উপজেলা কমিটি কর্তৃক কৃত কোন অনিয়মের তদন্ত করা ও আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৪) উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আবেদন শুন্য।

(৫) প্রতি ২ (দুই) মাসে অন্তত ১ (এক) বার বৈঠক করা এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন জমা দেয়া।

(৬) সভাপতিসহ ৫ (পাঁচ) জন সদস্যদের দ্বারা কমিটির সভার জন্য একটি কোরাম গঠন করা।

(গ) উপজেলা অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা কমিটি:

সংসদ সদস্য এ কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন।

(১) সভাপতি

চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ

(২) সহসভাপতি

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

সদস্যবৃন্দ

(৩) উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি।

(৪) উপজেলা সমবায় অফিসার।

(৫) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা পুলিশ স্টেশন।

(৬) নারী ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ।

(৭) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা।

(৮) পৌরসভা মেয়র/মেয়রবৃন্দ।

- (৯) জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করে এমন এনজিও থেকে একজন প্রতিনিধি, (যদি থাকে)।
- (১০) উপজেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা।
- (১১) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা।
- (১২) মুক্তিযোদ্ধাদের থেকে একজন প্রতিনিধি, (যদি থাকে)।

সদস্য-সচিব

- (১৩) সহকারী কমিশনার (ভূমি)।

উপজেলা কমিটির কার্যাবলী:

- (১) বন্দোবস্তের জন্যে অকৃষি খাসজমি সনাক্তকরণ এবং উদ্ধারকরণ।
- (২) উদ্ধারকৃত অকৃষি খাসজমি বিতরণের সুবিধার্থে ক্ষুদ্র জমিখন্ডে বিভক্তিকরণ।
- (৩) অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের জন্যে সরকারি নীতিমালার ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- (৪) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে আবেদনপত্র আহ্বান।
- (৫) প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাছাই, এবং সংক্ষিপ্ত/অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতকরণ।
- (৬) নির্বাচিত আবেদনকারীদের মধ্যে প্লট বরাদ্দ প্রদানের সুপারিশ করা।
- (৭) জমির বন্দোবস্তপ্রাপ্তদেরকে দখল প্রদান নিশ্চিতকরণ।
- (৮) বন্দোবস্ত প্রাপক কর্তৃক বন্দোবস্তের শর্তাবলী প্রতিপালন তদারকিকরণ।
- (৯) বন্দোবস্তের শর্তাবলী লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে জেলা প্রশাসকের নিকট সুপারিশকরণ।
- (১০) প্রতি ২ (দুই) মাসে একবার বৈঠক করা।
- (১১) সভাপতিসহ ৫ (পাঁচ) জন সদস্যদের দ্বারা কমিটির সভার জন্য একটি কোরাম গঠন করা।^{৬১}

৬। [আইনের প্রাধান্য

নীতিমালায় উল্লেখিত কমিটি সম্ভাব্য সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে গঠিত হবে। একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনে বিলম্বের ক্ষেত্রে, উপজেলা কমিটি তার প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করতে পারবে কিন্তু বন্দোবস্তের প্রস্তাব পূর্ণাঙ্গ কমিটির নিকট উপস্থাপন করতে হবে।^{৬২}

^{৬১} প্রস্তাবিত

^{৬২} প্রস্তাবিত

৭। [আবেদনকারীদের নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে কার্যক্রম

- (ক) আবেদনকারীগণ নির্ধারিত ফরমে উপজেলা কমিটির সদস্য সচিব ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কাছে আবেদন করবে এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) কার্যালয়ে জমা দিবে। উক্ত কার্যালয় আবেদনকারীদের আবেদনের রশিদ প্রদান করবেন এবং যথা সময়ে তা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।
- (খ) সদস্য-সচিব ইউনিয়ন ভিত্তিক আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করবে এবং যোগ্য আবেদনকারীদের তালিকার সাথে অযোগ্য আবেদনের (যদি থাকে) তালিকা প্রত্যাখ্যানের কারণসহ প্রকাশ করবেন।
- (গ) উপজেলা কমিটি সঙ্গত যাচাই-বাছাইয়ের পরে আবেদনকারীদের নির্বাচিত করবেন। কমিটি আবেদনপত্র পর্যালোচনাকালে আবেদনকারীদের ডাকতে পারবে।
- (ঘ) প্রাথমিক নির্বাচনের পরে, কমিটি এলাকা পরিদর্শন করবে এবং নির্বাচন চূড়ান্ত করবে। আবেদনকারীগণ তাদের পরিচিতি এবং ঠিকানার প্রমাণ হিসেবে জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি জমা দিবে।
- (ঙ) একটি যৌথ পরিবারের একাধিক সদস্যকে ভূমি দেয়া যাবে না এবং এটা স্বামী এবং স্ত্রীর যৌথ নামে দেয়া হবে।
- (চ) আবেদনকারীকে জমির প্রাপ্যতা বিবেচনায় ইতঃপূর্বে উল্লেখিত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অধিক জমি বরাদ্দ করা যাবে না।
- (ছ) বন্দোবস্ত দেয়া জমি বন্দোবস্তের ১৫ (পনের) বছরের মধ্যে উত্তরাধিকার ছাড়া অন্য কারো কাছে অন্য কোন উপায়ে কেউ হস্তান্তর করতে পারবে না।
- (জ) বন্দোবস্তের পরে, যদি বরাদ্দ গ্রহীতার বিরুদ্ধে বন্দোবস্তের শর্তাবলী ভঙ্গের কারণে অথবা জমি সংক্রান্ত কোন আইন / অধ্যাদেশ বা আদেশ ভঙ্গের কারণে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়, তার বরাদ্দ কেন বাতিল করা হবে না এ মর্মে বরাদ্দ গ্রহীতাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ দেয়া হবে। নোটিশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সন্তোষজনক কারণের অনুপস্থিতিতে অনুচ্ছেদ ৯ এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী বরাদ্দ বাতিল করা হবে।
- (ঝ) উপজেলা কমিটি দ্বারা সংঘটিত কোন অনিয়মের বিরুদ্ধে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে জেলা কমিটির বরাবরে আপত্তি উত্থাপন করা যাবে। জেলা কমিটি অভিযোগ তদন্ত করবেন, এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন যা বন্দোবস্ত বাতিলকরণ পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে।
- (ঞ) জেলা কমিটির বিরুদ্ধে আপত্তি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জাতীয় কমিটির বরাবরে উত্থাপন করা যেতে পারে এবং জাতীয় কমিটি ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে অভিযোগ নির্ধারণ করবেন এবং এ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।^{৯৯}

৮। [বিবিধ

- (ক) যোগ্য আবেদনকারীগণের মধ্যে অকৃষি খাসজমি বিতরণের নোটিশ সকল সরকারি-আধা সরকারি সেই সাথে বেসরকারি অফিসে এবং ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদের নোটিশ বোর্ডে লটকিয়ে দিতে হবে।
- (খ) উপজেলা কমিটির সকল সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হবে। কোন অসম্মতির ক্ষেত্রে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। সমান ভোটের ক্ষেত্রে, সভাপতির নির্ণায়ক (কাস্টিং) ভোট থাকবে।

^{৯৯} প্রস্তাবিত

- (গ) ভূমিহীন ব্যক্তিদের নির্বাচন এবং তালিকা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সার্বিক সতর্কতা এবং কঠোর নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। ভূমিহীন ব্যক্তিদের নির্বাচন এবং তালিকা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যাপক বিবেচনা করার ক্ষমতা প্রশমিত করতে পদক্ষেপ গৃহীত হবে।
- (ঘ) বন্দোবস্তের পরে, যদি বরাদ্দ গ্রহীতার বিরুদ্ধে বন্দোবস্তের শর্তাবলী ভঙ্গের কারণে অথবা জমি সংক্রান্ত কোন আইন/অধ্যাদেশ বা আদেশ ভঙ্গের কারণে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়, তার বরাদ্দ কেন বাতিল করা হবে না এ মর্মে বরাদ্দ গ্রহীতাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ দেয়া হবে। নোটিশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সন্তোষজনক কারণের অনুপস্থিতিতে বরাদ্দ বাতিল করা হবে।
- (ঙ) বনভূমি এবং চিংড়ি ও লবণ চাষের জন্য উপযুক্ত হিসেবে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত খাসজমি এ নীতির আওতায় বরাদ্দ দেয়া হবে না।
- (চ) অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তির জন্য গঠিত সকল কমিটি তাদের পারস্পরিক সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে।
- (ছ) প্রয়োজনানুসারে, জাতীয় অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি এ নীতির কোন বিধান সংশোধন বা পরিবর্তন করতে পারবেন।^{১০}

^{১০} প্রস্তাবিত

চরের জমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন

২০১১ সালের আদমশুমারীর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০১৫ জন লোক বাস করে। জনসংখ্যার তুলনায় ভূমির পরিমাণ খুবই অপ্রতুল। জনবহুল এ দেশের ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের মধ্যে ছোট-বড় প্রায় ৩১০টি নদী রয়েছে। নদী বিধৌত এদেশের বিশাল এলাকা প্রতিনিয়তই সিকস্তি^{১১} ও পয়োস্তি^{১২} প্রক্রিয়ার শিকার। ফলে একদিকে ব্যাপকহারে নদী ভাঙ্গন হয় অন্যদিকে নতুন নতুন চরের সৃষ্টি হয়। নদীমাতৃক বাংলাদেশের মোট আয়তনের ১.২% চর এলাকা, যার আয়তন প্রায় ১,৭২৩ বর্গকিলোমিটার। দেশের প্রায় ৩২টি জেলার শতাধিক উপজেলার অংশবিশেষ চরাঞ্চল। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৫%, অর্থাৎ প্রায় ৭৫ লক্ষ মানুষ চরাঞ্চলে বসবাস করে; যাদের মধ্যে ৮০%-ই দরিদ্র।

বর্তমান বাংলাদেশে চরের জমি বিষয়ক প্রচলিত আইন হল ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাস্বত্ব আইনের ধারা ৮৬ এবং ধারা ৮৭। অন্যান্য শ্রেণীর খাসজমির জন্য পৃথক নীতিমালা থাকলেও চরের জমি সংক্রান্ত কোন আলাদা নীতিমালা নেই। বিলীন হওয়া ভূমি পুনরায় মূল মালিকের নিকট ন্যস্ত হওয়ার জন্য ৩০ (ত্রিশ) বছরের মধ্যে জেগে উঠার যে সময় নির্ধারণ করা আছে তা অত্যন্ত দীর্ঘ। এই সময়ের মধ্যে ভূমি হারানো ব্যক্তির কোথাও পুনর্বাসনের কোন বিধান প্রচলিত আইনে রাখা হয়নি। নতুন জেগে ওঠা চরের দখল নিয়ে তা জনগণকে নোটিশের মাধ্যমে জানানোর বিধান থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জেলা প্রশাসন তা পালন করে না। নতুন জেগে ওঠা চরের জমি সরেজমিন পরিদর্শন করে (দিয়ারা) জরিপ করার বিধান রয়েছে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাস্তবে তা করা হয় না। চরের জমি বিতরণের ক্ষেত্রে ভূমিহীন পরিবার, বিধবা এবং স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের প্রাধান্য দেয়ার বিষয়ে প্রচলিত আইনে সুস্পষ্ট বিধান অনুপস্থিত।

এ পরিপ্রেক্ষিতে, সংবিধান এবং অন্যান্য প্রচলিত আইনের সাথে অসামঞ্জস্যতা, আইনের দ্ব্যর্থবোধকতা, প্রায়োগিক সমস্যা এবং দরিদ্রবান্ধব নীতির অনুপস্থিতির বিষয় বিবেচনায় রেখে চরের জমি সংক্রান্ত প্রচলিত আইনসমূহ পর্যালোচনা করে একটি পৃথক নীতিমালা প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত নীতিতে ভূমি জরিপ অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দিয়ারা জরিপ পরিচালনার বিধান রাখা হয়েছে। চরের জমি বন্দোবস্ত এবং ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় পর্যায়ে এবং জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে যেখানে নারী, ভূমিহীন কৃষক, এবং স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে। বন্দোবস্ত প্রদানের সময় ভূমিহীন পরিবার, বিধবা এবং স্বামী পরিত্যক্তা নারীকে প্রাধান্য দেয়ার কথা নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত ভূমি হস্তান্তরের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ভুলক্রমে কারো জমি চরের জমি হিসেবে খাসজমির তালিকায় রেকর্ড হয়ে গেলে সে বিষয়ে আপত্তি দায়েরের বিধান প্রস্তাবিত নীতিতে রাখা হয়েছে। বিলীন হওয়া ভূমি পুনরায় মূল মালিকের নিকট ন্যস্ত হওয়ার জন্য ৩০ (ত্রিশ) বছরের মধ্যে জেগে উঠার যে সময় নির্ধারণ করা আছে তার সংশোধন প্রস্তাব করে ২০ (বিশ) বছর করা হয়েছে এবং এই সময়ের মধ্যে ভূমি হারানো পরিবারগুলো “আদর্শ গ্রাম” প্রতিষ্ঠা করে সেখানে পুনর্বাসনের বিধান প্রস্তাবিত নীতিতে রাখা হয়েছে।

^{১১} সিকস্তি শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো ভাঙ্গা। যদি কোনো জমি/ভূমি ভেঙ্গে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় তবে তাকে সিকস্তি বলে।

^{১২} পয়োস্তি শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো সংযুক্ত বা একত্রীভূত হওয়া যাকে আইনী ভাষায় পয়োস্তি বলে। কোনো জমি সাগর বা নদীর গতিপথের পরিবর্তনের কারণে কিংবা নদীর পানি সরে যাওয়ার ফলে জেগে উঠলে অথবা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া জমি পুনরায় ভেসে উঠলে তাকে পয়োস্তি বলা হয়।

চরের জমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত প্রস্তাবিত নীতিমালা

১। ভূমিকা

বাংলাদেশ প্রধানত নদী বাহিত চর এবং বদ্বীপ সমভূমি। এসব নদ-নদী প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ টন পলিমাটি এবং কাদা বহন করে নিয়ে যায়। নদী বাহিত পলি এবং কাদা বহন করে নিয়ে যায়। নদী বাহিত পলি এবং কাদা আঁকাবাকা চলার পথে নদী গর্ভে জমাট বেধে নদীর মোহনায় বা সঙ্গমস্থলে নতুন চরের সৃষ্টি করে অথবা অবস্থিত ভূমির আয়তন বৃদ্ধি করে। দেশের মোট ভূমির শতকরা ১.২ ভাগ চরের জমি। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫ শতাংশ চরে বসবাস করে।

নদী ভাঙ্গনকে নদী তীরের মানুষের স্বাভাবিক নিয়তির অংশ মনে করা হয়। মাঝে মাঝে ইহা বারংবার ঘটে থাকে এবং ভয়ানক আকার ধারণ করে। প্রত্যেক বৎসর প্রায় দশ লক্ষ লোক ভাঙ্গনের কবলে পড়ে। যদি তাদের পুনর্বাসন করা না হয়, তাহলে এটা স্পষ্ট যে তারা পয়োস্তির (Alluvion) মাধ্যমে জমি ফেরত পাওয়ার প্রত্যাশায় নদীর তীরে বসবাস করতে বাধ্য হবে। খাদ্য, আশ্রয় এবং কর্মসংস্থান ব্যতীত বছরের পর বছর চরে বসবাস করা সম্ভবপর নয়। এ ধরনের অনিশ্চয়তার দরুন বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য এবং আশ্রয়ের খোঁজে অভিবাসনের উদ্ভব ঘটে।

ভূমি হলো উৎপাদনের মূল চাবিকাঠি এবং প্রভাবশালী হওয়ার অন্যতম উৎস। কিন্তু বর্তমানে এটার পরিমাণ অপ্রতুল। অধিকাংশ ভূমি অস্থিতিশীলতার মধ্যে রয়েছে যা জনজীবনকে আরো জটিল করে তুলছে। এর মূলে রয়েছে প্রতি বছর নদী বিধৌত এলাকায় সংঘটিত সিকন্তি এবং পয়োস্তি।

উল্লেখ্য যে, বর্ষা মৌসুমে নদী প্রচুর পলি নিয়ে আসে বলে চরের জমি কৃষি কাজের জন্য অত্যন্ত উর্বর। এ ধরনের জমি যদি সতর্কতার সাথে জরিপ করে ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা যায় তাহলে ভূমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এটা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক হবে। স্বচ্ছতা এবং অধিকারভিত্তিক চরের জমি ব্যবস্থাপনা-নীতির অভাব এবং প্রচলিত আইনে যথাযথ বিধান না থাকা চরের জমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে স্বচ্ছতার অভাব এবং সংশ্লিষ্ট ভূমি কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে।

বাস্তব সম্মত এবং স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ায় চরের জমি বিতরণ করলে তা ভূমিহীন দরিদ্রদের সম্পত্তির অধিকার রক্ষায় সহায়ক হবে। প্রতি বছর চর এলাকার জমি বন্দোবস্ত, চাষাবাদ এবং ফসল সংগ্রহ নিয়ে অনেক বিরোধের জন্ম হয়। প্রায়ই দেখা যায়, গরীব ভূমিহীন কৃষক ফসল ফলায় আর তা সংগ্রহ করে নিয়ে যায় স্থানীয় ভূমি দস্যু এবং প্রভাবশালীরা। এটাই আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভোগান্তির কারণ। ভূমি দখল নিয়ে দ্বন্দ্ব কলহের সৃষ্টি হয় এবং সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। চরের জমির যথাযথ ব্যবস্থাপনা চর এলাকার শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলমান ভূমি-বিরোধ ও নৈরাজ্যের অবসান ঘটবে। সেই সাথে দরিদ্র এবং ভূমিহীনদের সম্পত্তির অধিকার রক্ষা পাবে, চর এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে এবং পুরো প্রক্রিয়ার ভূমিহীন কৃষকদের অংশগ্রহণের ফলে স্বচ্ছতা এবং দক্ষতার সৃষ্টি হবে। এছাড়াও নিশ্চিতভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং দরিদ্রবান্ধব ও প্রান্তিক জনগণের জন্য সহায়ক চরের জমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হবে।

২। সংজ্ঞা

(ক) চরের জমি

১৯২০ সালের এ্যালুভিয়াল ল্যান্ডস অ্যাক্ট-এ চরের জমির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এটাতে বলা হয়েছে যে: চরের জমি বলতে এমন জমিকে বুঝাবে যা ১৮২৫ সালের বেঙ্গল এ্যালুভিয়ন অ্যান্ড ডিলুভিয়ন রেগুলেশন, ১৮৪৭ সালের বেঙ্গল

এ্যালুভিয়ন এ্যান্ড ডিলুভিয়ন এ্যাক্ট অথবা ১৮৬৮ সালের বেঙ্গল এ্যালুভিয়ন (এমেডমেন্ট) এ্যাক্ট-এ বর্ণিত উপায়ে সাগর অথবা নদীতে জেগে উঠেছে এবং ইহা “Reformation In Situ” (স্থানে পয়ত্তি) মতবাদকেও অন্তর্ভুক্ত করবে।

(খ) পয়ত্তি

পয়ত্তি ভূমি বলতে কোন জলরাশির তীরে ক্রমশ পলিমাটি জমে অথবা পানির স্তর কমে গিয়ে যে ভূমির সৃষ্টি হয় তাকে বুঝায়। এ ধরনের ভূমি চর হিসেবে বেশি পরিচিত। ১৯৫০ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৭ ধারায় এ সম্পর্কিত বিধান রয়েছে।

(গ) সিকত্তি

সিকত্তি বলতে কোন ভূমি ক্রমশ এবং ব্যাপকহারে নদী বা সাগর গর্ভে হারিয়ে যাওয়াকে বুঝায়। এ প্রক্রিয়া পয়ত্তি প্রক্রিয়ার ঠিক বিপরীত। ১৯৫০ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ধারায় এ সম্পর্কিত বিধান রয়েছে।

(ঘ) ভূমিহীন কৃষক

ভূমিহীন কৃষক তারা যাদের কোন বসতবাড়ি এবং কৃষি জমি নেই কিন্তু যারা কৃষির উপর নির্ভরশীল।

(ঙ) নদী ভাঙ্গন কবলিত পরিবার

নদী ভাঙ্গন বলতে নদীর পানির ধাক্কায় তীরের মাটি ক্রমশ পানিতে তলিয়ে যাওয়াকে বুঝায়। এ ধরনের ভাঙ্গনের ফলে জমি হারিয়ে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদেরকে নদী ভাঙ্গন কবলিত পরিবার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

৩। প্রবর্তন

(ক) সরকারি গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে এ নীতিমালা কার্যকর করা হবে।

(খ) চরের জমি সংক্রান্ত ইতঃপূর্বে জারীকৃত সকল আদেশ, প্রজ্ঞাপন, স্মারক অথবা নীতিমালা এ নীতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে রহিত হবে। এ নীতি কার্যকর হওয়ার পূর্বে প্রদানকৃত চরের জমি সম্পর্কিত সকল বন্দোবস্ত বহাল থাকবে এবং চলমান প্রক্রিয়াসমূহ সে অনুসারে সম্পন্ন করা হবে।

৪। চরের জমি চিহ্নিতকরণ

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর স্থানীয় জেলা প্রশাসন ও অন্যান্য রাজস্ব কর্মকর্তাদের সহায়তায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নদী বা সাগরে নবগঠিত চরের দিয়ারা জরিপ করবেন। দিয়ারা জরিপ করার সময় কর্মকর্তারা অস্থায়ী চরের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করবে।

অধস্তন অফিসসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সহায়তায় উপ-কমিশনার চরের জমির রেকর্ড হালনাগাদ করবেন এবং বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য চরের জমির তালিকা তৈরি করবেন।

৫। কমিটির গঠনপ্রণালী

চরের জমি সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণ, বন্টন এবং ভূমিহীনদের মঝে বন্দোবস্ত প্রদান এবং পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য চরের জমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হবে যা নিম্নলিখিত প্রতিনিধি এবং কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত হবে-

(ক) চরের জমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি:

(১) চেয়ারম্যান

মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়

(২) ভাইস-চেয়ারম্যান

প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়

(৩-১০) সদস্যগণ

দেশের সাতটি বিভাগীয় আসন থেকে জাতীয় সংসদের ৭ (সাত) জন সদস্য যাদের মধ্যে অন্তত ৩ (তিন) জন হবেন বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য (জাতীয় সংসদের স্পীকারের সাথে পরামর্শক্রমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কর্তৃক এসব সদস্য মনোনীত হবেন)।

(১১) জাতীয় সংসদের একজন মহিলা সদস্য (যিনি জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত হবেন)

(১২) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়

(১৩) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

(১৪) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

(১৫) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(১৬) সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১৭) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

(১৮) সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়

(১৯) চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড

(২০) চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড

(২১) মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

(২২-২৮) বিভাগীয় কমিশনারগণ

(২৯) এনজিও প্রতিনিধি (যিনি ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত হবেন)

(৩০-৩১) ভূমিহীন কৃষকদের সংগঠনসমূহ থেকে ২ (দুই) জন প্রতিনিধি (যারা প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শক্রমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত হবে)।

সদস্য-সচিব

(৩২) যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়

জাতীয় কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

- (১) চরের জমির দিয়ারা জরিপ কার্যক্রম মনিটর করা এবং এ নীতির যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা;
- (২) চরের জমি চিহ্নিতকরণ এবং উদ্ধার কার্যক্রম মূল্যায়ন করা;
- (৩) চরের জমি বণ্টন এবং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে চরের জমি উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;
- (৪) চরের জমি বণ্টন এবং ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের ক্রমোন্নতি মূল্যায়ন;
- (৫) চরের জমি বণ্টন এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে সিদ্ধান্ত প্রদান; এবং
- (৬) প্রতি ৪ (চার) মাসে অন্তত একবার বৈঠকে বসা।
- (৭) চেয়ারম্যানসহ ১০ (দশ) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে।

(খ) চরের জমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত জেলা কমিটি:

চেয়ারম্যান

(১) চেয়ারম্যান/প্রশাসন, জেলা পরিষদ

ভাইস-চেয়ারম্যান

(২) জেলা প্রশাসক

সদস্যগণ

(৩) আঞ্চলিক সেটেলমেন্ট অফিসার

(৪) পুলিশ সুপার

(৫) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)

(৬) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

(৭) জাতীয় মহিলা পরিষদের একজন প্রতিনিধি

(৯) ভূমিহীন কৃষকদের সংগঠনসমূহ থেকে একজন প্রতিনিধি (যিনি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে পরামর্শক্রমে জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত হবেন।

(১০-১১) নদী ভাঙ্গনে ভুক্তভোগীদের থেকে ২ (দুই) জন প্রতিনিধি যারা জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত হবেন।

(১২) ভূমি নিয়ে কাজ করে এমন কোন এনজিও থেকে একজন প্রতিনিধি যিনি জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত হবেন।

(১৩) মুক্তিযোদ্ধাদের একজন প্রতিনিধি যদি জেলা প্রশাসকের তথ্য অনুযায়ী থাকে, যিনি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত হবেন।

সদস্য-সচিব

(১৪) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর

ভূমি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সংসদ সদস্য জেলা কমিটির উপদেষ্টা হবেন। জেলা কমিটি প্রয়োজনবোধে কোন উপজেলা চেয়ারম্যানকে কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

জেলা কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

(১) জেলার সংশ্লিষ্টদের নিকট চরের জমি বণ্টন সংক্রান্ত বিধিমালা/নীতির প্রচার;

(২) চর এলাকার দিয়ারা জরিপ পরিচালনা এবং ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে যে সকল বাধা রয়েছে তা দূরীকরণে পরামর্শ প্রদান;

(৩) উপজেলা কমিটি কর্তৃক প্রেরিত বন্দোবস্তের প্রস্তাব অনুমোদন;

(৪) উপজেলা কমিটির কার্যক্রম বিশ্লেষণ এবং তদারকি;

(৫) চরের জমি বণ্টন প্রক্রিয়ার অনিয়ম দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৬) প্রতি ২ (দুই) মাসে অন্তত একবার বৈঠকে বসা এবং ভূমি মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে রিপোর্ট প্রদান; এবং

(৭) চেয়ারম্যানসহ ৫ (পাঁচ) জনের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হবে।

(গ) চরের জমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি:

চেয়ারম্যান

(১) চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ

ভাইস-চেয়ারম্যান

(২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও)

সদস্যগণ

- (৩) মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
- (৪) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা
- (৫) উপজেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা
- (৬) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
- (৭) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
- (৮) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা
- (৯) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ)
- (১০) নদী ভাঙ্গনে ভুক্তভোগীদের থেকে প্রতিনিধি (উপজেলা চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত হবেন)
- (১১) ভূমিহীন কৃষকদের সংগঠনসমূহ থেকে প্রতিনিধি (উপজেলা চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত হবেন)
- (১২) ভূমিহীন/নদী ভাঙ্গনের শিকার/চর এলাকার মানুষ নিয়ে কাজ করে কোন এনজিও থেকে একজন হবেন)
- (১৩) একজন সমাজকর্মী (যিনি উপজেলা চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত হবেন)

সদস্য-সচিব

- (১৪) সহকারী কমিশনার (ভূমি)
- (১৫) সংশ্লিষ্ট এলাকার একজন সংসদ সদস্য উপজেলা কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন।

উপজেলা কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

উপজেলা কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে-

- (ক) চরের জমি তথা জেগে উঠা জমির দিয়ারা জরিপ দ্রুত পরিচালনার নিমিত্তে পরামর্শ প্রদান করা;
- (খ) বন্দোবস্তের জন্য চরের জমি চিহ্নিত এবং বেদখল থেকে উদ্ধার করা;
- (গ) বন্দোবস্তযোগ্য চরের জমি বন্দোবস্ত প্রদান করার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- (ঘ) চরের জমি চিহ্নিত করার জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালানো;
- (ঙ) চরের জমি বন্দোবস্তের জন্য সমগ্র দেশব্যাপী প্রচারণা চালানো;
- (চ) স্থানীয় এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা;
- (ছ) দাখিল করা দরখাস্ত যাচাই বাছাই করে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করা;
- (জ) বাছাইকৃত দরখাস্তকারীদের অনুকূলে প্লট বরাদ্দ সুপারিশ করা;
- (ঝ) বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ব্যক্তির দখল অর্পণ নিশ্চিত করা;
- (ঞ) অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে চরের জমি উদ্ধার করা;
- (ট) চরের জমি বন্দোবস্তসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসককে সুপারিশ প্রদান করা;
- (ঠ) বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ বন্দোবস্তের শর্ত যথাযথভাবে পালন করছে কি না তা দেখভাল করা;
- (ড) প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্তত একবার বৈঠকে বসা এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত বৈঠক আহ্বান করা;
- (ঢ) চেয়ারম্যানসহ ৭ (সাত) জনের উপস্থিতিতে কোরাম নিশ্চিত করা।
- (ঘ) চরের জমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্তসংক্রান্ত ইউনিয়ন কমিটি:

চেয়ারম্যান

- (১) চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ

সদস্যবৃন্দ

- (২) সহকারী ভূমি অফিসার, ইউনিয়ন ভূমি অফিস
- (৩) একজন স্কুল শিক্ষক (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)
- (৪) একজন মহিলা ওয়ার্ড সদস্য (ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত)

সদস্য-সচিব

- (৫) ইউনিয়ন পরিষদের সচিব

ইউনিয়ন কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

ইউনিয়ন কমিটির নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পাদন করবে-

- (ক) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ভূমিহীন এবং নদী ভাঙ্গন কবলিত ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুত এবং হালনাগাদকরণ;
- (খ) চরের জমি বন্দোবস্ত প্রদান করার জন্য দরখাস্ত আহ্বান করার ক্ষেত্রে উপজেলা কমিটিকে সহায়তা করা;
- (গ) ভূমিহীন এবং নদী ভাঙ্গন কবলিত ব্যক্তিদের তালিকা উপজেলা কমিটির কাছে দাখিল করা;
- (ঘ) চরের জমি বন্দোবস্ত প্রদান এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন এবং উপজেলা কমিটি, জেলা কমিটি অথবা জাতীয় কমিটি প্রদত্ত যাবতীয় নির্দেশামালা অনুরসরণ করা;
- (ঙ) প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্তত একবার বৈঠকে বসা এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত বৈঠক আহ্বান করা;
- (চ) চেয়ারম্যানসহ ৩ (তিন) জনের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হবে।

৬। দরখাস্ত দাখিল এবং বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া

- (ক) জেলা পর্যায়ে চরের জমি চিহ্নিতকরণ, উদ্ধার, বণ্টন, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর তথ্য ব্যাংক থাকবে যা নিয়মিত হালনাগাদ করা হবে;
- (খ) চরের জমির তালিকা প্রকাশের ১ (এক) মাসের মধ্যে উপজেলা কমিটি আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করবে;
- (গ) নদী ভাঙ্গন কবলিত ভূমিহীন পরিবার বিশেষ করে যাদের কোন প্রকারের কোন ভূমি নাই; অথবা সেসব পরিবার যাদের কোন কৃষি জমি বা বসতবাড়ি নাই কিন্তু কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে; অথবা সেসব পরিবার যাদের সর্বোচ্চ ১০ (দশ) শতক পর্যন্ত ভূমি আছে কেবল তারাই চরের জমি বন্দোবস্তপ্রাপ্তির জন্য দরখাস্ত করতে পারবে।
- (ঘ) ভূমিহীন ব্যক্তির নির্দেশিত ফর্মে উপজেলা কমিটির সদস্য সচিব, সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর অফিস, ইউনিয়ন ভূমি অফিস (তহসিলদার) অথবা ইউনিয়ন পরিষদে দরখাস্ত করতে পারবে।
- (ঙ) দফা (ঘ)-তে উল্লিখিত যে কোন অফিসে দরখাস্ত দাখিল করার পর দরখাস্তকারীকে দরখাস্তের প্রমাণস্বরূপ একটি রশিদ দেয়া হবে এবং দরখাস্তটি ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে পাঠানো হবে। উল্লেখ্য থাকে যে, দরখাস্তকারী তার পরিচয় এবং ঠিকানা প্রমাণের জন্য দরখাস্তের সাথে তার জাতীয় পরিচয়পত্রের একটি ফটোকপি দাখিল করবে।
- (চ) সদস্য সচিব ইউনিয়নে ভিত্তিতে দরখাস্তগুলো যাচাই-বাছাই করে বৈধ দরখাস্তকারীদের একটি তালিকা প্রকাশ করবে এবং সেই সাথে সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক বাতিল দরখাস্তগুলো (যদি থাকে) আরেকটি তালিকা প্রকাশ করবে।

- (ছ) উপজেলা কমিটি দরখাস্ত যাচাই-বাছাইয়ের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে বৈঠকে করবে। দরখাস্ত যাচাই-বাছাইয়ের সময় কমিটি প্রয়োজনবোধে দরখাস্তকারীকে সশরীরে উপস্থিত থাকতে বলবে। প্রাথমিক বাছাইয়ের পর বাছাই চূড়ান্ত করার জন্য কমিটি সরেজমিন পরিদর্শন করবে।
- (জ) উপজেলা কমিটির সদস্য সচিব এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বন্দোবস্তের একটি কেইস রেকর্ড চালু করবে এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে প্রস্তাব পেশ করবে। প্রস্তাবটি গ্রহণ করার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তা জেলা প্রশাসকের কাছে প্রেরণ করবেন।
- (ঝ) জেলা প্রশাসক প্রস্তাবসহ কেইস রেকর্ড (Case Record) প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তা জেলা কমিটির কাছে দাখিল করবেন এবং জেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর তা সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর কাছে অনুমোদন প্রাপ্তির একটি অনুলিপিসহ প্রেরণ করবেন।
- (ঞ) প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ১ (এক) টাকার বিনিময়ে বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুকূলে একটি কবুলিয়ত সম্পাদন ও খতিয়ান চালু করবেন এবং সেই সাথে রেজিস্ট্রেশন ও দখল অর্পণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কবুলিয়তে অন্যান্য শর্তের সাথে এরূপ শর্ত আরোপ করা হবে যে, এ দলিল সম্পাদনের তারিখ থেকে আগামী ১৫ (পনের) বছর পর্যন্ত বন্দোবস্তকৃত ভূমি হস্তান্তর করা যাবে না। এ শর্ত ভঙ্গ করলে কবুলিয়ত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং বন্দোবস্তকৃত ভূমির মালিকানা খাসজমি হিসেবে সরকারের উপর ন্যস্ত হবে।
- (ট) যদি বন্দোবস্তপ্রাপ্ত দলিল সম্পাদনের তারিখ থেকে ১৫ (পনের) বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে তাহলে উক্ত ভূমি খাসজমি হিসেবে সরকারের কাছে ন্যস্ত হবে এবং ভূমি নতুন করে বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ অগ্রাধিকার পাবে। কিন্তু যদি বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ব্যক্তি দলিল সম্পাদনের তারিখ থেকে ১৫ (পনের) বছর পর মৃত্যুবরণ করে তাহলে উক্ত ভূমি উত্তরাধিকার আইনের বিধান অনুসারে তার উত্তরাধিকারীগণের কাছে ন্যস্ত হবে।
- (ঠ) যে কোন মৌজার চরের কৃষি জমি বিতরণ করার ক্ষেত্রে উক্ত মৌজার দরখাস্তকারীদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
- (ড) যদি কোন মৌজার চরের জমি উক্ত মৌজার দরখাস্তকারীদের মধ্যে বিতরণ করার পর কতিপয় ভূমি অবশিষ্ট থাকে তাহলে উক্ত ভূমি পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের দরখাস্তকারীদের মধ্যে এবং পরবর্তীকালে পার্শ্ববর্তী উপজেলার দরখাস্তকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।
- (ঢ) সংশ্লিষ্ট উপজেলার হাট-বাজারের দিন জনাকীর্ণ স্থানে মাইকিং করে ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা করা হবে।
- (ণ) জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং প্রচারপত্র, পোস্টার, পুস্তিকা ইত্যাদি বিতরণের মাধ্যমে জনসচেতনমূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- (ত) যে কোন পরিবারকে সর্বোচ্চ ১.০ (এক) একর পর্যন্ত ভূমি বরাদ্দ দেয়া হবে তবে পরিবারের আকার এবং ভূমির পর্যাণ্ডতা বিবেচনা করে তা ১.৫ (এক দশমিক পাঁচ) একর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হতে পারে।

- (খ) স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নাম ব্যতিরেকে কোন যৌথ পরিবারের একাধিক সদস্যের নামে ভূমি বন্দোবস্ত দেয়া হবে না।
- (দ) এ ধরনের বাছাই প্রক্রিয়ায় নদী ভাঙ্গন বা সিকস্তির শিকার, ভূমিহীন পরিবার, বিধবা এবং স্বামী পরিত্যক্তা মহিলারা অগ্রাধিকার পাবে।
- (ধ) তালিকাভুক্ত ভূমি নিয়ে কোন আপত্তি থাকলে তা তালিকা প্রকাশের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উত্থাপন করতে হবে। উপজেলা কমিটি স্থানীয় কমিটির (ইউনিয়ন কমিটি) বিরুদ্ধে আপত্তি শুনবে এবং শুনানীর মাধ্যমে ২০ (বিশ) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে এবং অতঃপর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবে।

৭। আপীল প্রক্রিয়া

- (ক) জেলা কমিটির নিকট আপীল দায়ের করা যাবে এবং পরবর্তী ২০ (বিশ) দিনের মধ্যে এটার উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। উপজেলা কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত কোন অনিয়মের বিরুদ্ধে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জেলা কমিটির কাছে আপত্তি দাখিল করা যাবে এবং জেলা কমিটি ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে শুনানির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।
- (খ) জেলা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জাতীয় কমিটির কাছে আপীল দায়ের করা যাবে এবং জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। জেলা কমিটি অভিযোগের তদন্ত করবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যা বন্দোবস্ত বাতিল পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে। জেলা কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৮। আইনের প্রাধান্য

এ নীতিতে উল্লেখিত কমিটিগুলো যত দ্রুত সম্ভব গঠন করতে হবে। পূর্ণ কমিটি গঠনে বিলম্ব হলে উপজেলা কমিটি ইহার প্রারম্ভিক কার্যক্রম শুরু করবে তবে বন্দোবস্তের প্রস্তাব পূর্ণ কমিটির কাছে দাখিল করতে হবে।

৯। বিবিধ

- (ক) সকল সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি অফিস এবং ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে ভূমিহীনদের মাঝে চরের জমি বিতরণের বিজ্ঞপ্তি লটকিয়ে দিতে হবে।
- (অ) উপজেলা কমিটির সকল সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হবে।
- (আ) কোন দ্বিমতের সৃষ্টি হলে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সিদ্ধান্ত হবে।
- (ই) ভোট সমান সমান হলে চেয়ারম্যান নির্ণায়ক (casting) ভোট প্রদান করবেন।
- (খ) অত্যন্ত শুদ্ধভাবে এবং চূড়ান্ত নিরপেক্ষতার সাথে ভূমিহীনদের বাছাই এবং তালিকা প্রস্তুত করা হবে। ভূমিহীনদের বাছাই এবং তালিকা প্রস্তুত প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যাপকভিত্তিক স্বচ্ছমূলক ক্ষমতার অবসান ঘটানো হবে।
- (গ) পয়গুস্তি ভূমিতে মালিকানা দাবি করার সময়সীমা হবে ২০ (বিশ) বৎসর। এ সময়ের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আদর্শ গ্রাম, গুচ্ছ গ্রাম অথবা অন্যান্য আশ্রয় কেন্দ্রে পুনর্বাসিত করা হবে।

- (ঘ) আদর্শ গ্রাম এবং অন্যান্য সরকারি উদ্দেশ্যে চিহ্নিত চরের জমি এ নীতির অধীনে বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে না।
- (ঙ) যদি কোন দরখাস্তকারী কোন ভুল তথ্য দিয়ে থাকে অথবা কোন তথ্য গোপন করে থাকে তাহলে তার দরখাস্ত তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে।
- (চ) দরখাস্ত বাতিলের সুনির্দিষ্ট কারণসমূহ রেকর্ড করা হবে এবং দরখাস্তকারীকে জানিয়ে দেয়া হবে।
- (ছ) বন্দোবস্ত প্রাপ্তির পর যদি কোন বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ব্যক্তি বন্দোবস্তের শর্ত অথবা অন্য কোন আইন/অধ্যাদেশ অথবা আদেশের বিধান ভঙ্গ করে তাহলে তার বন্দোবস্ত তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে।
- (জ) জেলা কমিটির অনুমোদন প্রাপ্তির পর উপজেলা কমিটি উক্ত ভূমিকে চরের জমি হিসেবে পুনঃনিশ্চিত করবে এবং চর খতিয়ানে ইহার রেকর্ড সংরক্ষণ করবে।
- (ঝ) যদি এ নীতির অধীনে বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে কোন গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক সমস্যার সৃষ্টির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিষয়টি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য সচিবকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন।
- (ঞ) সদস্য সচিব বিষয়টি কমিটির বৈঠকে উত্থাপন করবে।
- (ট) এক্ষেত্রে জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।
- (ঠ) যদি কোন সদস্য পর পর তিনটি বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন তাহলে তার সদস্যপদ বাতিলের জন্য এবং তার স্থলে নতুন নিয়োগ অথবা বাছাইয়ের জন্য বিষয়টি তার নিয়োগকারী অথবা বাছাইকারী কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা হবে।
- (ড) কোন সদস্যপদ শূন্য হলেও বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া চলমান রাখা যাবে।
- (ঢ) চরের কৃষি জমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্তের নিমিত্তে গঠিত সকল কমিটি তাদের পারস্পারিক সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে।
- (ণ) চরের কৃষি জমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনে এ নীতির যে কোন বিধান পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারবে।

চা বাগানের ভূমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন

বাংলাদেশে ১৮৪০ সালে চট্টগ্রামে প্রথম চা চাষ শুরু হয়। প্রথম চা চাষের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, এদেশের জলবায়ু চা চাষের জন্য খুবই উপযোগী। এরপর ১৮৫৪ সালে সিলেটের মালনিছড়াতে প্রথম চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভাবনাময় পণ্য হওয়ার কারণে ১৮৫৭ সালে ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে চা উৎপাদন শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১৬৩টি চা বাগান আছে যার আয়তন প্রায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৮২০ হেক্টর। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে বিশেষ করে সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বেশি চা উৎপন্ন হয়। বর্তমানে দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলাতেও চা চাষ হচ্ছে। বাংলাদেশের মোট জিডিপিতে চা বাগানের অবদান ০.৮১%। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ চা শিল্পের উপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল যার মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার শ্রমিক আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীভুক্ত। এই খাতে ১ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের সরাসরি কর্মসংস্থান হয়েছে যা মোট শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের ৩.৩%। চা রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রতিবছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

চা বাগান সম্পর্কিত আইনসমূহ তথা ১৯৭৭ সালের চা অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ সালের বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ ফাণ্ড অধ্যাদেশ এবং জাতীয় চা নীতিতে চাষের ভূমি নিয়ে তেমন কোন বিধান রাখা হয়নি। ভূমি মন্ত্রণালয় ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের অধীন চা চাষের ভূমি বন্দোবস্ত দিয়ে থাকে। কিন্তু পর্যালোচনা করে দেখা গেছে এ আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান (ভাগ-৪) বর্তমানে অকার্যকর। উল্লেখ্য যে, পরিবেশ, মৎস্য সম্পদ, পানি, জলমহাল, কৃষি খাসজমি, অকৃষি খাসজমি, চিংড়িমহাল, লবণমহাল ইত্যাদি বিষয়ে সরকারি নীতিমালা থাকলেও চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোন নীতিমালা নেই।

বর্তমানে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে চা বাগানের ভূমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়। কিন্তু বন্দোবস্তের মেয়াদান্তে তা নবায়ন করা হচ্ছে কি না সেটা তত্ত্বাবধান করা হয় না। ফলে বন্দোবস্তগ্রহীতা উক্ত ভূমির মালিক হিসেবে তা ভোগ করতে থাকে। একজন আবেদনকারী চা বাগান করার জন্য কতটুকু ভূমি বন্দোবস্ত পাবেন এ বিষয়ে কোন বিধান নেই। চা বাগানের সকল শ্রেণীর জমির একর প্রতি বার্ষিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হারে ইজারা মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে যা ২০১৫ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় এ পরিমাণ মূল্য খুবই নগণ্য। চা বাগানের জমির শ্রেণী নির্ধারণের ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয় না। অন্যান্য সমস্যাবলীর মধ্যে রয়েছে অন্য উদ্দেশ্যে চা বাগানের জমির ব্যবহার। অর্থাৎ ইজারাগ্রহীতার চা বাগানের জন্য ইজারা গ্রহণের পর অন্য চাষীদের নিকট উক্ত ভূমি সাব-লীজ দিয়ে দেয়। এতে ভূমিটি চা চাষের উপযোগীতা হারায়। চা বাগানের ভূমি উন্নয়ন করার হারও নির্দিষ্ট নয় যা অনেক জটিলতার সৃষ্টি করে। এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে চা বাগানের ভূমি ইজারা সংক্রান্ত পরিপত্রসমূহ, চা বাগান সংক্রান্ত আইনসমূহ পর্যালোচনা করে একটি দরিদ্রবান্ধব, নারীবান্ধব ও জনকল্যাণমুখী নীতি প্রস্তাব করা হয়েছে যেখানে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে জাতীয় কমিটি ও জেলা কমিটি গঠনের প্রস্তাবের পাশাপাশি উল্লিখিত জটিলতাসমূহসহ অন্যান্য জটিলতা নিরসনের জন্য বিধান অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রস্তাবিত নীতিটি বাস্তবায়িত হলে চা শিল্পের অভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহ আংশিক হলেও দূরীকরণ সম্ভব হবে।

চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত সম্পর্কিত প্রস্তাবিত নীতিমালা

১। ভূমিকা

বাংলাদেশের চা শিল্প শুধু প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেই সহায়তা করে না, ব্যাপক কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি করে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন পূরণেও চা শিল্প কার্যকর ভূমিকা পালন করে। প্রায় এক লক্ষ নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী যেখানে প্রায় ৪৯% মহিলা, এদের কর্মসংস্থান এবং এদের উপর নির্ভরশীল প্রায় চার লক্ষ মানুষের সামাজিক পুনর্বাসনে চা শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়াও চা শিল্পের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়াদি তথা চা রপ্তানি, কারখানায় উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ, স্থানীয় বাজার ব্যবস্থাপনা, যানবাহন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রায় সাত লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। চা শিল্প থেকে সরকার প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য হারে বিভিন্ন প্রকারের কর পেয়ে থাকে। এছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চা শিল্পে দায়বদ্ধ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। পাহাড়ি এলাকার মাটি সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন ও বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য রক্ষায় চা বাগান ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। সংশ্লিষ্ট এলাকার পাখি এবং অন্যান্য প্রাণীর জন্য নিরাপদ এবং অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে চা বাগান ভূমিকা রাখে।

চা বাগানের ভূমি বন্দোবস্ত এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জটিলতা রয়েছে। চা বাগানের ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান, বন্দোবস্তকৃত ভূমির নবায়ন এবং চা চাষের ভূমির ব্যবহার সমস্যাসংকুল ও জটিল। *চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা নেই।* ভূমি মন্ত্রণালয় জারীকৃত কতিপয় পরিপত্রের মাধ্যমে চা বাগানের ভূমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়ে থাকে। এ-প্রেক্ষিতে, চা বাগানের ভূমির যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি গণমুখী নীতিমালা প্রণয়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঐ নীতিমালার অধীনে, চা চাষের জন্য বন্দোবস্তযোগ্য জমি সেই সব সংশ্লিষ্ট জেলার উপযুক্ত দরখাস্তকারীদের জন্য নির্দিষ্ট করা হবে।

২। প্রবর্তন ও রহিতকরণ

- (ক) এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।
- (খ) চা বাগানের ভূমি ইজারা সংক্রান্ত ইতিপূর্বে জারীকৃত সকল আদেশ, প্রজ্ঞাপন, স্মারক, নীতিমালা এ নীতি কার্যকর হওয়ার পর রহিত হবে।
- (গ) এ নীতি কার্যকর হওয়ার পূর্বে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী প্রদত্ত চা বাগানের সকল বন্দোবস্ত এ নীতি কার্যকর হওয়ার পরেও বৈধ থাকবে।

৩। সংজ্ঞা

(ক) এস্টেট (Estate)

চা অধ্যাদেশের ২(ঘ) ধারার বিধান অনুসারে, এস্টেট বলতে একটি চা এস্টেটকে (Tea Estate) বুঝাবে এবং একটি চা বাগান বা চা বাগানের অংশকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

(খ) চা

১৯৭৭ সালের চা অধ্যাদেশে চা গাছের আইনি সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। উক্ত অধ্যাদেশের ২ (১) ধারা অনুসারে ‘চা’ হিসেবে পরিচিত ক্যামেলিয়া গাছের ক্যামেলিয়া সিনোসিস পাতা থেকে উৎপন্ন দ্রব্যকে চা বুঝাবে এবং তা উক্ত গাছের সবচেয়ে কচি পাতা এবং সবুজ চা কেও অন্তর্ভুক্ত করবে কিন্তু চা বর্জ্য এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

(গ) চা বোর্ড

চা বোর্ড বলতে চা ১৯৭৭ সালের চা অধ্যাদেশের ৩-ধারা অনুসারে গঠিত “বাংলাদেশ চা বোর্ড ” কে বুঝাবে।

(ঘ) চা চাষের ভূমি

চা চাষের ভূমি বলতে যে দাগের ভূমিতে চাষের চাষ করা হয় তাকে বুঝাবে।

নীতি নির্ধারণী কার্যক্রম গ্রহণ, চা চাষের ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান এবং চা চাষের ভূমি সময়ে সময়ে তত্ত্বাবধানের জন্য একটি জাতীয় কমিটি এবং চা চাষের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য জেলা পর্যায়েও এ মর্মে কমিটি গঠন করা হবে। এসব কমিটির গঠন এবং কার্যক্রম/ দায়িত্ব হবে নিম্নরূপ:

৪। চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন

চেয়ারম্যান

(১) মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়;

ভাইস-চেয়ারম্যান

(২) প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়;

সদস্যগণ

- (৩) জাতীয় সংসদের ঢাকা বিভাগের আসনসমূহ থেকে স্পীকার কর্তৃক মনোনীত একজন সংসদ সদস্য;
- (৪) জাতীয় সংসদের চট্টগ্রাম বিভাগের আসনসমূহ থেকে স্পীকার কর্তৃক মনোনীত একজন সংসদ সদস্য;
- (৫-৭) জাতীয় সংসদের সিলেট বিভাগের আসনসমূহ থেকে স্পীকার কর্তৃক মনোনীত তিন জন সংসদ সদস্য;
- (৮) জাতীয় সংসদের রংপুর বিভাগের আসনসমূহ থেকে স্পীকার কর্তৃক মনোনীত একজন সংসদ সদস্য;
- (৯) স্পীকার কর্তৃক মনোনীত জাতীয় সংসদের একজন মহিলা সদস্য;
- (১০) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়;
- (১১) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অথবা তার একজন প্রতিনিধি (যার পদমর্যাদা যুগ্মসচিব-এর নিচে হবে না);
- (১২) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় অথবা তার একজন প্রতিনিধি (যার পদমর্যাদা যুগ্মসচিব-এর নিচে হবে না);
- (১৩) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অথবা তার একজন প্রতিনিধি (যার পদমর্যাদা যুগ্মসচিব-এর নিচে হবে না);
- (১৪) সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় অথবা তার একজন প্রতিনিধি (যার পদমর্যাদা যুগ্মসচিব-এর নিচে হবে না);
- (১৫) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় অথবা তার একজন প্রতিনিধি (যার পদমর্যাদা যুগ্মসচিব-এর নিচে হবে না);
- (১৬) চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড;
- (১৭) মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর;
- (১৮) চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড;
- (১৯) যুগ্মসচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয় (সদস্য সচিব)।

৫। চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির কার্যাবলী

কমিটির নির্দিষ্ট কার্যাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে

- (১) চা বাগানের ভূমি ইজারা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- (২) চা বাগানের ভূমি ইজারা প্রদান প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের চা বাগানের ভূমি ইজারা, ইজারার মেয়াদ নবায়ন, চা বাগানের মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধসহ অন্যান্য বিরোধের নিষ্পত্তিকরণ;
- (৩) ছোট আকারের চা বাগানকে জনপ্রিয় করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- (৪) এ খাতের উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় এবং বিদেশী ঋণের ব্যবস্থা করা;
- (৫) জেলা কমিটি কর্তৃক পেশকৃত পরিদর্শন রিপোর্টের মূল্যায়ন এবং চেয়ারম্যান অথবা মনোনীত কোন সদস্য কর্তৃক যুক্তিসঙ্গত সময়ে চা বাগান পরিদর্শনের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;
- (৬) অবৈধ দখলদারদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের কাছ থেকে চা বাগান উদ্ধারের বিষয়টি তদারকিকরণ;
- (৭) প্রতি ৬ (ছয়) মাসে অন্তত একবার কমিটির সভার আয়োজন করা।

চেয়ারম্যানসহ কমিটির ৯ (নয়) জন সদস্য উপস্থিত থাকলে তা কোরাম হিসেবে গণ্য করা।

৬। চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত জেলা কমিটির গঠন

উপদেষ্টা: ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলার একজন সংসদ সদস্য জেলা কমিটির উপদেষ্টা হবেন।

- (১) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রশাসক ----- চেয়ারম্যান
- (২) জেলা প্রশাসক ----- ভাইস চেয়ারম্যান
- (৩) পুলিশ সুপার ----- সদস্য
- (৪) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ----- সদস্য
- (৫) সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ----- সদস্য
- (৬) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ডেপুটি পরিচালক ----- সদস্য
- (৭) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ----- সদস্য
- (৮) জাতীয় মহিলা পরিষদের জেলা পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি ----- সদস্য
- (৯) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন চা-এস্টেট (Tea Estate) মালিক ----- সদস্য
- (১০-১১) ----- 'বাংলাদেশ চা শ্রমিক সমিতি' কর্তৃক মনোনীত চা শ্রমিকদের ২ (দুই) জন প্রতিনিধি ----- সদস্য
- (১২) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, ----- সদস্য সচিব

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত জেলা কমিটি মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট, পঞ্চগড়, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলাসহ পর্যায়ক্রমে সরকার কর্তৃক ঘোষিত অন্যান্য জেলায় গঠিত হবে।

৭। চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত জেলা কমিটির কার্যাবলী

জেলা কমিটির কার্যাবলীর মধ্যে থাকবে:

- (১) চা বাগানের ভূমি যথাযথ প্রক্রিয়ায় ইজারা প্রদান এবং সময়মত ইজারার মেয়াদ নবায়ন নিশ্চিতকরণ;
- (২) চা বাগানের উপযোগী ভূমিতে প্রকৃতই চা বাগান করা হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- (৩) চা বাগানের উপযোগী ভূমি চিহ্নিত করার নিমিত্তে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জরিপ পরিচালনা করা;
- (৪) চা বাগানের ভূমি বন্টনের ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে তা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা;
- (৫) ইজারার শর্ত ভঙ্গ করলে ইজারা গ্রহীতাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা;
- (৬) ইজারা গ্রহীতা কারণ দর্শানোর নোটিশের উপযুক্ত জবাব দিতে না পারলে ইজারা বাতিল করা; এবং
- (৭) প্রতি ২ (দুই) মাসে অন্তত একবার কমিটির সভার আয়োজন করা।

চেয়ারম্যানসহ কমিটির ৫ (পাঁচ) জন সদস্য উপস্থিত থাকলে তা কোরাম হিসেবে গণ্য করা।

৮। আইনের /নীতির প্রাধান্য:

এ নীতিমালায় উল্লিখিত কমিটিগুলো অতি দ্রুত গঠন করতে হবে। পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করতে বিলম্ব হলে জেলা কমিটি তার প্রাথমিক কাজ শুরু করতে পারবে, তবে ভূমি বন্দোবস্তের প্রস্তাব অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে।

৯। আবেদন করার যোগ্যতা

একজন আবেদনকারীকে নিম্নলিখিত শর্তগুলো পূরণ করতে হবে—

- (১) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত পরিমাণ ভূমির মালিক হতে হবে;
- (২) বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;
- (৩) আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হতে হবে;
- (৪) ক্ষুদ্র আয়ের আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ছোট আকারের চা বাগানের জন্য ঋণ সুবিধা থাকতে হবে; এবং
- (৫) একই পরিবার থেকে একাধিক আবেদন করা যাবে না।

১০। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আবেদনকারীদের তালিকা

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আবেদনকারীদের তালিকা তৈরি করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে—

- (ক) ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যার কারিগরি দক্ষতা এবং যথার্থ ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা আছে;
- (খ) ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যার চা বাগান সম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান আছে; এবং
- (গ) ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যার কমপক্ষে ১০০ (একশত) বিঘা জমি আছে।

যেখানে যেখানে প্রযোজ্য, প্রত্যেক জেলার জেলা কমিটি চা বাগানের জন্য উপযোগী ভূমি চিহ্নিত করবে। উক্ত চিহ্নিতকরণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ভূমির প্রাথমিক তালিকা ব্যাপকভিত্তিতে প্রকাশ করবে এবং বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য দরখাস্ত আহবান করবে।

প্রকাশিত ভূমির প্রাথমিক তালিকা সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকলে তা তালিকা প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জেলা কমিটির কাছে দাখিল করতে হবে। আপত্তি গ্রহণের তারিখ থেকে পরবর্তী ২০ (বিশ) দিনের মধ্যে জেলা কমিটি শুনানীর মাধ্যমে উক্ত আপত্তির নিষ্পত্তি করবে এবং চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবে।

জেলা কমিটির সিদ্ধান্তে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংক্ষুব্ধ হলে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জাতীয় কমিটির কাছে আপীল করতে পারবে। জাতীয় কমিটি উক্ত আপীল গ্রহণের তারিখ থেকে পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে শুনানীর মাধ্যমে আপীলটির নিষ্পত্তি করবে এবং এ ক্ষেত্রে জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১১। বাছাই প্রক্রিয়া

- (ক) জেলা কমিটির সভায় আবেদনপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাছাই করা হবে। কমিটি চাইলে বাছাই-এর সময় আবেদনকারীকে উপস্থিত থাকতে হবে।
- (খ) প্রাথমিকভাবে বাছাইয়ের পর কমিটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে বাছাই প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করবে। আবেদনকারীর ঠিকানা যাচাই-এর জন্য আবেদনকারীকে জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি দাখিল করতে হবে।
- (গ) স্বামী এবং স্ত্রীর নামে যৌথভাবে ভূমি বন্দোবস্ত দেয়া হবে এবং একই পরিবারে একাধিক বন্দোবস্ত দেয়া হবে না।
- (ঘ) কোন দরখাস্তকারীকে পরবর্তীকালে ভূমির পর্যাণ্ডতা অনুসারে উল্লিখিত নির্দিষ্ট শ্রেণীর ভূমির অতিরিক্ত ভূমি বরাদ্দ দেয়া হবে না।
- (ঙ) বন্দোবস্তের ১৫ (পনের) বছরের মধ্যে উত্তরাধিকার ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভূমি হস্তান্তর করা যাবে না।
- (চ) জেলা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকলে তা পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জাতীয় কমিটির কাছে দাখিল করতে হবে এবং জাতীয় কমিটি উক্ত আপত্তি গ্রহণের তারিখ থেকে পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উক্ত আপত্তি নিষ্পত্তি করবে এবং এ ক্ষেত্রে জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১২। বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া

- (ক) চা বাগানের ভূমি বন্দোবস্তের প্রত্যেক ক্ষেত্রে, জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট ভূমির তথ্য রেকর্ড এবং ইজারা মূল্য নির্ধারণ করে বন্দোবস্তের প্রস্তাবটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করবেন।
- (খ) সেলামীর পরিমাণ একর প্রতি ৫০০/- (পাঁচশত) টাকার কম হবে না।
- (গ) চা বাগানের ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখা হবে।

১৩। ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া

- (১) চা বাগানের কোন ভূমি ইজারা চুক্তির আওতায় না থাকলে তা ইজারা চুক্তির আওতায় আনতে হবে। সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক; ভূমি মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, এবং বাংলাদেশ চা বোর্ডের যৌথ প্রচেষ্টায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
- (২) চা চাষের ভূমির বন্দোবস্তের মেয়াদ নবায়নের ক্ষেত্রে কঠোর পর্যবেক্ষণ অপরিহার্য। চা চাষের ভূমির মালিকানা নিয়ে সৃষ্ট বিরোধের শান্তিপূর্ণ সামাধানের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়; সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এবং বাংলাদেশ চা বোর্ডের যৌথ উদ্যোগ প্রয়োজন।
- (৩) যদি সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক, ভূমি মন্ত্রণালয়, এবং বাংলাদেশ চা বোর্ডের যৌথ প্রচেষ্টা যদি মালিকানা সম্পর্কিত বিরোধের নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হয় তাহলে জেলা প্রশাসক ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে উক্ত ভূমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা করবেন; এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ চা বোর্ডের কোন বিকল্প সুপারিশ থাকলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- (৪) ইজারা চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে ইজারা চুক্তি বাতিল করা হবে। তবে ইজারা চুক্তি বাতিল করার পূর্বে ইজারা গ্রহীতাকে এই মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হবে। ইজারা গ্রহীতা কারণ দর্শাতে না পারলে অথবা সন্তোষজনক কারণ দর্শাতে ব্যর্থ হলে তার ইজারা চুক্তি বাতিল করা হবে।
- (৫) যদি কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা কোম্পানি চা চাষের জন্য ৬০/১০০ (ষাট/একশত) বিঘা মালিকানার অধিক ভূমি ক্রয় করে তবে অতিরিক্ত ভূমি [৬০/১০০ (ষাট/একশত) বিঘার অতিরিক্ত ভূমি] বন্দোবস্ত হিসেবে গ্রহণ করা হবে। ভূমি মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
- (৬) ভূমির ধরনের উপর ভিত্তি করে ইজারার মেয়াদ নির্ধারণ করতে হবে; এক মেয়াদের অবসানের পর মেয়াদ নবায়নের ক্ষেত্রে চা বাগানের অবস্থা বিবেচনা করে ইজারার মেয়াদ পুনঃনির্ধারণ করা হবে।
- (৭) চা বাগানের ভূমির সাব-ইজারা (Sub-Lease) নিষিদ্ধ করা। ক্ষেত জমির (চা বাগানের ভূমির নিচু এলাকা) আলাদা ইজারা দেয়া নিষিদ্ধ করা। এ বিষয়টি তদারকির জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক এবং বাংলাদেশ চা বোর্ডের প্রতিনিধিকে চা বাগান পরিদর্শনের অনুমতি দিতে হবে। আইনগত কোন শর্ত ভঙ্গ হয়েছে পরিলক্ষিত হলে ইজারা চুক্তি বাতিল করা হবে।
- (৮) ইজারাকৃত ভূমি চা বাগান ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না; অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হলে সাব-ইজারার (Sub-Lease) প্রয়োগযোগ্য নিয়মানুসারে ইজারা বাতিল করা হবে।
- (৯) চা বাগানের ভূমি সংক্রান্ত ইজারার ফি হবে ২০০/- (দুইশত) টাকা।
- (১০) সারা দেশে ক্ষুদ্র আকারে চা বাগান করাকে উৎসাহিত করতে হবে এবং এ জন্য অর্থায়ন, প্রশিক্ষণ, ঋণ এবং অন্যান্য সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- (১১) চা বাগানের ভূমিতে অন্যান্য শস্য/বৃক্ষ বিশেষ করে আনারস, লেবু, ইউক্যালিপটাস ইত্যাদির চাষাবাদ যা চা বাগানের জন্য ক্ষতিকর সেসব শস্য/বৃক্ষ চাষাবাদ করা যাবে না।
- (১২) চা বাগানের ভূমি অবৈধ দখলদারদের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য জেলা প্রশাসক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৪। বিবিধ

- (১) বন্দোবস্ত দেয়া ভূমির তালিকা বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ব্যক্তির নামসহ নোটিশ আকারে সকল সরকারি, আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জেলা পরিষদের নোটিশ বোর্ডে লটকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- (২) কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতানৈক্যের উৎপত্তি হলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে; বিভক্ত মতের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের নির্ণায়ক ভোট (Casting Vote) দেয়ার ক্ষমতা থাকবে।
- (৩) যদি কোন আবেদনকারী আবেদনপত্রে অসত্য অথবা ভুল তথ্য প্রদান করে তবে তার আবেদনপত্র সাথে সাথে বাতিল বলে গণ্য হবে।
- (৪) আবেদনপত্র বাতিলের সুনির্দিষ্ট কারণ রেকর্ড করা হবে এবং আবেদনকারীকে তা জানিয়ে দেয়া হবে।
- (৫) যদি কমিটির কোন সদস্য পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তার সদস্যপদ স্থগিত অথবা বাতিল করে নতুন সদস্য নিয়োগের জন্যে বিষয়টি তার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হবে।
- (৬) কমিটির কোন সদস্যপদ শূন্য থাকলেও বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া চলতে থাকবে।
- (৭) কমিটির প্রত্যেক সদস্য অন্য সদস্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন।
- (৮) চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি প্রয়োজনবোধে এ নীতির কোন বিধান পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারবে।
- (৯) এ নীতির আওতায় কোন এলাকার ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে কোন গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হলে;
 - (ক) জেলা প্রশাসক লিখিতভাবে বিষয়টি জাতীয় কমিটির সদস্য সচিবকে অবহিত করবেন,
 - (খ) সদস্য সচিব বিষয়টি জাতীয় কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবেন।

জলমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী

নদীমাতৃক বাংলাদেশের জীবনধারা পানিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। পানি এদেশের জনগণের কল্যাণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। বাংলাদেশে পানির উৎস হচ্ছে প্রধানত বৃষ্টিপাত, ভূগর্ভ এবং ভূপরিষ্ক জলাধারসমূহ। ভূপরিষ্ক উৎসগুলির মধ্যে রয়েছে হাওর, বাওর, বিল, ঝিল, পুকুর, ডোবা, হ্রদ, দীঘি, খাল, নদী, সাগর ইত্যাদি যেগুলো জলমহাল নামে পরিচিত। এরূপ জলমহাল বদ্ধ বা উন্মুক্ত হতে পারে। বদ্ধ জলমহালের নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে এবং উন্মুক্ত জলমহালের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে না। বাংলাদেশে এরূপ জলমহালের সর্বমোট সংখ্যা ২৬,২৭৫ যেগুলোর সর্বমোট আয়তন প্রায় ৫৭৪,৩৫৬ একর। মিঠাপানির গুরুত্বপূর্ণ উৎস এই জলমহাল শুধু জলজ জীববৈচিত্র্যের ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করে না, একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং জীবন-যাপনও একে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। আমাদের দেশের ১ কোটি ২৫ লাখ লোকের জীবিকা মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল। ১৩ লক্ষ মৎস্যজীবীর সার্বক্ষণিক পেশা মৎস্য আহরণ। স্বাদু পানির আয়তনের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান দশম এবং অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদনে বিশ্বে আমাদের অবস্থান ৪র্থ। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এ খাতের অবদান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। মোট কৃষিজ আয়ের এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ শতকরা ২২ ভাগ আসে এ খাত থেকে। জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান শতকরা ৪ ভাগেরও বেশী। সমগ্র জনগোষ্ঠীর প্রাণীজ আমিষের দৈনিক চাহিদার শতকরা ৬০ ভাগ আসে মাছ থেকে।^{১০}

মৎস্য সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ উৎস এই জলমহালসমূহ থেকে অতীতকালে জেলেরা প্রথাগতভাবে মৎস্য আহরণ করতো। কখনো কখনো টোল দিতে হতো আবার কখনো আহরিত মাছের একটি অংশ তৎকালীন সরকার প্রধানের নিকট অর্পণ করতে হতো। ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালুর ফলে জামিনদারগণ জলমহালের মালিকানা লাভ করে এবং ফলে জেলেরা জলমহালসমূহে মৎস্য আহরণের সরাসরি অধিকার হারায়। দীর্ঘকালব্যাপী চলমান বঞ্চনার কিছুটা অবসান হয় যখন ১৯৫০ সালে জমিদারি ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে। তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব বিভাগ জলমহালসমূহের মালিকানা লাভ করে। পরবর্তীকালে প্রত্যেক জেলার জেলা প্রশাসকের হাতে সংশ্লিষ্ট এলাকার জলমহাল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বর্তায়। জেলা প্রশাসকগণ উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে নির্দিষ্ট মেয়াদে জলমহালসমূহ ইজারা প্রদান করেন। দেখা যায় যে, জলমহালের দখল পাওয়ার পর ইজারা গ্রহীতাগণ দখলপ্রাপ্ত জলমহালকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি গণ্য করে অধিক মুনাফার আশায় জলজ জীববৈচিত্র্যকে ধ্বংস করে নির্বিচারে মৎস্য সম্পদ আহরণ করে। ভূমি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় সময়ে সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও প্রকৃত মৎস্যজীবীদের পরিবর্তে প্রভাবশালীরাই বিভিন্ন উপায়ে লাভবান হয়েছে। প্রকৃত মৎস্যজীবী এবং মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের বিষয়টি অগ্রাহ্য হওয়ায় ২০০৫ সালে গৃহীত সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এরপর ২০০৯ সালে “সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯” নামে নতুন নীতি গৃহীত হয়।

কিন্তু প্রচলিত নীতি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে এই নীতিও কিছু ত্রুটির কারণে দরিদ্রবান্ধব এবং জনকল্যাণমুখী হয়ে উঠতে পারেনি। প্রচলিত নীতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের জন্য মৎস্য চাষ সংক্রান্ত কারিগরি প্রশিক্ষণের কোন বিধান রাখা হয়নি। জলমহালের যে ইজারামূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা দরিদ্র মৎস্যজীবীদের সাধের বাইরে। ফলে ধনীরাই জলমহাল ইজারা পেয়ে যায়। প্রচলিত নীতি অনুসারে জলমহালের ইজারার মেয়াদ মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নয়। ফলে, মৎস্য সম্পদের টেকসই উন্নয়নের কথা না ভেবে কম সময়ে লাভ নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট মৎস্য নিধন করতে গিয়ে জলজ জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করা হয়। জলমহালের ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি যৌথ মালিকানা-নীতি (পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ) প্রচলিত আছে যার মাধ্যমে বিভবানরা (যারা প্রকৃত মৎস্যজীবী নয়) অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ পায় যা প্রকৃত মৎস্যজীবীদের বঞ্চিত করে। জলমহাল ইজারা সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দৈনিক পত্রিকায় এবং ওয়েবসাইটে প্রচার করা হলেও গরীব মৎস্যজীবীর কাছে পৌঁছায় না। যিনি মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন তিনিই মৎস্যজীবী। কিন্তু প্রভাবশালী

^{১০} জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০০৯ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ অনুযায়ী। তারিখ: ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ৫ শ্রাবণ ১৪১৬, ৩০ জুলাই ২০০৯

মহল মিথ্যা পরিচয়ে জলমহালের দখল নেয়। ফলে প্রকৃত মৎস্যজীবীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলমহাল ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের বিধানও প্রচলিত নীতিতে অনুপস্থিত।

এ পরিপ্রেক্ষিতে, অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, দরিদ্রবান্ধব-নীতির অনুপস্থিতি এবং প্রায়োগিক সমস্যা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে প্রচলিত জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিকে পর্যালোচনা করে দরিদ্রবান্ধব, নারীবান্ধব এবং জনকল্যাণমুখী করে তোলার জন্য কতিপয় সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত নীতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের জন্য মৎস্য চাষ সংক্রান্ত কারিগরি প্রশিক্ষণের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে। ইজারামূল্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকার পরিবর্তে ৪০০০/- (চার হাজার) টাকা থেকে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সংশোধনীতে ইজারার মেয়াদ ৩ (তিন) বছর থেকে বৃদ্ধি করে ১০ (দশ) বছর থেকে ১৫ (পনের) বছরের মধ্যে রাখার কথা বলা হয়েছে। জলমহালের ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি যৌথ মালিকানা-নীতি (পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ) বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হয়েছে। জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণের বিধান প্রস্তাবিত সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, [২০১৪]^{৬৪}

শিরোনাম: নীতিমালাটি সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, [২০১৪]^{৬৪} হিসেবে গণ্য করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১. দেশের খাস জলাশয় ও জলমহালসমূহ প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনুকূলে বন্দোবস্ত প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া এবং রাজস্ব আয়ের পাশাপাশি মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে সরকার জনস্বার্থে ‘সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, [২০১৪]^{৬৪}’ প্রণয়ন করেছেন।

অনুচ্ছেদ ২. প্রকৃত মৎস্যজীবী, মৎস্যজীবীদের সংগঠন, জলমহাল এর সংজ্ঞা:

- (ক) যিনি প্রাকৃতিক উৎস থেকে মাছ শিকার এবং বিক্রয় করিয়াই প্রধানত: জীবিকা নির্বাহ করেন তিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী বলে গণ্য হবে।
- (খ) প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সংগঠন স্থানীয় পর্যায়ে সমবায় অধিদপ্তরে বা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হলে স্থানীয় জলমহাল ব্যবস্থাপনা বা ইজারায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে কোন সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নয়, তবে সে সমিতি কোন সরকারি জলমহাল বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য হবে না। কোন ব্যক্তি বা কোন অনিবন্ধিত সমিতি সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনায় আবেদন করতে পারবে না।
- (গ) জলমহাল বলতে এমন জলাশয়কে বুঝাবে যেখানে বছরের একটি সময় বা সারা বছর জলমগ্ন থাকে এবং যা হাওর, বাওল, বিল, ঝিল, পুকুর, ডোব, হ্রদ, দীঘি, খাল, নদী, সাগর ইত্যাদি নামে পরিচিত। এরূপ জলমহাল বদ্ধ বা উন্মুক্ত হতে পারে। বদ্ধ জলমহালের নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে এবং উন্মুক্ত জলমহালের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে না।

অনুচ্ছেদ ৩. সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরিত জলমহাল:

- (ক) সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে যে সকল জলমহাল মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং পরবর্তীকালে ন্যস্ত করা হবে সেই সকল জলমহালের ব্যবস্থাপনা সমঝোতা স্মারকের আলোকে এবং প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করবেন। তবে কোন সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ শেষ হলে এবং নবায়ন করা না হলে তা ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাছে ন্যস্ত হবে এবং ভূমি মন্ত্রণালয় বিধি মোতাবেক উক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনা করবেন। ন্যস্তকৃত এ সকল জলমহালের বার্ষিক ইজারামূল্য/রাজস্ব/আয় প্রতি বছর সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ৩০ চৈত্রের মধ্যে সরকারের “জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১” কোডে জমা প্রদান করবেন। প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জমাকৃত অর্থের বিবরণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ে ৩০শে বৈশাখের মধ্যে প্রেরণ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট অনুলিপি প্রদান করবেন।

- (কক)(১) সাধারণভাবে অনুমোদিত প্রকল্প দলিল (উচ্চ) অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদ অথবা ৬ (ছয়) বৎসর, এ দু’য়ের মধ্যে যা কম, সেই মেয়াদের জন্য সমঝোতা স্বাক্ষরিত/কার্যকর হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রকল্পের মেয়াদ ৬ (ছয়) বছরের অধিক হলে, প্রয়োজন অনুযায়ী প্রথম ৬ (ছয়) বছর পর অনধিক ৬ (ছয়) বছরের জন্য দ্বিতীয় মেয়াদে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে, সমঝোতা স্মারকটি

^{৬৪} “২০১৩” এর পরিবর্তে “২০১৪” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে

^{৬৫} “২০১৩” এর পরিবর্তে “২০১৪” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে

^{৬৬} “২০১৩” এর পরিবর্তে “২০১৪” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে

নবায়ন করা যাবে। এরূপ নবায়নের প্রয়োজন হলে, সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার অন্তত: ৬ (ছয়) মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

- (২) সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে কোন জলমহাল হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাব পাওয়া গেলে ভূমি মন্ত্রণালয় প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে উক্ত জলমহাল বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন সংগ্রহ করবে।
- (খ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরিত জলমহাল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যাতে প্রকৃত মৎস্যজীবী বা মৎস্যজীবীদের সংগঠন অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে। [টেকসই ব্যবহারের জন্য যথাযথ পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।]^{১১}
- (গ) বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/প্রকল্পে ন্যস্তকৃত জলমহালগুলো প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুসারে যথাযথভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে কি না এবং সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধিতে জলমহালগুলোর ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি বছর ৩০শে চৈত্রের মধ্যে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। [প্রকল্পভুক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করার দায়িত্ব মৎস্য বিভাগের কাছে অর্পণ করা হবে"]^{১২}
- (ঘ) প্রকল্পভুক্ত কোন জলমহাল বর্ণিত প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী উন্নয়ন কার্যক্রমসহ মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধিতে যদি কাজিত সুফল দিতে না পারে, তবে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কারণ ব্যাখ্যা করে উক্ত জলমহালের ইজারা বাতিলের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে পারবে। ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক তা অনুমোদনের পর ভূমি মন্ত্রণালয় উক্ত জলমহালগুলোর ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করবে।
- (ঙ) কোন জলমহাল প্রাকৃতিক কারণে ভরাট হয়ে সংকুচিত হলে কিংবা মৎস্য ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকলে জেলা ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় খননের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রেরণ করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ৪. ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা:

- (ক) যুব সমাজের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত সকল বদ্ধ সরকারি জলাশয়সমূহ যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ইজারা প্রদানের জন্য ইতোপূর্বে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছিল, তা আর অব্যাহত থাকবে না। ২০ একর পর্যন্ত সকল বদ্ধ সরকারি জলমহালসমূহ ইজারার মেয়াদ শেষ হলে অন্যান্য জলমহালের মত ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে, এবং যুব মৎস্যজীবীদের (যাদের বয়স ১৮-৩৫ বছরের মধ্যে)^{১৩} নিবন্ধিত সমিতি অগ্রাধিকার পাবে।
- (খ) ২০ একর পর্যন্ত জলমহাল/পুকুর ইজারা প্রদানের জন্য উপ-অনুচ্ছেদ (ক) এর অধীন কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি পাওয়া না গেলে, সমাজ ভিত্তিক মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনার অনুকরণে, কেবল সংশ্লিষ্ট পুকুর/জলমহালের কাছাকাছি অবস্থানে বসবাসরত নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে এতদুদ্দেশ্যে গঠিত ও সমবায় অধিদপ্তর কিংবা সমাজ সেবা অধিদপ্তরে স্থানীয় অফিসে নিবন্ধিত একক সমিতিতে সংশ্লিষ্ট জলমহাল/পুকুর ৩ (তিন) বছর মেয়াদে ইজারা প্রদান করা যাইবে:

^{১১} প্রস্তাবিত

^{১২} “জেলা কমিটির মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরপর দুই বৎসর যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত কোন প্রকল্পভুক্ত জলমহাল কাজিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হলে উক্ত প্রকল্পভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহাল ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রত্যাৰ্পিত হবে এবং ভূমি মন্ত্রণালয় বিধি মোতাবেক উক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনা করবেন” বাক্যটি বিলুপ্ত করে “প্রকল্পভুক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করার দায়িত্ব মৎস্য বিভাগের কাছে অর্পণ করা হবে” বাক্যটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{১৩} প্রস্তাবিত

- (ক) বেকার যুবক;
- (খ) মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযোদ্ধার সন্তান;
- (গ) যুব মহিলা;
- (ঘ) বিধাবা ও স্বামী পরিত্যক্তা;
- (ঙ) আনসার, ভিডিপি ও গ্রাম পুলিশ সদস্য; এবং
- (চ) দরিদ্র ও অসচ্ছল ব্যক্তি।

তবে, কোন পরিবার থেকে একাধিক ব্যক্তি এ সমিতির সদস্য হতে পারবে না।

- (গ) এ অনুচ্ছেদের দফা (খ) এর অধীন কোন জলমহাল/পুকুর ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে একর প্রতি বার্ষিক ১৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা হারে ইজারা মূল্য নির্ধারিত হবে এবং সরকার সময়ে সময়ে আদেশ দ্বারা এ হার পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ৫. “জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি” কর্তৃক ২০ একরের উর্ধ্বে বদ্ধ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা:

“জাল যার জলা তার” এই নীতির আলোকে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনুকূলে [২০ (বিশ) একরের উর্ধ্বে] জলমহাল ব্যবস্থাপনা প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণীয় হবে:

- (১) নির্দিষ্ট জলমহালে নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি যা সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত, সে সমিতি বা সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবে, কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবে না।

শর্ত থাকে যে, উক্ত সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতীত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকে যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন, তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবে না।

আরো শর্ত থাকে যে, প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি যারা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত, যেখানে প্রকৃত মৎস্যজীবী ছাড়া অন্য কোন সদস্য নেই, তারাও আবেদনে অংশ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবে।

আরো শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী সমবায় সমিতি বা অন্য কোন সমিতি, বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণস্বরূপ জেলা বা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করবে ও বিগত ২ (দুই) বৎসরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করবে। তবে নতুন নিবন্ধনকৃত মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রমাণের দরকার হবে না।

- [(২)] প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি গঠন এবং নিবন্ধন করার জন্য প্রকৃত মৎস্যজীবীদেরকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সংবাদপত্র, বেসরকারি সংস্থা, সেমিনার এবং মাইকিং করে বা প্রয়োজনে ঢোল পেটানোর মাধ্যমে প্রচারণার কর্মসূচি শুরু করতে হবে।]

- [(৩)] নির্দিষ্ট ফরমে আবেদনপত্র দাখিলের সময় প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমিতি তাদের সদস্যদের নামের তালিকা (প্রত্যেক সদস্যের পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি এবং ঠিকানা সহ) এবং নির্বাহী সদস্যদের

১০ প্রস্তাবিত

১১ প্রস্তাবিত

১২ “২” এর স্থলে “৩” প্রস্তাবিত

১৩ প্রস্তাবিত

নামের তালিকা (প্রত্যেক সদস্যের পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি এবং* ঠিকানা সহ) সংযুক্ত করবে এবং একইসাথে তার অনুলিপি উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট দাখিল করবে।

[(৪)]** উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থানীয়ভাবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে বা পরবর্তীকালে জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকলে জরিপের মাধ্যমে উপজেলাধীন জলমহালসমূহের পার্শ্ববর্তী এলাকায়/গ্রামে/তীরে বসবাসকারী এ নীতিতে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী আবেদনকারী সমিতির সদস্যদের তালিকা যাচাই করবেন। যদি যাচাই করে দেখা যায় যে, সমিতির দেয়া তালিকায় সকলে প্রকৃত মৎস্যজীবী তাহলে উপজেলা ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির বিবেচনার জন্য প্রত্যয়ন পত্র দিবেন বা প্রকৃত মৎস্যজীবী না হলে তা চিহ্নিত করে দিবেন।

[(৫)]** (ক) ২০ (বিশ) একরের উর্ধ্বে সরকারি জলমহালসমূহ যা স্থানীয় মৎস্যজীবী/জেলে সংগঠনের অনুকূলে ৩ (তিন) বছরের জন্য নিবন্ধনকৃত। ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি আলাপ আলোচনা তথা সমঝোতার ভিত্তিতে [১০ (দশ)]** বছর মেয়াদে স্থানীয়ভাবে নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিতে বন্দোবস্ত প্রদান করবেন।

(খ) জেলা প্রশাসক প্রতি বছর মাঘ মাসে বন্দোবস্তযোগ্য জলমহালগুলোর তালিকা (তফসিলসহ) তৈরি করে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসের নোটিশ বোর্ডে লটকিয়ে দিবেন। প্রতিটি জলমহালের বিগত ৩ (তিন) বছরের ইজারা মূল্যের গড় নির্ধারণ করে এটার উপর ৫% বর্ধিত হারে ইজারা মূল্য ধার্য করে সরকারি ইজারামূল্য নির্ধারিত হবে এবং এর কম মূল্যে কোন সরকারি জলমহাল ইজারা দেয়া যাবে না। যদি গত ৩ (তিন) বছরের ইজারামূল্য পাওয়া না যায় তবে নিয়ম মোতাবেক জেলা প্রশাসক উক্ত জলমহালের/জলমহালসমূহের সরকারি মূল্য নির্ধারণ করবেন।

(গ) জেলা প্রশাসক নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতির কাছে জলমহাল বন্দোবস্ত দেয়ার লক্ষ্যে আবেদন আহবান করে একটি বিজ্ঞপ্তি দৈনিক প্রক্রিয়ায়, জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে [এবং উপজেলা প্রশাসন ও ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে]* প্রকাশ করবেন। আবেদন আহবানের ১০ (দশ) কর্মদিনের মধ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্দিষ্ট ফরমে (পরিশিষ্ট-ক) আবেদনপত্র জমা প্রদান করতে হবে। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট জলমহালের কাছাকাছি/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে বলে উল্লেখ থাকবে। [মাইকিং করে বা প্রয়োজনে ঢোল পেটানোর মাধ্যমে প্রচারণার কাজ করতে হবে।]* ইজারা দেয়ার জন্য শুধু রেজিস্ট্রিকৃত প্রকৃত মৎস্য সংগঠনকে আবেদন করার আমন্ত্রণ জানানো হবে।

(ঘ) এ নীতিতে উল্লিখিত সংজ্ঞা ও যোগ্যতা অনুযায়ী আগ্রহী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি বা সমিতিতে জেলা/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিবের সীল সম্বলিত স্বাক্ষরসহ নির্দিষ্ট ফরমে (পরিশিষ্ট-ক) আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির গঠনতন্ত্রের কপি (নির্বাচিত নির্বাহী কমিটি, প্রশংসাপত্র এবং ব্যাংক একাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রসহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও সত্যায়িত ছবি) সংযোজন করতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি [১০ (দশ) বৎসর]** মেয়াদী লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহাল এর মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে। আবেদন অসম্পূর্ণ থাকলে তা বাতিলযোগ্য হবে। অতিরিক্ত মৎস্য উৎপাদন রোধ ও টেকসই

* প্রস্তাবিত

** “৩” এর স্থলে “৪” প্রস্তাবিত

** “৪” এর স্থলে “৫” প্রস্তাবিত

** “৩ (তিন) বৎসর” এর পরিবর্তে “১০ (দশ) বৎসর” প্রস্তাব করা হয়েছে

* প্রস্তাবিত

* প্রস্তাবিত

** “৩ (তিন) বৎসর” এর পরিবর্তে “১০ (দশ) বৎসর” প্রস্তাব করা হয়েছে

ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ইজারার মেয়াদ ১০-১৫ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে। ইজারার মেয়াদের মধ্যে কোন শর্ত ভঙ্গ করলে উক্ত ইজারা সাথে সাথে বাতিল বলে গণ্য হবে।^{১১}

- (ঙ) আবেদনকারী কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন তাহলে উক্ত সমিতি জলমহালে বন্দোবস্তের অযোগ্য বিবেচিত হবে। এছাড়া আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি যেগুলো বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণস্বরূপ জেলা/উপজেলা সমবায়/সমাজসেবা কর্মকর্তা (যেখানে যা প্রযোজ্য) কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করবে এবং সাথে বিগত ৩ (তিন) বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। তবে নতুন সংগঠনের/সমিতির জন্য অডিট রিপোর্টের প্রয়োজন হবে না।
- (চ) জলমহালটি যে জেলায় অবস্থিত সংশ্লিষ্ট জলমহালের তীরবর্তী বা কাছাকাছি সেই জেলার প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতিকে জলমহালটি ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করতে হবে।
- (ছ) মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে যাচাই বাছাই এর ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন/সমিতি এর কোন জঙ্গি সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বের কোন জলমহালের ইজারা মূল্য পরিশোধে খেলাপী হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে না।
- (জ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা মূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসেবে আবেদনকারী তার আবেদনের সাথে দাখিল করবে। লীজপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লীজমানির সাথে উক্ত টাকা সমন্বয় করা হবে। লীজপ্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরত প্রদান করা হবে।
- (ঝ) জমাকৃত আবেদনপত্র জেলা প্রশাসক যাচাই বাছাই করবেন এবং জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন। জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, [২০১৪]^{১২} এর যাবতীয় শর্ত বিবেচনা করে জেলা কমিটি উক্ত আবেদনপত্রগুলোর বিষয়ে যাবতীয় দিক পর্যালোচনা করে যোগ্য মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতির তালিকা অনুমোদন করবেন। আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট জলমহালের জন্য যদি একটিমাত্র উপযুক্ত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পাওয়া যায় তাহলে সেই সংগঠন/সমিতির নামে বন্দোবস্ত প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তবে একাধিক সংগঠন/সমিতি যদি একই পদ্ধতিতে উপযুক্ত নির্বাচিত হয় তাহলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটি প্রকৃত নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে সংশ্লিষ্ট জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করতে পারবে।
- (ঞ) সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, বা তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোন অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- (ট) কোন কারণে কোন জলমহাল সঠিকভাবে বন্দোবস্ত প্রদান করা না গেলে জেলা প্রশাসক খাস সংগ্রহের মাধ্যমে উক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনা করবেন।
- (ঠ) বন্দোবস্ত গ্রহীতা সংশ্লিষ্ট জলমহালের বৎসর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্বলিত তথ্য জেলা প্রশাসকের অবগতির জন্য পেশ করবে। তাছাড়া জেলা/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/জেলা প্রশাসন/উপজেলা নির্বাহী অফিসার সময়ে সময়ে জলমহালগুলোর ব্যবস্থাপনা সরেজমিন পরিদর্শন করবেন এবং কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে আইন/বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

^{১১} প্রস্তাবিত

^{১২} “২০১৩” সংখ্যাটির স্থলে “২০১৪” সংখ্যাটি প্রস্তাবিত

(ড) জেলা প্রশাসকের/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় থেকে জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য আবেদন ফরম যার মূল্য হবে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা যা অফেরতযোগ্য হবে এবং এ অর্থ সরকারি নির্দিষ্ট কোডে (জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১) জমা করতে হবে।

(ঢ) লীজ গ্রহীতা কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করে থাকে, তাহলে জেলা প্রশাসক উক্ত লীজ বাতিল করে দিবেন এবং জমাকৃত লীজমালি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করবেন। উক্ত লীজগ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবে না। [লীজগ্রহীতার লীজ বাতিল হওয়ার পর সাব-লীজ চালানোর কোন অজুহাত অনুমতি দেয়া যাবে না এবং এরূপে হস্তান্তরগ্রহীতাকে জলমহালের দখল থেকে অনতিবিলম্বে উৎখাত করা হবে।]

[(৬)]* কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন/সমিতি দুইটির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না।

[(৭)]* ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনা ২০ (বিশ) একরের উর্ধ্বে বদ্ধ জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য নিম্নরূপ জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে:

- (ক) [জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রশাসক]-----সভাপতি]
- (খ) [জেলা প্রশাসক]-----সহসভাপতি]
- (গ) পুলিশ সুপার -----সদস্য
- (ঘ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) -----সদস্য
- (ঙ) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা -----সদস্য
- (চ) জেলা সমবায় কর্মকর্তা -----সদস্য
- (ছ) উপ পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর -----সদস্য
- (জ) নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড -----সদস্য
- (ঝ) উপ পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর -----সদস্য
- (ঞ) বিভাগীয় বন সংরক্ষক/সহকারী বন সংরক্ষক -----সদস্য
- (ট) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার -----সদস্য
- (ঠ) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা -----সদস্য
- (ড) অনুমোদিত মৎস্যজীবী সংগঠনের ২ (দুই) জন প্রতিনিধি
- (জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক মনোনীত) -----সদস্য
- (ঢ) ক্ষুদ্র কৃষক সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) -----সদস্য
- (ণ) নারী সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) -----সদস্য
- (ত) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি) -----সদস্য-সচিব

* প্রস্তাবিত

** “৫” এর স্থলে “৬” প্রস্তাবিত

** “৬” এর স্থলে “৫” প্রস্তাবিত

** “জেলা প্রশাসক” এর স্থলে “জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রশাসক ” প্রস্তাব করা হয়েছে

** প্রস্তাবিত

** প্রস্তাবিত

সভাপতিসহ ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) সদস্য নিয়ে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কোরাম গঠিত হবে। এ সভায় সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে কোন প্রতিনিধি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না। আন্তঃজেলা জলমহালের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের নির্দেশে তার অধীনস্থ যে কোন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসকের স্থলে কমিটির সভাপতি হবেন এবং সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের জেলা প্রশাসকগণ জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য থাকবেন। আন্তঃজেলা জলমহালের ক্ষেত্রে উক্ত জলমহালের অবস্থান যেই জেলায় অধিক হবে সেই জেলার উপরে উল্লেখিত সকলকে সদস্য এবং রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টরকে সদস্য-সচিব করে বিভাগীয় কমিশনার আন্তঃজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করবে। জেলা জলমহাল ব্যবস্থা কমিটি মাঝে মাঝে সভা করে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনুকূলে যে সকল জলমহাল ইজারা দেয়া হয়েছে তা পরীক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

[(৮)]^{৯৯} সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্যগণ জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির উপদেষ্টা থাকবেন।

[(৯)]^{১০০} প্রতি বছর ইজারায়োগ্য জলমহালের তালিকা তৈরি করে জেলা প্রশাসকগণ প্রতি বছরের ১লা মাঘ থেকে জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন আহবান করবেন।

[১০]^{১০১} ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে নতুন জলমহালের অন্তর্ভুক্ত, কোন জলমহাল বিলুপ্তি এবং কোন জলমহালের আয়তন হ্রাস/বৃদ্ধি ও তফসিল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের পূর্বে জেলা প্রশাসকগণ বিভাগীয় কমিশনারের অনুমতি গ্রহণ করবেন।

[(১১)]^{১০২} জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা মূল্যমানের জলমহালসমূহের বন্দোবস্তের প্রস্তাব জেলা প্রশাসক অনুমোদন করবেন। জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন সমবায় সমিতি/সমিতি সংক্ষুব্ধ হলে ও জামানতের অর্থ ফেরত না নিয়ে থাকলে উক্ত সিদ্ধান্তের ৭ (সাত) কর্মদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের কাছে আপিল দায়ের করতে পারবে এবং বিভাগীয় কমিশনার [১৫ (পনের) কর্মদিনের]^{১০৩} মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করবেন। বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের সর্বশেষ ধাপ হিসেবে সিদ্ধান্তের ৭ (সাত) কর্মদিনের মধ্যে ভূমি আপিল বোর্ডের কাছে আপিল দায়ের করা যাবে এবং ভূমি আপিল বোর্ড ১৫ (পনের) কর্মদিনের মধ্যে চূড়ান্তভাবে আপিল নিষ্পত্তি করবেন।

জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার উর্ধ্বে মূল্যমানের জলমহালসমূহ বন্দোবস্তের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসক ৫ (পাঁচ) কর্মদিনের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবেন। বিভাগীয় কমিশনার ১০ (দশ) কর্মদিনের মধ্যে প্রস্তাবটি অনুমোদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে জেলা প্রশাসকের নিকট ফেরৎ পাঠাবেন। আন্তঃজেলা জলমহাল বন্দোবস্তের প্রস্তাব বিভাগীয় কমিশনার অনুমোদন করবে। বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদনে অংশগ্রহণকারী সংক্ষুব্ধ সমিতি যদি জামানত ফেরত না নিয়ে থাকলে ১৫ (পনের) কর্মদিনের মধ্যে সর্বশেষ ধাপ হিসেবে ভূমি আপিল বোর্ডে আপিল দায়ের করতে পারবে। ভূমি আপিল বোর্ড ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিনের মধ্যে চূড়ান্তভাবে আপিল নিষ্পত্তি করবেন।

^{৯৯} “৭” এর স্থলে “৮” প্রস্তাবিত

^{১০০} “৮” এর স্থলে “৯” প্রস্তাবিত

^{১০১} “৯” এর স্থলে “১০” প্রস্তাবিত

^{১০২} “১০” এর স্থলে “১১” প্রস্তাবিত

^{১০৩} “ ৭ (সাত) কর্ম দিন” এর স্থলে “ ১৫ (পনের) কর্ম দিন” প্রস্তাব করা হয়েছে

[(১২)]^{১০} জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত/ইজারাপ্রাপ্ত প্রকৃত মৎসজীবী সংগঠন/সমিতি প্রথম বছরের সাকুল্য ইজারামূল্য সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫ (পনের) কর্মদিনের মধ্যে ‘জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১’ নং কোডে জমা প্রদান করতে হবে। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা চুক্তি সম্পাদন পূর্বক জেলা প্রশাসক অনতিবিলম্বে জলমহালের দখল ইজারা গ্রহীতাকে বুঝিয়ে দিবে। জামানতের অর্থ শেষ বছরের ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে। ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে জেলা প্রশাসক ইজারা বাতিল করবে এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

[(১৩) ইজারাপ্রাপ্ত বা ইজারা পাওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তি বা সংগঠন যদি জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত কোন বিষয়ে সরকার বা জেলা প্রশাসকের কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্য মোকদ্দমা করতে আগ্রহী হয় তাহলে এ নীতিতে বর্ণিত সকল পদক্ষেপ গ্রহণ অন্তে এ মর্মে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে নোটিশ প্রদান করবেন এবং নোটিশ প্রেরণের ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিন সমাপ্ত হওয়ার পর নোটিশের একটি অনুলিপি আরজির সাথে সংযুক্ত করে মোকদ্দমা দায়ের করতে পারবে।]^{১১}

অনুচ্ছেদ ৬. উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনা:

- (১) উপজেলা পর্যায়ে জলমহাল ব্যবস্থাপনা, তদারকি ও পরিবীক্ষণের জন্য উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন হবে নিম্নরূপ:
- (ক) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান----- চেয়ারম্যান]^{১২}
 - (খ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার -----ভাইস-চেয়ারম্যান]^{১৩}
 - (গ) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা-----সদস্য
 - (ঘ) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা -----সদস্য
 - (ঙ) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা -----সদস্য
 - (চ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা -----সদস্য
 - (ছ) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট থানা -----সদস্য
 - (জ) উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা -----সদস্য
 - (ঝ) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা -----সদস্য
 - (ঞ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান -----সদস্য
 - (ট) অনুমোদিত মৎসজীবী সংগঠনের ২ (দুই) জন প্রতিনিধি
(উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক মনোনীত) -----সদস্য
 - (ঠ) স্থানীয় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত) -----সদস্য
 - (ড) উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক সংগঠনের একজন প্রতিনিধি
(উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)-----সদস্য

^{১০} “১১” এর স্থলে “১২” প্রস্তাবিত

^{১১} প্রস্তাবিত

^{১২} “উপজেলা নির্বাহী অফিসার-----আহবায়ক” শব্দগুলো “উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান----- চেয়ারম্যান ” শব্দগুলো দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে

^{১৩} প্রস্তাবিত

(ঢ) উপজেলা পর্যায়ে নারী সংগঠনের একজন প্রতিনিধি

(উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)-----সদস্য

(গ) সহকারী কমিশনার (ভূমি) -----সদস্য-সচিব

যে উপজেলায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) নেই, সেই উপজেলায় উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। [চেয়ারম্যানসহ]^{১১০} ন্যূনতম [৬ (ছয়) জন]^{১১১} সদস্য নিয়ে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কোরাম গঠিত হবে।

(২) [সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন।]^{১১২}

(৩) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম:

(ক) ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ সরকারি জলমহালের ব্যবস্থাপনা উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত হবে। এ নীতি অনুসারে ৫ নং অনুচ্ছেদের [(১), (৩), (৪), (৫) ও (১২)]^{১১৩} এ বর্ণিত জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি যে পদ্ধতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি সরকারি বদ্ধ জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত করবেন, সেই একই পদ্ধতি, উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুসরণ করে জলমহাল ইজারা/ব্যবস্থাপনা দিবে।

(খ) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি ২০ একর পর্যন্ত জলমহালসমূহ প্রতি [১০ (দশ) বছরের]^{১১৪} জন্য ইজারা প্রদান করবে। কোন জলমহাল একাধিক উপজেলা সংশ্লিষ্ট হলে, বেশির ভাগ জলমহাল যেই উপজেলায় অবস্থিত সেই উপজেলায় কমিটি হবে এবং বাকি অংশবিশেষ যেই উপজেলা/উপজেলাসমূহে অবস্থিত হবে সেই সকল উপজেলা/উপজেলাসমূহ সহকারী কমিশনার (ভূমি) সদস্য হিসেবে সংযুক্ত হবে।

(গ) সংশ্লিষ্ট উপজেলার অন্তর্গত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমিতিগুলোর কার্যক্রম বিধি মোতাবেক চলছে কি না তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা;

(ঘ) যেই সকল সমবায় সমিতি/সমিতি/ইজারা গ্রহীতা জলমহাল ব্যবস্থাপনার আওতায় জলমহাল ইজারা গ্রহণ করেছে; সেইগুলি ইজারার শর্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে কি না তা পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করা;

(ঙ) জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক চাহিত তথ্য/মতামত/সুপারিশ প্রেরণ করা/প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা;

(চ) জরিপপূর্বক প্রকৃত মৎস্যজীবীদের তালিকা তৈরির ব্যবস্থা করা (ছবিসহ);

(ছ) উপজেলায় ভৌগোলিক সীমায় অবস্থিত সকল জলমহাল এর ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করে মতামত ও সুপারিশসহ একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন (ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দিষ্ট ছকে) প্রতি বছর ১৫ চৈত্রের মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবে।

^{১১০} “আহবায়কসহ” শব্দটি “চেয়ারম্যানসহ” শব্দটি দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে

^{১১১} “৫ (পাঁচ) জন” এর স্থলে “৬ (ছয়) জন” প্রস্তাবিত

^{১১২} “উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে এক নম্বর উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য/সদস্যগণ এবং দুই নম্বর উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন সংশ্লিষ্ট এলাকার উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান।” শব্দগুলোর স্থলে “সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন” শব্দগুলো প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{১১৩} “(১), (২), (৩), (৪) ও (১১)” সংখ্যাগুলো “(১), (৩), (৪), (৫) ও (১২)” সংখ্যাগুলো দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে

^{১১৪} “৩ (তিন) বছর” এর পরিবর্তে “১০ (দশ) বছর” প্রস্তাব করা হয়েছে

- (৪) কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমিতি/প্রতিষ্ঠান দুটির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না।
- (৫) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন সমবায় সমিতি/সমিতি সংক্ষুব্ধ হলে ও জামানতের অর্থ ফেরত না নিয়ে থাকলে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৭ (সাত) কর্মদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাছে আপিল দায়ের করতে পারবে এবং জেলা প্রশাসক ৫ (পাঁচ) কর্মদিনের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করবে। জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সর্বশেষ ধাপ হিসেবে ৭ (সাত) কর্মদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের কাছে আপিল দায়ের করা যাবে এবং বিভাগীয় কমিশনার ১৫ (পনের) কর্মদিনের মধ্যে চূড়ান্তভাবে আপিল নিষ্পত্তি করবেন।
- (৬) ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে নতুন জলমহালের অন্তর্ভুক্তি, কোন জলমহাল বিলুপ্তি এবং কোন জলমহালের আয়তন হ্রাস/বৃদ্ধি ও তফসিল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের পূর্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ জেলা প্রশাসকের অনুমতি গ্রহণ করবে।
- (৭) প্রতি বছর ইজারায়োগ্য জলমহালের তালিকা তৈরি করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ প্রতি বছর ১ (এক) মাঘ থেকে জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন আহবান করবে।

অনুচ্ছেদ ৭. উপজেলা প্রকল্পের আওতায় ২০ (বিশ) একরের উর্ধ্বে বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনা:

- (১) মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, প্রকৃত মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ‘উন্নয়ন প্রকল্পের’ আওতায় ২০ (বিশ) একরের উর্ধ্বে সীমিত সংখ্যক বদ্ধ জলমহাল ৬ (ছয়) বছরের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ইজারা দেয়া যাবে। অগ্রাহী সমিতির আবেদনপত্রের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে:
 - (ক) উন্নয়ন প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ (প্রকল্প ছকে);
 - (খ) প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশনের সত্যায়িত কপি;
 - (গ) নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সকল সদস্যের নাম, ঠিকানা ও ছবি;
 - (ঘ) আবেদনকারী সমিতির প্রত্যেক সদস্য প্রকৃত মৎস্যজীবী এ মর্মে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে প্রত্যয়ন পত্র;
 - (ঙ) প্রকৃত মৎস্যজীবী মাছ চাষ, শিকার ও বিপণনের সাথে জড়িত আছেন ও থাকবে এবং জলমহাল ইজারা পেলে, নিজেরাই তা পরিচালনা করবে এমন অঙ্গীকারনামা;
 - (চ) সভাপতি, সম্পাদক ও উক্ত সমিতির কাছে সরকারি কোন বকেয়া রাজস্ব পাওনা আছে কি না এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন সার্টিফিকেট মামলা আছে কি না জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র।
- (২) ‘উন্নয়ন প্রকল্পের’ আওতায় কোন জলমহাল ইজারা পাওয়ার জন্য কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত সময়সীমার ভিতর আবেদন করলে তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাষে প্রতিবেদন চাওয়া হবে। জেলা প্রশাসক, জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৭ (১) এর তথ্যাবলীসহ উক্ত সমিতির যোগ্যতা ও কার্যক্রম যাচাই বাছাই করে মতামতসহ একটি সুনির্দিষ্ট প্রতিবেদন ২ (দুই) মাসের মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

- (৩) প্রতি বছর ৩০শে ফাল্গুন এর মধ্যে এ ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা যাবে। এর পরে কোন আবেদন গ্রহণ করা হবে না। তবে এ নীতি, [২০১৪]^{১০০} জারির বছরে, সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে ১৫ শ্রাবণ ১৪১৬ পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।
- (৪) আবেদনকারী সমিতিসমূহ তাদের আবেদনের সাথে তাদের প্রদত্ত ইজারা মূল্যের ২০% জামানতস্বরূপ ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার সংযুক্ত করে দিবে। উক্ত টাকা ইজারা প্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের ইজারামূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে।
- (৫) জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি যদি কোন প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অনুকূলে কোন জলমহাল ‘উন্নয়ন প্রকল্পের’ আওতাই ইজারা প্রদানের জন্য এ নীতিতে উল্লেখিত ৭ (১), ৭ (২), ৭ (৩) ও ৭ (৪) অনুচ্ছেদের আলোকে জামানত ও সুপারিশসহ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন সেক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয় ৪ (চার) মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অবহিত করবে এবং এ সময়ের জন্য উক্ত জলমহালটির ইজারা কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। মন্ত্রণালয়ে এজন্য একটি কমিটি থাকবে এবং আবেদন গ্রহণ বা বাতিল বা ইজারা প্রদান সংক্রান্ত এ কমিটির যে কোন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। কমিটির গঠন হবে নিম্নরূপ:

- (ক) মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়-----সভাপতি
- (খ) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়-----[সহসভাপতি]^{১০১}
- (গ) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়-----সদস্য
- (ঘ) অতিরিক্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়-----সদস্য
- (ঙ) যুগ্মসচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়-----সদস্য
- (চ) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), ভূমি মন্ত্রণালয়-----সদস্য
- (ছ) সংশ্লিষ্ট উপসচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়-----সদস্য সচিব

কমিটি প্রয়োজনে যে কোন সভায় কোন কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ জানাতে পারবে। [চেয়াম্যানসহকারে ও (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কমিটির সভার জন্য কোরাম হবে।]^{১০২}

- (৬) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোন জলমহাল ইজারার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের ইজারা মূল্য বা বিগত ৩ (তিন) বছরের ইজারা মূল্যের মধ্যে যা বেশি হয় উহার মূল্যের উপর কমপক্ষে ২৫% বর্ধিত হারে ইজারা মূল্য নির্ধারণ করতে হবে এবং ১ম বছরের নির্ধারিত ইজারা মূল্যই পরবর্তী ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর আদায় করতে হবে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ বছরে এ ইজারা মূল্য আরো ২৫% বৃদ্ধি পাবে এবং সেই অনুযায়ী তা আদায় হবে।
- (৭) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোন জলমহাল কোন প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অনুকূলে নির্ধারিত মূল্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় ইজারা/বন্দোবস্তের প্রস্তাব অনুমোদন করলে, প্রস্তাব অনুমোদনের ১৫ (পনের) কর্মদিনের মধ্যে ইজারা/বন্দোবস্তগ্রহীতা প্রথম বছরের সাকুল্য ইজারা মূল্য সংশ্লিষ্ট জেলায় (জলমহাল ও পুকুর ইজারা -১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১নং কোডে) জমা প্রদান করবে। প্রথম বছরের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা চুক্তি সম্পাদন পূর্বক জেলা প্রশাসক অনতিবিলম্বে জলমহালটির দখল বন্দোবস্ত গ্রহীতাকে বুঝিয়ে দিবেন। দ্বিতীয় বছরের সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ১ম বছরের

^{১০০} “২০০৯” এর পরিবর্তে “২০১৪” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে

^{১০১} “সদস্য” শব্দটির পরিবর্তে “সহ-সভাপতি” শব্দটি প্রস্তাব করা হয়েছে

^{১০২} প্রস্তাবিত

১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। জামানতের অর্থ শেষ বছরের ইজারামূল্যের সাথে সমন্বয় হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইজারা/বন্দোবস্ত জেলা প্রশাসক বাতিল করবেন এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ কোন অবস্থাতেই আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

- (৮) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইজারাকৃত জলমহালগুলো প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুসারে যথাযথভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে কি না এবং সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে কি না জলমহালটির ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি বছর ৩০শে চৈত্রের মধ্যে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। প্রতিবেদন মূল্যায়ন করে ভূমি মন্ত্রণালয় জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।
- (৯) কোনক্রমেই কোন প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিতে ০১ (এক) টির অধিক জলমহাল উন্নয়ন প্রকল্পে ইজারা/বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না।
- (১০) উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত জলমহালের ইজারা গ্রহীতা কোন অবস্থাতেই ‘মা’ মাছ শিকার করতে পারবে না, এর ব্যত্যয় ঘটলে পুরো ইজারা বাতিল করা যাবে।

অনুচ্ছেদ ৮. আবেদন ফর্ম বিক্রির অর্থ, জলমহালের ইজারামূল্য ও খাস কালেকশনের অর্থসহ জলমহাল সংক্রান্ত সকল আয়ের অর্থ “জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৬৩২/০০০০/১২৬১” নং কোডে জমা রাখতে হবে। জেলা প্রশাসক ৩০শে বৈশাখের মধ্যে উক্ত খাতে জমাকৃত অর্থের বিবরণ ভূমি মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় কমিশনার এর কাছে প্রেরণ করবেন।

অনুচ্ছেদ ৯. ইজারাকৃত জলমহালগুলো কোনক্রমেই সাবলীজ দেয়া যাবে না, যদি সাবলীজ দেয়া হয়, তাহলে উক্ত জলমহালের ইজারা জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাতিল করবে এবং জামানতসহ জমাকৃত ইজারা মূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ঐ ইজারা গ্রহীতা সমিতি পরবর্তী ৩ (তিন) বছর কোন জলমহালের ইজারার জন্য বা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ ১০. জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি ও উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ইজারাকৃত জলমহালসমূহ তদারকি বা পরিবীক্ষণের জন্য একটি পরিবীক্ষণ ছক ভূমি মন্ত্রণালয় প্রস্তুত করবে। সেই ছক অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কমিটি কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবং ভূমি মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় কমিশনারকে অবহিত করবে।

অনুচ্ছেদ ১১. জলমহাল ইজারার মেয়াদ ১লা বৈশাখ থেকে শুরু হবে এবং বছরের যে কোন সময়ে জলমহালের ইজারা গ্রহণ করলেও ইজারার মেয়াদ ১লা বৈশাখ থেকে কার্যকর হবে এবং একই বছরের ৩০শে চৈত্র তা শেষ হবে। এ সময়ের মধ্যে কোন কারণে খাস কালেকশন করা হয় তবে তা সরকারি খাতে জমা হবে, ইজারাপ্রাপ্ত সমিতি/সংগঠন পাবে না।

অনুচ্ছেদ ১২. প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সংগঠন যাতে জলমহাল ইজারা নিতে পারে ও নির্বিঘ্নে মাছ চাষ ও বিপণন করতে পারে সেই জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন এবং স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক/ব্যাংকসমূহ সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করবে।

অনুচ্ছেদ ১৩. ইজারা প্রদত্ত জলমহালগুলো ইজারা চুক্তির কোন শর্ত লঙ্ঘন করা হচ্ছে কি না সে জন্য বিদ্যমান মৎস্য আইনের আওতায় জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ড্রাম্যমান আদালত গঠন করে জলমহাল ইজারা চুক্তি ভঙ্গের কারণে ইজারাদারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

অনুচ্ছেদ ১৪. এ নীতি জারির পর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ন্যস্তকৃত [১০০] খাস বদ্ধ জলমহাল/জলাশয় ব্যবস্থাপনা আর থাকবে না, তবে যুব সমাজের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলমহাল/জলাশয় যুব জেলে সম্প্রদায়ের নিবন্ধিত সমিতি/সমিতিসমূহ অগ্রাধিকার পাবে। আরো শর্ত থাকে যে, ইতোমধ্যে ২০ একর পর্যন্ত যে সকল খাস বদ্ধ জলমহাল যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে টেন্ডারের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা হয়েছে, তা টেন্ডারের সময় পর্যন্ত পূর্বের নিয়মে অব্যাহত থাকবে, তবে কোন সময় বৃদ্ধি করা যাবে না এবং উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বর্তমান নীতি অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১৫. নিম্নবর্ণিত ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলাশয়সমূহ এ নীতির আওতায় ইজারা বা বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে না:

- (ক) গুচ্ছ গ্রাম/আদর্শ গ্রাম/আশ্রয়ণ প্রকল্প/অনুরূপ প্রকল্পের এলাকাভুক্ত জলাশয়সমূহ;
- (খ) অর্পিত এবং পরিত্যক্ত জলাশয়সমূহ;
- (গ) ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সহকারি কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস সংলগ্ন সরকারি খাস জলাশয়সমূহ;
- (ঘ) সর্বসাধারণের ব্যবহার্য বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গোরস্থান পাবলিক ইজমেন্টের ব্যবহৃত জলাশয়সমূহ। এ দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি সংশ্লিষ্ট উপজেলায় কোন কোন পুকুর/জলাশয় পাবলিক ইজমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হবে তার তালিকা প্রণয়নপূর্বক অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে প্রেরণ করবে। জেলা প্রশাসকের অনুমোদনের পর উক্ত তালিকা উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করবে;
- (ঙ) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা পরিষদের প্রশাসনিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত তাদের নিজস্ব জলাশয়সমূহ;
- (চ) ঐতিহাসিক নিদর্শন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার্থে পুকুর/দিঘী/জলমহাল সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হলে ভূমি মন্ত্রণালয় সেক্ষেত্রে ঐতিহাসিক নিদর্শন, প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা ও পর্যটন এর গুরুত্ব বিদ্যু না ঘটিয়ে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হবে। কিন্তু কোনোক্রমেই ইহা লীজ প্রদান করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ১৬. কোন যুক্তিসংগত কারণে কোন জলমহাল [২০ (বিশ) একরের উর্ধ্বে বা ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত] নির্ধারিত সময়ে ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করা না গেলে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত জেলা প্রশাসক খাস কালেকশনের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করবে। প্রয়োজনে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে সীলগালা অবস্থায় মূল্য উল্লেখ করে আবেদন আহবান করে নির্দিষ্ট বছরের অবশিষ্ট সময়ের জন্য বন্দোবস্ত বা খাস আদায়ের ব্যবস্থা করা যাবে। সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক, খাস কালেকশন এর জন্য একটি নির্দিষ্ট হার নির্ধারণ করে দিবে এবং নিম্নোক্ত কমিটির মাধ্যমে খাস কালেকশনের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা যাবে:

- (ক) সহকারী কমিশনার (ভূমি) -----আহবায়ক
 - (খ) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা-----সদস্য
 - (গ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান-----সদস্য
 - (ঘ) উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা -----সদস্য
 - (ঙ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন সহকারী ভূমি কর্মকর্তা -----সদস্য সচিব
- উল্লেখ্য, খাস কালেকশনের সময় ‘মা’ মাছ নিধন করা যাবে না।

১০০ “২০ একর পর্যন্ত” শব্দগুলো বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হয়েছে

অনুচ্ছেদ ১৭. দেশের সকল জলমহালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জলমহালগুলোর তফসিল নির্ধারণ, মৌজা ম্যাপে তা চিহ্নিতকরণ এবং এতদসংক্রান্ত সকল তথ্য সম্বলিত একটি ডাটাবেইজ তৈরি করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে সংরক্ষণ করতে হবে। ডাটাবেইজ তৈরি ও এর ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কমন প্ল্যাটফরমে ব্যবহার্য সফটওয়্যার প্রণয়ন করতে হবে। ভূমি মন্ত্রণালয় জলমহালগুলোর সমন্বিত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উক্তরূপ ডাটাবেইজ তৈরি ও সফটওয়্যার প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এজন্য ভূমি মন্ত্রণালয় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ১৮. (ক) ইজারা/বন্দোবস্ত বাতিলকৃত জলমহাল/জলাশয় জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/সংশ্লিষ্ট কমিটি (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) বিধি মোতাবেক পুনঃইজারার ব্যবস্থা করবে।

(খ) ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারাগ্রহীতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারা মেয়াদ শেষে কোন জলমহালের উপর ইজারাগ্রহীতার কোন প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার, স্বত্ত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার তথা সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে।

(গ) ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোন সময় মঞ্জুর করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ১৯. সকল বদ্ধ ও উন্মুক্ত জলমহালে মৎস্য সম্পদ পরিচর্যামূলক ক্ষেত্র ভিত্তিক গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মৎস্য বিজ্ঞানীদের অবাধ বিচরণ, তথ্য সংগ্রহ ও নিজ খরচায় নমুনা মৎস্য আহরণ, পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কর্ম পরিচালনার জন্য মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিকার থাকবে, তবে এজন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অবহিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ২০. জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে এবং মৎস্য অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের কারিগরী সহায়তার জলমহালের ভৌত ও জৈবিক দিকসমূহের (Physical and Biological Parameters) সর্বশেষ অবস্থা এবং পানির গুণগত মান সম্পর্কে জরিপ পরিচালনা করা যাবে যা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর হাল-নাগাদ করা হবে।

অনুচ্ছেদ ২১. বন্দোবস্তকৃত/ইজারাকৃত জলমহালের কোথাও প্রবাহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ২২. যে সকল জলমহালসমূহ থেকে (নদী, হাওর, খাল ইত্যাদি) জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে সেচ মৌসুমে সেচ প্রদান বিঘ্নিত করা যাবে না। সেই সকল বদ্ধ জলমহাল বন্দোবস্ত/ইজারা দেয়া হবে, সেখান থেকে মৎস্য চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে। এ ব্যাপারে ২০ একরের উর্ধ্বের সরকারি জলমহালের ক্ষেত্রে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ২০ একর পর্যন্ত সরকারি জলমহালের ক্ষেত্রে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ২৩. সরকারি জলমহালের পাড়ে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বন্দোবস্ত গ্রহীতা সমিতি চুক্তিবদ্ধ থাকবে (ইজারা চুক্তিতে তার উল্লেখ থাকবে)।

অনুচ্ছেদ ২৪. সরকারি জলমহাল/ইজারা বন্দোবস্ত গ্রহীতা নিবন্ধিত কোন মৎস্যজীবী সমিতি/এনজিওর সাথে কোন জঙ্গিবাদের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন কর্তৃপক্ষই তার দায় দায়িত্ব বহন করবে এবং এরূপ ক্ষেত্রে কোন সরকারি জলমহাল উক্ত সমিতিকে ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়ে থাকলে তা বাতিল করে নতুনভাবে ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের ব্যবস্থা করা যাবে।

অনুচ্ছেদ ২৫. মাছের অভয়াশ্রম সৃষ্টি এবং মাছ চাষ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে নব উদ্ভাবিত প্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় কিছু সংখ্যক জলমহালকে ‘সংরক্ষিত’ (Reserve) জলমহাল হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করবে।

অনুচ্ছেদ ২৬. বর্ষা মৌসুমে যখন ইজারাকৃত জলাশয়, সংলগ্ন প্লাবনভূমির সাথে প্লাবিত হয়ে একক জলাশয়ে রূপ নেয়, তখন ইজারাদারের মৎস্য আহরণ অধিকার কেবল ইজারাকৃত জলাশয়ের সীমানার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে।

অনুচ্ছেদ ২৭. বদ্ধ বা উন্মুক্ত, কোন জলাশয়েই রাস্কুসে মাছ চাষ করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ২৮. পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয় পরীক্ষামূলকভাবে সারাদেশে স্বল্পসংখ্যক জলমহালের ব্যবস্থাপনা করবে যাতে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নত করা যায়। এরূপ পরীক্ষাধীন জলমহালের জন্য বিগত ৩ (তিন) বছরের ইজারার গড় মূল্যের উপর ১০% বৃদ্ধি করে ইজারা মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ২৯. উন্মুক্ত জলাশয়সমূহের নির্দিষ্ট স্থানে অভয়াশ্রম করা এবং নির্দিষ্ট সময়ে মৎস্য সম্পদ রক্ষার স্বার্থে মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখার বিষয়ে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় বা মৎস্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পারবে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে মাতৃ জলমহাল বা অভয়াশ্রমের জন্য উপযোগী স্থান নির্বাচন করা যাবে যাতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মতি থাকবে। এরূপ স্থান ইজারা প্রদান করা যাবে না। নির্দিষ্ট সময়ে, যেমন-মাছের পোনা ছাড়ার সময় মৎস্য শিকার বন্ধ রেখে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের বিকল্প জীবিকার উদ্যোগ নিতে হবে। উন্মুক্ত জলাশয়ে যাতে অবাধে মৎস্য শিকার না করা হয় এবং “মা” মাছ নিধন না করা হয় সেজন্য জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবেন এবং জেলা প্রশাসকের অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের লাইসেন্স নিয়ে প্রকৃত মৎস্যজীবীগণই শুধু মাছ শিকার করতে পারবে। প্রকৃত মৎস্যজীবীগণ নির্ধারিত হারে একটি টোকেন ফি দিয়ে লাইসেন্স সংগ্রহ করবে। প্রকৃত মৎস্যজীবীর আয় ব্যয় সঙ্গতি রেখে জেলা প্রশাসকগণ এ হার নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ করবেন।

অনুচ্ছেদ ৩০. জলমহালসমূহের তীরে বা তীরবর্তী সরকারি ভূমিতে পরিবেশ বান্ধব করচবাগের সৃষ্টি করতে হবে যা মাছের নিরাপদ আশ্রয়ভূমি হিসেবে গণ্য হবে। ইজারাকৃত জলমহালে কেউ অতিথি পাখিসহ কোন পাখি শিকার করতে পারবে না। এ কাজে স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় বন অধিদপ্তর ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন/নিবন্ধিত এনজিও এবং জলমহালের ইজারাদার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ৩১. সরকারি জলমহাল ইজারা গ্রহণকারী সমিতি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আয়কর বা ভ্যাট প্রদান করবে।

অনুচ্ছেদ ৩২. সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা [২০০৯]^{১০১} এর আলোকে ইজারাধীন যে সকল জলমহালের ইজারার মেয়াদ এখনও শেষ হয় নাই সে সব জলমহালের ইজারা অব্যাহত রাখা যাবে কি না তা জেলা/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি যাচাই করে দেখবেন। জলমহালগুলো প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি ভোগ দখল করছে কি না, লীজের শর্ত ঠিকমত প্রতিপালন হচ্ছে কি না এসব দিক বিবেচনা করে লীজের শর্ত ভঙ্গ করা হলে বা কোন অনিয়ম হয়ে থাকলে উক্ত জেলা/উপজেলা কমিটি লীজ বাতিল করবেন এবং সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, [২০১৪]^{১০২} এর আলোকে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

^{১০১} “- ২০০৫” চিহ্নটি ও সংখ্যাটির স্থলে “২০০৯” সংখ্যাটি প্রস্তাবিত

^{১০২} “২০০৯” সংখ্যাটির স্থলে “২০১৪” সংখ্যাটি প্রস্তাবিত

অনুচ্ছেদ ৩৩. সরকারি জলমহালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে নিম্নোক্ত জাতীয় জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে:

মাননীয় ভূমি মন্ত্রী-----	সভাপতি
মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী-----	সদস্য
মাননীয় মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রী-----	সদস্য
মাননীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী-----	সদস্য
মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী-----	সদস্য
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়-----	সদস্য
সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়-----	সদস্য
সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় -----	সদস্য
সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়-----	সদস্য
সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় -----	সদস্য
সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ -----	সদস্য
সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়-----	সদস্যসচিব

এ কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ৩৪. জলমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এই নীতির পরিপন্থী বা ইতোপূর্বে জারিকৃত সকল

আদেশ/নির্দেশ/পরিপত্র/ নীতিমালা এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

অনুচ্ছেদ ৩৫. এ নীতিতে যা কিছুই বলা থাকুক না কেন, ভূমি মন্ত্রণালয় জনস্বার্থে, সরকারি জলমহালের যে কোন বন্দোবস্ত /ইজারা বাতিল বা সংশোধনসহ যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নীতির পরিবর্তন, পরিমার্জন বা সংশোধনের যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করে।

চিংড়িমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে চিংড়ি খাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশে চিংড়ি চাষের সাথে প্রায় ৮ লক্ষ ৪০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান জড়িত।^{১০০} মোট রপ্তানিকৃত চিংড়ির শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ খুলনা বিভাগে উৎপাদিত হয়। বাকি ২৫ শতাংশ চিংড়ি চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য স্থানে উৎপাদিত হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ খাত থেকে ৩ হাজার ৩৭৬ কোটি টাকা অর্জিত হয়েছে।^{১০১} বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে তৈরী পোশাকের পরই চিংড়ির অবস্থান।

সরকারি খাসজমি যখন চিংড়ি চাষের জন্য বন্দোবস্ত দেয়া হয় তখন উক্ত খাসজমিকে “চিংড়িমহাল” বলা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৫ হাজার ৯৭৮টি চিংড়িমহাল রয়েছে, যার মোট আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার হেক্টর। সব ধরনের উৎস থেকে বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২ লক্ষ ২১ হাজার টন।

সত্তরের দশকে আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধি এবং একই সময়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকাগুলোতে ধান চাষে লোকসান স্থানীয় চাষীদেরকে চিংড়ি চাষে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করে। চিংড়ি চাষকে গুরুত্ব দিয়ে সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮০-৮৫) চিংড়ি চাষকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করে এবং এই শিল্পের উন্নতির জন্য নানা প্রণোদনা প্রদানের ঘোষণা দেয়। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় অন্যান্য কৃষিজ পণ্যের পরিবর্তে চিংড়ি চাষ দ্রুত ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং ধীরে ধীরে উপকূলীয় এলাকার জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশগত পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। অপরিবর্তিত এবং অনিয়ন্ত্রিত চিংড়ি চাষ স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নেতিবাচক প্রভাবের পাশাপাশি জমি নিয়ে বিরোধ, শত্রুতা এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মোকদ্দমার জন্ম দেয়। প্রভাবশালী মালিকগণ তাদের চাষের জমির আশেপাশের ছোট জমির মালিকদেরকে অর্থাৎ প্রান্তিক চাষীদেরকে হারি-র (চিংড়ি চাষের জন্য প্রদত্ত জমির ইজারা মূল্য) মাধ্যমে তাদের জমি চিংড়ি চাষের আওতায় প্রদানের জন্য বাধ্য করে। এ ধরনের হারি-র অর্থমূল্য একর প্রতি বছরে ৪০০০/- (চার হাজার) টাকা থেকে ৬০০০/- (ছয় হাজার) টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই অর্থও অনেক সময় ঠিকমত প্রদান করা হয় না। অন্যদিকে প্রভাবশালীরা একর প্রতি বছরে প্রায় ২০০০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মুনাফা করে। এই প্রভাবশালীরা একসময় ভুয়া কাগজপত্র তৈরী করে প্রান্তিক চাষীর জমি স্থায়ীভাবে দখল করে নেয়। স্থানীয় ভূমি অফিসের কিছু অসাধু কর্মচারী এই অপকর্মের সাথে জড়িত থাকে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে ভূমি ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু ও ন্যায্যভিত্তিক নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকার ১৯৯২ সালে “চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ১৯৯২” প্রণয়ন করে। এর উদ্দেশ্য ছিল চিংড়ি চাষের জন্য জমি নির্বাচন, জরিপ, বন্টন ও উৎপাদন বিষয়ক যে সকল নিয়মনীতি আছে তা গভীরভাবে পর্যালোচনা করে চিংড়ি চাষোপযোগী অনুকূল ভূমি ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে একটি বিস্তারিত নীতিমালা জারি করা।

কিন্তু পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, প্রচলিত চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিতে ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়নি। এই নীতিতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারী সমাজ বিশেষ করে অসহায়, দুস্থ, ও বিধবা নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কোন বিস্তারিত বিধান রাখা হয়নি যা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯-এ^{১০২} বর্ণিত নীতির সাথে অসংগতিপূর্ণ। জাতীয় কমিটিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, যেমন: স্থানীয় সরকার বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। প্রচলিত নীতিতে বলা হয়েছে চিংড়ি চাষের

^{১০০} ড. মুহাম্মদ মাহফুজুল হক রিপন, বাংলাদেশে ‘বেনামি’ চিংড়ি চাষ: খাল কেটে কুমির আনা? Available form: <http://archive.ittefaq.com.bd/index.php?ref=MjBfMDhfMTdfMTNfMV81XzFfNjQwNjA=>. [Accessed on 17th September, 2014]

^{১০১} আমার দেশ (১৯ আগস্ট ২০১৪), জাতীয় চিংড়ি নীতিমালার খসড়া অনুমোদন। Available form: <http://www.amardeshonline.com/pages/details/2014/08/19/253352> [Accessed on 17th September, 2014]

^{১০২} গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, সুযোগের সমতা। ১৯। (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবে। (২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। (৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবে। Available form: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_sections_detail.php?id=957&sections_id=29371. [Accessed on 4th June, 2015].

জন্য খাসজমি বন্দোবস্ত পেতে হলে দরখাস্তকারীকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হতে হবে যা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯-এর পরিপন্থী। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ভূমি মালিক কর্তৃক একতরফা বর্গা চুক্তির অবসান ঘটানো হলে বর্গা চাষীকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের কোন বিধান প্রচলিত নীতিতে নেই। অধিকন্তু চিংড়ি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় লোনাপানি কৃষি জীববৈচিত্রের উপর যে প্রভাব ফেলে সে বিষয়ে সম্ভাব্য কর্মসূচী নিয়ে প্রচলিত নীতিতে কোন বক্তব্য নেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, দরিদ্রবান্ধব নীতির অনুপস্থিতি এবং প্রায়োগিক সমস্যা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে প্রচলিত চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিকে পর্যালোচনা করে দরিদ্রবান্ধব, নারীবান্ধব এবং জনকল্যাণমুখী করে তোলার জন্য কতিপয় সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য প্রস্তাবিত সংশোধনীতে অন্যান্যের মধ্যে চিংড়িমহাল সংক্রান্ত কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়াও মহিলা চিংড়ি চাষী সমবায় গঠন এবং তাদেরকে চিংড়িমহাল খাসজমি ইজারা প্রদানের সময় অগ্রাধিকার দেওয়ার বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে। জাতীয় কমিটিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় তথা স্থানীয় সরকার বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। জেলা কমিটিতে জেলা প্রশাসকের পরিবর্তে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা প্রশাসককে সভাপতি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। জেলা কমিটিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালককে সদস্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে। চিংড়িমহাল সংক্রান্ত কমিটিগুলোতে কোরাম সংক্রান্ত কোন বিধান ছিল না। প্রস্তাবিত সংশোধনীতে কোরামের জন্য সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও সংশোধনী প্রস্তাবে জেলা প্রশাসকের আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ইজারাদারী কর্তৃক বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল দায়েরের বিধানও প্রস্তাব করা হয়েছে।

চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০১৪ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)

১। ভূমিকা

চিংড়ি একটি অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় পণ্য। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এই চিংড়ি খাতের অভিস্ট লক্ষ্য অর্জনের পথে বিদ্যমান বাধাগুলো অপসারণ করা প্রয়োজন। চিংড়ি চাষের প্রধানতম উপকরণ ভূমি। চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে ভূমি ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু ও ন্যায্যভিত্তিক নীতিমালা থাকা অপরিহার্য। প্রস্তাবিত নীতিমালার লক্ষ্য শুধু উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনই নয়, সেই সাথে উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত তৃণমূলে অবস্থিত মানুষের আর্থ-সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে অবস্থান গ্রহণ। বর্তমান সরকার চিংড়ি চাষের গুরুত্ব অনুধাবন করে চিংড়ি চাষের জন্য জমি নির্বাচন, জরিপ, বন্টন ও উৎপাদন বিষয়ক যে সকল নিয়মনীতি আছে তা গভীরভাবে পর্যালোচনা করে চিংড়ি চাষোপযোগী অনুকূল ভূমি ব্যবস্থা কয়েমের লক্ষ্যে একটি বিস্তারিত নীতিমালা জারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

২। চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি

সরকার চিংড়ি চাষের এলাকাসমূহকে চিংড়িমহাল হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে চিংড়িমহালের যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা এবং চিংড়ি উৎপাদন বিষয়ে ভূমি সম্পৃক্ততা সম্পর্কিত সুষ্ঠু ও ন্যায্যভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন:

(১) চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি নির্ধারণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি কমিটি থাকবে। কমিটির গঠন ও কার্যাবলী নিম্নরূপ হবে:

(ক) জাতীয় চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি—

১. মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় ----- সভাপতি
- [২-৪].^{১১১} চিংড়িমহাল এলাকা থেকে সরকার কর্তৃক মনোনীত ৩ (তিন) জন সংসদ সদস্য [যাদের অন্তত ১ (এক) জন হবেন মহিলা সংসদ সদস্য]^{১১২} ----- সদস্য
- [৫. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ----- সদস্য
৬. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় ----- সদস্য
৭. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ----- সদস্য]^{১১৩}
৮. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ----- সদস্য
৯. সচিব, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় ----- সদস্য
১০. সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ----- সদস্য
১১. সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ----- সদস্য
- ১২-১৪. সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন চিংড়ি চাষী ----- সদস্য
- ১৫-১৬. কমিশনার, চট্টগ্রাম/খুলনা/[বরিশাল]^{১১৪} বিভাগ ----- সদস্য
১৭. যুগ্ম সচিব চিংড়িমহালের দায়িত্বে নিয়োজিত, ভূমি মন্ত্রণালয় ----- সদস্য-সচিব

^{১১১} “২.”এর পরিবর্তে প্রস্তাবিত

^{১১২} প্রস্তাবিত

^{১১৩} প্রস্তাবিত

^{১১৪} প্রস্তাবিত

(খ) কমিটির [ক্ষমতা ও কার্যাবলী]:^{১১৬}

১) চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি নির্ধারণ;

২) চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩) আন্তঃমন্ত্রণালয়/বিভাগের কাজের সমন্বয় সাধন;

৪) চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাদি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

৫) চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা, ভূমি বরাদ্দ, [সেলামী এবং চিংড়িমহালের জন্য বিভিন্ন শ্রেণির সরকারি খাসজমির বার্ষিক খাজনা]^{১১৭} নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের সুপারিশ;

৬) সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব।

(গ) উক্ত কমিটি প্রতি ৬ (ছয়) মাসে কমপক্ষে একবার এবং [সদস্য-সচিব সভাপতির সাথে আলোচনা করে]^{১১৮} প্রয়োজনানুযায়ী [যে কোন সময়]^{১১৯} সভায় মিলিত হবে। [৯ (নয়) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে।]^{১২০}

(২) চিংড়ি চাষের জন্য জমি চিহ্নিতকরণ এবং চিংড়ি চাষ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে জমি বরাদ্দের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহে একটি করে কমিটি থাকবে। কমিটির গঠন ও কার্যাবলী নিম্নরূপ হবে:

(ক) জেলা চিংড়িমহাল কমিটি:

(১) [জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা প্রশাসক]^{১২১} ----- সভাপতি

[(২) জেলা প্রশাসক ----- সহসভাপতি

(৩) সভাপতি কর্তৃক মনোনীত উপজেলা পরিষদের একজন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ----- সদস্য]^{১২২}

(৪) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ----- সদস্য

(৫) নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড ----- সদস্য

[(৬) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ----- সদস্য]^{১২৩}

(৭) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ----- সদস্য

(৮-৯) সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন চিংড়ি চাষী ----- সদস্য

(১০) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ----- সদস্য সচিব

এতদ্ব্যতীত, মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় অন্তত ২ (দুই) জন সংসদ সদস্য ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় সিটি কর্পোরেশনের মেয়র কমিটির উপদেষ্টা থাকবেন।

^{১১৬} “কর্ম পরিধি” -এর স্থলে প্রস্তাবিত

^{১১৭} প্রস্তাবিত

^{১১৮} প্রস্তাবিত

^{১১৯} প্রস্তাবিত

^{১২০} প্রস্তাবিত

^{১২১} “জেলা প্রশাসক” এর স্থলে “জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা প্রশাসক” প্রস্তাব করা হয়েছে

^{১২২} প্রস্তাবিত

^{১২৩} প্রস্তাবিত

(খ) কমিটির [ক্ষমতা ও কার্যাবলী]:^{২১৪}

- (১) সংশ্লিষ্ট জেলায় চিংড়ি চাষ উপযোগী নতুন জমি চিহ্নিত করা ও চিংড়িমহাল ঘোষণার ব্যাপারে সুপারিশ এবং সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালাসহ বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ।
- (২) নীতিমালা অনুযায়ী চিংড়ি চাষের জমি বন্দোবস্ত প্রদানের সুপারিশ প্রণয়ন এবং বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে অনুমোদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- (৩) কারিগরি দিক বিবেচনাকালে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যুক্তিসংগত আপত্তি থাকলে তা কমিটি [স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে]^{২১৫} শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করবেন।
- (৪) কমপক্ষে প্রতি ৬ (ছয়) মাসে একবার ইজারা জমি ব্যবহার পর্যালোচনাপূর্বক ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ।
- (৫) সরকার/জাতীয় কমিটি/জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত অন্য কোন দায়িত্ব।

(গ) উক্ত কমিটি প্রতি ২ (দুই) মাসে কমপক্ষে একবার এবং [সদস্য-সচিব সভাপতির সাথে আলোচনা করে]^{২১৬} প্রয়োজনানুযায়ী [যে কোন সময়]^{২১৭} সভায় মিলিত হবে। [৬ (ছয়) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে।]^{২১৮}

(৩) চিংড়িমহাল এলাকা

- (ক) বর্তমান চিংড়ি চাষের এলাকাসমূহকে চিংড়িমহাল হিসেবে ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত এলাকার ম্যাপ ও অন্যান্য কাগজপত্রাদি জেলা সদরে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আওতায় ঘোষিত এলাকার আয়তন পূর্ণাঙ্গ বিবরণসহ অন্তর্ভুক্ত হয়। জেলা সদরে সংরক্ষিত কাগজাদির কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ের একজন সুনির্দিষ্ট অফিসার তা কম্পিউটারে সংরক্ষণের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। ইজারা প্রদানকারীদের নাম ও অন্যান্য বিবরণ এবং পরবর্তীকালে কোন পরিবর্তন হলে তা মন্ত্রণালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।
- (খ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় অথবা সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থা বা বোর্ড কর্তৃক বিশেষ এলাকা চিংড়িমহাল হিসেবে নির্দিষ্টকরণ করা হলে বা কোন বিশেষ প্রস্তাব আসলে মন্ত্রণালয় উক্ত এলাকাকে চিংড়িমহাল হিসেবে ঘোষণা করতে পারে।
- (গ) নতুন কোন এলাকাকে চিংড়িমহাল হিসেবে চিহ্নিত করতে হলে জেলা প্রশাসক জেলা কমিটির প্রস্তাব ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরীক্ষা করে মতামতসহ বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে বিষয়টি জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্তের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।
- (ঘ) চিংড়িমহাল এলাকায় কোন খাসজমিই কৃষি জমি হিসেবে স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত দেয়া হবে না। ইতোমধ্যে চিংড়িমহাল এলাকায় কৃষি জমি হিসেবে প্রদত্ত সকল বন্দোবস্ত এই নীতিমালা জারীর সাথে সাথে চিংড়ি চাষের জন্য চিংড়িমহাল হিসেবে বিবেচিত হবে।

^{২১৪} “কর্ম পরিধির” স্থলে “কার্যাবলী” প্রস্তাবিত

^{২১৫} প্রস্তাবিত

^{২১৬} প্রস্তাবিত

^{২১৭} প্রস্তাবিত

^{২১৮} প্রস্তাবিত

(৪) চিংড়িমহালের খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানে শর্তাবলী

- (ক) দরখাস্তকারীকে মৎস্যজীবী/ মৎস্য ব্যবসায়ী/ মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকারী হতে হবে।
- (খ) বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।
- (গ) কারিগরি অভিজ্ঞতা এবং ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
- [(ঘ) স্থানীয় দরিদ্র চাষীদের দ্বারা সমবায় গঠন করা হবে এবং তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।]^{১৩৩}
- [(ঙ) মোট চিংড়িমহাল খাসজমির এক-চতুর্থাংশ মহিলা চিংড়ি চাষী সমবায়সমূহকে, যদি থাকে, ইজারা দেয়া হবে।]^{১৩৪}
- (চ) পরিবারের একাধিক সদস্যদের আবেদন বিবেচনা করা যাবে না।
- (ছ) খামার প্রতি অনধিক ১০ (দশ) একর জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে যাতে উভয় জমির পরিমাণ ১৫ (পনের) একরের অধিক না হয়। এই শর্তের ব্যতিক্রম হিসেবে কেবল প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার মালিকগণকে এবং উন্নত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের জন্য কোন প্রকল্প আর্থিক ও কারিগরী দিক দিয়ে যোগ্য বিবেচিত হলে আবেদনকারী কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অনুর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) একরের উর্ধ্ব ভূমি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনমত নির্ধারণ করতে পারবে।
- (জ) ব্যক্তি মালিকানাধীন ঘের/ঘোনা-এর মধ্যবর্তী খাসজমি খাল বা জমি ইজারা দেয়ার ক্ষেত্রে ঘের/ঘোনা মালিকদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
- (ঝ) একর প্রতি ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা বার্ষিক সেলামীতে অনধিক ১০ (দশ) বৎসরের মেয়াদে বন্দোবস্ত দেয়া হবে। প্রতি বৎসর ৫% হারে অর্থাৎ একর প্রতি ৭৫/- (পাঁচাত্তর) টাকা হারে বর্ধিত খাজনা প্রদান করতে হবে। প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসর অন্তর খাজনা পুনঃনির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে খাজনা পুনঃনির্ধারিত না হলে উল্লিখিত ৫% বর্ধিত হারেই খাজনা আদায় করা হবে।

(৫) চিংড়ি খাসজমি গ্রহীতাদের নিম্নোক্ত শর্তাদি অবশ্যই পালন করতে হবে

- (ক) বরাদ্দ গ্রহীতা বরাদ্দ প্রদানের ১ (এক) মাসের মধ্যে ধার্যকৃত প্রথম বাৎসরিক সেলামী সম্পূর্ণ প্রদানপূর্বক চুক্তিনামা সম্পাদন করবেন এবং জমির দখল বুঝে নিবেন।
- (খ) প্রতি বছর নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত হারে সেলামী/ইজারামূল্য পরিশোধ করতে হবে। ইজারা মূল্য মৎস্য আহরণের পূর্বে পরিশোধ হওয়া আবশ্যিক।
- (গ) প্রতি বছর জমিতে চিংড়ি উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হবে।
- (ঘ) প্রত্যেক ইজারাদারের এলাকা স্বতন্ত্র থাকবে এবং কোন অবস্থাতেই ঘের ভেঙ্গে একাধিক ইজারাদারের এলাকা যোগ করা যাবে না।
- (ঙ) বন্দোবস্ত জমি হস্তান্তর করা যাবে না।

^{১৩৩} “আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকতে হবে”—এই শব্দগুলো বিলুপ্ত করে “স্থানীয় দরিদ্র চাষীদের দ্বারা সমবায় গঠন করা হবে এবং তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।”—শব্দগুলো প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{১৩৪} “চিংড়ি জমি চাষের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।”—এই শব্দগুলো বিলুপ্ত করে “মোট চিংড়ি মহাল খাসজমির এক-চতুর্থাংশ মহিলা চিংড়ি চাষী সমবায়গুলোকে (যদি থাকে) ইজারা দেয়া হবে।”—এই শব্দগুলো প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

- (চ) উপরোক্ত শর্তাদি পালনে ব্যর্থ হলে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন সময় বন্দোবস্ত বাতিল করা যাবে এবং উক্ত বাতিলের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তার চাষকৃত চিংড়ি আহরণ ব্যতিরেকে^{১০০} জমির উপর বরাদ্দ গ্রহীতার কোন দাবি থাকবে না।
- (ছ) বন্দোবস্তকৃত জমি চিংড়ি উৎপাদন ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে ব্যবহার করা যাবে না এবং ইহার অন্যথা হলে জেলা প্রশাসক বন্দোবস্ত বাতিল করতে পারবেন।
- (জ) ইজারা মেয়াদ শেষ হলে চিংড়ি উৎপাদনের জন্য পুনরায় নতুন করে আবেদন করতে হবে এবং শর্ত থাকবে যে, পূর্বের ইজারা কোন অজুহাতেই কোন অধিকার বা দাবি প্রতিষ্ঠা করবে না এবং এই মর্মে চুক্তিপত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।
- (ঝ) ইজারাদারের ঘরের মধ্যে কোন চাষীর/প্রান্তিক চাষীর জমি কেউ ব্যক্তিগতভাবে বন্দোবস্ত গ্রহণ করলে সংশ্লিষ্ট চাষীকে যথোপযুক্ত খাজনা/ফসলাদি ক্ষতিপূরণ যথাযথভাবে পরিশোধ করতে হবে।
- (ঞ) অতীতে উপরোল্লিখিত বিষয়ে বহু অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে এবং অনেক কৃষক এই প্রসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমন কি প্রান্তিক চাষী তার শেষ সম্বলটুকুও হারিয়েছে। চিংড়ি উৎপাদন উৎসাহিত করা যায়, কিন্তু স্বল্প জমির মালিক বা প্রান্তিক চাষীর অধিকার সংরক্ষণ সরকারের অপর একটি কর্তব্য। চুক্তিনামা সম্পাদনের সময় এই বিষয়ে ইজারাদারকে অঙ্গীকারনামা দিতে হবে। এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে দরখাস্তের মাধ্যমে অভিযোগ জানালে তদন্তপূর্বক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে শুনানিঅন্তে জেলা প্রশাসক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সরকারি খাসজমি/চিংড়িমহালের ইজারা এক্ষেত্রে বাতিল করতে পারবেন।
- [(ট) জেলা প্রশাসক কর্তৃক ইজারা বাতিলের আদেশ গ্রহণ করার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইজারাগ্রহীতার বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল দায়ের করার অধিকার থাকবে।]^{১০১}

(৬) চিংড়িমহাল জমি বন্টন প্রক্রিয়ায় নিম্নলিখিত শর্তাদি প্রতিপালন করতে হবে

- (ক) বরাদ্দ গ্রহীতাগণ প্রয়োজনীয় কোর্ট ফি সহ জেলা প্রশাসক বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখাস্ত করতে পারবেন যা ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসককে সিদ্ধান্ত জানাবে ও দরখাস্তকারীকে সরাসরি পত্র মারফত অবগত করবে। চিংড়িমহালের জমি বন্টনের অনুমোদন প্রাপ্তি ও খাজনা আদায়ের পর, জেলা প্রশাসক তৎসংক্রান্ত দলিলপত্রাদি তৈরি করবেন, তবে ইজারার শর্তাদি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত খসড়া অনুযায়ী হতে হবে।
- (খ) ঘোষিত চিংড়িমহালের মধ্যে কোন চিংড়ি চাষী অনুরূপ চাষ করতে চাইলে সরকারি ফি পরিশোধপূর্বক লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। কেহ লাইসেন্সবিহীন চিংড়ি চাষ করলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, সরকারি জমি ইজারা গ্রহণ না করেও কেউ ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে প্রান্তিক চাষীর জমি ব্যবহার করলে এবং সেই বিষয়ে কোন অভিযোগ আসলে শুনানিঅন্তে জেলা প্রশাসক লাইসেন্স বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।
- (গ) সমুদ্র-উপকূল অঞ্চলে নতুন জমি চিংড়িমহালের আওতায় আসলে তা ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের দীর্ঘ প্রক্রিয়া এড়িয়ে যেতে হবে এবং স্থানীয় জরিপ কর্মকর্তা দ্বারা তা দ্রুত চিহ্নিত করতে হবে।
- (ঘ) জেলা কমিটি যেহেতু চিংড়ি চাষী চিহ্নিতকরণের সার্বিক দায়িত্বে থাকবে, সেহেতু সর্বপ্রকার ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে যে সকল চাষী মিথ্যা তথ্য প্রদান বা প্রকৃত তথ্য গোপন করে

^{১০০} প্রস্তাবিত

^{১০১} প্রস্তাবিত

তৎক্ষণাতঃ মাধ্যমে ইজারা গ্রহণ করবে, তাদের ইজারা বাতিলসহ ফৌজদারী আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা উক্ত কমিটির সার্বিক এখতিয়ারভূক্ত হবে।

- ৩। এ নীতিমালা বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সমস্যার উদ্ভব হলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
- ৪। এ নীতিমালা জারীর সাথে সাথে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতিপূর্বে জারিকৃত চিংড়ি জমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত সকল আদেশ/পরিপত্র ইত্যাদি রহিত হয়ে যাবে।

বালুমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী

নিয়ন্ত্রিত এবং জেলা কালেক্টর কর্তৃক আয়োজিত নিলামে ইজারার মাধ্যমে বরাদ্দকৃত। সমগ্র বাংলাদেশে ছোট বড় প্রায় ৩০০০ (তিন হাজার) বালুমহাল রয়েছে। উক্ত বালুমহাল থেকে সংগৃহীত বালু দেশের বিভিন্ন নির্মাণকাজ যেমন: ইমারত, ব্রিজ, কালভার্ট, বাঁধ, রাস্তাঘাট নির্মাণে ব্যবহৃত হয় যার ব্যবহারিক এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব অসীম। দেশের গুরুত্বপূর্ণ এই সম্পদ প্রসঙ্গে বর্তমানে বলবত বিভিন্ন আইন থাকলেও, তা উক্ত সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট নয়।

‘রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০’-এ বালুমহাল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিধানের সূচনা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ‘গভর্নমেন্ট এস্টেট ম্যানুয়াল, ১৯৫৮’তে বালুমহাল ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনা হয়। এরপর ‘ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ১৯৯০’ দ্বারা বালুমহাল ব্যবস্থাপনার নীতিমালা সংশোধন করা হয়েছে। ২০১০ সালে চূড়ান্তভাবে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১১ সালে বালুমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য ‘বালুমহাল এবং মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১’ প্রণীত হলেও এই বিধিমালায় বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যথা:

প্রস্তাবিত বিধিমালায়—

- টেকনিক্যাল কমিটি গঠনের কোন বিধান নেই, বিধিটিতে জাতীয় এবং জেলা পর্যায়ে কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। বালু এবং মাটি খননে প্রযুক্তিগত বিষয় জড়িত। টেকনিক্যাল কমিটির প্রতিবেদন ছাড়া অপরিবর্তিতভাবে বালু খনন পরিবেশ, নদীর পাড় এবং নদীর তলদেশে বিরূপ প্রভাব ফেলে।
- জাতীয় এবং জেলা কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি।
- বালু খননের জন্য কোন সময় নির্ধারণ করা হয়নি। ঋতু অনুসারে পরিকল্পিত ভাবে বালু খননের জন্য সময় নির্ধারণ করা না হলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে।
- পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য যথাযথ বিধান সন্নিবেশিত করা হয়নি।

বালুমহাল এবং মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১-এর উপরোক্ত প্রতিকূলতা বিবেচনা করে প্রস্তাবিত বালুমহাল ব্যবস্থাপনা বিধিতে নিম্নরূপ বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত বিধিমালায়—

বালু এবং মাটি খননে প্রযুক্তিগত বিষয় তদারকির জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), নির্বাহী প্রকৌশলী (ডব্লিউডিবি), নির্বাহী প্রকৌশলী (পিডব্লিউডি), নির্বাহী প্রকৌশলী (এলইজিডি), প্রতিনিধি (বিআইডব্লিউটিএ), প্রতিনিধি (ডিওই) এবং রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি) এর সমন্বয়ে জেলা পর্যায়ে টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করার বিধান রাখা হয়েছে।

- জাতীয় কমিটিতে জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত একজন নারী সংসদ সদস্যের অংশগ্রহণ এবং জেলা কমিটিতে পৌরসভার নারী ওয়ার্ড কাউন্সিলর হতে একজন এবং একজন সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সর্বমোট দুইজন নারী প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- বালু খননের জন্য ঋতুভিত্তিক সময় তালিকা নির্ধারণ করা হয়েছে। গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যা ৭টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত এবং শীতকালে সন্ধ্যা ৬টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত বালু খনন করার বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।
- বালু খননের ফলে সৃষ্ট ভূমিক্ষয়, নদীভাঙ্গন এবং অন্যান্য দুর্যোগ প্রতিরোধে পরিবেশ অধিদপ্তরের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে।

বালুমহাল বিধিমালা (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ) প্রণয়ন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে বালুমহালের যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও বালুর যথাযথ ব্যবহার অনেকাংশেই নিশ্চিত করা সম্ভব।

বালুমহাল বিধিমালা (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)

১। ভূমিকা

এইখানে বালু ও মাটি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত আইন ও বিধিমালা রহিয়াছে। উক্ত আইন ও বর্তমান বিধিমালার উপর ভিত্তি করিয়া এবং সমস্যা চিহ্নিত করিয়া গবেষক দল ‘বালুমহাল’ সম্পর্কিত একটি নতুন (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ) বিধিমালা প্রণয়ন করিয়াছেন। যথা:

২। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

এই বিধিমালা বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

৩। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়—

- (১) “আইন” অর্থ বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০;
- (২) “জেলা প্রশাসক” অর্থ জেলা প্রশাসক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কর্মকর্তা;
- (৩) “জেলা কমিটি” অর্থ বিধি ৪ -এর অধীন গঠিত জেলা বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা কমিটি;
- (৪) “জাতীয় কমিটি” অর্থ বিধি ৬ -এর অধীন গঠিত জাতীয় বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা কমিটি;
- (৫) “ড্রেজার অথবা মেশিন” অর্থ সুইং (Suing) করিবার ক্ষমতা সম্পন্ন জলপথ খননে বিআইডব্লিউটিএ বা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ব্যবহৃত বা বিবেচিত খনন যন্ত্রকে বুঝাইবে।
- (৬) “তফসিল” অর্থ নদীর তলদেশ হইতে বালু খননের জন্য চিহ্নিত স্থানের জেলা, উপজেলা, মৌজা, খতিয়ান, দাগ ও জমির পরিমাণের তথ্য;
- (৭) “নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ” অর্থ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ);
- (৮) “মন্ত্রণালয়” অর্থ ভূমি মন্ত্রণালয়।

৪। ড্রেজিং এর মাধ্যমে বালু খনন সংক্রান্ত বিধান

- (১) নৌ-বন্দর সীমার বাহিরে নির্ধারিত নৌ-পথসমূহ হইতে বালু খননের জন্য নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কার্য পরিচালনা করিবে। হাইড্রোগ্রাফিক চার্টের ভিত্তিতে বালু খননের এলাকা চিহ্নিত করিবে এবং হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট, মৌজাম্যাপ ও তফসিল সংযুক্ত তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবরে প্রদান করিবেন।
- (২) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট, মৌজাম্যাপ ও প্রতিবেদন অনুসারে উক্ত নৌপথকে বালুমহাল ঘোষণা করিবেন।
- (৩) ইজারাদার নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের ভিত্তিতে প্রণীত চার্ট অনুসরণক্রমে বালু খনন শুরু করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, ইজারাদার ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১৫ (পনের) দিন অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে উক্ত কর্তৃপক্ষকে বালু খননের বিষয়টি অবহিত করিবেন।

[(৪) নদীর তলদেশ হইতে বালু খনন চলমান থাকিবে।]^{১০০}

^{১০০} নদীর পাড়ের ঢালু জায়গা থেকে বালু উত্তোলন শব্দ গুলি বাতিলকৃত হইবে।

৫। জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি

(ক) জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে:

- (১) [চেয়ারম্যান/প্রশাসক, জেলা পরিষদ ----- সভাপতি]^{১১৪}
- (২) জেলা প্রশাসক ----- সহসভাপতি
- (৩) পুলিশ সুপার ----- সদস্য
- (৪) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ----- সদস্য
- (৫) প্রতিনিধি, খনিজসম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো ----- সদস্য
- (৬) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ----- সদস্য
- (৭) [সংশ্লিষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যান ----- সদস্য]^{১১৫}
- (৮) প্রতিনিধি, পানি উন্নয়ন বোর্ড ----- সদস্য
- (৯) প্রতিনিধি, বিআইডব্লিউটিএ ----- সদস্য
- (১০) প্রতিনিধি, পরিবেশ অধিদপ্তর ----- সদস্য
- (১১) প্রতিনিধি, গণপূর্ত বিভাগ ----- সদস্য
- (১২) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর ----- সদস্য সচিব
- [(১৩) নারী প্রতিনিধি, পৌরসভার নারী ওয়ার্ড কাউন্সিলর হইতে ----- সদস্য
- (১৪) নারী প্রতিনিধি, সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ----- সদস্য]^{১১৬}

(খ) কমিটির ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হইবে।

(গ) উক্ত কমিটি প্রয়োজনীয় উপকমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে যাহারা সদস্য হিসাবে রহিয়াছেন তাহাদের ভোটে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্যগণ উক্ত কমিটির উপদেষ্টা থাকিবেন। ইজারা প্রদান প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করিবেন।

৬। জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

জেলা কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ:

- (ক) বালুমহালের তফসিল, নক্সা/মানচিত্র, বালুর সম্ভাব্য পরিমাণ এবং সরকারি মূল্য উল্লেখপূর্বক দরপত্র ফরম প্রস্তুত করা।
- (খ) দরপত্রসমূহ পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা।
- (গ) বালুমহালের এলাকা হ্রাস-বৃদ্ধিকরণ সম্পর্কিত সুপারিশ প্রদানসহ বালু খনন সম্পর্কিত অন্যান্য আনুসঙ্গিক অন্য কোন বিষয় পর্যালোচনা ও তদপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
- (ঘ) বালু খননের জন্যে তদারকি কার্যক্রম তত্ত্বাবধান এবং পরিচালনা করা, এবং অনুমতি বাতিলের সুপারিশ করা।

^{১১৪} প্রস্তাবিত

^{১১৫} প্রস্তাবিত

^{১১৬} প্রস্তাবিত

- (ঙ) উত্তোলিত বালু রাখিবার স্থান ও সময় নির্ধারণ করা।
- (চ) পরিবেশের উপর বালু খননের প্রভাব পর্যবেক্ষণ এবং নদীর তীর ভাঙ্গন রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- (ছ) বালু খননের ফলে সংঘটিত পানির গুণগত মানের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা।
- (জ) মৎস্য চাষে উদ্বুদ্ধ করা এবং মা মাছের প্রজনন সময়ে বালু খননে বাধা প্রদান করা।
- (ঝ) নদীর স্বাভাবিক গতিপথের পরিবর্তন নিরূপণ করিতে নাব্য জলপথ এবং নদী তীরবর্তী জনগণ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহা পর্যবেক্ষণ করা।
- (ঞ) বালু খননের ফলে বাঁধ, স্থাপনা অথবা অবকাঠামোর ক্ষতি তত্ত্বাবধান এবং তদারকি করা।

৭। বালুমহাল ব্যবস্থাপনার টেকনিক্যাল কমিটি

নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়া একটি জেলায় একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠিত হইবে:

- (১) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)----- আহ্বায়ক
- (২) নির্বাহী প্রকৌশলী, ডব্লিউডিবি ----- সদস্য
- (৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি ----- সদস্য
- (৪) প্রতিনিধি, বিআইডব্লিউটিএ ----- সদস্য
- (৫) প্রতিনিধি, পরিবেশ অধিদপ্তর ----- সদস্য
- (৬) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি) ----- সদস্য সচিব^{১১১}

৮। টেকনিক্যাল কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

টেকনিক্যাল কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ:

- (১) জেলার বালি এবং মাটি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কারিগরি সুপারিশ করা।
- (২) জেলার মধ্যে নদী হইতে বালি নিষ্কাশনের সম্ভাব্যতার প্রতিবেদন প্রদান করা।
- (৩) জেলার বালি এবং মাটি ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।^{১১২}

৯। জাতীয় কমিটি গঠন

এই আইনের ১২ ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নরূপ সদস্যদের সমন্বয়ে বালুমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হইবে:

- (ক) মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়, তিনি কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন।
- (খ) মাননীয়, প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়।
- (গ) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
- (ঘ) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- (ঙ) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

^{১১১} প্রস্তাবিত

^{১১২} প্রস্তাবিত

- (চ) সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়।
- (ছ) সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- (জ) চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড।
- (ঝ) মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড।
- (ঞ) চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ।
- (ট) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর।
- (ঠ) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর।
- (ড) প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর।
- (ঢ) প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।
- (ণ) নির্বাহী পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং।
- (ত) যুগ্মসচিব (আইন), ভূমি মন্ত্রণালয়। তিনি কমিটির সদস্য সচিব হইবেন।
- [(থ) মাননীয় স্পিকার কর্তৃক মনোনীত একজন মহিলা সংসদ সদস্য।]^{১০০}

অন্তত ৬ (ছয়) সদস্যদের সমন্বয়ে কোরাম গঠিত হইবে এবং কমিটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মতামতের জন্য কোন কর্মকর্তা বা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবেন।

১০। জাতীয় কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

জাতীয় কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ:

- (ক) বালু খনন সম্পর্কিত বিষয়সমূহ তদারকি করা এবং এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
- (খ) বালু খননের জন্যে নিয়োজিত সংস্থার সহিত সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের জন্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
- (গ) মন্ত্রণালয় হইতে প্রেরিত বালু ও মাটি রপ্তানি সম্পর্কিত বিষয়ে সুপারিশ ও মতামত প্রেরণ।

১১। বালু ও মাটি রপ্তানি সংক্রান্ত বিধান

- (১) বালু ও মাটি রপ্তানি করিতে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণের জন্য উক্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে।
- (২) মন্ত্রণালয় প্রাপ্ত সকল আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই করিবেন এবং সুপারিশ ও মতামতের জন্যে আবেদনপত্রসমূহ জাতীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন।
- (৩) জাতীয় কমিটি আবেদন প্রাপ্তির পর নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রতিবেদন প্রদান করিবে।
- (ক) উপ-বিধি (২) অনুসারে বর্গফুট, ঘনসেন্টিমিটার, ঘনমিটার বা প্রযোজ্য অন্য কোন এককে বালু বা মাটির মূল্য নির্ধারণ।
- (খ) মন্ত্রণালয় চাহিলে জাতীয় কমিটি কারিগরি বিষয়ে মতামত প্রদান করিবেন।

^{১০০} প্রস্তাবিত

- (৪) জাতীয় কমিটি হইতে কোন সুপারিশ প্রাপ্তির পর, মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সভা আবেদনসমূহ পর্যালোচনা করিবে এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদন দিবে। জাতীয় কমিটি অতিরিক্ত শর্ত/ শর্তাবলী আরোপ করিতে পারিবে।

১২। তালিকাভুক্তি, ইত্যাদি

- (১) আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণির ইজারাদার হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট পরিশিষ্ট 'গ' তে উল্লেখিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে।
- (২) প্রথম শ্রেণীর তালিকাভুক্তির ফি হইবে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর তালিকাভুক্তির ফি হইবে ৫০০/- (পাঁচ শত) টাকা।
- (৩) প্রথম শ্রেণীর ইজারাদার হিসাবে তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে কোন বালুমহালের ইজারার জন্যে আবেদন করিতে পারিবে। দ্বিতীয় শ্রেণির ইজারাদার হিসাবে তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মধ্যস্থিত বালুমহালের ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণ করিবেন। কিন্তু প্রথম শ্রেণির ইজারাদার হিসাবে তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি অন্য কোন জেলায় অবস্থিত বালুমহালের ইজারা ডাকে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহা হইলে তিনি বা ইহা ১০০০/- (এক হাজার) টাকা অতিরিক্ত ফি প্রদান করিবেন।
- (৪) আবেদনকারীগণকে পরিশিষ্ট 'ঘ' তে উল্লেখিত শর্তাবলী পূরণ করিতে হইবে।
- (৫) সকল তালিকাভুক্তি নবায়নের শর্তসাপেক্ষে ১ (এক) বৎসর মেয়াদী হইবে। ১লা বৈশাখ হইতে ৩০ শে কার্তিক পর্যন্ত সময়ে নবায়ন করিতে হইবে।
- (৬) জেলা কমিটি বালুমহাল ইজারা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ১লা অগ্রহায়ণ তারিখ হইতে কার্যক্রম শুরু করিবে। ইহা বালুমহালের তালিকা বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবে।
- (৭) বিভাগীয় কমিশনার জেলা কমিটির সভাপতিকে অনুমোদন বা অন্য কোন নির্দেশনা সম্পর্কে অবহিত করিবেন।
- (৮) জেলা কমিটির সভাপতি বালুমহাল ইজারা প্রদান কার্যক্রম প্রতি বছর ২৮শে চৈত্রের মধ্যে সম্পন্ন করিবেন। তবে যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে জেলা কমিটির সভাপতির আবেদনের ভিত্তিতে বিভাগীয় কমিশনার সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

১৩। দরপত্র দাখিল ও উহা চূড়ান্তকরণ

- (১) জেলা কমিটির সভাপতি দরপত্র ফরম সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় হইতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। একই কার্যালয় উক্ত দরপত্রসমূহ গ্রহণ করিবে।
- (২) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি একটি জাতীয় এবং একটি স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। একই সময়ে ইহা জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হইবে।
- (৩) দরপত্র দাখিলের ১৫ (পনের) দিন পূর্বে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি স্থানীয় পৌরসভা কার্যালয়, ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো, পানি উন্নয়ন বোর্ড, উপজেলা ভূমি অফিস ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে লটকাইয়া দিতে হইবে।
- (৪) জেলা কমিটি বালুমহাল ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে, সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধি অনুসারে মূল্য তফসিল নির্ধারণ করিবে। দরদাতাগণকে তাহাদের উদ্ভূত দরের ২৫ শতাংশ জামানত হিসাবে দাখিল করিতে হইবে।

- (৫) কার্যাদেশে ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধিতব্য সমুদয় মূল্যের উল্লেখ থাকিবে এবং ইজারাগ্রহীতাকে কার্যাদেশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে ভ্যাট, আয়কর ও অন্যান্য করসহ উক্ত সমুদয় অর্থ জমা প্রদান করিতে হইবে।
- (৬) উপ-বিধি (৫) অনুসারে ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক উক্ত অর্থ পরিশোধের পর, জেলা প্রশাসক ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ)) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ইজারা চুক্তি সম্পাদন করিবেন। জেলা প্রশাসক ইজারা গ্রহীতাকে বালুমহালের দখল হস্তান্তর করিবেন।
- (৭) জেলা প্রশাসক কর্তৃক দখল বুঝাইয়া দেওয়ার পর ইজারাদার বালু খনন বা ড্রেজিং কার্য শুরু করিতে পারিবে।
- (৮) অর্থ জমা প্রদান করিতে ইজারাদার ব্যর্থ হইলে, জেলা প্রশাসক জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন, কার্যাদেশ বাতিল করিবার অধিকারও তাহার থাকিবে।
- (৯) যদি দুটি দরপত্র ডাকের মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত ইজারা মূল্য পাওয়া না যায়, তবে তৃতীয় ডাকের সর্বোচ্চ ডাকগ্রহীতাকে বিশেষ বিবেচনায় ইজারা প্রদান করা যাইতে পারে। যদি তৃতীয় বারের সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রথম ও দ্বিতীয় বারের চাইতে কম হয় তাহা হইলে উক্ত ডাকসমূহের সর্বোচ্চ ডাকগ্রহীতাকে ইজারা গ্রহণের জন্যে আমন্ত্রণ জানাইতে পারে আর যদি কেউ আগ্রহী না হয় তাহা হইলে পুনঃদরপত্র আহবান করা যাইতে পারে।
- (১০) বালুমহাল ইজারার মাধ্যমে প্রাপ্ত সকল অর্থ সরকারের নির্ধারিত কোর্ডে জমা প্রদান করিতে হইবে।
- (১১) জেলা কমিটি বালুর পরিমাণ, বাজারদর, খনন ব্যয় ইত্যাদির ভিত্তিতে ইজারা মূল্য নির্ধারণ করিবে অথবা জেলা কমিটি পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বৎসরের ইজারা মূল্যের গড়ের ১০ শতাংশ উর্ধ্বহারে ইজারা মূল্য নির্ধারণ করিবে।

১৪। ইজারা বাতিল ও আপীল

- (১) যদি ইজারাগ্রহীতা কার্যাদেশে উল্লিখিত অর্থ জমা প্রদান করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে জেলা প্রশাসক ইজারা বাতিল করিতে পারিবে সেই সঙ্গে জামানতকৃত অর্থের ২৫ শতাংশ বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে।
- (২) যদি ইজারাদার ইজারা চুক্তির কোন বিধান ভঙ্গ করেন, এবং যদি ইহা গুরুতর প্রকৃতির হয় তাহা হইলে জেলা প্রশাসক ৩ (তিন) কার্য দিবসের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হইয়া লিখিত জবাব দাখিলের নির্দেশ দিতে পারিবেন, এবং জবাব সন্তোষজনক না হইলে বা নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও হাজির না হইলে তিনি ইজারা চুক্তি বাতিলসহ তাহার বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।
- (৩) যদি ইজারাদার জেলা প্রশাসকের আদেশে সন্তুষ্ট না হয়, তাহা হইলে তিনি আদেশের ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনার বরাবর আপীল দায়ের করিতে পারিবেন এবং তিনি অবশ্যই জেলা প্রশাসককে আপীল সম্পর্কে অবহিত করিবেন।
- (৪) জেলা প্রশাসক ইজারা সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত করিবেন।
- (৫) বিভাগীয় কমিশনার আপীল শুনানীকালে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বা তাহার প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকিবার জন্য নোটিশ প্রদান করিবেন। তিনি সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে আপীল নিষ্পত্তি করিবেন এবং তাহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৫। পরিবেশগত বিবেচনা

- (১) ট্রাক শুধু নির্ধারিত বালু খনন স্থানে প্রবেশের রাস্তা ব্যবহার করিবে।
- (২) ইহা বালু খনন এলাকা এবং গভীরতা যেটিতে খনন সম্পন্ন করা হইবে নির্ধারণ করিবে।

(৩) পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র (ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট) আবশ্যিক।^{১৪০}

১৬। মাটি ও বালি খননের জন্যে নির্ধারিত সময়:

(১) গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যা ৭টা হইতে ভোর ৬টা পর্যন্ত বালু খনন করিতে হইবে।

(২) শীতকালে সন্ধ্যা ৬টা হইতে ভোর ৫টা পর্যন্ত বালু খনন করিতে হইবে।^{১৪১}

^{১৪০} প্রস্তাবিত

^{১৪১} প্রস্তাবিত

অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সংক্রান্ত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী

সরকার বিভিন্ন কারণে জমি অধিগ্রহণ করে। অধিগ্রহণ বিশাল জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় অধিগ্রহণ সংবিধানের ৪২ অনুচ্ছেদ এ বর্ণিত সম্পত্তির অধিকারের উপর প্রভাব ফেলে। অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার প্রধানত স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ আইনটি প্রয়োগ করে থাকে। তবে অন্য কিছু বিশেষ আইনও রয়েছে যা বিশেষ কাজে প্রয়োগ হয়ে থাকে যেমন যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫। সংশোধনী প্রস্তাবনার জন্য যে প্রেক্ষাপট গবেষণা করা হয়েছে সেখানে বিশেষ আইনগুলো বিবেচনায় নেয়া হয়নি। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ আইনটির বিভিন্ন সমস্যার কথা যেমন বলা হয়েছে তেমনি তার সাথে সমাধানের পথও বলে দেয়া হয়েছে। যেমন আইনটি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, আইনের ৩ (১)-এ জনস্বার্থে অধিগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু জনস্বার্থের কোন সংজ্ঞা নেই। যদিও জনস্বার্থেই স্পষ্ট ও প্রাজ্ঞ ভাষায় জনস্বার্থে সংজ্ঞায়ন হওয়া উচিত। তা না হলে অতীতের ধারাবাহিকতায় ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থকে জনস্বার্থ হিসেবে চালিয়ে দেয়া হবে। সাধারণ মানুষের ভিটেমাটি কিংবা একমাত্র চাষযোগ্য জমিটি অধিগ্রহণ হবে জনস্বার্থের নামে।

আইনটিতে সবচেয়ে বড় গলদ হচ্ছে নোটিশ প্রদানের ক্ষেত্রে। প্রায় সময়ই দেখা যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নোটিশ পাচ্ছে না। প্রস্তাবিত আইনে নোটিশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপায়ের কথা বলা হয়েছে।

আইনে পুনর্বাসনের কোন ধারা নেই। যার ফলে মানুষ ব্যাপক ক্ষতির শিকার হচ্ছে। তাই আইনের দুর্বল দিকগুলি বিবেচনায় নিয়ে নতুন একটি পুনর্বাসন আইনের কথা বলা হয়েছে।

আইনটির শেষাংশে দায়মুক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আইনের আওতায় সম্পাদিত সব কাজ সরল বিশ্বাসে করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। এর আওতায় সম্পন্ন কোন কাজের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা, তদন্ত এবং আইনগত বিচার প্রযোজ্য হবে না। এখানেও ফাঁক-ফোকর রয়েছে। সরল বিশ্বাসের কোন সংজ্ঞা আইনটিতে নেই। সরল বিশ্বাসের সংজ্ঞা না থাকলে সরকারি প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখলে এ ধরনের দুর্নীতি এড়ানো সম্ভব নয় বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সংক্রান্ত আইন (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)

সমস্যা সনাক্তকরণের ভিত্তিতে গবেষণা দল অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল সম্পর্কিত এক সেট নতুন আইন প্রস্তাব যদিও নতুন আইনটি পুরনো আইনের সাহায্য নিয়ে প্রণীত। অতএব বর্তমান আইনে তদধীন প্রণীত স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এবং বিধি বিধান অধিকাংশই প্রস্তাবিত আইনে অপরিবর্তিত রাখা হইয়াছে।

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সংক্রান্ত একটি নতুন আইন জারির জন্য প্রস্তাবিত বিল

অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সম্পর্কিত আইন একত্রীকরণ ও আইন সংশোধন বিদ্যমান আইন যেহেতু অধিগ্রহণ এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ, অধিকারভিত্তিক নয় এবং সম্পূর্ণরূপে সংবিধানের মূল নীতির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নয় সেহেতু, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সংক্রান্ত আইনের একত্রীকরণ ও সংশোধন এবং তদসংক্রান্ত ও সহায়ক বিষয়ে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়।

প্রথম অধ্যায় প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

- (১) এই আইন “স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন” নামে অভিহিত হইবে।
- [(২) এই আইন পার্বত্য চট্টগ্রাম (ভূমি অধিগ্রহণ) রেগুলেশন, ১৯৫৮ বহির্ভূত এলাকা ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশে বিস্তৃত হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার এই আইনের অধীনে বহির্ভূত কোন জেলা (বা অংশ) কে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।
- (৩) এই আইন তৎক্ষণাৎ কার্যকর হইবে।]^{১৯১}

২। সংজ্ঞা:

বিষয় ও প্রসঙ্গে পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইন-

- (ক) “আরবিট্রেটর” অর্থ ১৭ ধারা অনুযায়ী নিযুক্ত আরবিট্রেটর;
- (খ) “জেলা প্রশাসক” বলিতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং আইনের অধীনে জেলা প্রশাসকের কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা তাহার উপর ন্যস্ত কোন দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত যে কোন কর্মকর্তা [যিনি সহকারী কমিশনারের নীচে হইবে না]^{১৯২} জেলা প্রশাসকের অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (গ) [“আদিবাসীদের” চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তংচঙ্গা সম্প্রদায়, লুশাই, বম, খুমি, পাজন, খিয়াং, শো, চাক, সাম্তাল অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, বানাইস, ভুঁইয়াম, ভূমিজ, দালুস, গারো, গন্দস, হাদিস, হাজং, হোশেয়, খারাইস, খার্বারস, কোচ (ঢাকা বিভাগ), বাখেরগঞ্জ, মগ (বাকেরগঞ্জ জেলা), মাল ও সুরিয়াপাহারিস, মাছেস, মুন্ডা, মুন্ডাইস, অঁরাও এবং তুরিস এই আইনের কোথাও অন্য যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলা প্রশাসকের কোন ব্যক্তিকে আদিবাসী হিসাবে চিহ্নিত করিবার অধিকার থাকিবে। জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মেয়র, সিটি কর্পোরেশন অথবা পৌরসভার কাউন্সিলর বা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা সার্কল চীফ বা গ্রাম প্রধান বা একটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা একটি ওয়ার্ডের সদস্যের সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে আদিবাসী হিসাবে চিহ্নিত করিবেন;]^{১৯৩}
- (ঘ) “মালিক” বলিতে দখলকারও অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (ঙ) “কোন সম্পত্তি সংক্রান্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি” বলিতে এই আইনের অধীন অধিগ্রহণকৃত ও হুকুমকৃত ও দখলকৃত সম্পত্তির জন্য প্রদেয় ক্ষতিপূরণের টাকায় স্বার্থ বা দাবিকারী বা দাবি করিতে অধিকারী সকল ব্যক্তিকে বুঝাইবে;
- (চ) [“জনস্বার্থ” অর্থ স্থাবর সম্পত্তির অধিগ্রহণ বা হুকুমদখল করা যাইবে অথবা সরকারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকার অর্থ দ্বারা পরিচালিত, কোন আইনের আওতায় কোন শহর, গ্রাম, বাণিজ্যিকভাবে পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য, শিল্প বা আবাসিক বা বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানবিক প্রয়োজনে বা কোন শিক্ষাগত উন্নয়ন প্রতিষ্ঠার জন্য দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য বা জনস্বার্থ প্রকল্পের জন্য সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা।

“জনস্বার্থ” বলিতে নিম্নলিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে-

- (অ) শহর, নগর বা গ্রামীণ পরিকল্পনার জন্য জমি;
- (আ) কোন প্রকল্প অনুসারে সরকারি তহবিল হইতে জমি উন্নয়নের জন্য অধিগ্রহণ এবং পরবর্তী নিষ্পত্তির বা উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ বা আংশিক ইজারা, স্বত্বনিয়োগ বা সরাসরি বিক্রয় পরিকল্পনা;

^{১৯১} প্রস্তাবিত

^{১৯২} প্রস্তাবিত

^{১৯৩} প্রস্তাবিত

- (ই) রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা মালিকানাধীন একটি কর্পোরেশনের জন্য জমি;
- (ঈ) দরিদ্র বা ভূমিহীনের আবাসনের উদ্দেশ্যে জমি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বসবাস করা ব্যক্তি, বা বাস্তবায়িত ব্যক্তি বা সরকার, কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বা মালিকানাধীন একটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কোন প্রকল্পের বাস্তবায়নের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত;
- (উ) সরকার কর্তৃক বা সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোন ধরনের প্রকল্প পূরণকল্পে সরকারি অর্থায়নে, বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন শিক্ষাগত, আবাসন, স্বাস্থ্য বা বস্তি অপসারণ প্রকল্প পূরণকল্পে জমি বন্দোবস্ত, বা এমন উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, অথবা সোসাইটিস রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ২১নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত কর্তৃপক্ষ অথবা বাংলাদেশে আপাতত: বলবত কোন সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন প্রকল্প;
- (ঊ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সরকারের অর্থায়নে অন্য কোন ক্ষীমের জন্য জমি;
- (ঋ) সরকারি অফিসের জন্য প্রাপ্ত বা ভবন নির্মাণের জন্য;
- (এ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য জমির সংস্থান;
- (ঐ) অন্য কোন জন উদ্দেশ্যে বা জনস্বার্থের জন্য জমির সংস্থান;^{১৪৪}
- (হ) “নির্ধারিত” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;
- (জ) “সম্পত্তি” অর্থ স্থাবর সম্পত্তি এবং উক্ত সম্পত্তি বা তাহার মধ্যে বা উপরে অন্তর্ভুক্ত যে কোন স্বত্বকে বুঝাইবে;
- (ঝ) [“পুনর্বাসন” অর্থ আয়, জীবিকা, এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার এবং গৃহায়ন পুনঃনির্মাণ, উৎপাদনশীল জমিসহ সম্পদ ও অন্য স্থানে পাবলিক অবকাঠামো নির্মাণ;^{১৪৫}]
- (ঞ) “প্রত্যাশী ব্যক্তি” অর্থ এই আইনের অধীন যে ব্যক্তির জন্য সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হইয়াছে বা অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হইয়াছে;
- (ট) “পুনর্বাসিত করা” বলিতে অন্য কোন স্থানে উৎপাদনশীল জমি ও সরকারি অবকাঠামোসহ সম্পত্তি, আবাসন পুনর্নির্মাণকে বুঝাইবে; এবং
- (ঠ) “অরক্ষিত” দল / ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে:
- বাংলাদেশ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংজ্ঞায়িত জাতীয়ভাবে নির্ধারিত দারিদ্র্যসীমার নীচে ব্যক্তি, যথা:
- (অ) আদিবাসী জনগোষ্ঠী;
- (আ) ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক;
- (ই) প্রতিবন্ধী মানুষ; এবং
- (ঈ) বৃদ্ধ ব্যক্তি।^{১৪৬}

^{১৪৪} প্রস্তাবিত

^{১৪৫} প্রস্তাবিত

^{১৪৬} প্রস্তাবিত

দ্বিতীয় অধ্যায় অধিগ্রহণ

৩। সম্পত্তি অধিগ্রহণের প্রাথমিক নোটিশ জারি

যখন জেলা প্রশাসকের নিকট কোন এলাকায় অবস্থিত কোন সম্পত্তি যে কোন জনউদ্দেশ্যে [***]^{১০১} প্রয়োজনীয় [***]^{১০২} বলিয়া প্রতীয়মান হইবে [***]^{১০৩}।

তবে শর্ত থাকে যে, শাসন, সমাধিক্ষেত্র বা জনসাধারণ কর্তৃক ধর্মীয় উপাসনালয় হিসাবে ব্যবহৃত কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা যাইবে না।

৪। অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি

(১) কোন সম্পত্তি জনউদ্দেশ্যে [***]^{১০১} অধিগ্রহণ করিবার প্রয়োজনীয় [***]^{১০২} মর্মে ৩ ধারার অধীন নোটিশ জারির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ঐ সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিল করিতে পারিবে।

[(২) যে ব্যক্তির জমিতে স্বার্থ রহিয়াছে, সে লিখিত নোটিশ প্রকাশের পর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে—

(ক) জমি অধিগ্রহণ না করিবার জন্য জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করিতে পারে; বা

(খ) জমির সীমানা পরিবর্তন করিবার জন্য; বা

(গ) জমির একটি নির্দিষ্ট অংশ অধিগ্রহণ না করিবার জন্য অথবা অন্য জমি অধিগ্রহণ করিবার জন্য;]^{১০৪}

[(৩)]^{১০৫} উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিটি আপত্তি লিখিতভাবে জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং জেলা প্রশাসক আপত্তিকারীকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে শুনানীর সুযোগ দিবেন [***]^{১০৬}।

[(৪) (১), (২) ও (৩) উপ-ধারা অনুযায়ী এই মর্মে আবেদন করা যাইবে যে—

(ক) জমি বা তাহার অংশ অধিগ্রহণের জন্য যে কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে সেই কর্ম পরিচালনার জন্য উক্ত জমি বা অংশ আদৌ অধিগ্রহণ করিবার প্রয়োজন নেই।

(খ) যে উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হইতেছে তাহা করা হইলে—

(অ) আদিবাসী মানুষের একটি গতানুগতিক অধিকারে হস্তক্ষেপ, ক্ষতি বা ধ্বংস করা হইবে; বা

(আ) ঐতিহাসিক স্থাপত্য বা বৈজ্ঞানিক নিদর্শন ক্ষতিসাধন বা ধ্বংস; বা

(ই) উদ্ভিদকুল বা প্রাণিকুল এর ক্ষতি সাধন করিবে যাহা জনস্বার্থে সংরক্ষণ করা উচিত; বা

(ঈ) অন্য কোন জনস্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিবে;

^{১০১} “বা জনস্বার্থ” শব্দগুলি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০২} “বা প্রয়োজনীয় হইতে পারে” শব্দগুলি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৩} “তখন তিনি ঐ সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে মর্মে একটি নোটিশ ঐ সম্পত্তির নিকটস্থ কোন সুবিধাজনক স্থানে বা তাহার উপরে জারি করিবেন” শব্দগুলি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৪} “বা জনস্বার্থ” শব্দগুলি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৫} “বা প্রয়োজনীয় হইতে পারে” শব্দগুলো বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৬} প্রস্তাবিত।

^{১০৭} “উপ-ধারা-২” এর স্থানে “উপ-ধারা-৩” প্রতিস্থাপিত হইবে।

^{১০৮} “এবং সকল আপত্তি শ্রবণান্তে ও প্রয়োজনবোধে আরও অনুসন্ধান করিয়া তাহার মতামত সংবলিত একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন” শব্দগুলি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

(৫) জেলা প্রশাসক এই ধারার উপ-ধারা (৩) এর অধীন দাখিল করা কোন আবেদন বিবেচনা করিবে এবং আবেদন প্রাপ্তির পর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদন মঞ্জুর, বা আবেদন প্রত্যাখ্যান হইয়া থাকিলে তাহা যে ব্যক্তির দ্বারা অধিগ্রহণের আবেদন করা হয়েছিল তাকে লিখিত নোটিশ জারি করিয়া জানাইতে হইবে।^{২৯৯}

[(৬)]^{৩০০} জেলা প্রশাসক অতঃপর-

(ক) সম্পত্তিটি যদি ৫০ (পঞ্চাশ) বিঘার বেশি হয়, তাহা হইলে তাহার সুপারিশসহ নথির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে;

(খ) সম্পত্তিটি যদি ৫০ (পঞ্চাশ) বিঘার বেশি না হয় তাহা হইলে তাহার সুপারিশসহ নথিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের নিকট পেশ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন আপত্তি উত্থাপিত না হইলে নথিটি বিভাগীয় কমিশনার [অথবা সরকার]^{৩০১} এর নিকট পেশ না করিয়া পূর্ববর্ণিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে তবে ৩০ (ত্রিশ) দিনের বেশি হইবে না জেলা প্রশাসক নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন [***]^{৩০২}।

[অনুরোধ প্রত্যাখ্যান ও আপত্তি নাকচের বিরুদ্ধে আপীলের অধিকার]

(৭) যদি জেলা প্রশাসক ধারা ৪ এর অধীনে প্রণীত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান বা অস্বীকার করে তাহা হইলে আগ্রহী ব্যক্তি ১০ (দশ) দিনের মধ্যে ক্ষেত্রমতে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল করিতে পারে, অথবা সরকারের নিকট আপীল দাখিল করিতে পারে এবং আগ্রহী ব্যক্তিকে শুনানী করিবার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করিতে হইবে।^{৩০৩}

৫। অধিগ্রহণ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

(১) জেলা প্রশাসক কর্তৃক [৪ ধারার (৬)]^{৩০৪} উপ-ধারার অধীন পেশকৃত সুপারিশ বিবেচনায় নিয়া ক্ষেত্রমতে সরকার বা বিভাগীয় কমিশনার, আপীল নিষ্পত্তির পরে যদি থাকে, ৩ ধারায় প্রদত্ত নোটিশ প্রদানের ১৮ (আঠার) দিনের মধ্যে সম্পত্তি অধিগ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিবেন এবং ক্ষেত্রমতে সরকার বা বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) যখন বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ হইবে, তখন রিপোর্ট দাখিলের তারিখ হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে অথবা তিনি নিজে যেরূপ মনে করেন সেরূপ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আরো অনুরূপ ১ (এক) মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন;

(খ) যখন সরকার কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে তখন রিপোর্ট দাখিলের তারিখ হইতে অনুরূপ ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে;

(২) সরকার, বিভাগীয় কমিশনার বা জেলা প্রশাসক উপ-ধারা (১) অথবা [৪ ধারার (৬) উপ-ধারার (খ) দফা]^{৩০৫} এর অধীন কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে সেই সিদ্ধান্ত, সম্পত্তিটি সরকারি উদ্দেশ্যে বা জনস্বার্থে প্রয়োজন এই মর্মে চূড়ান্ত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে।

^{২৯৯} প্রস্তাবিত

^{৩০০} “উপ-ধারা-৩” এর পরিবর্তে “উপ-ধারা-৬” প্রতিস্থাপিত হইবে।

^{৩০১} প্রস্তাবিত

^{৩০২} “অথবা সম্পত্তিটির অধিগ্রহণ সম্পর্কে জেলা প্রশাসকের লিখিত অনুরোধের প্রেক্ষিতে বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত হিসাবে” শব্দগুলি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{৩০৩} প্রস্তাবিত

^{৩০৪} “ধারা-৪ উপ-ধারা-৩” এর পরিবর্তে “ধারা-৪ উপ-ধারা-৬” প্রতিস্থাপিত হইবে।

^{৩০৫} “ধারা-৪ উপ-ধারা-৩ দফা-খ” এর পরিবর্তে “ধারা-৪ উপ-ধারা-৬ দফা-খ” প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি নোটিশ

- (১) যেক্ষেত্রে সরকার বা বিভাগীয় কমিশনার বা জেলা প্রশাসক ৫ ধারার অধীন বা [৪ ধারার (৬) উপ-ধারার (খ) দফা]^{৩৩} এর অধীন সম্পত্তি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক উক্ত সম্পত্তির উপরে বা নিকটস্থ সুবিধাজনক স্থানে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে নোটিশ জারি করিবেন এবং উক্ত নোটিশে উল্লেখ করিতে হইবে যে সরকার বা বিভাগীয় কমিশনার বা জেলা প্রশাসক উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়াছেন ও দখল নিতে চান এবং সকল স্বার্থেও ক্ষতিপূরণের দাবী তাহার নিকট করা যাইবে।
- (২) এইরূপ নোটিশে যে সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও দখল নেওয়া হইবে তাহার বিবরণাদি উল্লেখ করিতে হইবে এবং উক্ত সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে নোটিশ প্রকাশের কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন পর ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে নোটিশে উল্লিখিত সময় ও স্থানে জেলা প্রশাসকের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ সম্পত্তিতে তাহাদের স্ব স্ব স্বার্থ এবং তাহার জন্য তাহাদের ক্ষতিপূরণের অর্থের পরিমাণ ও বিবরণাদি পেশ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে হইবে।
- (৩) জেলা প্রশাসক এইরূপ সম্পত্তির দখলকারকে (যদি থাকে) এবং তাহার বিশ্বাস ও জানা মতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকলকে একই মর্মে নির্ধারিত ফরমে নোটিশ প্রদান করিবেন।
- (৪) জেলা প্রশাসক নোটিশ দ্বারা যে কোন ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদানের ১৫ (পনের) দিন পর তাহাতে বর্ণিত স্থানে তাহার নিকট একটি বিবৃতি প্রদান বা বিবরণী দাখিলের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যাহাতে অংশীদার, বন্ধকগ্রহীতা বা অন্য কোন প্রকারে উক্ত সম্পত্তিতে বা তাহার কোন অংশে যে সকল ব্যক্তি স্বার্থ ভোগ করিতেছে তাহাদের নাম ও ঐ সম্পত্তি বাবদ তাহাদের গ্রহীতা বা প্রাপ্য এইরূপ স্বার্থ বা মুনাফার (যদি থাকে) প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা থাকিবে।
- (৫) যে সকল ব্যক্তি এই ধারার অধীন কোন বিবৃতি প্রদান বা বিবরণী দাখিল করিতে নির্দেশিত হইবে তাহারা দন্ডবিধির (১৮৬০ সনের ৪৫নং আইন) ১৭৫ ও ১৭৬ ধারার অর্থ অনুযায়ী তাহা প্রদান করিতে আইনত: বাধ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ

- (১) নির্ধারিত তারিখে বা তদন্তের উদ্দেশ্যে মূলতবীর তারিখে যদি কোন ব্যক্তি ৬ ধারা অনুযায়ী কোন বিবরণী প্রদান করে থাকেন, তাহা হইলে সে বিবরণী এবং ৩ ধারার নোটিশ জারির তারিখে সম্পত্তির যে মূল্য ছিল এবং ক্ষতিপূরণ দাবিকারী সকল ব্যক্তির স্ব স্ব স্বার্থ সম্পর্কে জেলা প্রশাসক তদন্ত আরম্ভ করিবেন; এবং
 - (ক) তাহার মতে সম্পত্তিটি বাবদ যে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যায় তাহা নির্ধারণ করিবেন; এবং
 - (খ) উক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণের অর্থ তাহার জানা ও বিশ্বাসমতে উক্ত সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবিদার ব্যক্তিদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিবেন;
- (২) অতঃপর বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।
- (৩) ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদ প্রণয়নের তারিখ হইতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসক-
 - (ক) রোয়েদাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নোটিশ দিবেন;
 - (খ) ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদের প্রাক্কলন প্রত্যাশী সংস্থার নিকট প্রেরণ করিবেন।
- (৪) প্রত্যাশী সংস্থা প্রাক্কলন প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদের প্রাক্কলিত অর্থ জেলা প্রশাসকের নিকট জমা দিবেন।

^{৩৩} “ধারা-৪ উপ-ধারা-৩ দফা-খ” এর পরিবর্তে “ধারা-৪ উপ-ধারা-৬ দফা-খ” প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

(১) এই অধ্যায়ের অধীন অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির জন্য প্রদেয় ক্ষতিপূরণের সময় জেলা প্রশাসক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিবেন-

(ক) ৩ ধারার নোটিশ জারির দিনে সম্পত্তির বাজার দর [ও ঐসব জমিতে অবস্থিত অবকাঠামোগুলি]^{১০৮}:

তবে শর্ত থাকে যে, বাজার দর নির্ধারণের সময় জেলা প্রশাসক একই পারিপার্শ্বিক সুবিধায়ুক্ত সম্পত্তির বিগত ১২ (বার) মাসের গড়পড়তা মূল্য বিবেচনা করিবেন;

[(খ) অধিগ্রহণ প্রকল্পের প্রভাব-

(অ) আদিবাসী মানুষের গতানুগতিক অধিকার ভোগ; এবং

(আ) ঐ ব্যক্তির জীবন, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের ওপর প্রভাব; এবং

(ই) ঐ ব্যক্তির কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নয়ন; এবং

(ঈ) ঐ ব্যক্তির চলাচলের স্বাধীনতা শেষকৃত্য, সমারোহ বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে বা তাহাদের কোন ঐতিহ্য বা সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বা অন্যান্য কার্যক্রম এর ওপর প্রভাব; এবং

(উ) কোন এলাকা বা নিদর্শন যাহা আদিবাসীদের ঐতিহ্য বা গতানুগতিক অধিকারের ওপর প্রভাব;

(গ) প্রকল্প এলাকার জমির শ্রেণীবিভাগ এবং জমির উর্বরতা উৎপাদনশীলতা, জমি হইতে আয় এবং জমির জন্য দেওয়া কর;

(ঘ) বাজার দর, স্থানান্তর সংক্রান্ত খরচ, রেজিস্ট্রেশন ফি এবং কর;

(ঙ) সরকারি ইজারা জমির প্রবেশাধিকার হারাইবার জন্য ও তৎপ্রতি বিকশিত স্থাপনা;

(চ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক সম্পত্তি দখল গ্রহণের সময় তদকর্তৃক ঐ সম্পত্তির উপর বিদ্যমান শস্য বা বৃক্ষ গ্রহণের ফলে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষতি;^{১০৯}

[(ছ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক সম্পত্তির দখল গ্রহণকালে উক্ত সম্পত্তি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য সম্পত্তি হইতে পৃথককরণজনিত কারণে ক্ষতি;

(জ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক সম্পত্তিটির দখল গ্রহণকালে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আয় বা অধিগ্রহণের ফলে তাহার অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উপর অন্য যে কোন প্রকারে ক্ষতিকর প্রভাবের ফলে যে ক্ষতি হইবে;

(ঝ) অধিগ্রহণের ফলে যদি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাহার বাসস্থান বা কর্মস্থল স্থানান্তর করিতে বাধ্য হন তাহা হইলে এইরূপ স্থানান্তরের জন্য যুক্তিসঙ্গত আনুসঙ্গিক খরচ; এবং

(ঞ) ৬ ধারার নোটিশ জারি এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক দখল গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়ে সম্পত্তির মুনাফা হ্রাসের ফলে যে রূপ ক্ষতি হইতে পারে।]^{১১০}

(২) উপ-ধারা (১) অনুসারে নির্ধারিত বাজার মূল্য ছাড়াও জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণটি বাধ্যতামূলক প্রকৃতির বিবেচনা করিয়া প্রতিটি ক্ষেত্রে বাজার মূল্যের উপর আরও [শতকরা ১০০ (একশ) শতাংশ]^{১১১} ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে পারিবেন।

৯। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সময় যাহা বিবেচ্য বিষয় নয়

(১) এই অধ্যায়ের অধীন অধিগ্রহণটি সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের সময় জেলা প্রশাসক নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবেন না, যথা:

(ক) অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার তারতম্য;

^{১০৮} প্রস্তাবিত

^{১০৯} “দফা-খ, গ, ঘ, ঙ ও চ” এর পরিবর্তে “নতুন দফা-খ, গ, ঘ, ঙ ও চ” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

^{১১০} প্রস্তাবিত

^{১১১} “শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ” এর পরিবর্তে “শতকরা ১০০ (একশ) শতাংশ” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

- (খ) অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তিতে স্বার্থ রহিয়াছে এমন ব্যক্তির সম্পত্তি হস্তান্তরে অনীহা;
- (গ) যে পরিমাণ ক্ষতির কারণে কোন বেসরকারি লোকের বিরুদ্ধে কোন মামলা করা যায় না;
- (ঘ) ৬ ধারার নোটিশ জারির পর অধিগ্রহণীয় সম্পত্তিটি প্রস্তাবিত উদ্দেশ্যে ব্যবহারে ফলে কোনরূপ সম্ভাব্য ক্ষতি;
- (ঙ) প্রস্তাবিত উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণীয় সম্পত্তিটি ব্যবহারের দরুন কোনরূপ মূল্য বৃদ্ধি ঘটিলে; বা
- (চ) ৩ ধারা নোটিশ জারির পর জেলা প্রশাসকের অনুমোদন ব্যতিরেকে অধিগ্রহণীয় সম্পত্তির কোনরূপ পরিবর্তন বা উন্নতি সাধন বা বিলিবন্দোবস্ত করা হইলে।

[(২) জেলা প্রশাসক সন্তুষ্ট হইলে ধারা ৩ এর অধীন নোটিশ প্রকাশের পর, জমির প্রকৃতি পরিবর্তন করা হইয়াছে অথবা জনস্বার্থ বিরোধী স্থাপনা বা কোন কাঠামো নির্মাণ হইয়াছে, তাহা হইলে জেলা প্রশাসক উপ-ধারা (৮) এর অধীনে তাহা বিবেচনায় নিবে না।]^{১০০}

১০। ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান

- (১) ধারা-৭ মোতাবেক ক্ষতিপূরণ রোয়েদাদের পর জেলা প্রশাসক সম্পত্তির দখল গ্রহণের পূর্বে ক্ষতিপূরণ গ্রহণে অধিকারী ব্যক্তিদের রোয়েদাদ অনুসারে ক্ষতিপূরণ নেওয়ার জন্য প্রস্তাব করিবেন এবং উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত এক বা একাধিক অর্থ দাবিদার কর্তৃক বর্ণিত কোন প্রতিবন্ধকতার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হইলে ৭ (৩) ধারা অনুসারে প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলিত অর্থ জেলা প্রশাসকের নিকট জমা করিবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উহা প্রাপকের অনুকূলে পরিশোধ করিবেন।
- (২) ক্ষতিপূরণের অর্থ দাবিদার ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিতে না চাহিলে বা ক্ষতিপূরণ গ্রহণের জন্য কোন উপযুক্ত দাবিদার পাওয়া না গেলে বা দাবিদারগণের স্বত্ব বা অংশ সম্বন্ধে কোন বিরোধ থাকিলে জেলা প্রশাসক ক্ষতিপূরণের অর্থ তাহাদের নামে প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে জমা রাখিবেন যাহা দ্বারা আরবিট্রেটর কর্তৃক দাবিদারদের দাবি নির্ধারণ ক্ষুণ্ণ না করিয়া সম্পত্তির দখল গ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

জেলা প্রশাসক তাহার ক্ষতিপূরণ রোয়েদাদ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শীঘ্রই নোটিশ প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হিসাবে স্বীকৃত কোন ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের পর্যাপ্ততা সম্পর্কে আপত্তি সহকারে উক্ত জমাকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

আরও শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি বিনা আপত্তিতে উক্ত অর্থ গ্রহণ করিলে তিনি ২৮ ধারা মোতাবেক কোন আবেদনপত্র দাখিল করিতে পারিবে না।

আরও শর্ত থাকে যে, এই অধ্যায়ের অধীন নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের টাকা দাবিদার ব্যতীত কোন ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণ বা আংশিক গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে উক্ত অর্থ বৈধ অধিকারীকে প্রদানের দায়িত্ব হইতে সে ব্যক্তি অব্যাহতি পাইবে না।

বর্গাদারকে ক্ষতিপূরণ পরিশোধকরণ

[(৩)]^{১০১} আইন এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যখন বর্গাদার কর্তৃক চাষকৃত দভায়মান শস্য সম্বলিত সম্পত্তি এই অংশ অনুসারে অধিগ্রহণ করা হইবে; ক্ষতিপূরণের এমন অংশ বিশেষ বর্গাদারকে নগদ পরিশোধের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

^{১০০} প্রস্তাবিত

^{১০১} “ধারা-১০ক” এর পরিবর্তে “উপ-ধারা-(৩)” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

ব্যাখ্যা: এই ধারা অনুযায়ী “বর্গাদার” বলিতে প্রচলিত পদ্ধতি/প্রথা মতে অন্যের জমিতে উৎপাদিত ফসলের অংশ পরিশোধের শর্তে নিয়োজিত, আধা, বর্গা বা ভাল চাষীদের বুঝাইবে।

[(৪) অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া যদি আগ্রহী ব্যক্তিকে বাস্তুহারা বা সর্বশেষ আয়ের উৎস হইতে বিতাড়িত করে, তাহা হইলে জেলা প্রশাসক বিধি অনুযায়ী পুনর্বাসনের জন্য একটি প্রকল্প তৈরি করিবে।]^{১০০}

১১। অধিগ্রহণ ও দখল গ্রহণ

(১) রোয়েদাদে উল্লিখিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইলে অথবা ১০ ধারা অনুসারে তাহা প্রদত্ত হইয়াছে বিবেচিত হইলে সম্পত্তির অধিগ্রহণ সম্পূর্ণ হইবে এবং তাহা সকল প্রতিবন্ধকতামুক্ত অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে সরকারে ন্যস্ত হইবে এবং তখন জেলা প্রশাসক তাহার দখল গ্রহণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) অনুসারে সম্পত্তি অধিগ্রহণের অব্যহতি পরে তদসম্পর্কে জেলা প্রশাসক কর্তৃক একটি ঘোষণা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে, [তবে তাহা অধিগ্রহণের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে হইতে হইবে]^{১০১}।

১২। অধিগ্রহণ কার্যধারার রদ বা বাতিল

(১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন ৭(৪) ধারার নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ৫ ধারায় বর্ণিত কোন সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদের প্রাক্কলিত অর্থ প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক জমা দেয়া না হইলে উক্ত নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর অধিগ্রহণের যাবতীয় কার্যধারা তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইমতে জেলা প্রশাসকের একটি ঘোষণা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে। [এই কারণে জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণকৃত প্রক্রিয়া স্থগিত মর্মে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির নিকট কিংবা সুবিধাজনক স্থানে একটি নোটিশ জারি করিবেন।]^{১০২}

(২) সরকারের পূর্ব অনুমতি নিয়া অফিসিয়াল গেজেটের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক ক্ষতিপূরণ পরিশোধের যে কোন সময় কোন সম্পত্তির অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সকল কার্যধারা বাতিল করিতে পারবেন।

(৩) কোন কার্যধারা রদ বা বাতিল হইলে, নোটিশ জারি বা তাহার অধীন কোন কার্যধারার দ্বারা মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হইলে এবং উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত কার্যধারা চালিয়ে যাওয়ার জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে তাহার যে অর্থ খরচ হইয়াছে তাহার জন্য জেলা প্রশাসক ক্ষতি নির্ধারণ করিয়া একটি রোয়েদাদ প্রস্তুত এবং তদানুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

১৩। কোন বাড়ী বা দালানের অংশ বিশেষ অধিগ্রহণ

মালিক যদি ইচ্ছা করেন যে, কারখানা বা দালানের সম্পূর্ণ অংশই অধিগ্রহীত হোক, তবে এই অধ্যায়ের বিধানাবলী উক্ত বাড়ী, কারখানা বা দালানের অংশ বিশেষ অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, মালিক, যে কোন সময়ে, জেলা প্রশাসক ধারা ৭ এর অধীন রোয়েদাদ ঘোষণার আগে, লিখিত নোটিশ দ্বারা তাহার স্পষ্ট ইচ্ছা প্রত্যাহার বা পরিবর্তন করিয়া প্রকাশ করিতে পারে যে, ঘর, কারখানা বা ভবনের পুরো বা সম্পূর্ণই অধিগ্রহীত হইবে।

তবে আরও শর্ত থাকে যে, এই অধ্যায়ের বিধান অনুসারে অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত কোন সম্পত্তি এই ধারার মর্মানুসারে বাড়ী, কারখানা বা দালানের অংশ কি না সেই সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলে উক্ত বিষয়ে জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

^{১০০} প্রস্তাবিত

^{১০১} প্রস্তাবিত

^{১০২} প্রস্তাবিত

১৪। সরকার ব্যতীত অন্য ব্যক্তির খরচে সম্পত্তি অধিগ্রহণ

যেক্ষেত্রে সরকার ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাস্বাধীনে থাকা তহবিলের অর্থে কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য এ অধ্যায়ের বিধানাবলী প্রয়োগ করা হইবে, যেক্ষেত্রে এইরূপ অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আনুসঙ্গিক খরচও সে তহবিল হইতে বা সেই ব্যক্তির দ্বারা নির্বাহিত হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের ধারা ৩ সাপেক্ষে, এই ধারার অধীন, অধিগ্রহীত হইবে।

তবে আরও শর্ত থাকে যে, সরকারি কার্যে বা জনস্বার্থ দেশের অর্থনৈতিক বা মানব উন্নয়নের সহিত একটি যুক্তিসঙ্গত সংযোগ থাকিবে।

১৫। অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি সরকার ব্যতীত প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হস্তান্তর

- (১) সরকার ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির জন্য কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হইলে সে ব্যক্তিকে ৩ ধারার নোটিশ জারির পূর্বে নির্ধারিত ফরমে সরকারের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে হইবে।
- (২) কোন সম্পত্তি যাহার বিষয়ে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ব্যক্তির সহিত চুক্তি করা হইয়াছে, ১১ ধারার অধীন অধিগ্রহণ করা হইলে সে ব্যক্তি তাহার অংশের চুক্তি পালন করিলে সরকার নির্ধারিত ফরমে দলিল সম্পাদন এবং তৎকালীন বলবৎ আইন অনুসারে সম্পত্তি তাহাকে হস্তান্তর করিবেন।

১৬। কতিপয় ক্ষেত্রে পুনরুদ্ধার

যদি প্রাপ্য অর্থের অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় অথবা প্রকৃত মালিক বা দাবিদার ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়, তাহা ঐরূপ অতিরিক্ত অথবা ভুলক্রমে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের টাকা সরকারি দাবি হিসাবে আদায় করা যাইবে।

১৭। অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির ব্যবহার

- (১) এই অধ্যায়ের অধীন অধিগ্রহণকৃত কোন সম্পত্তি, যে উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত ব্যবহার করা যাইবে না।
- (২) যদি কোন প্রত্যাশী সংস্থা অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান উপেক্ষা করিয়া ব্যবহার করেন অথবা যে উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করেন তাহা হইলে তিনি জেলা প্রশাসকের নিকট তাহার নির্দেশে উক্ত সম্পত্তি সমর্পণ করিতে দায়ী থাকিবেন। [প্রত্যাশী সংস্থা সেটা করিতে ব্যর্থ হইলে, জেলা প্রশাসক প্রয়োজনমত বল প্রয়োগ করিয়া প্রত্যাশী সংস্থাকে কোন অর্থ না দিয়া অধিগ্রহীত জমি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিবে।
তবে শর্ত থাকে যে, এইরকম কোন বিষয়ে জেলা প্রশাসক এর সিদ্ধান্তের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিবার প্রয়োজন পড়িবে না।
- (৩) সমর্পিত সম্পত্তি দখলে নেওয়ার পর জেলা প্রশাসক উহা ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপ-ধারা (১)-এর বিধান লঙ্ঘনকৃত প্রত্যাশী সংস্থার ব্যবহৃত সম্পত্তি উক্ত প্রশাসক কর্তৃক গঠিত ভূমি ব্যাংকে জমা রাখিবেন।^{১০০}

তৃতীয় অধ্যায়

হুকুমদখল

১৮। সম্পত্তি হুকুমদখল

- (১) কোন সম্পত্তি সরকারি কার্যে বা জনস্বার্থে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য আবশ্যিক হইলে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, জেলা প্রশাসক, লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখল করিতে পারিবেন।
তবে শর্ত থাকে যে, কোন সম্পত্তি জরুরী হুকুম দখলের ক্ষেত্রে এইরূপ অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে না।
তবে আরো শর্ত থাকে যে, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত কোন সম্পত্তি বা মালিক কর্তৃক প্রকৃতপক্ষে তাহার নিজের বা পরিবারের বসবাসের স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে অথবা জনসাধারণের ধর্মীয় উপসনালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা, হাসপাতাল, সাধারণ পাঠাগার, কবরস্থান বা শ্মশান হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা হুকুম দখল করা যাইবে না।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ জারি হওয়ার পর জেলা প্রশাসক হুকুম দখলকৃত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিতে পারিবেন-
(ক) পরিবহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে জরুরী প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আদেশটি জারি হওয়ার পর যে কোন সময়ে;
(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে আদেশটি জারি হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরে এবং যে উদ্দেশ্যে সম্পত্তিটি হুকুম দখল হইয়াছে সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারিবেন।
- (৩) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত দখল গ্রহণের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসরের অধিককাল যাবৎ কোন সম্পত্তি হুকুমের অধিক রাখা যাইবে না।

১৯। পুনঃবীক্ষণ

সরকার নিজ উদ্দেশ্যে অথবা সংস্কৃদ্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে ১৮ ধারার (১) উপ-ধারার অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ সংশোধন করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, আদেশ জারির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে দাখিল না করিলে এইরূপ আবেদনপত্র গৃহীত হইবে না।

[তবে আরও শর্ত থাকে যে, সরকার আবেদনকারীকে শুনানীর সুযোগ দেওয়ার পর একটি আবেদন দায়েরের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে পুনঃবীক্ষণ নিষ্পত্তি করিবে।]^{১৪}

২০। জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদান

- (১) এই অধ্যায়ের অধীন কোন সম্পত্তি হুকুম দখল করা হইলে, তাহার দরুন ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে এবং ক্ষতি পূরণের পরিমাণ এই ধারায় উল্লিখিত পদ্ধতি এবং নীতি অনুসারে নির্ধারণ করিতে হইবে।
- (২) হুকুম দখল করা সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তাহাদের স্ব স্ব স্বার্থ সম্পর্কে এবং এইরূপ স্বার্থের দরুন ক্ষতিপূরণে তাহাদের দাবির পরিমাণ ও বিবরণী সম্পর্কে শুনানির সুযোগ দিয়া এবং (৫) উপ-ধারার বিধান বিবেচনা করিয়া জেলা প্রশাসক-
(ক) নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি ক্ষতিপূরণ রোয়েদাদ প্রস্তুত করিবেন; এবং
(খ) উক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণের অর্থ তাহার জানা ও বিশ্বাসমতে উক্ত সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবেন।

^{১৪} প্রস্তাবিত

- (৩) অতঃপর বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।
- (৪) জেলা প্রশাসক ক্ষতিপূরণ রোয়েদাদ সম্পর্কে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবিলম্বে নোটিশ প্রদান করিবেন।
- (৫) কোন সম্পত্তি হুকুম দখলের প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে-
 - (ক) হুকুম দখলের কাজ পর্যন্ত সম্পত্তিটি ইজারা নিলে তাহার ব্যবহার ও দখলের জন্য যে পরিমাণ ভাড়া প্রদান করিতে হইত তাহার সমপরিমাণ আবর্তক ব্যয়; এবং
 - (খ) নিম্নলিখিত সমস্ত বা যে কোন বিষয়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণের প্রয়োজন হইলে সে পরিমাণ অর্থ, যথা:
 - (অ) হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি খালি করিয়া দেওয়ার জন্য খরচ;
 - (আ) হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি মুক্ত করিবার পর পুনঃদখল গ্রহণজনিত খরচ; এবং
 - (ই) সম্পত্তিটি হুকুম দখলের সময় যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায় প্রত্যর্পণ করিতে যে পরিমাণ অর্থ খরচ হইতে পারে তৎসহ স্বাভাবিক অবচয় ছাড়া হুকুম দখলকৃত সময়ের মধ্যে ঘটিত সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি।
- (৬) যেক্ষেত্রে কোন সম্পত্তি ২ (দুই) বৎসরের অধিককাল যাবৎ হুকুম দখলের অধীন রাখা হয় সেক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক (৫) উপ-ধারার (ক) দফার অধীন প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ করিবেন।

২১। ক্ষতিপূরণ প্রদান

- (১) ধারা ২০ অনুসারে ক্ষতিপূরণ রোয়েদাদের পর জেলা প্রশাসক সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ গ্রহণে অধিকারী ব্যক্তিদের রোয়েদাদ অনুসারে ক্ষতিপূরণ নেওয়ার জন্য প্রস্তাব করিবেন এবং (২) উপ-ধারায় বর্ণিত কোন প্রতিবন্ধকতার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হইলে তিনি তাহা প্রাপকদের পরিশোধ করিবেন।
- (২) ক্ষতিপূরণের অর্থ দাবিদার ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিতে না চাহিলে বা ক্ষতিপূরণ গ্রহণের জন্য কোন উপযুক্ত দাবিদার পাওয়া না গেলে বা দাবিদারগণের স্বত্ব বা অংশ সম্বন্ধে কোন বিরোধ থাকিলে জেলা প্রশাসক ক্ষতিপূরণের অর্থ তাহাদের নামে প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে জমা রাখিবেন যাহা দ্বারা আরবিট্রেটর কর্তৃক দাবিদারদের দাবি নির্ধারণ ক্ষমতা না করিয়া সম্পত্তি হুকুম দখলের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।
তবে শর্ত থাকে যে, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিনা আপত্তিতে উক্ত অর্থ গ্রহণ করিলে তিনি ২৮ ধারা মোতাবেক কোন আবেদনপত্র দাখিল করিতে পারিবেন না।
আরও শর্ত থাকে যে, এই আইনের অধীন নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের টাকা দাবিদার ব্যতীত কোন ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণ বা আংশিক গ্রহণ করিয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত অর্থ বৈধ অধিকারীকে প্রদানের দায়িত্ব হইতে সেই ব্যক্তি অব্যাহতি পাইবেন না।

২২। হুকুম দখলকৃত সম্পত্তির অবগুণ্ণ প্রাপ্তদের নিকট হইতে অর্থ আদায়

যখন কোন হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি কোন [সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারী]^{১০০}কে বরাদ্দ করিয়া তাহার দখলে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক উক্ত [সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারী]^{১০০} এর নিকট হইতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করিতে পারিবেন।

২৩। অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির মেরামত

- (১) হুকুম দখলে থাকাকালে জেলা প্রশাসক উক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবেন।
- (২) জেলা প্রশাসক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, ক্ষয়ক্ষতি হইতে রক্ষার জন্য সম্পত্তিটি মেরামত করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি মালিক কর্তৃক মেরামতের একটি সুযোগ দেয়ার পর মালিককে দেয় ক্ষতিপূরণের টাকার অনধিক ১/৫

^{১০০} “ব্যক্তি” শব্দটির পরিবর্তে “সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারী” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০১} “ব্যক্তি” শব্দটির পরিবর্তে “সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারী” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

(এক পঞ্চমাংশ)]^{১০০} টাকার মধ্যে মেরামত করিতে পারিবেন এবং উক্ত অর্থ ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে আদায় করা যাইবে।

২৪। হুকুম দখল হইতে মুক্ত করা

- (১) হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি মুক্ত করিবার পর জেলা প্রশাসক যে ব্যক্তির নিকট হইতে হুকুম দখল করিয়াছিলেন তাহার নিকট বা তাহার উত্তরাধিকারীকে অথবা প্রত্যর্পণ পাইতে অধিকারী বলিয়া জেলা প্রশাসকের নিকট প্রতীয়মান হইলে অপর কোন ব্যক্তিকে উক্ত সম্পত্তির দখল প্রত্যর্পণ করিবেন।

[তবে শর্ত থাকে যে, হুকুমদখলের সময় হুকুমদখলকৃত সম্পত্তির যদি কোন ক্ষতি হয়, তাহা হইলে জেলা প্রশাসক বরাদ্দগ্রহীতার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের প্রকৃত হিসাব করিয়া অর্থ আদায় করিবেন।]^{১০১}

- (২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ব্যক্তিকে দখল প্রদানের পর হুকুম দখলকৃত সম্পত্তির দখল প্রদান সম্পর্কিত জেলা প্রশাসকের যাবতীয় দায় দায়িত্বের অবসান ঘটিবে, কিন্তু তাহা অন্য কোন ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন অধিকার যাহা তিনি আইনের মাধ্যমে দখল গ্রহণকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে অধিকারী তাহা ক্ষুণ্ণ করিবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি মুক্ত করিয়া তাহার দখল গ্রহণ করিবার জন্য জেলা প্রশাসক লিখিত নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও যদি দখল গ্রহণ করিতে অবহেলা বা অস্বীকার করেন সেইক্ষেত্রে এই উপ-ধারার অর্থানুসারে হুকুম দখলকৃত সম্পত্তির দখল উক্ত নির্দেশে উল্লিখিত তারিখ ও সময় হইতে উক্ত ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

- (৩) হুকুম দখল হইতে মুক্ত সম্পত্তির দখল যাহাকে প্রদান করিতে হইবে তাহাকে যদি পাওয়া না যায় এবং তাহার যদি কোন প্রতিনিধি বা তাহার পক্ষে দখল গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি না থাকে সেইক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক সম্পত্তিটি হুকুম দখল হইতে মুক্ত করা হইয়াছে মর্মে ঘোষণাসহ একটি নোটিশ সম্পত্তির কোন প্রকাশ্য অংশে লটকাইয়া জারি করিবেন এবং সরকারি গেজেটেও উক্ত নোটিশ প্রকাশ করিবেন।

- (৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত নোটিশ সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পর তাহাতে উল্লিখিত সম্পত্তি এইরূপ নোটিশ প্রকাশের তারিখ হইতে হুকুম দখলের বিষয় হইতে অব্যাহতি পাইবে এবং যে ব্যক্তি দখল গ্রহণ করিতে অধিকারী তাহাকে দখল প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত তারিখের পরবর্তী কোন সময়ের জন্য উক্ত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বা অন্য কোন দাবির জন্য জেলা প্রশাসক দায়ী হইবে না।

২৫। বন্টন প্রাপ্তদের উচ্ছেদ

আপাততঃ বলবত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি কোন ব্যক্তিকে বরাদ্দ করা হইয়া থাকে অথবা কোন ব্যক্তির অবৈধ দখলে থাকে, এবং তাহা হুকুম দখল মেয়াদের মধ্যে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য জেলা প্রশাসকের প্রয়োজন হয় অথবা হুকুম দখল মুক্ত করিয়া ২৪ ধারার অধীন সম্পত্তি প্রত্যর্পণের জন্য অথবা এই সম্পত্তির বরাদ্দ গ্রহীতা উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন পাওনা প্রদানে যদি ব্যর্থ হন, তাহা হইলে জেলা প্রশাসক যে কোন সময় লিখিত আদেশ দ্বারা এইরূপ ব্যক্তিকে বা বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আদেশে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে সম্পত্তি খালি করিয়া দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং এইরূপ ব্যক্তি বা বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সম্পত্তি খালি করিয়া না দেন, তাহা হইলে জেলা প্রশাসক এইরূপ ব্যক্তি বা বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে এই সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

^{১০০} “১/৬ (এক ষষ্ঠাংশ)” শব্দগুলির পরিবর্তে “১/৫ (এক পঞ্চমাংশ)” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০১} প্রস্তাবিত

[তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিদ্যমান আইনই জেলা প্রশাসককে বরাদ্দগ্রহীতার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ সনের ধারা-৪৪৭ অনুসারে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হইতে নিবৃত্ত করিবে না।]^{১০}

২৬। এই অধ্যায়ে সেনানিবাসের জন্য প্রযোজ্য নয়

সেনানিবাসের সীমানাভুক্ত কোন সম্পত্তির ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের কোন বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

আরবিট্রেশন

২৭। আরবিট্রের নিয়োগ

এই অধ্যায়ের প্রয়োজনে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত এলাকার জন্য [যুগ্ম-জেলা জজ]^{১১} পদমর্যাদার নীচে নয় এমন একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে আরবিট্রের নিয়োগ করিবেন।

২৮। আরবিট্রের নিকট দরখাস্ত

- (১) অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তিতে স্বার্থ রহিয়াছে এমন কোন ব্যক্তি যিনি জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করেননি তিনি ক্ষতিপূরণ রোয়েদাদ সংশোধনের জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবে।
- (২) ক্ষতিপূরণ রোয়েদাদের বিরুদ্ধে যে সকল অজুহাতে আপত্তি রহিয়াছে তাহা দরখাস্তে বর্ণনা করিতে হইবে।
- (৩) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত জেলা প্রশাসকের সহিত প্রত্যাশী সংস্থাকে আবেদনে পক্ষভুক্ত করিতে হইবে।

২৯। শুনানীর নোটিশ

আরবিট্রের ২৮ ধারার অধীন দরখাস্ত পাওয়ার পর শুনানীর তারিখ উল্লেখ করিয়া উক্ত তারিখে তাহার আদালতে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের ওপর নোটিশ জারি করিবেন, যথা:

- (ক) দরখাস্তকারী;
- (খ) আপত্তিতে স্বার্থ রহিয়াছে এমন সকল ব্যক্তি;
- (গ) জেলা প্রশাসক; এবং
- (ঘ) প্রত্যাশী ব্যক্তি।

৩০। মামলার আওতা

আরবিট্রের নিকট দায়েরকৃত সকল মামলা দরখাস্তে উল্লিখিত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের স্বার্থ বিবেচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

৩১। আরবিট্রের ৮, ৯ এবং ২০ ধারা অনুযায়ী পরিচালিত হইবেন

এই আইনের অধীনে অধিগ্রহণকৃত কোন সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে আরবিট্রের ক্ষেত্রমত ৮, ৯ এবং ২০ ধারার বিধানাবলী দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, আরবিট্রের কর্তৃক প্রত্যেক মালিকের অনুকূলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত রোয়েদাদের অর্থের পরিমাণের [শতকরা ২৫%]^{১২} ভাগের অধিক হইবে না।

^{১০} প্রস্তাবিত

^{১১} “সহকারী জজ” শব্দটির পরিবর্তে “যুগ্ম-জেলা জজ” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২} “শতকরা ১০%” এর পরিবর্তে “শতকরা ২৫%” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৩২। আরবিট্রেটর রোয়েদাদ

- (১) এই অধ্যায়ের অধীন প্রদত্ত রোয়েদাদ লিখিত হইতে হইবে এবং তাহাতে আরবিট্রেটর স্বাক্ষর করিবেন এবং ৮ ধারার (১) উপ-ধারা এবং ২০ ধারার (৫) উপ-ধারার বিভিন্ন দফার অধীন ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ, তাহা ধার্য করিবার যুক্তিসহ রোয়েদাদে উল্লেখ করিতে হইবে।
- (২) আরবিট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ জেলা প্রশাসক কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইলে, আপিল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে, যতদিন পর্যন্ত ঐ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা না হয় ততদিন প্রতি বছরের জন্য ১০% হারে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।
- (৩) প্রত্যেক রোয়েদাদ ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধির ২ ধারার (২) উপ-ধারা অর্থানুযায়ী একটি রায় বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৩। খরচ

প্রত্যেক রোয়েদাদে আরবিট্রেশন কার্যধারা বাবদ খরচের আরবিট্রেটরের এবং তাহা কার দ্বারা কি পরিমাণ বহন করা হইবে তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে।

৩৪। আরবিট্রেটরের রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আপিল

- (১) [আরবিট্রেটরের রোয়েদাদের সিদ্ধান্তের তারিখ হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে]^{১১১} উপ-ধারা (২) এর অধীন গঠিত আরবিট্রেশন আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল করা যাইবে।
- (২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তাহাতে উল্লিখিত এলাকার জন্য এক বা একাধিক সদস্য বিশিষ্ট আরবিট্রেশন আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবেন।
- (৩) জেলা জজ হিসাবে কর্মরত ছিলেন অথবা আছেন এমন ব্যক্তিগণের দ্বারা সরকার আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবেন।
- (৪) আপিল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।
- (৫) আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ আরবিট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইলে, যতদিন পর্যন্ত ঐ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা না হয়, ততদিন পর্যন্ত ১০% হারে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, আরবিট্রেশন আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রত্যেক মালিকের অনুকূলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের সিদ্ধান্ত আরবিট্রেটরের নির্দেশিত অর্থের পরিমাণের শতকরা ১০% ভাগের অধিক হইবে না।

তবে আরো শর্ত থাকে যে, আরবিট্রেটর অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আরবিট্রেশন আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশ প্রদানের ১ (এক) মাসের মধ্যে জেলা প্রশাসক অতিরিক্ত অর্থ জমা করণের নোটিশ প্রত্যাশী সংস্থার নিকট প্রেরণ করিবেন।

৩৪ ক। অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান

এই ভাগের অধীন যেখানে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা প্রয়োজন মনে হয় সেখানে প্রত্যাশী সংস্থা দ্বারা অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ জেলা প্রশাসকের নিকট জমা হওয়ার পরে ক্ষতিপূরণ আগ্রহী ব্যক্তিকে প্রদান করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জেলা প্রশাসক হইতে এতদুদ্দেশ্যে নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রত্যাশী সংস্থা অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ জেলা প্রশাসকের নিকট জমা করিবেন:

তবে আরো শর্ত থাকে যে, জেলা প্রশাসক ক্ষেত্রমত, আরবিট্রেশন আপিল ট্রাইব্যুনালের বা আরবিট্রেটর সিদ্ধান্তের রোয়েদাদের তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ জমা দেয়ার নোটিশ পাঠাইবে।

৩৫। ১৯৪০ সনের ১০নং আইন প্রযোজ্য নয়/ [২০০১ সালের ১নং আইন প্রযোজ্য নয়]^{১০০}

এই আইনের অধীন আরবিট্রেশনের ক্ষেত্রে [২০০১ সালের আরবিট্রেশন আইন (২০০১ সালের ১নং আইন)]^{১০১} প্রযোজ্য হইবে না।

পঞ্চম অধ্যায় বিবিধ

৩৬। জেলা প্রশাসক এবং আরবিট্রেটরের দেওয়ানী আদালতের কতিপয় ক্ষমতা

এই আইনের অধীন কোন তদন্ত অথবা মামলার শুনানীকালে জেলা প্রশাসক এবং আরবিট্রেটরের নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলী সম্পর্কে ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন দেওয়ানী আদালতের উপর যে ক্ষমতা অর্পিত আছে সে ক্ষমতা থাকিবে যথা:

- (ক) কোন ব্যক্তির উপর সময় জারি করা এবং তাহাকে হাজির হইতে বাধ্য করা এবং শপথ গ্রহণপূর্বক তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা;
- (খ) কোন নথি বা দলিলপত্র দাখিল করিতে বাধ্য করা;
- (গ) এফিডেভিটের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ;
- (ঘ) সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য কমিশন নিয়োগ; এবং
- (ঙ) কোন অফিস বা আদালত হইতে কোন সরকারি নথি তলব করা।

৩৭। প্রবেশ ও পরিদর্শনের ক্ষমতা

(১) কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা হুকুম দখল অথবা সে বিষয়ে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ব্যাপারে অথবা এই আইনের অধীন কোন আদেশ কার্যকর করিবার জন্য জেলা প্রশাসক অথবা তাহার নিকট হইতে সাধারণভাবে অথবা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী-

- (ক) কোন সম্পত্তিতে প্রবেশ করিতে এবং তাহা জরিপ করিতে অথবা তাহার স্তর গ্রহণ করিতে পারিবেন;
- (খ) যে কোন সম্পত্তি অথবা তাহাতে অবস্থিত কোন কিছু থাকিলে তাহা পরিদর্শন করিতে পারিবেন;
- (গ) কোন সম্পত্তি পরিমাপ করিতে ও তাহার সীমানা নির্ধারণ করিতে এবং তাহার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে এবং তাহাতে অভিলেখ কাজের প্রস্তাবিত লাইন প্রস্তুত করিতে পারিবেন;
- (ঘ) চিহ্ন স্থাপন করিয়া এবং গর্ত খুঁড়িয়া অনুরূপ সমতা, সীমানা এবং লাইন চিহ্নিত করিতে পারিবেন এবং যেক্ষেত্রে জরিপ কাজ সম্পাদন করা, সমতা নেওয়া এবং সীমানা ও লাইন চিহ্নিত করা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে কোন দণ্ডায়মান ফসল, গাছ অথবা জঙ্গলের যে কোন অংশ কাটিয়া পরিষ্কার করিতে পারিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, কমপক্ষে ৪০ (চল্লিশ) ঘন্টা পূর্বে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে কোন সম্পত্তিতে প্রবেশের ইচ্ছা প্রকাশ না করিয়া কোন ব্যক্তি-সম্পত্তির দখলকারের বিনা অনুমতিতে তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

(২) জেলা প্রশাসক অথবা উপ-ধারা (১) এর অধীন তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কোন সম্পত্তিতে প্রবেশ করিবার সময় ঐ সম্পত্তিতে সম্ভাব্য সকল ক্ষতি বাবদ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন অথবা প্রদান করিবার প্রস্তাব করিবেন এবং উক্তরূপ প্রদত্ত অথবা প্রস্তাবিত ক্ষতিপূরণের পর্যাণ্ততা সম্পর্কে আপত্তি থাকিলে সে সম্পর্কে জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

^{১০০} “১৯৪০ সনের ১০নং আইন প্রযোজ্য নয়” শব্দগুলির পরিবর্তে “২০০১ সালের ১ নং আইন প্রযোজ্য নয়” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০১} “১৯৪০ সনের আরবিট্রেশন আইন (১৯৪০ সনের ১০নং আইন)” শব্দগুলির পরিবর্তে “২০০১ সালের আরবিট্রেশন আইন, (২০০১ সালের ১ নং আইন)” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৩৮। সংবাদ সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা

জেলা প্রশাসক কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা হুকুম দখল করিবার অথবা তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিবার ব্যাপারে উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন তথ্য নির্দিষ্ট কর্মকর্তা অথবা কর্তৃপক্ষকে প্রদান করিবার জন্য যে কোন ব্যক্তিকে লিখিতভাবে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

৩৯। নোটিশ এবং আদেশ জারি

- (১) এই আইনে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, এই আইনের অধীনে জারি অথবা প্রদানের জন্য অভীষ্ট নোটিশ বা আদেশ তাহাতে উল্লিখিত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিয়া জারি বা প্রদান করিতে হইবে।
- (২) যেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে পাওয়া না যায় কিংবা নোটিশ বা আদেশটি উক্তরূপে হস্তান্তর করা না যায় সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির কোন কর্মকর্তা বা পরিবারের কোন সাবালক পুরুষ সদস্যের নিকট প্রদান করে বা উক্তরূপ কোন কর্মকর্তা বা সদস্য পাওয়া না গেলে, উক্ত ব্যক্তির সর্বশেষ জ্ঞাত বাসস্থান বা কর্মস্থলের কোন প্রকাশ্য স্থানে এঁটে বা লটকাইয়া দিয়া নোটিশ বা আদেশটি জারি করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে উক্ত নোটিশ বা আদেশের একটি অনুলিপি অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি বা তাহার নিকটস্থ কোন প্রকাশ্য স্থানে এবং নোটিশ বা আদেশ প্রচারকারী বা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তার কার্যালয়ের কোন প্রকাশ্য স্থানে এঁটে বা লটকাইয়া দিতে হইবে।
তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা আদেশ দিলে নোটিশ বা আদেশটি রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে একটি পত্রের দ্বারা তাহাতে উল্লিখিত ব্যক্তির নামে বা যাহার উপর জারি করা প্রয়োজন তাহার সর্বশেষ জ্ঞাত বাসস্থান, ঠিকানা বা ব্যবসা বা কর্মস্থলে প্রেরণ করা যাইতে পারে।

৪০। শাস্তি

যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ লংঘন করেন বা লঙ্ঘন করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন বা লঙ্ঘন করিবার উদ্যোগে ইক্ষন জোগান কিংবা কোন ব্যক্তিকে এই আইন অনুযায়ী বা এই আইনের অধীন অনুমোদিত তাহার কোন কার্য সম্পাদনে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা দেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক [৩০০০/- (তিন হাজার)]^{১০০} টাকা অর্থ দণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৪১। সমর্পণে বাধ্যকরণ

এই আইনের অধীন কোন সম্পত্তির দখল গ্রহণকালে কোন ব্যক্তি বাধা দিলে বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিলে জেলা প্রশাসক উক্ত সম্পত্তির দখল তাহার নিকট সমর্পণে উক্ত ব্যক্তিকে বাধ্য করিতে পারিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৪২। স্ট্যাম্প ডিউটি এবং ফিস প্রদান মওকুফ

এই আইনের অধীন প্রদত্ত রোয়েদাদের জন্য কোন স্ট্যাম্প ডিউটির প্রয়োজন হইবে না এবং উক্ত রোয়েদাদের অধীন কোন স্বার্থের দাবিদারকে তাহার অনুলিপির জন্য কোন ফিস দিতে হইবে না।

৪৩। দায়মুক্তি

এই আইন বা তাহার বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কিছুর জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আদালতে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা চলিবে না।

[ব্যাখ্যা: সরল বিশ্বাসে কৃত অর্থ হইতেছে যাহা সাবধানতার সহিত সম্পন্ন করা।]^{১০০}

^{১০০} “১০০০/- (এক হাজার)” এর পরিবর্তে “৩০০০/- (তিন হাজার)” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০০} প্রস্তাবিত

৪৪। আদালতের এখতিয়ারের উপর বাধা-নিষেধ

এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা গৃহীত কোন কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কোন আদালত কোন মামলা বা দরখাস্ত গ্রহণ করিতে পারিবে না এবং এই আইনের অধীন বা এই আইন হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে গৃহীত বা গৃহীতব্য কোন কার্যক্রম সম্পর্কে কোন আদালত কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা জারি করিতে পারিবেন না।

৪৫। ক্ষমতা হস্তান্তর

সরকার, সরকারি গেজেটে আদেশ জারি করিয়া এই আইন দ্বারা তাহার উপর অর্পিত যে কোন ক্ষমতা বা আরোপিত দায়িত্ব আদেশে নির্ধারিত পরিস্থিতি এবং শর্তাধীনে প্রয়োগ ও সম্পাদন করিবার জন্য নির্দিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

৪৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।
- (২) বিশেষ করিয়া এবং উপরোক্ত ক্ষমতা সামগ্রিকভাবে ক্ষুণ্ণ না করিয়া অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইতে পারে, যথা:
 - (ক) অধিগ্রহণকৃত বা হুকুম দখলকৃত কোন সম্পত্তি দখল গ্রহণের ব্যাপারে অনুসরণীয় পদ্ধতি;
 - (খ) [পুনঃবন্দোবস্ত ও পুনর্বাসনের জন্য প্রকল্প];^{১১১}
 - (গ) আরবিট্রেটর এবং আরবিট্রেশন আপিল ট্রাইব্যুনালসমূহ অনুসরণীয় পদ্ধতি;
 - (ঘ) ৪১ ধারার অধীন কোন সম্পত্তির দখল সম্পর্কে বাধ্যকরণ পদ্ধতি;
 - (ঙ) অন্য কোন নির্ধারিতব্য বিষয়।

৪৭। ১৯৪৮ সনের ১৩নং মেয়াদ উত্তীর্ণ আইন সম্পর্কে বিশেষ হেফাজত

সম্পত্তি জরুরী হুকুম দখল আইন, ১৯৪৮ এর অবসান হওয়া সত্ত্বেও এর কার্যকারিতার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল সম্পর্কিত নোটিশ, প্রজ্ঞাপন ও নোটিশসহ যাবতীয় কার্যক্রম এবং বিষয়াদি বা কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণকৃত বা হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ বা রোয়েদাদ এবং উক্ত আইনের অধীন কোন কর্তৃপক্ষ, আরবিট্রেটর বা আদালতে অনিস্পন্ন সকল দরখাস্ত এবং আপিল শুনানী এমনভাবে চলিতে থাকিবে ও নিষ্পত্তি হইবে যেন আইনটির কার্যকারিতার অবসান হয়নি এবং তাহার কার্যকারিতা চালু আছে।

[তবে শর্ত থাকে যে, জরুরী সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন, ১৯৪৮ (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর অধীনে গেজেট বিজ্ঞপ্তির ক্ষমতা এই আইনের অধীনে নির্ধারিত বিধি অনুযায়ী জেলা প্রশাসকের উপর ন্যস্ত করা যাইতে পারে।]^{১১২}

৪৮। রহিতকরণ এবং হেফাজত

- (১) [অধিগ্রহণ এবং অধিগ্রহণ স্থাবর সম্পত্তি অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ২নং আইন) এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম (ভূমি অধিগ্রহণ) রেগুলেশন, ১৯৫৮ (পূর্ব পাকিস্তান রেগুলেশন নং ১, ১৯৫৮) এতদ্বারা রহিত করা হইল।]^{১১৩}
- (২) এইরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা হুকুম দখল সংক্রান্ত সকল নোটিশ, প্রজ্ঞাপন এবং আদেশসহ যাবতীয় কার্যক্রম এবং বিষয়াদি বা কোন অধিগ্রহণকৃত বা হুকুম দখলকৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বা রোয়েদাদ এবং

^{১১১} প্রস্তাবিত

^{১১২} প্রস্তাবিত

^{১১৩} “ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ (১৮৯৪ সনের ১নং আইন)” শব্দগুলির পরিবর্তে “অধিগ্রহণ এবং অধিগ্রহণ স্থাবর সম্পত্তি অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ২নং আইন) এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম (ভূমি অধিগ্রহণ) রেগুলেশন, ১৯৫৮ (পূর্ব পাকিস্তান রেগুলেশন নং ১, ১৯৫৮)” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

উক্ত আইনের অধীন কোন কর্তৃপক্ষ, আরবিট্রেটর বা আদালত অনিষ্পন্ন সকল দরখাস্ত এবং আপিল শুনানী এমনভাবে চলিতে থাকিবে ও নিষ্পত্তি হইবে যেন এই আইন প্রণীত এবং জারি হয়নি।

- (৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, জেনারেল ক্লজেজ অ্যাক্ট, ১৮৯৭ এর বিধানসমূহ এই আইন বলিয়া উক্ত আইনের রহিতকরণ এবং পুনঃপ্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বিধিমালা (প্রস্তাবিত সংশোধনী)

নং এস,আর, ও ১.....: স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল আইন এর ২৬ ও ৪৬ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নলিখিত বিধিমালা প্রণয়ন ও জারি করিলেন।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

এই বিধিমালাটি প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বিধিমালা হিসাবে গণ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা

বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়-

- (ক) “ফরম” অর্থ এই বিধিমালায় সংযোজিত ফরম;
- (খ) “আইন” অর্থ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন;
- [(গ) “প্রকল্প” অর্থ ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্প];^{১০১} এবং
- (ঘ) “ধারা” অর্থ আইনের ধারা।

৩। অধিগ্রহণ কার্যক্রম

এই আইনের অধীনে প্রতিটি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের জন্য একটি পৃথক কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। ৩, ৬ এবং ৭ ধারার নোটিশ

- (১) ৩, ৬ এবং ৭ ধারার নোটিশসমূহ যথাক্রমে ক, খ ও গ ফরমে জারি করিতে হইবে।
- (২) ৩ এবং ৬ ধারার নোটিশসমূহ [অধিগ্রহণেচ্ছু সম্পত্তির ম্যাপসহ]^{১০২} সুবিধাজনক স্থানে বা তাহার নিকটে এবং তাহার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ক্যালেক্টরেট, উপজেলা রাজস্ব অফিস, তহসিল অফিস এবং স্থানীয় পরিষদ বা পৌরসভার নোটিশ বোর্ডে ঐটে বা লটকাইয়া জারি করিতে হইবে।
- [(৩) ৩, ৬ এবং ৭ ধারার নোটিশসমূহ ওয়েবসাইটে আপলোড করিতে হইবে।
- (৪) ৩ এবং ৬ ধারার নোটিশসমূহ (যাহার মধ্যে একটি জাতীয় দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র ইহবে এর সারাদেশ ব্যাপী প্রচলন থাকিতে হইবে) অন্তত দুটি দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে হইবে।
- (৫) যদি সম্ভব হয় জেলা প্রশাসক হাট-বাজারের মধ্যে ড্রাম বাজিয়ে, রেডিও এবং টিভিতে প্রচার করিয়া অধিগ্রহণ এর খবর প্রচার করিবে।
- (৬) যেখানে অধিগ্রহণ পদ্ধতি স্থান পাইবে সেখানে ভূমি অধিগ্রহণ ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এলাকার জনসাধারণের জন্য একটি পুস্তিকায় এবং উক্ত তথ্যসমূহ ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা উচিত হইবে।]^{১০৩}

৫। আগ্রহী ব্যক্তির সহিত পরামর্শ

- (১) স্থানীয় পর্যায়ে গণজমায়েতের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি ও ভূমি অধিগ্রহণ বিভাগের কর্মকর্তারা স্পষ্ট ও সরল ভাষায় প্রকল্পের ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিবেন।

(২) প্রকল্প স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এবং তাহার খরচ, সুবিধা, এবং অর্থায়ন ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে ব্যাখ্যা করিবে এবং অধিগ্রহণের সময়কালও সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত থাকিবে।

(৩) পশ্চাদপদ অংশের সহিত পৃথকভাবে আলোচনা করিতে হইবে।^{১০৯}

৬। গণ তথ্য সেল

[(১) প্রত্যাশী সংস্থা দ্বারা একটি “জন তথ্য সেল” স্থাপন করা হইবে যেখানে জেলা প্রশাসক সকল আগ্রহী ব্যক্তিদের সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করিবে।

(২) “জন তথ্য সেল” প্রাথমিক পর্যায়ে এবং প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।^{১১০}

৭। প্রস্তাবিত জমির ভিডিও অবিলম্বে করিতে হইবে

ধারা ৩ এর অধীন নোটিশ প্রকাশ করিবার আগে, প্রত্যাশী সংস্থা স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, ইউনিয়ন বা পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জেলা প্রশাসকের দ্বারা প্রস্তাবিত জমির একটি ভিডিও করিতে হইবে, যেখানে সব কাঠামো এবং গাছপালা থাকিবে।

৮। অধিগ্রহণ এবং দখলের ঘোষণা

১১ ধারার অধীন সম্পত্তির অধিগ্রহণ ও দখল সংক্রান্ত ঘোষণা “ঘ” ফরমে প্রদান করিতে হইবে।

৯। কার্যক্রম রদ এবং বাতিলের ঘোষণা

১২ ধারার (১) উপ-ধারার অধীন অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিলের ঘোষণা “ঙ” ফরমে এবং উপ-ধারা (২) এর অধীন জারিতব্য নোটিশ “চ” ফরমে প্রদান করিতে হইবে।

১০। অধিগ্রহণকৃত ভূমি হস্তান্তর

(১) ধারা ১৫ এর (১) উপ-ধারার অধীন যখন কোন অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি সরকার ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে হস্তান্তরের প্রস্তাব করা হয় তখন সেই ব্যক্তি উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে “ছ” ফরমে সরকারের সহিত একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইবেন।

(২) সরকার ব্যতীত অন্য কাউকে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে “জ” ফরমে একটি দলিল সম্পাদন করিতে হইবে এবং ঐ ব্যক্তি প্রচলিত আইন অনুযায়ী দলিল সম্পাদনের জন্য স্ট্যাম্প ডিউটি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বহন করিবেন।

১১। মূল্যনির্ধারণ কমিটির গঠন এবং ক্ষমতা

[(১) সাধারণ মূল্য নির্ধারণের জন্য একটি মূল্য নির্ধারণ কমিটি থাকিবে যাহা এডিসি (রাজস্ব / অধিগ্রহণ) এর নেতৃত্বে গঠিত হইবে এবং সদস্য হিসাবে থাকিবে সেই জেলার সব উপজেলার সাব-রেজিস্ট্রার ও উপজেলা চেয়ারম্যান, নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ, কৃষি বিভাগের জেলা কৃষি কর্মকর্তা, সে জেলার বন বিভাগের এবং ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা।

(২) এই কমিটি মৌজা অনুযায়ী জমির দাম নির্ধারণ করিবে। দাম নির্ধারণে তাহারা কেউই অস্বাভাবিক উচ্চ মূল্য কিংবা অস্বাভাবিক কম দাম বিবেচনা করিবে না। কোন মৌজার জমির দাম পাওয়া না গেলে, তাহার সংলগ্ন মৌজার জমির মূল্য বিবেচনা করিয়া জমির দাম নির্ধারণ।

^{১০৯} প্রস্তাবিত

^{১১০} প্রস্তাবিত

- (৩) মূল্য নির্ধারণ কমিটি জেলা প্রশাসকের নিকট জমির মৌজা-ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ এর রিপোর্ট জমা দিবে।
- (৪) প্রয়োজন হইলে জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণ ক্ষেত্রে, আগামী ১ (এক) বছরের জন্য জমি এই মৌজা-ভিত্তিক মূল্য ব্যবহার করিবে।^{১০৪}

১২। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ

- (১) ধারা ৮ এবং ৯ এর বিধান সাপেক্ষে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সময় নিম্নলিখিত বিষয়াদি ও অবস্থানসমূহও বিবেচনা করিতে হইবে:
- (ক) সম্পত্তির প্রকৃতি ও অবস্থা; এবং
- (খ) ঐ এলাকায় একই শ্রেণীর সম্পত্তির বিদ্যমান ভাড়া মূল্য।
- (২) ধারা ৮ এর (১) উপ-ধারার (ক) দফার উদ্দেশ্যে কোন জমির বাজার দর হিসাব করিতে হইলে সকল জমির বিক্রয় মূল্যকে গড় করিয়া বিক্রিত জমির পরিমাণ দিয়া ভাগ করিয়া জমির একর প্রতি বিক্রয় মূল্য হিসাব করিতে হইবে।
- [তবে শর্ত থাকে যে, যখন ক্ষতিপূরণের নির্ধারিত মূল্য মৌজাভিত্তিক মূল্যের চেয়ে কম হয়, তখন বাজার মূল্য অনুযায়ী অনুরূপ ক্ষতিপূরণের মূল্য নির্ধারিত হইবে।]^{১০৫}
- (৩) কাঁচা বা পাকা দালান অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে গণপূর্ত বিভাগ অথবা অন্য কোন সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এর সহিত পরামর্শক্রমে নির্মাণ ব্যয় প্রবেশ পথসহ ভূমি উন্নয়ন খরচ এবং দালানের অবচয়ের বিষয় বিবেচনা করিয়া বাজার দর নির্ধারণ করিতে হইবে।
- (৪) যখন গণপূর্ত বিভাগ ছাড়া যে কোন সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহিত পরামর্শ করা হইবে তখন উক্ত বিভাগ বিধি-১২ এর উপ-বিধি (৩) এ বাজার মূল্য নির্ধারণ অনুসারে গণপূর্ত বিভাগের নতুন হারের তফসিল অনুসরণ করিতে হইবে।

১৩। জাতীয় পরিচয়পত্র ও উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট ব্যবহার

[অগ্রহী ব্যক্তি সনাক্তকরণে জাতীয় পরিচয়পত্র এবং/অথবা অগ্রহী ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট ব্যবহার করা হইবে।]^{১০৬}

১৪। জমির তফসিল জালিয়াতি

- (১) জমির তফসিল অগ্রহী ব্যক্তি দ্বারা জালিয়াতি হয় এবং তাহা সনাক্ত করা হইলে, তাহাকে অর্থ প্রদান অবিলম্বে বন্ধ করিতে হইবে। তবে তাহা যদি, সরকারি কর্মকর্তা দ্বারা সম্পন্ন করা হয় তাহাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।
- (২) কোন ব্যক্তি যদি বিধি-১৩ এর উপ-বিধি (১) লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে প্রয়োগযোগ্য যে কোন ফৌজদারি আইন অনুযায়ী মামলা দায়ের করা যাইতে পারে।^{১০৭}

^{১০৪} প্রস্তাবিত

^{১০৫} প্রস্তাবিত

^{১০৬} প্রস্তাবিত

^{১০৭} প্রস্তাবিত

১৫। অব্যবহৃত অধিগ্রহণ সম্পত্তি

বিভিন্ন প্রত্যাশী সংস্থার জন্য অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি এবং তাহার ব্যবহারের ধরন সম্পর্কে জেলা প্রশাসক সরকারের নিকট একটি বার্ষিক বিবরণী পেশ করিবেন। এই বিবরণী প্রতি বছর জুলাই মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে পেশ করিতে হইবে।

১৬। জেলা প্রশাসক কর্তৃক অধিগ্রহণ

অর্জিত সম্পত্তি ব্যবহার না করিবার জন্য কোন প্রত্যাশী সংস্থা হইতে অব্যবহৃত জমি জেলা প্রশাসক দ্বারা অধিগৃহীত হইবে যাহা নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে জানতে চাওয়া হইবে কেন জমিটি সমর্পণ করিবে না। সমর্পণের পর সেই জমি দিয়া জেলা প্রশাসকের অফিসে একটি ভূমি ব্যাংক গঠন করা হইবে এবং এই ধরনের জমির বিবরণ প্রতি বছর ৩১শে জুলাই এর মধ্যে সরকারি গেজেটে জেলা প্রশাসকের দ্বারা চূড়ান্ত করা হইবে।^{১১১}

^{১১১} প্রস্তাবিত

বিভিন্ন নোটিশসমূহ

..... সনের অধিগ্রহণ মামলা নং

নোটিশ জারীর তারিখ

ফরম ক

(৪ নং বিধির (১) উপ-বিধি দ্রষ্টব্য)

নোটিশ (৩ ধারার অধীনে)

যেহেতু নিম্নোক্ত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি জনকল্যাণমূলক উদ্দেশ্যে এবং জনস্বার্থে প্রয়োজন হইতে পারে, সেহেতু এক্ষণে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনের ৩ ধারায় বর্ণিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগতির জন্য নোটিশ জারি করা হইল যে, উক্ত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

উক্ত সম্পত্তিতে স্বার্থবান যে কোন ব্যক্তি এই নোটিশ জারি হওয়ার পর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রস্তাবিত সম্পত্তি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট আপত্তি দায়ের করিতে পারেন।

তফসিল

দাগ নং

খতিয়ান নং

মৌজা নং

উপজেলা

মোট জমির পরিমাণ

তারিখ

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর

..... জেলা

..... সনের অধিগ্রহণ মামলা নং

ফরম খ

(৪নং বিধির (১) উপবিধি দ্রষ্টব্য)

নোটিশ

প্রাপক সম্পত্তির মালিক/দখলকার/স্বার্থবান ব্যক্তি।

এতদ্বারা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনের এর ৬ ধারা মোতাবেক নোটিশ প্রদান করা হইল যে, সরকার নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার দখল গ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

অতএব, উক্ত সম্পত্তির মালিক/দখলদার/স্বার্থবান ব্যক্তিগণকে এতদ্বারা অনুরোধ করা হইল যে, তাহারা যেন ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাহাদের অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে

নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট অফিসে তারিখে হইতে সময়ের মধ্যে উপস্থিত হইয়া উক্ত সম্পত্তিতে তাহার/তাহাদের স্বার্থের প্রকৃতি এবং উক্ত স্বার্থের পরিমাণ ও উহাতে তাহাদের স্বার্থ বাবদ দাবির পূর্ণ বিবরণ প্রদান করিবেন এবং

উক্ত সম্পত্তির অথবা উহার কোন অংশের অংশীদার, বন্ধকগ্রাহী অথবা অন্য কোন প্রকারে কেউ উহাতে স্বার্থবান হইলে এবং উক্ত সম্পত্তি বাবদ তাহারা কেউ স্বার্থ বা লভ্যাংশ লাভ করিয়া থাকিলে উহার প্রকৃতি সম্পর্কে যতদূর সম্ভব বিবৃতি প্রদান করিবেন অথবা লিখিত বিবৃতি পেশ করিবেন।

তফসিল

১। মৌজা

২। থানা/উপজেলা জেলা

৩। খতিয়ান নং

৪। দাগ নং

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর

তারিখ

..... জেলা

..... সনের অধিগ্রহণ মামলা নং

ফরম গ

(৬ বিধি ৪- এর (১) নং উপবিধি দ্রষ্টব্য)

নোটিশ

প্রাপক/বরাবর

এতদ্বারা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনের ৭ ধারার (৩) উপ-ধারা মোতাবেক নোটিশ প্রদান করা যাইতেছে যে, আপনি/আপনারা উপরোক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলায় স্বার্থবান ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন এবং আমার মতানুসারে আপনাকে/আপনাদেরকে নিম্নবর্ণিত হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে।

প্রতি একর জমির ক্ষতিপূরণ টাকা হারে মোট টাকা

ঘর বাড়ির জন্য ক্ষতিপূরণ টাকা হারে মোট টাকা

ঘর বাড়ির জন্য ক্ষতিপূরণ টাকা হারে মোট টাকা

অন্যান্য সম্পত্তি বাবদ ক্ষতিপূরণ টাকা হারে মোট টাকা

মোট টাকা

আপনারা প্রাপ্তরা টাকার পরিমাণ টাকা কানুনগো কর্তৃক স্বত্বপ্রমাণ সাপেক্ষে উপরোক্ত ক্ষতিপূরণের টাকা গ্রহণের নিমিত্ত আপনি স্বয়ং বা আপনার যথাযথ অনুমোদিত প্রতিনিধি তারিখ অথবা তৎপূর্বে আমার নিকট হাজির হইবেন।

তারিখ

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর

..... জেলা

..... সনের সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ মামলা নং

ফরম ঘ

(৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

যেহেতু এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনের ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত আইনের ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহা সর্বপ্রকার দায়দায়িত্বমুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

মৌজা(জে.এল.নং)

উপজেলা

খতিয়ান নং

দাগ নং

তারিখ

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর

..... জেলা

..... সনের অধিগ্রহণ মামলা নং

ফরম ও

(৬নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১২ (১) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু নিম্নোক্ত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান বা জমা করা হয় নাই এবং ইহার জন্য উক্ত সম্পত্তির মালিক বা স্বার্থবান ব্যক্তিগণ দায়ী নন।

সেহেতু এক্ষণে, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনের ১২ ধারার (১) উপ-ধারা অনুসারে আমি ঘোষণা করিতেছি যে,.....তারিখ হইতে নিম্নোক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে গৃহীত অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যধারা বাতিল করা হইল।

তফসিল

দাগ নং

খতিয়ান নং

মৌজা

সম্পত্তির মোট পরিমাণ

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর

..... জেলা

..... সনের সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলা নং

ফরম চ

(৬নং বিধিদ্বেষ্টব্য)

বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনের অধীনে নিম্নোক্ত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে নং মামলার কার্যধারা সনের তারিখে শুরু করা হইয়াছিল, অথচ ইহার জন্য এখন পর্যন্ত কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় নাই।

সেহেতু এক্ষণে, উপরোক্ত আইনের ১২ ধারার (২) উপ-ধারার বিধান মোতাবেক বর্ণিত ক্ষমতাবলে আমি সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিয়া উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত সমুদয় কার্যধারা প্রত্যাহার/রদ করিলাম।

তফসিল

দাগ নং

খতিয়ান নং

মৌজা

উপজেলা

মোট সম্পত্তির পরিমাণ

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর

..... জেলা

তারিখ

..... সনের সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলা নং

ফরম ছ

(৭নং বিধি দ্রষ্টব্য)

চুক্তিনামা

যেহেতু, নিম্নোক্ত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি আমাদের প্রয়োজন এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনের অধীন উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণের কার্যধারা আরম্ভ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত সম্পত্তি আমাদের প্রয়োজন বিধায় আমরা এতদ্বারা চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছি যে, আমরা উক্ত আইনের প্রয়োজনীয় শর্তাবলি পালন করিব এবং উক্ত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ প্রদান ও অন্যান্য দাবি পূরণ করিব। আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, এতদসম্পর্কে সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলি মানিয়া চলিবো।

এই চুক্তি সনের তারিখে সম্পাদিত হইল।

তফসিল

দাগ নং

খতিয়ান নং

মৌজা

উপজেলা

মোট সম্পত্তির পরিমাণ

ঠিকানা সহ সাক্ষীগণের নাম

প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তিদের ঠিকানা সহ

ও স্বাক্ষর

নাম ও স্বাক্ষর

১।

১।

২।

২।

৩।

৩।

তারিখ

জেলা প্রশাসক স্বাক্ষর.....

.....অধিগ্রহণ মামলা নং

ফরম জ

(৭ নম্বর বিধির (২) উপবিধি দেখুন)

চুক্তিনামা

(হস্তান্তর দলিল)

এই চুক্তি নামার একপক্ষ বাংলাদেশ সরকার (এখানে সরকার নামে অভিহিত এবং অপরপক্ষ যাহার অফিস (এখানে প্রত্যাশী সংস্থা নামে পরিচিত) এর মধ্যে অদ্য সনের মাসের তারিখে সম্পাদিত হইল:

যেহেতু মাসে প্রত্যাশী সংস্থা জেলা প্রশাসক এর নিকট স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইনের অধীনে স্থাপনের জন্য নিম্ন তফসিল সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন এবং সরকার সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন যে প্রস্তাবিত অধিগ্রহণ সরকারি উদ্দেশ্যে প্রয়োজন এবং ঐ কাজ সম্ভব জনসাধারণের উপকারে আসিবে, সেহেতু নিম্নবর্ণিত তফসিলের সম্পত্তি প্রত্যাশী সংস্থার পক্ষে সরকার অধিগ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছে:

এবং যেহেতু আইনের ১৫ ধারার বিধান অনুযায়ী প্রত্যাশী সংস্থা সরকারের সহিত তারিখে চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন, এবং একমত হইয়াছেন যে প্রত্যাশী সংস্থা ঐ সম্পত্তির জন্য যাবতীয় ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য খরচাদি সরকারকে প্রদান করিবেন;

এবং যেহেতু প্রত্যাশী সংস্থা প্রশাসকের নিকট তারিখ টাকা (কথায়) দাবিকৃত অর্থ জমা দিয়াছেন এবং যেহেতু আরও অতিরিক্ত টাকা দাবি করিলে প্রত্যাশী সংস্থা জমা দেওয়ার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ।

অতএব, এই চুক্তিনামা সাক্ষ্য দেয় যে, কথিত অঙ্গীকারনামার শর্তাবলে সংযুক্ত নক্সায় চিহ্নিত এবং তফসিল বর্ণিত সকল সম্পত্তি অথবা জমি, প্রত্যাশী সংস্থাকে রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধার্যকৃত স্বাভাবিক ভাড়া করিয়া লীজ প্রদান করিলেন এবং এতদ্বারা অঙ্গীকার এবং ঘোষণা করা হইল যে, যদি কোন সময় (সরকারের লিখিত অনুমোদন ব্যতীত) অতঃপর ঐ সম্পত্তি/অঙ্গীনা প্রত্যাশী সংস্থা (উদ্দেশ্য) অথবা এর আনুসঙ্গিক কাজ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার করে অথবা যদি উক্ত সম্পত্তি পর পর মাস অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে, অথবা প্রত্যাশী সংস্থার প্রয়োজন শেষ হইয়া যায়, তবে প্রত্যাশী সংস্থা এই সম্পত্তি সমর্পণ করিবেন এবং সরকার এই সম্পত্তি দখল গ্রহণ করিতে পারেন যাহা সম্পূর্ণরূপে সরকারের উপর বর্তাইবে:

এবং সরকার ঘরবাড়িসহ উক্ত সম্পত্তি হয় বিক্রয় করিবেন এবং দখলগ্রহণ ও বিক্রয় বাবদ খরচাদি বাদ দিয়া অবশিষ্ট বিক্রয়লব্ধ টাকা প্রত্যাশী সংস্থাকে ফেরত দিবেন অথবা সরকার সমুদয় ঘরবাড়িসহ এই সম্পত্তি রাখিতে পারেন। তখন সরকার ঐ সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বাবদ যে টাকা প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন ঐ টাকা (সংবিধিবদ্ধ এলাউন্স শতকরা ২০ ভাগ এবং গাছপালা ও ঘরবাড়ি পুনঃগ্রহণ করিবার সময় যাহার কোন অস্তিত্ব নাই প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকা ব্যয় এবং বাদে) কিন্তু মূল্য, আনুসঙ্গিক খরচ বাবদ কোন অর্থ বাদে নয়, ফেরত দিবেন।

দলিলের বিষয়বস্তু বা উহার কোন সুবিধাজনক দফা অথবা উহাতে অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিষয়ে কোন বিরোধ অথবা মতপার্থক্য দেখা দিলে উহা নিষ্পত্তির জন্য সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং পক্ষদের উপর অবশ্য পালনীয় হইবে।

তফসিল

জেলা

উপজেলা

মৌজা

জেএল নং

জমির পরিমাণ

সিএস/এসএ/আর এস দাগ নং

চৌহদ্দি: উত্তরে-পূর্বে-পশ্চিমে-দক্ষিণে সাক্ষীদের সম্মুখে ব্যক্তি/সংস্থা এবং সরকার নিজ নিজ পক্ষে সাধারণ সীলমোহরসহ দস্তখত করিবেন।

..... প্রত্যাশী সংস্থার সাধারণ সীলমোহর সাধারণের সম্মুখে লাগানো হইল।

অফিস প্রধান/প্রধান/নির্বাহী পরিচালক

সীলমোহর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে

জেলার জেলা প্রশাসক কর্তৃক সহিষ্ঠ

সীলমোহরযুক্ত তথ্য প্রদত্ত হইল।

সাক্ষী

স্বাক্ষর

জেলা প্রশাসক

জেলা

[..... সনের সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলা নং]

ফরম বা

সম্পত্তি অধিগ্রহণ বিধিমালা

(১৬নং বিধি দ্রষ্টব্য)

জারির তারিখ:.....

প্রাপক

.....প্রত্যাশী সংস্থা

যেহেতু, নিম্নোক্ত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি আপনাদের প্রয়োজন এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনের অধীনে উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এবং যেহেতু স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন মানিতে যাইয়া আপনি জেলা প্রশাসকের সঙ্গে একটি চুক্তিতে তালিকাভুক্ত।

এবং যেহেতু জেলা প্রশাসক দ্বারা দাবি করা ক্ষতিপূরণ আপনার দ্বারা জমা করা হইয়াছে এবং আপনাকে সম্পত্তির দখল প্রদান করা হইয়াছে.....

এবং যেহেতু উপরের চুক্তি অনুসারে চুক্তি আপনার দ্বারা কার্যকর করা হয় এবং আমার জন্য উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার করিবার জন্য একমত যাহার জন্য এটি প্রয়োজন সরকারের লিখিত অনুমোদন ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবে না। যদি প্রত্যাশী সংস্থা নির্মাণ কাজ হইতে বিরত থাকে বা যেই উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার না হয় তখন প্রত্যাশী সংস্থা সম্পত্তি সরকারের বরাবর সমর্পণ করিবে এবং সরকার পুনরায় সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিতে পারিবেন।

এবং যেহেতু আপনি সম্পত্তি সমর্পণ করিবার পর হইতে সম্পত্তি ব্যবহার করিতে.....তারিখ হইতে পরপর কয়েক মাস ব্যবহার করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, ফলে উক্ত সম্পত্তি আপনার দখলে রাখিবার অধিকার বাজেয়াপ্ত হইবে এবং সরকারের বরাবর সমর্পণ করিতে বাধ্য হইবেন।

এখন, অতএব, আপনাকে ৭ (সাত) দিনের কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হইবে যে, কেন সরকারের নিকট সম্পত্তি সমর্পণ এর নির্দেশ দেওয়া হইবে না এবং জেলা প্রশাসক দ্বারা ৭ (সাত) দিনের নোটিশ প্রেরণের মাধ্যমে যে বল প্রয়োগ দরকার সেই বল প্রয়োগ করিয়া দখল গ্রহণ করা উচিত হইবে কি না।

তফসিল

তারিখ

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর

.....[জেলা].....

স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল বিধিমালা (প্রস্তাবিত সংশোধনী)

নং এস. আর. ও স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন-এর ধারা-৪৬ এর অর্পিত ক্ষমতাবলে, সরকার নিম্নোক্ত বিধিসমূহ প্রণয়ন করিলেন।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম (Short Title)

অত্র বিধিমালা “স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল বিধিমালা” নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা (Definitions)

বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, অত্র বিধিমালায়-

- (ক) “ফরম” অর্থ এর বিধিমালায় সংলগ্ন ফরমকে বুঝাইবে;
- (খ) “আইন” অর্থ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনকে বুঝাইবে; এবং
- (গ) “ধারা” অর্থ অত্র আইনের কোন ধারাকে বুঝাইবে।

৩। হুকুমদখল কার্যক্রম (Proceedings for Requisition)

অত্র আইনের অধীনে দখল গ্রহণের প্রত্যেক প্রস্তাবের জন্য আলাদা আলাদা কার্যধারা হইতে হইবে।

৪। হুকুমদখল কার্যক্রম (Order of Requisition)

১৮ ধারার (১) উপ-ধারার অধীনে দখলগ্রহণ আদেশ ‘ক’ ফরমে করিতে হইবে।

৫। হুকুমদখল বাবদ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ (Assessment of Compensation of Requisition)

(১) ডেপুটি কমিশনার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিবার সময় ধারা-২০ এ উল্লিখিত নীতিসমূহ বিবেচনা করিবার পর দেখিবেন যেন,-

- (ক) মালিক যে সম্পত্তি হইতে সাময়িক বঞ্চিত হয় উহার ক্ষতিপূরণ নগদ অর্থে পায়; এবং
- (খ) সম্পত্তি চাষাবাদযোগ্য ভূমি হইয়া থাকিলে মালিক ফসলাদি ক্ষতির বাবদ ক্ষতিপূরণ পায়।

(২) দন্ডায়মান ফসলের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিবার সময় অনুরূপ স্থানের উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকারের ফসলের গড় উৎপাদনকে প্রতি একরের মূল্য দ্বারা গুণ করিয়া হিসাব করিতে হইবে।

৫ ক। মূল্যায়ন কমিটির গঠন ও ক্ষমতা (Formation and powers of Assessment Committee)

(১) এডিসি (রাজস্ব/ এলএ) কে প্রধান করিয়া এবং সহকারী প্রকৌশলীর পদ মর্যাদার নীচে নয় এমন নির্বাহী প্রকৌশলী (গণপূর্ত বিভাগ) হইতে একজন ও নির্বাহী প্রকৌশলী (স্থানীয় সরকার বিভাগ) হইতে একজন সদস্য কে নিয়া মূল্যায়ন নিরূপণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হইবে।

(২) ক্ষতিপূরণ বিনির্ণয়ের জন্য মূল্যায়ন কমিটি ডেপুটি কমিশনারের নিকট মূল্যায়নের রিপোর্ট জমা দিবেন।^{১০১}

৬। বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় (Recovery of Compensation money from the Allottees)

যেক্ষেত্রে কোন হুকুমদখল গ্রহণকৃত সম্পত্তি কোন ব্যক্তিকে বরাদ্দ করা হয় এবং দখল হস্তান্তর করা হয়, ডেপুটি কমিশনার উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাক্কলিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ যেইরূপ ইচ্ছা সেইরূপ কিস্তিতে আদায় করিতে পারিবেন।

[তবে শর্ত থাকে যে, জেলা প্রশাসক প্রত্যাশী ব্যক্তি হইতে ক্ষতিপূরণের অর্থের সিকিউরিটি অন্য কোন উপায়ে ব্যাংক গ্যারান্টি বা সিকিউরিটি চাইতে পারে।]^{১০২}

৭। হুকুম দখল মুক্ত করিবার নোটিশ (Notice of Release of Requisition)

ধারা-২৪ এর উপ-ধারা-(৩) এর আওতাধীনে সম্পত্তি হুকুমদখল মুক্ত করিবার নোটিশ ফরম ‘খ’ এ করিতে হইবে।

বিভিন্ন নোটিশসমূহ

হুকুমদখল মামলা নং.....

ফরম ক

(৪নং বিধি দেখুন)

স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল আদেশনামা

যেহেতু 'ক' তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি সরকারের প্রয়োজনে এবং জনস্বার্থে উদ্দেশ্যে হুকুমদখল করা প্রয়োজন;

অতএব এখন আইনের ১৮ ধারার অন্তর্গত (১) উপ-ধারার ক্ষমতাবলে আমি উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখল করিলাম এবং এই মর্মে নির্দেশ দিতেছি যে,

জনাব

ঠিকানা

উক্ত সম্পত্তির মালিক/দখলকার

(ক) আমার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট তারিখে সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করিবেন।

(খ) নিম্নে 'খ' তফসিলে বর্ণিত সমুদয় সম্পত্তি অথবা আমার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসার কর্তৃক উল্লিখিত অন্য কোন অস্থাবর সম্পত্তি সরিয়ে ফেলিবেন।

(গ) সম্পত্তিটি কোন রকমভাবে বিক্রয় করিবেন না যেন এই আদেশনামা বলবৎ থাকা পর্যন্ত সম্পত্তিটি আমার ইচ্ছাকৃত ব্যবহারে কোনরকম গোলমাল অথবা হস্তক্ষেপ এর সম্মুখীন হয়।

তফসিল 'ক'

তফসিল 'খ'

জেলা প্রশাসক

তারিখ

..... জেলা

হুকুমদখল মামলা নং

ফরম খ

(৭নং বিধি দেখুন)

(সম্পত্তি হুকুমদখল মুক্ত ঘোষণা করিয়া ২৪ (৩) ধারায় বিজ্ঞপ্তি)

যেহেতু স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনের ১৮ ধারার ক্ষমতাবলে তারিখ নথির আদেশে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি হুকুমদখল করা হইয়াছিল এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তির হুকুমদখলমুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি দখল গ্রহণের জন্যে জনাব হকদার; এবং যেহেতু উপরোক্ত ব্যক্তিকে পাওয়া যাইতেছে না এবং তাহার/তাহাদের কোন প্রতিনিধি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি তাহার/তাহাদের পক্ষে সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিবার জন্যে নেই।

অতএব, এখন আইনের ২৪ ধারার (৩) উপ-ধারার ক্ষমতাবলে এতদ্বারা ঘোষণা করা হইল যে, উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখল মুক্ত হইয়া গেল।

তফসিল

তারিখ

জেলা প্রশাসক

অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী (প্রস্তাবিত সংশোধনী)

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা/অনুসরণিকা

- ১। জনস্বার্থে বা জনউদ্দেশ্য কোন স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকরণে এই নির্দেশাবলীতে বর্ণিত বিধি-বিধানসমূহ অনুসরণ করিতে হইবে।
- ২। এই নির্দেশাবলীতে:
 - (ক) “আইন” বলিতে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনকে বুঝাইবে।
 - (খ) “জেলা প্রশাসক” বলিতে জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)/(এল এ) এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য কর্মকর্তাকে বুঝাইবে।
 - (গ) “বিধিমালা” বলিতে স্থাবর সম্পত্তি অধিকার বিধিমালাকে বুঝাইবে।
 - (ঘ) “ধারা” বলিতে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনের ধারাকে বুঝাইবে।
 - (ঙ) “বিধি” বলিতে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনের বিধিকে বুঝাইবে।
- ৩। এই নির্দেশাবলীতে উল্লিখিত কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকিলে বা আইন কিংবা বিধিমালায় উল্লিখিত বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইলে বা কোন বিষয় বাদ পড়িলে আইন এবং বিধিমালায় বর্ণিত বিধানই অনুসরণীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।
- ৪। সম্পত্তি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয় হইতে জারিকৃত এই নির্দেশনা/পরিপত্রের বিষয়বস্তুর সহিত এই নির্দেশমালায় বর্ণিত কোন বিধান অসঙ্গতি থাকিলে নির্দেশমালায় বর্ণিত বিধানই অনুসরণীয় হইবে।
- ৫। দি বেঙ্গল ল্যান্ড একুইজিশন ম্যানুয়েল, ১৯৭১ এর বিধানসমূহ সাধারণত অনুসরণ করা যাইবে না। তবে আইনে, বিধিমালা, কিংবা এই নির্দেশাবলীতে সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্টভাবে বিধৃত হয় নাই, অধিগ্রহণ সম্পর্কীয় এমন কোন বিষয়ে উক্ত ম্যানুয়েলে বিধান থাকিলে এবং উক্ত বিধানটি আইন কিংবা বিধিমালার সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা সংঘাতপূর্ণ না হইলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে উক্ত বিধান অনুসরণ করা যাইবে।
- ৬। আইনের অধীনে জনউদ্দেশ্যে [***]^{১০০} যে কোন বেসরকারি সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা যাইবে। তবে ধর্মীয় উপাসনালয়, [জলাশয়],^{১০১} কবরস্থান এবং শ্মশান হিসাবে ব্যবহৃত কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা যাইবে না।
- ৭। অধিগ্রহণ প্রস্তাবে সরকারি খাসজমি অন্তর্ভুক্ত থাকিলে, উহা অধিগ্রহণের প্রয়োজন হইবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে খাস সম্পত্তির মূল্য ধার্য করিয়া (একই কেসে পার্শ্ববর্তী সমশ্রেণী ও সমসুবিধায়ুক্ত ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তির জন্য [ধার্যকৃত মূল্যহারের ভিত্তিতে]^{১০২}) মূল্য বাবদ অর্থ প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে আদায়ক্রমে “৭ ভূমি রাজস্ব নানাবিধ আদায়” খাতে জমা দিয়া প্রত্যাশী [সংস্থা]^{১০৩}র বরাবরে দখল হস্তান্তর করিয়া দিতে হইবে।
- ৮। ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৯২ ধারামতে বা অন্য কোন বিধান বলে খাসকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রেও ৭নং অনুচ্ছেদের বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

^{১০০} “বা জনস্বার্থ” শব্দগুলি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০১} প্রস্তাবিত

^{১০২} প্রস্তাবিত

^{১০৩} “ব্যক্তি” শব্দটির পরিবর্তে “সংস্থা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

- ৯। [উপরোল্লিখিত ৭ নং অনুচ্ছেদ হিসাবে,]^{১০৯} অর্পিত ও অনিবাসী এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং সম্পৃক্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায়কৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা রাখিতে হইবে।
- ১০। অধিগ্রহণ প্রস্তাবে অন্য কোন সরকারি সংস্থার পূর্ব অধিগৃহীত সম্পত্তি থাকিলে, উহা পুনরায় অধিগ্রহণ করিবার প্রয়োজন হইবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে ৭৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানমতে হস্তান্তর করিয়া দিতে হইবে।
- ১১। [পূর্বে অধিগৃহীত কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ফলে ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার পর উক্ত সম্পত্তি পুনরায় অধিগ্রহণ করা যাইবে না।]^{১১০}
- ১২। অধিগ্রহণ প্রস্তাবে কৃষি জমি বা অন্য কোন মূল্যবান জমি থাকিলে প্রচেষ্টা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া ঘনবসতি এলাকা, শিল্প এলাকা, ব্যবসায় বাণিজ্য এলাকা, শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত সম্পত্তিও যথাসম্ভব পরিহার করিতে হইবে।
- ১৩। অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে যে সময়সীমা নির্ধারিত আছে, উক্ত সময়সীমা মধ্যে অবশ্যই অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে। যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন অধিগ্রহণ কেস নিষ্পন্ন না হওয়ার কারণে অধিগ্রহণ কেসটি বাতিল হইলে চূড়ান্ত দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী [the Government Servants (Appeal and Disciplinary) Rules, 1985 এর বিধি অনুসারে অসাদাচরণের জন্য]^{১১১} দায়ী থাকিবেন।
- ১৪। অধিগৃহীত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সময় ক্ষতিগ্রস্ত মালিকদের স্বার্থ যাহাতে কোনভাবে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে সর্বোচ্চ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।
- ১৫। বর্গাদার কর্তৃক আবাদকৃত ফসলের তথ্য সংগ্রহ, [বাজার মূল্য অনুসারে]^{১১২} যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ এবং ক্ষতিপূরণের অর্থ যথাযথভাবে বিতরণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।
- ১৬। একটি প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ ৫০ (পঞ্চাশ) বিঘার উর্ধ্বে হইলে, উক্ত জমি অধিগ্রহণের জন্য অধিগ্রহণ কেসের সংখ্যা এবং কেসভুক্ত জমির পরিমাণ যাহাই হউক না কেন সরকারের অনুমোদন নিতে হইবে।
- ১৭। অধিগ্রহণ প্রস্তাবভুক্ত জমি পুরাটাই খাসজমি হইলে [তাহা অনুচ্ছেদ ১৬ তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী অধিগ্রহণ করিতে হইবে।]^{১১৩}

^{১০৯} প্রস্তাবিত

^{১১০} “পূর্বে অধিগৃহীত কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ফলে ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার পর ঐ সম্পত্তি জনস্বার্থে বা জন উদ্দেশ্যে আবশ্যিক হইলে উক্ত সম্পত্তি পুনরায় বিধি মোতাবেক অধিগ্রহণ করিতে হইবে” বাক্যটির পরিবর্তে “পূর্বে অধিগৃহীত কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ফলে ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার পর উক্ত সম্পত্তি পুনরায় অধিগ্রহণ করা যাইবে না” বাক্যটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১১} প্রস্তাবিত

^{১১২} প্রস্তাবিত

^{১১৩} “না করিয়া বিধি মোতাবেক বন্দোবস্তীর ব্যবস্থা নিতে” শব্দগুলির পরিবর্তে “তাহা অনুচ্ছেদ-১৬ তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী অধিগ্রহণ করিতে হইবে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রাক অধিগ্রহণ কার্যক্রম

- ১৮। ভূমি প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তি কর্তৃক কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির এখতিয়ারভুক্ত এলাকার ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রেরণ করিতে হইবে।
- ১৯। নিম্নলিখিত থানা এলাকাসমূহ কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির এখতিয়ারভুক্ত: কোতয়ালী, লালবাগ, রমনা, সূত্রাপুর, মতিঝিল, কেরানীগঞ্জ, ধানমন্ডি, তেজগাঁও, গুলশান, মোহাম্মদপুর, মিরপুর টংগী, রূপগঞ্জ, ক্যান্টনমেন্ট, সাভার, জয়দেবপুর, নারায়ণগঞ্জ, ফতুল্লা, বন্দর, সিদ্ধিরগঞ্জ, নরসিংদী এবং ডেমরা (১৯৮০ সনের পর উল্লিখিত থানা বিভক্ত হইয়া কোন নূতন থানা সৃষ্টি হইলে কিংবা ভবিষ্যতে আরো বিভক্ত হইলে উক্ত থানা এলাকাও অন্তর্ভুক্ত হইবে।
- ২০। (১) সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থার অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সহিত নিম্নলিখিত কাগজপত্র/তথ্যাদি (প্রত্যেকটি ৫ কপি করিয়া) সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে:
- (ক) [প্রত্যাশী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারি মন্ত্রণালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র]^{১১১}।
- (খ) [চিঠিতে উল্লিখিত বিষয় বিবেচনায় নিয়া]^{১১২} ন্যূনতম জমির প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র।
- (গ) প্রস্তাবিত জমির দাগসূচি (সর্বশেষ জরিপের মৌজার নাম জেএল নং দাগ নং, দাগের শ্রেণী, দাগে মোট জমির পরিমাণ, অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ উল্লেখ থাকিতে হইবে)।
- (ঘ) লে-আউট প্ল্যান।
- (ঙ) নক্সা সর্বশেষ জরিপের নক্সায় প্রস্তাবিত জমির সীমানা লাল কালি দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দিতে হইবে এবং সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা নক্সায় উল্লেখ করিয়া দিতে হইবে। (প্রস্তাবিত জমির সীমানার মধ্যে যদি [চাষাবাদ],^{১১৩} ধর্মীয় উদ্দেশ্যে, কবরস্থান, [জলাশয়, বনায়ন],^{১১৪} শ্মশান ঘাট কিংবা যে ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়নি, অনুরূপ ভূমি নক্সায় বিভিন্ন রং দিয়া চিহ্নিত করা হইবে);
- (চ) নির্ধারিত ছকে বর্ণনা (ছকের প্রত্যেকটি কলাম যথাযথভাবে পূরণ করে) দিতে হইবে। ছকের নির্ধারিত স্থানে স্থানসংকুলান না হইলে ভিন্ন কাগজে প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া সংযোজন করিতে হইবে।
- (ছ) রাজউক, কেডিএ, সিডিএ, আরডিএ, [বন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং বন ও পশুসম্পদ অধিদপ্তর]^{১১৫} এর অনাপত্তিসহ (যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য)।
- (জ) নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর অনাপত্তিপত্র (কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির আওতায়ভুক্ত এলাকার ক্ষেত্রে)।
- (ঝ) প্রকল্পের জন্য আর্থিক মঞ্জুরী কিংবা বাজেট বরাদ্দ সংক্রান্ত পত্র।

^{১১১} “প্রত্যাশী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারি মন্ত্রণালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র (পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র কিংবা অনুমোদিত প্রকল্প সারপত্র)” বাক্যটির পরিবর্তে “প্রত্যাশী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারি মন্ত্রণালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র” বাক্যটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১২} প্রস্তাবিত

^{১১৩} প্রস্তাবিত

^{১১৪} প্রস্তাবিত

^{১১৫} প্রস্তাবিত

(এ৩) পুরানো দপ্তর/স্থাপনার পরিবর্তে নতুন দপ্তর/স্থাপনার জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে পুরানো দপ্তর/স্থাপনা জমি [অনুরূপ উপযুক্ত কারণ উল্লেখ করিয়া প্রশাসক]^{১১১} এর নিকট সমর্পণ করা হইবে এই মর্মে অঙ্গীকার পত্র।

(ট) প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা (আবাসিক/অফিস ভবনের ক্ষেত্রে ভবনের সংখ্যা, প্রতিটি ভবনের জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ, ভবন ব্যতীত অন্যান্য কোন কোন কাজের জন্য কি পরিমাণ জমির প্রয়োজন তাহার বিস্তারিত বিবরণ, রাস্তা, বাঁধ ও খাল খনন প্রকল্পের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের বিবরণসহ মূল রাস্তা, বাঁধ ও খালের জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ, মূল রাস্তার পার্শ্ববর্তী জমি, বাঁধ ও খালের প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ, মূল রাস্তার পার্শ্ববর্তী জমি, বাঁধ ও খালের পাড়ের জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে।) আবাসিক/ দপ্তর স্থাপনের ক্ষেত্রে, একটি দালান ২০ (বিশ) তলার কম হইবে না এবং তাহা সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা দ্বারা সজ্জিত মর্মে প্রকল্পে উল্লেখ থাকিতে হইবে। [আবাসিক/ অফিস ভবনের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধাসহ ২০ (বিশ) তলার কম নয় এমন ভবন, প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।]^{১১২}

২০। (২) বেসরকারি সংস্থা/ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সহিত নিম্নলিখিত কাগজপত্র/তথ্যাদি (প্রত্যেকটির ৫ (পাঁচ) কপি করে) সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে:

- (ক) প্রস্তাবিত প্রকল্প/উদ্দেশ্যের সারপত্রসহ উহা বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়নের উৎস এবং অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের নিশ্চয়তাপত্র।
- (খ) [উপযুক্ত কারণ দেখাইয়া বা বিবেচনায় নিয়া,]^{১১৩} ন্যূনতম জমির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রত্যয়নপত্র।
- (গ) প্রস্তাবিত জমির দাগসূচি (সর্বশেষ জরিপে মৌজার নাম, জেএল নম্বর, দাগ নম্বর, দাগের শ্রেণী, দাগে মোট জমির পরিমাণ, অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ উল্লেখ থাকিবে)।
- (ঘ) লে-আউট প্লান।
- (ঙ) সর্বশেষ জরিপের নক্সা (প্রস্তাবিত জমি লালকালি দ্বারা চিহ্নিত করিতে হইবে।)
- (চ) বিধিমালার ৭নং বিধিতে “ছ” ফরমে সম্মতিপত্র ([১৫০/- (একশত পঞ্চাশ)]^{১১৪} টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের উপর)
- (ছ) রাজউক, কেডিএ, সিডিএ, আরডিএ, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, মৎস্য ও পশু পালন বিভাগ, পরিবেশ অধিদপ্তর, কৃষি সেক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য) এর অনাপত্তিপত্র নিতে হইবে।
- (জ) প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা।

২১। জেলা সদরে নতুন দপ্তর/স্থাপনার জন্য জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটিতে প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে জেলা স্থান নির্বাচন কমিটির সুপারিশ প্রয়োজন হইবে। জেলা স্থান নির্বাচন কমিটির গঠন নিম্নরূপ:

(১) [সংশ্লিষ্ট এলাকার পৌরসভার মেয়র	চেয়ারম্যান] ^{১১৫}
(২) জেলা প্রশাসক	সদস্য
(৩) পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট	সদস্য

^{১১১} “কালেক্টর” শব্দটির পরিবর্তে “অনুরূপ উপযুক্ত কারণ উল্লেখ করিয়া প্রশাসক” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১২} প্রস্তাবিত

^{১১৩} প্রস্তাবিত

^{১১৪} “৫০” সংখ্যাটির পরিবর্তে “১৫০” সংখ্যাটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৫} প্রস্তাবিত

(৪) সিভিল সার্জন	সদস্য
(৫) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ	সদস্য
(৬) নির্বাহী / সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
(৭) প্রত্যাশী সংস্থার জমি প্রতিনিধি	সদস্য
(৮) (অধিগ্রহণ অভিযোগে) অতিরিক্ত উপ-কমিশনার	সদস্য-সচিব
(৯) জেলা বন কর্মকর্তা	সদস্য
(১০) জেলা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
(১১) জেলা পরিবেশ কর্মকর্তা	সদস্য
(১২) জেলা নারী ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
(১৩) জেলা পরিষদ প্রশাসক / চেয়ারম্যান	সদস্য
(১৪) উপজেলা চেয়ারম্যান	সদস্য
(১৫) প্রস্তাবিত স্থানের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	সদস্য] ^{২২২}

২২। সাধারণ একটি প্রকল্পে প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের জন্য একটি মাত্র প্রস্তাব দাখিল করিতে হইবে। তবে প্রকল্পটি একাধিক বছরে বা ফেজে/ধাপে বাস্তবায়নযোগ্য হইলে প্রতি বছর বা ফেজে/ধাপে যত জমি প্রয়োজন হইবে সেই পরিমাণ জমি অধিগ্রহণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। প্রকল্পটি একাধিক জেলায় বিস্তৃত হইলে ভিন্ন ভিন্ন জেলার জন্য [সংশ্লিষ্ট জেলা সাইট নির্বাচন কমিটি]^{২২৩} ভিন্ন ভিন্ন অধিগ্রহণ প্রস্তাব দাখিল করিবে।

২৩। অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সহিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের মূল কপি সংযোজন করিয়া দিতে হইবে। কোন পত্রের মূল কপি দেয়া সম্ভব না হইলে প্রস্তাবক কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত স্পষ্ট ফটোকপি দিতে হইবে। অস্পষ্ট, কাটাকাটি করা কিংবা স্বাক্ষরবিহীন করা কোন কপি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

২৪। অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ভূমি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে এবং জেলা প্রশাসক স্বয়ং কিংবা সম্পত্তি অধিগ্রহণের দায়িত্ব নিয়োজিত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট থানা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক যৌথভাবে সরেজমিনে অধিগ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাই করিয়া নিবেন। এইরূপ সরেজমিনে সম্ভাব্যতা যাচাই ও প্রতিবেদন প্রণয়ের কাজ কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির আওতাভুক্ত এলাকার ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয় পত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে প্রস্তাব প্রাপ্তির পরবর্তী ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

২৫। সরেজমিনে সম্ভাব্যতা যাচাইকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যথাযথভাবে যাচাই করিয়া নিতে হইবে:

- (ক) প্রস্তাবিত জমির কোন দাগে কোন উপসনালয়, কবরস্থান, শ্মশানঘাট, [চাষাবাদযোগ্য ভূমি, জলাশয়,]^{২২৪} শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান আছে কি না;
- (খ) প্রস্তাবিত জমি বা উহার কোন অংশ ইতোপূর্বে কোন সংস্থা বা ব্যক্তির অনকূলে অধিগৃহীত কি না;
- (গ) অধিগ্রহণের ফলে অধিকসংখ্যক ঘর-বাড়ি, লোকালয়, [পরিবেশ,]^{২২৫} ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান [এবং আক্রান্ত ব্যক্তির জীবনধারা]^{২২৬} ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কি না;

^{২২২} প্রস্তাবিত

^{২২৩} প্রস্তাবিত

^{২২৪} প্রস্তাবিত

^{২২৫} প্রস্তাবিত

^{২২৬} প্রস্তাবিত

(ঘ) অধিগ্রহণের কাজে স্থানীয় জনসাধারণের নিকট হইতে কোন বাধা আসবে কি না বা কোন জনরোষ সৃষ্টি হইবে কি না। [এই বিষয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র লিখিতভাবে অনুমোদন দিবে।]^{১২৭}

(ঙ) প্রকল্পটি প্রস্তাবিত স্থান বাস্তবায়নের সুযোগ আছে কি না।

(চ) দপ্তর/স্থাপনা/আবাসিক ভবন নির্মাণের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে প্রত্যাশী সংস্থার পূর্ব অধিগৃহীত জমিতে বা পূর্বতন দাপ্তরিক এলাকায় বাস্তবায়ন করা যাইবে কি না বা বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে কম জমি অধিগ্রহণ করা যায় কি না।

(ছ) সামগ্রিক বিবেচনায় জমির চাহিদা নিম্নতম কি না।

২৬। সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং প্রতিবেদন পুঙ্খনাপুঙ্খভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিতে হইবে এবং যথাযথ বিবেচিত হইলে কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় বিবেচনার্থে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২৭। কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির গঠন নিম্নরূপ:

ক. কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি:

(১)	মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(২)	[সংশ্লিষ্ট সিটি মেয়র	সদস্য] ^{১২৮}
(৩)	[সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য	সদস্য] ^{১২৯}
(৪)	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫)	[সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
(৬)	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য] ^{১৩০}
(৭)	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
(৮)	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯)	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১০)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১১)	সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১২)	[সচিব, রেল মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৩)	সচিব, সেতু বিভাগ	সদস্য] ^{১৩১}
(১৪)	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৫)	[কমিশনার, সংশ্লিষ্ট বিভাগ	সদস্য] ^{১৩২}
(১৬)	চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, যেমন রাজউক	সদস্য
(১৭)	[ডেপুটি কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জেলা	সদস্য] ^{১৩৩}
(১৮)	পরিচালক, নগর উন্নয়ন বিভাগ	সদস্য
(১৯)	যুগ্ম-সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

^{১২৭} প্রস্তাবিত

^{১২৮} প্রস্তাবিত

^{১২৯} প্রস্তাবিত

^{১৩০} প্রস্তাবিত

^{১৩১} প্রস্তাবিত

^{১৩২} প্রস্তাবিত

^{১৩৩} প্রস্তাবিত

খ. জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি:

(১)	[সংশ্লিষ্ট এলাকার পৌরসভার মেয়র	সভাপতি] ^{১০৪}
(২)	জেলা প্রশাসক	সদস্য
(৩)	পুলিশ সুপার	সদস্য
(৪)	সিভিল সার্জন	সদস্য
(৫)	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
(৬)	পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
(৭)	পরিচালক, মৎস্য বিভাগ	সদস্য
(৮)	থানা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট)	সদস্য
(৯)	ল্যান্ড একুইজিশন অফিসার/ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা	সদস্য
(১০)	খুলনা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর ক্ষেত্রে কেডিএ, সিডিএ, ও আরডি এর প্রতিনিধি	সদস্য
(১১)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)/(এলএ)	সদস্য সচিব।

(যে সকল জেলায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এলএ) কর্মরত আছেন সে সব জেলায় তিনি সদস্য-সচিব হিসাবে থাকিবেন।)

২৮। কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় কমিটির সদস্যবৃন্দ ছাড়াও যে সব প্রস্তাব বিবেচিত হইবে উহার সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবক সংস্থাকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে হইবে। কোন প্রস্তাবক কমিটির সভায় উপস্থিত না থাকিলে [এবং কমিটিকে সমুপস্থিত করিতে সংশ্লিষ্ট ভূমির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিতে না পারিলে]^{১০৫} সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব বিবেচনা করা হইবে না।

২৯। কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় সরকারি সংস্থাসমূহের প্রস্তাব বিবেচনাকালে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পুঙ্খনাপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করিতে হইবে:

(ক) প্রস্তাবের সহিত প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র/তথ্যাদি সরবরাহ করা হইয়াছে কি না;

(খ) যে পরিমাণ জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হইয়াছে, লে-আউট প্ল্যান ও প্রকল্পের বর্ণনামতে উক্ত পরিমাণ জমি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্য নূন্যতম প্রয়োজন কি না;

[(গ) জমির নূন্যতম প্রয়োজনে];^{১০৬}

(ঘ) অধিগ্রহণের ফলে অধিকসংখ্যক ঘরবাড়ি, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হইলে প্রত্যাশী সংস্থা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিবে কি না;

(ঙ) সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনে অধিগ্রহণের পক্ষে সুপারিশ করা হইয়াছে কি না;

(চ) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ [(যেমন- পরিবেশ, কৃষি, জলাজমি, মৎস্য এবং কৃষিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে কি না ইত্যাদি)]।^{১০৭}

৩০। [বেসরকারি/ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থার প্রস্তাবের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হইবে:

^{১০৪} প্রস্তাবিত

^{১০৫} প্রস্তাবিত

^{১০৬} প্রস্তাবিত

^{১০৭} প্রস্তাবিত

- (ক) সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটি জনস্বার্থে সম্পৃক্ত কি না;
- (খ) প্রকল্পটি প্রস্তাবক ব্যক্তি বা সংস্থার নিজস্ব জমিতে বাস্তবায়ন করা সম্ভব কি না;
- (গ) প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণকল্পে বিধিমালা “ছ” ফরমে সম্মতিপত্র সম্পাদন করিয়াছে কি না;
- (ঘ) প্রস্তাবক ব্যক্তি/সংস্থা প্রস্তাবিত জমি ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছে কি না,
- (ঙ) সামগ্রিক বিবেচনায় প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণ অপরিহার্য কি না।^{৩০৭}

৩১। [বেসরকারি প্রস্তাব অনুমতির জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণকালে কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির কার্যবিবরণীসহ প্রস্তাবের সহিত সংশ্লিষ্ট সমুদয় কাগজপত্র/তথ্যাদি প্রেরণ করিতে হইবে।]^{৩০৮}

তৃতীয় অধ্যায় অধিগ্রহণ কার্যক্রম

৩২। ক্ষেত্রভেদে কেন্দ্রীয় কিংবা জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক বরাদ্দ অনুমোদনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব প্রতি প্রস্তাবের জন্য অধিগ্রহণ কার্যক্রম গ্রহণকল্পে ভিন্নভিন্ন অধিগ্রহণ কেস চালু করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। বেসরকারি প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি প্রাপ্তির পূর্বে অধিগ্রহণ কেস চালু করা যাইবে না।

৩৩। অতঃপর আদেশ নামায় অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রাপ্তি ও কেন্দ্রীয় কিংবা জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের বিষয়সহ আনুসঙ্গিক বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক ৩ ধারা মতে নোটিশ প্রকাশনা করিতে হইবে।

৩৪। ৩ ধারা মতে নোটিশ প্রদানের ক্ষেত্রে অধিগৃহীতব্য সম্পত্তির উপর বা নিকটবর্তী সুবিধাজনক স্থানে লটকাইয়া দিতে হইবে এবং উহার অনুলিপি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, থানা ভূমি অফিস, ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করিতে হইবে [এবং প্রিন্টেড এন্ড ইলেকট্রনিক মিডিয়াতেও প্রকাশ করিতে হইবে।]^{৩০৯} এতদ্ব্যতীত এই নোটিশ সংশ্লিষ্ট জমির মালিককে সরাসরি প্রদান করিয়া জারি করিতে হইবে; জমির মালিককে পাওয়া না গেলে পরিবারের কোন সাবালক সদস্যের নিকট প্রদান করিতে হইবে। এইরূপ কেউ বা কাউকে পাওয়া না গেলে উক্ত মালিকের সর্বশেষ জ্ঞাত বাসস্থানে কিংবা উহার পাশাপাশি কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া জারি করিতে হইবে। ইহা ছাড়া রেজিস্ট্রি ডাকযোগেও মালিকের ঠিকানায় নোটিশ প্রেরণ করিতে হইবে ও এতদসংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করিতে হইবে [এবং স্থানীয় এলাকায় মাইকিং ও ঢোল-সহরত (ড্রাম বাজিয়ে) এর মাধ্যমে প্রচার করিবে।]^{৩১০}

৩৫। ৩ ধারা মতে নোটিশ প্রকাশনা/জারির ৩ (তিন) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি ও প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি যৌথভাবে সরেজমিনে তদন্ত কাজ শুরু করিয়া যথাশীঘ্র সম্ভব বিস্তারিত তথ্যাদি উল্লেখপূর্বক নির্ধারিত ফরমে ফিল্ড বুক প্রস্তুত করিতে হইবে।

^{৩০৭} প্রস্তাবিত

^{৩০৮} প্রস্তাবিত

^{৩০৯} প্রস্তাবিত

^{৩১০} প্রস্তাবিত

[তবে শর্ত থাকে যে, অধিগ্রহণ প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পর, জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধি প্রাথমিকভাবে মাঠ পর্যায়ে তদন্ত করিবে এবং সেই অনুযায়ী ধারা ৩ এর অধীনে নোটিশ জারি করিবার পূর্বে মাঠবহি প্রস্তুত করিবে।]^{৩৬২}

৩৬। [৩ ধারামতে নোটিশ প্রকাশনার পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ৪ (১) ধারামতে কোন আপত্তি পাওয়া না গেলে জেলা প্রশাসক:

(ক) প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ ১০ (দশ) বেশি না হইলে উক্ত ১৫ (পনের) দিন পর পরবর্তী ১০ (দশ) দিন কিংবা বিভাগীয় কমিশনারের অনুমতিক্রমে সর্বমোট ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ৪ (৩) ধারামতে অধিগ্রহণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(খ) প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ ১০ (দশ) বিঘার উর্ধ্বে হইলে উক্ত ১৫ (পনের) দিন পর পরবর্তী ১০ (দশ) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তের জন্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ অধিগ্রহণ কেস নথি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।]^{৩৬৩}

৩৭। ৩ ধারামতে নোটিশ প্রকাশনার পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ৪ (১) ধারামতে কোন আপত্তি পাওয়া গেলে তাহা গ্রহণ করিয়া আপত্তি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উক্ত ১৫ (পনের) দিন অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসক আপত্তিকারীকে কিংবা তাহার নিয়োজিত ব্যক্তিকে যথাযথ শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া এবং প্রয়োজনে আরও তদন্তের ব্যবস্থা করতঃ ৪ (২) ধারামতে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান, পৌরসভার চেয়ারম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এর সহযোগিতায়]^{৩৬৪} প্রস্তুত করিয়া প্রতিবেদনসহ কেস নথি প্রয়োজনীয় কার্যার্থে:

(ক) ১০ (দশ) বিঘা পর্যন্ত অধিগ্রহণ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(খ) ১০ (দশ) বিঘার উর্ধ্বে প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।

৩৮। জেলা প্রশাসকের নিকট হইতে অধিগ্রহণ কেস নথি প্রাপ্তির পর-

(ক) বিভাগীয় কমিশনার পরবর্তী ১৫ (পনের) দিন কিংবা আদেশ নামায় কারণ লিখিতভাবে উল্লেখ করিয়া সর্বমোট ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যেই ৫ (১) (ক) ধারামতে অধিগ্রহণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়া কেস নথি জেলা প্রশাসকের নিকট ফেরত পাঠাইবেন।

(খ) ভূমি মন্ত্রণালয় পরবর্তী [৬০ (ষাট)]^{৩৬৫} দিনের মধ্যে ৫ (১) (খ) ধারামতে সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়া কেস নথি জেলা প্রশাসকের নিকট ফেরত পাঠাইবেন।

৩৯। যখন সরকার, বিভাগীয় কমিশনার কিংবা জেলা প্রশাসক কিংবা জেলা প্রশাসক কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, উক্ত সিদ্ধান্তই এই মর্মে চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে যে- উক্ত সম্পত্তি জনস্বার্থে বা জনউদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইয়াছে।

^{৩৬২} প্রস্তাবিত

^{৩৬৩} “অনুচ্ছেদ ৩৬” এর পরিবর্তে “নতুনভাবে অনুচ্ছেদ ৩৬” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{৩৬৪} প্রস্তাবিত

^{৩৬৫} “৯০” এর পরিবর্তে “৬০” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও বিতরণ

- ৪০। ক্ষেত্রভেদে সরকার বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক কর্তৃক যথাক্রমে ধারা- ৫ (১) (ক), ৫ (১) (খ) এবং ৪ (৩) (খ) ধারামতে অধিগ্রহণ প্রস্তাব অনুমোদনের পরপরই ৬ ধারামতে নির্ধারিত ফরমে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি স্বার্থযুক্ত বলিয়া ভ্রাতা ও বিশ্বাসকৃত সকল ব্যক্তি এবং ভোগ দখলকারীদের (যদি থাকে) উপর এই নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।
- ৪১। উপরোক্ত নোটিশ প্রদানের ক্ষেত্রেও ৩৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।
- ৪২। নোটিশ প্রদানের ১৫ (পনের) দিন পরে নির্ধারিত কোন দিনে এবং কোন স্থানে অধিগ্রহণাধীন সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের স্বার্থের প্রকৃতি এবং দাবীসমূহের বিবরণ পরীক্ষা করিয়া তদভিত্তিতে স্বার্থের বিবরণী প্রস্তুত করিতে হইবে।
- ৪৩। ৬ ধারার অধীন যাহাদেরকে বিবরণ প্রদান বা পেশ করিবার জন্য বলা হইবে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি দন্ডবিধি (১৮৬০ সনের ৪৫নং আইন) ১৭৫ ও ১৭৬ ধারামতে উক্তরূপ করিতে আইনত বাধ্য বলিয়া গণ্য হইবে।
- ৪৪। ৬ ধারামতে নোটিশ প্রদানের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ৮ ও ৯ ধারা এবং ৮ নং বিধি অনুসরণে ফিল্ড বহির ভিত্তিতে অধিগ্রহণাধীন সম্পত্তি ও তদস্থিত ঘর-বাড়ি, গাছপালা ইত্যাদির ক্ষতিপূরণের ও রোয়েদাদ প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে।
- ৪৫। প্রাক্কলন প্রস্তুতকালে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে:
- (ক) জমি/ভূমির বাজার মূল্য নির্ধারণ বা যে কোন আকার সংযুক্ত করা:
- ৩ ধারামতে নোটিশ প্রদানের পূর্ববর্তী ১২ (বার) মাসের সংশ্লিষ্ট এলাকার নিকটবর্তী সমশ্রেণী ও সমসুবিধায়ুক্ত সকল বিক্রিত জমির বিক্রয়মূল্য সাব-রেজিস্ট্রি অফিস হইতে সংগ্রহ করিয়া একর প্রতি শ্রেণীভিত্তিক জমির মূল্যহার (মোট জমির মূল্যকে মোট জমির পরিমাণ দ্বারা ভাগ করিয়া) নির্ধারণ করিতে হইবে এবং তদভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীর মোট জমির মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।
- (খ) ঘরবাড়ি/অবকাঠামোর মূল্য নির্ধারণ:
- গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর সহিত পরামর্শক্রমে [স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা চেয়ারম্যান]^{১৪৯} ঘরবাড়ি/অবকাঠামোর মূল্য নির্ধারণ করিবেন। [গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক হিসাবকৃত সমস্ত আইনসমূহের সিডিউলে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের খতিয়ান বিবেচনায় নিবে।]^{১৪৯}
- (গ) গাছপালার মূল্য নির্ধারণ:
- বন বিভাগ ও [স্থানীয় বাজার]^{১৪৯} হইতে গাছপালার মূল্যহার সংগ্রহ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত গাছপালার মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।
- (ঘ) উৎপাদিত ফসলের মূল্য নির্ধারণ:
- কৃষি বিভাগ হইতে সংশ্লিষ্ট এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের একরপ্রতি উৎপাদন হার সংগ্রহ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত মোট ফসলের পরিমাণ বিবেচনায় নিতে হইবে। [ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য হইতে নির্ধারণ করিতে

^{১৪৯} প্রস্তাবিত^{১৪৯} প্রস্তাবিত^{১৪৯} প্রস্তাবিত

হইবে।^{১১৯} যুগপৎ জেলা বাজার কর্মকর্তার নিকট হইতে ফসলের মূল্যহার সংগ্রহ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মোট মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে। বর্গাদার কর্তৃক উৎপাদিত ফসলের জন্য আলাদাভাবে ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদ তৈরি করিতে হইবে।

(ঙ) ব্যবসায়িক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ:

[(অ) কর (tax) প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক আয়ের পূর্ণাঙ্গ বাজার মূল্য; বা

(আ) প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক আয়ের প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ বাজার মূল্য।]^{১২০}

(চ) ঘরবাড়ি স্থানান্তর ব্যয় নির্ধারণ:

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি তাহার ঘর বাড়ী সরাতে চান তাহা হইলে তিনি যেরূপ ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছেন তাহাকে অবশ্যই সেইরূপ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। সেক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নতুন বাড়ী তৈরির খরচ নির্ধারণ করিয়া ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

(ছ) অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ:

“ক” হইতে “ছ” অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতিতে (যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সেই বাজার মূল্যের উপর ৫০% যোগ করিয়া অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিতে হইবে।

[(জ) আনুষঙ্গিক খরচ:

মালিককে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই “ছ” দফায় বর্ণিত খরচ মুক্ত করিয়া পূর্ণাঙ্গ মূল্যমান নির্ধারণ করিতে হইবে, আনুষঙ্গিক ক্ষতি অবশ্য প্রকৃত বাজার মূল্যের উপর নির্ধারণ করিতে হইবে।]^{১২১}

৪৬। প্রস্তাবিত সম্পত্তির যে বাজার মূল্য মূল্যায়ন করা হইয়াছে, সেই রোয়েদাদ/ ক্ষতিপূরণ এবং রোয়েদাদ বই অবশ্যই অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক [ও জেলা অধিগ্রহণ কমিটি]^{১২২} কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

৪৭। প্রাক্কলন অনুমোদন এর ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ৭ (৩) (খ) ধারামতে সংস্থা/ব্যক্তির বরাবরে অনুমোদিত প্রাক্কলন প্রেরণ করিতে হইবে।

৪৮। [৩০ (ত্রিশ)]^{১২৩} দিনের মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তি কর্তৃক প্রাক্কলিত অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত বা আক্রান্ত ব্যক্তির বরাবরে ধারা ৭ (৪) অনুযায়ী ন্যস্ত করিতে হইবে।

৪৯। প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাক্কলিত অর্থ প্রাপ্তির পরপরই ক্ষতিপূরণ বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ক্ষতিপূরণ বিতরণে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে:

(ক) ক্ষতিপূরণ মূলত প্রাপকের খাতে প্রদেয়; এল.এ চেকে যথা সম্ভব প্রকল্প এলাকায় বিতরণ করিতে হইবে।

(খ) স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/সদস্য/ওয়ার্ড কমিশনার/গণ্যমান্য ব্যক্তি কর্তৃক ক্ষতিপূরণ গ্রহীতাকে সনাক্ত করিতে হইবে।

(গ) বর্গাদারের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ নগদ অর্থে প্রদান করিতে হইবে।

^{১১৯} প্রস্তাবিত

^{১২০} প্রস্তাবিত

^{১২১} “অনুচ্ছেদ ৪৫ (বা)” এর পরিবর্তে “৪৫ (জ)” নতুনভাবে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২২} প্রস্তাবিত

^{১২৩} “৬০” এর পরিবর্তে “৩০” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

- (ঘ) এওয়ার্ডভুক্ত মালিক ব্যতীত অন্য কেউ ক্ষতিপূরণের অর্থ দাবী করলে মিস কেস চালু করিয়া সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং যথাযথ শুনানী ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/এলএ) এর আদেশের ভিত্তিতে উপযুক্ত মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।
- (ঙ) উক্ত সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এখতিয়ারভুক্ত দেওয়ানী আদালতে আবেদন করিতে পারিবে।
- (চ) ক্ষতিগ্রস্ত মালিক যদি কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত পর্যন্ত ক্ষতিপূরণে সন্তুষ্ট না হয়, তাহা হইলে তিনি উক্ত ক্ষতিপূরণ গ্রহণ নাও করিতে পারেন। অনুরূপ ক্ষেত্রে উক্ত মালিকের অভিযোগপত্রের সহিত নির্দিষ্ট কারণ রেজিস্ট্রি করিয়া দিতে হইবে। অধিকন্তু এই সম্পর্কে একটি নোট পুরস্কারপত্রের বক্তব্যের জন্য নির্ধারিত কলামে লিখিতে হইবে।
- (ছ) যে সকল মালিক কোন প্রকার অভিযোগ ছাড়া ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা ধারা-২৮ এর অধীন সালিশকারীর নিকট কোন আবেদন করিতে পারিবে না।^{১০০}

- ৫০। কোন মালিক বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি ক্ষতিপূরণ গ্রহণে রাজী না হন বা যদি জমির মালিকানা বা অংশের ব্যাপারে জটিলতা সৃষ্টি হয় বা আদালতে কোন মামলা বিচারাধীন থাকে সেইক্ষেত্রে জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবভুক্ত জমা হিসাব খাতে (Deposit account of the public Account of the Republic) গচ্ছিত রাখিতে হইবে। এই ব্যবস্থা নেওয়া হইলেই ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে। জটিলতা/মামলা নিষ্পত্তির পর এইরূপ জমাকৃত অর্থ উপযুক্ত মালিকদের প্রদান করিতে হইবে।
- ৫১। উক্তরূপভাবে ক্ষতিপূরণ বিতরণ করা হইলে কিংবা হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইলে সম্পৃক্ত মালিকানা দায়মুক্তভাবে সরকারের উপর বর্তাইবে এবং জেলা প্রশাসক সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিতে পারিবেন।
- ৫২। প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ অপেক্ষা অধিক অর্থ কাউকে প্রদান করা হইলে, কিংবা সঠিক মালিক ব্যতীত অন্য কাউকে ক্ষতিপূরণের অর্থ দেওয়া হইলে, উক্ত অর্থ সরকারি দাবি (Public Demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

^{১০০} “অনুচ্ছেদ ৪৯” এর পরিবর্তে “অনুচ্ছেদ ৪৯” নতুনভাবে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

অধিগ্রহণ কেস বাতিলকরণ, দখল হস্তান্তর, গেজেট বিজ্ঞপ্তি ও নামজারিকরণ

- ৫৩। ৪৮ ধারায় বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থা বা ব্যক্তি প্রাক্কলিত অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরপরই সংশ্লিষ্ট অধিগ্রহণ কেসের যাবতীয় কার্যক্রম আপনাআপনি বাতিল হইয়া যাইবে এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক তৎমর্মে ১২ (১) ধারামতে নির্ধারিত ফরমে একটি ঘোষণা সরকারি গেজেটে প্রকাশনার ব্যবস্থা করিতে হইবে।
- ৫৪। জেলা প্রশাসক সম্পত্তির পরিমাণ যাহাই হউক না কেন সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে ক্ষতিপূরণ প্রদানের পূর্বে যে কোন সময়ে যে কোন অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম ১২ (২) ধারামতে নির্ধারিত ফরমে গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাতিল করিতে পারিবেন।
- ৫৫। সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সংশোধিত হওয়ার কারণে কিংবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে জেলা প্রশাসক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে কোন অধিগ্রহণ কেসভুক্ত সম্পত্তির কোন অংশ অধিগ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা নেই, সেইক্ষেত্রেও ৫৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণে উক্ত অংশের জন্য অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিল করা যাইবে। তবে ক্ষতিপূরণ দেয়া হইয়াছে এইরূপ কোন আপত্তি উক্ত বাতিল অংশের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।
- ৫৬। কোন অধিগ্রহণ কেস বা উহার অংশ বাতিল হইলে অধিগ্রহণ কার্যক্রম গ্রহণের কারণে কোন মালিকের কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতির জন্য এবং অধিগ্রহণ কেস রুজুকরণ ও প্রক্রিয়াজাত করণকালে বহনকৃত যুক্তিসঙ্গত খরচার জন্য ক্ষতিপূরণ কেস রুজুকরণ ও প্রক্রিয়াজাত করণকালে বহনকৃত যুক্তিসংগত খরচার জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় করিয়া বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।
- ৫৭। প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাক্কলিত অর্থ প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যাশী সংস্থার বরাবরে সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করিতে হইবে। দখল হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।
- (ক) প্রত্যাশী সংস্থা বেসরকারি হইলে দখল হস্তান্তরের পরপরই নির্ধারিত ফরমে হস্তান্তর দলিল (Deed of Transfar) সম্পাদন করিয়া নিতে হইবে।
- (খ) সরকারি সংস্থার ক্ষেত্রে হস্তান্তর দলিল সম্পাদনের প্রয়োজন হইবে না।
- (গ) দখল হস্তান্তরের পূর্বে ট্রেসিং ক্লুথে অধিগৃহীত সম্পত্তির ৪ (চার) ফর্দ চূড়ান্ত নক্সা (Map) প্রস্তুত করিতে হইবে এবং দখল হস্তান্তরের সময় উহার একটি কপি প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তির বরাবরে হস্তান্তর করিতে হইবে।
- ৫৮। দখল হস্তান্তরের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে ১১ (২) ধারামতে অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নির্ধারিত ফরমে একটি ঘোষণা জেলা প্রশাসক কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রকাশনার ব্যবস্থা করিতে হইবে।
- ৫৯। গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশনার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসক কর্তৃক স্ব-উদ্যোগে প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তির অনুকূলে নামজারি জমাভাগ কার্যক্রম সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপ নামজারি জমাভাগ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে সম্পাদন করিতে হইবে:
- (ক) গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশনার পরপরই জেলা প্রশাসক উহার একটি কপিসহ গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সম্পত্তি কোন এলএ কেইস মূলে কোন সংস্থা/ব্যক্তির নামে নামজারি জমাভাগ হইবে তাহা সুনির্দিষ্ট উল্লেখ করিয়া প্রয়োজনীয় কার্যার্থে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর বরাবরে প্রেরণ করিবেন।

(খ) সহকারী কমিশনার (ভূমি) এইরূপ নির্দেশনা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নামজারি জমাভাগ কেইস চালু করিয়া প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণে যথাশীঘ্র সম্ভব নামজারি জমাভাগের কাজ করিবেন এবং তদভিত্তিতে সৃষ্ট খতিয়ানের কপি যথাক্রমে জেলা প্রশাসক, জেলা রেকর্ডরুমের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তির বরাবরে প্রেরণ করিবেন।

(গ) জেলা রেকর্ড রুমে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ খতিয়ান প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ডরুমে রক্ষিত রেকর্ডপত্র সংশোধন করে নিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় আরবিট্রেশন

৬০। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে সকল ব্যক্তি/মালিক জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত রোয়েদাদ গ্রহণ করেন নাই বা আপত্তিসহ গ্রহণ করিয়াছেন। সেইরূপ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/মালিক ৭ (৩) (ক) ধারামতে নোটিশ জারীর ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে আরবিট্রেটরের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

৬১। উক্তরূপ আবেদনে জেলা প্রশাসকের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তিকেও পক্ষভুক্ত করিতে হইবে।

৬২। আরবিট্রেটর জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের ১০% এর অধিক ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করিতে পারিবেন না।

৬৩। আরবিট্রেটর কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে সন্তুষ্ট না হইলে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষ আরবিট্রেশন আপীলেট ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন। আরবিট্রেশন আপীল ট্রাইব্যুনাল আরবিট্রেটর কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ক্ষতিপূরণের ১০% এর বেশি ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করিতে পারিবেন না।

৬৪। আরবিট্রেটর কিংবা আরবিট্রেশন আপীল ট্রাইব্যুনালে আবেদনসমূহ বিবেচনাকালে সরকার এর পক্ষ হইতে যাহাতে যথাযথভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়, উহা জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিশ্চিত করিতে হইবে।

৬৫। আরবিট্রেটর কিংবা আরবিট্রেশন আপীল ট্রাইব্যুনালের প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বর্ধিত ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ থাকিলে জেলা প্রশাসক আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে সম্পূরক প্রাক্কলন প্রস্তুতক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তিকে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের নোটিশ প্রদান করিবেন।

৬৬। জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত নোটিশ প্রাপ্তির ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তি উক্ত অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ জেলা প্রশাসকের বরাবরে জমা দিবেন।

৬৭। অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্তির পর যথাশীঘ্র সম্ভব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মালিক/ব্যক্তিকে প্রদান করিবেন।

৬৮। ১৯৪০ সনের ১০নং সালিশি আইন-এর কোন কিছুই অধিগ্রহণ আইনের সালিশী মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

সপ্তম অধ্যায় বিবিধ

৬৯। ক্ষমতাপ্রাপ্তি

জেলা প্রশাসক তাহার উপর অর্পিত ক্ষমতা এবং আরোপিত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য তাহার অধীনস্থ ল্যান্ড একুইজিশন অফিসার বা ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা/অতিরিক্ত ল্যান্ড একুইজিশন অফিসার বা অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা-এর উপর ২ (বি) ধারামতে ক্ষমতা এবং দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবেন।

৭০। প্রবেশ ও পরিদর্শনের ক্ষমতা

কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিবার বা উহার জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসক কিংবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ:

- (ক) কোন সম্পত্তিতে প্রবেশ করিতে পারিবেন;
- (খ) কোন সম্পত্তিতে বা তদস্থিত যে কোন কিছু পরিদর্শন করিতে পারিবেন;
- (গ) কোন সম্পত্তির চৌহদ্দি পরিমাপ করিতে, চিহ্নিত করিতে এবং উহার নক্সা প্রস্তুত করিতে পারিবেন; এবং
- (ঘ) চৌহদ্দি পরিমাপ করিবার লক্ষ্যে লাইন স্থাপনকল্পে উৎপাদিত ফসল, গাছপালা বা জঙ্গলের অংশ কাটিতে পারিবেন।

৭১। দেওয়ানী আদালতের কতিপয় ক্ষমতা

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধি (১৯০৮ সনের ৫নং আইন) অধীন দেওয়ানী আদালতে যেরূপ ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে, সেই একই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন:

- (ক) কোন ব্যক্তির প্রতি সমন জারি করা বা তাহাকে হাজিরা প্রদানে বাধ্য করা এবং তাহাকে শপথপূর্বক পরীক্ষা করা;
- (খ) কোন দলিল দস্তাবেজ বা রেকর্ড উপস্থাপনে বাধ্য করা;
- (গ) হলফপূর্বক সাক্ষ্য গ্রহণ করা;
- (ঘ) সাক্ষীদের পরীক্ষার জন্য কমিশন ইস্যু করা;
- (ঙ) কোন আদালতে বা দপ্তর হইতে পাবলিক রেকর্ড তলব করা।

৭২। সম্পত্তির দখল সমর্পণে বাধ্য করিবার ক্ষমতা

যদি জেলা প্রশাসক অধিগৃহীত কোন সম্পত্তি দখল গ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হন বা প্রতিরুদ্ধ হন, তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তি সমর্পণে বাধ্য করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনানুগ শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৭৩। স্ট্যাম্প ডিউটি/ফিস প্রদান হইতে রেহাই

অধিগৃহীত সম্পত্তি অনুমোদিত রোয়েদাদের ভিত্তিতে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ গ্রহণে কোন স্ট্যাম্প ডিউটি প্রয়োজন হইবে না এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি রোয়েদাদের কপি চাইলে কোন প্রকার ফি ছাড়া প্রদান করিতে হইবে।

৭৪। এলাইনমেন্ট পরিবর্তনের ক্ষেত্রে করণীয়

কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক বরাদ্দ অনুমোদনের পরবর্তী পর্যায়ে জেলা প্রশাসক বিভাগীয় কমিশনার কিংবা সরকার কর্তৃক ৪ (৩)(খ) বা ৫ (১) ধারামতে অধিগ্রহণ অনুমোদনের পূর্ব অনুমোদিত কোন কারণবশত: সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের এলাইনমেন্ট পরিবর্তন হওয়ার ফলে পূর্বে অনুমোদিত সম্পত্তির বহির্ভূত কোন নতুন সম্পত্তি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে উক্ত নতুন সম্পত্তি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াভুক্তির জন্য কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন হইবে। তবে এই পরিবর্তন পূর্ব অনুমোদিত সম্পত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলে উপরোক্ত অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে না। উভয় ক্ষেত্রে প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তি কর্তৃক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংশোধন করিয়া দিতে হইবে।

৭৫। এক সংস্থার অনুকূলে অধিগৃহীত সম্পত্তি অন্য সংস্থার অনুকূলে হস্তান্তর

একটি সরকারি সংস্থার অনুকূলে চূড়ান্তভাবে অধিগৃহীত সম্পত্তি অন্য কোন সরকারি সংস্থার অনুকূলে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে:

- (ক) নতুন প্রত্যাশী সংস্থা তিন ফর্দ নক্সা (নক্সায় প্রার্থিত সম্পত্তির সীমানা লাল কালি দ্বারা চিহ্নিত করে) ৩ ফর্দ দাগসূচি (মৌজা নং, জেএল নং, দাগ নং, দাগের মোট সম্পত্তির পরিমাণ, হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত সম্পত্তির পরিমাণ উল্লেখক্রমে) এবং প্রস্তাবিত সম্পত্তি কত নং এলএ কেস মূলে পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে অধিগৃহীত হয়েছিল এতদসম্পর্কীয় তথ্যসহ কি উদ্দেশ্যে প্রার্থিত জমি প্রয়োজন, প্রকল্পের জন্য আর্থিক বরাদ্দ আছে কি না ইত্যাদি তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়া তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তথ্য বিস্তারিত উল্লেখ করিয়া তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করিবে।
- (খ) ভূমি মন্ত্রণালয় এইরূপ প্রস্তাব প্রাপ্তির পর এক ফর্দ নক্সা ও এক ফর্দ দাগসূচী পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিয়া প্রস্তাবিত হস্তান্তরের ব্যাপারে মতামত সংগ্রহ করিবে, সঙ্গে সঙ্গে অপর এক ফর্দ নক্সা ও এক ফর্দ দাগসূচি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিয়া সম্পৃক্ত অধিগ্রহণ চূড়ান্তকৃত কি না ; প্রস্তাবিত সম্পত্তি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে; প্রস্তাব মোতাবেক সম্পত্তি হস্তান্তর আইনগত বা অন্য কোন জটিলতা দেখা দিবে কি না এতদসম্পর্কীয় তথ্য সংগ্রহ করিবে।
- (গ) জেলা প্রশাসক এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রাপ্তির পর ভূমি মন্ত্রণালয় বিষয়টি বিবেচনা করিয়া হস্তান্তর সম্পর্কে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়ে দিবে।
- (ঘ) হস্তান্তর প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইলে অনুমোদন সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের পত্র প্রাপ্তির পরপরই জেলা প্রশাসক ৪৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণে সম্পত্তির বাজার মূল্য নির্ধারণ করিয়া সম্পত্তির প্রত্যাশী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় অর্থ জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরোপিত শর্ত (যদি থাকে) প্রতিপালনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।
- (ঙ) অর্থ প্রাপ্তির পর সম্পত্তি অর্পণকারী সংস্থা প্রস্তাবিত সম্পত্তি অধিগ্রহণকালে ক্ষতিপূরণ বাবদ যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করেছিল ঠিক সেই পরিমাণ অর্থ উক্ত সংস্থাকে প্রদান করিয়া বাকী অর্থ ‘৭-রাজস্ব বিবিধ আদায়’ খাতে জমা করে দিবেন। উল্লেখ্য অবস্থিত কাঠামো/ভবন/স্থাপনাদি বাবদ মূল্য সম্পত্তি অর্পণকারী সংস্থা কর্তৃক প্রাপ্য হইবে।
- (চ) অতঃপর জেলা প্রশাসক ট্রেসিং ক্লথে দুই ফর্দ চূড়ান্ত নক্সা প্রস্তুত করিয়া এক ফর্দ নক্সাসহ গ্রহণকারী সংস্থাকে প্রদান করিবেন ও অপর ফর্দ নথির সহিত সংরক্ষণ করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে পূর্বতন এলএ কেইসের ২ (দুই) ফর্দ সংশোধিত নক্সা ট্রেসিং ক্লথে প্রস্তুত করিয়া এক ফর্দ পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থার বরাবরে প্রেরণ করিবেন এবং অপর ফর্দ এলএ কেইস নথিতে সংরক্ষণ করিবেন।

- (ছ) সম্পত্তি হস্তান্তরের পর পরই জেলা প্রশাসক একই প্রজ্ঞাপনের সম্পৃক্ত পুনঃগ্রহণ ও হস্তান্তর সম্পর্কে একটি বিজ্ঞপ্তি সরকারি গেজেটে প্রকাশনার ব্যবস্থা করিবেন।
- (জ) গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশনার পর ৫৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণে নামজারি জমাভাগ ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ড সংশোধনের ব্যবস্থা করিবেন।

৭৬। পূর্বের অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন সম্পত্তির নতুন কোন প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে করণীয়

- পূর্বের কোন অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন সম্পত্তি কিংবা উহার অংশ বিশেষ পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থার প্রয়োজনীয়তা না থাকিলে এবং উক্ত সম্পত্তি কিংবা উহার অংশ বিশেষ ভিন্ন কোন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন হইলে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।
- (ক) পূর্বতন অধিগ্রহণ কেসে কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান ও দখল গ্রহণ করা না হইয়া থাকিলে অধিগ্রহণ কেসটি বাতিল করিয়া প্রয়োজনীয় সম্পত্তি নতুন অধিগ্রহণ কেসভুক্ত করে নিয়ম অনুযায়ী অধিগ্রহণ করিতে হইবে।
- (খ) পূর্বতন অধিগ্রহণ কেসে আংশিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়া থাকিলে এবং সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থা বাকি ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানে সম্মত থাকিলে, উক্ত সংস্থা হইতে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানে সম্মত থাকিলে, উক্ত সংস্থা হইতে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণের অর্থ সংগ্রহ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত মালিকদের বিতরণক্রমে পূর্বের কেসটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং ৭৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধান মোতাবেক হস্তান্তর করিতে হইবে।
- (গ) পূর্বতন অধিগ্রহণ কেসে আংশিক ক্ষতিপূরণ/অধিগ্রহণ নোটিশ জারী/দখল দেওয়া হইয়া থাকিলে এবং সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থা বাকী ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানে সম্মত না হইলে, পূর্বতন কেসের প্রত্যাশী সংস্থা বাকী ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানে সম্মত না হইলে পূর্বতন কেসের প্রাক্কলনের ভিত্তিতে সম্পৃক্ত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ নতুন প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া সম্পত্তির মালিকদের বাকি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদত্ত অর্থ উক্ত সংস্থার বরাবরে ফেরৎ দিতে হইবে। অতঃপর সম্পৃক্ত সম্পত্তির জন্য প্রত্যাশী সংস্থার নাম পরিবর্তন করিয়া/না করিয়া অধিগ্রহণের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৭৭। অধিগৃহীত সম্পত্তির ব্যবহার

- (ক) কোন সংস্থা অধিগৃহীত কোন সম্পত্তি যে উদ্দেশ্যে অধিগৃহীত সেই উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার, বিক্রয়, লীজ, এওয়াজ কিংবা অন্য কোনভাবে হস্তান্তরিত করা যাইবে না।
- [(খ) প্রত্যাশী সংস্থা কোন অধিগৃহীত সম্পত্তি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য ব্যতীত ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিলে কিংবা কোন প্রকার বিক্রয়, লীজ, এওয়াজ কিংবা অন্য কোনভাবে হস্তান্তরিত হইলে, জেলা প্রশাসক আইনের বিধান লঙ্ঘিত হওয়ার কারণে কেন সম্পৃক্ত সম্পত্তি পুনঃগ্রহণক্রমে সরকারি খাসে আনয়নের ব্যবস্থা করা হইবে না মর্মে সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে ব্যাখ্যা তলব করিবেন। নির্ধারিত সময়ে ব্যাখ্যা পাওয়া না গেলে কিংবা প্রদত্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে শুনানী দিয়া সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত না হইলে উক্তরূপ শুনানীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত সম্পত্তি মূল মালিকের সম্পত্তি মর্মে ঘোষণা দেওয়ার।]^{৩৩৩}

৭৮। অধিগৃহীত অপ্রয়োজনীয় সম্পত্তি সমর্পণ

[অধিগৃহীত কোন সম্পত্তি যে উদ্দেশ্যে অধিগৃহীত সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হইলে, উক্ত সম্পত্তি যে উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে সে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতেছে না, ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক এইরূপ ঘোষণার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে ডেপুটি কমিশনার উক্ত সম্পত্তি মূল মালিককে ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবেন। ডেপুটি কমিশনার

^{৩৩৩} “অনুচ্ছেদ ৭৭ (খ)” এর পরিবর্তে “অনুচ্ছেদ ৭৭ (খ)” নতুনভাবে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

উক্তরূপ ঘোষণার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে গেজেট বিজ্ঞপ্তি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করিবেন এবং উক্তরূপ ঘোষণা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র সংশোধন করিবেন।^{১৩৫}

৭৯। হিসাব সমন্বয়

অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কেসসমূহের পদ্ধতিগত [যাবতীয় কার্যক্রম সমাপ্তির পর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ডেপুটি কমিশনার]^{১৩৬} হিসাব এর সমন্বয় করিবেন।

৮০। রেকর্ড কনসাইনমেন্ট

জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার সহিত হিসাব সমন্বয়ের পর ১৯৪৩ সালের বেঙ্গল রেকর্ড ম্যানুয়ালের-এর বিধান অনুসরণক্রমে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করিয়া অধিগ্রহণ কেইস রেকর্ড সংরক্ষণের নিমিত্ত জেলা রেকর্ডরুমে প্রেরণ করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, অধিগ্রহণ কেস নিষ্পত্তির পর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক নিশ্চিত করিতে হইবে।

৮১। পরিদর্শন

নিম্নে বর্ণিত তফসিল অনুযায়ী জেলা অধিগ্রহণ শাখা বিভাগীয় কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (রাজস্ব এল. এ), ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা কর্তৃক কম পক্ষে ৬ (ছয়) মাসে একবার ও বৎসরে ২ (দুই) বার পরিদর্শন করবেন [এবং তথ্যাদি নির্দিষ্ট রেজিস্টারে সংরক্ষণ করিবেন।]^{১৩৭}

অফিসারের নাম	পদবী	পরিদর্শনের সংখ্যা	পরিদর্শনের তারিখ
১	২	৩	৪
মন্তব্য (নিজ হাতে কালো কালিতে)	মন্তব্য (ইতিবাচক যদি থাকে)	মন্তব্য (ইতিবাচক যদি থাকে)	মন্তব্য (নেতিবাচক যদি থাকে)
৫	৬	৭	

৮২। সম্পত্তি অধিগ্রহণের বার্ষিক বিবরণী প্রেরণ

প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ছকে পূর্ববর্তী বৎসরের বিভিন্ন সংস্থা/ব্যক্তির অনুকূলে সম্পত্তি অধিগ্রহণের বিবরণী ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

৮৩। ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ (আইন.....১৮৯৪), এবং জরুরি হুকুম দখল আইন, ১৯৪৮ (আইন.....১৯৪৮), সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এর আওতায় রুজুকৃত অনিষ্পন্ন অধিগ্রহণ কেসসমূহ উল্লিখিত আইনসমূহের বিধান মতে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪, এবং জরুরি হুকুম দখল আইন ১৯৪৮, সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ বা অন্য কোন আইন রুজুকৃত অনিষ্পন্ন [অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কেস অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (রাজস্ব/এলএ) এর নিকট দাখিল হওয়ার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে]^{১৩৮} নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

৮৪। পার্বত্য জেলাসমূহে সম্পত্তি অধিগ্রহণ

খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলাসমূহের সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে দি চিটাগাং হিল ট্রাস্টস, রেগুলেশন, ১৯৫৮ এর বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

^{১৩৫} “অনুচ্ছেদ ৭৮” এর পরিবর্তে “অনুচ্ছেদ ৭৮” নতুনভাবে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৩৬} প্রস্তাবিত

^{১৩৭} প্রস্তাবিত

^{১৩৮} প্রস্তাবিত

৮৫। ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা সার্টিফিকেট-এর দায়দায়িত্ব

[অধিগ্রহণকৃত জমির মোট পরিমাণ কখনোই প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইবে না। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ন্যূনতম প্রয়োজনের বিষয় উল্লেখ করিয়া সার্টিফিকেট প্রদান করিয়াছেন এবং যদি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে সার্টিফিকেট প্রদত্ত সম্পত্তি ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত, সেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্মকর্তা উক্ত কর্মের জন্য দায়ী হইবেন এবং তাহার বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী শৃংখলা ও আপীল বিধিমালা অনুযায়ী বিভাগীয় মোকদ্দমা দায়ের করা হইবে।]^{১৬০}

^{১৬০} “অনুচ্ছেদ ৮৫” এর পরিবর্তে “অনুচ্ছেদ ৮৫” নতুনভাবে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

গবেষণা দল

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত (প্রধান গবেষক)

বিচারপতি কাজী এবাদুল হক

এ. কে. এম. জহির আহমেদ

অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ

ড. এ. কে. এম. হেলাল-উজ-জামান

টি. আই. এম. নুরুন নবী চৌধুরী

এ্যাডভোকেট কাওসার আহমেদ

অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত

আসমার ওসমান

গবেষণা সহযোগীবৃন্দ

এ্যাডভোকেট অলিউল ইসলাম

এ্যাডভোকেট আফরিন আহমেদ

এ্যাডভোকেট জহিরুল আলম

এ্যাডভোকেট ধীমান চন্দ্র মন্ডল

এ্যাডভোকেট ফারহানা খান

এ্যাডভোকেট ফারিহা তাবাসসুম সিমু

এ্যাডভোকেট মুজিবুল হক পাভেল

এ্যাডভোকেট মেরিনা সুলতানা

এ্যাডভোকেট শারমিন সুলতানা

এ্যাডভোকেট শেখ সাদী রহমান

কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন:
প্রস্তাবিত সংশোধনী



Human Development Research Centre

humane development through research and action

www.hdrc-bd.com

সহযোগিতায়

মানুষের জন্য
manusher jonno

promoting human rights and good governance

ঢাকা, জুলাই ২০১৬

সুচিপত্র

প্রেক্ষাপট	১
কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী	৩
কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা	৫
১। ২০১৩ তে এ নীতিমালা জারির পর থেকে ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্টন সংক্রান্ত ইতিপূর্বে জারীকৃত সকল আদেশ, পরিপত্র, স্মারক, নীতিমালার কার্যকারিতা বাতিল হয়েছে বলে গণ্য হবে	৫
২। নির্বাহী কমিটি গঠন	৫
৩। জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি	৬
৪। উপজেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি	৭
৫। (ক) ইউনিয়ন ভূমিহীন নির্বাচন কমিটি	৮
৬। ভূমিহীনদের বাছাই প্রক্রিয়া	৯
৬.১। খাসজমি বরাদ্দের সময় বিবেচিত বিষয়সমূহ	৯
৭-৮।	১০
৯। কৃষি খাসজমির সংজ্ঞা	১০
১০। ভূমিহীন পরিবার	১০
১১। ভূমিহীন পরিবারের অগ্রাধিকার তালিকা	১০
১২-৩৫।	১১-১৪

প্রেক্ষাপট

ভূমি সম্পদের জনক। বাংলাদেশের মানুষ ও অর্থনীতির বড় অংশ ভূমিনির্ভর। এদেশের উন্নয়নে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি অবিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতার অধিকারী; কর্মসংস্থান, খাদ্য, বাসস্থান ও আর্থিক নির্ভরতার এক বড় সহায়ক। ভূমির উপর অধিকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার পরিমাপক; ক্ষমতাকাঠামোর ভিত্তি ও জীবনযাত্রার অবস্থা নির্ণয়ের অন্যতম প্রধান সূচক। ভূমির উপযোগমূল্য যথেষ্ট, এর বাজারমূল্য ক্রমাগত বাড়ে। ভূমির কোন অবচয় নেই। ভূমির অধিকার আন্তঃপ্রজন্মগত বংশপরম্পরায় ভোগ্য।

প্রায় ১৬ কোটি মানুষের আমাদের এই দেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার। দেশের মোট ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ একর ভূমির ৬০ শতাংশ কৃষি জমি। প্রতিদিন কমছে দেশের আবাদী ভূমির পরিমাণ। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের সাথে ভূমিহীনতার সম্পর্ক নিবিড়। অথচ, এদেশের প্রায় ৫৯ শতাংশ খানা ভূমিহীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে—বিশেষ করে, কৃষির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর—ভূমিহীনতাই তাদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

ভূমির পরিমাণ সীমিত। জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়লেও ভূমির পরিমাণ বাড়ছে না—বাড়ছে ভূমির অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতা। সহিংসতা, ফটকা-ব্যবসা, দুর্নীতি, জবরদখল, প্রতারণা, ও প্রবঞ্চনার ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়তই—বাড়ছে ভূমিহীনের সংখ্যা, বলপূর্বক অভিবাসন, বৈষম্য ও দারিদ্র্য।

দেশে প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে ভূমি নিয়ে বিরোধ, দশকের পর দশক ধরে ভূমি-সংক্রান্ত চলমান আইনি জটিলতাগুলো চরম আকার ধারণ করেছে। এতে সর্বস্বান্ত হচ্ছে অনেক মানুষ, বাড়ছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। অন্যদিকে ভূমি প্রশাসনের অদক্ষতা, ভূমি রেজিস্ট্রেশন এবং ভূমি জরিপ কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা, নামজারীর ক্ষেত্রে জটিলতা, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ভূমি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল, খাস জমি বিতরণে অনিয়ম, জলমহাল, বালুমহাল ও চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অনিয়ম ও প্রায়োগিক সমস্যা ইত্যাদি দেশের অধিকাংশ মানুষকে ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

ভূমির অধিকার নিয়ে বিরোধ, শোষণ, দুর্নীতি, প্রতারণা ও দরিদ্র মানুষের সীমাহীন দুর্গতির পিছনে সূক্ষ্ম আইনি বিষয় ও জটিলতা বহুলাংশে দায়ী। বাংলাদেশে ভূমি সংশ্লিষ্ট আইনগুলো সেকেলে। অনেক আইন দরিদ্র-বান্ধব নয়; প্রান্তিক মানুষ ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনগুলো যথাযথও নয়। এমনকি কোনো কোনো আইন একে অন্যের সাথে সাংঘর্ষিক। বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগও নেই। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিতামূলক যে আইনি-কাঠামো প্রয়োজন তার অনুপস্থিতিও ব্যাপক। খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন; সর্বোপরি, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি প্রচলিত আইনগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে আনীত আইনের সংশোধনীগুলোও কাজিখত লক্ষ্য পূরণ করেনি; এমনকি, অতি সাম্প্রতিক সংশোধনীগুলোও প্রায়োগিক দিক থেকে দরিদ্রবান্ধব এবং জনকল্যাণমুখী হয়ে উঠতে পারেনি। এটি সহজেই বোধগম্য যে, বর্তমানে প্রচলিত ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জটিল এবং অগোছালো অবস্থায় রয়েছে। আরো হতাশার ব্যাপার, প্রচলিত আইনগুলোর অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, দরিদ্রবান্ধব-নীতির অনুপস্থিতি এবং প্রায়োগিক সমস্যা অসংখ্য ভূমি বিরোধ ও ভূমি মামলার জন্ম দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব জটিলতার সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালীরাই শেষ পর্যন্ত ভূমির দখল নিয়ে নেয় আর দরিদ্র, প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো ভূমির অধিকার হারায়। তাই, ভূমি বিষয়ে সবগুলো আইনকে অধিকার-ভিত্তিক ও সুসমঞ্জস একটি কাঠামোর মধ্যে এনে প্রয়োজনীয় সংস্কার নিশ্চিত করতে না পারলে দরিদ্র, প্রান্তিক ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা কখনো সম্ভব নয়। কাজেই, সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে তথ্য-নির্ভর গবেষণার মাধ্যমে আইনি বিষয়গুলো এমনভাবে পুনঃনির্ধারণ করা উচিত যাতে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নে ‘বাদ পড়া’ জনগোষ্ঠীকে ‘অন্তর্ভুক্ত’ করা সম্ভব হয়।

এই সব বাস্তবতার অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’-এর সহযোগিতায় গবেষণা সংস্থা ‘হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)’ এ-বিষয়ে একটি নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করেছে। “বাংলাদেশের ভূমি আইন: একটি অধিকার-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও প্রস্তাবিত পরিবর্তন” শীর্ষক এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে প্রচলিত ভূমি আইনগুলোর কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ নতুন আইন প্রস্তাব করা। বাংলাদেশে প্রচলিত সব ভূমি আইন এবং ভূমি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র বিশ্লেষণ, দরিদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন ও নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমি আইনে বিদ্যমান অব্যবস্থাপনা, অপশাসন, শোষণ-বঞ্চনামূলক প্রক্রিয়া ও কার্যবিধি সংক্রান্ত আইনি দিকগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে। শুধু আইনি পর্যালোচনা নয়, বরং ভূমি আইনের নানান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণায়। অধিকারভিত্তিক, প্রান্তিক ও দরিদ্র-বান্ধব এবং জেডার সংবেদনশীল এই গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন—প্রায় ২,৫০০ পৃষ্ঠার—ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবার সুবিধার্থে ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো পৃথক পৃথক খন্ডে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি খন্ড প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ এবং সুপারিশসহ (প্রস্তাবিত আইন বা সংশোধনীসহ) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণাভিত্তিক প্রকাশনা।

ইংরেজি ভাষায় রচিত সেই গবেষণাকর্মের প্রাসঙ্গিক আইনী টেক্সটসমূহ (ইংরেজিতে রচিত বিদ্যমান আইনসমূহসহ) বাংলায় অনুবাদ করে একটি পৃথক প্রকাশনা করা হয়েছে। আলাদা আলাদা ২০টি খন্ডে অনূদিত এই প্রকাশনার বিষয়-ভিত্তিক প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনীসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপ:

১. পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
২. অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৩. ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৪. কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৫. বালুমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৬. চরের জমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৭. চিংড়িমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৮. দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৯. আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কিত আইন (বন আইনসহ): প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১০. জলমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১১. অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১২. পাথরমহাল সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৩. ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১৪. ভূমি রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৫. ভূমি জরিপ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৬. চা বাগানের ভূমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৭. ট্রাস্ট সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৮. ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৯. অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
২০. ওয়াক্ফ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী

এই গবেষণাপত্রটি উক্ত ২০ খন্ডের একটি।

কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী

[১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯১০] বর্গকিলোমিটারের ভূমির এ বাংলাদেশে প্রায় ১৬ কোটি মানুষের বসবাস। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১১৯৪ জন মানুষ বসবাস করে। ক্ষুদ্র আয়তনের এ দেশের পক্ষে এ বিশাল জনগোষ্ঠীর আবাসস্থলের যোগান দেয়ার পরে যতটুকু চাষযোগ্য জমি থাকে তার সর্বোচ্চ ব্যবহার ছাড়া সবার জন্য খাদ্য সরবরাহ একটি কঠিন ব্যাপার। দেশের মোট চাষযোগ্য জমির প্রায় ৫.৩৪ শতাংশই কৃষি খাসজমি যা চাষাবাদের মাধ্যমে দেশের কৃষি ভিত্তিক উৎপাদনে তথা খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

বাংলাদেশের অর্ধেকের বেশি মানুষই ভূমিহীন। নদী ভাঙন, বন্যা, খরা, সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি এবং মহাজনী উচ্চ সুদের কারণে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। শহরমুখি এ ভূমিহীনরা যেমন তাদের নিজেদের বাসস্থান ও খাদ্যের যোগান দিতে ব্যর্থ হচ্ছে তেমনি নানা আর্থ-সামাজিক সংকট তৈরি করেছে এবং তার কুফল ভোগ করেছে। দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী ভূমিহীন মানুষদের কৃষি উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক দারিদ্র্য দূর করা অনেকটাই সম্ভব। কৃষি খাসজমি প্রকৃত ভূমিহীনদের মাঝে যথাযথ উপায়ে বরাদ্দের মাধ্যমে দেশের সার্বিক কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে স্বাধীনতার পর পরই খাসজমি ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণ শুরু করা হয়। পরবর্তীকালে ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে কৃষি খাসজমি বিতরণের কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার জন্যে ১৯৮৭ সালে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল। কিন্তু কৃষি খাসজমির অপ্রতুলতা এবং বিতরণের ক্ষেত্রে নানা ধরনের অনিয়ম উক্ত কার্যক্রমকে ব্যাহত করেছে। এরূপ পরিস্থিতিতে কৃষি খাসজমির বিতরণ কার্যক্রম অধিক কার্যকর করার লক্ষ্যে নতুন নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সেই লক্ষ্যে “কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭” প্রণয়নও করা হয়। কিন্তু এ নীতিমালার অর্জিত সাফল্য প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি।

কেননা এ নীতিমালায়—

- ✓ কৃষি খাসজমির সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে কৃষি খাসজমির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি।
- ✓ কার্যকর নারী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি।
- ✓ বন্দোবস্ত কার্যক্রমে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
- ✓ ভূমিহীনদের নির্বাচনের জন্যে তৃণমূল পর্যায়ে কোন কমিটি গঠনের বিধান ছিল না।
- ✓ খাসজমি হস্তান্তরের উপর কোন আইনগত বিধিনিষেধ ছিল না।

উপরোক্ত সমস্যাগুলোসহ আরও নানাবিধ সমস্যার কারণে কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭ প্রণয়নের উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। উক্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত সংশোধনী নীতিমালায়—

- ✓ কৃষি খাসজমির সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে কৃষি খাসজমির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।
- ✓ কার্যকর নারী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অগ্রাধিকার তালিকায় চাষাবাদে সক্ষম বিধবা অথবা স্বামী পরিত্যক্তা নারী পুত্রহীন হলেও তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ✓ অগ্রাধিকার তালিকায় তৃতীয় লিঙ্গের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- ✓ জাতীয় কমিটিতে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ✓ ভূমিহীনদের নির্বাচনের জন্যে তৃণমূল পর্যায়ে যথা ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

- ✓ উত্তরাধিকারের মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনভাবে কৃষি খাসজমির হস্তান্তরের বিষয়ে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭ পর্যালোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ দূরীকরণের দ্বারা বাংলাদেশের কৃষি খাসজমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে প্রস্তাবিত নীতিমালার বাস্তবায়ন ঘটিয়ে কৃষি খাসজমি নামে অভিহিত দেশমাতৃকার এ বিপুল সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের দ্বারা দেশের ভূমিহীন মানুষের ব্যক্তিগীবনে যেমন ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব তেমনি ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব দেশের অর্থনীতিতে। এর ফলে দেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের বিষয়টিও স্থায়ীত্ব পাবে।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনাধীন দুই প্রকারের (কৃষি ও অকৃষি) খাসজমি আছে। অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সংক্রান্ত একটি নীতিমালা বিগত ৮ই মার্চ, ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট-এর মাধ্যমে জারি করা হয়েছে। বর্তমানে এ নীতিমালা অনুযায়ী অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। অপরদিকে দেশের প্রতিটি জেলায়ই কম বেশি কৃষি খাসজমি রয়েছে। ১৯৭২ সাল থেকেই সরকারের ভূমি সংস্কার কর্মসূচি অনুযায়ী কৃষি খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়ে আসছিল। ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বিতরণের বিষয়ে সর্বশেষ ১৯৮৭ সালের ১লা জুলাই তারিখে একটি নীতিমালা জারি করা হয়েছিল। এ নীতিমালায় কৃষি খাসজমি কেবল ভূমিহীনদের মধ্যেই বিতরণের বিধান রাখা হয়। এ নীতিমালার আওতায় ভূমিহীনদের মধ্যেই কৃষি খাসজমি বিতরণের কার্যক্রম বহুপূর্বেই সম্পন্ন করার কথা ছিল। কিন্তু এটি একটি ব্যাপক ও জটিল কার্যক্রম বিধায় সরকার ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বণ্টন কর্মসূচী অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এর সময়সীমা বৃদ্ধি করেন।

খাসজমি বণ্টনের ক্ষেত্রে অনিয়মের ঘটনা প্রায়শই ঘটছে। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে কৃষি খাসজমি বণ্টনের ফলে সর্বত্রই বন্দোবস্তযোগ্য জমির পরিমাণ কমে গিয়েছে। অপরদিকে জনসংখ্যা ক্রমবৃদ্ধির ফলে ভূমিহীনদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য ভূমিহীনদের সংখ্যার তুলনায় বন্দোবস্ত যোগ্য কৃষি খাসজমির অপ্রতুলতা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এর ফলে খাসজমি বণ্টনের ক্ষেত্রে নানা প্রকার জটিলতার উদ্ভব হচ্ছে। তাই প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমি সুষমভাবে এবং অধিক সংখ্যক ব্যক্তি/পরিবারকে জমি প্রদানের লক্ষ্যে একটি সুষ্ঠু ও গণমুখী নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা

- ১। ২০১৩-তে এ নীতিমালা জারির পর থেকে ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্টন সংক্রান্ত ইতিপূর্বে জারিকৃত সকল আদেশ, পরিপত্র, স্মারক, নীতিমালার কার্যকারিতা বাতিল হয়েছে বলে গণ্য হবে।

এ নীতিমালা জারির পূর্বে প্রচলিত নিয়মনীতি মোতাবেক কৃষি খাসজমির যে সকল বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে, ঐ সকল বন্দোবস্ত বহাল থাকবে। তাছাড়া পূর্বের নীতিমালার আওতায় যে সকল বন্দোবস্ত কেস জেলা প্রশাসক কর্তৃক ১৩-০৮-৯৬ ইং তারিখের পূর্বে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে কিন্তু কবুলিয়াত রেজিস্ট্রি করা হয় নাই, সেই সকল কেসও বহাল থাকবে এবং কবুলিয়াত সম্পাদন ও রেজিস্ট্রি করে দিতে হবে। এমন কেসসমূহ বর্তমান নীতিমালা ও উহার সংশোধনী মোতাবেক নিষ্পত্তি করতে হবে। তবে ১৯৭২ সালের পর বিধিবহির্ভূতভাবে যদি কোন কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়ে থাকে, সেই বন্দোবস্ত কেস সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও উহার প্রমাণাদির ভিত্তিতে থানা কমিটি, জেলা কমিটির কাছে বাতিলের জন্য সুপারিশ করতে পারবে এবং জেলা কমিটি উক্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্টন কার্যক্রম সম্পর্কে নীতিনির্ধারণী কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে তদারকির জন্য একটি জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি, জেলা পর্যায়ে একটি জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি এবং উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য থানা পর্যায়ে কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি গঠন করা হল। [১৯৯৭ এর নীতিমালায় এই কমিটিসমূহের গঠন, কার্যক্রম/দায়িত্ব বর্ণিত ছিল। ১৯৯৭ এর নীতিমালা পর্যবেক্ষণের আলোকে, এটার প্রয়োগজনিত সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সুপারিশকৃত সমাধানের আলোকে ১৯৯৭ এর নীতিমালা নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করতে হবে।]

- ২। নির্বাহী কমিটি গঠন

ক. [জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি গঠন:

সভাপতি

- (১) মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়

সহসভাপতি

- (২) প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়

সদস্য

- (৩) মাননীয় সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম বিভাগ (একজন), মাননীয় স্পীকার কর্তৃক মনোনীত
(৪) মাননীয় সংসদ সদস্য, রাজশাহী বিভাগ (একজন), মাননীয় স্পীকার কর্তৃক মনোনীত
(৫) মাননীয় সংসদ সদস্য, খুলনা বিভাগ (একজন), মাননীয় স্পীকার কর্তৃক মনোনীত
(৬) মাননীয় সংসদ সদস্য, বরিশাল বিভাগ (একজন), মাননীয় স্পীকার কর্তৃক মনোনীত
(৭) মাননীয় সংসদ সদস্য, সিলেট বিভাগ (একজন), মাননীয় স্পীকার কর্তৃক মনোনীত
(৮) মাননীয় সংসদ সদস্য, রংপুর বিভাগ (একজন), মাননীয় স্পীকার কর্তৃক মনোনীত

- (৯) একজন মহিলা সংসদ সদস্য, মাননীয় স্পীকার কর্তৃক মনোনীত
- (১০) জাতীয় মহিলা পরিষদের একজন প্রতিনিধি
- (১১) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
- (১২) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় অথবা প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)
- (১৩) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অথবা প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)
- (১৪) সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় অথবা প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)
- (১৫) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)
- (১৬) সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)
- (১৭) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)
- (১৮) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)
- (১৯) চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড
- (২০) মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
- (২১) চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড
- (২২-২৮) ৭ টি বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার
- (২৯) জাতীয় পর্যায়ের কৃষক সংগঠনের পক্ষ থেকে একজন সদস্য
- (৩০) যুগ্মসচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়] (সদস্য-সচিব)

খ. জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নিবাহী কমিটির কার্যপরিধি:

- (১) এ কমিটি দেশব্যাপী কৃষি খাসজমি বরাদ্দ সম্পর্কে নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
- (২) এ কমিটি দেশব্যাপী কৃষি খাসজমি বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি মূল্যায়ন করবে।
- (৩) কৃষি খাসজমি বরাদ্দ ও চিহ্নিত সম্পর্কিত বিভিন্ন এলাকার উঠতি সমস্যাগুলো সমাধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
- (৪) এ কমিটি প্রতি ৩ (তিন) মাসে কমপক্ষে একবার বৈঠকে মিলিত হবে।

৩। জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি

উপদেষ্টা: একজন সংসদ সদস্য (ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত)

- (১) জেলা পরিষদ প্রশাসক/চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ----- সভাপতি
- (২) জেলা প্রশাসক----- সদস্য
- (৩) পুলিশ সুপার----- সদস্য
- (৪) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)----- সদস্য

- (৫) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ----- সদস্য
- (৬) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ ----- সদস্য
- (৭) জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা----- সদস্য
- (৮) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী আফিসার ----- সদস্য
- (৯) জেলা কৃষক সংগঠনের ২ (দুই) জন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) ----- সদস্য
- (১০) জেলা কৃষক সমবায় সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) ----- সদস্য
- (১১) জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) ----- সদস্য
- (১২) জাতীয় মহিলা পরিষদের জেলা পর্যায়ের প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) ----- সদস্য
- (১৩) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর* ----- সদস্য সচিব
- (খ) জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির কার্যপরিধি
- (১) জেলা কৃষি খাসজমির বরাদ্দ কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উহার বিধিমালা প্রচার।
- (২) উপজেলা কৃষি খাসজমি বরাদ্দ কর্মসূচী অনুযায়ী ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বণ্টনের প্রস্তাব অনুমোদন ও উপজেলা কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা ও তদারকি।
- (৩) ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি সংক্রান্ত অনিয়ম সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্তক্রমে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।
- (৪) কমিটি প্রতিমাসে একবার বৈঠকে মিলিত হবেন এবং জেলার ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষিজমি বন্দোবস্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিমাসে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।
- ৪। উপজেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি
- (১) সংসদ সদস্য (সংশ্লিষ্ট) ----- উপদেষ্টা
- (২) চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ ----- সভাপতি
- (৩) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ----- সহসভাপতি
- (৪) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ----- সদস্য
- (৫) ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা ----- সদস্য
- (৬) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা ----- সদস্য
- (৭) বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ অফিসার, যদি থাকে ----- সদস্য
- (৮) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা----- সদস্য
- (৯) চেয়ারম্যান, ইউসিসিএ ----- সদস্য
- (১০) ইউপি চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের জন্য)----- সদস্য
- (১১) বিত্তহীন সমবায় সমিতির একজন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) ----- সদস্য

* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মারক নং-ভূমি/শা-৪/কৃখাজব-৪/২০০১-২৯৩ এর (ঘ) অনুচ্ছেদ বলে পরিবর্তিত ও প্রতিস্থাপিত।

- (১২) উপজেলা কৃষক সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)----- সদস্য
- (১৩) স্থানীয় সং, নিষ্ঠাবান ও জনহিতকর কাজে উৎসাহী একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি (জেলা প্রশাসক মনোনীত করবেন)----- সদস্য।
- (১৪) স্থানীয় কলেজ কিংবা হাইস্কুলের প্রধান (জেলা প্রশাসক মনোনীত করবেন)----- সদস্য
- (১৫) উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনের একজন মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি
(জেলা প্রশাসক মনোনীত করবেন)----- সদস্য
- (১৬) একজন মহিলা প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক মনোনীত করবেন) ----- সদস্য
- (১৭) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় পর্যায়ে কার্যক্রম
আছে এমন এনজিওর একজন প্রতিনিধি ----- সদস্য
- (১৮) সহকারী কমিশনার (ভূমি) ----- সদস্য-সচিব^৫

(খ) [উপজেলা]^৬ কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির কার্যপরিধি:

- (১) [উপজেলা]র আওতাধীন এলাকার কৃষি খাসজমি চিহ্নিতকরণ ও উদ্ধারকরণ।
- (২) উদ্ধারকৃত কৃষি খাসজমিকে নীতিমালা অনুযায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের সুবিধার্থে প্লটে বিভক্তিকরণ।
- (৩) সরকারের কৃষি খাসজমি বরাদ্দ কর্মসূচি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- (৪) ভূমিহীনদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহবান। [***]
- (৫) প্রাপ্ত দরখাস্ত বাছাই এবং নীতিমালা অনুযায়ী ভূমিহীনদের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন।
- (৬) নির্বাচিত ভূমিহীনদের জন্য খাস প্লটে বরাদ্দ দেওয়া সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান।
- (৭) বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ভূমিহীনকে দখল প্রদান নিশ্চিতকরণ।
- (৮) ইউনিয়ন ভূমিহীন নির্বাচন কমিটির কার্যক্রম অথবা তালিকাভুক্তকরণ থেকে উদ্ধৃত্ত বিবাদ স্থিরকরণ।
- (৯) বন্দোবস্তগ্রহীতা প্রাপ্ত জমি যথাযথভাবে ব্যবহার করছে কি না, কেউ বন্দোবস্ত শর্তাবলী সঠিকভাবে প্রতিপালন করছে কি না সেই সম্পর্কে তদারকি ও শর্ত ভঙ্গ করলে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা।

৫। (ক) ইউনিয়ন ভূমিহীন নির্বাচন কমিটি

- (১) চেয়ারম্যান —ইউনিয়ন পরিষদ ----- সভাপতি
- (২) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত একজন নারী ইউপি সদস্য ----- সহসভাপতি
- (৩) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত একজন ইউপি সদস্য ----- সদস্য
- (৪) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের একজন স্কুল শিক্ষক----- সদস্য
- (৫) ভূমিহীন কৃষক সমিতির একজন প্রতিনিধি ----- সদস্য

^৫ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মারক নং-ভূঃম/শা-৪/কৃখাজব-৪/২০০১-২৯৩ এর (ঘ) অনুচ্ছেদ বলে পরিবর্তিত ও প্রতিস্থাপিত।

^৬ “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^৭ “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^৮ [এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর মাধ্যমে দরখাস্ত গ্রহণ] শব্দগুলি বাদ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

(৬) সহকারী ভূমি কর্মকর্তা বা উপ-সহকারী ভূমি কর্মকর্তা----- সদস্য

(৭) সচিব—ইউনিয়ন পরিষদ-----সদস্য-সচিব

(খ) **ইউনিয়ন ভূমিহীন নির্বাচন কমিটির কার্যপরিধি:**

- (১) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের মোট ভূমিহীন ব্যক্তিদের একটি তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং হালনাগাদকরণ।
- (২) ভূমিহীন ব্যক্তি হিসেবে তালিকাভুক্তির জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র স্থিরকরণ।
- (৩) ভূমিহীন ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুতের পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করবেন।
- (৪) ভূমিহীন ব্যক্তি নির্বাচন সংক্রান্ত অন্য কোন কার্যক্রম সম্পাদন।

৬। **ভূমিহীনদের বাছাই প্রক্রিয়া**

- (ক) ভূমিহীন মানুষ নির্ধারিত ফর্মে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় এবং ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়ের কাছে দরখাস্ত দাখিল করবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বিনা মূল্যে দরখাস্তের আবেদনপত্র সরবরাহ ও রসিদ প্রদান করবেন। সংশ্লিষ্ট কার্যালয় গৃহীত দরখাস্ত শর্তাধীন সময়ের মধ্যে সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রেরণ করবেন।
- (খ) উপজেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির সদস্য-সচিব অন্যান্য অফিসে গৃহীত দরখাস্তসমূহ তার নিজ অফিসে গ্রহণ নিশ্চিত করবেন এবং দরখাস্তসমূহ ইউনিয়ন-ওয়ারী বাছাই করবেন।
- (গ) প্রাপ্ত দরখাস্তসমূহ [উপজেলা] কমিটি প্রতিটি ইউনিয়নে বৈঠকে মিলিত হবেন। এ সময় আবেদনকারীদেরকে কমিটির সামনে হাজির করে জিজ্ঞাসাবাদ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক বাছাই করবেন।
- (ঘ) প্রাথমিক বাছাইয়ের পর উপজেলা কমিটি প্রয়োজনে সরেজমিনে তদন্তক্রমে আবেদনকারীর আবেদনের বিষয়ে সঠিকতা যাচাই করবেন এবং এভাবে চূড়ান্তরূপে প্রকৃত ভূমিহীন পরিবার বাছাই করবেন।
- (ঙ) আবেদনকারীকে সহজে বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুবিধার্থে আবেদনপত্রের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি দাখিল করতে হবে এবং তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা আবেদনপত্রে সঠিকভাবে লিখতে হবে।

৬.১। **খাসজমি বরাদ্দের সময় বিবেচিত বিষয়সমূহ**

- (ক) একান্নভুক্ত একই পরিবারের একাধিক সদস্যকে জমি দেয়া যাবে না।
- (খ) জমি স্বামী-স্ত্রী দুইজনের যৌথ নামে প্রদান করা হবে কিন্তু যদি বিবাহ বিচ্ছেদ হয় স্ত্রী সম্পূর্ণ জমির মালিক হবেন এবং এটাকে কবুলিয়ত হিসেবে অভিহিত করা হবে।
- (গ) [চরাধ্বলের কৃষি খাসজমিতে ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য জমি বরাদ্দ দেয়া যাবে।]^১
- (ঘ) [“কোন পরিবারকে জমির প্রাপ্যতা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১.০০ (এক) একর জমি দেয়া হবে। তবে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য খাসজমির প্রাপ্যতা অনুযায়ী অনূর্ধ্ব ১.৫০ (দেড়) একর পর্যন্ত জমি ভূমিহীনদের বন্দোবস্ত দেয়া যাবে। উপকূলীয় জেলাসমূহ হলো: খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা,

^১ “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মারক নং-ভূমি/শা-৪/কৃষাজব-৪/২০০১-১১০৪ এর (ঘ) ও (ঙ) অনুচ্ছেদ বলে পরিবর্তিত ও প্রতিস্থাপিত।

পিরোজপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ ও মিরসরাই থানা এবং কক্সবাজার জেলার সদর, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, টেকনাফ ও চকোরিয়া থানা”।^{১০}

- ৭। বরাদ্দকৃত কৃষি খাসজমি উত্তরাধিকার সূত্র ব্যতীত অন্য কোনভাবে কারো কাছে হস্তান্তর করা যাবে না। কেউ এরূপ করলে সংশ্লিষ্ট জমি সরকারের খাসজমিতে পরিণত হবে।
- ৮। ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বণ্টনের বিষয়ে [উপজেলা]^{১১} কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি কর্তৃক সংঘটিত কোন অনিয়মের বিরুদ্ধে জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির নিকট অভিযোগ করতে হবে। জেলা কমিটি প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তক্রমে কোন অনিয়মের প্রমাণ পেলে সংশ্লিষ্ট বন্দোবস্ত কেস বাতিল করবেন এবং এ বিষয়ে দায়ী কর্মকর্তা/ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিকট পেশ করবেন।
- ৯। **কৃষি খাসজমির সংজ্ঞা**

বাংলাদেশ গেজেটের মাধ্যমে ৮ই মার্চ, ১৯৯৫ সালে জারীকৃত অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালার আওতায় সংজ্ঞায়িত অকৃষি খাসজমি বাদে অন্যান্য সকল খাসজমি কৃষি খাসজমি হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ দেশের সকল মেট্রোপলিটন এলাকা, সকল পৌর এলাকা এবং সকল উপজেলা সদর এলাকাভুক্ত সকল প্রকার জমি ব্যতীত ইহার বাইরে অবস্থিত কৃষিযোগ্য সকল খাসজমিই কৃষি খাসজমি হিসেবে বিবেচিত হবে।

১০। ভূমিহীন পরিবার

(ক) যে পরিবারের বসতবাড়ী ও কৃষি জমি কিছুই নাই, কিন্তু পরিবারটি কৃষি নির্ভর।

[(খ) “যে পরিবারের ১০ শতাংশ পর্যন্ত বসতবাড়ী আছে কিন্তু কৃষিযোগ্য জমি নাই, এরূপ কৃষি নির্ভর পরিবারও ভূমিহীন হিসেবে গণ্য হবে”।]^{১২}

১১। ভূমিহীন পরিবারের অগ্রাধিকার তালিকা

(ক) দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার।

(খ) নদী ভাঙ্গা পরিবার (যার সকল জমি ভেঙ্গে গিয়েছে)।

(গ) [জমি চাষাবাদে সক্ষম বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা।]^{১৩}

(ঘ) [“কৃষি জমিহীন ও বসতবাড়ীহীন পরিবার”।]^{১৪}

(ঙ) অধিগ্রহণের ফলে ভূমিহীন হয়ে পড়েছে এমন পরিবার।

[(চ) ১০ শতাংশ পর্যন্ত বসতবাড়ী আছে, কিন্তু কৃষিযোগ্য জমি নাই, এরূপ কৃষি নির্ভর পরিবার।]^{১৫}

[(ছ) (তৃতীয় লিঙ্গ) যথা বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠনে অক্ষম বক্তি।]^{১৬}

^{১০} গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মারক নং-ভূঃম/শা-৪/কুখাজব-১/৯৮-২৬৪ এর ৫ অনুচ্ছেদ বলে প্রতিস্থাপিত।

^{১১} “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{১২} গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মারক নং ভূঃম/শা-৪ / কুখাজব-১/৯৮-২৬৪ এর ৬ অনুচ্ছেদ বলে সংযোজিত।

^{১৩} “সক্ষম পুত্রসহ বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা পরিবার” শব্দগুলির পরিবর্তে বন্ধনীর মধ্যে শব্দগুলো প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{১৪} গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মারক নং ভূঃম/শা-৪ / কুখাজব-১/৯৮-২৬৪ এর ৭ অনুচ্ছেদ বলে সংযোজিত।

^{১৫} গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মারক নং ভূঃম/শা-৪ / কুখাজব-১/৯৮-২৬৪ এর ৮ অনুচ্ছেদ বলে সংযোজিত।

^{১৬} প্রস্তাবিত

[(জ) চট্টগ্রাম পার্বত্য জেলা থেকে অপসারিত বসতি স্থাপনকারী বাঙালী।]»

[(ঝ) শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি।]»

[তবে শর্ত থাকে যে, উপরোক্ত ক্ষেত্রে পরিবারটিকে কৃষির উপর সরাসরি নির্ভরশীল হতে হবে অর্থাৎ যে কোনভাবেই তাদেরকে কৃষি শ্রমিক অথবা বর্গা প্রক্রিয়ার অধীন জমির চাষি হতে হবে।]»

১২।

(ক) এ নীতিমালা জারির ১ (এক) মাসের মধ্যে জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি গঠন করতে হবে। ভূমি মন্ত্রণালয় এ কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

(খ) এ নীতিমালা জারির ১ (এক) মাসের মধ্যে জেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি গঠন করতে হবে। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

(গ) এ নীতিমালা জারির ১ (এক) মাসের মধ্যে উপজেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি গঠন করতে হবে। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(ঘ) এ সংশোধিত নীতিমালা জারির ১ (এক) মাসের মধ্যে ইউনিয়ন ভূমিহীন নির্বাচন কমিটি গঠন করতে হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং কমিটির কার্যক্রম তদারকি করবেন।

১৩। (ক) কমিটি গঠিত হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপজেলা কমিটি সংশ্লিষ্ট থানার বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমি চিহ্নিত ও উহার প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করবেন এবং এ মর্মে ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা করবেন।

(খ) প্রাথমিক তালিকায় প্রকাশিত কোন জমি সম্পর্কে কারও কোন আপত্তি থাকলে তালিকা প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে উপজেলা কমিটির কাছে আপত্তি পেশ করতে হবে। উপজেলা কমিটি পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সকল আপত্তি সম্পর্কে শুনানি গ্রহণ করবেন এবং কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন এবং চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবেন।

(গ) উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে জেলা কমিটির কাছে আপীল করা যাবে। জেলা কমিটি পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আপীল সম্পর্কে শুনানি গ্রহণ করবেন এবং কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

(ঘ) জেলা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জাতীয় নির্বাহী কমিটির কাছে আপীল করা যাবে। জাতীয় নির্বাহী কমিটি পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আপীল সম্পর্কে শুনানি গ্রহণ করবেন এবং কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৪। থানা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমি চিহ্নিতকরণ ও চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের ১ (এক) মাসের মধ্যে বন্দোবস্তপ্রার্থী ভূমিহীনদের কাছ থেকে আবেদনপত্র গ্রহণ করবেন।

১৫। আবেদনপত্র প্রাপ্তির ১ (এক) মাসের মধ্যে উপজেলা কমিটি প্রকৃত ভূমিহীন বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন এবং বাছাইকৃতদের নামে জমি বরাদ্দের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন।

» প্রস্তাবিত

» প্রস্তাবিত

» প্রস্তাবিত

- ১৬। উপজেলা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি কর্তৃক [***]^{১৩} ভূমিহীন বাছাই ও জমি বরাদ্দের পরিমাণ নির্ধারণ করার ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সহকারী কমিশনার (ভূমি) বন্দোবস্ত কেস রেকর্ড সৃজনপূর্বক প্রস্তাব [উপজেলা]^{১৪} নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে পেশ করবেন।
- ১৭। [উপজেলা]^{১৫} নির্বাহী কর্মকর্তা প্রস্তাব পাওয়ার ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে উহা জেলা প্রশাসকের কাছে প্রেরণ করবেন।
- ১৮। জেলা প্রশাসক প্রস্তাব পাওয়ার পর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা জেলা কমিটিতে পেশ করবেন এবং জেলা কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে প্রস্তাব অনুমোদন করতঃ সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কাছে ফেরত পাঠাবেন।
- ১৯। অনুমোদিত প্রস্তাব ফেরত পাওয়ার পর সহকারী কমিশনার (ভূমি) অবশ্যই ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ১ (এক) টাকা সেলামীর বিনিময়ে বন্দোবস্ত প্রাপকের অনুকূলে কবুলিয়াত সম্পাদন করে দিবেন, রেজিস্ট্রেশন করার যথাযথ ব্যবস্থা নিবেন এবং বন্দোবস্ত প্রাপকের নামে খতিয়ান খুলে দিবেন।
- ২০। কবুলিয়াত সম্পাদনের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে [উপজেলা]^{১৬} কমিটি বন্দোবস্ত প্রাপকের অনুকূলে বন্দোবস্তকৃত জমির দখল বুঝিয়ে দিবেন।
- ২১। কোন মৌজার কৃষি খাসজমি সংশ্লিষ্ট মৌজার ভূমিহীন প্রার্থীদের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। ঐ মৌজার প্রার্থীদের মধ্যে বরাদ্দ প্রদানের পর আরও জমি থাকলে পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন এবং পরবর্তীকালে পার্শ্ববর্তী উপজেলার ভূমিহীনদের মধ্যে বরাদ্দ দেয়া যাবে। এ ব্যাপারে জেলা কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।
- ২২। ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্টনের বিষয়ে [উপজেলা]^{১৭}র বড় বড় হাট-বাজারে লোক সমাগমের দিনে মাইকযোগে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। [উপজেলা]^{১৮} নির্বাহী অফিসার এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।
- ২৩। [উপজেলা]^{১৯} পর্যায়ের সকল সরকারি/আধা সরকারি ও বেসরকারি অফিস এবং ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্টনের বিষয়ে নোটিশ লটকাতে হবে।
- ২৪। প্রকৃত ভূমিহীন বাছাইয়ের বিষয়ে [উপজেলা]^{২০} কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির সকল সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে কোন ক্ষেত্রে দ্বি-মত দেখা দিলে সভাপতি ব্যতীত উপস্থিত সকল অফিসিয়াল ও নন-অফিসিয়াল সদস্যদের প্রত্যক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। উভয়পক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়লে সভাপতি নির্ণায়ক (কাস্টিং) ভোট দিবেন।
- ২৫। ভূমিহীনদের নির্বাচন ও তালিকা প্রণয়নের বিষয়ে সার্বিক সতর্কতা ও কঠোর নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে হবে।
- ২৬। বনভূমি হিসেবে নোটিফিকেশনকৃত কৃষি খাসজমি ও চিংড়ী ও লবণ চাষোপযোগী খাসজমি এ নীতিমালার আওতায় বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না।

^{১৩} “ভূমিহীন বাছাই ও” শব্দগুলো বাদ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{১৪} “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{১৫} “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{১৬} “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{১৭} “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{১৮} “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{১৯} “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{২০} “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

- ২৭। [“নদী পয়স্টি জমি বা চর ভূমির ক্ষেত্রে দিয়ারা সেটেলমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ পর্চা ম্যাপের সঠিকতা ও যথার্থতা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট থানার ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে উক্ত কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করতে পারবেন এবং এ সকল জমির যথাশীঘ্র সম্ভব অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দিয়ারা জরিপ সম্পন্ন করতে হবে। দিয়ারা জরিপ সম্পন্ন হওয়ার পর উক্ত পর্চা ম্যাপের ভিত্তিতে সম্পাদিত বন্দোবস্ত কেসসমূহ সমন্বয় করতে হবে। তবে উক্ত কার্যক্রম ১৯৯৪ সালের ১৫ নং আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।”]
- ২৮। আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচিত কৃষি খাসজমি এ নীতিমালার আওতায় বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না। বর্তমানে আদর্শ গ্রাম সৃজনের জন্য অনুসৃত নীতিমালা/বিধি মোতাবেক অনুরূপ জমিতে আদর্শ গ্রাম সৃজন/প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- ২৯। কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য কোন ভূমিহীন প্রার্থী আবেদনপত্রে কোন ভুল তথ্য উপস্থাপন করলে কিংবা কোন তথ্য গোপন করলে তাদের আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে এবং প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ৩০। বন্দোবস্ত প্রাপ্তির পর কোন বন্দোবস্ত গ্রহীতা ভূমিসংক্রান্ত সরকারের কোন আইন/অধ্যাদেশ বা আদেশ লঙ্ঘন করলে তার বন্দোবস্ত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং জেলা ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে [উপজেলা] ব্যবস্থাপনা কমিটি বন্দোবস্তকৃত জমি পুনরায় খাস হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতঃ খাস খতিয়ানে সংরক্ষণ করবে।
- ৩১। এ নীতিমালার আওতায় ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে কোথাও কোন বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বিষয়টি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য সচিবের কাছে লিখিত আকারে উপস্থাপন করবেন। সদস্য সচিব বিষয়টি কমিটির সভায় পেশ করবেন এবং এ ব্যাপারে জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
- [সনাক্তকরণ, পুনরুদ্ধার, বরাদ্দ প্রদান সেই সাথে সংরক্ষণসহ খাসজমির সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হবে এবং সকল সংশ্লিষ্ট অফিস এটা রক্ষণাবেক্ষণ করবে।]
- ৩২। সদস্যদের সকল সভায় অন্তত ১/৩ উপস্থিত হলে কোরাম পূর্ণ হবে। যদি কোন নন-অফিসিয়াল সদস্য পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তার সদস্যপদ বাতিল ও শূন্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট নিয়োগ/মনোনয়ন কর্তৃপক্ষকে শূন্যপদ পূরণ করতে [তথ্য প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অন্য ব্যক্তিকে নিয়োগ/মনোনয়নের জন্য অবহিত করা হবে। কিন্তু উক্ত শূন্যতার জন্য কমিটির কোন কার্যধারা বা সিদ্ধান্ত কোনভাবেই প্রভাবিত করবে না।]
- [যদি পূর্ণ কমিটির গঠন কোন কারণে বিলম্বিত হয়, উপজেলা কমিটি আবেদনপত্রের আমন্ত্রণ জানানোর এবং খাসজমির বন্দোবস্তের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আগাম কার্যক্রম শুরু করতে পারবে। কিন্তু চূড়ান্ত অনুমোদনের পূর্বে এটা অবশ্যই পূর্ণ কমিটির কাছে উপস্থাপন এবং অনুমোদন করাতে হবে।]
- ৩৩। কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সংক্রান্ত গঠিত কমিটিগুলো সর্বদা পারস্পরিক সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে।

১০ প্রস্তাবিত

১১ “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১২ প্রস্তাবিত

১৩ প্রস্তাবিত

১৪ বন্ধনীর মধ্যে অনুচ্ছেদটি সন্নিবেশিত করা হইবে (প্রস্তাবিত)।

৩৪। [বেদখলি কৃষি খাসজমি পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ আদালত গঠন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ উদ্দেশ্যপূরণকল্পে খাসজমির অবৈধ দখলদারদেরকে কোন আইনে অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং সেই সাথে ভ্রাম্যমাণ আদালত সম্পর্কিত আইনের অধিক্ষেত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং ভূমি ও আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে।]^{১৪}

৩৫। জাতীয় কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনে জনস্বার্থে এ নীতিমালার যে কোন ধারা/উপ-ধারা সংশোধন কিংবা পরিবর্তন করতে পারবে।

[যদি মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত সদস্যদের তালিকা পাওয়া না যায়, সংশ্লিষ্ট কমিটি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে তার প্রাথমিক কার্যাবলি চালিয়ে যেতে পারবে।]^{১৫}

^{১৪} প্রস্তাবিত
^{১৫} প্রস্তাবিত

গবেষণা দল

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত (প্রধান গবেষক)

বিচারপতি কাজী এবাদুল হক

এ. কে. এম. জহির আহমেদ

অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ

ড. এ. কে. এম. হেলাল-উজ-জামান

টি. আই. এম. নুরন নবী চৌধুরী

এ্যাডভোকেট কাওসার আহমেদ

অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত

আসমার ওসমান

গবেষণা সহযোগীবৃন্দ

এ্যাডভোকেট অলিউল ইসলাম

এ্যাডভোকেট আফরিন আহমেদ

এ্যাডভোকেট জহিরুল আলম

এ্যাডভোকেট ধীমান চন্দ্র মন্ডল

এ্যাডভোকেট ফারহানা খান

এ্যাডভোকেট ফারিহা তাবাস্সুম সিমু

এ্যাডভোকেট মুজিবুল হক পাভেল

এ্যাডভোকেট মেরিনা সুলতানা

এ্যাডভোকেট শারমিন সুলতানা

এ্যাডভোকেট শেখ সাদী রহমান

বালুমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী



Human Development Research Centre

humane development through research and action

www.hdrc-bd.com

সহযোগিতায়

মানুষের জন্য
manusher jonno

promoting human rights and good governance

ঢাকা, জুলাই ২০১৬

সূচিপত্র

প্রেক্ষাপট	১
বালুমহাল সম্পর্কিত আইন (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)	৩
বালুমহাল বিধিমালা (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)	৪
সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	৪
সংজ্ঞা	৪
ডেজিং এর মাধ্যমে বালু খনন সংক্রান্ত বিধান	৪
জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি	৪
জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী	৫
বালুমহাল ব্যবস্থাপনার টেকনিক্যাল কমিটি	৫
টেকনিক্যাল কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী	৬
জাতীয় কমিটি গঠন	৬
জাতীয় কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী	৬
বালু ও মাটি রপ্তানি সংক্রান্ত বিধান	৬
তালিকাভুক্তি ইত্যাদি	৭
দরপত্র দাখিল ও উহা চূড়ান্তকরণ	৭
ইজারা বাতিল ও আপীল	৮
পরিবেশগত বিবেচনা	৮
মাটি ও বালি খননের জন্যে নির্ধারিত সময়	৮

প্রেক্ষাপট

ভূমি সম্পদের জনক। বাংলাদেশের মানুষ ও অর্থনীতির বড় অংশ ভূমিনির্ভর। এদেশের উন্নয়নে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি অধিকার উৎপাদন ক্ষমতার অধিকারী; কর্মসংস্থান, খাদ্য, বাসস্থান ও আর্থিক নির্ভরতার এক বড় সহায়ক। ভূমির উপর অধিকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার পরিমাপক; ক্ষমতাকাঠামোর ভিত্তি ও জীবনযাত্রার অবস্থা নির্ণয়ের অন্যতম প্রধান সূচক। ভূমির উপযোগমূল্য যথেষ্ট, এর বাজারমূল্য ক্রমাগত বাড়ে। ভূমির কোন অবচয় নেই। ভূমির অধিকার আন্তঃপ্রজন্মগত বংশপরম্পরায় ভোগ্য।

প্রায় ১৬ কোটি মানুষের আমাদের এই দেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার। দেশের মোট ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ একর ভূমির ৬০ শতাংশ কৃষি জমি। প্রতিদিন কমছে দেশের আবাদী ভূমির পরিমাণ। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের সাথে ভূমিহীনতার সম্পর্ক নিবিড়। অথচ, এদেশের প্রায় ৫৯ শতাংশ খানা ভূমিহীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে—বিশেষ করে, কৃষির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর—ভূমিহীনতাই তাদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

ভূমির পরিমাণ সীমিত। জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়লেও ভূমির পরিমাণ বাড়ছে না—বাড়ছে ভূমির অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতা। সহিংসতা, ফটকা-ব্যবসা, দুর্নীতি, জবরদখল, প্রতারণা, ও প্রবঞ্চনার ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়তই—বাড়ছে ভূমিহীনের সংখ্যা, বলপূর্বক অভিবাসন, বৈষম্য ও দারিদ্র্য।

দেশে প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে ভূমি নিয়ে বিরোধ, দশকের পর দশক ধরে ভূমি-সংক্রান্ত চলমান আইনি জটিলতাগুলো চরম আকার ধারণ করেছে। এতে সর্বস্বান্ত হচ্ছে অনেক মানুষ, বাড়ছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। অন্যদিকে ভূমি প্রশাসনের অদক্ষতা, ভূমি রেজিস্ট্রেশন এবং ভূমি জরিপ কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা, নামজারীর ক্ষেত্রে জটিলতা, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ভূমি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল, খাস জমি বিতরণে অনিয়ম, জলমহাল, বালুমহাল ও চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অনিয়ম ও প্রায়োগিক সমস্যা ইত্যাদি দেশের অধিকাংশ মানুষকে ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

ভূমির অধিকার নিয়ে বিরোধ, শোষণ, দুর্নীতি, প্রতারণা ও দরিদ্র মানুষের সীমাহীন দুর্গতির পিছনে সূক্ষ্ম আইনি বিষয় ও জটিলতা বহুলাংশে দায়ী। বাংলাদেশে ভূমি সংশ্লিষ্ট আইনগুলো সেকেলে। অনেক আইন দরিদ্র-বান্ধব নয়; প্রান্তিক মানুষ ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনগুলো যথাযথও নয়। এমনকি কোনো কোনো আইন একে অন্যের সাথে সাংঘর্ষিক। বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগও নেই। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিতামূলক যে আইনি-কাঠামো প্রয়োজন তার অনুপস্থিতিও ব্যাপক। খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন; সর্বোপরি, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি প্রচলিত আইনগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে আনীত আইনের সংশোধনীগুলোও কাজিত লক্ষ্য পূরণ করেনি; এমনকি, অতি সাম্প্রতিক সংশোধনীগুলোও প্রায়োগিক দিক থেকে দরিদ্রবান্ধব এবং জনকল্যাণমুখী হয়ে উঠতে পারেনি। এটি সহজেই বোধগম্য যে, বর্তমানে প্রচলিত ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জটিল এবং অগোছালো অবস্থায় রয়েছে। আরো হতাশার ব্যাপার, প্রচলিত আইনগুলোর অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, দরিদ্রবান্ধব-নীতির অনুপস্থিতি এবং প্রায়োগিক সমস্যা অসংখ্য ভূমি বিরোধ ও ভূমি মামলার জন্ম দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব জটিলতার সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালীরাই শেষ পর্যন্ত ভূমির দখল নিয়ে নেয় আর দরিদ্র, প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো ভূমির অধিকার হারায়। তাই, ভূমি বিষয়ে সবগুলো আইনকে অধিকার-ভিত্তিক ও সুসমঞ্জস একটি কাঠামোর মধ্যে এনে প্রয়োজনীয় সংস্কার নিশ্চিত করতে না পারলে দরিদ্র, প্রান্তিক ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা কখনো সম্ভব নয়। কাজেই, সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে তথ্য-নির্ভর গবেষণার মাধ্যমে আইনি বিষয়গুলো এমনভাবে পুনঃনির্ধারণ করা উচিত যাতে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নে ‘বাদ পড়া’ জনগোষ্ঠীকে ‘অন্তর্ভুক্ত’ করা সম্ভব হয়।

এই সব বাস্তবতার অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’-এর সহযোগিতায় গবেষণা সংস্থা ‘হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)’ এ-বিষয়ে একটি নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করেছে। “বাংলাদেশের ভূমি আইন: একটি অধিকার-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও প্রস্তাবিত পরিবর্তন” শীর্ষক এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে প্রচলিত ভূমি আইনগুলোর কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ নতুন আইন প্রস্তাব করা। বাংলাদেশে প্রচলিত সব ভূমি আইন এবং ভূমি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র বিশ্লেষণ, দরিদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন ও নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমি আইনে বিদ্যমান অব্যবস্থাপনা, অপশাসন, শোষণ-বঞ্চনামূলক প্রক্রিয়া ও কার্যবিধি সংক্রান্ত আইনি দিকগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে। শুধু আইনি পর্যালোচনা নয়, বরং ভূমি

আইনের নানান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণায়। অধিকারভিত্তিক, প্রান্তিক ও দরিদ্র-বান্ধব এবং জেডার সংবেদনশীল এই গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন—প্রায় ২,৫০০ পৃষ্ঠার—ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবার সুবিধার্থে ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো পৃথক পৃথক খন্ডে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি খন্ড প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ এবং সুপারিশসহ (প্রস্তাবিত আইন বা সংশোধনিসহ) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণাভিত্তিক প্রকাশনা।

ইংরেজি ভাষায় রচিত সেই গবেষণাকর্মের প্রাসঙ্গিক আইনী টেক্সটসমূহ (ইংরেজিতে রচিত বিদ্যমান আইনসমূহ সহ) বাংলায় অনুবাদ করে একটি পৃথক প্রকাশনা করা হয়েছে। আলাদা আলাদা ২০টি খন্ডে অনূদিত এই প্রকাশনার বিষয়-ভিত্তিক প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনিসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপ:

১. পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
২. অধিগ্রহণ ও লুকুমদখল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৩. ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৪. কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৫. বালুমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৬. চরের জমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৭. চিংড়িমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৮. দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৯. আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কিত আইন (বন আইনসহ): প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১০. জলমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১১. অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১২. পাথরমহাল সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৩. ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১৪. ভূমি রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৫. ভূমি জরিপ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৬. চা বাগানের ভূমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৭. ট্রাস্ট সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৮. ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৯. অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
২০. ওয়াক্ফ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী

এই গবেষণাপত্রটি উক্ত ২০ খন্ডের একটি।

বালুমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী

দেশজুড়ে অবস্থিত বালু সমৃদ্ধ স্থানই বালুমহাল। বালুমহাল হলো রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ভূ-সম্পদ যা ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং জেলা কালেক্টর কর্তৃক আয়োজিত নিলামে ইজারার মাধ্যমে বরাদ্দকৃত। সমগ্র বাংলাদেশে ছোট বড় প্রায় ৩০০০ (তিন হাজার) বালুমহাল রয়েছে। উক্ত বালুমহাল থেকে সংগৃহীত বালু দেশের বিভিন্ন নির্মাণকাজ যেমন: ইमारত, ব্রিজ, কালভার্ট, বাঁধ, রাস্তাঘাট নির্মাণে ব্যবহৃত হয় যার ব্যবহারিক এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব অসীম। দেশের গুরুত্বপূর্ণ এই সম্পদ প্রসঙ্গে বর্তমানে বলবত বিভিন্ন আইন থাকলেও, তা উক্ত সম্পদের যথাপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট নয়।

‘রাষ্ট্রীয় অগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০’-এ বালুমহাল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিধানের সূচনা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ‘গভর্নমেন্ট এস্টেট ম্যানুয়াল, ১৯৫৮’তে বালুমহাল ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনা হয়। এরপর ‘ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ১৯৯০’ দ্বারা বালুমহাল ব্যবস্থাপনার নীতিমালা সংশোধন করা হয়েছে। ২০১০ সালে চূড়ান্তভাবে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১১ সালে বালুমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য ‘বালুমহাল এবং মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১’ প্রণীত হলেও এই বিধিমালায় বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যথা:

প্রস্তাবিত বিধিমালায়—

- টেকনিক্যাল কমিটি গঠনের কোন বিধান নেই, বিধিটিতে জাতীয় এবং জেলা পর্যায়ে কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। বালু এবং মাটি খননে প্রযুক্তিগত বিষয় জড়িত। টেকনিক্যাল কমিটির প্রতিবেদন ছাড়া অপরিকল্পিতভাবে বালু খনন পরিবেশ, নদীর পাড় এবং নদীর তলদেশে বিরূপ প্রভাব ফেলে।
- জাতীয় এবং জেলা কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি।
- বালু খননের জন্য কোন সময় নির্ধারণ করা হয়নি। ঋতু অনুসারে পরিকল্পিত ভাবে বালু খননের জন্য সময় নির্ধারণ করা না হলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে।
- পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য যথাযথ বিধান সন্নিবেশিত করা হয়নি।

বালুমহাল এবং মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১-এর উপরোক্ত প্রতিকূলতা বিবেচনা করে প্রস্তাবিত বালুমহাল ব্যবস্থাপনা বিধিতে নিম্নরূপ বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত বিধিমালায়—

বালু এবং মাটি খননে প্রযুক্তিগত বিষয় তদারকির জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), নির্বাহী প্রকৌশলী (ডব্লিউডিবি), নির্বাহী প্রকৌশলী (পিডব্লিউডি), নির্বাহী প্রকৌশলী (এলইজিডি), প্রতিনিধি (বিআইডব্লিউটিএ), প্রতিনিধি (ডিওই) এবং রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি) এর সমন্বয়ে জেলা পর্যায়ে টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করার বিধান রাখা হয়েছে।

- জাতীয় কমিটিতে জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত একজন নারী সংসদ সদস্যের অংশগ্রহণ এবং জেলা কমিটিতে পৌরসভার নারী ওয়ার্ড কাউন্সিলর হতে একজন এবং একজন সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সর্বমোট দুইজন নারী প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- বালু খননের জন্য ঋতুভিত্তিক সময় তালিকা নির্ধারণ করা হয়েছে। গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যা ৭টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত এবং শীতকালে সন্ধ্যা ৬টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত বালু খনন করার বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।
- বালু খননের ফলে সৃষ্ট ভূমিক্ষয়, নদীভাঙ্গন এবং অন্যান্য দুর্যোগ প্রতিরোধে পরিবেশ অধিদপ্তরের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে।

বালুমহাল বিধিমালা (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ) প্রণয়ন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে বালুমহালের যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও বালুর যথাযথ ব্যবহার অনেকাংশেই নিশ্চিত করা সম্ভব।

বালুমহাল বিধিমালা (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)

এইখানে বালু ও মাটি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত আইন ও বিধিমালা রহিয়াছে। উক্ত আইন ও বর্তমান বিধিমালার উপর ভিত্তি করিয়া এবং সমস্যা চিহ্নিত করিয়া গবেষক দল ‘বালুমহাল’ সম্পর্কিত একটি নতুন (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ) বিধিমালা প্রণয়ন করিয়াছেন। যথা:

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

এই বিধিমালা বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়—

- (১) “আইন” অর্থ বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০;
- (২) “জেলা প্রশাসক” অর্থ জেলা প্রশাসক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কর্মকর্তা;
- (৩) “জেলা কমিটি” অর্থ বিধি ৪ -এর অধীন গঠিত জেলা বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা কমিটি;
- (৪) “জাতীয় কমিটি” অর্থ বিধি ৬ -এর অধীন গঠিত জাতীয় বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা কমিটি;
- (৫) “ড্রেজার অথবা মেশিন” অর্থ সুইং (Suing) করিবার ক্ষমতা সম্পন্ন জলপথ খননে বিআইডব্লিউটিএ বা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ব্যবহৃত বা বিবেচিত খনন যন্ত্রকে বুঝাইবে।
- (৬) “তফসিল” অর্থ নদীর তলদেশ হইতে বালু খননের জন্য চিহ্নিত স্থানের জেলা, উপজেলা, মৌজা, খতিয়ান, দাগ ও জমির পরিমাণের তথ্য;
- (৭) “নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ” অর্থ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ);
- (৮) “মন্ত্রণালয়” অর্থ ভূমি মন্ত্রণালয়।

৩। ড্রেজিং এর মাধ্যমে বালু খনন সংক্রান্ত বিধান:

- (১) নৌ-বন্দর সীমার বাহিরে নির্ধারিত নৌ-পথসমূহ হইতে বালু খননের জন্য নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কার্য পরিচালনা করিবে। হাইড্রোগ্রাফিক চার্টের ভিত্তিতে বালু খননের এলাকা চিহ্নিত করিবে এবং হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট, মৌজাম্যাপ ও তফসিল সংযুক্ত তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবরে প্রদান করিবেন।
 - (২) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট, মৌজাম্যাপ ও প্রতিবেদন অনুসারে উক্ত নৌপথকে বালুমহাল ঘোষণা করিবেন।
 - (৩) ইজারাদার নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের ভিত্তিতে প্রণীত চার্ট অনুসরণক্রমে বালু খনন শুরু করিবেন;
তবে শর্ত থাকে যে, ইজারাদার ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১৫ (পনের) দিন অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে উক্ত কর্তৃপক্ষকে বালু খননের বিষয়টি অবহিত করিবেন।
- [(৪) নদীর তলদেশ হইতে বালু খনন চলমান থাকিবে।]

৪। জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি

(ক) জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে:

১. চেয়ারম্যান/প্রশাসক, জেলা পরিষদ ----- সভাপতি।
২. জেলা প্রশাসক ----- সহসভাপতি
৩. পুলিশ সুপার ----- সদস্য
৪. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ----- সদস্য
৫. প্রতিনিধি, খনিজসম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো ----- সদস্য
৬. সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ----- সদস্য
৭. [সংশ্লিষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যান ----- সদস্য]

• নদীর পাড়ের ঢালু জায়গা থেকে বালু উত্তোলন শব্দ গুলি বাতিলকৃত হইবে।

• প্রস্তাবিত

৮. প্রতিনিধি, পানি উন্নয়ন বোর্ড ----- সদস্য
 ৯. প্রতিনিধি, বিআইডব্লিউটিএ ----- সদস্য
 ১০. প্রতিনিধি, পরিবেশ অধিদপ্তর ----- সদস্য
 ১১. প্রতিনিধি, গণপূর্ত বিভাগ ----- সদস্য
 ১২. রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর ----- সদস্য সচিব
 ১৩. নারী প্রতিনিধি, পৌরসভার নারী ওয়ার্ড কাউন্সিলর হইতে ----- সদস্য
 ১৪. নারী প্রতিনিধি, সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ----- সদস্য।
- (খ) কমিটির ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হইবে।
 (গ) উক্ত কমিটি প্রয়োজনীয় উপকমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে যাহারা সদস্য হিসাবে রহিয়াছেন তাহাদের ভোটে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।
 (ঘ) সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্যগণ উক্ত কমিটির উপদেষ্টা থাকিবেন। ইজারা প্রদান প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করিবেন।

৫। জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

জেলা কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ:

- (ক) বালুমহালের তফসিল, নক্সা/মানচিত্র, বালুর সম্ভাব্য পরিমাণ এবং সরকারি মূল্য উল্লেখপূর্বক দরপত্র ফরম প্রস্তুত করা।
 (খ) দরপত্রসমূহ পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা।
 (গ) বালুমহালের এলাকা হ্রাস-বৃদ্ধিকরণ সম্পর্কিত সুপারিশ প্রদানসহ বালু খনন সম্পর্কিত অন্যান্য আনুসঙ্গিক অন্য কোন বিষয় পর্যালোচনা ও তদপ্রেক্ষিত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
 (ঘ) বালু খননের জন্যে তদারকি কার্যক্রম তত্ত্বাবধান এবং পরিচালনা করা, এবং অনুমতি বাতিলের সুপারিশ করা।
 (ঙ) উত্তোলিত বালু রাখিবার স্থান ও সময় নির্ধারণ করা।
 (চ) পরিবেশের উপর বালু খননের প্রভাব পর্যবেক্ষণ এবং নদীর তীর ভাঙ্গন রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
 (ছ) বালু খননের ফলে সংঘটিত পানির গুণগত মানের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা।
 (জ) মৎস্য চাষে উদ্ভুদ্ধ করা এবং মা মাছের প্রজনন সময়ে বালু খননে বাধা প্রদান করা।
 (ঝ) নদীর স্বাভাবিক গতিপথের পরিবর্তন নিরূপণ করিতে নাব্য জলপথ এবং নদী তীরবর্তী জনগণ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহা পর্যবেক্ষণ করা।
 (ঞ) বালু খননের ফলে বাঁধ, স্থাপনা অথবা অবকাঠামোর ক্ষতি তত্ত্বাবধান এবং তদারকি করা।

৬। বালুমহাল ব্যবস্থাপনার টেকনিক্যাল কমিটি

নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়া একটি জেলায় একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠিত হইবে:

- (১) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ----- আহ্বায়ক
 (২) নির্বাহী প্রকৌশলী, ডব্লিউডিবি ----- সদস্য
 (৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি ----- সদস্য
 (৪) প্রতিনিধি, বিআইডব্লিউটিএ ----- সদস্য
 (৫) প্রতিনিধি, পরিবেশ অধিদপ্তর ----- সদস্য
 (৬) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি) ----- সদস্য সচিব।

৭। টেকনিক্যাল কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

টেকনিক্যাল কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ:

- (১) জেলার বালি এবং মাটি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কারিগরি সুপারিশ করা।
 (২) জেলার মধ্যে নদী হইতে বালি নিষ্কাশনের সম্ভাব্যতার প্রতিবেদন প্রদান করা।
 (৩) জেলার বালি এবং মাটি ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

৮। জাতীয় কমিটি গঠন

এই আইনের ১২ ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নরূপ সদস্যদের সমন্বয়ে বালুমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হইবে:

- (ক) মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়, তিনি কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন।
- (খ) মাননীয়, প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়।
- (গ) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
- (ঘ) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- (ঙ) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
- (চ) সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়।
- (ছ) সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- (জ) চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড।
- (ঝ) মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড।
- (ঞ) চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ।
- (ট) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর।
- (ঠ) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর।
- (ড) প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর।
- (ঢ) প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।
- (ণ) নির্বাহী পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং।
- (ত) যুগ্মসচিব (আইন), ভূমি মন্ত্রণালয়। তিনি কমিটির সদস্য সচিব হইবেন।
- [খ) মাননীয় স্পিকার কর্তৃক মনোনীত একজন মহিলা সংসদ সদস্য।]

অন্তত ৬ (ছয়) সদস্যদের সমন্বয়ে কোরাম গঠিত হইবে এবং কমিটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মতামতের জন্য কোন কর্মকর্তা বা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবেন।

৯। জাতীয় কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

জাতীয় কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ:

- (ক) বালু খনন সম্পর্কিত বিষয়সমূহ তদারকি করা এবং এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
- (খ) বালু খননের জন্যে নিয়োজিত সংস্থার সহিত সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের জন্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
- (গ) মন্ত্রণালয় হইতে প্রেরিত বালু ও মাটি রপ্তানি সম্পর্কিত বিষয়ে সুপারিশ ও মতামত প্রেরণ।

১০। বালু ও মাটি রপ্তানি সংক্রান্ত বিধান

- (১) বালু ও মাটি রপ্তানি করিতে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণের জন্য উক্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে।
- (২) মন্ত্রণালয় প্রাপ্ত সকল আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই করিবেন এবং সুপারিশ ও মতামতের জন্যে আবেদনপত্রসমূহ জাতীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন।
- (৩) জাতীয় কমিটি আবেদন প্রাপ্তির পর নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রতিবেদন প্রদান করিবে।
- (ক) উপ-বিধি (২) অনুসারে বর্গফুট, ঘনসেন্টিমিটার, ঘনমিটার বা প্রযোজ্য অন্য কোন এককে বালু বা মাটির মূল্য নির্ধারণ।
- (খ) মন্ত্রণালয় চাহিলে জাতীয় কমিটি কারিগরি বিষয়ে মতামত প্রদান করিবেন।
- (৪) জাতীয় কমিটি হইতে কোন সুপারিশ প্রাপ্তির পর, মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সভা

আবেদনসমূহ পর্যালোচনা করিবে এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদন দিবেন। জাতীয় কমিটি অতিরিক্ত শর্ত/ শর্তাবলী আরোপ করিতে পারিবে।

১১। তালিকাভুক্তি, ইত্যাদি

- (১) আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণির ইজারাদার হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট পরিশিষ্ট 'গ' তে উল্লেখিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে।
- (২) প্রথম শ্রেণীর তালিকাভুক্তির ফি হইবে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর তালিকাভুক্তির ফি হইবে ৫০০/- (পাঁচ শত) টাকা।
- (৩) প্রথম শ্রেণীর ইজারাদার হিসাবে তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে কোন বালুমহালের ইজারার জন্যে আবেদন করিতে পারিবে। দ্বিতীয় শ্রেণির ইজারাদার হিসাবে তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মধ্যস্থিত বালুমহালের ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণ করিবেন। কিন্তু প্রথম শ্রেণির ইজারাদার হিসাবে তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি অন্য কোন জেলায় অবস্থিত বালুমহালের ইজারা ডাকে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহা হইলে তিনি বা ইহা ১০০০/- (এক হাজার) টাকা অতিরিক্ত ফি প্রদান করিবেন।
- (৪) আবেদনকারীগণকে পরিশিষ্ট 'ঘ' তে উল্লেখিত শর্তাবলী পূরণ করিতে হইবে।
- (৫) সকল তালিকাভুক্তি নবায়নের শর্তসাপেক্ষে ১ (এক) বৎসর মেয়াদী হইবে। ১লা বৈশাখ হইতে ৩০ শে কার্তিক পর্যন্ত সময়ে নবায়ন করিতে হইবে।
- (৬) জেলা কমিটি বালুমহাল ইজারা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ১লা অগ্রহায়ণ তারিখ হইতে কার্যক্রম শুরু করিবে। ইহা বালুমহালের তালিকা বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবে।
- (৭) বিভাগীয় কমিশনার জেলা কমিটির সভাপতিকে অনুমোদন বা অন্য কোন নির্দেশনা সম্পর্কে অবহিত করিবেন।
- (৮) জেলা কমিটির সভাপতি বালুমহাল ইজারা প্রদান কার্যক্রম প্রতি বছর ২৮শে চৈত্রের মধ্যে সম্পন্ন করিবেন। তবে যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে জেলা কমিটির সভাপতির আবেদনের ভিত্তিতে বিভাগীয় কমিশনার সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

১২। দরপত্র দাখিল ও উহা চূড়ান্তকরণ

- (১) জেলা কমিটির সভাপতি দরপত্র ফরম সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় হইতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। একই কার্যালয় উক্ত দরপত্রসমূহ গ্রহণ করিবে।
- (২) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি একটি জাতীয় এবং একটি স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। একই সময়ে ইহা জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হইবে।
- (৩) দরপত্র দাখিলের ১৫ (পনের) দিন পূর্বে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি স্থানীয় পৌরসভা কার্যালয়, ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো, পানি উন্নয়ন বোর্ড, উপজেলা ভূমি অফিস ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে লটকাইয়া দিতে হইবে।
- (৪) জেলা কমিটি বালুমহাল ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে, সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধি অনুসারে মূল্য তফসিল নির্ধারণ করিবে। দরদাতাগণকে তাহাদের উদ্বৃত্ত দরের ২৫ শতাংশ জামানত হিসাবে দাখিল করিতে হইবে।
- (৫) কার্যাদেশে ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধিতব্য সমুদয় মূল্যের উল্লেখ থাকিবে এবং ইজারাগ্রহীতাকে কার্যাদেশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে ভ্যাট, আয়কর ও অন্যান্য করসহ উক্ত সমুদয় অর্থ জমা প্রদান করিতে হইবে।
- (৬) উপ-বিধি (৫) অনুসারে ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক উক্ত অর্থ পরিশোধের পর, জেলা প্রশাসক ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ)) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ইজারা চুক্তি সম্পাদন করিবেন। জেলা প্রশাসক ইজারা গ্রহীতাকে বালুমহালের দখল হস্তান্তর করিবেন।
- (৭) জেলা প্রশাসক কর্তৃক দখল বুঝাইয়া দেওয়ার পর ইজারাদার বালু খনন বা ড্রেজিং কার্য শুরু করিতে পারিবে।
- (৮) অর্থ জমা প্রদান করিতে ইজারাদার ব্যর্থ হইলে, জেলা প্রশাসক জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন, কার্যাদেশ বাতিল করিবার অধিকারও তাহার থাকিবে।
- (৯) যদি দুটি দরপত্র ডাকের মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত ইজারা মূল্য পাওয়া না যায়, তবে তৃতীয় ডাকের সর্বোচ্চ ডাকগ্রহীতাকে বিশেষ বিবেচনায় ইজারা প্রদান করা যাইতে পারে। যদি তৃতীয় বারের সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রথম ও দ্বিতীয় বারের চাইতে কম হয় তাহা হইলে উক্ত ডাকসমূহের সর্বোচ্চ ডাকগ্রহীতাকে ইজারা গ্রহণের জন্যে আমন্ত্রণ জানাইতে পারে আর যদি কেউ আগ্রহী না হয় তাহা হইলে পুনঃদরপত্র আহবান করা যাইতে পারে।

- (১০) বালুমহাল ইজারার মাধ্যমে প্রাপ্ত সকল অর্থ সরকারের নির্ধারিত কোর্ডে জমা প্রদান করিতে হইবে।
- (১১) জেলা কমিটি বালুর পরিমাণ, বাজারদর, খনন ব্যয় ইত্যাদির ভিত্তিতে ইজারা মূল্য নির্ধারণ করিবে অথবা জেলা কমিটি পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বৎসরের ইজারা মূল্যের গড়ের ১০ শতাংশ উপর্যহারে ইজারা মূল্য নির্ধারণ করিবে।

১৩। ইজারা বাতিল ও আপীল

- (১) যদি ইজারাগ্রহীতা কার্যাদেশে উল্লিখিত অর্থ জমা প্রদান করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে জেলা প্রশাসক ইজারা বাতিল করিতে পারিবে সেই সঙ্গে জামানতকৃত অর্থের ২৫ শতাংশ বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে।
- (২) যদি ইজারাদার ইজারা চুক্তির কোন বিধান ভঙ্গ করেন, এবং যদি ইহা গুরুতর প্রকৃতির হয় তাহা হইলে জেলা প্রশাসক ৩ (তিন) কার্য দিবসের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হইয়া লিখিত জবাব দাখিলের নির্দেশ দিতে পারিবেন, এবং জবাব সন্তোষজনক না হইলে বা নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও হাজির না হইলে তিনি ইজারা চুক্তি বাতিলসহ তাহার বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।
- (৩) যদি ইজারাদার জেলা প্রশাসকের আদেশে সন্তুষ্ট না হয়, তাহা হইলে তিনি আদেশের ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনার বরাবর আপীল দায়ের করিতে পারিবেন এবং তিনি অবশ্যই জেলা প্রশাসককে আপীল সম্পর্কে অবহিত করিবেন।
- (৪) জেলা প্রশাসক ইজারা সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত করিবেন।
- (৫) বিভাগীয় কমিশনার আপীল শুনানীকালে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বা তাহার প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকিবার জন্য নোটিশ প্রদান করিবেন। তিনি সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে আপীল নিষ্পত্তি করিবেন এবং তাহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪। পরিবেশগত বিবেচনা

- (১) ট্রাক শুধু নির্ধারিত বালু খনন স্থানে প্রবেশের রাস্তা ব্যবহার করিবে।
- (২) ইহা বালু খনন এলাকা এবং গভীরতা যেটিতে খনন সম্পন্ন করা হইবে নির্ধারণ করিবে।
- (৩) পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র (ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট) আবশ্যিক।

১৫। মাটি ও বালি খননের জন্যে নির্ধারিত সময়:

- (১) গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যা ৭টা হইতে ভোর ৬টা পর্যন্ত বালু খনন করিতে হইবে।
- (২) শীতকালে সন্ধ্যা ৬টা হইতে ভোর ৫টা পর্যন্ত বালু খনন করিতে হইবে।

গবেষণা দল

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত (প্রধান গবেষক)
বিচারপতি কাজী এবাদুল হক
এ. কে. এম. জহির আহমেদ
অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ
ড. এ. কে. এম. হেলাল-উজ-জামান
টি. আই. এম. নুরন নবী চৌধুরী
এ্যাডভোকেট কাওসার আহমেদ
অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত
আসমার ওসমান

গবেষণা সহযোগীবৃন্দ

এ্যাডভোকেট অলিউল ইসলাম
এ্যাডভোকেট আফরিন আহমেদ
এ্যাডভোকেট জহিরুল আলম
এ্যাডভোকেট ধীমান চন্দ্র মন্ডল
এ্যাডভোকেট ফারহানা খান
এ্যাডভোকেট ফারিহা তাবাসসুম সিমু
এ্যাডভোকেট মুজিবুল হক পাভেল
এ্যাডভোকেট মেরিনা সুলতানা
এ্যাডভোকেট শারমিন সুলতানা
এ্যাডভোকেট শেখ সাদী রহমান

চরের জমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন



Human Development Research Centre

humane development through research and action

www.hdrc-bd.com

সহযোগিতায়

মানুষের জন্য

manusher jonno

promoting human rights and good governance

ঢাকা, জুলাই ২০১৬

সূচিপত্র

শ্রেক্ষাপট	১
চরের জমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন	৩
চরের জমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত প্রস্তাবিত নীতিমালা	৪
১। ভূমিকা	৪
২। সংজ্ঞা	৪
৩। প্রবর্তন	৫
৪। চরের জমি চিহ্নিতকরণ	৫
৫। কমিটির গঠনপ্রণালী	৫
৬। দরখাস্ত দাখিল এবং বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া	৯
৭। আপীল প্রক্রিয়া	১১
৮। আইনের প্রাধান্য	১১
৯। বিবিধ	১১

প্রেক্ষাপট

ভূমি সম্পদের জনক। বাংলাদেশের মানুষ ও অর্থনীতির বড় অংশ ভূমিনির্ভর। এদেশের উন্নয়নে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি অবিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতার অধিকারী; কর্মসংস্থান, খাদ্য, বাসস্থান ও আর্থিক নির্ভরতার এক বড় সহায়ক। ভূমির উপর অধিকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার পরিমাপক; ক্ষমতাকাঠামোর ভিত্তি ও জীবনযাত্রার অবস্থা নির্ণয়ের অন্যতম প্রধান সূচক। ভূমির উপযোগমূল্য যথেষ্ট, এর বাজারমূল্য ক্রমাগত বাড়ে। ভূমির কোন অবচয় নেই। ভূমির অধিকার আন্তঃপ্রজন্মগত বংশপরম্পরায় ভোগ্য।

প্রায় ১৬ কোটি মানুষের আমাদের এই দেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার। দেশের মোট ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ একর ভূমির ৬০ শতাংশ কৃষি জমি। প্রতিদিন কমছে দেশের আবাদী ভূমির পরিমাণ। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের সাথে ভূমিহীনতার সম্পর্ক নিবিড়। অথচ, এদেশের প্রায় ৫৯ শতাংশ খানা ভূমিহীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে—বিশেষ করে, কৃষির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর—ভূমিহীনতাই তাদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

ভূমির পরিমাণ সীমিত। জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়লেও ভূমির পরিমাণ বাড়ছে না—বাড়ছে ভূমির অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতা। সহিংসতা, ফটকা-ব্যবসা, দুর্নীতি, জবরদখল, প্রতারণা, ও প্রবঞ্চনার ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়তই—বাড়ছে ভূমিহীনের সংখ্যা, বলপূর্বক অভিবাসন, বৈষম্য ও দারিদ্র্য।

দেশে প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে ভূমি নিয়ে বিরোধ, দশকের পর দশক ধরে ভূমি-সংক্রান্ত চলমান আইনি জটিলতাগুলো চরম আকার ধারণ করেছে। এতে সর্বস্বান্ত হচ্ছে অনেক মানুষ, বাড়ছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। অন্যদিকে ভূমি প্রশাসনের অদক্ষতা, ভূমি রেজিস্ট্রেশন এবং ভূমি জরিপ কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা, নামজারীর ক্ষেত্রে জটিলতা, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ভূমি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল, খাস জমি বিতরণে অনিয়ম, জলমহাল, বালুমহাল ও চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অনিয়ম ও প্রায়োগিক সমস্যা ইত্যাদি দেশের অধিকাংশ মানুষকে ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

ভূমির অধিকার নিয়ে বিরোধ, শোষণ, দুর্নীতি, প্রতারণা ও দরিদ্র মানুষের সীমাহীন দুর্গতির পিছনে সূক্ষ্ম আইনি বিষয় ও জটিলতা বহুলাংশে দায়ী। বাংলাদেশে ভূমি সংশ্লিষ্ট আইনগুলো সেকেলে। অনেক আইন দরিদ্র-বান্ধব নয়; প্রান্তিক মানুষ ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনগুলো যথাযথও নয়। এমনকি কোনো কোনো আইন একে অন্যের সাথে সাংঘর্ষিক। বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগও নেই। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিতামূলক যে আইনি-কাঠামো প্রয়োজন তার অনুপস্থিতিও ব্যাপক। খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন; সর্বোপরি, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি প্রচলিত আইনগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে আনীত আইনের সংশোধনীগুলোও কাজিত লক্ষ্য পূরণ করেনি; এমনকি, অতি সাম্প্রতিক সংশোধনীগুলোও প্রায়োগিক দিক থেকে দরিদ্রবান্ধব এবং জনকল্যাণমুখী হয়ে উঠতে পারেনি। এটি সহজেই বোধগম্য যে, বর্তমানে প্রচলিত ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জটিল এবং অগোছালো অবস্থায় রয়েছে। আরো হতাশার ব্যাপার, প্রচলিত আইনগুলোর অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, দরিদ্রবান্ধব-নীতির অনুপস্থিতি এবং প্রায়োগিক সমস্যা অসংখ্য ভূমি বিরোধ ও ভূমি মামলার জন্ম দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব জটিলতার সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালীরাই শেষ পর্যন্ত ভূমির দখল নিয়ে নেয় আর দরিদ্র, প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো ভূমির অধিকার হারায়। তাই, ভূমি বিষয়ে সবগুলো আইনকে অধিকার-ভিত্তিক ও সুসমঞ্জস একটি কাঠামোর মধ্যে এনে প্রয়োজনীয় সংস্কার নিশ্চিত করতে না পারলে দরিদ্র, প্রান্তিক ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা কখনো সম্ভব নয়। কাজেই, সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে তথ্য-নির্ভর গবেষণার মাধ্যমে আইনি বিষয়গুলো এমনভাবে পুনঃনির্ধারণ করা উচিত যাতে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নে ‘বাদ পড়া’ জনগোষ্ঠীকে ‘অন্তর্ভুক্ত’ করা সম্ভব হয়।

এই সব বাস্তবতার অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’-এর সহযোগিতায় গবেষণা সংস্থা ‘হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)’ এ-বিষয়ে একটি নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করেছে। “বাংলাদেশের ভূমি আইন: একটি অধিকার-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও প্রস্তাবিত পরিবর্তন” শীর্ষক এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে প্রচলিত ভূমি আইনগুলোর কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ নতুন আইন প্রস্তাব করা। বাংলাদেশে প্রচলিত সব ভূমি আইন এবং ভূমি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র বিশ্লেষণ, দরিদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন ও নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমি আইনে বিদ্যমান অব্যবস্থাপনা, অপশাসন, শোষণ-বঞ্চনামূলক প্রক্রিয়া ও কার্যবিধি সংক্রান্ত আইনি দিকগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে। শুধু আইনি পর্যালোচনা নয়, বরং ভূমি আইনের নানান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণায়। অধিকারভিত্তিক, প্রান্তিক ও দরিদ্র-বান্ধব এবং জেডার সংবেদনশীল এই গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন—প্রায় ২,৫০০ পৃষ্ঠার—ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবার সুবিধার্থে ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো পৃথক পৃথক খন্ডে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি খন্ড প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ এবং সুপারিশসহ (প্রস্তাবিত আইন বা সংশোধনীসহ) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণাভিত্তিক প্রকাশনা।

ইংরেজি ভাষায় রচিত সেই গবেষণাকর্মের প্রাসঙ্গিক আইনী টেক্সটসমূহ (ইংরেজিতে রচিত বিদ্যমান আইনসমূহসহ) বাংলায় অনুবাদ করে একটি পৃথক প্রকাশনা করা হয়েছে। আলাদা আলাদা ২০টি খন্ডে অনূদিত এই প্রকাশনার বিষয়-ভিত্তিক প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনীসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপ:

১. পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
২. অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৩. ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৪. কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৫. বালুমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৬. চরের জমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৭. চিংড়িমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৮. দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৯. আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কিত আইন (বন আইনসহ): প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১০. জলমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১১. অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১২. পাথরমহাল সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৩. ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১৪. ভূমি রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৫. ভূমি জরিপ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৬. চা বাগানের ভূমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৭. ট্রাস্ট সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৮. ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৯. অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
২০. ওয়াক্ফ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী

এই গবেষণাপত্রটি উক্ত ২০ খন্ডের একটি।

চরের জমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন

২০১১ সালের আদমশুমারীর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০১৫ জন লোক বাস করে। জনসংখ্যার তুলনায় ভূমির পরিমাণ খুবই অপ্রতুল। জনবহুল এ দেশের ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের মধ্যে ছোট-বড় প্রায় ৩১০টি নদী রয়েছে। নদী বিধৌত এদেশের বিশাল এলাকা প্রতিনিয়তই সিকত্তি ও পয়োস্তি প্রক্রিয়ার শিকার। ফলে একদিকে ব্যাপকহারে নদী ভাঙ্গন হয় অন্যদিকে নতুন নতুন চরের সৃষ্টি হয়। নদীমাতৃক বাংলাদেশের মোট আয়তনের ১.২% চর এলাকা, যার আয়তন প্রায় ১,৭২৩ বর্গকিলোমিটার। দেশের প্রায় ৩২টি জেলার শতাধিক উপজেলার অংশবিশেষ চরাঞ্চল। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৫%, অর্থাৎ প্রায় ৭৫ লক্ষ মানুষ চরাঞ্চলে বসবাস করে; যাদের মধ্যে ৮০%-ই দরিদ্র।

বর্তমান বাংলাদেশে চরের জমি বিষয়ক প্রচলিত আইন হল ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাস্বত্ব আইনের ধারা ৮৬ এবং ধারা ৮৭। অন্যান্য শ্রেণীর খাসজমির জন্য পৃথক নীতিমালা থাকলেও চরের জমি সংক্রান্ত কোন আলাদা নীতিমালা নেই। বিলীন হওয়া ভূমি পুনরায় মূল মালিকের নিকট ন্যস্ত হওয়ার জন্য ৩০ (ত্রিশ) বছরের মধ্যে জেগে উঠার যে সময় নির্ধারণ করা আছে তা অত্যন্ত দীর্ঘ। এই সময়ের মধ্যে ভূমি হারানো ব্যক্তির কোথাও পুনর্বাসনের কোন বিধান প্রচলিত আইনে রাখা হয়নি। নতুন জেগে ওঠা চরের দখল নিয়ে তা জনগণকে নোটিশের মাধ্যমে জানানোর বিধান থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জেলা প্রশাসন তা পালন করে না। নতুন জেগে ওঠা চরের জমি সরেজমিন পরিদর্শন করে (দিয়ারা) জরিপ করার বিধান রয়েছে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাস্তবে তা করা হয় না। চরের জমি বিতরণের ক্ষেত্রে ভূমিহীন পরিবার, বিধবা এবং স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের প্রাধান্য দেয়ার বিষয়ে প্রচলিত আইনে সুস্পষ্ট বিধান অনুপস্থিত।

এ পরিপ্রেক্ষিতে, সংবিধান এবং অন্যান্য প্রচলিত আইনের সাথে অসামঞ্জস্যতা, আইনের দ্ব্যর্থবোধকতা, প্রায়োগিক সমস্যা এবং দরিদ্রবান্ধব নীতির অনুপস্থিতির বিষয় বিবেচনায় রেখে চরের জমি সংক্রান্ত প্রচলিত আইনসমূহ পর্যালোচনা করে একটি পৃথক নীতিমালা প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত নীতিতে ভূমি জরিপ অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দিয়ারা জরিপ পরিচালনার বিধান রাখা হয়েছে। চরের জমি বন্দোবস্ত এবং ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় পর্যায়ে এবং জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে যেখানে নারী, ভূমিহীন কৃষক, এবং স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে। বন্দোবস্ত প্রদানের সময় ভূমিহীন পরিবার, বিধবা এবং স্বামী পরিত্যক্তা নারীকে প্রাধান্য দেয়ার কথা নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত ভূমি হস্তান্তরের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ভুলক্রমে কারো জমি চরের জমি হিসেবে খাসজমির তালিকায় রেকর্ড হয়ে গেলে সে বিষয়ে আপত্তি দায়েরের বিধান প্রস্তাবিত নীতিতে রাখা হয়েছে। বিলীন হওয়া ভূমি পুনরায় মূল মালিকের নিকট ন্যস্ত হওয়ার জন্য ৩০ (ত্রিশ) বছরের মধ্যে জেগে উঠার যে সময় নির্ধারণ করা আছে তার সংশোধন প্রস্তাব করে ২০ (বিশ) বছর করা হয়েছে এবং এই সময়ের মধ্যে ভূমি হারানো পরিবারগুলো “আদর্শ গ্রাম” প্রতিষ্ঠা করে সেখানে পুনর্বাসনের বিধান প্রস্তাবিত নীতিতে রাখা হয়েছে।

১ সিকত্তি শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো ভাঙ্গা। যদি কোনো জমি/ভূমি ভেঙ্গে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় তবে তাকে সিকত্তি বলে।

২ পয়োস্তি শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো সংযুক্ত বা একত্রীভূত হওয়া যাকে আইনী ভাষায় পয়োস্তি বলে। কোনো জমি সাগর বা নদীর গতিপথের পরিবর্তনের কারণে কিংবা নদীর পানি সরে যাওয়ার ফলে জেগে উঠলে অথবা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া জমি পুনরায় ভেসে উঠলে তাকে পয়োস্তি বলা হয়।

চরের জমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত প্রস্তাবিত নীতিমালা

১। ভূমিকা

বাংলাদেশ প্রধানত নদী বাহিত চর এবং বদ্বীপ সমভূমি। এসব নদ-নদী প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ টন পলিমাটি এবং কাদা বহন করে নিয়ে যায়। নদী বাহিত পলি এবং কাদা বহন করে নিয়ে যায়। নদী বাহিত পলি এবং কাদা আঁকাবাকা চলার পথে নদী গর্ভে জমাট বেধে নদীর মোহনায় বা সঙ্গমস্থলে নতুন চরের সৃষ্টি করে অথবা অবস্থিত ভূমির আয়তন বৃদ্ধি করে। দেশের মোট ভূমির শতকরা ১.২ ভাগ চরের জমি। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫ শতাংশ চরে বসবাস করে।

নদী ভাঙ্গনকে নদী তীরের মানুষের স্বাভাবিক নিয়তির অংশ মনে করা হয়। মাঝে মাঝে ইহা বারংবার ঘটে থাকে এবং ভয়ানক আকার ধারণ করে। প্রত্যেক বৎসর প্রায় দশ লক্ষ লোক ভাঙ্গনের কবলে পড়ে। যদি তাদের পুনর্বাসন করা না হয়, তাহলে এটা স্পষ্ট যে তারা পয়োস্তির (Alluvion) মাধ্যমে জমি ফেরত পাওয়ার প্রত্যাশায় নদীর তীরে বসবাস করতে বাধ্য হবে। খাদ্য, আশ্রয় এবং কর্মসংস্থান ব্যতীত বছরের পর বছর চরে বসবাস করা সম্ভবপর নয়। এ ধরনের অনিশ্চয়তার দরুন বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য এবং আশ্রয়ের খোঁজে অভিবাসনের উদ্ভব ঘটে।

ভূমি হলো উৎপাদনের মূল চাবিকাঠি এবং প্রভাবশালী হওয়ার অন্যতম উৎস। কিন্তু বর্তমানে এটার পরিমাণ অপ্রতুল। অধিকাংশ ভূমি অস্থিতিশীলতার মধ্যে রয়েছে যা জনজীবনকে আরো জটিল করে তুলছে। এর মূলে রয়েছে প্রতি বছর নদী বিধৌত এলাকায় সংঘটিত সিকস্তি এবং পয়োস্তি।

উল্লেখ্য যে, বর্ষা মৌসুমে নদী প্রচুর পলি নিয়ে আসে বলে চরের জমি কৃষি কাজের জন্য অত্যন্ত উর্বর। এ ধরনের জমি যদি সতর্কতার সাথে জরিপ করে ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা যায় তাহলে ভূমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এটা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক হবে। স্বচ্ছতা এবং অধিকারভিত্তিক চরের জমি ব্যবস্থাপনা-নীতির অভাব এবং প্রচলিত আইনে যথাযথ বিধান না থাকা চরের জমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে স্বচ্ছতার অভাব এবং সংশ্লিষ্ট ভূমি কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে।

বাস্তব সম্মত এবং স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ায় চরের জমি বিতরণ করলে তা ভূমিহীন দরিদ্রদের সম্পত্তির অধিকার রক্ষায় সহায়ক হবে। প্রতি বছর চর এলাকার জমি বন্দোবস্ত, চাষাবাদ এবং ফসল সংগ্রহ নিয়ে অনেক বিরোধের জন্ম হয়। প্রায়ই দেখা যায়, গরীব ভূমিহীন কৃষক ফসল ফলায় আর তা সংগ্রহ করে নিয়ে যায় স্থানীয় ভূমি দস্যু এবং প্রভাবশালীরা। এটাই আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভোগান্তির কারণ। ভূমি দখল নিয়ে দ্বন্দ্ব কলহের সৃষ্টি হয় এবং সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। চরের জমির যথাযথ ব্যবস্থাপনা চর এলাকার শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলমান ভূমি-বিরোধ ও নৈরাজ্যের অবসান ঘটবে। সেই সাথে দরিদ্র এবং ভূমিহীনদের সম্পত্তির অধিকার রক্ষা পাবে, চর এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে এবং পুরো প্রক্রিয়ার ভূমিহীন কৃষকদের অংশগ্রহণের ফলে স্বচ্ছতা এবং দক্ষতার সৃষ্টি হবে। এছাড়াও নিশ্চিতভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং দরিদ্রবান্ধব ও প্রান্তিক জনগণের জন্য সহায়ক চরের জমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হবে।

২। সংজ্ঞা

(ক) চরের জমি

১৯২০ সালের এ্যালুভিয়াল ল্যান্ডস অ্যাক্ট-এ চরের জমির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এটাতে বলা হয়েছে যে: চরের জমি বলতে এমন জমিকে বুঝাবে যা ১৮২৫ সালের বেঙ্গল এ্যালুভিয়ান অ্যান্ড ডিলুভিয়ান রেগুলেশন, ১৮৪৭ সালের বেঙ্গল

এ্যালুভিয়ন এ্যান্ড ডিলুভিয়ন এ্যাক্ট অথবা ১৮৬৮ সালের বেঙ্গল এ্যালুভিয়ন (এমেডমেন্ট) এ্যাক্ট-এ বর্ণিত উপায়ে সাগর অথবা নদীতে জেগে উঠেছে এবং ইহা “Reformation In Situ” (স্থানে পয়স্টি) মতবাদকেও অন্তর্ভুক্ত করবে।

(খ) পয়স্টি

পয়স্টি ভূমি বলতে কোন জলরাশির তীরে ক্রমশ পলিমাটি জমে অথবা পানির স্তর কমে গিয়ে যে ভূমির সৃষ্টি হয় তাকে বুঝায়। এ ধরনের ভূমি চর হিসেবে বেশি পরিচিত। ১৯৫০ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৭ ধারায় এ সম্পর্কিত বিধান রয়েছে।

(গ) সিকস্টি

সিকস্টি বলতে কোন ভূমি ক্রমশ এবং ব্যাপকহারে নদী বা সাগর গর্ভে হারিয়ে যাওয়াকে বুঝায়। এ প্রক্রিয়া পয়স্টি প্রক্রিয়ার ঠিক বিপরীত। ১৯৫০ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ধারায় এ সম্পর্কিত বিধান রয়েছে।

(ঘ) ভূমিহীন কৃষক

ভূমিহীন কৃষক তারা যাদের কোন বসতবাড়ি এবং কৃষি জমি নেই কিন্তু যারা কৃষির উপর নির্ভরশীল।

(ঙ) নদী ভাঙ্গন কবলিত পরিবার

নদী ভাঙ্গন বলতে নদীর পানির ধাক্কায় তীরের মাটি ক্রমশ পানিতে তলিয়ে যাওয়াকে বুঝায়। এ ধরনের ভাঙ্গনের ফলে জমি হারিয়ে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদেরকে নদী ভাঙ্গন কবলিত পরিবার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

৩। প্রবর্তন

(ক) সরকারি গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে এ নীতিমালা কার্যকর করা হবে।

(খ) চরের জমি সংক্রান্ত ইতঃপূর্বে জারীকৃত সকল আদেশ, প্রজ্ঞাপন, স্মারক অথবা নীতিমালা এ নীতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে রহিত হবে। এ নীতি কার্যকর হওয়ার পূর্বে প্রদানকৃত চরের জমি সম্পর্কিত সকল বন্দোবস্ত বহাল থাকবে এবং চলমান প্রক্রিয়াসমূহ সে অনুসারে সম্পন্ন করা হবে।

৪। চরের জমি চিহ্নিতকরণ

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর স্থানীয় জেলা প্রশাসন ও অন্যান্য রাজস্ব কর্মকর্তাদের সহায়তায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নদী বা সাগরে নবগঠিত চরের দিয়ারা জরিপ করবেন। দিয়ারা জরিপ করার সময় কর্মকর্তারা অস্থায়ী চরের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করবে।

অধস্তন অফিসসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সহায়তায় উপ-কমিশনার চরের জমির রেকর্ড হালনাগাদ করবেন এবং বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য চরের জমির তালিকা তৈরি করবেন।

৫। কমিটির গঠনপ্রণালী।

চরের জমি সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণ, বন্টন এবং ভূমিহীনদের মঝে বন্দোবস্ত প্রদান এবং পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য চরের জমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হবে যা নিম্নলিখিত প্রতিনিধি এবং কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত হবে-

(ক) চরের জমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি

(১) চেয়ারম্যান

মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়

(২) ভাইস-চেয়ারম্যান

প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়

(৩-১০) সদস্যগণ

দেশের সাতটি বিভাগীয় আসন থেকে জাতীয় সংসদের ৭ (সাত) জন সদস্য যাদের মধ্যে অন্তত ৩ (তিন) জন হবেন বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য (জাতীয় সংসদের স্পীকারের সাথে পরামর্শক্রমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কর্তৃক এসব সদস্য মনোনীত হবেন)।

(১১) জাতীয় সংসদের একজন মহিলা সদস্য (যিনি জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত হবেন)।

(১২) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়

(১৩) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

(১৪) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

(১৫) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(১৬) সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১৭) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

(১৮) সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়

(১৯) চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড

(২০) চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড

(২১) মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

(২২-২৮) বিভাগীয় কমিশনারগণ

(২৯) এনজিও প্রতিনিধি (যিনি ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত হবেন)

(৩০-৩১) ভূমিহীন কৃষকদের সংগঠনসমূহ থেকে ২ (দুই) জন প্রতিনিধি (যারা প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শক্রমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত হবে)।

সদস্য-সচিব

(৩২) যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়

জাতীয় কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

- (১) চরের জমির দিয়ারা জরিপ কার্যক্রম মনিটর করা এবং এ নীতির যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা;
- (২) চরের জমি চিহ্নিতকরণ এবং উদ্ধার কার্যক্রম মূল্যায়ন করা;
- (৩) চরের জমি বণ্টন এবং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে চরের জমি উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;
- (৪) চরের জমি বণ্টন এবং ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের ক্রমোন্নতি মূল্যায়ন;
- (৫) চরের জমি বণ্টন এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে সিদ্ধান্ত প্রদান; এবং
- (৬) প্রতি চার মাসে অন্তত একবার বৈঠকে বসা।
- (৭) চেয়ারম্যানসহ দশ (১০) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে।

(খ) চরের জমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত জেলা কমিটি:

চেয়ারম্যান

(১) চেয়ারম্যান/প্রশাসন, জেলা পরিষদ

ভাইস-চেয়ারম্যান

(২) জেলা প্রশাসক

সদস্যগণ

(৩) আঞ্চলিক সেটেলমেন্ট অফিসার

(৪) পুলিশ সুপার

(৫) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)

(৬) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

(৭) জাতীয় মহিলা পরিষদের একজন প্রতিনিধি

(৮) ভূমিহীন কৃষকদের সংগঠনসমূহ থেকে একজন প্রতিনিধি (যিনি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে পরামর্শক্রমে জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত হবেন।

(৯-১০) নদী ভাঙ্গনে ভুক্তভোগীদের থেকে ২ (দুই) জন প্রতিনিধি যারা জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত হবেন।

(১১) ভূমি নিয়ে কাজ করে এমন কোন এনজিও থেকে একজন প্রতিনিধি যিনি জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত হবেন।

(১২) মুক্তিযোদ্ধাদের একজন প্রতিনিধি যদি জেলা প্রশাসকের তথ্য অনুযায়ী থাকে, যিনি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত হবেন।

সদস্য-সচিব

(১৪) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর

ভূমি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সংসদ সদস্য জেলা কমিটির উপদেষ্টা হবেন। জেলা কমিটি প্রয়োজনবোধে কোন উপজেলা চেয়ারম্যানকে কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

জেলা কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

(১) জেলার সংশ্লিষ্টদের নিকট চরের জমি বণ্টন সংক্রান্ত বিধিমালা/নীতির প্রচার;

(২) চর এলাকার দ্বারা জরিপ পরিচালনা এবং ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে যে সকল বাধা রয়েছে তা দূরীকরণে পরামর্শ প্রদান;

(৩) উপজেলা কমিটি কর্তৃক প্রেরিত বন্দোবস্তের প্রস্তাব অনুমোদন;

(৪) উপজেলা কমিটির কার্যক্রম বিশ্লেষণ এবং তদারকি;

(৫) চরের জমি বণ্টন প্রক্রিয়ার অনিয়ম দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৬) প্রতি ২ (দুই) মাসে অন্তত একবার বৈঠকে বসা এবং ভূমি মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে রিপোর্ট প্রদান; এবং

(৭) চেয়ারম্যানসহ ৫ (পাঁচ) জনের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হবে।

(গ) চরের জমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি:

চেয়ারম্যান

(১) চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ

ভাইস-চেয়ারম্যান

(২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও)

সদস্যগণ

- (৩) মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
- (৪) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা
- (৫) উপজেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা
- (৬) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
- (৭) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
- (৮) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা
- (৯) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ)
- (১০) নদী ভাঙ্গনে ভুক্তভোগীদের থেকে প্রতিনিধি (উপজেলা চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত হবেন)
- (১১) ভূমিহীন কৃষকদের সংগঠনসমূহ থেকে প্রতিনিধি (উপজেলা চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত হবেন)
- (১২) ভূমিহীন/নদী ভাঙ্গনের শিকার/চর এলাকার মানুষ নিয়ে কাজ করে কোন এনজিও থেকে একজন হবেন)
- (১৩) একজন সমাজকর্মী (যিনি উপজেলা চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত হবেন)

সদস্য-সচিব

- (১৪) সহকারী কমিশনার (ভূমি)
- (১৫) সংশ্লিষ্ট এলাকার একজন সংসদ সদস্য উপজেলা কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন।

উপজেলা কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

উপজেলা কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে-

- (ক) চরের জমি তথা জেগে উঠা জমির দিয়ারা জরিপ দ্রুত পরিচালনার নিমিত্তে পরামর্শ প্রদান করা;
 - (খ) বন্দোবস্তের জন্য চরের জমি চিহ্নিত এবং বেদখল থেকে উদ্ধার করা;
 - (গ) বন্দোবস্তযোগ্য চরের জমি বন্দোবস্ত প্রদান করার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
 - (ঘ) চরের জমি চিহ্নিত করার জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালানো;
 - (ঙ) চরের জমি বন্দোবস্তের জন্য সমগ্র দেশব্যাপী প্রচারণা চালানো;
 - (চ) স্থানীয় এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা;
 - (ছ) দাখিল করা দরখাস্ত যাচাই বাছাই করে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করা;
 - (জ) বাছাইকৃত দরখাস্তকারীদের অনুকূলে প্লট বরাদ্দ সুপারিশ করা;
 - (ঝ) বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ব্যক্তির দখল অর্পণ নিশ্চিত করা;
 - (ঞ) অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে চরের জমি উদ্ধার করা;
 - (ট) চরের জমি বন্দোবস্তসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসককে সুপারিশ প্রদান করা;
 - (ঠ) বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ বন্দোবস্তের শর্ত যথাযথভাবে পালন করছে কি না তা দেখভাল করা;
 - (ড) প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্তত একবার বৈঠকে বসা এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত বৈঠক আহ্বান করা;
 - (ঢ) চেয়ারম্যানসহ ৭ (সাত) জনের উপস্থিতিতে কোরাম নিশ্চিত করা।
- (ঘ) চরের জমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্তসংক্রান্ত ইউনিয়ন কমিটি:

চেয়ারম্যান

- (১) চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ

সদস্যবৃন্দ

- (২) সহকারী ভূমি অফিসার, ইউনিয়ন ভূমি অফিস

- (৩) একজন স্কুল শিক্ষক (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)
- (৪) একজন মহিলা ওয়ার্ড সদস্য (ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত)

সদস্য-সচিব

- (৫) ইউনিয়ন পরিষদের সচিব

ইউনিয়ন কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

ইউনিয়ন কমিটির নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পাদন করবে-

- (ক) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ভূমিহীন এবং নদী ভাঙ্গন কবলিত ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুত এবং হালনাগাদকরণ;
- (খ) চরের জমি বন্দোবস্ত প্রদান করার জন্য দরখাস্ত আহ্বান করার ক্ষেত্রে উপজেলা কমিটিকে সহায়তা করা;
- (গ) ভূমিহীন এবং নদী ভাঙ্গন কবলিত ব্যক্তিদের তালিকা উপজেলা কমিটির কাছে দাখিল করা;
- (ঘ) চরের জমি বন্দোবস্ত প্রদান এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন এবং উপজেলা কমিটি, জেলা কমিটি অথবা জাতীয় কমিটি প্রদত্ত যাবতীয় নির্দেশামালা অনুসরণ করা;
- (ঙ) প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্তত একবার বৈঠকে বসা এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত বৈঠক আহ্বান করা;
- (চ) চেয়ারম্যানসহ ৩ (তিন) জনের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হবে।

৬। দরখাস্ত দাখিল এবং বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া

- (ক) জেলা পর্যায়ে চরের জমি চিহ্নিতকরণ, উদ্ধার, বণ্টন, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর তথ্য ব্যাংক থাকবে যা নিয়মিত হালনাগাদ করা হবে;
- (খ) চরের জমির তালিকা প্রকাশের ১ (এক) মাসের মধ্যে উপজেলা কমিটি আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করবে;
- (গ) নদী ভাঙ্গন কবলিত ভূমিহীন পরিবার বিশেষ করে যাদের কোন প্রকারের কোন ভূমি নাই; অথবা সেসব পরিবার যাদের কোন কৃষি জমি বা বসতবাড়ি নাই কিন্তু কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে; অথবা সেসব পরিবার যাদের সর্বোচ্চ ১০ (দশ) শতক পর্যন্ত ভূমি আছে কেবল তারাই চরের জমি বন্দোবস্তপ্রাপ্তির জন্য দরখাস্ত করতে পারবে।
- (ঘ) ভূমিহীন ব্যক্তির নির্দেশিত ফর্মে উপজেলা কমিটির সদস্য সচিব, সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর অফিস, ইউনিয়ন ভূমি অফিস (তহসিলদার) অথবা ইউনিয়ন পরিষদে দরখাস্ত করতে পারবে।
- (ঙ) দফা (ঘ)-তে উল্লিখিত যে কোন অফিসে দরখাস্ত দাখিল করার পর দরখাস্তকারীকে দরখাস্তের প্রমাণস্বরূপ একটি রশিদ দেয়া হবে এবং দরখাস্তটি ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে পাঠানো হবে। উল্লেখ্য থাকে যে, দরখাস্তকারী তার পরিচয় এবং ঠিকানা প্রমাণের জন্য দরখাস্তের সাথে তার জাতীয় পরিচয়পত্রের একটি ফটোকপি দাখিল করবে।
- (চ) সদস্য সচিব ইউনিয়নে ভিত্তিতে দরখাস্তগুলো যাচাই-বাছাই করে বৈধ দরখাস্তকারীদের একটি তালিকা প্রকাশ করবে এবং সেই সাথে সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক বাতিল দরখাস্তগুলো (যদি থাকে) আরেকটি তালিকা প্রকাশ করবে।
- (ছ) উপজেলা কমিটি দরখাস্ত যাচাই-বাছাইয়ের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে বৈঠকে করবে। দরখাস্ত যাচাই-বাছাইয়ের সময় কমিটি প্রয়োজনবোধে দরখাস্তকারীকে সশরীরে উপস্থিত থাকতে বলবে। প্রাথমিক বাছাইয়ের পর বাছাই চূড়ান্ত করার জন্য কমিটি সরেজমিন পরিদর্শন করবে।

- (জ) উপজেলা কমিটির সদস্য সচিব এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বন্দোবস্তের একটি কেইস রেকর্ড চালু করবে এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে প্রস্তাব পেশ করবে। প্রস্তাবটি গ্রহণ করার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তা জেলা প্রশাসকের কাছে প্রেরণ করবেন।
- (ঝ) জেলা প্রশাসক প্রস্তাবসহ কেইস রেকর্ড (Case Record) প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তা জেলা কমিটির কাছে দাখিল করবেন এবং জেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর তা সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর কাছে অনুমোদন প্রাপ্তির একটি অনুলিপিসহ প্রেরণ করবেন।
- (ঞ) প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ১ (এক) টাকার বিনিময়ে বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুকূলে একটি কবুলিয়ত সম্পাদন ও খতিয়ান চালু করবেন এবং সেই সাথে রেজিস্ট্রেশন ও দখল অর্পণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কবুলিয়তে অন্যান্য শর্তের সাথে এরূপ শর্ত আরোপ করা হবে যে, এ দলিল সম্পাদনের তারিখ থেকে আগামী ১৫ (পনের) বছর পর্যন্ত বন্দোবস্তকৃত ভূমি হস্তান্তর করা যাবে না। এ শর্ত ভঙ্গ করলে কবুলিয়ত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং বন্দোবস্তকৃত ভূমির মালিকানা খাসজমি হিসেবে সরকারের উপর ন্যস্ত হবে।
- (ট) যদি বন্দোবস্তপ্রাপ্ত দলিল সম্পাদনের তারিখ থেকে ১৫ (পনের) বৎসরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে তাহলে উক্ত ভূমি খাসজমি হিসেবে সরকারের কাছে ন্যস্ত হবে এবং ভূমি নতুন করে বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ অগ্রাধিকার পাবে। কিন্তু যদি বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ব্যক্তি দলিল সম্পাদনের তারিখ থেকে ১৫ (পনের) বৎসর পর মৃত্যুবরণ করে তাহলে উক্ত ভূমি উত্তরাধিকার আইনের বিধান অনুসারে তার উত্তরাধিকারীগণের কাছে ন্যস্ত হবে।
- (ঠ) যে কোন মৌজার চরের কৃষি জমি বিতরণ করার ক্ষেত্রে উক্ত মৌজার দরখাস্তকারীদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
- (ড) যদি কোন মৌজার চরের জমি উক্ত মৌজার দরখাস্তকারীদের মধ্যে বিতরণ করার পর কতিপয় ভূমি অবশিষ্ট থাকে তাহলে উক্ত ভূমি পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের দরখাস্তকারীদের মধ্যে এবং পরবর্তীকালে পার্শ্ববর্তী উপজেলার দরখাস্তকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।
- (ঢ) সংশ্লিষ্ট উপজেলার হাট-বাজারের দিন জনাকীর্ণ স্থানে মাইকিং করে ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা করা হবে।
- (ণ) জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং প্রচারপত্র, পোস্টার, পুস্তিকা ইত্যাদি বিতরণের মাধ্যমে জনসচেতনমূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- (ত) যে কোন পরিবারকে সর্বোচ্চ ১.০ (এক) একর পর্যন্ত ভূমি বরাদ্দ দেয়া হবে তবে পরিবারের আকার এবং ভূমির পর্যাণ্ডতা বিবেচনা করে তা ১.৫ (এক দশমিক পাঁচ) একর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হতে পারে।
- (থ) স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নাম ব্যতিরেকে কোন যৌথ পরিবারের একাধিক সদস্যের নামে ভূমি বন্দোবস্ত দেয়া হবে না।
- (দ) এ ধরনের বাছাই প্রক্রিয়ায় নদী ভাঙ্গন বা সিকস্তির শিকার, ভূমিহীন পরিবার, বিধবা এবং স্বামী পরিত্যক্তা মহিলারা অগ্রাধিকার পাবে।

- (ধ) তালিকাভুক্ত ভূমি নিয়ে কোন আপত্তি থাকলে তা তালিকা প্রকাশের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উত্থাপন করতে হবে। উপজেলা কমিটি স্থানীয় কমিটির (ইউনিয়ন কমিটি) বিরুদ্ধে আপত্তি শুনবে এবং শুনানীর মাধ্যমে ২০ (বিশ) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে এবং অতঃপর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবে।

৭। আপীল প্রক্রিয়া

- (ক) জেলা কমিটির নিকট আপীল দায়ের করা যাবে এবং পরবর্তী ২০ (বিশ) দিনের মধ্যে এটার উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। উপজেলা কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত কোন অনিয়মের বিরুদ্ধে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জেলা কমিটির কাছে আপত্তি দাখিল করা যাবে এবং জেলা কমিটি ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে শুনানির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।
- (খ) জেলা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জাতীয় কমিটির কাছে আপীল দায়ের করা যাবে এবং জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। জেলা কমিটি অভিযোগের তদন্ত করবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যা বন্দোবস্ত বাতিল পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে। জেলা কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৮। আইনের প্রাধান্য

এ নীতিতে উল্লেখিত কমিটিগুলো যত দ্রুত সম্ভব গঠন করতে হবে। পূর্ণ কমিটি গঠনে বিলম্ব হলে উপজেলা কমিটি ইহার প্রারম্ভিক কার্যক্রম শুরু করবে তবে বন্দোবস্তের প্রস্তাব পূর্ণ কমিটির কাছে দাখিল করতে হবে।

৯। বিবিধ

- (ক) সকল সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি অফিস এবং ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে ভূমিহীনদের মাঝে চরের জমি বিতরণের বিজ্ঞপ্তি লটকিয়ে দিতে হবে।
- (অ) উপজেলা কমিটির সকল সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হবে।
- (আ) কোন দ্বিমতের সৃষ্টি হলে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সিদ্ধান্ত হবে।
- (ই) ভোট সমান সমান হলে চেয়ারম্যান নির্ণায়ক (casting) ভোট প্রদান করবেন।
- (খ) অত্যন্ত শুদ্ধভাবে এবং চূড়ান্ত নিরপেক্ষতার সাথে ভূমিহীনদের বাছাই এবং তালিকা প্রস্তুত করা হবে। ভূমিহীনদের বাছাই এবং তালিকা প্রস্তুত প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যাপকভিত্তিক স্বেচ্ছামূলক ক্ষমতার অবসান ঘটানো হবে।
- (গ) পয়োজ্জি ভূমিতে মালিকানা দাবি করার সময়সীমা হবে ২০ (বিশ) বৎসর। এ সময়ের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আদর্শ গ্রাম, গুচ্ছ গ্রাম অথবা অন্যান্য আশ্রয় কেন্দ্রে পুনর্বাসিত করা হবে।
- (ঘ) আদর্শ গ্রাম এবং অন্যান্য সরকারি উদ্দেশ্যে চিহ্নিত চরের জমি এ নীতির অধীনে বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে না।
- (ঙ) যদি কোন দরখাস্তকারী কোন ভুল তথ্য দিয়ে থাকে অথবা কোন তথ্য গোপন করে থাকে তাহলে তার দরখাস্ত তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে।

- (চ) দরখাস্ত বাতিলের সুনির্দিষ্ট কারণসমূহ রেকর্ড করা হবে এবং দরখাস্তকারীকে জানিয়ে দেয়া হবে।
- (ছ) বন্দোবস্ত প্রাপ্তির পর যদি কোন বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ব্যক্তি বন্দোবস্তের শর্ত অথবা অন্য কোন আইন/অধ্যাদেশ অথবা আদেশের বিধান ভঙ্গ করে তাহলে তার বন্দোবস্ত তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে।
- (জ) জেলা কমিটির অনুমোদন প্রাপ্তির পর উপজেলা কমিটি উক্ত ভূমিকে চরের জমি হিসেবে পুনঃনিশ্চিত করবে এবং চর খতিয়ানে ইহার রেকর্ড সংরক্ষণ করবে।
- (ঝ) যদি এ নীতির অধীনে বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে কোন গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক সমস্যার সৃষ্টির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিষয়টি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য সচিবকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন।
- (ঞ) সদস্য সচিব বিষয়টি কমিটির বৈঠকে উত্থাপন করবে।
- (ট) এক্ষেত্রে জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।
- (ঠ) যদি কোন সদস্য পর পর তিনটি বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন তাহলে তার সদস্যপদ বাতিলের জন্য এবং তার স্থলে নতুন নিয়োগ অথবা বাছাইয়ের জন্য বিষয়টি তার নিয়োগকারী অথবা বাছাইকারী কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা হবে।
- (ড) কোন সদস্যপদ শূন্য হলেও বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া চলমান রাখা যাবে।
- (ঢ) চরের কৃষি জমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্তের নিমিত্তে গঠিত সকল কমিটি তাদের পারস্পরিক সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে।
- (ণ) চরের কৃষি জমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনে এ নীতির যে কোন বিধান পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারবে।

গবেষণা দল

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত (প্রধান গবেষক)

বিচারপতি কাজী এবাদুল হক

এ. কে. এম. জহির আহমেদ

অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ

ড. এ. কে. এম. হেলাল-উজ-জামান

টি. আই. এম. নুরুন নবী চৌধুরী

এ্যাডভোকেট কাওসার আহমেদ

অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত

আসমার ওসমান

গবেষণা সহযোগীবৃন্দ

এ্যাডভোকেট অলিউল ইসলাম

এ্যাডভোকেট আফরিন আহমেদ

এ্যাডভোকেট জহিরুল আলম

এ্যাডভোকেট ধীমান চন্দ্র মন্ডল

এ্যাডভোকেট ফারহানা খান

এ্যাডভোকেট ফারিহা তাবাসসুম সিমু

এ্যাডভোকেট মুজিবুল হক পাভেল

এ্যাডভোকেট মেরিনা সুলতানা

এ্যাডভোকেট শারমিন সুলতানা

এ্যাডভোকেট শেখ সাদী রহমান

চিংড়িমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তুত সংশোধনী



Human Development Research Centre

humane development through research and action

www.hdrc-bd.com

সহযোগিতায়

মানুষের জন্য
manusher jonno

promoting human rights and good governance

ঢাকা, জুলাই ২০১৬

সূচিপত্র

প্রেক্ষাপট	১
চিংড়িমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী	৩
চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০১৪ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)	৫
১। ভূমিকা	৫
২। চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি	৫
৩-৪	১০

প্রেক্ষাপট

ভূমি সম্পদের জনক। বাংলাদেশের মানুষ ও অর্থনীতির বড় অংশ ভূমিনির্ভর। এদেশের উন্নয়নে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি অবিশ্বুর উৎপাদন ক্ষমতার অধিকারী; কর্মসংস্থান, খাদ্য, বাসস্থান ও আর্থিক নির্ভরতার এক বড় সহায়ক। ভূমির উপর অধিকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার পরিমাপক; ক্ষমতাকাঠামোর ভিত্তি ও জীবনযাত্রার অবস্থা নির্ণয়ের অন্যতম প্রধান সূচক। ভূমির উপযোগমূল্য যথেষ্ট, এর বাজারমূল্য ক্রমাগত বাড়ে। ভূমির কোন অবচয় নেই। ভূমির অধিকার আন্তঃপ্রজন্মগত বংশপরম্পরায় ভোগ্য।

প্রায় ১৬ কোটি মানুষের আমাদের এই দেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার। দেশের মোট ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ একর ভূমির ৬০ শতাংশ কৃষি জমি। প্রতিদিন কমছে দেশের আবাদী ভূমির পরিমাণ। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের সাথে ভূমিহীনতার সম্পর্ক নিবিড়। অথচ, এদেশের প্রায় ৫৯ শতাংশ খানা ভূমিহীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে—বিশেষ করে, কৃষির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর—ভূমিহীনতাই তাদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

ভূমির পরিমাণ সীমিত। জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়লেও ভূমির পরিমাণ বাড়ছে না—বাড়ছে ভূমির অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতা। সহিংসতা, ফটকা-ব্যবসা, দুর্নীতি, জবরদখল, প্রতারণা, ও প্রবঞ্চনার ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়তই—বাড়ছে ভূমিহীনের সংখ্যা, বলপূর্বক অভিবাসন, বৈষম্য ও দারিদ্র্য।

দেশে প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে ভূমি নিয়ে বিরোধ, দশকের পর দশক ধরে ভূমি-সংক্রান্ত চলমান আইনি জটিলতাগুলো চরম আকার ধারণ করেছে। এতে সর্বস্বান্ত হচ্ছে অনেক মানুষ, বাড়ছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। অন্যদিকে ভূমি প্রশাসনের অদক্ষতা, ভূমি রেজিস্ট্রেশন এবং ভূমি জরিপ কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা, নামজারীর ক্ষেত্রে জটিলতা, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ভূমি অধিগ্রহণ এবং লুকুম দখল, খাস জমি বিতরণে অনিয়ম, জলমহাল, বালুমহাল ও চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অনিয়ম ও প্রায়োগিক সমস্যা ইত্যাদি দেশের অধিকাংশ মানুষকে ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

ভূমির অধিকার নিয়ে বিরোধ, শোষণ, দুর্নীতি, প্রতারণা ও দরিদ্র মানুষের সীমাহীন দুর্গতির পিছনে সূক্ষ্ম আইনি বিষয় ও জটিলতা বহুলাংশে দায়ী। বাংলাদেশে ভূমি সংশ্লিষ্ট আইনগুলো সেকেলে। অনেক আইন দরিদ্র-বান্ধব নয়; প্রান্তিক মানুষ ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনগুলো যথাযথও নয়। এমনকি কোনো কোনো আইন একে অন্যের সাথে সাংঘর্ষিক। বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগও নেই। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিতামূলক যে আইনি-কাঠামো প্রয়োজন তার অনুপস্থিতিও ব্যাপক। খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন; সর্বোপরি, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি প্রচলিত আইনগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে আনীত আইনের সংশোধনীগুলোও কাজিত লক্ষ্য পূরণ করেনি; এমনকি, অতি সাম্প্রতিক সংশোধনীগুলোও প্রায়োগিক দিক থেকে দরিদ্রবান্ধব এবং জনকল্যাণমুখী হয়ে উঠতে পারেনি। এটি সহজেই বোধগম্য যে, বর্তমানে প্রচলিত ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জটিল এবং অগোছালো অবস্থায় রয়েছে। আরো হতাশার ব্যাপার, প্রচলিত আইনগুলোর অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, দরিদ্রবান্ধব-নীতির অনুপস্থিতি এবং প্রায়োগিক সমস্যা অসংখ্য ভূমি বিরোধ ও ভূমি মামলার জন্ম দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব জটিলতার সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালীরাই শেষ পর্যন্ত ভূমির দখল নিয়ে নেয় আর দরিদ্র, প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো ভূমির অধিকার হারায়। তাই, ভূমি বিষয়ে সবগুলো আইনকে অধিকার-ভিত্তিক ও সুসমঞ্জস একটি কাঠামোর মধ্যে এনে প্রয়োজনীয় সংস্কার নিশ্চিত করতে না পারলে দরিদ্র, প্রান্তিক ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা কখনো সম্ভব নয়। কাজেই, সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে তথ্য-নির্ভর গবেষণার মাধ্যমে আইনি বিষয়গুলো এমনভাবে পুনঃনির্ধারণ করা উচিত যাতে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নে ‘বাদ পড়া’ জনগোষ্ঠীকে ‘অন্তর্ভুক্ত’ করা সম্ভব হয়।

এই সব বাস্তবতার অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’-এর সহযোগিতায় গবেষণা সংস্থা ‘হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)’ এ-বিষয়ে একটি নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করেছে। “বাংলাদেশের ভূমি আইন: একটি অধিকার-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও প্রস্তাবিত পরিবর্তন” শীর্ষক এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে প্রচলিত ভূমি আইনগুলোর কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ নতুন আইন প্রস্তাব করা। বাংলাদেশে প্রচলিত সব ভূমি আইন এবং ভূমি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র বিশ্লেষণ, দরিদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন ও নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমি আইনে বিদ্যমান অব্যবস্থাপনা, অপশাসন, শোষণ-বঞ্চনামূলক প্রক্রিয়া ও কার্যবিধি সংক্রান্ত আইনি দিকগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে। শুধু আইনি পর্যালোচনা নয়, বরং ভূমি

আইনের নানান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণায়। অধিকারভিত্তিক, প্রান্তিক ও দরিদ্র-বান্ধব এবং জেডার সংবেদনশীল এই গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন—প্রায় ২,৫০০ পৃষ্ঠার—ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবার সুবিধার্থে ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো পৃথক পৃথক খণ্ডে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি খণ্ড প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ এবং সুপারিশসহ (প্রস্তাবিত আইন বা সংশোধনিসহ) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণাভিত্তিক প্রকাশনা।

ইংরেজি ভাষায় রচিত সেই গবেষণাকর্মের প্রাসঙ্গিক আইনী টেক্সটসমূহ (ইংরেজিতে রচিত বিদ্যমান আইনসমূহ সহ) বাংলায় অনুবাদ করে একটি পৃথক প্রকাশনা করা হয়েছে। আলাদা আলাদা ২০টি খণ্ডে অনূদিত এই প্রকাশনার বিষয়-ভিত্তিক প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনিসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপ:

১. পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
২. অধিগ্রহণ ও লুকুমদখল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৩. ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৪. কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৫. বালুমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৬. চরের জমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৭. চিংড়িমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৮. দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৯. আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কিত আইন (বন আইনসহ): প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১০. জলমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১১. অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১২. পাথরমহাল সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৩. ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১৪. ভূমি রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৫. ভূমি জরিপ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৬. চা বাগানের ভূমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৭. ট্রাস্ট সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৮. ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৯. অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
২০. ওয়াক্ফ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী

এই গবেষণাপত্রটি উক্ত ২০ খণ্ডের একটি।

চিংড়িমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে চিংড়ি খাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশে চিংড়ি চাষের সাথে প্রায় ৮ লক্ষ ৪০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান জড়িত।^১ মোট রপ্তানিকৃত চিংড়ির শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ খুলনা বিভাগে উৎপাদিত হয়। বাকি ২৫ শতাংশ চিংড়ি চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য স্থানে উৎপাদিত হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ খাত থেকে ৩ হাজার ৩৭৬ কোটি টাকা অর্জিত হয়েছে।^২ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে তৈরী পোশাকের পরই চিংড়ির অবস্থান।

সরকারি খাসজমি যখন চিংড়ি চাষের জন্য বন্দোবস্ত দেয়া হয় তখন উক্ত খাসজমিকে “চিংড়িমহাল” বলা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৫ হাজার ৯৭৮টি চিংড়িমহাল রয়েছে, যার মোট আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার হেক্টর। সব ধরনের উৎস থেকে বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২ লক্ষ ২১ হাজার টন।

সত্তরের দশকে আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধি এবং একই সময়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকাগুলোতে ধান চাষে লোকসান স্থানীয় চাষীদেরকে চিংড়ি চাষে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করে। চিংড়ি চাষকে গুরুত্ব দিয়ে সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮০-৮৫) চিংড়ি চাষকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করে এবং এই শিল্পের উন্নতির জন্য নানা প্রণোদনা প্রদানের ঘোষণা দেয়। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় অন্যান্য কৃষিজ পণ্যের পরিবর্তে চিংড়ি চাষ দ্রুত ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং ধীরে ধীরে উপকূলীয় এলাকার জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশগত পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে শুরু করে। অপরিণত এবং অনিয়ন্ত্রিত চিংড়ি চাষ স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নেতিবাচক প্রভাবের পাশাপাশি জমি নিয়ে বিরোধ, শত্রুতা এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মোকদ্দমার জন্ম দেয়। প্রভাবশালী মালিকগণ তাদের চাষের জমির আশেপাশের ছোট জমির মালিকদেরকে অর্থাৎ প্রান্তিক চাষীদেরকে হারি-র (চিংড়ি চাষের জন্য প্রদত্ত জমির ইজারা মূল্য) মাধ্যমে তাদের জমি চিংড়ি চাষের আওতায় প্রদানের জন্য বাধ্য করে। এ ধরনের হারি-র অর্থমূল্য একর প্রতি বছরে ৪০০০/- (চার হাজার) টাকা থেকে ৬০০০/- (ছয় হাজার) টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই অর্থও অনেক সময় ঠিকমত প্রদান করা হয় না। অন্যদিকে প্রভাবশালীরা একর প্রতি বছরে প্রায় ২০০০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মুনাফা করে। এই প্রভাবশালীরা একসময় ভুয়া কাগজপত্র তৈরী করে প্রান্তিক চাষীর জমি স্থায়ীভাবে দখল করে নেয়। স্থানীয় ভূমি অফিসের কিছু অসাধু কর্মচারী এই অপকর্মের সাথে জড়িত থাকে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে ভূমি ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু ও ন্যায্যভিত্তিক নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকার ১৯৯২ সালে “চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ১৯৯২” প্রণয়ন করে। এর উদ্দেশ্য ছিল চিংড়ি চাষের জন্য জমি নির্বাচন, জরিপ, বণ্টন ও উৎপাদন বিষয়ক যে সকল নিয়মনীতি আছে তা গভীরভাবে পর্যালোচনা করে চিংড়ি চাষোপযোগী অনুকূল ভূমি ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে একটি বিস্তারিত নীতিমালা জারি করা।

কিন্তু পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, প্রচলিত চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিতে ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়নি। এই নীতিতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারী সমাজ বিশেষ করে অসহায়, দুস্থ, ও বিধবা নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কোন বিস্তারিত বিধান রাখা হয়নি যা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯-এ বর্ণিত নীতির সাথে অসংগতিপূর্ণ। জাতীয় কমিটিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, যেমন: স্থানীয় সরকার বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। প্রচলিত নীতিতে বলা হয়েছে চিংড়ি চাষের জন্য খাসজমি বন্দোবস্ত পেতে হলে দরখাস্তকারীকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হতে হবে যা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯-এর পরিপন্থী। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ভূমি মালিক কর্তৃক একতরফা বর্ণা চুক্তির অবসান ঘটানো হলে বর্ণা চাষীকে ক্ষতিপূরণ

^১ ড. মুহাম্মদ মাহফুজুল হক রিপন, বাংলাদেশে ‘বেনামি’ চিংড়ি চাষ: খাল কেটে কুমির আনা? Available form: <http://archive.ittefaq.com.bd/index.php?ref=MjBfMDhfMTdfMTNfMV81XzZfNjQwNjA=>. [Accessed on 17th September, 2014]

^২ আমার দেশ (১৯ আগস্ট ২০১৪), জাতীয় চিংড়ি নীতিমালার খসড়া অনুমোদন। Available form: <http://www.amardeshonline.com/pages/details/2014/08/19/253352> [Accessed on 17th September, 2014]

^৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, সুযোগের সমতা। ১৯। (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন। (২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুখম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুখম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। (৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন। Available form: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_sections_detail.php?id=957&sections_id=29371. [Accessed on 4th June, 2015].

প্রদানের কোন বিধান প্রচলিত নীতিতে নেই। অধিকন্তু চিংড়ি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় লোনাপানি কৃষি জীববৈচিত্রের উপর যে প্রভাব ফেলে সে বিষয়ে সম্ভাব্য কর্মসূচী নিয়ে প্রচলিত নীতিতে কোন বক্তব্য নেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, দরিদ্রবান্ধব নীতির অনুপস্থিতি এবং প্রায়োগিক সমস্যা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে প্রচলিত চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিকে পর্যালোচনা করে দরিদ্রবান্ধব, নারীবান্ধব এবং জনকল্যাণমুখী করে তোলার জন্য কতিপয় সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য প্রস্তাবিত সংশোধনীতে অন্যান্যের মধ্যে চিংড়িমহাল সংক্রান্ত কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়াও মহিলা চিংড়ি চাষী সমবায় গঠন এবং তাদেরকে চিংড়িমহাল খাসজমি ইজারা প্রদানের সময় অগ্রাধিকার দেওয়ার বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে। জাতীয় কমিটিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় তথা স্থানীয় সরকার বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। জেলা কমিটিতে জেলা প্রশাসকের পরিবর্তে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা প্রশাসককে সভাপতি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। জেলা কমিটিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালককে সদস্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে। চিংড়িমহাল সংক্রান্ত কমিটিগুলোতে কোরাম সংক্রান্ত কোন বিধান ছিল না। প্রস্তাবিত সংশোধনীতে কোরামের জন্য সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও সংশোধনী প্রস্তাবে জেলা প্রশাসকের আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ইজারাদারী কর্তৃক বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল দায়েরের বিধানও প্রস্তাব করা হয়েছে।

চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০১৪ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)

১। ভূমিকা

চিংড়ি একটি অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় পণ্য। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এই চিংড়ি খাতের অভিজ্ঞ লক্ষ্য অর্জনের পথে বিদ্যমান বাধাগুলো অপসারণ করা প্রয়োজন। চিংড়ি চাষের প্রধানতম উপকরণ ভূমি। চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে ভূমি ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু ও ন্যায্যভিত্তিক নীতিমালা থাকা অপরিহার্য। প্রস্তাবিত নীতিমালার লক্ষ্য শুধু উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনই নয়, সেই সাথে উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত তৃণমূলে অবস্থিত মানুষের আর্থ-সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে অবস্থান গ্রহণ। বর্তমান সরকার চিংড়ি চাষের গুরুত্ব অনুধাবন করে চিংড়ি চাষের জন্য জমি নির্বাচন, জরিপ, বন্টন ও উৎপাদন বিষয়ক যে সকল নিয়মনীতি আছে তা গভীরভাবে পর্যালোচনা করে চিংড়ি চাষোপযোগী অনুকূল ভূমি ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে একটি বিস্তারিত নীতিমালা জারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

২। চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি

সরকার চিংড়ি চাষের এলাকাসমূহকে চিংড়িমহাল হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে চিংড়িমহালের যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা এবং চিংড়ি উৎপাদন বিষয়ে ভূমি সম্পৃক্ততা সম্পর্কিত সুষ্ঠু ও ন্যায্যভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন:

(১) চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি নির্ধারণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি কমিটি থাকবে। কমিটির গঠন ও কার্যাবলী নিম্নরূপ হবে:

(ক) জাতীয় চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি—

১. মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় ----- সভাপতি
- [২-৪].^{*} চিংড়িমহাল এলাকা থেকে সরকার কর্তৃক মনোনীত ৩ (তিন) জন সংসদ সদস্য [যাদের অন্তত ১ (এক) জন হবেন মহিলা সংসদ সদস্য] ----- সদস্য
- [৫. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ----- সদস্য
৬. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় ----- সদস্য
৭. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দ্রাণ মন্ত্রণালয় ----- সদস্য]
৮. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ----- সদস্য
৯. সচিব, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় ----- সদস্য
১০. সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ----- সদস্য
১১. সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ----- সদস্য
- ১২-১৪. সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন চিংড়ি চাষী ----- সদস্য
- ১৫-১৬. কমিশনার, চট্টগ্রাম/খুলনা/[বরিশাল] বিভাগ ----- সদস্য
১৭. যুগ্ম সচিব চিংড়িমহালের দায়িত্বে নিয়োজিত, ভূমি মন্ত্রণালয় ----- সদস্য-সচিব

* “২.” এর পরিবর্তে প্রস্তাবিত

• প্রস্তাবিত

• প্রস্তাবিত

• প্রস্তাবিত

(খ) কমিটির [ক্ষমতা ও কার্যাবলী]:

- ১) চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি নির্ধারণ;
- ২) চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ৩) আন্তঃমন্ত্রণালয়/বিভাগের কাজের সমন্বয় সাধন;
- ৪) চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাদি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- ৫) চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা, ভূমি বরাদ্দ, [সেলামী এবং চিংড়িমহালের জন্য বিভিন্ন শ্রেণির সরকারি খাসজমির বার্ষিক খাজনা] নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের সুপারিশ;
- ৬) সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব।

(গ) উক্ত কমিটি প্রতি ৬ (ছয়) মাসে কমপক্ষে একবার এবং [সদস্য-সচিব সভাপতির সাথে আলোচনা করে] প্রয়োজনানুযায়ী [যে কোন সময়] সভায় মিলিত হবে। [৯ (নয়) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে।]^১

(২) চিংড়ি চাষের জন্য জমি চিহ্নিতকরণ এবং চিংড়ি চাষ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে জমি বরাদ্দের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহে একটি করে কমিটি থাকবে। কমিটির গঠন ও কার্যাবলী নিম্নরূপ হবে:

(ক) জেলা চিংড়িমহাল কমিটি:

১. [জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা প্রশাসক]----- সভাপতি
 ২. জেলা প্রশাসক----- সহসভাপতি
 ৩. সভাপতি কর্তৃক মনোনীত উপজেলা পরিষদের একজন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ----- সদস্য^২
 ৪. বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ----- সদস্য
 ৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড ----- সদস্য
 ৬. উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ----- সদস্য^৩
 ৭. জেলা মৎস্য কর্মকর্তা----- সদস্য
 - ৮.-৯. সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন চিংড়ি চাষী ----- সদস্য
 ১০. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)----- সদস্য সচিব
- এতদ্ব্যতীত, মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় অন্তত ২ (দুই) জন সংসদ সদস্য ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় সিটি কর্পোরেশনের মেয়র কমিটির উপদেষ্টা থাকবেন।

^১ “কর্ম পরিধি” -এর স্থলে প্রস্তাবিত

^২ প্রস্তাবিত

^৩ প্রস্তাবিত

^৪ প্রস্তাবিত

^৫ প্রস্তাবিত

^৬ “জেলা প্রশাসক” এর স্থলে “জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা প্রশাসক” প্রস্তাব করা হয়েছে

^৭ প্রস্তাবিত

^৮ প্রস্তাবিত

(খ) কমিটির [ক্ষমতা ও কার্যাবলী]:^{১০}

- ১। সংশ্লিষ্ট জেলায় চিংড়ি চাষ উপযোগী নতুন জমি চিহ্নিত করা ও চিংড়িমহাল ঘোষণার ব্যাপারে সুপারিশ এবং সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালাসহ বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ।
- ২। নীতিমালা অনুযায়ী চিংড়ি চাষের জমি বন্দোবস্ত প্রদানের সুপারিশ প্রণয়ন এবং বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে অনুমোদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- ৩। কারিগরি দিক বিবেচনাকালে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যুক্তিসংগত আপত্তি থাকলে তা কমিটি [স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে]^{১১} শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করবেন।
- ৪। কমপক্ষে প্রতি ৬ (ছয়) মাসে একবার ইজারা জমি ব্যবহার পর্যালোচনাপূর্বক ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ।
- ৫। সরকার/জাতীয় কমিটি/জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত অন্য কোন দায়িত্ব।

(গ) উক্ত কমিটি প্রতি ২ (দুই) মাসে কমপক্ষে একবার এবং [সদস্য-সচিব সভাপতির সাথে আলোচনা করে]^{১২} প্রয়োজনানুযায়ী [যে কোন সময়]^{১৩} সভায় মিলিত হবে। [৬ (ছয়) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে।]^{১৪}

(৩) চিংড়িমহাল এলাকা:

- (ক) বর্তমান চিংড়ি চাষের এলাকাসমূহকে চিংড়িমহাল হিসেবে ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত এলাকার ম্যাপ ও অন্যান্য কাগজপত্রাদি জেলা সদরে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আওতায় ঘোষিত এলাকার আয়তন পূর্ণাঙ্গ বিবরণসহ অন্তর্ভুক্ত হয়। জেলা সদরে সংরক্ষিত কাগজাদির কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ের একজন সুনির্দিষ্ট অফিসার তা কম্পিউটারে সংরক্ষণের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। ইজারা প্রদানকারীদের নাম ও অন্যান্য বিবরণ এবং পরবর্তীকালে কোন পরিবর্তন হলে তা মন্ত্রণালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।
- (খ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় অথবা সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থা বা বোর্ড কর্তৃক বিশেষ এলাকা চিংড়িমহাল হিসেবে নির্দিষ্টকরণ করা হলে বা কোন বিশেষ প্রস্তাব আসলে মন্ত্রণালয় উক্ত এলাকাকে চিংড়িমহাল হিসেবে ঘোষণা করতে পারে।
- (গ) নতুন কোন এলাকাকে চিংড়িমহাল হিসেবে চিহ্নিত করতে হলে জেলা প্রশাসক জেলা কমিটির প্রস্তাব ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরীক্ষা করে মতামতসহ বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে বিষয়টি জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্তের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।
- (ঘ) চিংড়িমহাল এলাকায় কোন খাসজমিই কৃষি জমি হিসেবে স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত দেয়া হবে না। ইতোমধ্যে চিংড়িমহাল এলাকায় কৃষি জমি হিসেবে প্রদত্ত সকল বন্দোবস্ত এই নীতিমালা জারীর সাথে সাথে চিংড়ি চাষের জন্য চিংড়িমহাল হিসেবে বিবেচিত হবে।

^{১০} “কর্ম পরিধির” স্থলে “কার্যাবলী” প্রস্তাবিত

^{১১} প্রস্তাবিত

^{১২} প্রস্তাবিত

^{১৩} প্রস্তাবিত

^{১৪} প্রস্তাবিত

(৪) চিংড়িমহালের খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানে শর্তাবলী

- (ক) দরখাস্তকারীকে মৎস্যজীবী/ মৎস্য ব্যবসায়ী/ মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকারী হতে হবে।
- (খ) বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।
- (গ) কারিগরি অভিজ্ঞতা এবং ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
- [(ঘ) স্থানীয় দরিদ্র চাষীদের দ্বারা সমবায় গঠন করা হবে এবং তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।]^{১০}
- [(ঙ) মোট চিংড়িমহাল খাসজমির এক-চতুর্থাংশ মহিলা চিংড়ি চাষী সমবায়সমূহকে, যদি থাকে, ইজারা দেয়া হবে।]^{১১}
- (চ) পরিবারের একাধিক সদস্যদের আবেদন বিবেচনা করা যাবে না।
- (ছ) খামার প্রতি অনধিক ১০ (দশ) একর জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে যাতে উভয় জমির পরিমাণ ১৫ (পনের) একরের অধিক না হয়। এই শর্তের ব্যতিক্রম হিসেবে কেবল প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার মালিকগণকে এবং উন্নত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের জন্য কোন প্রকল্প আর্থিক ও কারিগরী দিক দিয়ে যোগ্য বিবেচিত হলে আবেদনকারী কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অনুর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) একরের উর্ধ্ব ভূমি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনমত নির্ধারণ করতে পারবে।
- (জ) ব্যক্তি মালিকানাধীন ঘের/ঘোনা-এর মধ্যবর্তী খাসজমি খাল বা জমি ইজারা দেয়ার ক্ষেত্রে ঘের/ঘোনা মালিকদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
- (ঝ) একর প্রতি ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা বার্ষিক সেলামীতে অনধিক ১০ (দশ) বৎসরের মেয়াদে বন্দোবস্ত দেয়া হবে। প্রতি বৎসর ৫% হারে অর্থাৎ একর প্রতি ৭৫/- (পঁচাত্তর) টাকা হারে বর্ধিত খাজনা প্রদান করতে হবে। প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসর অন্তর খাজনা পুনঃনির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে খাজনা পুনঃনির্ধারিত না হলে উল্লিখিত ৫% বর্ধিত হারেই খাজনা আদায় করা হবে।

(৫) চিংড়ি খাসজমি গ্রহীতাদের নিম্নোক্ত শর্তাদি অবশ্যই পালন করতে হবে

- (ক) বরাদ্দ গ্রহীতা বরাদ্দ প্রদানের ১ (এক) মাসের মধ্যে ধার্যকৃত প্রথম বাৎসরিক সেলামী সম্পূর্ণ প্রদানপূর্বক চুক্তিনামা সম্পাদন করবেন এবং জমির দখল বুঝে নিবেন।
- (খ) প্রতি বছর নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত হারে সেলামী/ইজারামূল্য পরিশোধ করতে হবে। ইজারা মূল্য মৎস্য আহরণের পূর্বে পরিশোধ হওয়া আবশ্যিক।
- (গ) প্রতি বছর জমিতে চিংড়ি উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হবে।
- (ঘ) প্রত্যেক ইজারাদারের এলাকা স্বতন্ত্র থাকবে এবং কোন অবস্থাতেই ঘের ভেঙ্গে একাধিক ইজারাদারের এলাকা যোগ করা যাবে না।
- (ঙ) বন্দোবস্ত জমি হস্তান্তর করা যাবে না।

^{১০} “আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকতে হবে”—এই শব্দগুলো বিলুপ্ত করে “স্থানীয় দরিদ্র চাষীদের দ্বারা সমবায় গঠন করা হবে এবং তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।”—শব্দগুলো প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{১১} “চিংড়ি জমি চাষের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।”—এই শব্দগুলো বিলুপ্ত করে “মোট চিংড়ি মহাল খাসজমির এক-চতুর্থাংশ মহিলা চিংড়ি চাষী সমবায়গুলোকে (যদি থাকে) ইজারা দেয়া হবে।”—এই শব্দগুলো প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

- (চ) উপরোক্ত শর্তাদি পালনে ব্যর্থ হলে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন সময় বন্দোবস্ত বাতিল করা যাবে এবং উক্ত বাতিলের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তার চামকৃত চিংড়ি আহরণ ব্যতিরেকে^{১০} জমির উপর বরাদ্দ গ্রহীতার কোন দাবি থাকবে না।
- (ছ) বন্দোবস্তকৃত জমি চিংড়ি উৎপাদন ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে ব্যবহার করা যাবে না এবং ইহার অন্যথা হলে জেলা প্রশাসক বন্দোবস্ত বাতিল করতে পারবেন।
- (জ) ইজারা মেয়াদ শেষ হলে চিংড়ি উৎপাদনের জন্য পুনরায় নতুন করে আবেদন করতে হবে এবং শর্ত থাকবে যে, পূর্বের ইজারা কোন অজুহাতেই কোন অধিকার বা দাবি প্রতিষ্ঠা করবে না এবং এই মর্মে চুক্তিপত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।
- (ঝ) ইজারাদারের ঘরের মধ্যে কোন চাষীর/প্রান্তিক চাষীর জমি কেউ ব্যক্তিগতভাবে বন্দোবস্ত গ্রহণ করলে সংশ্লিষ্ট চাষীকে যথোপযুক্ত খাজনা/ফসলাদি ক্ষতিপূরণ যথাযথভাবে পরিশোধ করতে হবে।
- (ঞ) অতীতে উপরোল্লিখিত বিষয়ে বহু অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে এবং অনেক কৃষক এই প্রসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমন কি প্রান্তিক চাষী তার শেষ সম্বলটুকুও হারিয়েছে। চিংড়ি উৎপাদন উৎসাহিত করা যায়, কিন্তু স্বল্প জমির মালিক বা প্রান্তিক চাষীর অধিকার সংরক্ষণ সরকারের অপর একটি কর্তব্য। চুক্তিনামা সম্পাদনের সময় এই বিষয়ে ইজারাদারকে অঙ্গীকারনামা দিতে হবে। এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে দরখাস্তের মাধ্যমে অভিযোগ জানালে তদন্তপূর্বক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে শুনানিঅন্তে জেলা প্রশাসক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সরকারি খাসজমি/চিংড়িমহালের ইজারা এক্ষেত্রে বাতিল করতে পারবেন।
- [(ট) জেলা প্রশাসক কর্তৃক ইজারা বাতিলের আদেশ গ্রহণ করার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইজারাগ্রহীতার বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল দায়ের করার অধিকার থাকবে।]^{১১}

(৬) চিংড়িমহাল জমি বন্টন প্রক্রিয়ায় নিম্নলিখিত শর্তাদি প্রতিপালন করতে হবে

- (ক) বরাদ্দ গ্রহীতাগণ প্রয়োজনীয় কোর্ট ফি সহ জেলা প্রশাসক বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখাস্ত করতে পারবেন যা ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসককে সিদ্ধান্ত জানাবে ও দরখাস্তকারীকে সরাসরি পত্র মারফত অবগত করবে। চিংড়িমহালের জমি বন্টনের অনুমোদন প্রাপ্তি ও খাজনা আদায়ের পর, জেলা প্রশাসক তৎসংক্রান্ত দলিলপত্রাদি তৈরি করবেন, তবে ইজারার শর্তাদি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত খসড়া অনুযায়ী হতে হবে।
- (খ) ঘোষিত চিংড়িমহালের মধ্যে কোন চিংড়ি চাষী অনুরূপ চাষ করতে চাইলে সরকারি ফি পরিশোধপূর্বক লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। কেহ লাইসেন্সবিহীন চিংড়ি চাষ করলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, সরকারি জমি ইজারা গ্রহণ না করেও কেউ ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে প্রান্তিক চাষীর জমি ব্যবহার করলে এবং সেই বিষয়ে কোন অভিযোগ আসলে শুনানিঅন্তে জেলা প্রশাসক লাইসেন্স বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।
- (গ) সমুদ্র-উপকূল অঞ্চলে নতুন জমি চিংড়িমহালের আওতায় আসলে তা ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের দীর্ঘ প্রক্রিয়া এড়িয়ে যেতে হবে এবং স্থানীয় জরিপ কর্মকর্তা দ্বারা তা দ্রুত চিহ্নিত করতে হবে।

^{১০} প্রস্তাবিত

^{১১} প্রস্তাবিত

(ঘ) জেলা কমিটি যেহেতু চিংড়ি চাষী চিহ্নিতকরণের সার্বিক দায়িত্বে থাকবে, সেহেতু সর্বপ্রকার ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে যে সকল চাষী মিথ্যা তথ্য প্রদান বা প্রকৃত তথ্য গোপন করে তথ্যকতার মাধ্যমে ইজারা গ্রহণ করবে, তাদের ইজারা বাতিলসহ ফৌজদারী আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা উক্ত কমিটির সার্বিক এখতিয়ারভুক্ত হবে।

- ৩। এ নীতিমালা বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সমস্যার উদ্ভব হলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
- ৪। এ নীতিমালা জারীর সাথে সাথে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতিপূর্বে জারীকৃত চিংড়ি জমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত সকল আদেশ/পরিপত্র ইত্যাদি রহিত হয়ে যাবে।

গবেষণা দল

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত (প্রধান গবেষক)
 বিচারপতি কাজী এবাদুল হক
 এ. কে. এম. জহির আহমেদ
 অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ
 ড. এ. কে. এম. হেলাল-উজ-জামান
 টি. আই. এম. নুরুল নবী চৌধুরী
 এ্যাডভোকেট কাওসার আহমেদ
 অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত
 আসমার ওসমান

গবেষণা সহযোগীরা

এ্যাডভোকেট অনিউল ইসলাম
 এ্যাডভোকেট আফরিন আহমেদ
 এ্যাডভোকেট জহিরুল আলম
 এ্যাডভোকেট ধীমান চন্দ্র মন্ডল
 এ্যাডভোকেট ফারহানা খান
 এ্যাডভোকেট ফারিহা তাবাসসুম সিমু
 এ্যাডভোকেট মুজিবুল হক পাভেল
 এ্যাডভোকেট মেরিনা সুলতানা
 এ্যাডভোকেট শারমিন সুলতানা
 এ্যাডভোকেট শেখ সাদী রহমান

দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন



Human Development Research Centre

humane development through research and action

www.hdrc-bd.com

সহযোগিতায়

মানুষের জন্য

manusher jonno

promoting human rights and good governance

ঢাকা, জুলাই ২০১৬

সূচিপত্র

প্রেক্ষাপট	১
দেবোত্তর সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন:.....	৩
প্রথম অধ্যায়	
১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন	৫
২। সংজ্ঞা	৫
দ্বিতীয় অধ্যায়: দেবোত্তর বোর্ড, কর্মকর্তা এবং কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠা	
৩। দেবোত্তর বোর্ড	৭
৪। বোর্ডের গঠন	৭
৫। বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো	৭
৬। বোর্ডের সদস্যদের পদের কার্যকাল	৮
৭। বোর্ডের সদস্যদের অপসারণ এবং পদত্যাগ	৮
৮। বোর্ডের কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মী সদস্য	৮
৯। দেবোত্তর বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান	৯
১০। বোর্ডের সভা	৯
তৃতীয় অধ্যায়: দেবোত্তর সম্পত্তি বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলী	
১১। দেবোত্তর বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলী	১০
চতুর্থ অধ্যায়: প্রশাসকের নিয়োগ, ক্ষমতা এবং কার্যাবলী	
১২। দেবোত্তর প্রশাসকের নিয়োগ	১১
১৩। প্রশাসকের অপসারণ	১১
১৪। দেবোত্তর প্রশাসকের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব	১১
পঞ্চম অধ্যায়: সেবায়োত/কমিটি	
১৫। সেবায়োত/কমিটি	১২
১৬। সেবায়োত/কমিটির পারিতোষিক	১২
১৭। সেবায়োত/কমিটির পদত্যাগ, অবসর এবং অপসারণ	১৩
১৮। পূজারি/পুরোহিতের নিয়োগ এবং অপসারণ	১৪
১৯। দেবোত্তর সম্পত্তি সৃষ্টির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন	১৪
২০। দেবোত্তর সম্পত্তির হস্তান্তর	১৪
২১। বোর্ড কর্তৃক দেবোত্তর সম্পত্তির কর্তৃত্ব গ্রহণ	১৪
২২। আপীল এবং বোর্ড বিজ্ঞপির বিরুদ্ধে আবেদন	১৫
২৩। জেলা প্রশাসক এবং অন্যান্য ব্যক্তি কর্তৃক ক্ষমতা ও কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা	১৫
২৪। হিসাব অনুসন্ধান এবং নিরীক্ষণের জন্য আবেদন	১৫
২৫। অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে এই আইনের অধীন প্রশাসকের ক্ষমতা	১৫
২৬। নির্দেশনার জন্য আবেদন করিতে সেবায়োত/কমিটির ক্ষমতা	১৬
২৭। সংরক্ষিত তহবিল	১৭
২৮। দেবোত্তর সম্পত্তির দেনা পরিশোধ	১৭
২৯। রেকর্ড অনুসন্ধান এবং অনুলিপি প্রদান	১৭

ষষ্ঠ অধ্যায়: দেবোত্তর সম্পত্তির তালিকাভুক্তিকরণ

৩০।	দেবোত্তর সম্পত্তির তালিকাভুক্তিকরণ	১৮
৩১।	সম্পত্তির রেজিস্টার	১৯
৩২।	একটি সম্পত্তি দেবোত্তর সম্পত্তি হইলে সে বিষয়ক সিদ্ধান্ত	১৯
৩৩।	তালিকাভুক্ত দেবোত্তর সম্পত্তিতে পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি	২০

সপ্তম অধ্যায়: দেবোত্তর হিসাব

৩৪।	দেবোত্তর সম্পত্তির হিসাব দাখিল	২১
৩৫।	দেবোত্তর সম্পত্তির হিসাব নিরীক্ষণ	২১
৩৬।	সরকারি পাওনা হিসেবে আদায়যোগ্য প্রত্যায়িত বকেয়া অর্থের পরিমাণ	২২

অষ্টম অধ্যায়: সেবায়ত/কমিটি সম্পর্কিত নির্দিষ্ট বিধানাবলী

৩৭।	সেবায়ত/কমিটি কর্তৃক ঋণ, আপোস-মীমাংসা এবং অন্যান্য লেনদেনে বাধা	২৩
৩৮।	সম্পত্তি রূপান্তর এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগে সেবায়ত/কমিটি	২৩
৩৯।	দেবোত্তর সম্পত্তির তহবিল হইতে নির্দিষ্ট ব্যয় প্রদানে সেবায়ত/কমিটি অধিকারী	২৩
৪০।	শান্তি	২৩
৪১।	অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এবং দুষ্কৃতিকারীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ	২৫

নবম অধ্যায়: অর্থ

৪২।	প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রদেয় চাঁদা	২৬
৪৩।	বোর্ড অর্থ ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে	২৬
৪৪।	দেবোত্তর তহবিল	২৬
৪৫।	দেবোত্তর সম্পত্তির ব্যবহার	২৭
৪৬।	দেবোত্তর তহবিলের হিসাব	২৭
৪৭।	দেবোত্তর তহবিলের হিসাব নিরীক্ষণ	২৭
৪৮।	বকেয়া হিসেবে প্রত্যায়িত অর্থ সরকারি দাবী হিসেবে পুনরুদ্ধারযোগ্য	২৮

দশম অধ্যায়: বিচারিক কার্যক্রম

৪৯।	কেবল দেবোত্তর মোকদ্দমায় ডিক্রীকৃত অর্থ আদালতে জমা প্রদান	২৯
৫০।	মোকদ্দমার আপোস-নিষ্পত্তি, বিবিধ	২৯
৫১।	মোকদ্দমার নোটিশ, বিবিধ, দেবোত্তর বোর্ডকে প্রদান করিবে	২৯
৫২।	দেবোত্তর সংক্রান্ত মোকদ্দমা বা কার্যক্রমে ইহার আবেদনের ভিত্তিতে বোর্ডকে পক্ষ করা যাইতে পারে	২৯
৫৩।	বোর্ড দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত মোকদ্দমা বা কার্যক্রম রুজু করিতে পারে	২৯
৫৪।	সুবিধাভোগী কর্তৃক বিশ্বাসভঙ্গ	৩০
৫৫।	দেবোত্তর সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণ	৩০
৫৬।	মোকদ্দমা অথবা কার্যধারার খরচ	৩০

একাদশ অধ্যায় : বিবিধ

৫৭।	সরকারি দাবী হিসেবে আদায়যোগ্য অর্থের পুনরুদ্ধার পদ্ধতি	৩১
৫৮।	প্রশাসক এবং প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী দেবোত্তর সম্পর্কিত বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করিবে	৩১
৫৯।	প্রশাসক, নিরীক্ষক, বিবিধ সরকারি কর্মচারী হিসেবে গণ্য হইবে	৩১
৬০।	নোটিশ অথবা তলবের জারী	৩১
৬১।	প্রশাসকের নিকট ব্যক্তিগতভাবে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিতি	৩১
৬২।	অপরাধের বিচার	৩১
৬৩।	মোকদ্দমায় বাধা	৩১
৬৪।	এই আইনের সহিত অসামঞ্জস্য আদেশ, ইত্যাদির, কার্যকারিতা	৩১

দ্বাদশ অধ্যায়: বিধি এবং অনুবিধান

৬৫।	বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	৩২
৬৬।	অনুবিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	৩২

ত্রয়োদশ অধ্যায়: সংরক্ষণ এবং বাতিলকরণ

৬৭।	দেবোত্তর সম্পত্তির সংরক্ষণ এবং বাতিলকরণ	৩৩

প্রেক্ষাপট

ভূমি সম্পদের জনক। বাংলাদেশের মানুষ ও অর্থনীতির বড় অংশ ভূমিনির্ভর। এদেশের উন্নয়নে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি অধিকারের উৎপাদন ক্ষমতার অধিকারী; কর্মসংস্থান, খাদ্য, বাসস্থান ও আর্থিক নির্ভরতার এক বড় সহায়ক। ভূমির উপর অধিকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার পরিমাপক; ক্ষমতাকাঠামোর ভিত্তি ও জীবনযাত্রার অবস্থা নির্ণয়ের অন্যতম প্রধান সূচক। ভূমির উপযোগমূল্য যথেষ্ট, এর বাজারমূল্য ক্রমাগত বাড়ে। ভূমির কোন অবচয় নেই। ভূমির অধিকার আন্তঃজনগত বংশপরম্পরায় ভোগ্য।

প্রায় ১৬ কোটি মানুষের আমাদের এই দেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার। দেশের মোট ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ একর ভূমির ৬০ শতাংশ কৃষি জমি। প্রতিদিন কমছে দেশের আবাদী ভূমির পরিমাণ। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের সাথে ভূমিহীনতার সম্পর্ক নিবিড়। অথচ, এদেশের প্রায় ৫৯ শতাংশ খানা ভূমিহীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে—বিশেষ করে, কৃষির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর—ভূমিহীনতাই তাদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

ভূমির পরিমাণ সীমিত। জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়লেও ভূমির পরিমাণ বাড়ছে না—বাড়ছে ভূমির অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতা। সহিংসতা, ফটকা-ব্যবসা, দুর্নীতি, জবরদখল, প্রতারণা, ও প্রবঞ্চনার ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়তই—বাড়ছে ভূমিহীনের সংখ্যা, বলপূর্বক অভিবাসন, বৈষম্য ও দারিদ্র্য।

দেশে প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে ভূমি নিয়ে বিরোধ, দশকের পর দশক ধরে ভূমি-সংক্রান্ত চলমান আইনি জটিলতাগুলো চরম আকার ধারণ করেছে। এতে সর্বস্বান্ত হচ্ছে অনেক মানুষ, বাড়ছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। অন্যদিকে ভূমি প্রশাসনের অদক্ষতা, ভূমি রেজিস্ট্রেশন এবং ভূমি জরিপ কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা, নামজারীর ক্ষেত্রে জটিলতা, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ভূমি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল, খাস জমি বিতরণে অনিয়ম, জলমহাল, বালুমহাল ও চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অনিয়ম ও প্রায়োগিক সমস্যা ইত্যাদি দেশের অধিকাংশ মানুষকে ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

ভূমির অধিকার নিয়ে বিরোধ, শোষণ, দুর্নীতি, প্রতারণা ও দরিদ্র মানুষের সীমাহীন দুর্গতির পিছনে সূক্ষ্ম আইনি বিষয় ও জটিলতা বহুলাংশে দায়ী। বাংলাদেশে ভূমি সংশ্লিষ্ট আইনগুলো সেকেলে। অনেক আইন দরিদ্র-বান্ধব নয়; প্রান্তিক মানুষ ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনগুলো যথাযথও নয়। এমনকি কোনো কোনো আইন একে অন্যের সাথে সাংঘর্ষিক। বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগও নেই। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিতামূলক যে আইনি-কাঠামো প্রয়োজন তার অনুপস্থিতিও ব্যাপক। খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন; সর্বোপরি, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি প্রচলিত আইনগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে আনীত আইনের সংশোধনীগুলোও কাজ্জিত লক্ষ্য পূরণ করেনি; এমনকি, অতি সাম্প্রতিক সংশোধনীগুলোও প্রায়োগিক দিক থেকে দরিদ্রবান্ধব এবং জনকল্যাণমুখী হয়ে উঠতে পারেনি। এটি সহজেই বোধগম্য যে, বর্তমানে প্রচলিত ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জটিল এবং অগোছালো অবস্থায় রয়েছে। আরো হতাশার ব্যাপার, প্রচলিত আইনগুলোর অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, দরিদ্রবান্ধব-নীতির অনুপস্থিতি এবং প্রায়োগিক সমস্যা অসংখ্য ভূমি বিরোধ ও ভূমি মামলার জন্ম দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব জটিলতার সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালীরাই শেষ পর্যন্ত ভূমির দখল নিয়ে নেয় আর দরিদ্র, প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো ভূমির অধিকার হারায়। তাই, ভূমি বিষয়ে সবগুলো আইনকে অধিকার-ভিত্তিক ও সুসমঞ্জস একটি কাঠামোর মধ্যে এনে প্রয়োজনীয় সংস্কার নিশ্চিত করতে না পারলে দরিদ্র, প্রান্তিক ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা কখনো সম্ভব নয়। কাজেই, সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বিবেচনায় রেখে তথ্য-নির্ভর গবেষণার মাধ্যমে আইনি বিষয়গুলো এমনভাবে পুনঃনির্ধারণ করা উচিত যাতে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নে ‘বাদ পড়া’ জনগোষ্ঠীকে ‘অন্তর্ভুক্ত’ করা সম্ভব হয়।

এই সব বাস্তবতার অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’-এর সহযোগিতায় গবেষণা সংস্থা ‘হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)’ এ-বিষয়ে একটি নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করেছে। “বাংলাদেশের ভূমি আইন: একটি অধিকার-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও প্রস্তাবিত পরিবর্তন” শীর্ষক এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে প্রচলিত ভূমি আইনগুলোর কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ নতুন আইন প্রস্তাব করা। বাংলাদেশে প্রচলিত সব ভূমি আইন এবং ভূমি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র বিশ্লেষণ, দরিদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন ও

নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমি আইনে বিদ্যমান অব্যবস্থাপনা, অপশাসন, শোষণ-বঞ্চনামূলক প্রক্রিয়া ও কার্যবিধি সংক্রান্ত আইনি দিকগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে। শুধু আইনি পর্যালোচনা নয়, বরং ভূমি আইনের নানান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণায়। অধিকারভিত্তিক, প্রান্তিক ও দরিদ্র-বান্ধব এবং জেডার সংবেদনশীল এই গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন—প্রায় ২,৫০০ পৃষ্ঠার—ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবার সুবিধার্থে ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো পৃথক পৃথক খন্ডে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি খন্ড প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ এবং সুপারিশসহ (প্রস্তাবিত আইন বা সংশোধনীসহ) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণাভিত্তিক প্রকাশনা।

ইংরেজি ভাষায় রচিত সেই গবেষণাকর্মের প্রাসঙ্গিক আইনী টেক্সটসমূহ (ইংরেজিতে রচিত বিদ্যমান আইনসমূহ সহ) বাংলায় অনুবাদ করে একটি পৃথক প্রকাশনা করা হয়েছে। আলাদা আলাদা ২০টি খন্ডে অনূদিত এই প্রকাশনার বিষয়-ভিত্তিক প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনীসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপ:

১. পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
২. অধিগ্রহণ ও লুকুমদখল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৩. ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৪. কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৫. বালুমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৬. চরের জমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৭. চিংড়িমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৮. দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৯. আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কিত আইন (বন আইনসহ): প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১০. জলমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১১. অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১২. পাথরমহাল সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৩. ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১৪. ভূমি রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৫. ভূমি জরিপ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৬. চা বাগানের ভূমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৭. ট্রাস্ট সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৮. ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৯. অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
২০. ওয়াক্ফ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী

এই গবেষণাপত্রটি উক্ত ২০ খন্ডের একটি।

দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন

বাংলাদেশে সমগ্র জনসংখ্যার ৮.৫ শতাংশ সনাতন ধর্মাবলম্বী (হিন্দু)। দেবোত্তর সম্পত্তি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য ধর্ম বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা সনাতন ধর্ম ধারণ, পালন এবং প্রচার ও প্রসারে আবশ্যিক।

প্রাপ্তবয়স্ক এবং সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক তার সম্পত্তি দান বা উইলের মাধ্যমে ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে চিরতরে উৎসর্গকৃত সকল স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তিই দেবোত্তর সম্পত্তি। দেবোত্তর সম্পত্তির যথাযথ ব্যবহার ছাড়া সনাতন ধর্ম ধারণ, পালন এবং প্রচার ও প্রসার গতিহীন হয়ে পড়ে। এই ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় ও সামাজিক আচারানুষ্ঠান দেবোত্তর সম্পত্তির অস্তিত্ব ছাড়া প্রায় অসম্ভব। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য এরূপ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে বাংলাদেশে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন আইন নেই।

বাংলাদেশে দেবোত্তর সম্পত্তির পরিমাণ নির্ধারণে অদ্যাবধি চূড়ান্ত কোন জরিপ অনুষ্ঠিত হয়নি। এমনকি, বিপুল পরিমাণ দেবোত্তর সম্পত্তির তালিকাভুক্তও করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায়, দেবোত্তর সম্পত্তির যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবহারের জন্য সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সনাতন ধর্মের প্রবাহ অব্যাহত রাখতে দেবোত্তর সম্পত্তির যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার নিশ্চিত করা আবশ্যিক। আর যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে এই বিষয়ে পরিপূর্ণ আইন প্রণয়ন করার কোন বিকল্প নেই।

দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত নিম্নরূপ আইনের কিছু ধারা প্রাসঙ্গিক হলেও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এগুলো অত্যন্ত অপ্রতুল:

- ১) রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ৬, ৬ক, ১০ক এবং ৪৯ (৪) ধারা।
- ২) অফিসিয়াল ট্রাস্টি আইন, ১৯১৩
- ৩) রিলিজিয়াস এণ্ডোমেন্টস অ্যাক্ট, ১৮৬৩ এর ১৪ ধারা
- ৪) দাতব্য এবং ধর্মীয় ট্রাস্ট আইন, ১৯২০

এছাড়া ১৯৫৬ সনের ২২ আগস্ট স্মারক নং ১০২৯১ এর মাধ্যমে সরকার কালেক্টরকে পদাধিকারবলে দেবোত্তর সম্পত্তি সহকারে যে কোন উৎসর্গকৃত ধর্মীয় বা দাতব্য সম্পত্তির ট্রাস্টি করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেন।

উপরোক্ত আইনে একই ধারাতে দেবোত্তর সম্পত্তি এবং সেবায়তকে ওয়াক্ফ এবং মোতায়াল্লীর সঙ্গে সংমিশ্রণ করা হয়েছে যা দেবোত্তর সম্পত্তির উদ্দেশ্যকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

দেবোত্তর সম্পত্তির যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের অন্তরায়সমূহ নিম্নরূপ:

- দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ আইনের অনুপস্থিতি;
- অপরিপূর্ণ জনবল;
- নিখুঁত জরিপের অনুপস্থিতি;
- দেবোত্তর সম্পত্তির অবৈধ দখল এবং আত্মসাৎ;
- অসংগৃহীত প্রাপ্য;
- সেবায়ত/কমিটির অযোগ্যতা এবং তাদের সততার অভাব;
- অননুমোদিত হস্তান্তর;
- দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কে আধুনিক ও সৃষ্টিশীল পরিকল্পনার অভাব; এবং
- অদক্ষ কর্মকর্তা কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহার।

উপরোক্ত অন্তরায়সমূহের প্রভাবে দেবোত্তর সম্পত্তি নিয়ে প্রতিনিয়ত নানা অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে; যেমন:

“চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে বঙ্কবিহারী এস্টেটের ৫০ কোটি টাকা মূল্যের প্রায় ২৭ বিঘা দেবোত্তর সম্পত্তি বেআইনিভাবে বিক্রি করা হয়েছে। এই অবৈধ কাজের সঙ্গে সেবায়ত বা মহান্ত দাবিদার ক্ষতিশ চন্দ্র আচারী,

চাঁপাইনবাবগঞ্জের সাবেক জেলা প্রশাসক, শিবগঞ্জ উপজেলার সাবেক সাব-রেজিস্ট্রার ও কেরানিসহ দলিল লেখক জড়িত বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।”

এরূপ পরিস্থিতিতে দেবোত্তর সম্পত্তির একটি পরিপূর্ণ আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন যেখানে দেবোত্তর সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, উক্ত কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও দায়িত্ব, অর্থনৈতিক বিষয়াবলী এবং হিসাব, দেবোত্তর সম্পত্তির তালিকাভুক্তিকরণ এবং রেজিস্ট্রেশন, আইনগত কার্যধারা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিধিবিধান সন্নিবেশিত থাকবে। এ লক্ষ্যে নতুন প্রস্তাবিত আইনে দেবোত্তর সম্পত্তির যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অধিকার রক্ষায় পূর্ববর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত আইন

দেবোত্তর সম্পত্তি আইন, ২০১২

যেহেতু, দেবোত্তর সম্পত্তির যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য এবং ইহার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা জরুরী ও সমীচীন, সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল।

প্রথম অধ্যায়

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন

- (১) এই আইন দেবোত্তর সম্পত্তি আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।
- (২) সমগ্র বাংলাদেশে ইহার প্রয়োগ হইবে।
- (৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

- (ক) প্রশাসক অর্থ ধারা ১২ এর অধীন নিযুক্ত দেবোত্তর সম্পত্তির প্রশাসক;
- (খ) “সুবিধাভোগী” অর্থ দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে আর্থিক বা অন্যান্য পার্থক্য সুবিধাদি লাভের অধিকারী কোন ব্যক্তি এবং যে কোন প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত, যেমন মন্দির, মঠ, আশ্রম, শ্মশান, পবিত্র স্থান, সেবা ভিত্তিক ধর্মীয় স্কুল বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, কিন্তু কোন সুবিধা যাহা একমাত্র সেবায়োতই সেবায়োত হওয়ার কারণে দাবী করিতে পারে তাহা সুবিধা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (গ) “বোর্ড” অর্থ ধারা ৩ এর অধীন গঠিত দেবোত্তর সম্পত্তি বোর্ড;
- (ঘ) “জেলা প্রশাসক” অর্থ একটি জেলার জেলা প্রশাসক এবং জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকও অন্তর্ভুক্ত হইবেন;
- (ঙ) “সেবায়োত” অর্থ ধারা ১৫ এর উপধারা (১) এর অধীন সেবায়োত হিসেবে নিযুক্ত ব্যক্তি;
- (চ) “কমিটি” অর্থ ধারা ১৫ এর উপধারা (২) এর অধীন গঠিত দেবোত্তর ব্যবস্থাপনা কমিটি;
- (ছ) “মোট প্রাপ্তিসাধ্য আয়” অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সময় সময় নির্ধারিত দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয়;
- (জ) “স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি” অর্থ দেবোত্তর সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের সহিত যুক্ত কোন ব্যক্তি অন্যথায় একটি মঠ, মন্দির, আশ্রম, শ্মশান, অথবা অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে স্বার্থযুক্ত বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা কোন প্রতিষ্ঠান বা প্রার্থনা করার অধিকারী কোন ব্যক্তি বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী এবং দেবোত্তর সম্পত্তির সুবিধাভোগী অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (ঝ) “আগন্তুক” অর্থ ধারা ২ এর দফা (খ) এ উল্লিখিত দেবোত্তর সম্পত্তিতে স্বার্থযুক্ত কোন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি;
- (ঞ) “দেবোত্তর” বা “দেবোত্তর সম্পত্তি” অর্থ সনাতন ধর্মাবলম্বী (হিন্দু) কোন ব্যক্তি কর্তৃক হিন্দু আইনে স্বীকৃত ধর্মীয় উদ্দেশ্যে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি চিরতরে উৎসর্গীকরণ অথবা একই উপায়ে পূর্বে সৃষ্ট সকল দেবোত্তর সম্পত্তি অথবা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্য কোন উপায়ে মৌখিকভাবে বা দলিল সম্পাদনের মাধ্যমে সৃষ্ট সকল দেবোত্তর সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত করিবে।

ব্যক্তিগত বা পারিবারিক দেবোত্তর সৃষ্টির সময়ে কোন ট্রাস্ট, উইলের দলিলে বা অন্য কোন দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এবং দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কে প্রচলিত কোন আইনে, কোন রায়ে বা কোন আদালতের আদেশে বা অন্য কোথাও যাহা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন সকল দেবোত্তর সম্পত্তি জনসাধারণের দেবোত্তর সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে যাহাতে মন্দির, আশ্রম, শ্মশান, পবিত্রস্থান বা ধর্মীয় স্থান অবস্থিত যেখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যগণ বংশ পরম্পরায় বা স্থানান্তরিত উক্ত পারিবারিক সদস্য তাহাদের প্রার্থনা করেন এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য অর্ঘ্য নিবেদন করেন।

ব্যাখ্যা: দীর্ঘ সময়ের জন্য অর্থ অবিচ্ছিন্নভাবে ১২ (বার) বৎসরের অধিক সময়ের জন্য প্রয়োগকৃত, দখলকৃত এবং ভোগকৃত অধিকার।

- (ট) “দেবোত্তর দলিল” অর্থ কোন দলিল অথবা চুক্তিপত্র যাহার দ্বারা দেবোত্তর সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং পরবর্তী বৈধ দলিল অথবা চুক্তিপত্র যাহার দ্বারা প্রকৃত উৎসর্গের কোন শর্তাবলী ঘোষিত হইয়াছে।
- (ঠ) “দেবোত্তর দাতা” অর্থ দেবোত্তর দলিল সম্পাদনকারী বা এই ধরনের একটি দলিলের অনুপস্থিতিতে কোন ব্যক্তি যিনি দেবোত্তর সৃষ্টির জন্য কোন সম্পত্তি স্থায়ীভাবে উৎসর্গ করেন।
- (ড) “তালিকাভুক্তকরণ” অর্থ ধারা ৩০ এর অধীন কোন দেবোত্তর সম্পত্তির তালিকাভুক্তকরণ।
- (ঢ) “দেবোত্তর প্রতিনিধি” অর্থ দেবোত্তর সম্পত্তিতে স্বার্থযুক্ত এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট বিশেষ দায়িত্ব পালনে মনোনীত ব্যক্তি।
- (ণ) “সরকার” অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
- (ত) “যথাযথ কর্তৃপক্ষ” অর্থ সরকার বা এই আইনের কোন বিধান বাস্তবায়নের জন্য সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেবোত্তর বোর্ড, কর্মকর্তা এবং কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠা

৩। দেবোত্তর বোর্ড

- (১) সরকার প্রশাসককে সহায়তা ও পরামর্শ দেওয়ার জন্যে এবং দেবোত্তর সম্পত্তি ও ইহার তহবিল পরিচালনা এবং আইনের বিধান অনুসারে তাহাদের ক্ষমতা ও কর্তব্য প্রয়োগ এবং প্রতিপালনের জন্যে একটি দেবোত্তর সম্পত্তি বোর্ড অতঃপর বোর্ড হিসেবে অভিহিত, প্রতিষ্ঠা করা হইবে।
- (২) বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ঢাকাতে অবস্থিত হইবে তবে প্রয়োজনানুসারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়া দেশের অন্য কোন স্থানে বোর্ডের শাখা কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

৪। বোর্ডের গঠন

- (১) বোর্ড সরকার কর্তৃক নিযুক্ত নিম্নরূপ ১১ (এগারো) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে:
 - (ক) সভাপতি, হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট, যিনি বোর্ডের সভাপতি হইবেন;
 - (খ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হইতে একজন প্রতিনিধি, যিনি সহকারী সচিব পদমর্যাদার অধস্তন নন;
 - (গ) সচিব, হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট;
 - (ঘ) ঢাকেশ্বরী মন্দিরের সেবায়োত;
 - (ঙ) রমনা কালী মন্দিরের সেবায়োত;
 - (চ) কোন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালি বিভাগের একজন অধ্যাপক;
 - (ছ) কোন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের একজন অধ্যাপক, বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের (যে কোন জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত) একজন সদস্য;
 - (জ) একজন ব্যক্তি যিনি একজন উন্নয়ন সেবী;
 - (ঝ) হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক মনোনীত দেবোত্তর সম্পত্তির দুইজন প্রতিনিধি;
 - (ঞ) দেবোত্তর সম্পত্তির প্রশাসক, বোর্ডের সচিব হিসাবে কার্য সম্পাদন করিবেন এবং বোর্ডের কার্যক্রম রেকর্ড করিবেন ও বজায় রাখিবেন।
- (২) সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে নিযুক্ত সদস্যদের নাম প্রকাশ করিবেন।
- (৩) বোর্ডের সভা প্রতি দুই মাসে একবার অনুষ্ঠিত হইবে; তবে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে যদি প্রয়োজন হয় যে কোন সময় জরুরি বৈঠকে অনুষ্ঠিত হতে পারে।
- (৪) বোর্ডের সভায় যোগদানের জন্য সময় সময় সদস্যবৃন্দ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক এবং ভ্রমণ ভাতা পাইবেন।

৫। বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো

- (১) বোর্ডের সরকার কর্তৃক অনুমোদিত একটি সাংগঠনিক কাঠামো থাকিবে।
- (২) সাংগঠনিক কাঠামোতে বোর্ডের জনবল, যানবাহন ও সরঞ্জামের বিবরণ থাকিবে।

৬। বোর্ডের সদস্যদের পদের কার্যকাল

- (১) ধারা (৪) এর উপধারা (১) এর দফা (চ) এ উল্লিখিত সদস্যবৃন্দের পদের কার্যকাল সদস্য হিসাবে তাহার নামে সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ হইতে ৫ বছর পর্যন্ত থাকিবে এবং উক্ত সদস্য আরও একবার পুনঃনিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন, তবে ধারা (৪) এর উপধারা (১) এর দফা (ক) হইতে (ঙ) এবং (এঃ) এ উল্লিখিত অন্যান্য সদস্যবৃন্দ তাহাদের প্রত্যেকের প্রতিনিধি পদের কার্যকাল ধারণের সময় পর্যন্ত কমিটির সদস্যপদ ধারণ করিবেন।
- (২) ধারা (৪) এর উপধারা (১) এর দফা (চ) হইতে (ঝ) এ উল্লিখিত বোর্ডের একজন সদস্য তাহার পদের মেয়াদ শেষ হওয়া স্বত্বেও যতক্ষণ পর্যন্ত না কমিটিতে তাহার পদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার দরুন পদটি শূন্য হইবে, তিনি উক্ত পদে বহাল থাকিবেন।

৭। বোর্ডের সদস্যদের অপসারণ এবং পদত্যাগ

- (১) সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ধারা (৪) এর উপধারা (১) এর দফা (চ) হইতে (ঝ) এ উল্লিখিত বোর্ডের কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে যদি তিনি
 - (ক) সদস্য হিসাবে কাজ করিতে অনিচ্ছুক হন বা মানসিক বা শারীরিক অসুস্থতার কারণে একজন সদস্য হিসেবে কাজ করিতে অসমর্থ হয়;
 - (খ) তাহার দায়িত্বে অবহেলা করেন;
 - (গ) উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা উন্মাদ ঘোষিত হন;
 - (ঘ) কোন অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন অথবা একটি ফৌজদারি আদালত কর্তৃক ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগে হাজতে থাকেন, যাহা সরকারের মতে বোর্ডের সদস্যরূপে থাকিবার অযোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়;
 - (ঙ) বোর্ডের সভাপতির অনুমতি ব্যতিরেকে একাদিক্রমে বোর্ডের তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;
 - (চ) দেবোত্তর সম্পত্তি এবং বোর্ডের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় এইরূপ কোন কার্যক্রমে জড়িত হন অথবা অনৈতিক আচরণ করেন।
- (২) সরকারের নিকট লিখিত নোটিশ প্রেরণ করিয়া, একজন সদস্য পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং তাহার পদত্যাগপত্র গ্রহণের পর তাহার পদ শূন্য হইবে অথবা মৃত্যুর ফলে উক্ত সদস্যের পদ শূন্য হইবে।
- (৩) যদি ধারা (১) এর উপধারা (২) এর অধীন অপসারণ, পদত্যাগ বা মৃত্যুর মাধ্যমে উক্ত সদস্যের পদ শূন্য হয়, ধারা (৪) এর উপধারা (১) এর অধীন একজন নতুন সদস্য নিযুক্ত হইবেন। শূন্য পদে নিযুক্ত সদস্য, যাহার অপসারণ, পদত্যাগ বা মৃত্যুতে উক্ত পদ শূন্য হইয়াছে তাহার অবশিষ্ট মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ডের কোন সিদ্ধান্ত বা কার্যক্রম শুধু এই কারণে বাতিল হইবে না যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা বাস্তবায়নের সময়ে ধারা (৪) এর উপধারা (১) এ উল্লিখিত বোর্ড সদস্যদের সংখ্যার চেয়ে বোর্ড সদস্যদের সংখ্যা কম ছিল।

৮। বোর্ডের কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মী সদস্য

- (১) বোর্ড সঠিকভাবে তাহার কার্যক্রম সম্পাদন করিবার জন্য অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মী সদস্য নিযুক্ত করিতে পারিবে।
 - (২) বোর্ড ইহার কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মী সদস্যদের নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে চাকুরীবিধি এবং নিয়োগবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।
- তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত বিধি প্রণয়নের পূর্বে, তাহার কর্মকর্তার নিয়োগ এবং আচরণ বিষয়ে সরকারি নিয়োগ ও চাকুরীবিধি যতটুকু বাস্তবসম্মত বোর্ড কর্তৃক ততটুকু অনুসরণ করা হইবে।

- (৩) উক্ত বিধি-বিধান লংঘন না করিয়া, বোর্ড যেই রূপ যোগ্য ও উপযুক্ত মনে করিবে তাহার কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মী সদস্যদের নিয়োগ, তাহাদের পদায়ন, বদলি, পদোন্নতি, ছুটি মঞ্জুর এবং শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে প্রশাসককে সেইরূপ ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।
- (৪) বোর্ডের কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মী সদস্যদের আচরণ এবং শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারি চাকুরীজীবী আচরণবিধি শৃঙ্খলা ও আপীলবিধি যতটুকু বাস্তবসম্মত ততটুকু প্রয়োগ করা হইবে।

৯। দেবোত্তর বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান

দেবোত্তর সম্পত্তি বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হইবে এবং ইহার চিরস্থায়ী উত্তরাধিকার ও নিজস্ব চিহ্ন সম্বলিত একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং ইহা নিজ নামে মোকদ্দমা করিতে পারিবে অথবা ইহার নামে মোকদ্দমা করা যাইবে।

১০। বোর্ডের সভা

- (১) দেবোত্তর প্রশাসক বোর্ডের সভা আহ্বান করিবেন এবং সভার আলোচ্যসূচিসহ ১৫ (পনের) দিনের নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণ করিবেন।
- (২) বোর্ডের সভার জন্যে বোর্ডের ৬ (ছয়) জন সদস্য নিয়া কোরাম গঠিত হইবে। কোরাম সম্পন্ন না হইলে সভাপতি সভার মূলতবি ঘোষণা করিবেন এবং পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সদস্যদের প্রতি ৭ (সাত) দিনের নোটিশের মাধ্যমে সভা আহ্বান করিবেন। পরবর্তী সভা সম্পন্ন হওয়ার জন্য কোরাম গঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না।
- (৩) বোর্ডের সভাপতি অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত সদস্য উক্ত সভার সভাপতি হইবেন। সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। যেক্ষেত্রে সদস্যবৃন্দ তাহাদের মতামতে সমানভাবে বিভক্ত হইবে, সেক্ষেত্রে সভাপতির নির্ণায়ক (কাস্টিং)/ নির্ধারণ ভোট থাকিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

দেবোত্তর সম্পত্তি বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

১১। দেবোত্তর বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

- (১) এই আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসারে বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:
 - (ক) দেবোত্তর সম্পত্তির যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের জন্য পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
 - (খ) দেবোত্তর সম্পত্তির প্রশাসককে তাহার দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান;
 - (গ) সকল দেবোত্তর সম্পত্তির জরিপের ব্যবস্থা করা এবং তালিকাভুক্ত করা।
 - (ঘ) এই আইনের আওতায় বোর্ড ও দেবোত্তর সম্পত্তির প্রশাসকের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য অর্থের সরবরাহ করা;
 - (ঙ) বিধি অনুসারে প্রশাসকের সহিত অর্থ ব্যয়ের কর্তৃত্ব প্রদান সাপেক্ষে, বোর্ডের এবং দেবোত্তর সম্পত্তির প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রস্তাব অনুমোদন করা;
 - (চ) ১লা জুলাই হইতে আরম্ভ হওয়া পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট, বোর্ডের আনুমানিক ব্যয় ও খরচ সহকারে অনুমোদন করা;
 - (ছ) দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন, বিধি, পর্যালোচনা পূর্বক দেবোত্তর সম্পত্তির ভাল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান;
 - (জ) এই আইনের বিধানসমূহ কার্যকর করার জন্য বিধিমালা প্রণয়ন এবং প্রকাশের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;
 - (ঝ) এই আইনের অধীন আরোপিত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রতিপালন এবং প্রয়োগ;
 - (ঞ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ দ্বারা বোর্ডের উপর যে সকল দায়িত্ব ন্যস্ত করিবে তাহা পালন।
- (২) বোর্ডের সিদ্ধান্তসমূহ দেবোত্তর প্রশাসকের আদেশ দ্বারা কার্যকর করা হইবে।
- (৩) বোর্ড, এই আইন দ্বারা বা অধীন বোর্ডকে প্রদত্ত বা উহার উপর আরোপিত যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনের জন্য, সময় সময়, দেবোত্তর প্রশাসককে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে;
- (৪) যেক্ষেত্রে কোন বোর্ড নাই বা বোর্ড কোন কারণবশত কাজ করিতে পারে না, সেইক্ষেত্রে এই আইনের অধীনে বোর্ডের উপর ন্যস্ত ক্ষমতাসমূহ প্রশাসক প্রয়োগ করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রশাসকের নিয়োগ, ক্ষমতা এবং কার্যাবলী

১২। দেবোত্তর প্রশাসকের নিয়োগ

- (১) সরকার বাংলাদেশের জন্য প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য উপ-সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা হইতে একজন দেবোত্তর সম্পত্তির প্রশাসক নিযুক্ত করিবেন, অতঃপর প্রশাসক হিসেবে অভিহিত।
- (২) কোন ব্যক্তিই প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত হইবেন না, যদি না তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বী হন এবং এই আইনের অধীন আবশ্যকীয় যোগ্যতা না থাকে।
- (৩) প্রশাসক ১৮৬০ সালের বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ২১ ধারার অর্থমতে সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবে।
- (৪) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, প্রশাসকের বেতন এবং চাকুরীর শর্তাবলী সরকার যাহা নির্ধারণ করিবেন তাহাই হইবে এবং তাহার বেতন এবং অন্যান্য সুবিধাদি সরকার কর্তৃক প্রেরণ করা হইবে।
- (৫) সরকার যেরূপ সময়ের জন্য নির্ধারণ করিবেন, সেরূপ সময়ের জন্য প্রশাসক নিযুক্ত হইবেন।

১৩। প্রশাসকের অপসারণ

- (১) যদি কোন সময় সরকারের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে প্রশাসক তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা দেখাইয়াছে, অথবা অসদাচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে অথবা দায়িত্বে অবহেলা করিয়াছে অথবা অন্য কোন কারণে, যাহার ফলে তাহার অপসারণ যথাযথ এবং জরুরি, সরকার উক্ত অফিস হইতে তাহাকে অপসারণ করিতে পারিবে।
- (২) উক্ত নিয়োগ এবং অপসারণ সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

১৪। দেবোত্তর প্রশাসকের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব

- (১) এই আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসারে প্রশাসকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:
 - (ক) দেবোত্তর সম্পত্তির যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং দেবোত্তর সম্পত্তির আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা;
 - (খ) দেবোত্তর সম্পত্তির উন্নয়নের জন্য সঠিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও কার্যকর করা;
 - (গ) দেবোত্তর সৃষ্টির উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
 - (ঘ) প্রয়োজনবোধে কোন দেবোত্তর সম্পত্তির দায়িত্ব যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক নিজ নিয়ন্ত্রণে গ্রহণ করা;
 - (ঙ) বোর্ডের আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করা;
 - (চ) দেবোত্তর সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করা;
 - (ছ) সভা আহ্বান করা এবং বোর্ডের সচিব হিসাবে কাজ করা, ইহার পদ্ধতি রেকর্ডকরণ এবং বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন করা;
 - (জ) দেবোত্তর সম্পত্তির জরিপের ব্যবস্থা করা এবং বোর্ডের মাধ্যমে ইহার তালিকাভুক্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
 - (ঝ) পূর্ববর্তী বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর হইতে বিগত ৩০শে জুন সময়ের মধ্যে সেবায়িত অথবা কমিটির নিকট হইতে দেবোত্তর সম্পত্তির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব চাহিতে পারিবে;
 - (ঞ) নিয়মিত দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন সঠিক বিন্যাসে এবং যথাযথ সময়ে প্রদান করা;
 - (ট) প্রশাসকের কার্যালয়ে যথাযথ প্রশাসনিক এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
 - (ঠ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত কর্তব্য ও দায়িত্ব প্রতিপালন করা;
- (২) বোর্ডের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, প্রশাসক এই আইনের অথবা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমানার অধীন তাহার বা উহার উপর আরোপিত যে কোন ক্ষমতা এবং দায়িত্ব তাহার অধিনস্ত কর্মকর্তাকে প্রদান করিতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায় সেবায়েত/কমিটি

১৫। সেবায়েত/কমিটি

(১) প্রত্যেক দেবোত্তর সম্পত্তিতে দেবোত্তর উৎসর্গকারীর বা দেবোত্তর দলিলের নির্দেশনা অনুসারে অথবা প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত সেবায়েত থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন দেবোত্তর সম্পত্তিতে একাধিক সেবায়েত নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে এই ক্ষেত্রে দেবোত্তর দলিলের বিধানসমূহ এবং প্রথা অনুসারে তাহারা তাহাদের দায়িত্ব ও কার্যাবলী একত্রে সম্পাদন করিবে।

(২) দেবোত্তর সম্পত্তির যথাযথ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে, দেবোত্তর উৎসর্গকারীর বা দেবোত্তর দলিলের নির্দেশনা অনুসারে অথবা বোর্ডের অনুমোদন অনুসারে দেবোত্তর সম্পত্তির যথাযথ ব্যবস্থাপনা জন্য একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকিবে।

(৩) বোর্ড সেবায়েত/কমিটির ক্ষমতা, কার্যাবলী, দায়িত্ব এবং পদের মেয়াদ সাধারণ/ বিশেষ আদেশের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি সেবায়েত/কমিটি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে বা সং উদ্দেশ্যে তাহার/ইহার ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন না করেন, তাহা হইলে শুধু বোর্ডই উক্ত ক্ষমতা প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

(৪) কোন দেবোত্তরের ক্ষেত্রে, যেখানে কোন সেবায়েত নাই বা যেখানে প্রশাসকের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে দেবোত্তর দলিলের শর্তানুসারে সেবায়েত নিয়োগ করা বাধ্যতামূলক হইবে অথবা সেবায়েত পদের উত্তরাধিকারী নাবালক, অপ্রকৃতস্থ অথবা যথাযথ আদালত হইতে দেউলিয়া হিসেবে বিবেচিত হয়, তাহা হইলে প্রশাসক বোর্ডের অনুমোদন নিয়া, প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য, দেবোত্তরের সহিত স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদের নোটিশ প্রদান করিয়া, সেবায়েত বা ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা পালনের জন্য একজন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

(৫) উক্ত নিযুক্তির দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি নোটিশ প্রাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে জেলা জজের নিকট আপীল করিতে পারিবেন, এবং এই ক্ষেত্রে জেলা জজের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) এই আইনে অথবা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে অথবা কোন দলিল বা চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রশাসক যেক্ষেত্রে প্রয়োজন মনে করিবেন, বোর্ডের অনুমোদন নিয়া, দেবোত্তর সম্পত্তি ও সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট কয়েকজন সেবায়েত বা ব্যবস্থাপনা কমিটি এই শর্তে নিযুক্ত করিবেন যে বেতন এবং অন্যান্য সুবিধাদি প্রশাসক যাহা উপযুক্ত মনে করিবেন তাহাই হইবে।

(৭) প্রশাসকের অনুমতি ব্যতীত সেবায়েত বা কমিটির কোন সদস্য তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপধারা কোন আমমোক্তার অথবা প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন আদেশ পালন করিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না, কিন্তু স্বাধীনভাবে কোন কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে।

১৬। সেবায়েত/কমিটির পারিতোষিক

যেক্ষেত্রে দেবোত্তর দলিলে সেবায়েতের কার্যালয়/কমিটির সচিবের জন্য কোন পারিতোষিক প্রদান করা না হয় অথবা যেক্ষেত্রে প্রদত্ত পরিমাণ যথেষ্ট নয়, প্রশাসক সেবায়েত/কমিটির আবেদনের ভিত্তিতে দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে যথোপযুক্ত অর্থ তাহার পারিতোষিক নির্ধারণ করিবেন।

১৭। সেবায়ত/কমিটির পদত্যাগ, অবসর এবং অপসারণ

- (১) কোন সেবায়ত/কোন কমিটির সদস্য প্রশাসকের অনুমতি ব্যতীত উক্ত পদ হইতে পদত্যাগ বা অবসর গ্রহণ করিবেন না বা অব্যাহতি পাইবেন না।
 - (২) যদি কোন সেবায়ত/কোন কমিটির সদস্য তাহার পদ হইতে অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিতে অথবা অব্যাহতির জন্য আবেদন করে, তাহা হইলে তাহার অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগের আবেদন গৃহীত হইবে না বা অব্যাহতি পাইবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি তাহার পদত্যাগ বা অবসর গ্রহণ বা অব্যাহতির তারিখ পর্যন্ত হিসাব বিবরণী দাখিল করিবেন এবং ইহা প্রতীয়মান হইবে যে এ যাবৎ কাল পর্যন্ত ইহা নিরীক্ষা করা হইয়াছে যে দেবোত্তর সম্পত্তিতে তাহার আর কোন দায় নাই এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত ধারা ৪৪ এর অধীন হাল সময় পর্যন্ত অংশগ্রহণকারী মূল্য পরিশোধিত হইবে।
 - (৩) এই আইনের কোথাও বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড স্ব-উদ্যোগে অথবা কোন ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে কোন সেবায়ত বা কোন কমিটির কোন সদস্যকে বা সমগ্র কমিটিকে নিম্নলিখিত কারণে অপসারণ করিতে পারিবে:
 - (ক) বিশ্বাসভঙ্গ, অদক্ষতা, দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা, দায়িত্বে উদাসীনতা বা অবহেলা, অনৈতিক বা অবৈধ কার্যক্রমে জড়িত হওয়া, দেবোত্তর সম্পত্তির ক্ষতিসাধন অথবা তহবিল তসরুফ।
 - (খ) বোর্ড অথবা প্রশাসকের আদেশের প্রতি অবাধ্যতা।
 - (গ) এই আইনের ধারা ৪২ এর অধীন একের অধিকবার দোষী সাব্যস্ত হওয়া।
 - (ঘ) অপরাধ, অনুপযুক্ত ও অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়; ব্যর্থ, অসামর্থ্য, অবহেলাকারী অথবা প্রশাসকের মতে অপ্রত্যাশিত হইয়া ওঠে।
- তবে শর্ত থাকে যে, সেবায়ত অথবা কমিটি অথবা কমিটির কোন সদস্যের অপসারণ আদেশ তাহাকে বা কমিটিকে গুণানির সুযোগ প্রদান না করিয়া দেওয়া হইবে না।
- (৪) উপধারা ৩ এর অধীনে প্রদত্ত আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন সেবায়ত অথবা কমিটি অথবা কমিটির কোন সদস্য অপসারণের আদেশপ্রাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে বোর্ডের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবে।
- তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন সেবায়ত অথবা কমিটির কোন সদস্য অথবা কমিটি তাহার বা ইহার উপর ন্যস্ত দায়দায়িত্ব উপধারা ৫ এর অধীন নিযুক্ত পরবর্তী সেবায়ত অথবা কমিটির কোন সদস্য অথবা কমিটির নিকট হস্তান্তর না করে, তাহা হইলে তিনি বা ইহা এই উপধারার অধীন আপীল দায়ের করার অযোগ্য হইবেন।
- (৫) যখন সেবায়ত অথবা কমিটির কোন সদস্য অথবা সম্পূর্ণ কমিটি অপসারিত হয় অথবা সেবায়ত অথবা কমিটির কোন সদস্য অথবা কমিটি পদত্যাগ করেন এবং সেই পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়, তখন প্রশাসক বোর্ডের সম্মতি নিয়া একজন নতুন সেবায়ত অথবা কমিটির কোন সদস্য অথবা কমিটি নিযুক্ত করিবেন যাহাকে প্রশাসকের নির্ধারিত তারিখে পদত্যাগী বা অপসারিত সেবায়ত অথবা কমিটির কোন সদস্য অথবা কমিটি সকল দায়দায়িত্ব, নগদ অর্থ এবং সকল দলিলপত্র হস্তান্তর করিবে।
 - (৬) যদি পদত্যাগী বা অপসারিত সেবায়ত অথবা কমিটির কোন সদস্য অথবা কমিটি দেবোত্তর সম্পত্তি, নগদ অর্থ এবং সকল দলিলপত্রের দায়দায়িত্ব উপধারা ৫ এর অধীন নিযুক্ত পরবর্তী সেবায়ত অথবা কমিটির কোন সদস্য অথবা কমিটির নিকট হস্তান্তর করিতে ব্যর্থ হয় বা প্রত্যাখ্যান করে, ক্ষেত্রমতে, প্রশাসক সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন করিবে এবং জেলা প্রশাসক দেবোত্তর সম্পত্তি, নগদ অর্থ এবং সকল দলিলপত্রের দায়দায়িত্ব পদত্যাগী বা অপসারিত সেবায়ত অথবা কমিটির কোন সদস্য অথবা কমিটি হইতে পরবর্তী সেবায়ত অথবা কমিটির কোন সদস্য অথবা কমিটির নিকট, তিনি বা ইহা স্বতপ্রণোদিতভাবে করিতে ব্যর্থ হইলে প্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগের মাধ্যমে, হস্তান্তর করিবেন।
 - (৭) যখন সেবায়ত অথবা কমিটির কোন সদস্য অথবা কমিটির বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে অথবা অন্য কোন অপকর্মের কারণে কোন ক্ষতিসাধন ঘটে তখন, ক্ষেত্রমতে, ঐ সেবায়ত অথবা কমিটির কোন সদস্য অথবা কমিটি প্রাসঙ্গিক দেবোত্তর সম্পত্তিতে বা ইহার সুবিধা ভোগীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিবেন। উক্ত ক্ষতিপূরণ অর্থ দেবোত্তর সম্পত্তিতে যুক্ত হইবে।

১৮। পূজারি/পুরোহিতের নিয়োগ এবং অপসারণ

- (১) বোর্ডের অনুমোদন নিয়া প্রশাসক সাধারণ বা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে দেবদেবীর পূজারি/পুরোহিতের যোগ্যতা, পারিতোষিক এবং চাকুরীর শর্তাবলী দেবোত্তর সম্পত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নির্ধারণ করিবেন।
- (২) সংশ্লিষ্ট দেবোত্তর সম্পত্তির সেবায়েত বা কমিটি উপধারা (১) এ উল্লিখিত আদেশের নির্দেশনা অনুসরণ করিয়া একজন পূজারি/পুরোহিত নিযুক্ত করিতে পারেন।
- (৩) সেবায়েত অথবা কমিটি কাজের জন্য অনুপযুক্ত বা প্রয়োজনীয় যোগ্যতাবিহীন পূজারি/পুরোহিতকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া অপসারণ করিতে পারিবে।

১৯। দেবোত্তর সম্পত্তি সৃষ্টির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন

বোর্ড এবং প্রশাসক তাহাদের দায়িত্ব পালন এবং ক্ষমতা প্রয়োগের সময় দেবোত্তর দলিলের নির্দেশনা, দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত হিন্দু আইনের অধীন প্রথা ও রীতিনীতি অনুসরণ করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, দেবোত্তর দলিলের কোন বিধিবিধান যাহার প্রয়োগ সময়ের ধারাবাহিকতায় অথবা পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে অপ্রচলিত, অকার্যকর অথবা অসম্ভব হয় তাহা হইলে দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষার স্বার্থে অথবা দেবোত্তরের উদ্দেশ্য পালনের জন্য অথবা হিন্দু সম্প্রদায়ের বৃহত্তর স্বার্থে বোর্ড উক্ত বিধিবিধানের বিপরীতে কার্যসম্পাদন করিতে পারিবে।

২০। দেবোত্তর সম্পত্তির হস্তান্তর

এই আইনের কোথাও বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে বা কোন দেবোত্তর দলিল বা চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড ইহার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত দ্বারা এবং সরকারের অনুমোদন নিয়া বিক্রয়, বন্ধক, বিনিময় অথবা ইজারার মাধ্যমে দেবোত্তর সম্পত্তির অন্য কোন অংশের উন্নয়নের জন্য দেবোত্তর সম্পত্তির কোন অংশের হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

২১। বোর্ড কর্তৃক দেবোত্তর সম্পত্তির কর্তৃত্ব গ্রহণ

- (১) এই আইনের কোথাও বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে বা আদালতের কোন ডিক্রী বা আদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আদালত প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষণের প্রশাসন, নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা এবং দায়দায়িত্বের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে। মঠ, মন্দির, আশ্রম, শাশান অথবা অন্য কোন সম্পৃক্ত হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হইবে।
- (২) বোর্ড পূর্বে উল্লিখিত উপধারা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশের পর সম্ভাব্য দ্রুত সময়ে, ক্ষেত্রমতে, সংশ্লিষ্ট দেবোত্তর সম্পত্তির সেবায়েত অথবা কমিটিকে দেবোত্তর সম্পত্তি, নগদ অর্থ এবং প্রসঙ্গিক দলিলপত্রের দায়দায়িত্ব নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে হস্তান্তরের জন্য নোটিশ প্রদান করিবে এবং যদি সেবায়েত অথবা কমিটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দায়দায়িত্ব হস্তান্তর করিতে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে প্রশাসক সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন করিবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক নগদ অর্থ এবং দলিলপত্রাদিসহ দেবোত্তর সম্পত্তি সেবায়েত অথবা কমিটি হইতে প্রশাসকের নিকট, তিনি বা ইহা স্বতপ্রণোদিতভাবে করিতে ব্যর্থ হইলে প্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগের মাধ্যমে, হস্তান্তর করিবেন।
- (৩) বোর্ড উপধারা (১) এর অধীন গৃহীত দেবোত্তর সম্পত্তি প্রশাসক, অথবা তাহার অধীনস্থ কর্মকর্তা, অথবা প্রতিনিধি অথবা ইহার দ্বারা নিযুক্ত একজন সেবায়েত অথবা কমিটির মাধ্যমে পরিচালনা করিতে পারিবে।
- (৪) যদি উপধারা (৩) এর অধীন একজন দেবোত্তর প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হইবেন।
- (৫) বোর্ড কর্তৃক উপধারা (১) এর অধীন গৃহীত দেবোত্তর সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার জন্য উপধারা (৩) এর অধীন নিযুক্ত কর্মকর্তা অথবা প্রতিনিধি অথবা সেবায়েত অথবা কমিটি বোর্ডের অনুমোদন নিয়া

দেবোত্তর সম্পত্তির উদ্দেশ্যের এবং এই আইনের বিধিবিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

- (৬) বোর্ড কর্তৃক উপধারা (১) এর অধীন গৃহীত দেবোত্তর সম্পত্তির সম্পূর্ণ রেকর্ড এবং দেবোত্তর সম্পত্তির আয়ের হিসাব এবং সম্পত্তির প্রশাসনিক ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত ব্যয় নির্ধারিত উপায়ে প্রশাসক সংরক্ষণ করিবেন।
- (৭) বোর্ড কর্তৃক গৃহীত দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে সংগৃহীত সকল অর্থ এবং অন্য কোন সম্পত্তি দেবোত্তর তহবিলে জমা প্রদান করা হইবে।

২২। আপীল এবং বোর্ড বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে আবেদন

ধারা ২১ এর উপধারা (১) এর অধীন প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি প্রশাসকের বিরুদ্ধে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে দেবোত্তর সম্পত্তির উপর এখতিয়ার সম্পন্ন জেলা জজের নিকট নিম্নরূপ ঘোষণার জন্য আবেদন করিতে পারিবে:

- (ক) এই সম্পত্তি দেবোত্তর সম্পত্তি নয়; অথবা
 - (খ) এই সম্পত্তি দেবোত্তর সম্পত্তি তবে ইহা আবেদনে উল্লেখিত সীমানার অন্তর্ভুক্ত নয়;
- আদালত পক্ষসমূহের শুনানি শেষে এই বিষয়ে যেরূপ উপযুক্ত এবং যথাযথ মনে করিবেন সেরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।
- (২) উপধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি উক্ত আদেশ প্রদানের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়ের করিতে পারিবে এবং আপীল প্রসঙ্গে হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ বা সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২৩। জেলা প্রশাসক এবং অন্যান্য ব্যক্তি কর্তৃক ক্ষমতা ও কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা

এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি সাপেক্ষে, প্রশাসক আইনের দ্বারা তাহার উপর আরোপিত যে কোন ক্ষমতা যে জেলায় সংশ্লিষ্ট দেবোত্তর সম্পত্তি অবস্থিত সে জেলার জেলা প্রশাসককে অথবা তাহার দ্বারা এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে অর্পণ করিতে পারিবে, এবং জেলা প্রশাসক অথবা নিযুক্ত ব্যক্তির মাধ্যমে উহা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, প্রশাসক উক্ত আরোপিত ক্ষমতা প্রয়োজন মনে করিলে যে কোন সময় প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

২৪। হিসাব অনুসন্ধান এবং নিরীক্ষণের জন্য আবেদন

- (১) দেবোত্তর সম্পত্তিতে স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি জেলা প্রশাসকের নিকট উক্ত সম্পত্তির প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে ত্রুটি সম্পর্কিত কোন অভিযোগ তদন্তের জন্য অথবা দেবোত্তর সম্পত্তির কোন হিসাব পর্যবেক্ষণের জন্য হলফনামা সহকারে আবেদন করিতে পারিবে।
- (২) উক্ত আবেদন প্রাপ্তির পর এবং আবেদন ও হলফনামায় উল্লেখিত ঘটনা হইতে যদি প্রশাসকের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, ইহা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে দেবোত্তর বিষয়াদি যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা করা হইতেছে না, তাহা হইলে প্রশাসক যাহা উপযুক্ত মনে করিবেন সেই কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, হিসাব অনুসন্ধান এবং নিরীক্ষণের জন্য আবেদন, উক্ত আবেদনের তারিখের পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বছর অধিক সময়ের হিসাব সম্পর্কিত হইলে, করা যাইবে না।

২৫। অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে এই আইনের অধীন প্রশাসকের ক্ষমতা

- (১) এই আইনের অধীন অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে প্রশাসকের, স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি ও সাক্ষীগণের জবানবন্দী গ্রহণের জন্য তাহাদের হাজির হইতে সমন দেওয়া এবং বলপ্রয়োগ করা, দলিল উপস্থাপনের জন্য তাহাদের বাধ্য করা এবং দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর অধীন গঠিত আদালতের ন্যায় সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণের জন্যে কমিশন প্রেরণ করার ক্ষমতা থাকিবে।

(২) প্রশাসক বাংলাদেশ দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ১৮৮ এর উদ্দেশ্যে সরকারি কর্মচারী এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫তম অধ্যায়ের ১৯৫ ধারার উদ্দেশ্যে দেওয়ানী আদালত হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) যদি উপধারা ১ এর অধীন অনুসন্ধানের পর প্রশাসক মনে করে যে, দেবোত্তর সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য কাক্ষিত উপায় অথবা সুবিধাভোগীর কাক্ষিত স্বার্থরক্ষা ব্যতিরেকে এমনভাবে অব্যবস্থাপনার স্বীকার হইতেছে অথবা হইয়াছে যে ইহা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করা উচিত তাহা হইলে প্রশাসক ধারা ২১ এর বিধিবিধানের অধীন দেবোত্তর সম্পত্তি গ্রহণের জন্য বোর্ডকে প্রতিবেদন প্রদান করিবেন।

২৬। নির্দেশনার জন্য আবেদন করিতে সেবায়ত/কমিটির ক্ষমতা

(১) কোন সেবায়ত/কমিটি দেবোত্তর সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনকে প্রভাবিত করে এরূপ কোন প্রশ্ন বা দেবোত্তর দলিলের কোন অংশের আবশ্যকীয় ব্যাখ্যার বিষয় সম্পর্কে প্রশাসকের মতামত, উপদেশ অথবা নির্দেশনার জন্য প্রশাসকের নিকট আবেদন করিতে পারে এবং প্রশাসক উক্ত বিষয়ে, ক্ষেত্রমতে, তাহার মতামত, উপদেশ অথবা নির্দেশনা প্রদান করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি প্রশাসক সঠিকভাবে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে না পারে, তাহা হইলে তিনি সেবায়ত/কমিটিকে যে স্থানে দেবোত্তর সম্পত্তি বা ইহার কোন অংশ অবস্থিত উক্ত স্থানের উপর এখতিয়ার সম্পন্ন জেলা জজের নিকট ফেরত পাঠাইবেন; যদি সেবায়ত/কমিটি অতঃপর উক্ত আদালতে আরজির মধ্যমে আবেদন করে, তাহা হইলে আদালত উপধারা (২) এবং (৩) এর উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে তাহার মতামত, উপদেশ অথবা নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

(২) প্রশাসক অথবা আদালত আবেদন প্রাপ্তির পর আবেদনের শুনানির জন্য উপধারা ১ এর অধীন তারিখ নির্ধারণ করিবেন, এবং দেবোত্তর সম্পত্তিতে স্বার্থযুক্ত ব্যক্তির উপর নির্ধারিত তারিখ উল্লিখিত নোটিশ এবং সেই সাথে নির্দেশের অনুলিপি সরবরাহ করিবেন অথবা তিনি যেই উপায়ে উপযুক্ত মনে করিবেন সেই উপায়ে স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন।

(৩) উপধারা (২) অনুসারে নির্ধারিত তারিখে অথবা শুনানি মূলতবী হওয়ার কোন পরবর্তী তারিখে, প্রশাসক অথবা আদালত মতামত, উপদেশ অথবা নির্দেশনা প্রদানের পূর্বে আবেদনের সহিত সম্পর্কিত সকল ব্যক্তিকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিবেন।

(৪) সকল সেবায়ত/কমিটি সদস্য, ক্ষেত্রমতে, প্রশাসক অথবা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত মতামত, উপদেশ অথবা নির্দেশনা অনুসারে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে, সেবায়ত/কমিটি সদস্য হিসেবে যে বিষয় সম্পর্কে আবেদন করা হইয়াছিল সে বিষয়ে দায়িত্বের দায়মুক্তির ক্ষেত্রে তাহার যতদূর সম্ভব তাহার নিজস্ব দায়দায়িত্ব জড়িত বলে গণ্য হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এই সম্পর্কিত কোন কিছুই সেবায়ত/কমিটি সদস্যকে উক্ত মতামত, উপদেশ অথবা নির্দেশনা অনুসারে কার্য সম্পাদনে অব্যাহতি প্রদান করিবে না যদি উক্ত সেবায়ত/কমিটি সদস্য মতামত, উপদেশ অথবা নির্দেশনা অর্জনে কোন প্রকার প্রতারণা, ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য গোপন এবং মিথ্যা বর্ণনা প্রদানের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়া থাকে।

২৭। সংরক্ষিত তহবিল

বিধি অনুসারে সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদেয় ভাড়া, খাজনা ও কর পরিশোধের জন্য এবং দেবোত্তর সম্পত্তির সংস্কার ব্যয় সংকুলানের জন্য এবং দেবোত্তর সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য বিধিবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রশাসক তিনি যেভাবে উপযুক্ত মনে করিবেন সেভাবে দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন, যাহা প্রশাসক কর্তৃক প্রত্যেক দেবোত্তরের পৃথক হিসাবের মাধ্যমে সংরক্ষণ করিবেন।

২৮। দেবোত্তর সম্পত্তির দেনা পরিশোধ

- (১) যেক্ষেত্রে একজন সেবায়ত/কমিটি সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট কোন খাজনা এবং কর পরিশোধ করিতে অগ্রাহ্য করে অথবা পরিশোধ না করে, প্রশাসক উক্ত দেনা “সংরক্ষিত” তহবিল হইতে পরিশোধ করিতে পারিবে, এবং অতঃপর উহা দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে পুনরুদ্ধার করিতে পদক্ষেপ নিতে পারিবে এবং দেনার শতকরা ১২.৫ ভাগ ক্ষতিপূরণ সেবায়ত/কমিটি হইতে উদ্ধার করিবেন।
- (২) উপধারা (১) এর অধীন যে কোন পরিমাণ আর্থিক দেনা সরকারি দাবী হিসেবে সরকারি দাবী আদায় আইন, ১৯১৩ এর অধীন প্রশাসক কর্তৃক আদায়যোগ্য এবং আদায়কৃত অর্থ সংরক্ষিত তহবিলে জমা প্রদান করা হইবে।

২৯। রেকর্ড অনুসন্ধান এবং অনুলিপি প্রদান:

- (১) প্রশাসক, তাহার দ্বারা নির্ধারিত ফিস প্রদানের ভিত্তিতে এবং প্রস্তাবিত শর্তাবলী সাপেক্ষে তাহার কার্যালয়ের কার্যধারা বা অন্যান্য রেকর্ড অনুসন্ধানের এবং অনুলিপি প্রদানের অনুমোদন দিতে পারিবে। প্রশাসক অথবা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর ধারা ৭৬ অনুসারে উল্লিখিত নিয়মানুসারে অনুলিপিসমূহ প্রত্যায়িত হইবে।
- (২) একটি দেবোত্তরে কোন সুবিধাভোগী অথবা স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি, প্রশাসকের অনুমতি নিয়া, উক্ত কার্যধারার অনুলিপি অথবা দেবোত্তর সম্পর্কিত অন্যান্য রেকর্ড অনুসন্ধান এবং অনুলিপি সংগ্রহের অধিকারী হইবেন।
- (৩) প্রশাসক তাহার বিবেচনা অনুসারে দেবোত্তরে একজন আগন্তুককে দেবোত্তর সম্পর্কিত অন্যান্য রেকর্ড অনুসন্ধান এবং সংগ্রহ করার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দেবোত্তর সম্পত্তির তালিকাভুক্তিকরণ

৩০। দেবোত্তর সম্পত্তির তালিকাভুক্তিকরণ

- (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সকল বিরাজমান অথবা সৃষ্ট দেবোত্তর প্রশাসকের কার্যালয়ে তালিকাভুক্ত হইবে।
- (২) তালিকাভুক্তির জন্য সেবায়ত/কমিটি কর্তৃক আবেদন দাখিল করা হইবে।
- তবে শর্ত থাকে যে, দেবোত্তরে স্বার্থযুক্ত কোন ব্যক্তি উক্ত তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে।
- (৩) তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন এমন ফরম ও পদ্ধতিতে এবং এমন স্থানে হইবে যেমন প্রশাসক নির্ধারণ করিবেন এবং নিম্নরূপ উপাদানসমূহ অন্তর্ভুক্ত করিবে:
- (ক) দেবোত্তর সম্পত্তি সনাক্তকরণের জন্য যথেষ্ট বর্ণনা;
- (খ) উক্ত সম্পত্তি হইতে মোট বার্ষিক আয়;
- (গ) দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত মোট প্রদেয় বার্ষিক ভাড়া, খাজনা এবং করের পরিমাণ;
- (ঘ) সকল প্রাপ্তিসাধ্য বর্ণনার ভিত্তিতে দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে উপার্জনের নিমিত্তে ব্যয়িত খরচের একটি বার্ষিক আনুমানিক হিসাব;
- (ঙ) নিম্নোক্ত শিরোনামের পরিমাণ ছাড়া—
- (অ) সেবায়ত/কমিটির সচিবের বেতন এবং সুবিধা ভোগী ও অন্যান্য ব্যক্তিদের ভাতাসমূহ;
- (আ) পুরোপুরি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে চুক্তি;
- (ই) দাতব্য উদ্দেশ্যে চুক্তি;
- (ঈ) অন্য কোন উদ্দেশ্যে;
- (উ) প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন উপাদান;
- (৪) এইরূপ প্রত্যেক আবেদনের সহিত দেবোত্তর দলিলের হুবহু নকল যুক্ত থাকিবে অথবা, যদি এইরূপ কোন দলিল সম্পাদিত না হইয়া থাকে, অথবা ইহার অনুলিপি সংগৃহীত না হয়, আবেদনকারী দেবোত্তর সম্পত্তির উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে যতদূর অবগত বিস্তারিত বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত করিবে।
- (৫) প্রশাসক, প্রত্যেক তালিকাভুক্তির আবেদন প্রাপ্তির পর এবং ইহাতে কোন সম্পত্তি দেবোত্তর সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্তির পূর্বে আবেদনের একটি অনুলিপি ঐ জেলার জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবেন যেখানে উক্ত সম্পত্তি অবস্থিত এবং জেলা প্রশাসক হইতে নিশ্চিত হইবেন যে উক্ত সম্পত্তি সরকার অথবা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের খাস সম্পত্তি কি না। যদি জেলা প্রশাসক এই কারণে তালিকাভুক্তিতে আপত্তি উত্থাপন করে যে, উক্ত সম্পত্তি সরকার অথবা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীনে রহিয়াছে, আবেদনকারী যথাযথভাবে অবগত হইবে এবং, যদি আবেদনকারী ইহার বিপরীতে কোন দেওয়ানী আদালতের সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করিতে না পারে, তালিকাভুক্তির আবেদন খারিজ হইবে।
- (৬) যখন তালিকাভুক্তির কোন আবেদন উপধারা (৫) এর অধীন খারিজ হইবে না, প্রশাসক দেবোত্তর তালিকাভুক্তির পূর্বে উক্ত আবেদনের অ-কৃত্রিমতা এবং বৈধতা, এবং কোন উপাদানসমূহের নির্ভুলতা সম্পর্কে তিনি যতদূর উপযুক্ত মনে করিবেন পরবর্তী অনুসন্ধান করিতে পারিবেন; এবং যখন আবেদনটি দেবোত্তর সম্পত্তির পরিচালনার সাথে জড়িত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক আবেদনটি দায়ের করা হয় প্রশাসক দেবোত্তর তালিকাভুক্তির পূর্বে উক্ত আবেদনের নোটিশ দেবোত্তর সম্পত্তির পরিচালনার সহিত জড়িত ব্যক্তিকে প্রদান করিবে এবং তিনি প্রয়োজনীয় মনে করিলে তাহার বক্তব্য শুনিবে।

(৭) যে ক্ষেত্রে এই আইন বলবৎ হওয়ার তারিখের পূর্বে দেবোত্তর সৃষ্টি হইয়াছে সেক্ষেত্রে উক্ত বলবৎ এর তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন দাখিল করিতে হইবে, এবং যেক্ষেত্রে এই আইন বলবৎ হওয়ার তারিখের পরে দেবোত্তর সৃষ্টি হইয়াছে সেক্ষেত্রে উক্ত দেবোত্তর সৃষ্টির তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, ইচ্ছাপত্র দেবোত্তরের ক্ষেত্রে, এই আইন বলবৎ হওয়ার তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন দাখিল করিতে হইবে যখন উক্ত তারিখের পূর্বে ইচ্ছাপত্রদাতার মৃত্যুঘটে অথবা ইচ্ছাপত্রদাতার মৃত্যুর তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে, যখন ঐ তারিখের পরে ইচ্ছাপত্রদাতার মৃত্যু ঘটে।

(৮) উপধারা (২) এর অধীন দাখিলকৃত প্রত্যেক আবেদন ইংরেজি অথবা বাংলা ভাষায় লিখিত হইবে এবং আবেদনকারী কর্তৃক দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ এ প্রদত্ত প্লিডিংস স্বাক্ষর এবং প্রত্যাখ্যানের নিয়মে যাচাইকৃত এবং স্বাক্ষরিত হইবে।

(৯) যদি আবেদনকারী স্বাক্ষর অথবা যাচাই না করে বা প্রত্যাখ্যান করে, ধারা ৩১ এর অধীন রক্ষিত রেজিস্টারে ইহার প্রভাব লিপিবদ্ধ হইবে।

৩১। দেবোত্তর সম্পত্তির রেজিস্টার

- (১) প্রশাসক একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন যেখানে দেবোত্তর সম্পত্তির সকল তথ্য নথিভুক্ত থাকিবে।
- (২) প্রশাসক যতদূরসম্ভব সকল দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত পরিপূর্ণ তথ্য এবং প্রত্যেক দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত নিম্নরূপ বিষয়সমূহ রেজিস্টারে নথিভুক্ত করিবে:
 - (ক) সেবায়ত বা কমিটির সদস্যদের নাম, ঠিকানা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য;
 - (খ) দেবোত্তর দলিলের অধীন অথবা প্রথা/রীতিনীতির সহিত সামঞ্জস্য সেবায়তের পর্যায়ক্রম সংক্রান্ত বিধিবিধান;
 - (গ) দেবোত্তরের সকল স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা;
 - (ঘ) তালিকাভুক্তির সময়ে দেবোত্তর সম্পত্তির আয়-ব্যয়ের পরিমাণ;
 - (ঙ) তালিকাভুক্তির সময়ে সেবায়ত বা কমিটি কর্তৃক অনুসরণকৃত ব্যবস্থাপনা নীতিমালা;
 - (চ) প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য উপাদান সমূহ;
- (৩) প্রশাসক, যতদূর বাস্তবসম্মত, দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত স্বত্বের দলিল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিলপত্র তাহার কার্যালয়ে সংরক্ষণ করিবে।
- (৪) প্রশাসক, স্ব-উদ্যোগে অথবা কোন স্বার্থযুক্ত ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে কোন দেবোত্তর সম্পত্তির সেবায়ত/কমিটিকে ঐ সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন; অথবা; স্ব-উদ্যোগে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে এবং ঐ তথ্যের ভিত্তিতে বোর্ডের পূর্বানুমোদন নিয়া রেজিস্টার সংশোধন করিতে পারিবে।

৩২। একটি সম্পত্তি দেবোত্তর সম্পত্তি হইলে সে বিষয়ক সিদ্ধান্ত

কোন সম্পত্তি দেবোত্তর সম্পত্তি কি না এমন কোন প্রশ্নে প্রশাসক কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সেবায়ত/কমিটি অথবা এই বিষয়ে প্রশাসকের সিদ্ধান্ত বা আদেশের দ্বারা সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি, উক্ত আদেশ বা সিদ্ধান্তের তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে, ধারা-১২ এর বিধান অনুসারে জেলা জজের নিকট আবেদন করিতে পারিবে এবং আদালত হইতে যথাযথ আদেশ পাইবার অধিকারী হইবে।

৩৩। তালিকাভুক্ত দেবোত্তর সম্পত্তিতে পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

- (১) সেবায়ত/কমিটির মৃত্যু পদত্যাগ, অবসর, অথবা অপসারণের কারণে একটি তালিকাভুক্ত দেবোত্তর সম্পত্তির ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, সম্ভাব্য রসবায়ত/কমিটি, সেবায়ত/কমিটির কার্যে দেবোত্তর দলিলের শর্তানুসারে অথবা স্থানীয় প্রথা বা রীতিনীতি অনুসারে সফল হইবার জন্য যিনি বা যাহা যোগ্য অথবা যিনি বা যাহা নিজেকে বা ইহাকে যোগ্য বলিয়া মনে করেন, অবিলম্বে, এবং অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত পরিবর্তন নিয়া প্রশাসককে অবহিত করিবে।
- (২) ধারা ৩১ এ উল্লেখিত কোন বিষয়সমূহের কোন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, সেবায়ত/কমিটি উক্ত পরিবর্তন সংঘটনের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে, উক্ত পরিবর্তন বিষয়ে প্রশাসককে অবহিত করিবে।

সপ্তম অধ্যায়

দেবোত্তর সম্পত্তির হিসাব

৩৪। দেবোত্তর সম্পত্তির হিসাব দাখিল

- (১) প্রত্যেক বৎসরে ধারা ৩০ (২) অনুসারে আবেদন দাখিলের তারিখ হইতে পরবর্তী সেপ্টেম্বরের ১৫ (পনের) তারিখের পূর্বে এবং তাহার পরবর্তী জুলাই এর পনের তারিখের পূর্বে, দেবোত্তর সম্পত্তির প্রত্যেক সেবায়োত/কমিটি একটি পরিপূর্ণ এবং নির্ভুল, প্রশাসক যেমন উপযুক্ত মনে করিবেন তেমন ফরম ও ভাষায় এবং যে বিষয়সমূহ নির্ধারণ করিবেন সেভাবে, ৩০শে জুন অথবা বাংলা মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত ১২ (বার) মাস সময়ের অথবা, ক্ষেত্রমতে, বর্ণিত সময়ের ঐ অংশ যাহা এই আইনের বিধান অনুসারে দেবোত্তরে প্রযোজ্য হইবে উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কিত সকল প্রাপ্ত অর্থ এবং ব্যয়ের হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিবেন এবং প্রশাসকের নিকট জমা প্রদান করিবেন।
- (২) উক্ত বিবরণীতে নিম্নরূপ উপাদানসমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে—
 - (ক) তালিকাভুক্তির জন্য আবেদনের সময় হইতে অথবা, ক্ষেত্রমতে, সর্বশেষ বার্ষিক হিসাব দাখিলের সময় হইতে সংঘটিত কোন পরিবর্তন, উক্ত সম্পত্তিতে প্রভাব ফেলিয়াছে এমন অধিগ্রহণ বা লেনদেন সহকারে দেবোত্তর সম্পত্তির আওতা, প্রকৃতি অথবা গুণাগুণ;
 - (খ) ব্যয় যেমন ভাড়া, খাজনা, কর, বেতন এবং ভাতার কারণে এবং অন্যান্য বিষয়ের কারণে দেবোত্তর সম্পত্তির দায়ের পরিমাণ, যদি থাকে;
 - (গ) অন্য কোন বিষয়াদি যাহা দেবোত্তর প্রশাসক নির্ধারণ করিতে পারেন;
- (৩) দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন মোকদ্দমা বা কার্যধারায় কোন আদালত কর্তৃক নিযুক্ত একজন রিসিভারের ক্ষেত্রে, রিসিভার এই ধারার অধীনে রিসিভার কর্তৃক আদালতে দাখিলযোগ্য বিবরণীর অতিরিক্ত একটি হিসাব বিবরণী দাখিল করিবেন।

৩৫। দেবোত্তর সম্পত্তির হিসাব নিরীক্ষণ

- (১) ধারা ৩৪ এর অধীন প্রশাসকের নিকট দাখিলকৃত দেবোত্তরের হিসাব বার্ষিক বা নির্ধারিত অন্য কোন বিরতিতে প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত নিরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হইবে।
 - (২) নিরীক্ষক, লিখিত নোটিশের মাধ্যমে, যথাযথভাবে নিরীক্ষণকার্য সম্পাদনের জন্য তিনি বিবেচনা অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য তাহার নিকট দলিল উপস্থাপন অথবা তাহার নিকট হিসাব প্রস্তুতের জন্য দায়ী ব্যক্তির উপস্থিতি আবশ্যিক করিতে পারিবেন।
 - (৩) নিরীক্ষা সম্পাদনের পর, নিরীক্ষক প্রশাসকের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।
- তবে শর্ত থাকে যে, নিরীক্ষক উপযুক্ত মনে করিলে সময় সময় অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন দাখিল করিতে পারিবেন।
- (৪) নিরীক্ষকের প্রতিবেদন, অন্যান্য বিষয়ের সহিত, অনিয়মের ঘটনাসমূহ, অবৈধ বা অনুপযুক্ত ব্যয় অথবা অর্থ পুনরুদ্ধারে ব্যর্থতা অথবা অসদাচরণ বা অবজ্ঞার কারণে হারানো অন্যান্য সম্পত্তি, কোন সম্পত্তি বা অর্থের ক্ষতিসাধন, অথবা অন্য কোন বিষয় যাহা নিরীক্ষক প্রতিবেদনে প্রয়োজনীয় মনে করিবেন সুনির্দিষ্ট করিবেন। প্রতিবেদনে যে কোন ব্যক্তির নাম সংযুক্ত যিনি, নিরীক্ষকের মতে, উক্ত ব্যয় অথবা ব্যর্থতার জন্য দায়ী এবং নিরীক্ষক, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, উক্ত ব্যক্তির কারণে উক্ত ব্যয় বা ক্ষতির পরিমাণ ঘোষণা করিবেন।
 - (৫) নিরীক্ষকের ভ্রমভাতা সহকারে দেবোত্তর সম্পত্তির হিসাব নিরীক্ষণের ব্যয় দেবোত্তর তহবিল হইতে পরিশোধ করা হইবে।
 - (৬) প্রশাসক নিরীক্ষকের প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবেন এবং ইহাতে উল্লেখিত কোন বিষয় সম্পর্কে কোন ব্যক্তির ব্যাখ্যা চাইতে পারিবেন।

৩৬। সরকারি পাওনা হিসেবে আদায়যোগ্য/উদ্ধারযোগ্য প্রত্যায়িত বকেয়া অর্থের পরিমাণ

- (১) ধারা ৩৫ এর অধীন তাহার প্রতিবেদনে কোন ব্যক্তি হইতে নিরীক্ষক কর্তৃক বকেয়া বাবদ প্রত্যায়িত প্রত্যেক অর্থের পরিমাণ, যদি না উক্ত সার্টিফিকেট প্রশাসক কর্তৃক ধারা ৩৫ (৬) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ দ্বারা পরিবর্তিত বা বাতিলকৃত হইয়া থাকে, এবং পরিবর্তিত সার্টিফিকেটে বকেয়া প্রত্যেক অর্থ প্রশাসক কর্তৃক প্রেরিত বকেয়া পরিশোধের নোটিশ প্রেরণের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধিত হইবে।
- (২) যদি উক্ত পরিশোধ উপধারা (১) এর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া করা না হয়, তাহা হইলে প্রদেয় অর্থ সরকারি দাবী আদায় আইন, ১৯১৩ এর অধীন সরকারি পাওনা হিসেবে প্রদেয় হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

সেবায়ত/কমিটি সম্পর্কিত নির্দিষ্ট বিধানাবলী

৩৭। সেবায়ত/কমিটি কর্তৃক ঋণ, আপোস-মীমাংসা এবং অন্যান্য লেনদেনে বাধা

- (১) সেবায়ত/কমিটি কর্তৃক গৃহীত কোন ঋণই দেবোত্তর সম্পত্তিতে বাধ্যকর হইবে না, যদি না দেবোত্তরের উপকারার্থে এবং উক্ত ঋণ গ্রহণে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসক হইতে লিখিত অনুমতি নেওয়া হয়।
- (২) কোন সেবায়ত/কমিটিই, প্রশাসকের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, দেবোত্তর সম্পর্কিত কোন ঋণ, হিসাব অথবা অভিযোগের আপোস-নিষ্পত্তি, মীমাংসা, পরিত্যাগ, সালিশে দাখিল বা অন্য কোনভাবে নিষ্পত্তি করিবে না অথবা এই উদ্দেশ্যে কোন আপোস-নিষ্পত্তির চুক্তি বা দলিল সম্পাদন বা অংশগ্রহণ করিবেন না।

৩৮। সম্পত্তি রূপান্তর এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগে সেবায়ত/কমিটি

- (১) প্রত্যেক সেবায়ত/কমিটি, দেবোত্তর দলিলে বিপরীত কিছু না থাকিলে, বোর্ড যেরূপ অনুমোদন করিবেন সেরূপ উপায়ে যে কোন দেবোত্তর সম্পত্তি যাহা অর্থ দ্বারা গঠিত, যাহা অবিলম্বে অথবা দেবোত্তরের উদ্দেশ্যে প্রথমেই প্রয়োগ করা যাইবে না।
- (২) সেবায়ত/কমিটি, বোর্ডের অনুমোদন নিয়া, দেবোত্তর সম্পত্তি অর্থে রূপান্তর করিতে পারিবে যাহা ক্ষয়িষ্ণু প্রকৃতির এবং বোর্ড যেরূপ উপায়ে অনুমোদন দিবেন সেরূপ উপায়ে উক্ত অর্থ দেবোত্তর সম্পত্তিতে রূপান্তর করিতে পারিবে।

৩৯। দেবোত্তর সম্পত্তির তহবিল হইতে নির্দিষ্ট ব্যয় প্রদানে সেবায়ত/কমিটি অধিকারী

দেবোত্তর দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রত্যেক সেবায়ত বা কমিটিই দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে ধারা ৩০ এর অধীন কোন বিষয়, দলিল অথবা অনুলিপি, অথবা ধারা ৩৪ এর অধীন কোন হিসাব, অথবা প্রশাসক বা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক নির্দেশিত কোন তথ্য বা দলিলপত্র যোগান দিতে তাহাদের সক্ষম করার জন্য অথবা দেবোত্তর সম্পত্তি সংরক্ষণ বা উপকার করার জন্য যথাযথ ব্যয় পরিশোধ করিতে পারিবে।

৪০। শাস্তি

১) যদি সেবায়ত/কমিটি ব্যর্থ হয়—

- (ক) যথাযথ পন্থায় বা সময়ে তালিকাভুক্তির আবেদন করিতে; অথবা
- (খ) সংশ্লিষ্ট দেবোত্তর সম্পত্তির আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছ এবং নিখুঁত হিসাব রক্ষণে এবং এই আইনের বিধান অনুসারে উপাদানের অথবা হিসাবের প্রয়োজনীয় বিবরণীর যোগান দিতে; অথবা
- (গ) প্রশাসক বা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক নির্দেশিত প্রয়োজনীয় তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করিতে; অথবা
- (ঘ) যদি প্রশাসক বা তিনি কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া দেবোত্তর সম্পত্তির হিসাব, অথবা রেকর্ড, অথবা ইহার সহিত সম্পৃক্ত দলিল এবং কাগজপত্র অনুসন্ধানের অনুমতি প্রদান করিতে, অথবা অনুসন্ধান এবং তদন্তে সহায়তা করিতে; অথবা
- (ঙ) বোর্ড, প্রশাসক অথবা আদালত কর্তৃক অদেশপ্রাপ্ত হইলে দেবোত্তর সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করিতে; অথবা
- (চ) বোর্ড, প্রশাসক অথবা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালন করিতে; অথবা
- (ছ) ধারা ৪৪ এর অধীন প্রদেয় চাঁদা পরিশোধ করিতে; অথবা

- (জ) দেবোত্তর দলিলের শর্তানুসারে দেবোত্তরের সুবিধাভোগী ব্যক্তির নিকট প্রদেয় বকেয়া পরিশোধ করিতে; অথবা
- (ঝ) দেবোত্তর দলিলের শর্তানুসারে দেবোত্তরের সুবিধাভোগী ব্যক্তি অথবা দেবোত্তরে স্বার্থযুক্ত কোন ব্যক্তির নিকট হিসাব অথবা দেবোত্তরের অবস্থান এবং বিষয়ে অন্যান্য সম্পূর্ণ এবং নিখুঁত তথ্য সরবরাহ করিতে; অথবা
- (ঞ) দেবোত্তর দলিল অনুসারে মঠ, মন্দির, শ্মশান, আশ্রম অথবা অন্যান্য ধর্মীয়, দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ এবং দেখাশুনা, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংরক্ষণ করিতে; অথবা
- (ট) সরকারের বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন পাওনা পরিশোধ করিতে; অথবা
- (ঠ) বোর্ড অথবা প্রশাসককে সহযোগিতা করিতে অথবা ইহার কার্যক্রম সম্পাদনে ইহার নির্দেশনা পালন করিতে; অথবা
- (ড) দেবোত্তর সম্পত্তির স্বত্ব রক্ষা এবং ইহার রক্ষণাবেক্ষণ দেখাশোনা এবং ইহার নিরাপত্তা উন্নত করিতে; অথবা
- (ঢ) এমন কোন কার্যসম্পাদন করিতে যাহা তিনি এই আইনের অধীন বা দ্বারা আইনত করিতে বাধ্য; যদি না তিনি আদালতকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে উক্ত ব্যর্থতার জন্য যৌক্তিক কারণ ছিল, তাহা হইলে সেবায়ত অথবা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য, ক্ষেত্রমতে, জরিমানার দ্বারা সাজাপ্রাপ্ত হইবেন যাহা ১০০০০/- (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে এবং, অনাদায়ে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দণ্ডিত হইবেন যাহা ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে;
- তবে শর্ত থাকে যে, যখন সেবায়ত/কমিটি সদস্য এই আইনের ধারা ৪৪ এর অধীন চাঁদা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য সাজাপ্রাপ্ত হইবে, জরিমানার পরিমাণ, ১০০০০/- (দশ হাজার) টাকা সর্বোচ্চ পরিমাণ সাপেক্ষে, অপ্রদত্ত চাঁদার পরিমাণের দ্বিগুণের কম হইবেন।
- (২) যদি সেবায়ত/কমিটি সদস্য উপধারা ১ এর দফা (খ) অথবা দফা (গ) এ নির্দেশিত কোন বিবরণী, হিসাব বিবরণী অথবা তথ্য সরবরাহ করেন যাহা তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর, ভুল অথবা অসত্য বলিয়া জানেন বা বিশ্বাস করার কারণ রহিয়াছে, তিনি জরিমানার দ্বারা সাজাপ্রাপ্ত হইবেন যাহা ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে এবং, অনাদায়ে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহা ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে;
- (৩) একজন বিদায়ী সেবায়ত/কমিটি যদি দেবোত্তর ব্যবস্থাপনা, এবং দেবোত্তরের হিসাব, দলিলপত্র, রেকর্ড, কাগজপত্র এবং নগদ অর্থের দায়িত্ব পালনে এবং এই আইনের কোন বিধানের অধীনে নির্দেশিত হইয়া, পরবর্তী সেবায়ত/কমিটির নিকট সম্পত্তির দখল সমর্পণ করিতে ও ভূমি হস্তান্তর করিতে ব্যর্থ হয় বা প্রত্যাখ্যান করে, তিনি জরিমানার দ্বারা সাজাপ্রাপ্ত হইবেন যাহা ১০০০০/- (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে এবং, অনাদায়ে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহা ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে;
- (৪) পূর্বে উল্লিখিত উপধারা (১), (২) অথবা (৩) অধীনে আদালত কর্তৃক আরোপিত জরিমানা দেবোত্তর তহবিলে পরিশোধ এবং জমা প্রদান করা হইবে।
- (৫) যদি সেবায়ত অথবা কমিটি ভাড়া, খাজনা অথবা কর বকেয়ার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে বা অসত্বেবে দেবোত্তর সম্পত্তি বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করেন এবং উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজ অথবা অন্য ব্যক্তির নামে ক্রয় করে, সেবায়ত/কমিটি কর্তৃক উক্ত ক্রয় ধারা ১৭(৩)(ক) এর উদ্দেশ্যে অবৈধকার্য এবং বিশ্বাস ভঙ্গের কার্য হিসেবে গণ্য হইবে এবং প্রশাসক দেবোত্তর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার অথবা পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে তাহার উপর নির্দেশনা দিবেন।

৪১। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এবং দুষ্কৃতিকারীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ

- (১) যদি একজন সুবিধাভোগী ব্যক্তি অথবা দেবোত্তরে স্বার্থযুক্ত অন্য ব্যক্তি, অথবা একজন আগন্তুক, দেবোত্তরের অথবা ইহার সাথে জড়িত কোন প্রতিষ্ঠানের শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থাপনায় বিঘ্ন বা বাধার সৃষ্টি করে অথবা উক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত সেবায়োক্ত/কমিটি অথবা কোন ব্যক্তি অথবা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগদখলে বিঘ্ন ঘটায়, অথবা উক্ত সম্পত্তিতে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটায়, প্রশাসক জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন করিবেন, যিনি উক্ত অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে উচ্ছেদ করিবেন, অথবা উক্ত বিঘ্ন বা বাধা প্রতিরোধে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন যাহা তিনি উপযুক্ত মনে করিবেন।
- (২) প্রশাসকের নিকট যদি ইহা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় যে, কোন দেবোত্তর সম্পত্তি অথবা ইহার কোন অংশ কোন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবৈধভাবে দখলকৃত আছে, তাহা হইলে প্রশাসক সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সহায়তায় প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উক্ত অবৈধ অনুপ্রবেশকারী/ অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদেরকে উচ্ছেদ করিবেন এবং দেবোত্তরে সম্পত্তি ফেরত প্রদান করিবেন। এই বিষয়ে, প্রশাসকের সিদ্ধান্তই সঠিক বলিয়া গণ্য হইবে এবং জেলা প্রশাসক অবিলম্বে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে প্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগের মাধ্যমে উচ্ছেদের জন্য প্রশাসক কর্তৃক আহৃত সহায়তা প্রদান করিবেন।
- (৩) উপধারা (১) অথবা (২) এর অধীন জেলা প্রশাসক কর্তৃক উচ্ছেদকৃত কোন ব্যক্তি, তাহার উচ্ছেদের তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে, উক্ত সম্পত্তিতে এখতিয়ার সম্পন্ন জেলা জজের নিকট, উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত আপীলে জেলা জজের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

নবম অধ্যায়

অর্থ

৪২। প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রদেয় চাঁদা

- (১) প্রত্যেক দেবোত্তরের সেবায়োত/কমিটি প্রতি বৎসর দেবোত্তর সম্পত্তির মোট প্রাপ্তিসাধ্য আয়ের শতকরা তিন ভাগ হারে চাঁদা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রদান করিবে।
- (২) বোর্ড, কোন স্বতন্ত্র দেবোত্তরের ক্ষেত্রে, যেমন যৌক্তিক মনে করিবেন কোন চাঁদার পরিমাণ কোন সময়ের জন্য হ্রাস করিতে বা মওকুফ করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মওকুফের কারণ, মওকুফের সময়ের ভিত্তি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় সংশ্লিষ্ট নথিতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত হইবে।

- (৩) দেবোত্তর দলিলের কোন বিধান সাপেক্ষে, দেবোত্তর হইতে আর্থিক অথবা অন্যান্য বস্তুগত সুবিধা গ্রহণের অধিকারী বিভিন্ন ব্যক্তি হইতে, সেবায়োত/কমিটি ধারা (১) এর অধীন তাহার/ইহার কর্তৃক প্রদেয় চাঁদা হ্রাস করিতে পারিবেন, কিন্তু উক্ত ব্যক্তিদের যে কেউ হইতে হ্রাসকৃত অর্থের পরিমাণ উক্ত অর্থ অতিক্রম করিবে না যাহা সকল প্রদেয় চাঁদা.....।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি এই আইনের অধীন প্রদেয় বকেয়ার পরিমাণের অতিরিক্ত দেবোত্তরে.....।
আয় থাকে.....।

- (৪) ধারা (১) এর অধীন দেবোত্তর সংক্রান্ত প্রদেয় চাঁদা, সরকার অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট কোন বকেয়ার পূর্ব পরিশোধ সাপেক্ষে, এবং অন্য কোন বিধিবদ্ধ সংস্থার, দেবোত্তরের আয়ের প্রথম দায় অথবা ইহার আয়, দেবোত্তরের আয়ের প্রথম দায় হইবে এবং প্রশাসক কর্তৃক সরকারি দাবি হিসেবে সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩ এর অধীন আদায়যোগ্য/উদ্ধারযোগ্য হইবে।
- (৫) যদি সেবায়োত অথবা কমিটি দেবোত্তরের আয় লাভ করে এবং উক্ত চাঁদা পরিশোধ করিতে প্রত্যাখ্যান করে অথবা পরিশোধ না করে, তিনি উক্ত চাঁদার জন্য বক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ হইবেন যাহা উপধারা ৪ এ উল্লেখিত উপায়ে তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে উদ্ধার করা যাইবে।
- (৬) যখন একজন সেবায়োত অথবা কমিটি সদস্য বকেয়া চাঁদা পরিশোধ না করিয়াই মৃত্যুবরণ করেন বা অবসর গ্রহণ করে বা পদত্যাগ করে, পরবর্তী উত্তরসূরি সেবায়োত অথবা কমিটি দেবোত্তরের আয়ের বাইরে উক্ত বকেয়া পরিশোধে দায়বদ্ধ থাকিবে।
- (৭) সকল মন্দির যাহার নিজস্ব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন সম্পত্তি নাই অথবা যাহার এমন সম্পত্তি রহিয়াছে হইতে থেকে প্রতি বৎসর ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকার কম আয় হয়, উপধারা (১) এর অধীন কোন চাঁদার ধার্য পরিমাণ হইতে মওকুফ পাইবে।

৪৩। বোর্ড অর্থ ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে

- (১) বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদন নিয়া, এই আইনের বিধানাবলিতে কার্যকারিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে, এইরূপ পরিমাণ অর্থ এবং এইরূপ শর্তে যাহা সরকার নির্ধারণ করিবেন ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে; উক্ত ঋণকৃত অর্থ, কোন সুদ বা ইহার কারণে কোন বকেয়া খরচসহ, দেবোত্তর তহবিল হইতে ঋণের শর্তানুসারে পরিশোধ করিবে।
- (২) প্রশাসক দেবোত্তর তহবিলের জামানতে ঋণ গ্রহণ করিবে না।

৪৪। দেবোত্তর তহবিল

- (১) এই আইনের বিধানাবলি প্রয়োগের জন্য অর্থ সরবরাহের উদ্দেশ্যে দেবোত্তর তহবিল নামে একটি তহবিল থাকিবে। নিম্নরূপ খাতসমূহ হইতে গৃহীত অর্থ দেবোত্তর তহবিলে যুক্ত হইবে:

- (ক) দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে গৃহীত স্বেচ্ছামূলক চাঁদা।

- (খ) বোর্ডের ব্যবস্থাপনার অধীন দেবোত্তর সম্পত্তির আয় এবং অনুরূপ সম্পত্তির বিনিয়োগ হইতে উদ্ধৃত আয়।
- (গ) এই আইনের অধীন বোর্ড কর্তৃক গ্রহণযোগ্য সকল অর্থ, যেখানে দেবোত্তর সম্পত্তিতে তাহা জমা প্রদান করার জন্য বিধান রহিয়াছে।
- (ঘ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।
- (ঙ) সমাজের দয়ালু ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত দান।
- (চ) সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে গৃহীত অন্যান্য অর্থ।
- (২) বোর্ড সরকারের অনুমোদন নিয়া দেবোত্তর তহবিলে অর্থের প্রদান, ঐ তহবিলে গৃহীত অর্থের বিনিয়োগ এবং উক্ত অর্থের হেফাজত এবং বিতরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।
- (৩) দেবোত্তর তহবিল, ধারা ৪৫ এর উপধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে।

৪৫। দেবোত্তর সম্পত্তির ব্যবহার

- (১) দেবোত্তর তহবিলের অর্থ সাধারণত দেবোত্তর সম্পত্তির যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। কার্যক্রমসমূহ যাহার জন্য এই তহবিলের টাকা ব্যবহার করা যাইবে তাহা হইল-
 - (ক) বোর্ডের অধীন সম্পাদিত দেবোত্তর সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন কার্যক্রম।
 - (খ) সাধারণত দেবোত্তর সম্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় দাতব্য কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য।
 - (গ) বোর্ড সদস্যদেরকে বিধি অনুসারে ভাতা প্রদান।
 - (ঘ) বোর্ডের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মী সদস্যদের বেতন এবং ভাতা পরিশোধ।
 - (ঙ) এই আইনের দ্বারা আরোপিত দায়িত্ব পালনে এবং প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে প্রশাসক কর্তৃক ব্যয়িত সকল ব্যয় পরিশোধ।
 - (চ) ধারা ৪৩ এর অধীন গৃহীত ঋণ পরিশোধ এবং ইহার সুদ পরিশোধ।
 - (ছ) দেবোত্তর সম্পত্তি ও দেবোত্তর তহবিলের নিরীক্ষণের ব্যয় পরিশোধ।
 - (জ) এই আইনের দ্বারা আরোপিত দায়িত্ব পালনে এবং প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে বোর্ড এবং প্রশাসক কর্তৃক ব্যয়িত সকল ব্যয়।
- (২) উপধারা (১) অনুসারে ব্যয় বহনের পর যদি কোন উদ্ধৃত থাকে, প্রশাসক তহবিলের উক্ত উদ্ধৃত যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ নেই এমন দেবোত্তর সম্পত্তির, দেবোত্তরের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্য ধর্মীয় এবং দাতব্য কর্মকাণ্ড উন্নতিসাধন, সংরক্ষণ এবং রক্ষার্থে ব্যবহার করিতে পারিবে।

৪৬। দেবোত্তর তহবিলের হিসাব

প্রশাসক বিধি দ্বারা নির্ধারিত উপায়ে দেবোত্তর তহবিলের গ্রহণ এবং বরাদ্দের হিসাব রাখিবেন এবং ইহা নিরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য সময় সময় দাখিল করিবেন।

৪৭। দেবোত্তর তহবিলের হিসাব নিরীক্ষণ

- (১) দেবোত্তর তহবিলের হিসাব সরকার কর্তৃক নিযুক্ত নিরীক্ষক কর্তৃক প্রতিবছর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হইবে।
- (২) নিরীক্ষক, লিখিত নোটিশের মাধ্যমে, নিরীক্ষণ কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কোন দলিলের উপস্থাপন, অথবা হিসাব প্রস্তুতের জন্য দায়ী কোন ব্যক্তির উপস্থিতি আবশ্যিক করিতে পারিবেন।
- (৩) নিরীক্ষণ কার্য সম্পাদনের পর, নিরীক্ষক সরকারের নিকট প্রতবেদন দাখিল করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, নিরীক্ষক উপযুক্ত মনে করিলে যে কোন সময় অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন দাখিল করিতে পারিবেন।

- (৪) নিরীক্ষকের প্রতিবেদন, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, সকল ধরনের অনিয়মিত, অবৈধ অথবা অনুপযুক্ত ব্যয় অথবা বকেয়া অর্থ বা অন্যান্য সম্পত্তি উদ্ধারে ব্যর্থতা অথবা অবহেলা বা অসদাচরণের কারণে অর্থের বা অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষতি বা বিনষ্ট হওয়া অথবা অন্যান্য বিষয় যাহা নিরীক্ষক প্রয়োজনীয় মনে করিবে প্রতিবেদনে সুনির্দিষ্ট করিবেন। উক্ত প্রতিবেদনে তাহার নাম অন্তর্ভুক্ত হইবে যিনি, নিরীক্ষকের মতে, উক্ত ব্যয় বা ব্যর্থতার জন্য দায়ী, এবং নিরীক্ষক, এরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে বকেয়া খরচ অথবা ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখ করিবেন।
- (৫) নিরীক্ষকের ভাতাসহ দেবোত্তর তহবিলের নিরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় দেবোত্তর তহবিল হইতে পরিশোধ করা হইবে।
- (৬) সরকার নিরীক্ষকের প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবেন এবং ইহা সম্পর্কিত কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তির ব্যাখ্যা আবশ্যিক করিতে পারিবেন, এবং উক্ত প্রতিবেদনের উপর যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন আদেশ দিবেন।

৪৮। বকেয়া হিসেবে প্রত্যায়িত অর্থ সরকারি দাবী হিসেবে পুনঃআদায়যোগ্য/পুনরুদ্ধারযোগ্য

- (১) ধারা ৪৭ (৬)এর অধীন নিরীক্ষক কর্তৃক তাহার প্রতিবেদনে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে বকেয়া হিসাবে প্রত্যায়িত প্রত্যেক অর্থ, যদি না উক্ত প্রত্যয়নপত্র সরকার কর্তৃক ধারা ৪৭ (৩) এর অধীন আদেশ দ্বারা পরিবর্তন বা বাতিল করা হইয়া থাকে, এবং একটি পরিবর্তিত প্রত্যয়নপত্রের প্রত্যেক বকেয়া, সরকার কর্তৃক প্রেরিত চাহিদাপত্র জারির পর ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধ করা হইবে।
- (২) যদি উক্ত পরিশোধ উপধারা (১) এর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া করা না হয়, তাহা হইলে পরিশোধযোগ্য অর্থ সরকারি দাবী আদায় আইন, ১৯১৩ এর অধীন সরকারি পাওনা হিসেবে পুনঃআদায়যোগ্য/পুনরুদ্ধারযোগ্য হইবে।

দশম অধ্যায়

বিচারিক কার্যক্রম

৪৯। কেবল দেবোত্তর মোকদ্দমায় ডিক্রীকৃত অর্থ আদালতে জমা প্রদান

যেখানে ভাড়া অথবা দেবোত্তরের অধীনে বা পক্ষে দাবীকৃত অন্য কোন প্রতিকারের জন্য ডিক্রী পাস করা হয় অথবা উক্ত ডিক্রী কোন আদালত কর্তৃক সম্পাদিত, ডিক্রীকৃত অর্থ, যদি থাকে, যদি না ধারা ৩০ এর অধীন দেবোত্তর তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করা হয়, ক্ষেত্রমতে, ডিক্রী পাস অথবা সম্পাদনে আদালতে পরিশোধ করা হইবে, এবং আদালত কর্তৃক জমা রাখা হইবে যদি না ধারা ৩০ এর অধীন দেবোত্তর তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করা হয়।

৫০। মোকদ্দমার আপোস-নিষ্পত্তি, বিবিধ

- (১) সেবায়ত/কমিটি কর্তৃক বা ইহার বিপক্ষে কোন আদালতে দাখিলকৃত কোন মোকদ্দমা, কার্যক্রম অথবা আপীল বোর্ড বা ইহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পূর্বানুমোদন ব্যতীত আপোস-নিষ্পত্তি হইবে না।
- (২) এই ধারার উদ্দেশ্যে বোর্ড কোন কর্মকর্তাকে মোকদ্দমা, কার্যক্রম অথবা আপীল আপোস-নিষ্পত্তির কর্তৃত্ব প্রদান করিতে পারেন।

৫১। মোকদ্দমার নোটিশ, বিবিধ, দেবোত্তর বোর্ডকে প্রদান করিবে

- (১) কোন দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রত্যেক মোকদ্দমা অথবা কার্যক্রমে, অথবা সেবায়ত/কমিটির এমন বিষয়ে, সেবায়ত/কমিটির কর্তৃক বা পক্ষে ভাড়া উদ্ধারের জন্য মোকদ্দমা বা কার্যক্রম ব্যতীত, আদালত যাহাতে, অথবা জেলা প্রশাসক অথবা অন্যান্য কর্তৃপক্ষ যাহার নিকট উক্ত মোকদ্দমা বা কার্যক্রম দায়ের করা হইয়াছে, বোর্ডের নিকট আরজি বা আবেদনের, ক্ষেত্রমতে, অনুলিপিসহ নোটিশ উক্ত মোকদ্দমা বা কার্যক্রম দায়েরকারী পক্ষের খরচে প্রেরণ করিবেন।
- (২) সরকারি দাবী আদায় আইন, ১৯১৩ এর অধীন সরকারি দাবী ব্যতীত অন্য কোন বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য ডিক্রী বা আদেশের বাস্তবায়নে কোন দেবোত্তর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ঘোষণার পূর্বে, আদালত বা অন্য কোন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যাহার অধীনে বিক্রয়ের ডিক্রী বা আদেশ ঘোষণা করা হইয়াছে, বোর্ডের নিকট নোটিশ প্রদান করা হইবে।
- (৩) উপধারা (১) এর অধীন নোটিশ ব্যতীত উক্ত মোকদ্দমা বা কার্যক্রমে প্রদত্ত কোন আদেশ বা ডিক্রী দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে সম্পত্তির বর্ণনার নির্বিশেষে অথবা উক্ত মোকদ্দমা বা কার্যক্রমে অন্য বিষয়সমূহ বাতিল হইবে।
- (৪) উপধারা (২) এর অধীন নোটিশ ব্যতীত দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে সম্পত্তির বর্ণনার নির্বিশেষে অথবা বিক্রয়ের অন্য বিষয়সমূহ বাতিল হইবে।

৫২। দেবোত্তর সংক্রান্ত মোকদ্দমা বা কার্যক্রমে ইহার আবেদনের ভিত্তিতে বোর্ডকে পক্ষ করা যাইতে পারে

দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন মোকদ্দমা বা কার্যক্রমে, এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে বা পরে যখনই দায়ের বা দাখিলকৃত হোক না কেন, বোর্ড হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে এবং, ইহার আবেদনের ভিত্তিতে, পক্ষ হিসাবে যুক্ত হইবেন এবং দেবোত্তরের পক্ষে এবং স্বার্থে উক্ত মোকদ্দমা অথবা কার্যক্রম পরিচালনা বা পক্ষাবলম্বন করিবে।

৫৩। বোর্ড দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত মোকদ্দমা বা কার্যক্রম রুজু করিতে পারে

যদি সেবায়ত/কমিটি না থাকে অথবা সেবায়ত/কমিটি এই বিষয়ে কার্য করিতে প্রত্যাখ্যান বা অবহেলা করেন, একটি উপযুক্ত সময়ের মধ্যে, বোর্ড ধারা ৪১ এর অধীন কার্যক্রমের অতিরিক্ত, ইহার নিজ নামে, আদালতে দেবোত্তরে আগন্তুক অথবা অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা অথবা কার্যক্রম রুজু করিতে পারে—

- (ক) একটি দেবোত্তর সম্পত্তিতে অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্য, অথবা
- (খ) দেবোত্তর সম্পত্তিতে দখল নিশ্চিতকরণের জন্য, অথবা
- (গ) অবৈধভাবে দখলচ্যুত, জব্দকৃত অথবা ইজারাকৃত দেবোত্তর সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য, অথবা
- (ঘ) কোন দেবোত্তর সম্পত্তিতে অবৈধভাবে সৃষ্ট কোন বাধা অথবা বাধ্যবাধকতা হইতে দায়মুক্তির জন্য, অথবা
- (ঙ) দেবোত্তরের কোন মালিকানাধীন অর্থ অথবা বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য, অথবা
- (চ) প্রয়োজনীয় মনে করিলে দেবোত্তরের স্বার্থে অন্য কোন প্রতিকারের জন্য।

৫৪। সুবিধাভোগী কর্তৃক বিশ্বাসভঙ্গ

যেথায় সুবিধাভোগীদের মধ্যে কোন একজন—

- (ক) বিশ্বাসভঙ্গ করিতে সেবায়ত/কমিটিতে যোগদান করে, অথবা
- (খ) অন্যান্য সুবিধাভোগীদের সম্মতি ব্যতীত ইহা হইতে জ্ঞাতভাবে কোন সুবিধা অর্জন করে, অথবা
- (গ) বিশ্বাসভঙ্গ সংঘটিত করা বা সংঘটিত করার উদ্দেশ্যে সম্পর্কে অবগত থাকিয়া উহা গোপন করা অথবা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে, অন্যান্য সুবিধাভোগীদের স্বার্থ রক্ষায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, অথবা
- (ঘ) সেবায়ত/কমিটিকে প্রতারণিত করে এবং তাহাকে/ইহাকে বিশ্বাসভঙ্গ করিতে উৎসাহিত করে, তিনি উক্ত বিশ্বাসভঙ্গের দ্বারা কোন ক্ষতির জন্য অন্যান্য সুবিধাভোগীদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দায়ী হইবে।

৫৫। দেবোত্তর সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণ

- (১) স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সালের ২নং অধ্যাদেশ) অথবা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীনে কোন দেবোত্তর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হইলে, উক্ত সম্পত্তির জন্য প্রদেয় ক্ষতিপূরণকৃত অর্থ প্রশাসককে প্রদান করা হইবে এবং উপধারা (২) এ বর্ণিত উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করা পর্যন্ত দেবোত্তর তহবিলে জমা রাখা হইবে।
- (২) উপধারা (১) এর অধীন গৃহীত ক্ষতিপূরণকৃত অর্থ মন্দির প্রতিষ্ঠায়, দেবোত্তরে প্রভাব রাখে এমন জমি অথবা অন্যান্য সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ব্যয় করা যাইতে পারে।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি তাৎক্ষণিকভাবে মন্দির প্রতিষ্ঠা, জমি অথবা অন্যান্য সম্পত্তি ক্রয় করা সম্ভব না হয়, যতক্ষণ না ঐ অর্থ উপরে উল্লেখিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে ক্ষতিপূরণকৃত অর্থ যথাযথ সরকারি অথবা অন্যান্য অনুমোদিত সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা হইবে, এবং উক্ত বিনিয়োগ হইতে অর্জিত মুনাফা অথবা সুদ অথবা অন্যান্য আয় সুবিধাভোগী এবং দেবোত্তর সম্পত্তিতে স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করা যাইতে পারে।

৫৬। মোকদ্দমা অথবা কার্যধারার খরচ

দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত মোকদ্দমা বা কার্যধারার সহিত সম্পর্কযুক্ত বোর্ড কর্তৃক ব্যয়িত সকল খরচ বা ব্যয় যাহাতে বোর্ড একটি পক্ষ এবং আদালত কর্তৃক বোর্ডের বিপক্ষে ডিক্রীকৃত সকল খরচ উক্ত দেবোত্তর তহবিল বাদে প্রদত্ত হইবে।

একাদশ অধ্যায়

বিবিধ

৫৭। সরকারি দাবী হিসেবে আদায়যোগ্য/উদ্ধারযোগ্য অর্থের পুনরুদ্ধার পদ্ধতি

এই আইনের অধীন সেবায়ত/কমিটি কর্তৃক দেবোত্তর তহবিল হইতে বোর্ডের নিকট প্রদেয় যে কোন পরিমাণ অর্থ ইহাতে দায়বদ্ধ ক্ষতিপূরণ বা খরচ সহকারে, যদি থাকে, প্রদেয় ঋণ, প্রশাসক কর্তৃক সরকারি দাবী আদায় আইন, ২০১৩ এর অধীন সরকারি দাবী হিসেবে আদায়যোগ্য/উদ্ধারযোগ্য হইবে।

৫৮। প্রশাসক এবং প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী দেবোত্তর সম্পর্কিত বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করিবে

এই আইনের বিধানসমূহ সাপেক্ষে, প্রশাসক এবং তাহার কার্যালয়ের প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী দেবোত্তর সম্পর্কিত বিষয়সমূহ এবং অন্যান্য তথ্যাবলী, যাহা তাহার কার্যালয়ের প্রশাসক হিসাবে বা কর্মকর্তা হিসাবে বা কর্মচারী হিসাবে তাহার দখলে বা আওতায় আসিয়াছে, সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষা করিবে। উক্ত গোপনীয়তা ভঙ্গ উক্ত যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর অসদাচরণ বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৯। প্রশাসক, নিরীক্ষক, বিবিধ সরকারি কর্মচারী হিসেবে গণ্য হইবে:

প্রশাসক, পরিদর্শক, নিরীক্ষক এবং এই আইনের দ্বারা বা অধীনে কার্য করিতে প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ২১ এর অর্থমতে সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবে।

৬০। নোটিশ অথবা তলবের জারী

এই আইনের অধীন কোন নোটিশ বা তলব, নোটিশে বা তলবে লিখিত ব্যক্তির উপর ডাকযোগে অথবা দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সালের ৫নং আইন) এ উল্লেখিত উপায়ে, জারী করিতে পারিবে, আদালত উক্ত উপায়ে বা বিধি দ্বারা নির্ধারিত উপায়ে সমন জারী করিতে পারিবে।

৬১। প্রশাসকের নিকট ব্যক্তিগতভাবে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিতি

কোন সেবায়ত/কমিটি সদস্য অথবা অন্য ব্যক্তি যিনি প্রশাসক বা এই আইনের অধীন কোন কার্যধারার সহিত সম্পর্কিত তাহার অধস্তন অন্য কোন কর্মকর্তার নিকট উপস্থিত হইতে বাধ্য, ক্ষেত্রমতে, প্রশাসক বা অন্য কোন কর্মকর্তার অনুমতি নিয়া, স্বশরীরে বা এই বিষয়ে তাহার দ্বারা লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির মাধ্যমে উপস্থিত হইতে পারিবে।

৬২। অপরাধের বিচার

প্রথম শ্রেণীর বিচারক ম্যাজিস্ট্রেটের নিম্নপদস্থ কোন আদালত এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধের বিচার করিবে না।

৬৩। মোকদমায় বাধা:

এই আইনে কোথাও ব্যক্তভাবে উল্লেখ ব্যতীত, বোর্ড/প্রশাসকের কোন সিদ্ধান্ত অথবা আদেশই কোন আদালতে কোন মোকদমা বা অন্য কার্যধারায় প্রশ্নবিদ্ধ হইবে না।

৬৪। এই আইনের সহিত অসামঞ্জস্য আদেশ, ইত্যাদির, কার্যকারিতা

এই আইন ব্যতীত অন্য কোন আইনের দ্বারা বলবৎ কোন কাগজপত্রে, আদালতের ডিক্রী অথবা আদেশে, দলিলে, আইন অথবা কোন চুক্তিতে অসামঞ্জস্য যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনে কোথাও ব্যক্তভাবে উল্লেখ ব্যতীত, এই আইনের অধীন প্রদত্ত সকল আদেশ এবং গৃহীত সকল কার্যক্রমের কার্যকারিতা থাকিবে।

দ্বাদশ অধ্যায় বিধি এবং অনুবিধান

৬৫। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

- (১) সরকার এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণের লক্ষ্যে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।
- (২) বিশেষভাবে, এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের হানী না করিয়া, নিম্নরূপ সকল বা যে কোন বিষয়ের জন্য উক্ত বিধি প্রণীত হইতে পারে—
 - (ক) প্রশাসক এবং তাহার কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ এবং চাকুরীর শর্তাবলী;
 - (খ) বোর্ড এবং প্রশাসকের কর্মকর্তাদের চাকুরী, পদোন্নতি এবং শৃঙ্খলামূলক বিষয়াবলী;
 - (গ) সেবাসেত/কমিটির নিয়োগ এবং প্রশাসন;
 - (ঘ) সংরক্ষিত তহবিল এবং দেবোত্তর তহবিল সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা এবং উক্ত তহবিলের হিসাব সংরক্ষণ;
 - (ঙ) দেবোত্তর সম্পত্তির হিসাব রক্ষণ সম্পর্কিত বিষয়াবলী এবং ইহাতে অর্থের বিনিয়োগ;
 - (চ) দেবোত্তর সম্পত্তি এবং দেবোত্তর তহবিলের হিসাব নিরীক্ষণ সম্পর্কিত বিষয়।
 - (ছ) প্রশাসক কর্তৃক তাহার অধস্তন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক এবং অন্য ব্যক্তির নিকট কর্তৃত্ব অর্পণ;
 - (জ) দেবোত্তর সম্পত্তির উন্নয়ন এবং প্রশাসনের জন্য পরিকল্পনার প্রস্তুতকরণ;
 - (ঝ) পদ্ধতি যাহাতে দেবোত্তর সম্পত্তির মোট প্রাপ্তিসাধ্য আয় নির্ধারিত হইবে;
- (২) এই ধারার অধীন সকল বিধি সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

৬৬। অনুবিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

- (১) বোর্ড সরকারের পূর্ব অনুমোদন নিয়া সময় সময় এই বিষয়ে অনুবিধি প্রণয়ন করিতে পারে—
 - (ক) সভার সময় ও স্থান এবং সভায় পরিচালিত হইবে এমন কার্যসমূহ;
 - (খ) দেবোত্তর সম্পত্তি তালিকাভুক্তকরণ সম্পর্কিত বিসয়সমূহ;
 - (গ) প্রশাসকের কার্যক্রম ও রেকর্ডের অনুসন্ধান এবং ইহার অনুলিপি সংগ্রহ সম্পর্কিত বিষয়াবলী; এবং
 - (ঘ) দেবোত্তর সম্পত্তির রেজিস্টার সৃষ্টি এবং সংগ্রহ;
- (২) এই ধারার অধীন সকল অনুবিধি সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সংরক্ষণ এবং বাতিলকরণ

৬৭। দেবোত্তর সম্পত্তির সংরক্ষণ এবং বাতিলকরণ

এই আইন বলবতের পরে, “জেলা দেবোত্তর সম্পত্তি সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন কমিটি” যদি পূর্বে গঠিত হইয়া থাকে, অবিলম্বে বাতিল হইবে। কিন্তু এই আইন বলবতের পূর্বে উক্ত কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত সকল কার্যক্রম যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত বলিয়া গণ্য হইবে।

গবেষণা দল

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত (প্রধান গবেষক)
বিচারপতি কাজী এবাদুল হক
এ. কে. এম. জহির আহমেদ
অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ
ড. এ. কে. এম. হেলাল-উজ-জামান
টি. আই. এম. নুরান নবী চৌধুরী
এ্যাডভোকেট কাওসার আহমেদ
অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত
আসমার ওসমান

গবেষণা সহযোগীবৃন্দ

এ্যাডভোকেট অলিউল ইসলাম
এ্যাডভোকেট আফরিন আহমেদ
এ্যাডভোকেট জহিরুল আলম
এ্যাডভোকেট ধীমান চন্দ্র মন্ডল
এ্যাডভোকেট ফারহানা খান
এ্যাডভোকেট ফারিহা তাবাস্‌সুম সিমু
এ্যাডভোকেট মুজিবুল হক পাভেল
এ্যাডভোকেট মেরিনা সুলতানা
এ্যাডভোকেট শারমিন সুলতানা
এ্যাডভোকেট শেখ সাদী রহমান

আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কিত আইন (বন আইনসহ): প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী



Human Development Research Centre

humane development through research and action

www.hdrc-bd.com

সহযোগিতায়

মানুষের জন্য

manusher jonno

promoting human rights and good governance

ঢাকা, জুলাই ২০১৬

সূচিপত্র

প্রেক্ষাপট	১
আদিবাসীদের ভূমি সংক্রান্ত আইন (বন আইনসহ): প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী	৩
১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী	৪
১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)	৫
ধারা-৯৭ - ধারা ৯৭জ	৫-৮
পার্বত্য চট্টগ্রাম আইনের শাসন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী	৯
পার্বত্য চট্টগ্রাম আইনের শাসন বিধিমালা, ১৯০০ (সিভিল বিচার প্রশাসন): প্রস্তাবিত সংশোধনী	১০
বিধি-১। যেভাবে পরিচালিত হইবে	১০
বিধি-২। পক্ষদ্বয়কে মৌখিকভাবে পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ	১০
বিধি-৩। মোকদ্দমা রেকর্ডের বিবরণ	১০
বিধি-৪। কোর্ট ফি আদায়	১০
বিধি-৫। প্রক্রিয়া জারি ফি	১০
বিধি-৬। প্রক্রিয়া জারির পদ্ধতি এবং ডিক্রী জারি	১০
বিধি-৭। আদালত কর্তৃক ডিক্রীযোগ্য মুনাফার হার	১১
বিধি-৭ক। বকেয়া মুনাফা আদায়ে ডিক্রীর সীমাবদ্ধতা	১১
বিধি-৮। রেজিস্ট্রেশনবিহীন দলিল মোকদ্দমায় দাখিলের অযোগ্য	১২
বিধি-৯। রেজিস্ট্রিকৃত বন্ডের ভিত্তিতে মোকদ্দমার গ্রহণযোগ্যতা	১২
বিধি-১০। কমিশনারের নিকট দেওয়ানী মোকদ্দমার আদেশসমূহের আপীল	১২
বিধি-১০ক। ক্রেডিট সেলের ভিত্তিতে মোকদ্দমা	১২
বিধি-১১। আইনজীবী এবং এজেন্ট	১২
বিধি-১২। দলিল রেজিস্ট্রেশন	১২
বিধি-১৩। কতিপয় রেজিস্ট্রেশনবিহীন দলিল আদালতে অগ্রহণযোগ্য হইবে না	১৪
বিধি-১৪। কতিপয় অঙ্গীকারনামার রেজিস্ট্রেশনের অযোগ্যতা	১৪
বিধি-১৫। কোন জেলায় সচরাচর ব্যবহৃত হয় না এইরূপ দলিলের রেজিস্ট্রেশন	১৪
বিধি-১৬। দলিলে পরিবর্তন ইত্যাদি প্রত্যয়ন	১৫
বিধি-১৭। স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিলে রেজিস্ট্রেশন	১৫
বিধি-১৮। রেজিস্ট্রেশনের জন্য দলিল দাখিলের সময়	১৫
বিধি-১৯। উইল অথবা পোষ্যপুত্র গ্রহণে ক্ষমতার রেজিস্ট্রেশন	১৫
বিধি-২০। কতিপয় কর্মকর্তার রেজিস্ট্রি অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন	১৫
বিধি-২০ক। রেজিস্ট্রি অফিসারের অনুপস্থিতি বা পদ শূন্য থাকিলে	১৬
বিধি-২০খ। রেজিস্ট্রার বহি, স্টোরেজ ডিভাইস ইত্যাদি	১৬
বিধি-২১। রেজিস্ট্রেশনের জন্য দলিল যিনি দাখিল করিবেন এবং রেজিস্ট্রি অফিসারের আদেশ অবমাননার শাস্তি	১৬
বিধি-২২। কতিপয় ব্যক্তির পক্ষে এজেন্ট রেজিস্ট্রেশন করিতে পারিবে	১৬
বিধি-২৩। রেজিস্ট্রেশনের পূর্বে প্রদেয় ফি	১৭
বিধি-২৪। বহিতে লিপিবদ্ধ বিষয়বস্তু দেখিতে অনুমতি দান এবং উহার নকল প্রদানের চার্জ	১৭
বিধি-২৫। উপস্থিত ব্যক্তিদের পরিচয় সম্বন্ধে রেজিস্ট্রি অফিসারের নিজের সন্তুষ্টি	১৮
বিধি-২৬। রেজিস্ট্রি অফিসার কর্তৃক দলিলে পৃষ্ঠাঙ্কনের ছক রেকর্ড	১৮
বিধি-২৭। বহিতে দলিলের অনুলিপি সংরক্ষণ এবং রেজিস্ট্রি অফিসার কর্তৃক প্রত্যয়ন	১৮
দাবিদারবিহীন দলিল নষ্ট করা	১৮
বিধি-২৭ক। রেজিস্ট্রার বহি, ইনফরমেশন প্রোসেসিং, স্টোরেজ ডিভাইস এবং অগ্নিনিরোধক বাস্তু	১৮
বিধি-২৮। রেজিস্ট্রার রক্ষণাবেক্ষণ	১৯
বিধি-২৯। দলিল রেজিস্ট্রার বহি পূরণ হইলে সূচীপত্র সংযুক্তকরণ	১৯
বিধি-৩০। রেজিস্ট্রি অফিসার কর্তৃক আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ	১৯
বিধি-৩১। “ইজারা” “স্থাবর সম্পত্তি” “স্থাবর সম্পত্তি” শব্দগুলির সংজ্ঞা	১৯
বিধি-৩২। কমিশনার কর্তৃক রেজিস্ট্রি বহি পরিদর্শন	১৯
বিধি-৩৩। রেজিস্ট্রেশন করিতে অস্বীকৃতির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দলিল মোতাবেক দাবিদার কর্তৃক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মামলা করিবার সময় সীমা	১৯

বিধি-৩৩ক। ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে দলিলাদির ত্রুটিপূর্ণ পৃষ্ঠাঙ্কন, নকল, অনুবাদ কিংবা রেজিস্ট্রি করিবার দণ্ড	২০
বিধি-৩৪। ভূমি: ভূমি বন্দোবস্ত, হস্তান্তর, বাটোয়ারা এবং দর-ইজারা (Sub-Letting) প্রদান	২০
বিধি-৩৪ক। প্রাকৃতিক জলধারা	২৪
বিধি-৩৪খ। নদী তীর বা তীরবর্তী স্থানে জুম চাষ অথবা চাষাবাদের উপর নিষেধাজ্ঞা	২৪
বিধি-৩৪গ। যে কোন শ্রেণীর ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জেলা প্রশাসককে ক্ষমতা প্রদান	২৪
বিধি-৩৫। সার্কেল ডিভিশন	২৪
বিধি-৩৬। তালুক ডিভিশন	২৪
বিধি-৩৭। মৌজা	২৫
বিধি-৩৮। সার্কেল ও মৌজা প্রশাসন	২৫
বিধি-৩৮ক। পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহের সাব-ডিভিশন	২৫
বিধি-৩৮খ। পুলিশ প্রশাসন	২৫
বিধি-৩৯।	২৫
বিধি-৪০। চীফ এবং হেডম্যানগণের প্রশাসনিক ক্ষমতা	২৫
বিধি-৪১। জুম চাষ নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধান	২৭
বিধি-৪১ক। নিজ মৌজার সম্পদ সংরক্ষণে হেডম্যানের দায়বদ্ধতা	২৭
বিধি-৪২। জুম কর	২৭
বিধি-৪৩। খাজনা আদায়	২৯
বিধি-৪৪। অকৃষি খাজনা ও বাজার	২৯
বিধি-৪৫। ঘাস এবং গর্জনখোলার খাজনা	২৯
বিধি-৪৫ক। জেলা প্রশাসক কর্তৃক পাহাড়ীদেরকে বসতবাড়ির জন্য রয়্যালটিমুক্ত সানগ্রাস সংগ্রহের অনুমতি প্রদান	২৯
বিধি-৪৫খ। গোচারণ কর আদায়	২৯
বিধি-৪৬। হেডম্যানের পারিশ্রমিক এবং হেডম্যান হিসাবে তাহাকে প্রদত্ত খাজনামুক্ত ভূমি পুনর্দখল	৩০
বিধি-৪৭। চীফগণের খাস মৌজা	৩০
বিধি-৪৮। চীফগণের দায়িত্ব গ্রহণ এবং হেডম্যানদের নিয়োগ ও অপসারণ	৩০
স্বাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন	৩১
স্বাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) আইন, ২০১৪	৩১
১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	৩১
২। সংজ্ঞা	৩১
৩। সম্পত্তি অধিগ্রহণের প্রাথমিক নোটিশ জারি	৩২
৪। অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি	৩৩
৫। অধিগ্রহণ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত	৩৩
৬। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি নোটিশ	৩৪
৭। জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ	৩৪
৮। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ	৩৫
৯। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সময় যাহা বিবেচ্য বিষয় নয়	৩৬
১০। ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান	৩৬
বসতিস্থাপন এবং পুনর্বাসন	৩৬
১১। অধিগ্রহণ ও দখল অর্জন	৩৭
১২। অধিগ্রহণ কার্যধারার রদ বা বাতিল	৩৭
১৩। কোন বাড়ী বা দালানের অংশ বিশেষ অধিগ্রহণ	৩৭
১৪। কতিপয় ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ পুনরুদ্ধার	৩৭
১৫। অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির ব্যবহার	৩৭
১৬। সালিশকারী নিয়োগ	৩৭
১৭। সালিশকারীর নিকট দরখাস্ত	৩৭
১৮। শুনানীর নোটিশ	৩৮
১৯। কার্যধারার আওতা	৩৮
২০। সালিশকারী কর্তৃক ৮ এবং ৯ ধারার বিধান অনুসরণ	৩৮
২১। সালিশকারীর রোয়েদাদ	৩৮
২২। খরচ	৩৮
২৩। সালিশকারীর রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আপিল	৩৯
২৪। ২০০১ সনের ১নং আইনের অপ্রয়োগ	৩৯
২৫। জেলা প্রশাসক এবং সালিশকারীর দেওয়ানী আদালতের কতিপয় ক্ষমতা	৩৯

২৬। প্রবেশ ও পরিদর্শনের ক্ষমতা	৩৯
২৭। তথ্য সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা	৪০
২৮। নোটিশ এবং আদেশ জারি	৪০
২৯। শাস্তি	৪০
৩০। অর্পণে বাধ্যকরণ	৪০
৩১। স্ট্যাম্প ডিউটি এবং ফিস হইতে অব্যাহতি	৪০
৩২। দায়মুক্তি	৪০
৩৩। আদালতের এখতিয়ারে বাধা	৪০
৩৪। ক্ষমতা অর্পণ	৪১
৩৫। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	৪১
৩৬। রহিতকরণ এবং হেফাজত	৪১
স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত বিধিমালা	৪২
স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) বিধিমালা, ২০১৪	৪২
বিধি-১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	৪২
বিধি-২। সংজ্ঞা	৪২
বিধি-৩। অধিগ্রহণ কার্যক্রম	৪২
বিধি-৪। ৩, ৬ এবং ৭ ধারার নোটিশ	৪২
বিধি-৫। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত আলোচনা	৪২
বিধি-৬। পাবলিক ইনফরমেশন সেল	৪৩
বিধি-৭। অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির তৎক্ষণাৎ ভিডিও প্রদর্শনকরণ	৪৩
বিধি-৮। অধিগ্রহণ এবং দখলের ঘোষণা	৪৩
বিধি-৯। কার্যক্রম রদ এবং বাতিলের ঘোষণা	৪৩
বিধি-১০। মূল্যনির্ধারণ কমিটির গঠন এবং ক্ষমতা	৪৩
বিধি-১১। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ	৪৩
বিধি-১২। জাতীয় পরিচয়পত্র ও উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট ব্যবহার	৪৪
বিধি-১৩। ভূমির তফসিল জালিয়াতি	৪৪
বিধি-১৪। অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত সম্পত্তি	৪৪
বিধি-১৫। অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত সম্পত্তি নিয়া ভূমি ব্যাংক গঠন	৪৪
বিভিন্ন নোটিশসমূহ	৪৫-৫০
পুনর্বাসন সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন	৫১
পুনর্বাসন (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) আইন, ২০১৪	৫১
প্রথম অধ্যায়: প্রারম্ভিক	৫১
দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন	৫৩
তৃতীয় অধ্যায়: পুনর্বাসন কর্তৃপক্ষ	৫৪
চতুর্থ অধ্যায়: পুনর্বাসন ক্ষিম বা পরিকল্পনা	৫৬
পঞ্চম অধ্যায়: ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের পুনর্বাসন	৫৯
ষষ্ঠ অধ্যায়: ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য পুনর্বাসন সুবিধা	৬০
সপ্তম অধ্যায়: বিবিধ	৬৩
ভূমি খতিয়ান সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী	৬৫
ভূমি-খতিয়ান (পার্বত্য চট্টগ্রাম) আইন, ২০১৪ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)	৬৮
১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ	৬৮
২। সংজ্ঞা	৬৮
৩। ভূমি খতিয়ান প্রস্তুত	৬৮
৪। ভূমি-খতিয়ানে যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইবে	৬৮
৫। খসড়া ভূমি-খতিয়ান প্রকাশন	৬৯
৬। আপীল	৬৯
৭। আপত্তি ও আপীল নিষ্পত্তির পদ্ধতি	৬৯
৮। ভূমি-খতিয়ানের চূড়ান্ত প্রকাশনা	৬৯
৯। চূড়ান্ত প্রকাশনের প্রত্যায়ন পত্র	৭০
১০। ভূমি-খতিয়ানের শুদ্ধতা সম্পর্কে অনুমান	৭০
১১। মোকদ্দমা প্রত্যাহার ও বদলী সম্পর্কে সেটেলমেন্ট অফিসারের ক্ষমতা	৭০
১২। প্রতারণামূলক লিপি-ভুক্তির সংশোধন	৭০

১৩। সেটেলমেন্ট অফিসারের বিশেষ ক্ষমতা	৭০
১৪। এই আইনের অধীন মহা-পরিচালকের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা	৭০
১৫। জেলা প্রশাসকের নিকট ম্যাপ ও ভূমি-খতিয়ান হস্তান্তর	৭১
১৬। আদালতের এখতিয়ারের প্রতিবন্ধক	৭১
১৭। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	৭১
১৮। পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৮৭৫ সনের ৫ নং বেঙ্গল এ্যাক্টের প্রয়োগ	৭১
রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী	৭২
রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)	৭৩
১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন	৭৩
২। সংজ্ঞা	৭৩
৩। রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ স্থাপন	৭৪
৪। পরিষদের গঠন	৭৪
৫। চেয়ারম্যানের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা	৭৫
৬। আদিবাসী ও অ-আদিবাসী সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা	৭৫
৭। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের শপথ	৭৬
৮। সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা	৭৬
৯। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ সুবিধা	৭৬
১০। পরিষদের মেয়াদ	৭৬
১১। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের পদত্যাগ	৭৬
১২। চেয়ারম্যান ইত্যাদির অপসারণ	৭৭
১৩। চেয়ারম্যান ও সদস্য পদ শূন্য হওয়া	৭৭
১৪। অস্থায়ী চেয়ারম্যান	৭৭
১৫। আকস্মিক পদ শূন্যতা	৭৮
১৬। পরিষদের সাধারণ নির্বাচনের সময়	৭৮
১৬ক। অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ:	৭৮
১৭। ভোটার হওয়ার যোগ্যতা ও ভোটার তালিকা	৭৯
১৮। ভোটাধিকার	৭৯
১৯। দুই পদের জন্য একই সঙ্গে প্রার্থী হওয়া নিষিদ্ধ	৭৯
২০। নির্বাচন পরিচালনা	৭৯
২১। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ	৮০
২২। পরিষদের কার্যাবলী	৮০
২৩। সরকার ও পরিষদের কার্যাবলী হস্তান্তর ইত্যাদি	৮০
২৪। নির্বাহী ক্ষমতা	৮০
২৫। কার্যাবলী নিষ্পন্ন	৮০
২৬। পরিষদের সভায় চাকমা চীফ ও বোমাং চীফের যোগদানের অধিকার	৮০
২৭। কমিটি	৮১
২৮। চুক্তি	৮১
২৯। নির্মাণ কাজ	৮১
৩০। নথিপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি	৮১
৩১। পরিষদের সচিব:	৮১
৩২। পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ	৮১
৩৩। ভবিষ্যৎ তহবিল ইত্যাদি	৮২
৩৪। চাকুরি প্রবিধান	৮২
৩৫। পরিষদের তহবিল গঠন	৮২
৩৬। পরিষদের তহবিল সংরক্ষণ, বিনিয়োগ ইত্যাদি	৮৩
৩৭। পরিষদের তহবিলের প্রয়োগ	৮৩
৩৮। বাজেট	৮৩
৩৯। হিসাব	৮৪
৪০। হিসাব নিরীক্ষা	৮৪
৪১। পরিষদের সম্পত্তি	৮৪
৪২। উন্নয়ন পরিকল্পনা	৮৪
৪৩। পরিষদের নিকট চেয়ারম্যান ইত্যাদির দায়	৮৫

৪৪। পরিষদ কর্তৃক আরোপীয় কর এবং সরকারের অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়	৮৫
৪৫। কর সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি	৮৫
৪৬। কর সংক্রান্ত দায়	৮৫
৪৭। কর আদায়	৮৫
৪৮। কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে আপত্তি	৮৫
৪৯। কর প্রবিধান	৮৫
৫০। পরিষদের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ	৮৬
৫১। পরিষদের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ	৮৬
৫২। পরিষদের বিষয়াবলী সম্পর্কে তদন্ত	৮৬
৫৩। পরিষদ বাতিলকরণ	৮৬
৫৪। যুক্ত কমিটি	৮৬
৫৫। পরিষদ ও অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরোধ	৮৬
৫৬। অপরাধ	৮৬
৫৭। দণ্ড	৮৭
৫৮। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ	৮৭
৫৯। অভিযোগ প্রত্যাহার	৮৭
৬০। অবৈধভাবে পদার্পণ	৮৭
৬১। আপীল	৮৭
৬২। জেলা পুলিশ	৮৭
৬৩। পুলিশের দায়িত্ব	৮৮
৬৪। ভূমি সংক্রান্ত বিশেষ বিধান	৮৮
৬৪ক। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির গঠন	৮৮
৬৫। ভূমি উন্নয়ন কর আদায়	৮৯
৬৬। আদিবাসী বিষয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধান	৮৯
৬৭। পরিষদ ও সরকারের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন	৮৯
৬৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	৮৯
৬৯। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা	৯০
৭০। ক্ষমতা অর্পণ	৯১
৭১। পরিষদের পক্ষে ও বিপক্ষে মামলা	৯১
৭২। নোটিশ এবং উহা জারিকরণ	৯১
৭৩। প্রকাশ্য রেকর্ড	৯১
৭৪। পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ইত্যাদি জনসেবক (public servant) গণ্য হইবেন	৯১
৭৫। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ	৯২
৭৬। রহিতকরণ ও হেফাজত	৯২
৭৭। নির্ধারিত পদ্ধতিতে কতিপয় বিষয়ের নিষ্পত্তি	৯২
৭৮। অসুবিধা দূরীকরণ	৯৩
৭৯। কোন আইনের বিধান সম্পর্কে আপত্তি	৯৩
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী	৯৪
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)	৯৫
১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন	৯৫
২। সংজ্ঞা	৯৫
৩। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ স্থাপন	৯৬
৪। পরিষদের গঠন	৯৬
৫। চেয়ারম্যানের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা	৯৭
৬। আদিবাসী ও অ-আদিবাসী সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা	৯৭
৭। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের শপথ	৯৮
৮। সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা	৯৮
৯। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ সুবিধা	৯৮
১০। পরিষদের মেয়াদ	৯৮
১১। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের পদত্যাগ	৯৮
১২। চেয়ারম্যান ইত্যাদির অপসারণ	৯৮
১৩। চেয়ারম্যান ও সদস্য পদ শূন্য হওয়া	৯৯

১৪। অস্থায়ী চেয়ারম্যান	৯৯
১৫। আকস্মিক পদ শূন্যতা	৯৯
১৬। পরিষদের সাধারণ নির্বাচনের সময়	১০০
১৬ক। অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ	১০০
১৭। ভোটার হওয়ার যোগ্যতা ও ভোটার তালিকা	১০০
১৮। ভোটাধিকার	১০১
১৯। দুই পদের জন্য একই সঙ্গে প্রার্থী হওয়া নিষিদ্ধ	১০১
২০। নির্বাচন পরিচালনা	১০১
২১। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ	১০১
২২। পরিষদের কার্যাবলী	১০২
২৩। সরকার ও পরিষদের কার্যাবলী হস্তান্তর ইত্যাদি	১০২
২৪। নির্বাহী ক্ষমতা	১০২
২৫। কার্যাবলী নিষ্পন্ন	১০২
২৬। পরিষদের সভায় মং চীফ ও চাকমা চীফের যোগদান ইত্যাদি	১০২
২৭। কমিটি	১০২
২৮। চুক্তি	১০২
২৯। নির্মাণ কাজ	১০৩
৩০। নথিপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি	১০৩
৩১। পরিষদের সচিব	১০৩
৩২। পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ	১০৩
৩৩। ভবিষ্যৎ তহবিল ইত্যাদি	১০৩
৩৪। চাকুরি প্রবিধান	১০৪
৩৫। পরিষদের তহবিল গঠন	১০৪
৩৬। পরিষদের তহবিল সংরক্ষণ, বিনিয়োগ ইত্যাদি	১০৪
৩৭। পরিষদের তহবিলের প্রয়োগ	১০৪
৩৮। বাজেট	১০৫
৩৯। হিসাব	১০৫
৪০। হিসাব নিরীক্ষা	১০৫
৪১। পরিষদের সম্পত্তি	১০৬
৪২। উন্নয়ন পরিকল্পনা	১০৬
৪৩। পরিষদের নিকট চেয়ারম্যান ইত্যাদির দায়	১০৬
৪৪। পরিষদ কর্তৃক আরোপীয় কর এবং সরকারের অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়	১০৭
৪৫। কর সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি	১০৭
৪৬। কর সংক্রান্ত দায়	১০৭
৪৭। কর আদায়	১০৭
৪৮। কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে আপত্তি	১০৭
৫০। পরিষদের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ	১০৭
৫১। পরিষদের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ	১০৮
৫২। পরিষদের বিষয়াবলী সম্পর্কে তদন্ত	১০৮
৫৩। পরিষদ বাতিলকরণ	১০৮
৫৪। যুক্ত কমিটি	১০৮
৫৫। পরিষদ ও অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরোধ	১০৮
৫৬। অপরাধ	১০৮
৫৭। দণ্ড	১০৮
৫৮। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ	১০৯
৫৯। অভিযোগ প্রত্যাহার	১০৯
৬০। অবৈধভাবে পদার্পণ	১০৯
৬১। আপীল	১০৯
৬২। জেলা পুলিশ	১০৯
৬৩। পুলিশের দায়িত্ব	১১০
৬৪। ভূমি সংক্রান্ত বিশেষ বিধান	১১০
৬৪ক। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির গঠন	১১০

৬৫। ভূমি উন্নয়ন কর আদায়.....	১১১
৬৬। আদিবাসী বিষয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধান	১১১
৬৭। পরিষদ ও সরকারের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন	১১১
৬৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা.....	১১১
৬৯। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা.....	১১২
৭০। ক্ষমতা অর্পণ	১১৩
৭১। পরিষদের পক্ষে ও বিপক্ষে মামলা	১১৩
৭২। নোটিশ এবং উহা জারিকরণ.....	১১৩
৭৩। প্রকাশ্য রেকর্ড	১১৩
৭৪। পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ইত্যাদি জনসেবক (public servant) গণ্য হইবেন	১১৩
৭৫। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ	১১৩
৭৬। রহিতকরণ ও হেফাজত	১১৪
৭৭। নির্ধারিত পদ্ধতিতে কতিপয় বিষয়ের নিষ্পত্তি	১১৪
৭৮। অসুবিধা দূরীকরণ.....	১১৪
৭৯। কোন আইনের বিধান সম্পর্কে আপত্তি.....	১১৫
বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী	১১৬
বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ).....	১১৭
১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন	১১৭
২। সংজ্ঞা	১১৭
৩। বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ স্থাপন.....	১১৮
৪। পরিষদের গঠন	১১৮
৫। চেয়ারম্যানের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা	১১৯
৬। আদিবাসী ও অ-আদিবাসী সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা.....	১১৯
৭। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের শপথ	১২০
৮। সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা	১২০
৯। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ সুবিধা.....	১২০
১০। পরিষদের মেয়াদ	১২০
১১। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের পদত্যাগ.....	১২১
১২। চেয়ারম্যান ইত্যাদির অপসারণ.....	১২১
১৩। চেয়ারম্যান ও সদস্য পদ শূন্য হওয়া.....	১২১
১৪। অস্থায়ী চেয়ারম্যান	১২২
১৫। আকস্মিক পদ শূন্যতা	১২২
১৬। পরিষদের সাধারণ নির্বাচনের সময়.....	১২২
১৬ক। অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ	১২২
১৭। ভোটার হওয়ার যোগ্যতা ও ভোটার তালিকা	১২৩
১৮। ভোটাধিকার	১২৩
১৯। দুই পদের জন্য একই সঙ্গে প্রার্থী হওয়া নিষিদ্ধ	১২৩
২০। নির্বাচন পরিচালনা	১২৩
২১। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ	১২৪
২২। পরিষদের কার্যাবলী	১২৪
২৩। সরকার ও পরিষদের কার্যাবলী হস্তান্তর ইত্যাদি	১২৪
২৪। নির্বাহী ক্ষমতা	১২৪
২৫। কার্যাবলী নিষ্পন্ন	১২৪
২৬। বোমং চীফের পরিষদের সভায় যোগদানের অধিকার.....	১২৫
২৭। কমিটি	১২৫
২৮। চুক্তি	১২৫
২৯। নির্মাণ কাজ	১২৫
৩০। নথিপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি	১২৫
৩১। পরিষদের সচিব	১২৫
৩২। পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ.....	১২৬
৩৩। ভবিষ্যৎ তহবিল ইত্যাদি	১২৬
৩৪। চাকুরি প্রবিধান	১২৬

৩৫। পরিষদের তহবিল গঠন	১২৬
৩৬। পরিষদের তহবিল সংরক্ষণ, বিনিয়োগ ইত্যাদি	১২৭
৩৭। পরিষদের তহবিলের প্রয়োগ	১২৭
৩৮। বাজেট	১২৭
৩৯। হিসাব	১২৮
৪০। হিসাব নিরীক্ষা	১২৮
৪১। পরিষদের সম্পত্তি	১২৮
৪২। উন্নয়ন পরিকল্পনা	১২৮
৪৩। পরিষদের নিকট চেয়ারম্যান ইত্যাদির দায়	১২৯
৪৪। পরিষদ কর্তৃক আরোপীয় কর এবং সরকারের অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়	১২৯
৪৫। কর সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি	১২৯
৪৬। কর সংক্রান্ত দায়	১২৯
৪৭। কর আদায়	১২৯
৪৮। কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে আপত্তি	১৩০
৪৯। কর প্রবিধান	১৩০
৫০। পরিষদের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ	১৩০
৫১। পরিষদের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ	১৩০
৫২। পরিষদের বিষয়াবলী সম্পর্কে তদন্ত	১৩০
৫৩। পরিষদ বাতিলকরণ	১৩০
৫৪। যুক্ত কমিটি	১৩১
৫৫। পরিষদ ও অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরোধ	১৩১
৫৬। অপরাধ	১৩১
৫৭। দণ্ড	১৩১
৫৮। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ	১৩১
৫৯। অভিযোগ প্রত্যাহার	১৩১
৬০। অবৈধভাবে পদার্পণ	১৩১
৬১। আপীল	১৩১
৬২। জেলা পুলিশ	১৩২
৬৩। পুলিশের দায়িত্ব	১৩২
৬৪। ভূমি সংক্রান্ত বিশেষ বিধান	১৩২
৬৪ক। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির গঠন	১৩২
৬৫। ভূমি উন্নয়ন কর আদায়	১৩৩
৬৬। আদিবাসী বিষয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধান	১৩৩
৬৭। পরিষদ ও সরকারের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন	১৩৩
৬৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	১৩৪
৬৯। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা	১৩৪
৭০। ক্ষমতা অর্পণ	১৩৫
৭১। পরিষদের পক্ষে ও বিপক্ষে মামলা	১৩৫
৭২। নোটিশ এবং উহা জারিকরণ	১৩৫
৭৩। প্রকাশ্য রেকর্ড	১৩৬
৭৪। পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ইত্যাদি জনসেবক (public servant) গণ্য হইবেন	১৩৬
৭৫। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ	১৩৬
৭৬। রহিতকরণ ও হেফাজত	১৩৬
৭৭। নির্ধারিত পদ্ধতিতে কতিপয় বিষয়ের নিষ্পত্তি	১৩৭
৭৮। অসুবিধা দূরীকরণ	১৩৭
৭৯। কোন আইনের বিধান সম্পর্কে আপত্তি	১৩৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী	১৩৮
পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)	১৩৯
১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	১৪০
২। সংজ্ঞা	১৪০
৩। কমিশন গঠন	১৪০
৪। কমিশনের কার্যালয়	১৪১

৫। কমিশনের মেয়াদ	১৪১
৬। কমিশনের কার্যাবলী ও ক্ষমতা	১৪১
৭। কমিশনের বৈঠক, কোরাম ও কার্যপদ্ধতি	১৪২
৮। কমিশনের বৈঠকে সদস্যগণের যোগদানের নিমিত্তে প্রাপ্য ভাতা	১৪২
৯। কমিশনের আবেদন দাখিল	১৪২
১০। আবেদনের প্রতিপক্ষ	১৪৩
১১। কমিশন কর্তৃক সাক্ষ্য গ্রহণ	১৪৩
১২। কমিশন কর্তৃক ক্ষমতা অর্পণ	১৪৩
১৩। কমিশনের সচিব অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ	১৪৩
১৪। আর্থিক ব্যবস্থা	১৪৪
১৫। হিসাব ও নিরীক্ষা	১৪৪
১৬। কমিশনের সিদ্ধান্তের আইনগত প্রকৃতি এবং চূড়ান্ততা	১৪৪
১৭। কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১৪৪
১৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	১৪৪
১৯। কমিশনের অবমাননা আদালত অবমাননার সামিল	১৪৪
২০। সরল বিশ্বাসে কৃত কার্য-কর্ম সংরক্ষণ	১৪৫
২১। বার্ষিক প্রতিবেদন	১৪৫
বন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী	১৪৬
বন আইন, ১৯২৭ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)	১৪৭
প্রস্তাবনা	১৪৭
প্রথম অধ্যায়: প্রারম্ভিক	১৪৮
দ্বিতীয় অধ্যায়: রক্ষিত বন	১৪৯
তৃতীয় অধ্যায়: গ্রামীণ বন এবং সামাজিক বন	১৫৭
চতুর্থ অধ্যায়: সংরক্ষিত বন	১৫৮
পঞ্চম অধ্যায়: সরকারি সম্পত্তি নয় এমন বন এবং ভূমির নিয়ন্ত্রণ	১৬১
ষষ্ঠ অধ্যায়: গাছের গুঁড়ি এবং অন্যান্য বনজাত পণ্যের উপর শুল্ক	১৬২
সপ্তম অধ্যায়: গাছের গুঁড়ি এবং অন্যান্য বনজাত পণ্যের ট্রানজিট নিয়ন্ত্রণ	১৬৩
অষ্টম অধ্যায়: ভাসিয়া আসা এবং পরিত্যক্ত গাছের গুঁড়ি সংগ্রহ	১৬৫
নবম অধ্যায়: শাস্তি এবং পদ্ধতি	১৬৬
দশম অধ্যায়: গবাদিপশুর অনধিকার প্রবেশ	১৭২
একাদশ অধ্যায়: বন কর্মকর্তাগণ	১৭২
দ্বাদশ অধ্যায়: সহায়ক বিধিমালা	১৭৩
ত্রয়োদশ অধ্যায়: বিবিধ	১৭৪
আটিয়া বন (সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার) সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী	১৭৭
আটিয়া বন (সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহার) আইন, ২০১৪ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)	১৭৮
১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	১৭৮
২। সংজ্ঞা	১৭৮
৩। সংরক্ষিত বন নির্ধারণ	১৭৮
৪। আইনগত কার্যক্রমের সমাপ্তি	১৭৮
৫। সালিসকারী নিয়োগ	১৭৮
৬। সালিসকারীর নিকট দরখাস্ত	১৭৮
৭। শুনানীর জন্য নোটিশ	১৭৯
৮। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ	১৭৯
৯। সালিসকারীর রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আপীল	১৭৯
১০। ২০০১ সনের ১নং আইনের অকার্যকারীতা	১৮০
১১। সালিসকারীর দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা	১৮০
১২। সমন এবং আদেশ জারি	১৮০
১৩। শাস্তি	১৮০
১৪। মুদ্রাঙ্ক শুল্ক ও ফি হইতে অব্যাহতি	১৮১
১৫। ক্ষতিপূরণ	১৮১
১৬। আদালতের এখতিয়ারে বাধা	১৮১
১৭। ক্ষমতা অর্পণ	১৮১

১৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	১৮১
সামাজিক বনায়ন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী	১৮২
সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)	১৮৪
১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	১৮৪
২। সংজ্ঞা	১৮৪
৩। সামাজিক বনায়ন এলাকা নির্ধারণ	১৮৪
৪। সামাজিক বনায়ন চুক্তি ও উহার পক্ষগণ	১৮৫
৫। চুক্তির মেয়াদ ও নবায়ন	১৮৫
৫ক। বনায়নের জন্য সার্টিফিকেট	১৮৬
৫খ। স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক সামাজিক বনায়নের আবেদন, তালিকা প্রস্তুত ও অনুমোদন	১৮৬
৬। উপকারভোগী নির্বাচন, ইত্যাদি	১৮৬
৭। উপকারভোগীদের দায়িত্ব, কর্মব্যবস্থাপনা ইত্যাদি হস্তান্তর	১৮৭
৮। বেসরকারী সংস্থা নির্বাচন	১৮৭
৯। ব্যবস্থাপনা কমিটি	১৮৮
১০। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মেয়াদ, ইত্যাদি	১৮৮
১১। ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব	১৮৮
১২। ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা	১৮৮
১৩। ব্যবস্থাপনা কমিটির বিলুপ্তি	১৮৯
১৪। উপদেষ্টা কমিটি ও উহার দায়িত্ব	১৮৯
১৫। আবর্তকাল নির্ধারণ, ইত্যাদি	১৮৯
১৬। সামাজিক বনায়নে বন অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৯০
১৭। চুক্তিভুক্ত ভূমির মালিক বা দখলী স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি বা সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৯০
১৮। চুক্তিভুক্ত উপকারভোগীর দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৯১
১৮ক। সামাজিক বনের উপর স্বত্ব বিক্রয়যোগ্য নহে	১৯১
১৯। চুক্তিভুক্ত বেসরকারি সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৯১
২০। সামাজিক বনায়ন হইতে লব্ধ আয়ের বন্টন	১৯২
২১। বেসরকারি সংস্থার সার্ভিস চার্জ, প্রশিক্ষণ ব্যয় ও ফি ইত্যাদি	১৯৩
২২। বৃক্ষরোপণ তহবিল ও উহার ব্যবহার	১৯৩
২৩। তহবিল ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি	১৯৪
২৪। ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে সামাজিক বনায়ন	১৯৪
২৫। বিরোধ মীমাংসা	১৯৪
২৬। জাতীয় পরামর্শ ফোরাম গঠন	১৯৪
২৭। বন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন	১৯৫
ফরম “ক”: [বিধি-৫ক (১) দ্রষ্টব্য]	১৯৬
ফরম “খ”: [বিধি-৫ক (৪) দ্রষ্টব্য]	১৯৭
ফরম “গ”: [বিধি-৫ক (৭) দ্রষ্টব্য]	১৯৮

প্রেক্ষাপট

ভূমি সম্পদের জনক। বাংলাদেশের মানুষ ও অর্থনীতির বড় অংশ ভূমিনির্ভর। এদেশের উন্নয়নে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি অধিকার উৎপাদন ক্ষমতার অধিকারী; কর্মসংস্থান, খাদ্য, বাসস্থান ও আর্থিক নির্ভরতার এক বড় সহায়ক। ভূমির উপর অধিকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার পরিমাপক; ক্ষমতাকাঠামোর ভিত্তি ও জীবনযাত্রার অবস্থা নির্ণয়ের অন্যতম প্রধান সূচক। ভূমির উপযোগমূল্য যথেষ্ট, এর বাজারমূল্য ক্রমাগত বাড়ে। ভূমির কোন অবচয় নেই। ভূমির অধিকার আন্তঃপ্রজন্মগত বংশপরম্পরায় ভোগ্য।

প্রায় ১৬ কোটি মানুষের আমাদের এই দেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার। দেশের মোট ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ একর ভূমির ৬০ শতাংশ কৃষি জমি। প্রতিদিন কমছে দেশের আবাদী ভূমির পরিমাণ। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের সাথে ভূমিহীনতার সম্পর্ক নিবিড়। অথচ, এদেশের প্রায় ৫৯ শতাংশ খানা ভূমিহীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ করে, কৃষির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর ভূমিহীনতাই তাদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

ভূমির পরিমাণ সীমিত। জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়লেও ভূমির পরিমাণ বাড়ছে না বাড়ছে ভূমির অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতা। সহিংসতা, ফটকা-ব্যবসা, দুর্নীতি, জবরদখল, প্রতারণা, ও প্রবঞ্চনার ঘটনা ঘটছে প্রতিদিনই বাড়ছে ভূমিহীনের সংখ্যা, বলপূর্বক অভিবাসন, বৈষম্য ও দারিদ্র্য।

দেশে প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে ভূমি নিয়ে বিরোধ, দশকের পর দশক ধরে ভূমি-সংক্রান্ত চলমান আইনি জটিলতাগুলো চরম আকার ধারণ করেছে। এতে সর্বস্বান্ত হচ্ছে অনেক মানুষ, বাড়ছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। অন্যদিকে ভূমি প্রশাসনের অদক্ষতা, ভূমি রেজিস্ট্রেশন এবং ভূমি জরিপ কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা, নামজারীর ক্ষেত্রে জটিলতা, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ভূমি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল, খাস জমি বিতরণে অনিয়ম, জলমহাল, বালুমহাল ও চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অনিয়ম ও প্রায়োগিক সমস্যা ইত্যাদি দেশের অধিকাংশ মানুষকে ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

ভূমির অধিকার নিয়ে বিরোধ, শোষণ, দুর্নীতি, প্রতারণা ও দরিদ্র মানুষের সীমাহীন দুর্গতির পিছনে সূক্ষ্ম আইনি বিষয় ও জটিলতা বহুলাংশে দায়ী। বাংলাদেশে ভূমি সংশ্লিষ্ট আইনগুলো সেকেলে। অনেক আইন দরিদ্র-বান্ধব নয়; প্রান্তিক মানুষ ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনগুলো যথাযথও নয়। এমনকি কোনো কোনো আইন একে অন্যের সাথে সাংঘর্ষিক। বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগও নেই। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিতামূলক যে আইনি-কাঠামো প্রয়োজন তার অনুপস্থিতিও ব্যাপক। খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন; সর্বোপরি, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি প্রচলিত আইনগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে আনীত আইনের সংশোধনীগুলোও কাজিত লক্ষ্য পূরণ করেনি; এমনকি, অতি সাম্প্রতিক সংশোধনীগুলোও প্রায়োগিক দিক থেকে দরিদ্রবান্ধব এবং জনকল্যাণমুখী হয়ে উঠতে পারেনি। এটি সহজেই বোধগম্য যে, বর্তমানে প্রচলিত ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জটিল এবং অগোছালো অবস্থায় রয়েছে। আরো হতাশার ব্যাপার, প্রচলিত আইনগুলোর অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, দরিদ্রবান্ধব-নীতির অনুপস্থিতি এবং প্রায়োগিক সমস্যা অসংখ্য ভূমি বিরোধ ও ভূমি মামলার জন্ম দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব জটিলতার সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালীরাই শেষ পর্যন্ত ভূমির দখল নিয়ে নেয় আর দরিদ্র, প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো ভূমির অধিকার হারায়। তাই, ভূমি বিষয়ে সবগুলো আইনকে অধিকার-ভিত্তিক ও সুসমঞ্জস একটি কাঠামোর মধ্যে এনে প্রয়োজনীয় সংস্কার নিশ্চিত করতে না পারলে দরিদ্র, প্রান্তিক ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা কখনো সম্ভব নয়। কাজেই, সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে তথ্য-নির্ভর গবেষণার মাধ্যমে আইনি বিষয়গুলো এমনভাবে পুনঃনির্ধারণ করা উচিত যাতে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নে ‘বাদ পড়া’ জনগোষ্ঠীকে ‘অন্তর্ভুক্ত’ করা সম্ভব হয়।

এই সব বাস্তবতার অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’-এর সহযোগিতায় গবেষণা সংস্থা ‘হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)’ এ-বিষয়ে একটি নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করেছে। “বাংলাদেশের ভূমি আইন: একটি অধিকার-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও প্রস্তাবিত পরিবর্তন” শীর্ষক এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে প্রচলিত ভূমি আইনগুলোর কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ নতুন আইন প্রস্তাব করা। বাংলাদেশে প্রচলিত সব ভূমি আইন এবং ভূমি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র বিশ্লেষণ, দরিদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন ও নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমি আইনে বিদ্যমান অব্যবস্থাপনা, অপশাসন, শোষণ-বঞ্চনামূলক প্রক্রিয়া ও কার্যবিধি সংক্রান্ত আইনি দিকগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে। শুধু আইনি পর্যালোচনা নয়, বরং ভূমি আইনের নানান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণায়। অধিকারভিত্তিক, প্রান্তিক ও দরিদ্র-বান্ধব এবং জেডার সংবেদনশীল এই গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন প্রায় ২,৫০০ পৃষ্ঠার ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবার সুবিধার্থে ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো পৃথক পৃথক খন্ডে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি খন্ড প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ এবং সুপারিশসহ (প্রস্তাবিত আইন বা সংশোধনীসহ) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণাভিত্তিক প্রকাশনা।

ইংরেজি ভাষায় রচিত সেই গবেষণাকর্মের প্রাসঙ্গিক আইনী টেক্সটসমূহ (ইংরেজিতে রচিত বিদ্যমান আইনসমূহসহ) বাংলায় অনুবাদ করে একটি পৃথক প্রকাশনা করা হয়েছে। আলাদা আলাদা ২০টি খন্ডে অনূদিত এই প্রকাশনার বিষয়-ভিত্তিক প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনীসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপ:

১. পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
২. অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৩. ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৪. কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৫. বালুমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৬. চরের জমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৭. চিংড়িমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৮. দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৯. আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কিত আইন (বন আইনসহ): প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১০. জলমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১১. অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১২. পাথরমহাল সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৩. ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১৪. ভূমি রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৫. ভূমি জরিপ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৬. চা বাগানের ভূমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৭. ট্রাস্ট সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৮. ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৯. অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
২০. ওয়াক্ফ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী

এই গবেষণাপত্রটি উক্ত ২০ খন্ডের একটি।

আদিবাসীদের ভূমি সংক্রান্ত আইন (বন আইনসহ): প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী

সুদীর্ঘকাল থেকে অসংখ্য জাতিগোষ্ঠীর পদচারণায় মুখর এই জনপদ। এ সকল জাতিগোষ্ঠী এই দেশের রূপ-রস-গন্ধের সাথে মিশে, শেকড়ের সাথে এমনভাবে তলায়িত হয়ে আছে যে তারা আজ গর্বিত বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এরপরও তারা এদেশের মূলধারার জাতিগোষ্ঠী হয়ে উঠতে পারেনি। আদিবাসীদের প্রান্তিকীকরণ একটি বৈশিক ঘটনা। উন্নত অনুন্নত সকল বিশ্বেই এটি কম-বেশি ঘটছে। কালের বিবর্তনে আদিবাসীরা তাদের ভূমি ও বনের উপর অধিকার ক্রমাগতভাবে হারিয়ে আজ প্রায় বিপন্ন। ধূসর মৃত্তিকা আর সবুজ অরণ্যে বিচরণ করা আদিবাসী সমাজ আজ প্রায় বিলুপ্ত। ভূমি ও পাহাড় ঘিরেই আদিবাসীদের জীবন ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। কিন্তু আদিবাসীদের জীবন যে পরিবেশের অংশ তার কেন্দ্রে রয়েছে ভূমি, বন ও পাহাড় যা থেকে আদিবাসীরা ক্রমাগত দখল এবং উচ্ছেদ হচ্ছে। ‘উন্নয়ন’ ও ‘আধুনিকায়ন’সহ নানা প্রয়োজনে ধ্বংস করা হচ্ছে আদিবাসীদের চাষ-বাস এবং জীবন-জীবিকার প্রধান অবলম্বন। সংখ্যাগত স্বল্পতা, জাতিগত স্বাতন্ত্র্য, ভিন্ন জীবন-রীতি ও পদ্ধতির দরুন তাদেরকে নানাবিধ বৈষম্য ও সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ফলে আক্ষরিক অর্থে ‘নিজ-ভূমি’ হওয়া সত্ত্বেও এই ভূ-খন্ডটি ক্রমশ এ অঞ্চলের আদিবাসীদের জন্য ‘পরবাস’ হয়ে ওঠেছে।

এ প্রেক্ষিতে, শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া আদিবাসীদের উন্নয়নে প্রয়োজন সচেতনতা, শিক্ষা, অধিকার সুরক্ষায় আইনের যথাযথ প্রয়োগ। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কিত আইন প্রণয়নকল্পে নতুন আইন ও সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত এ আইন মূলত ভূমি এবং আদিবাসীদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বন সম্পর্কে ১৩টি আলাদা আইন ও তাদের সংশোধনী প্রস্তাবের মাধ্যমে আদিবাসীদের ভূমি অধিকার রক্ষায় এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

নিম্নে ১৩ টি আইনের শিরোনাম উল্লেখ করা হল:

- ১। ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)
- ২। পার্বত্য চট্টগ্রাম আইনের শাসন বিধিমালা, ১৯০০ (সিভিল বিচার প্রশাসন): প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ
- ৩। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) আইন, ২০১৪
- ৪। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) বিধিমালা, ২০১৪
- ৫। পুনর্বাসন (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) আইন, ২০১৫
- ৬। ভূমি-খতিয়ান (পার্বত্য চট্টগ্রাম) আইন, ২০১৪ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)
- ৭। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)
- ৮। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)
- ৯। বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)
- ১০। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)
- ১১। বন আইন, ১৯২৭ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)
- ১২। প্রস্তাবিত আটিয়া বন (সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহার) আইন, ২০১৪
- ১৩। সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)

প্রস্তাবিত এই আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করা হলে আদিবাসীদের ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা অনেকাংশে নিরসন করা সম্ভব হবে।

১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী

সমস্যা সনাক্তকরণের ভিত্তিতে গবেষক দল রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ সনের একটি সংশোধনী প্রস্তাব করেছেন। প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ধারা ৯৭ সম্পর্কিত।

প্রস্তাবিত এই সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০-এ আদিবাসীদের অধিকার সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্র ছাড়াও রায়ত প্রদান ও গ্রহণ মালিকানাধীন ইত্যাদি ক্ষেত্রে আদিবাসীদের সরাসরি কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রস্তাবিত এ সংশোধনীতে আপীলের ক্ষেত্রে সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আবেদনের বিধান রাখা হয়েছে যা ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সর্বোপরি প্রস্তাবিত এ সংশোধনীতে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ সনের ধারা- ৯৭ এর বিধান লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির বিধান পরিবর্তন করে ১ (এক) মাসের কারাদণ্ড ও ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানার প্রস্তাব করা হয়েছে। যা আইন মানতে মানুষকে উৎসাহিত করবে। উপরিউক্ত বিষয় বিবেচনায়, প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো পাসের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ধারা ৯৭ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা প্রয়োজন ও সমীচীন।

- (৩) ভূমি সংক্রান্ত আদিবাসী ট্রাইব্যুনাল সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তি নিয়া গঠিত হইবে যিনি একজন জেলা ও দায়রা জজ অথবা অতিরিক্ত জেলা জজ পদে কর্মরত আছে অথবা ছিলেন।
- (৪) ভূমি সংক্রান্ত আদিবাসী ট্রাইব্যুনালের সদস্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তের ভিত্তিতে পদে বহাল থাকিবেন।

ধারা-৯৭খ

- (১) আদিবাসীদের ভূমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়া যে কোন ব্যক্তির দাখিল করা দরখাস্ত শুনানী এবং নিষ্পত্তি প্রদানের একক এখতিয়ার থাকিবে ভূমি সংক্রান্ত আদিবাসী ট্রাইব্যুনালের।
- (২) যেইসব মোকদ্দমায় একজন আদিবাসী পক্ষ থাকিবেন সেইসব মোকদ্দমা আদিবাসীর আবেদনের ভিত্তিতে ভূমি সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনালে হস্তান্তর করা যাইতে পারে।

ধারা-৯৭গ

- (১) কোন দরখাস্ত শুনানীর সময় ট্রাইব্যুনাল প্রয়োজনে এইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে যেরূপ ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধি অনুসারে একটি দেওয়ানী আদালত নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারে যথা:
- (ক) যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সমন জারি করত: তাহার উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং শপথগ্রহণপূর্বক তাহার জবানবন্দী নেওয়া;
- (খ) কোন দলিল উদ্ধার এবং উপস্থাপনের জন্য আদেশ প্রদান করা;
- (গ) হলফনামার ভিত্তিতে সাক্ষ্য গ্রহণ;
- (ঘ) কোন অফিস হইতে সরকারী কোন রেকর্ড অথবা তাহার কপি তলব করা;
- (ঙ) স্বাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ অথবা কোন দলিল পরীক্ষা করিবার জন্য কমিশন প্রেরণ করা;
- (চ) নির্দেশিত অন্যান্য যে কোন বিষয়।
- (২) ট্রাইব্যুনালে চলমান যে কোন কার্যক্রম ১৮৬০ সনের দণ্ডবিধির ১৯৩ ধারা অনুসারে বিচারিক কার্যক্রম হিসাবে গণ্য হইবে।
- (৩) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থান বা স্থানসমূহে ট্রাইব্যুনালের অফিস হইবে।
- (৪) এই আইনের অন্যান্য বিধানবলী সাপেক্ষে, একটি ট্রাইব্যুনাল দরখাস্ত শুনানী ও অন্যান্য কার্যক্রমে, যেক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধিতে বর্ণিত বিধান অনুসরণ করিবে।

ধারা-৯৭ঘ

যদি কোন ব্যক্তি আইনসম্মত কারণ ব্যতিরেকে ভূমি সংক্রান্ত আদিবাসী ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমে বাধা প্রদান করে তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল উক্ত ব্যক্তিকে ১ (এক) মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা টাকা ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড প্রদান করিতে পারিবে।

ধারা-৯৭ঙ

এই আইনে অন্য কোন বিধান থাকা সত্ত্বেও, এই ধারা কার্যকর হওয়ার পূর্বে, অন্য যে কোন আদালতে বিবেচনাধীন, ৯৭ ধারায় উল্লিখিত আদিবাসী সংক্রান্ত সকল মোকদ্দমা, আপীল এবং অন্য সকল আইনগত কার্যক্রম, এই ধারা কার্যকর হওয়ার পর, ৯৭ (ক) ধারা অনুসারে প্রতিষ্ঠিত ভূমি সংক্রান্ত আদিবাসী ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করা হইবে এবং উক্ত মোকদ্দমা, আপীল এবং অন্য সকল আইনগত কার্যক্রম এমনভাবে শুনানী ও নিষ্পত্তি করা হইবে যেন এইগুলি ভূমি সংক্রান্ত আদিবাসী ট্রাইব্যুনালেই দায়ের করা হইয়াছিল।

ধারা-৯৭৮

এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন ব্যতীত অন্য কোন আদালত অথবা ট্রাইব্যুনালে ভূমি সংক্রান্ত আদিবাসী ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম ও অন্তর্বর্তীকালীন আদেশকে চ্যালেঞ্জ, প্রশ্নবিদ্ধ অথবা খারিজের আবেদন করা যাইবে না।

ধারা ৯৭৯

ট্রাইব্যুনাল ইহার নিজস্ব সিদ্ধান্ত রিভিউ করিতে পারিবে।

ধারা ৯৭জ

ভূমি সংক্রান্ত আদিবাসী ট্রাইব্যুনালের আদেশের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে আপীল করিতে পারিবে।^{৯৯}

^{৯৯} প্রস্তাবিত

পার্বত্য চট্টগ্রাম আইনের শাসন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ভিন্ন ভাষাভাষি আদিবাসী পাহাড়ী অধ্যুষিত অঞ্চল। সংগত কারণে দেশের অপরাপর বিশেষত: সমতল অঞ্চল হতে এ অঞ্চলের সামাজিক বিচার, আইনের শাসন, সংস্কৃতি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বরাবরই পৃথক ছিল। ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ শাসন প্রত্যক্ষভাবে শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আদিবাসী পাহাড়ী রাজন্যবর্গ চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা নিয়ে গঠিত তাদের রাজ্য স্বাধীনভাবে শাসন করেন।

প্রধানত প্রশাসনিক বিষয়সমূহ যেমন-শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচার পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কার্যত: প্রথাগত নেতৃবৃন্দ তথা সার্কেল চীফ, হেডম্যান ও কার্বারীদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। শুধু আদিবাসীদের প্রথা, রীতি-নীতি ও সামাজিক বিচার ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রথাগত নেতৃত্ব ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বাইরে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতেন।

অতঃপর ১৯০০ সালের ১৩ জানুয়ারি তারিখে ভারতের গভর্নর জেনারেল এর অনুমোদনক্রমে The Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900 (Regulation 1 of 1900) (পার্বত্য চট্টগ্রাম আইনের শাসন বিধিমালা - ১৯০০) কার্যকর করা হয়। উক্ত রেগুলেশনটি মূলত ইতোপূর্বকার Rules for the Territorial Circle in the CHT-1884 ও Rules for the Administration of the CHT 1892এর এক সংশোধিত, বিস্তৃত ও নবতর সংস্করণ।

ব্রিটিশ পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি-১৯০০ এর মাধ্যমে আদিবাসীদের জন্য ভূমি অধিকার স্বীকৃত হয় এবং এর সাথে সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অন্যান্য আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থাও প্রবর্তন হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আইনের শাসন বিধিমালা, ১৯০০: সিভিল বিচার প্রশাসন (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)

১। যেভাবে পরিচালিত হইবে

মোকদমা অথবা তর্কিত বিষয়ের ন্যায়সঙ্গত সমাধানের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সিভিল বিচার প্রশাসন সবচাইতে সহজ এবং দ্রুততর পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে।

২। পক্ষদ্বয়কে মৌখিকভাবে পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ

মোকদমা অথবা তর্কিত বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রাথমিকভাবে পক্ষদ্বয়কে মৌখিক পরীক্ষা করিয়া [যতটুকু সম্ভব ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধির ৮৯ক ধারা অনুসারে]^{১১} একটি ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত প্রদানের চেষ্টা করিবেন; যদি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা মোকদমার তথ্যসমূহের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম না হন তবে সাক্ষীগণকে হাজির করা হইবে।

৩। মোকদমা রেকর্ডের বিবরণ

রেকর্ডে নিম্নলিখিত বিবরণসমূহ থাকিবে, যথা- বাদীর নাম, বিবাদীর নাম, তর্কিত বিষয়ের ধরন বা অন্যান্য বিষয়, বাদীর দাবির সারসংক্ষেপ এবং বিবাদীর দাবির সারসংক্ষেপ, সাক্ষীদের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ (সাক্ষী গ্রহণ করা হইয়া থাকিলে), সিদ্ধান্তের ভিত্তি, এবং আদেশ, তারিখসহ স্বাক্ষরিত।

৪। কোর্ট ফি আদায়

বর্ণিত পার্বত্য এলাকায় পাহাড়ি অথবা অ-পাহাড়ি কর্তৃক দাখিলকৃত সময়ের দরখাস্তসহ বিবিধ বিষয়ের প্রত্যেক দরখাস্তে [৫.০০/- (পাঁচ) টাকা]^{১২} হারে কোর্ট ফি প্রদেয় হইবে।

৫। প্রক্রিয়া জারি ফি

যেই ব্যক্তির প্রতি কোন প্রক্রিয়া জারি করা হইয়াছে সেই ব্যক্তির নিকট পৌছাইতে যত দিবসের প্রয়োজন হইবে তত দিবসের প্রত্যেক দিবসের জন্য [২৫.০০/- (পঁচিশ) টাকা]^{১৩} হারে প্রক্রিয়া জারি ফি প্রদেয় হইবে।

৬। প্রক্রিয়া জারির পদ্ধতি এবং ডিক্রী জারি

প্রক্রিয়া জারি এবং কমিশন জারি ও বাস্তবায়ন এবং ডিক্রী জারির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যতটুকু সম্ভব ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধির (১৯০৮ সনের ৫নং আইন) বিধান অনুসারে পরিচালিত হইবেন।

অন্য কোন জেলার আদালত হইতে গৃহীত প্রক্রিয়া এবং ডিক্রীর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিধিসমূহ অনুসরণ করা হইবে:

(১) জেলা প্রশাসক সকল প্রক্রিয়া এবং ডিক্রী জারি করিবেন যাহা তাহার নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরের কোন জেলা হইতে প্রেরিত হইয়াছে এবং যাহার সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে-

(ক) ইংরেজিতে লিখিত পত্র যাহার মাধ্যমে, প্রক্রিয়া জারির ক্ষেত্রে মোকদমার ধরন ও ডিক্রী জারির ক্ষেত্রে রায়ে একটি অনুলিপি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; এবং

(খ) হাইকোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত ফি।

^{১১} প্রস্তাবিত

^{১২} “দুই আনা” শব্দদ্বয় “৫.০০ (পাঁচ) টাকা” সংখ্যা ও শব্দদ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

^{১৩} “ছয় আনা” শব্দদ্বয় “২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা” সংখ্যা ও শব্দদ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

- (২) যদি কোন মোকদ্দমায় নৌকা-ভাড়া বা রেশন পরিবহন বা একই ধরনের অন্য কোন কারণে প্রক্রিয়া জারি বা ডিক্রী জারির খরচ প্রাপ্ত ফি এর চাইতে বেশি হয়, তবে জেলা প্রশাসক প্রক্রিয়া জারি স্থগিত করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট দেওয়ানী আদালতকে বিষয়টি অবহিত করিয়া অতিরিক্ত খরচ প্রদানের অনুরোধ করিবেন।
- (৩) যদি কোন মোকদ্দমায় জেলা প্রশাসকের নিকট এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, প্রক্রিয়া জারি অথবা ডিক্রী জারি করা উচিত হইবে না তাহা হইলে তিনি তাহার এইরূপ উপলব্ধির কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উহা সংশ্লিষ্ট দেওয়ানী আদালতের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং চূড়ান্ত আদেশ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত প্রক্রিয়া বা ডিক্রী এবং ফি তাহার জিম্মায় রাখিবেন।
- (৪) যদি কোন ক্ষেত্রে যখন রায়-দেনাদার একজন আদিবাসী এবং যখন দেনার সৃষ্টি হইয়াছিল তখন রায়-দেনাদার পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার বাহিরে বসবাস অথবা উপার্জনমূলক কর্ম করিত না, তখন যদি কোন আদালত হইতে জারির জন্য প্রেরিত কোন ডিক্রীর এইরূপ মুনাফা এবং খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকে যাহা পার্বত্য এলাকায় গ্রহণযোগ্য নহে তবে জেলা প্রশাসক, উপযুক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, ডিক্রীর যেই মুনাফা এবং খরচ পার্বত্য এলাকার জন্য গ্রহণযোগ্য নহে কেবল সেই অংশ জারি করিতে অস্বীকৃতি জানাইবেন। জেলা প্রশাসক উহার আদেশের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট আদালত বরাবর প্রেরণ করিবেন। এই বিধি অনুসারে প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপত্তি কেবল ডিক্রীদার রেগুলেশনের ১৭ (২) ধারার অধীন কমিশনারের নিকট অথবা ১৭ (৩) ধারা অধীন সরকারের নিকট ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে দায়ের করিতে পারিবে।
- (৫) বিধি (২) এবং বিধি (৩)-এ বর্ণিত যে কোন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেওয়ানী আদালত জেলা প্রশাসকের আদেশসমূহ সরাসরি চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং কমিশনার রেফারেন্স-এর উপর আদেশ প্রদান করিয়া সরাসরি সংশ্লিষ্ট দেওয়ানী আদালতের নিকট পাঠাইবেন। যদি কোন দেওয়ানী আদালত কমিশনারের আদেশের বিষয়ে রেফারেন্স পাঠাইতে স্থির করেন তবে তাহা জেলা জজকে সম্বোধন করিয়া সরকারের আদেশের জন্য পাঠাইতে হইবে।
- (৬) যিনি রায় দেনাদার অথবা যাহার জন্য প্রক্রিয়া জারি করা হইবে তাহার পদবী এবং মর্যাদার বিষয়টি বিবেচনায় রাখিয়া জেলা প্রশাসক নাজির (সংশ্লিষ্ট উপ-বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে), অথবা সার্কেল চীফগণ, অথবা নিবন্ধনকৃত হেডম্যানগণের মাধ্যমে এই বিধিসমূহে বর্ণিত উপায়ে প্রক্রিয়া জারি এবং ডিক্রী জারির ব্যবস্থা করিবেন। প্রক্রিয়া জারি বা ডিক্রী জারির জন্য নির্ধারিত ব্যক্তির প্রতি সীলমোহরকৃত আদেশসমূহ ব্যতিরেকে এইরূপ প্রক্রিয়া জারি বা ডিক্রী জারির ক্ষেত্রে পুলিশ নিয়োগের প্রয়োজন হইবে না।
- (৭) প্রত্যেক প্রক্রিয়া জারির ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট দেওয়ানী আদালতের নিকট রিপোর্ট করিবেন এবং ডিক্রী জারির ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত আদালতের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

৭। আদালত কর্তৃক ডিক্রীযোগ্য মুনাফার হার

- (১) আদালত কর্তৃক ডিক্রীকৃত মুনাফার হার কোন ভাবেই জামানতবিহীন ঋণের ক্ষেত্রে বার্ষিক ১০ শতাংশ এবং জামানতসহ ঋণের ক্ষেত্রে বার্ষিক ৮ শতাংশের বেশি অতিক্রম করিবে না এবং মধ্যবর্তী হিসাব সমন্বয় শেষে উদ্ধৃত মুনাফা মওকুফ করিয়াও আদালত ডিক্রী প্রদান করিতে পারিবেন।
- (২) আদালত কর্তৃক ডিক্রীকৃত মুনাফার হার কোন ভাবেই বার্ষিক ১৮.৭৫ শতাংশ এবং মধ্যবর্তী হিসাব সমন্বয় ব্যতীত উদ্ধৃত কোন মুনাফা মওকুফ করিয়া আদালত ডিক্রী প্রদান করিবে না।

৭ক। বকেয়া মুনাফা আদায়ে ডিক্রীর সীমাবদ্ধতা

কোন আদালত ঋণের আসল অংকের চাইতে অধিক পরিমাণ মুনাফা ডিক্রী হিসাবে প্রদান করিবে না।

৮। রেজিস্ট্রেশনবিহীন দলিল মোকদমায় দাখিলের অযোগ্য

নিম্নবর্ণিত রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত বিধি অনুসারে যেই সকল দলিল রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক সেই সকল দলিল কোন মোকদমায় দাখিল করা যাইবে না, যদি না, রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

৯। রেজিস্ট্রিকৃত বন্ডের ভিত্তিতে মোকদমার গ্রহণযোগ্যতা

সকল ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রিকৃত বন্ডের ভিত্তিতে মোকদমা গ্রহণযোগ্য হইবে যদি যেই লেনদেন হইতে উক্ত দাবির উৎপত্তি ঘটিয়াছে সেই লেনদেন বন্ডের ভিত্তিতে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

১০। কমিশনারের নিকট দেওয়ানী মোকদমার আদেশসমূহের আপীল

দেওয়ানী মোকদমায় প্রদত্ত সকল আদেশের বিরুদ্ধে কমিশনারের নিকট আপীল দায়ের করা যাইবে এবং উক্ত আপীলসমূহের খরচ কাহার দ্বারা বহন করা হইবে তাহাও কমিশনার নির্ধারণ করিবেন।

১০ক। ফ্রেডিট সেলের ভিত্তিতে মোকদমা

ফ্রেডিট সেলের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন মোকদমা হইবে না যদি দাবির মোট পরিমাণ ২০ (বিশ) [টাকা]^{১০} অতিক্রম করে।

১১। আইনজীবী এবং এজেন্ট

কমিশনারের নিকট কোন বিষয়ে কোন আইনজীবীকে যুক্তি উপস্থাপনের অনুমতি দেওয়া হইবে না তবে কমিশনারের অনুমতি লইয়া দায়রা মামলায় এবং আপীল ও রিভিশন মামলায় কোন আইনজীবী যুক্তি উপস্থাপন করিতে পারিবেন যখন এইসব আপীল বা অন্যান্য মামলার বিষয়বস্তুর অর্থমূল্য ২০০০/- (দুই হাজার) [টাকা]^{১১} বা তাহার অধিক এবং যেই সকল মামলায় চীফগণ ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট সেই সকল মামলাসমূহে যত দূর সম্ভব তাহাদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করা হইবে। এজেন্ট তখনই অনুমতিপ্রাপ্ত হইবে যখন চীফ-এর সশরীরে উপস্থিত হওয়া অসুবিধাজনক এবং অযৌক্তিক এবং এজেন্টগণ অবশ্যই আইনজীবী নহেন।

১২। দলিল রেজিস্ট্রেশন

(১) নিম্নবর্ণিত দলিলসমূহ রেজিস্ট্রেশন করিতে হইবে, তবে শর্ত থাকে যে, দলিলসমূহে উল্লিখিত সম্পত্তি অথবা উহাদের অধীন যেইসকল কর্ম বা দায়িত্ব সম্পাদন করিতে হইবে তাহা পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহে অবস্থিত বা উক্ত জেলাসমূহে সম্পাদন করিতে হইবে:

(ক) স্থাবর সম্পত্তির দানপত্র;

(খ) মুসলিম পারিবারিক আইন (শরীয়াহ) অনুযায়ী হেবা সম্পর্কিত ঘোষণা;

(গ) উইল ছাড়া অন্যান্য দলিলপত্র যাহা কোন স্থাবর সম্পত্তিতে বর্তমান বা ভবিষ্যতে কায়েমী বা সম্ভাব্য কোন অধিকার স্বত্ব বা সুযোগ-সুবিধা জন্মায়, ঘোষণা করিয়া, অর্পণ করিয়া, সীমাবদ্ধ করিয়া বা নিঃশেষিত করিয়া;

ব্যাখ্যা: কোন বন্ধকী দলিল হস্তান্তরের ক্ষেত্রে যে অর্থের বিনিময়ে হস্তান্তর দলিল সম্পাদিত হয়, রেজিস্ট্রেশনের জন্য উহাই মূল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(ঘ) উইল ছাড়া অন্যান্য দলিলপত্র (দফা-গ অনুসারে রেজিস্ট্রিকৃত কোন দলিল সংক্রান্ত লেনদেনের প্রাপ্তি বা প্রদান স্বীকার ব্যতিরেকে) যাহা কোন অধিকার, স্বত্ব বা সুযোগ-সুবিধা জন্মানোর ঘোষণা, অর্পণ, সীমাবদ্ধকরণ বা নিঃশেষিত হইবার প্রতি বিনিময়মূল্য স্বরূপ কোন কিছু প্রাপ্তি বা প্রদান স্বীকার;

(ঙ) স্থাবর সম্পত্তির বন্ধকী দলিল;

^{১০} “রুপি” শব্দটি “টাকা” শব্দটি দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১} “রুপি” শব্দটি “টাকা” শব্দটি দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

- (চ) স্থাবর সম্পত্তির বৎসরান্তে অথবা এক বৎসরের উর্ধ্বে কোন মেয়াদী ইজারা বা বাৎসরিক খাজনার শর্তে ইজারার দলিল;
- (ছ) উইল ছাড়া অন্যান্য দলিলপত্র যাহা আদালতের ডিক্রি বা হুকুমনামা অথবা কোন বিচার নিষ্পত্তির হস্তান্তর বা অর্পণ করে এবং যখন ঐরূপ ডিক্রি, হুকুমনামা বা বিচার নিষ্পত্তিতে কোন স্থাবর সম্পত্তিতে বর্তমান বা ভবিষ্যত কায়েমী বা সম্ভাব্য কোন অধিকার, স্বত্ত্ব সুযোগ সুবিধা জন্মায়, ঘোষণা করে, অর্পণ করে, সীমাবদ্ধ করে বা নিঃশেষিত করে;
- (জ) স্ব-স্ব ব্যক্তিগত ধর্মীয় আইন অনুযায়ী প্রাপ্য ওয়ারিশী স্থাবর সম্পত্তি বন্টন বিষয়ক দলিল;
- (ঝ) বিক্রয় দলিল;
- (ঞ) বন্ড, প্রমিজরি নোট এবং অর্থ প্রদানের অঙ্গিকারনামা;
- (ট) উৎপন্ন দ্রব্য বা অন্য যে কোন প্রকারের পণ্য সরবরাহের বা যে কোন কর্ম সম্পাদনের অঙ্গিকার বা চুক্তিনামা;
- (ঠ) পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতা;
- (ড) বন্ধক মুক্ত করিবার সার্টিফিকেট;
- (ঢ) কোন তালুক বা সম্পত্তির ব্যবস্থাপক নিয়োগ সংক্রান্ত দলিল;
- (২) (১) উপ-ধারার (খ) এবং (গ) দফার কোন কিছু নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে ব্যবহৃত হইবে না-
- (ক) কোন প্রকারের সোলেনামা; অথবা
- (খ) কোন দলিল যাহাতে কোন স্থাবর সম্পত্তিতে কোন প্রকারের অধিকার, স্বত্ত্ব বা স্বার্থ জন্মায় না, ঘোষণা করে না, অর্পণ করে না, সীমাবদ্ধ করে না বা নিঃশেষিত করে না কিন্তু মাত্র যদি অপর কোন দলিল প্রাপ্তির অধিকারে জন্মায়, যাহার সম্পাদনের কোন প্রকার অধিকার, স্বত্ত্ব বা স্বার্থ জন্মায়, ঘোষণা করে, অর্পণ করে, সীমাবদ্ধ করে বা নিঃশেষিত করে;
- (গ) কোন ডিক্রি বা হুকুমনামা যাহাতে মোকদ্দমার বিষয়বস্তু ছাড়া অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে কোন প্রকার সোলেনামা সম্পাদিত হয় বা হইবে বলিয়া প্রকাশিত হয় উহা ব্যতিরেকে আদালতের যে কোন ডিক্রি বা হুকুমনামা; অথবা
- (ঘ) সরকার কর্তৃক মঞ্জুরকৃত কোন স্থাবর সম্পত্তি; অথবা
- (ঙ) রেভিনিউ অফিসারকৃত কোন বাটোয়ারা দলিল; অথবা
- (চ) বন্ধকী দলিলের পৃষ্ঠে বন্ধকী টাকার সম্পূর্ণ বা আংশিক টাকা পাইয়া উসুল লেখা বা বন্ধক সম্পর্কিত প্রাপ্য টাকার উসুল দেওয়া কোন রসিদ, যদি ঐ রসিদ দ্বারা বন্ধক সমাপ্তি না বুঝায়; অথবা
- (ছ) সিভিল বা রেভিনিউ অফিসার কর্তৃক প্রকাশ্য নিলামে বিক্রীত সম্পত্তির খরিদারের দেওয়া কোন বায়নানামা;
- (জ) যেক্ষেত্রে কোন ইজারা দলিল রেজিস্ট্রি হইয়াছে সেক্ষেত্রে উহার প্রতিলিপিও রেজিস্ট্রি করিতে হইবে।^{১১}

^{১১} “১২.(১) নিম্নবর্ণিত দলিলসমূহ রেজিস্ট্রেশন করিতে হইবে, তবে শর্ত থাকে যে, দলিলসমূহে উল্লিখিত সম্পত্তি অথবা উহাদের অধীন যেই সকল কর্ম বা দায়িত্ব সম্পাদন করিতে হইবে তাহা পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহে অবস্থিত বা উক্ত জেলাসমূহে সম্পাদন করিতে হইবে:

- (ক) স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় দলিল, দানপত্র, বাটোয়ারা ও বন্ধকী দলিল।
- (খ) কোন প্রজা কর্তৃক সরকারের অনুকূলে সম্পাদিত কবুলিয়ার ব্যতিরেকে স্থাবর সম্পত্তির এক বৎসরের উর্ধ্বে কোন মেয়াদী ইজারা।
- (গ) বন্ড, প্রমিজরি নোট এবং অর্থ প্রদানের অঙ্গিকারনামা।
- (ঘ) উৎপন্ন দ্রব্য বা অন্য যে কোন প্রকারের পণ্য সরবরাহের বা যে কোন কর্ম সম্পাদনের অঙ্গিকার বা চুক্তিনামা;
- (ঙ) পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতা।
- (চ) বন্ধক মুক্ত করিবার সার্টিফিকেট;
- (ছ) কোন তালুক বা সম্পত্তির ব্যবস্থাপক নিয়োগ সংক্রান্ত দলিল।” প্রচলিত বিধি ১২ “১২. (১) নিম্নবর্ণিত দলিলসমূহ রেজিস্ট্রেশন করিতে হইবে, তবে শর্ত থাকে যে, দলিলসমূহে উল্লিখিত সম্পত্তি অথবা উহাদের অধীন যেই সকল কর্ম বা দায়িত্ব সম্পাদন করিতে হইবে তাহা পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহে অবস্থিত বা উক্ত জেলাসমূহে সম্পাদন করিতে হইবে:
- (ক) স্থাবর সম্পত্তির দানপত্র;
- (খ) মুসলিম পারিবারিক আইন (শরীয়াহ) অনুযায়ী হেবা সম্পর্কিত ঘোষণা;
- (গ) উইল ছাড়া অন্যান্য দলিলপত্র যাহা কোন স্থাবর সম্পত্তিতে বর্তমান বা ভবিষ্যতে কায়েমী বা সম্ভাব্য কোন অধিকার স্বত্ত্ব বা সুযোগ-সুবিধা জন্মায়, ঘোষণা করে, অর্পণ করে, সীমাবদ্ধ করে বা নিঃশেষিত করে;
- ব্যাখ্যা : কোন বন্ধকী দলিল হস্তান্তরের ক্ষেত্রে যে অর্থের বিনিময়ে হস্তান্তর দলিল সম্পাদিত হয়, রেজিস্ট্রেশনের জন্য উহাই মূল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৩। কতিপয় রেজিস্ট্রেশনবিহীন দলিল আদালতে অগ্রহণযোগ্য হইবে না

১২ নং বিধিতে বর্ণিত দলিলসমূহ ব্যতীত অন্য কোন দলিলের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক নহে তবে যদি উহা রেজিস্ট্রেশন করা হয় তাহা হইলে একই ধরনের অন্যান্য রেজিস্ট্রেশনবিহীন দলিলের মতই তাহা সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।^{১১}

১৪। কতিপয় অঙ্গীকারনামার রেজিস্ট্রেশনের অযোগ্যতা

যেই সকল অঙ্গীকার অবৈধ, অনৈতিক, জনস্বার্থ বিরোধী অথবা সম্পাদন অসম্ভব সেই সব অঙ্গীকার রেজিস্ট্রেশন করা যাইবে না।

১৫। কোন জেলায় সচরাচর ব্যবহৃত হয় না এইরূপ দলিলের রেজিস্ট্রেশন

রেজিস্ট্রেশনের জন্য দলিল বাংলায় প্রস্তুত করা হইবে (যদি প্রয়োজন হয় স্বার্থসংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনে ইংরেজি অনুবাদ থাকিবে) এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য রেজিস্ট্রিকারী অফিসারের নিকট দাখিল করা হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন পক্ষ অন্য কোন ভাষায় উহা দাখিল করেন তবে উহার সহিত বাংলা ভাষায় প্রস্তুতকৃত একটি অনুলিপি দাখিল করিবেন অন্যথায় উক্ত দলিলের রেজিস্ট্রেশন অস্বীকার করা হইবে।^{১২}

(ঘ) উইল ছাড়া অন্যান্য দলিলপত্র (দফা-গ অনুসারে রেজিস্ট্রিকৃত কোন দলিল সংক্রান্ত লেনদেনের প্রাপ্তি বা প্রদান স্বীকার ব্যতিরেকে) যাহা কোন অধিকার, স্বত্ব বা সুযোগ-সুবিধা জন্মানোর ঘোষণা, অর্পণ, সীমাবদ্ধকরণ বা নিঃশেষিত হইবার প্রতি বিনিময়মূল্য স্বরূপ কোন কিছু প্রাপ্তি বা প্রদান স্বীকার;

(ঙ) স্থাবর সম্পত্তির বন্ধকী দলিল;

(চ) স্থাবর সম্পত্তির বৎসরান্তে অথবা এক বৎসরের উর্ধ্বে কোন মেয়াদী ইজারা বা বাৎসরিক খাজনার শর্তে ইজারার দলিল;

(ছ) উইল ছাড়া অন্যান্য দলিলপত্র যাহা কোর্টের ডিক্রি বা হুকুমনামা অথবা কোন বিচার নিষ্পত্তির হস্তান্তর বা অর্পণ করে এবং যখন ঐরূপ ডিক্রি, হুকুমনামা বা বিচার নিষ্পত্তিতে কোন স্থাবর সম্পত্তিতে বর্তমান বা ভবিষ্যত কায়মী বা সম্ভাব্য কোন অধিকার, স্বত্ব সুযোগ সুবিধা জন্মায়, ঘোষণা করে, অর্পণ করে, সীমাবদ্ধ করে বা নিঃশেষিত করে;

(জ) স্ব-স্ব ব্যক্তিগত ধর্মীয় আইন অনুযায়ী প্রাপ্য ওয়ারিশী স্থাবর সম্পত্তি বণ্টন বিষয়ক দলিল;

(ঝ) বিক্রয় দলিল;

(ঞ) বন্ড, প্রমিজরি নোট এবং অর্থ প্রদানের অঙ্গীকারনামা;

(ট) উৎপন্ন দ্রব্য বা অন্য যে কোন প্রকারের পণ্য সরবরাহের বা যে কোন কর্ম সম্পাদনের অঙ্গীকার বা চুক্তিনামা;

(ঠ) পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতা;

(ড) বন্ধক মুক্ত করিবার সার্টিফিকেট;

(ঢ) কোন তালুক বা সম্পত্তির ব্যবস্থাপক নিয়োগ সংক্রান্ত দলিল;

(২) (১) উপধারার খ এবং গ দফার কোন কিছু নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে ব্যবহৃত হইবে না-

(১) কোন প্রকারের সোলেনামা; অথবা

(২) কোন দলিল যাহাতে কোন স্থাবর সম্পত্তিতে কোন প্রকারের অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ জন্মায় না, ঘোষণা করে না, অর্পণ করে না, সীমাবদ্ধ করে না বা নিঃশেষিত করে না কিন্তু মাত্র যদি অপর কোন দলিল প্রাপ্তির অধিকারে জন্মায়, যাহার সম্পাদনের কোন প্রকার অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ জন্মায়, ঘোষণা করে, অর্পণ করে, সীমাবদ্ধ করে বা নিঃশেষিত করে;

(৩) কোন ডিক্রি বা হুকুমনামা যাহাতে মোকদ্দমার বিষয়বস্তু ছাড়া অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে কোন প্রকার সোলেনামা সম্পাদিত হয় বা হইবে বলিয়া প্রকাশিত হয় উহা ব্যতিরেকে কোর্টের যে কোন ডিক্রি বা হুকুমনামা; অথবা

(৪) সরকার কর্তৃক মঞ্জুরকৃত কোন স্থাবর সম্পত্তি; অথবা

(৫) রেভিনিউ অফিসার কর্তৃক কোন বাটোয়ারা দলিল; অথবা

(৬) বন্ধকী দলিলের পৃষ্ঠে বন্ধকী টাকার সম্পূর্ণ বা আংশিক টাকা পাইয়া উসুল লেখা বা বন্ধক সম্পর্কিত প্রাপ্য টাকার উসুল দেওয়া কোন রসিদ, যদি ঐ রসিদ দ্বারা বন্ধক সমাপ্তি না বুঝায়; অথবা

(৭) সিভিল বা রেভিনিউ অফিসার কর্তৃক প্রকাশ্য নিলামে বিক্রীত সম্পত্তির খরিদারের দেয়া কোন বায়ননামা;

(৮) যেই ক্ষেত্রে কোন ইজারা দলিল রেজিস্ট্রি হইয়াছে সেক্ষেত্রে উহার প্রতিলিপিও রেজিস্ট্রি করিতে হইবে।^{১৩} প্রস্তাবিত বিধি ১২ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১} “বিধি-১৩” এর পরিবর্তে “নতুন বিধি-১৩” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২} প্রচলিত বিধি “১৫. যদি রেজিস্ট্রিকারী অফিসারের অবৈধ ভাষায় লিখিত বা জিলায় সচরাচর ব্যবহৃত নয় এইরূপ কোন ভাষায় লিখিত কোন দলিল রেজিস্ট্রিকরণের জন্য উপস্থিত করা হয় এবং জিলায় সচরাচর ব্যবহৃত ভাষায় উক্ত দলিলের হুবহু অনুবাদ এবং একটি হুবহু নকলও ঐ দলিলের সঙ্গে না থাকে, তবে রেজিস্ট্রিকারী অফিসার রেজিস্ট্রি করিতে অস্বীকার করিবেন।” প্রস্তাবিত বিধি “১৫. রেজিস্ট্রেশনের জন্য কোন দলিল বাংলায় প্রস্তুত করা হইবে (যদি প্রয়োজন হয় স্বার্থসংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনে ইংরেজি অনুবাদ থাকিবে) এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য রেজিস্ট্রিকারী অফিসারের নিকট দাখিল করা হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন পক্ষ অন্য কোন ভাষায় উহা দাখিল করেন তবে উহার সহিত বাংলা ভাষায় প্রস্তুতকৃত একটি অনুলিপি দাখিল করিবেন অন্যথায় উক্ত দলিলের রেজিস্ট্রেশন অস্বীকার করা হইবে।” দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

১৬। দলিলে পরিবর্তন ইত্যাদি প্রত্যয়ন

যদি কোন দলিলে অন্তর্বর্তী লাইন, শূন্য স্থান, মুছিয়া-ফেলা কিংবা কোন রকম পরিবর্তন থাকে এবং দলিল সম্পাদনকারী উক্ত অন্তর্বর্তী লাইন, শূন্য স্থান, মুছিয়া-ফেলা লেখা অথবা পরিবর্তন তাহার নিজের স্বাক্ষর দ্বারা প্রত্যয়ন না করেন, তবে রেজিস্ট্রিকারী অফিসার [দলিলটি রেজিস্ট্রি করিতে অস্বীকার করিবেন;]^{১৬} এবং যদি কোন রেজিস্ট্রি অফিসার ঐরূপ কোন দলিল রেজিস্ট্রি করেন, তবে রেজিস্ট্রিকরণের সময় উক্ত অন্তর্বর্তী লাইন, শূন্য স্থান, মুছিয়া ফেলা লেখা এবং পরিবর্তন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট খতিয়ানে টীকা লিপিবদ্ধ করিবেন [এবং স্বাক্ষরসহ প্রত্যয়ন করিবেন। নিজস্ব ভাষায় দাখিলকৃত কোন দলিলের সহিত উহার বাংলা অনুবাদ দাখিল করা না হইলে রেজিস্ট্রি অফিসার উহা রেজিস্ট্রেশন করিতে অস্বীকার করিবেন।]^{১৭}

১৭। স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিলে রেজিস্ট্রেশন

স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন দলিল রেজিস্ট্রিকরণের জন্য গ্রহণ করা হইবে না যদি না উহার প্রথম পৃষ্ঠায় হস্তান্তরকারী এবং হস্তান্তরগ্রহীতার পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং উপযুক্তরূপে সম্পত্তিটি সনাক্ত করিবার জন্য ১৯০৮ সনের রেজিস্ট্রেশন আইনের পরিশিষ্ট-১ এর ৪০নং ছক অনুসারে সম্পত্তির স্কেচ ম্যাপসহ সীমানা চিহ্নিত করিয়া বিবরণসম্বলিত উক্ত দলিলের দুইটি অনুলিপি দাখিল করা হয়।]^{১৮}

১৮। রেজিস্ট্রেশনের জন্য দলিল দাখিলের সময়

উইল অথবা পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতা ছাড়া অন্য কোন দলিল যদি উহার সম্পাদনের তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রি করিবার উদ্দেশ্যে সঠিক অফিসারের নিকট দাখিল করা না হয়, তবে উহা আর রেজিস্ট্রিকরণের জন্য গ্রহণ করা হইবে না, যদি না, উক্ত অফিসারের নিকট বিলম্বের কারণ দর্শানো হয় এবং বিলম্ব ৪ (চার) মাসের অধিক নহে তখন প্রচলিত প্রদেয় ফি-এর [দুই গুণ]^{১৯} পরিশোধের মাধ্যমে উক্ত দলিল রেজিস্ট্রেশন করা যাইবে। [যদি বিলম্ব ৪ (চার) মাসের অধিক হয় তখন প্রচলিত প্রদেয় ফি-এর চার গুণ পরিশোধের মাধ্যমে উক্ত দলিল রেজিস্ট্রেশন করা যাইবে।]^{২০}

[তবে শর্ত থাকে যে, উইল অথবা পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতা ব্যতীত অন্য কোন দলিল যদি উহার সম্পাদনের তারিখ হইতে ১২ (বার) মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রি করিবার উদ্দেশ্যে দাখিল করা না হয়, তবে উহা আর রেজিস্ট্রিকরণের জন্য গ্রহণ করা হইবে না।]^{২১}

১৯। উইল অথবা পোষ্যপুত্র গ্রহণে ক্ষমতার রেজিস্ট্রেশন

কোন উইল অথবা পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতা যে কোন সময় রেজিস্ট্রেশন করা যাইবে।

২০। কতিপয় কর্মকর্তার রেজিস্ট্রি অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন

[সংশ্লিষ্ট জেলায় এতদুদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত সহকারী কমিশনারের নিম্নে নহে ঐরূপ কোন অফিসার কর্তৃক রেজিস্ট্রি অফিসারের দায়িত্ব পালন করা হইবে।]^{২২}

^{১৬} “তাহার ইচ্ছানুযায়ী দলিলটি রেজিস্ট্রি করিতে অস্বীকার করিতে পারেন।” শব্দগুলি “দলিলটি রেজিস্ট্রি করিতে অস্বীকার করিবেন” শব্দগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৭} প্রস্তাবিত

^{১৮} প্রচলিত বিধি “১৭. স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন দলিল রেজিস্ট্রিকরণের জন্য গ্রহণ করা হইবে না যদি না উপযুক্তরূপে সম্পত্তিটি সনাক্ত করিবার জন্য বিবরণ উক্ত দলিলে উল্লেখ থাকে।” প্রস্তাবিত বিধি “ ১৭. স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন দলিল রেজিস্ট্রিকরণের জন্য গ্রহণ করা হইবে না যদি না উহার প্রথম পৃষ্ঠায় হস্তান্তরকারী এবং হস্তান্তরগ্রহীতার পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং উপযুক্তরূপে সম্পত্তিটি সনাক্ত করিবার জন্য ১৯০৮ সনের রেজিস্ট্রেশন আইনের পরিশিষ্ট-১ এর ৪০ নং ছক অনুসারে সম্পত্তির স্কেচ ম্যাপসহ সীমানা চিহ্নিত করিয়া বিবরণসম্বলিত উক্ত দলিলের দুইটি অনুলিপি দাখিল করা হয়।” দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৯} “চার গুণ” শব্দদ্বয় “দুই গুণ” শব্দদ্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{২০} প্রস্তাবিত

^{২১} প্রস্তাবিত

২০ক। রেজিস্ট্রি অফিসারের অনুপস্থিতি বা পদ শূন্য থাকিলে

যখন কোন রেজিস্ট্রি অফিসার তাহার নিজ জিলায় কর্মরত অবস্থা ছাড়া অন্য কোন কারণে অফিসে অনুপস্থিত থাকেন বা তাহার পদ সাময়িকভাবে খালি থাকে, তখন সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত সহকারী কমিশনারের নিম্নে নহে এইরূপ কোন অফিসার উক্ত অনুপস্থিতিকালে বা যতদিন সরকার খালি আসন পূরণ না করেন, ততদিন রেজিস্ট্রি অফিসার হিসাবে গণ্য হইবেন।^{১১}

২০খ। রেজিস্ট্রার বহি, স্টোরেজ ডিভাইস ইত্যাদি

এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সরকার রেজিস্ট্রেশনের ইমপেক্টর জেনারেল কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রত্যেক রেজিস্ট্রি অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় রেজিস্ট্রার বহি এবং ইনফরমেশন প্রোসেসিং ও স্টোরেজ ডিভাইস তথা কম্পিউটার এবং স্ক্যানার, সফটওয়্যার সময়ে সময়ে সরবরাহ করিবে।^{১২}

২১। রেজিস্ট্রেশনের জন্য দলিল যিনি দাখিল করিবেন এবং রেজিস্ট্রি অফিসারের আদেশ অবমাননার শাস্তি

রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রত্যেক দলিল এইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক দাখিল করা হইবে যিনি দলিল সম্পাদনকারী বা দলিলের দাবিদার; তবে কোন দলিল রেজিস্ট্রেশন করা হইবে না, যদি না দলিল সম্পাদনকারী বা তাহাদের প্রতিনিধি অথবা তাহাদের মনোনীত ব্যক্তি বা এজেন্ট (যেখানে বিধি ২২ অনুসারে এজেন্টকে সনাক্ত করা হইয়াছে) রেজিস্ট্রি অফিসারের নিকট হাজির হইয়া দলিলের সম্পাদন স্বীকৃতি দেয়। যদি কোন ব্যক্তি রেজিস্ট্রি অফিসারের আদেশ অনুসারে হাজির হইতে বা শপথ গ্রহণ করিতে বা কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অথবা তাহার প্রদত্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃতি জানায় অথবা রেজিস্ট্রি অফিসারের নিকট মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি [দন্ড বিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫নং আইন)]^{১৩} অনুসারে শাস্তিযোগ্য হইবে।

২২। কতিপয় ব্যক্তির পক্ষে এজেন্ট রেজিস্ট্রেশন করিতে পারিবে

[সচরাচর নিয়ম অনুসারে কেবল (১) চীফগণ এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ; (২) পর্দানশীন মহিলা বা অসুস্থতা অথবা চাকরী বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে অবস্থানরত ব্যক্তিদের বেলায় এজেন্ট রেজিস্ট্রেশন সম্পাদন করিতে পারিবে। ব্যক্তিগতভাবে দলিল সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত এবং শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিকেই এজেন্ট হিসাবে রেজিস্ট্রেশন কার্য সম্পাদনে অনুমতি প্রদান করা হইবে।]^{১৪}

^{১১} “রেজিস্ট্রি অফিসারের দায়িত্ব জেলা প্রশাসক বা উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তা অথবা এতদুদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অন্য কোন কর্মকর্তা কর্তৃক পালন করা হইবে।”-বাক্যটি “সংশ্লিষ্ট জেলায় এতদুদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত সহকারী কমিশনারের নিম্নে নহে এইরূপ কোন অফিসার কর্তৃক রেজিস্ট্রি অফিসারের দায়িত্ব পালন করা হইবে।”-বাক্যটি দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২} প্রস্তাবিত

^{১৩} প্রস্তাবিত

^{১৪} “ভারতীয় দন্ড বিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন)” শব্দগুলির পরিবর্তে “দন্ড বিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫নং আইন)” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৫} প্রচলিত বিধি “২২. সচরাচর নিয়ম অনুসারে কেবল (১) চীফগণ এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ; (২) ইউরোপীয় ভদ্রলোক (৩) পর্দানশীন মহিলা প্রমুখের বেলায় এজেন্ট রেজিস্ট্রেশন সম্পাদন করিতে পারিবে। ব্যক্তিগতভাবে দলিল সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত এবং শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিকেই এজেন্ট হিসাবে রেজিস্ট্রেশন কার্য সম্পাদনে অনুমতি প্রদান করা হইবে।” এর স্থলে “২২. সচরাচর নিয়ম অনুসারে কেবল (১) চীফগণ এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ; (২) পর্দানশীন মহিলা বা অসুস্থতা অথবা চাকরী বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে অবস্থানরত ব্যক্তিদের বেলায় এজেন্ট রেজিস্ট্রেশন সম্পাদন করিতে পারিবে। ব্যক্তিগতভাবে দলিল সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত এবং শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিকেই এজেন্ট হিসাবে রেজিস্ট্রেশন কার্য সম্পাদনে অনুমতি প্রদান করা হইবে।” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

[২৩। রেজিস্ট্রেশনের পূর্বে প্রদেয় ফি

১৯০৮ সনের রেজিস্ট্রেশন আইনের পার্ট-৩ ও পার্ট-৪ ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার রেগুলেশন এবং সে অনুসারে প্রণীত বিধির সহিত সংগতি রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় প্রচলিত অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, এতদপূর্বে বর্ণিত ফি যদি কোন নির্দিষ্ট দলিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হয় তাহা হইলে উক্ত দলিলের সম্পত্তির মূল্যের বা অঙ্গিকার বা লেনদেন অথবা অর্পণ সংক্রান্ত দলিলের, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, শতকার ২ ভাগ রেজিস্ট্রেশন ফি হিসেবে প্রদেয় হইবে।^{১০}

[২৪। বহিতে লিপিবদ্ধ বিষয়বস্তু দেখিতে অনুমতি দান এবং উহার নকল প্রদানের চার্জ

যে সকল বহিতে দলিল লিপিবদ্ধ আছে সেই সকল বহি ব্যক্তিগণকে দেখিতে অনুমতি দেয়া যাইতে পারে অথবা ১০ (দশ) বৎসরের পুরাতন দলিলের ক্ষেত্রে ১০০/- (একশত) টাকা এবং ১০ (দশ) বৎসরের অধিক পুরাতন দলিলের ক্ষেত্রে দশের অধিক প্রতি বৎসরের জন্য ১০/- (দশ) টাকা হারে অগ্রীম ফি প্রদানের ভিত্তিতে দলিলের নকল প্রদান করা হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, নকল তৈরীর জন্য প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত ফি পরিশোধ করিতে হইবে।

^{১০} প্রচলিত বিধি “২৩. রেজিস্ট্রেশনের পূর্বে নিম্নবর্ণিতহারাে ফি প্রদেয় হইবে:

	রুপি	আনা
চাষী রায়তের নিকট ইজারা	০	৮
বিধি ১২ এর A শিরোনামের কোন দলিল	০	৮
বিধি ১২ এর C শিরোনামের কোন দলিল যখন বহন করা দায় ৫০.০০ রুপির অধিক নহে		৮
একই ক্ষেত্রে যখন বহন করা দায় ৫০.০০ রুপির অধিক কিন্তু ৩০০.০০ রুপির অধিক নহে		১২
একই ক্ষেত্রে যখন বহন করা দায় অসীম বা ৩০০.০০ রুপির অধিক	১	০
বিধি ১২ এর D শিরোনামের কোন অঙ্গিকারের ক্ষেত্রে	০	৮
বিধি ১২ এর E শিরোনামের কোন দলিল	০	৮
বিধি ১২ এর F শিরোনামের কোন দলিল	০	৮
বিধি ১২ এর G শিরোনামের কোন দলিল	০	৮
বিধি ১৩ অনুসারে রেজিস্ট্রিকৃত দলিলসহ অন্যান্য সকল দলিলের ক্ষেত্রে	০	৮৮

এর স্থলে বিধি “২৩. ১৯০৮ সনের রেজিস্ট্রেশন আইনের পার্ট-৩ ও পার্ট-৪ ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার রেগুলেশন এবং সে অনুসারে প্রণীত বিধির সহিত সংগতি রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় প্রচলিত অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, এতদপূর্বে বর্ণিত ফি যদি কোন নির্দিষ্ট দলিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হয় তাহা হইলে উক্ত দলিলের সম্পত্তির মূল্যের বা অঙ্গিকার বা লেনদেন অথবা অর্পণ সংক্রান্ত দলিলের, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, শতকার ২ ভাগ রেজিস্ট্রেশন ফি হিসেবে প্রদেয় হইবে।” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

তবে আরও শর্ত থাকে যে, এই বিধি অনুসারে রসিদবিহীন কোন ফি পরিশোধ করা যাইবে না।^{১৫}

২৫। উপস্থিত ব্যক্তিদের পরিচয় সম্বন্ধে রেজিস্ট্রি অফিসারের নিজের সম্ভৃতি

কোন দলিল রেজিস্ট্রেশনের পূর্বে রেজিস্ট্রি অফিসার উপস্থিত ব্যক্তিদের পরিচয় এবং দলিলের ধরন ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাহাদের অবগতি আছে কি না এই মর্মে নিজে সম্ভৃষ্ট হইবেন।

২৬। রেজিস্ট্রি অফিসার কর্তৃক দলিলে পৃষ্ঠাঙ্কনের ছক রেকর্ড

[রেজিস্ট্রি অফিসার]^{১৬} নিম্নলিখিত ছকে দলিলে পৃষ্ঠাঙ্কন রেকর্ড করিবেন:

.....(ঘন্টা).....(তারিখ, মাস এবং বৎসর).....ই.এফ.পুত্র/[কন্যা].....(মাতা) ও
.....(পিতা)]^{১৭}(বাসিন্দা) আমার দ্বারা সনাক্তকৃত.....অথবা.....যথাযথভাবে
সনাক্তকৃত আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দলিল সম্পদনের স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে, এবং স্বত্ত্বানে সম্পদন
করিয়াছে এই মর্মে আশ্বস্ত করিল।

২৭। বহিতে দলিলের অনুলিপি সংরক্ষণ এবং রেজিস্ট্রি অফিসার কর্তৃক প্রত্যয়ন

[বিধি ১৫-এর বিধান সাপেক্ষে যখন কোন দলিল রেজিস্ট্রেশনের জন্য গৃহীত হইবে তখন উভয় কপি রেজিস্ট্রি অফিসার কর্তৃক পৃষ্ঠাঙ্কন করা হইবে এবং একটি কপি অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব না করিয়া উহা গৃহীত হইবার তারিখ অনুসারে উপযুক্ত বহিতে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং অন্য কপি উহা গ্রহণের অধিকারী পক্ষকে তৎক্ষণাত্ ফেরত প্রদান করা হইবে।]^{১৮}

দাবিদারবিহীন দলিল নষ্ট করা

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন দলিলের মূল কপি যেই বৎসর রেজিস্ট্রেশন হইল উহার পরবর্তী ২ (দুই) বৎসর যাবৎ দাবিদারবিহীন থাকে তবে জেলা প্রশাসকের অনুমোদনের ভিত্তিতে রেজিস্ট্রি অফিসার কর্তৃক উহা নষ্ট করা হইবে এবং রেজিস্ট্রি বহিতে উক্ত দলিলের অনুলিপির মার্জিন অংশে এই মর্মে নোট লেখা হইবে।

[২৭ক। রেজিস্ট্রার বহি, ইনফরমেশন প্রোসেসিং, স্টোরেজ ডিভাইস এবং অগ্নিনিরোধক বাস্তু]

বিধি ২০খ-তে যাহাই থাকুক না কেন, উক্ত বিধি অনুসারে সরবরাহকৃত বহি কম্পিউটার ডিস্ক অথবা অন্য কোন ইলেকট্রনিক্স উপায়ে এইরূপ পদ্ধতিতে এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় রাখা হইবে যেরূপ এই মর্মে রেজিস্ট্রেশনের ইসপেক্টর জেনারেল নির্দেশ করেন।

(১) এই বিধি অথবা প্রচলিত অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, বিধি ২৭ অনুসারে সংরক্ষিত বহি হইতে কোন দলিলের নকল বা অনুলিপি রেজিস্ট্রি অফিসার কর্তৃক তাহার স্বহস্তে এবং সীলমোহরসহ প্রদান করা হইলে উহা বিধি ২৭ অনুসারে প্রদত্ত দলিলের নকল হিসাবে গণ্য হইবে।

^{১৫} প্রচলিত বিধি “২৪. যেই সকল বহিতে দলিল লিপিবদ্ধ আছে সেই সকল বহি ব্যক্তিগণকে দেখিতে অনুমতি দেয়া যাইতে পারে অথবা নকল তৈরী করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য চার্জ ছাড়াও অগ্রীম ৮ (আট) আনা ফি প্রদানের ভিত্তিতে দলিলের নকল প্রদান করা হইবে।” এর স্থলে বিধি “২৪. যেই সকল বহিতে দলিল লিপিবদ্ধ আছে সেই সকল বহি ব্যক্তিগণকে দেখিতে অনুমতি দেয়া যাইতে পারে অথবা ১০ (দশ) বৎসরের পুরাতন দলিলের ক্ষেত্রে ১০০/- (একশত) টাকা এবং ১০ (দশ) বৎসরের অধিক পুরাতন দলিলের ক্ষেত্রে দশের অধিক প্রতি বৎসরের জন্য ১০/- (দশ) টাকা হারে অগ্রীম ফি প্রদানের ভিত্তিতে দলিলের নকল প্রদান করা হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, নকল তৈরীর জন্য প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত ফি পরিশোধ করিতে হইবে।

তবে আরও শর্ত থাকে যে, এই বিধি অনুসারে রসিদবিহীন কোন ফি পরিশোধ করা যাইবে না।” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৬} প্রস্তাবিত

^{১৭} প্রস্তাবিত

^{১৮} “পূর্বে রেজিস্ট্রি অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরকৃত এবং পৃষ্ঠানম্বর প্রদত্ত বহিতে পৃষ্ঠাঙ্কনকৃত দলিলের অনুলিপি বিলম্ব না করিয়া সংরক্ষণ করা হইবে। উহার অনুলিপি রেজিস্ট্রি অফিসার কর্তৃক প্রত্যয়ন করা হইবে এবং মূল কপি উহা গ্রহণের অধিকারী পক্ষকে প্রদান করা হইবে।”- বাক্যসমূহ “বিধি ১৫-এর বিধান সাপেক্ষে যখন কোন দলিল রেজিস্ট্রেশনের জন্য গৃহীত হইবে তখন উভয় কপি রেজিস্ট্রি অফিসার কর্তৃক পৃষ্ঠাঙ্কন করা হইবে এবং একটি কপি অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব না করিয়া উহা গৃহীত হইবার তারিখ অনুসারে উপযুক্ত বহিতে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং অন্য কপি উহা গ্রহণের অধিকারী পক্ষকে তৎক্ষণাত্ ফেরত প্রদান করা হইবে।”-বাক্যসমূহ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

- (২) সরকারের অনুমোদন অনুযায়ী সময়ে সময়ে জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্দেশিত ফরম সরবরাহকৃত বহিতে থাকিবে এবং এই ধরনের বহিতে ক্রমানুসারে পৃষ্ঠা নম্বর থাকিবে, এবং এইসকল বহিসমূহের সর্বমোট পৃষ্ঠা নম্বর বহির প্রথম পৃষ্ঠায় সরবরাহকারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়ন করা থাকিবে।
- (৩) সরকার প্রত্যেক রেজিস্ট্রি অফিসারের কার্যালয়ে অগ্নিনিরোধক বাক্স এবং প্রত্যেক পার্বত্য জেলায় সংশ্লিষ্ট জেলার রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত দলিল সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।^{১০}

২৮। রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ

[বাংলাদেশ]^{১১} রেজিস্ট্রেশন ম্যানুয়ালে নির্দেশিত ফরমে রেজিস্ট্রি অফিসার নিম্নোক্ত রেজিস্টারসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন:

- (১) রসিদ বহি
- (২) আঙ্গুলের ছাপের রেজিস্টার
- (৩) ফি সংক্রান্ত বহি
- (৪) ক্যাশ বহি
- (৫) রেজিস্ট্রি বহি

রেজিস্ট্রেশন প্রত্যাখ্যানের কারণসমূহ ফি সংক্রান্ত বহিতে সংরক্ষণ করা হইবে।

২৯। দলিল রেজিস্টার বহি পূরণ হইলে সূচীপত্র সংযুক্তকরণ

যদি কোন রেজিস্টার বহি যেখানে দলিল লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে পূরণ হয় তাহা হইলে দলিলের পক্ষসমূহের একটি বর্ণানুক্রমিক (Alphabetical) সূচীপত্র উক্ত রেজিস্টারের সহিত সংযুক্ত করা হইবে।

৩০। রেজিস্ট্রি অফিসার কর্তৃক আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ

রেজিস্ট্রেশনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত সকল প্রকৃত এবং প্রয়োজনীয় ব্যয় আদায়কৃত ফি হইতে বহন করা হইবে এবং উদ্বৃত্ত অর্থ সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় বিলিবন্দোবস্ত করা হইবে। রেজিস্ট্রি অফিসার কর্তৃক নিয়মিত আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করা হইবে এবং প্রতি ৩ (তিন) মাসে একবার করিয়া কমিশনারের নিকট অনুমোদন ও প্রতিস্বাক্ষরের জন্য দাখিল করা হইবে।

৩১। “ইজারা” “অস্থাবর সম্পত্তি” “স্থাবর সম্পত্তি” শব্দগুলির সংজ্ঞা

[১৯০৮ সনের রেজিস্ট্রেশন আইনে (১৯০৮ সনের ১৬ নং আইন)]^{১২} প্রদত্ত “ইজারা” “অস্থাবর সম্পত্তি” “স্থাবর সম্পত্তি” শব্দগুলির সংজ্ঞা এই বিধিমালা এবং দলিলসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৩২। কমিশনার কর্তৃক রেজিস্ট্রি বহি পরিদর্শন

রেজিস্ট্রি বহি কমিশনার কর্তৃক সময়ে সময়ে পরিদর্শন ও প্রতিস্বাক্ষর করা হইবে।

৩৩। রেজিস্ট্রেশন করিতে অস্বীকৃতির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দলিল মোতাবেক দাবিদার কর্তৃক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মামলা করিবার সময় সীমা

যেই ক্ষেত্রে দলিল মোতাবেক দাবিদার কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনে অস্বীকৃতির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে দলিল রেজিস্ট্রেশনের ঘোষণার জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এই মর্মে রেজিস্ট্রিকরণ অস্বীকার করা হয় সেইক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি অফিসার উক্ত মামলার পক্ষ নহে এবং যথাযথভাবে প্রত্যয়নকৃত তাহার অস্বীকৃতির

^{১০} প্রস্তাবিত

^{১১} “বেঙ্গল” শব্দটি “বাংলাদেশ” শব্দটি দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২} “১৯০৮ সনের রেজিস্ট্রেশন আইন (১৯০৮ সনের ১৬নং আইন)” শব্দগুলো “১৮৭৭ সনের ভারতীয় রেজিস্ট্রেশন আইন (১৮৭৭ সনের ৩নং আইন)” শব্দগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

আদেশের নকলকে প্রাথমিকভাবে অস্থায়ীভাবে বর্ণিত কারণ হিসাবে গণ্য করা হইবে। এই বিধিমালায় যাহাই থাকুক না কেন, উক্ত দলিলই ঐরূপ মামলায় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

৩৩ক। ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে দলিলাদির ত্রুটিপূর্ণ পৃষ্ঠাঙ্কন, নকল, অনুবাদ কিংবা রেজিস্ট্রি করিবার দণ্ড

এই আইন অনুসারে নিযুক্ত প্রত্যেক রেজিস্ট্রি অফিসার এবং এই আইনের উদ্দেশ্যে তাহার অফিসে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তি এই বিধান অনুযায়ী দাখিলকৃত বা জমা-দেওয়া কোন দলিল পৃষ্ঠাঙ্কন, নকল, অনুবাদ অথবা রেজিস্ট্রিকরণের জন্য ভারপ্রাপ্ত হইয়া দণ্ডবিধিতে বর্ণিত ‘ক্ষতি’ সাধনের উদ্দেশ্যে অথবা ‘ক্ষতি’ সাধিত হইতে পারে এইরূপ জানা সত্ত্বেও যদি অশুদ্ধ বলিয়া জানেন বা বিশ্বাস করেন, এইরূপ কোন পদ্ধতিতে উক্ত দলিল পৃষ্ঠাঙ্কন, নকল, অনুবাদ বা রেজিস্ট্রি করেন, তবে ৭ (সাত) বৎসরের কারাদণ্ড বা জরিমানা অথবা উভয় প্রকারে দণ্ডনীয় হইবেন।^{১০}

৩৪। ভূমি: ভূমি বন্দোবস্ত, হস্তান্তর, বাটোয়ারা এবং দর-ইজারা (Sub-Letting) প্রদান

(১) ১৯৮৯ সনের ১৯নং আইন অথবা ১৯৮৯ সনের ২০নং আইন অথবা ১৯৮৯ সনের ২১নং আইনের ৬৪ ধারার বিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের সহিত আলোচনা করিয়া নিম্নেবর্ণিত ব্যাপ্তি এবং পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করিয়া চট্টগ্রামের পার্বত্য জেলাসমূহে সরকারী খাসজমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে:^{১১}

(ক) (১) চাষযোগ্য বা চাষাবাদ করা হয় এইরূপ সমতল ভূমি কোন একক পাহাড়ী বা অ-পাহাড়ী পরিবারকে চাষাবাদের জন্য এইরূপ পরিমাণ বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে যাহা উক্ত পরিবারের ভোগদখলে থাকা ভূমিসহ সর্বমোট ৫ (পাঁচ) একরের অধিক হইবে না। একই পরিবারকে বাগান করিবার জন্য আরও ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইতে পারে তবে তাহা ৫ (পাঁচ) একরের অধিক হইবে না; তবে যদি বন্দোবস্তগ্রহীতার কার্যক্রম সন্তোষজনক হয় তাহা হইলে উক্ত পরিবারকে বাগান করিবার জন্য আরও ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইতে পারে যাহা বাগান করিবার জন্য ইতোমধ্যে উক্ত পরিবারের ভোগ দখলে থাকা ভূমিসহ মোট ১০ (দশ) একরের অধিক হইবে না। এই উপ-দফার অধীন চাষাবাদ এবং বাগান করিবার জন্য ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে কোন [সালামী]^{১২} আদায় করা হইবে না।

(২) উপ-দফা (১)-এর অধীন চাষাবাদ এবং বাগান করিবার জন্য জেলা প্রশাসক কর্তৃক ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, বন্দোবস্তযোগ্য ভূমি যদি কেবল চাষাবাদের জন্য হয় তাহা হইলে [উপজেলা নির্বাহী অফিসার]^{১৩} কর্তৃক পাহাড়ী কোন চাষীকে উহা বন্দোবস্ত প্রদান করা হইবে। চাষাবাদের জন্য ভূমি বন্দোবস্ত প্রাপ্তির জন্য একজন পাহাড়ীর দরখাস্ত হেডম্যানের মাধ্যমে হেডম্যানের [সুপারিশসমূহসহ]^{১৪} [উপজেলা নির্বাহী অফিসারের]^{১৫} নিকট দাখিল করা হইবে।

(৩) উপ-দফা (১)-এর অধীন চাষাবাদের জন্য বন্দোবস্তকৃত ভূমির খাজনা বন্দোবস্ত প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে [পার্শ্ববর্তী ভূমির মালিকগণ]^{১৬} কর্তৃক প্রদত্ত স্বাভাবিক খাজনার হার অনুযায়ী নির্ধারণ করা হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, পূর্বে কখনো চাষাবাদ করা হয়নি এইরূপ কোন ভূমি যদি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয় তাহা হইলে বন্দোবস্তের প্রথম তিন বৎসর কোন খাজনা প্রদান করিতে হইবে না।

(৪) উপ-দফা (১) অনুসারে বন্দোবস্তকৃত গ্রোভ ল্যান্ড (Grove Land) প্রথম ৩ (তিন) বৎসরের জন্য খাজনামুক্ত থাকিবে এবং পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসরের খাজনা নির্ধারণের জন্য উক্ত ভূমি তৃতীয় শ্রেণীর ভূমি

^{১০} প্রস্তাবিত

^{১১} “নিম্নেবর্ণিত ব্যাপ্তি এবং পদ্ধতিসমূহ ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কোন সরকারী খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়া যাইবে না:” বাক্যটি “১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন অথবা ১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন অথবা ১৯৮৯ সনের ২১ নং আইনের ৬৪ ধারার বিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের সহিত আলোচনা করিয়া নিম্নেবর্ণিত ব্যাপ্তি এবং পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করিয়া চট্টগ্রামের পার্বত্য জেলাসমূহে সরকারী খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়া যাইবে:” দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২} প্রস্তাবিত

^{১৩} “উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তা” শব্দদ্বয় “উপজেলা নির্বাহী অফিসার” শব্দগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৪} “সুপারিশ” শব্দটি “সুপারিশসমূহ” শব্দটি দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৫} “উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তার” শব্দদ্বয় “উপজেলা নির্বাহী অফিসারের” শব্দগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৬} “রায়তি খাজনা” শব্দদ্বয়ের স্থলে “পার্শ্ববর্তী ভূমির মালিকগণ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

হিসাবে গণ্য হইবে এবং এই বিষয়ে উৎপাদনকারীর সহিত পরামর্শক্রমে জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত হার অনুসরণ করা হইবে।

ব্যাখ্যা- এই উপবিধিতে “গ্রোভ ল্যান্ড” বলিতে বৃক্ষ এবং ফল বাগানের জন্য ব্যবহার করা যাইবে এইরূপ সমতল এবং অসমতল ভূমিকে বুঝায় এবং ইহা আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে স্তরে স্তরে বিন্যাস করিবার প্রয়োজন হইবে না এইরূপ পাদদেশীয় পর্বতকেও অন্তর্ভুক্ত করিবে।

(খ) (১) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রাবার চাষ এবং অন্যান্য চাষাবাদের জন্য কোন ভূমি জেলা প্রশাসক কর্তৃক ২৫ (পঁচিশ) একর পর্যন্ত এবং কমিশনার কর্তৃক ১০০ (একশত) একর পর্যন্ত ব্যক্তি পর্যায়ে দীর্ঘ মেয়াদে বন্দোবস্ত প্রদান করা যাইবে। সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ১০০ (একশত) একরের অধিক ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা যাইবে না। এই দফা অনুসারে প্রদেয় সালামী প্রচলিত বাজার মূল্যের শতকরা একশত ভাগ হইবে যাহার ১০% প্রথম বৎসরে প্রদেয় হইবে এবং বাকী অংশ ৫% হারে ৮ম হইতে ১৭তম বৎসরে এবং ১০% হারে ১৮তম হইতে ২১তম বৎসরে প্রদেয় হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, পাহাড়ী এবং অ-পাহাড়ী স্থানীয়দের ক্ষেত্রে ২৫ (পঁচিশ) একর পর্যন্ত ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে সালামী হইবে প্রচলিত বাজার মূল্যের শতকরা ৫০ ভাগ, যাহার ৫% প্রথম বৎসরে প্রদেয় হইবে এবং বাকী অংশ ২.৫০% হারে ৮ম হইতে ১৭তম বৎসরে এবং ৫% হারে ১৮তম হইতে ২১তম বৎসরে প্রদেয় হইবে।

(২) এই দফা অনুসারে বন্দোবস্তকৃত ভূমির খাজনা [স্থানীয় ভূমি মালিকগণ কর্তৃক প্রদেয় খাজনার হার]^{১০} অনুসারে বন্দোবস্ত দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে প্রদেয় হইবে।

(গ) (১) নগর এলাকার বাহিরে ১০ (দশ) একর এবং নগর এলাকার মধ্যে ৫ (পাঁচ) একর ভূমি শিল্প চারা রোপনের জন্য উপযুক্ত শিল্পপতিদের নিকট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। এই ধরনের বন্দোবস্তের সালামী হইবে বাজার দরের শতকরা ১০০ ভাগ এবং উহা বন্দোবস্তের সময় প্রদেয় হইবে। স্থানীয় বাসিন্দা পাহাড়ী অথবা অ-পাহাড়ী বন্দোবস্তগ্রহীতাদের ক্ষেত্রে সালামী হইবে বাজার দরের শতকরা ৫০ ভাগ।

[তবে শর্ত থাকে যে, উপ বিধি ১ (খ) (১) এবং উপ বিধি ১ (গ) (১) এর অধীন যেই উদ্দেশ্যে ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হইয়াছে উহা ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে উক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাইবে না।]^{১১}

[যদি বন্দোবস্তকৃত ভূমি যেই উদ্দেশ্যে বন্দোবস্ত প্রদান করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা না হয় অথবা ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে উক্ত ভূমি ব্যবহার করা হয়, তবে উহা সরকারের ভূমি হিসাবে গণ্য হইবে এবং জেলা প্রশাসকের নির্দেশে তাহার নিকট অর্পিত হইবে।]^{১২}

[জেলা প্রশাসক প্রতি বৎসর বন্দোবস্তকৃত ভূমির তালিকা এবং উক্ত ভূমি ব্যবহারের ধরন সম্বলিত একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবেন। এই প্রতিবেদন প্রতি বৎসর জুলাই মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে দাখিল করা হইবে।]^{১৩}

(২) এই দফা অনুসারে বন্দোবস্তকৃত ভূমির একর প্রতি খাজনা [উক্ত ভূমির]^{১৪} বাজার দরের ০.৫০% হিসাবে নির্ধারণ করা হইবে।

(ঘ) (১) জেলা প্রশাসক কর্তৃক বসত বাড়ির উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট দীর্ঘমেয়াদে ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা যাইবে। নগর এলাকায় পাহাড়ী এবং অ-পাহাড়ীর জন্য বন্দোবস্তযোগ্য ভূমির সালামী হইবে উহার বাজার দরের ৫০% এবং বন্দোবস্ত প্রদানের সময় উক্ত সালামী প্রদেয় হইবে। পাহাড়ী এবং অ-পাহাড়ী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উক্ত সালামীর পরিমাণ হইবে বাজার দরের শতকরা ১০০ ভাগ। এই দফা অনুসারে নগর এলাকার বাহিরে ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে পাহাড়ী এবং অ-পাহাড়ীর জন্য কোন সালামী প্রযোজ্য হইবে না।

^{১০} “রায়তি খাজনার হার” শব্দগুলির পরিবর্তে “স্থানীয় ভূমি মালিকগণ কর্তৃক প্রদেয় খাজনার হার” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১} প্রস্তাবিত

^{১২} প্রস্তাবিত

^{১৩} প্রস্তাবিত

^{১৪} প্রস্তাবিত

- (২) এই দফা অনুসারে বন্দোবস্তকৃত ভূমির একর প্রতি খাজনা বাজার দরের ০.২৫% হিসাবে নির্ধারণ করা হইবে।
- (৩) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে নগর এলাকায় ০.৩০ একরের অধিক ভূমি কোন ব্যক্তির নিকট বসতবাড়ির উদ্দেশ্যে বন্দোবস্ত প্রদান করা যাইবে না।
- (ঙ) জেলা প্রশাসক নগর এলাকায় এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুসারে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করিতে পারিবেন। এই ধরনের ভূমির সালামী নির্ধারিত হইবে-
- (১) পাহাড়ী এবং অ-পাহাড়ী বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে বাজার দরের শতকরা ৫০%; এবং
- (২) অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে বাজার দরের শতকরা ১০০%।
- এই দফা অনুসারে বন্দোবস্তকৃত ভূমির একর প্রতি খাজনা [উক্ত ভূমির]^{৯৯} বাজার দরের ০.৫০% হিসেবে নির্ধারণ করা হইবে।
- (চ) এতদপূর্বে উল্লিখিত দফাসমূহের জন্য বাজার দর এইরূপে নির্ধারিত হইবে যেইরূপে [হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রেশনের উদ্দেশ্যে]^{১০০} সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে বাজার দর নির্ধারিত হয়।
- (ছ) খাসজমির সকল বন্দোবস্ত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বা নির্ধারিত হইবে এইরূপ দলিলে সম্পাদন করা হইবে এবং বিধি ১২ অনুসারে রেজিস্ট্রেশন করা হইবে। বন্দোবস্ত দলিলে নির্ধারিত শর্তাবলী অনুসারে বন্দোবস্ত গ্রহীতাদের অধিকার ও দায়িত্বসমূহ নিশ্চিত করা হইবে।
- (২) []^{১০১} সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোন চাষযোগ্য পতিত ভূমির চাষাবাদ নিশ্চিত করিবার জন্য উপবিধি ১ এর কার্যকারিতা হইতে কোন এলাকা মুক্ত রাখিতে পারিবে এবং যখন কোন এলাকা এইরূপে মুক্ত রাখা হইবে তখন এই বিধিমালার অন্য কোথাও যাহাই থাকুক না কেন []^{১০২} সরকার সময়ে সময়ে এই মর্মে যেইরূপ আদেশ জারি করিবে সেইরূপে উক্ত এলাকার ভূমির ব্যবস্থাপনা করা হইবে।
- (৩)(ক) ১৯২০ সনের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে বিদ্যমান এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক চিহ্নিত অধীনস্থ প্রজা (Sub-tenants) যেই প্রকারেরই হোক না কেন, উপ-বিধি (৮)-এর বিধান অনুসারে ব্যতীত তাহাদেরকে উচ্ছেদ করা যাইবে না এবং জেলা প্রশাসকের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে তাহাদের খাজনা বৃদ্ধি করা যাইবে না।
- (খ) যদি কোন স্বীকৃত দর ইজারা (sub-lease) কোন কারণে সমাপ্ত হয় তাহা হইলে সর্বশেষ ইজারাদাতা পুনরায় উক্ত ভূমি দর ইজারা প্রদান করিবেন না। দর ইজারাগ্রহীতার কোন অধীনস্থ প্রজা থাকিলে উক্ত প্রজা পূর্বের শর্তানুসারে বহাল থাকিবেন।
- (৪) কোন ইজারাগ্রহীতাকে অতঃপর তাহার ভূমির সম্পূর্ণ বা আংশিক দর ইজারা দিতে দেওয়া হইবে না।
- (৫) কোন ইজারাগ্রহীতা বা দর ইজারাগ্রহীতা জেলা প্রশাসকের পূর্বানুমতি ব্যতীত তাহার ভূমির সম্পূর্ণ বা আংশিক বিক্রয়, দান বা বন্ধকের মাধ্যমে হস্তান্তর করিতে পারিবে না, জেলা প্রশাসক সম্পূর্ণ খায়খালাসী বন্ধক ব্যতীত অন্য কোন প্রকারের বন্ধকের অনুমতি প্রদান করিবেন না, সম্পূর্ণ খায়খালাসী বন্ধক ৭ (সাত) বৎসরের অধিক হইবে না এবং ইহার মেয়াদ কোনক্রমেই বর্ধিত না করা সাপেক্ষে উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে সকল দেনা এবং সুদ পরিশোধের ব্যবস্থা থাকিবে, তবে শর্ত থাকে যে, জেলা প্রশাসক সরকার অথবা [বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক]^{১০৩} অথবা [বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (বিএসবি)],^{১০৪} [অথবা বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (বিএসআরএস)],^{১০৫} অথবা [২০০১ সনের সমবায় সমিতি আইন (২০০১ সনের ৪৭নং আইন)]^{১০৬} অনুসারে নিবন্ধনকৃত সমবায় সমিতিসমূহ অথবা [বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন

^{৯৯} প্রস্তাবিত

^{১০০} প্রস্তাবিত

^{১০১} “প্রাদেশিক” শব্দটি বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০২} “প্রাদেশিক” শব্দটি বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৩} “পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক” শব্দগুলি “বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক” শব্দগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৪} “পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক” শব্দগুলি “বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (বিএসবি)” শব্দগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৫} প্রস্তাবিত

^{১০৬} “১৯৪০ সনের বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ এক্ট (১৯৪০ সনের ২১ নং বেঙ্গল আইন)” শব্দগুলি “২০০১ সনের সমবায় সমিতি আইন (২০০১ সনের ৪৭নং আইন)” শব্দগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

কর্পোরেশন^{৯০} বা অন্য কোন ঋণপ্রদানকারী সংস্থার অনুকূলে সাধারণ বন্ধক এইরূপ মেয়াদে এবং এইরূপ শর্তে অনুমোদন করিবেন যেইরূপ তিনি উপযুক্ত মনে করেন। জেলা প্রশাসক [বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন]^{৯১}এর অনুকূলে এই প্রজ্ঞাপন জারির পূর্বে সরবরাহকৃত কোন ঋণের জন্য কোন জোতের (holding) বন্ধক অনুমোদন করিতে পারিবেন। অননুমোদিত হস্তান্তরকে কোনক্রমেই স্বীকৃতি দেওয়া হইবে না।

(৬) অননুমোদিত দর ইজারা বা হস্তান্তর হইয়া থাকিলে জেলা প্রশাসক উক্ত ভূমি পুনরায় দখল করিবেন এবং উহাকে খাস জমি হিসাবে নথিভুক্ত করিবেন অথবা সার্বিক দিক বিবেচনা করিয়া এবং উপ-বিধি (১)-এর বিধান সাপেক্ষে হস্তান্তরকারী বা ইজারাদাতা বা হস্তান্তরগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতার নিকট বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট ইজারা প্রদান করিবেন।

(৭) জেলা প্রশাসকের অনুমতি ব্যতীত কোন জোতের (holding) বাটোয়ারা করা যাইবে না।

(৮) জেলা প্রশাসক কর্তৃক চিহ্নিত কোন অধীনস্থ প্রজাকে জেলা প্রশাসকের আদেশ ব্যতীত উচ্ছেদ করা যাইবে না। একজন অধীনস্থ প্রজাকে উচ্ছেদ করা হইবে-

(ক) যদি তিনি তাহার জোতের কোন অংশ দর ইজারা প্রদান করেন বা হস্তান্তর করেন অথবা উক্ত জোতে চাষাবাদ শুরু করিতে গাফেলতি করেন;

(খ) যদি তিনি জেলা প্রশাসক কর্তৃক রেকর্ডকৃত এবং নির্ধারিত বকেয়া খাজনা পরিশোধে ব্যর্থ হন;

(গ) যদি তিনি এইরূপ উদ্দেশ্যে উক্ত জোতকে ব্যবহার করেন যাহা প্রজাসত্ত্বের উদ্দেশ্যের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে;

(ঘ) যদি তিনি জেলা প্রশাসকের অনুমতি ব্যতীত কোন অধীনস্থ প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করেন।

(৯) জেলা প্রশাসক কর্তৃক চিহ্নিত যে কোন শ্রেণীর অধীনস্থ প্রজার খাজনা জেলা প্রশাসকের অনুমতি ব্যতীত বৃদ্ধি করা যাইবে না। এই ধরনের অধীনস্থ প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করা হইবে যদি তাহার ভোগদখলকৃত ভূমির খাজনা ভূমির মালিক কর্তৃক প্রদেয় খাজনা হইতে অধিক হয় অথবা ভূমির মালিকের খাজনার হার যদি বৃদ্ধি পায়, জেলা প্রশাসক কর্তৃক রেকর্ডকৃত বিশেষ কারণসমূহ ব্যতিরেকে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রদেয় নির্ধারিত খাজনার হার শতকরা ৫০ ভাগের অধিক হইবে। যদি আবেদনের পূর্ববর্তী ১০ (দশ) বৎসরের মধ্যে অধীনস্থ প্রজার খাজনা বৃদ্ধি না হইয়া থাকে তবে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে, এই ধরনের অধীনস্থ প্রজার খাজনা ভূমির মালিকের আবেদনের ভিত্তিতে এইরূপ বৃদ্ধি করা যাইবে যেইরূপ জেলা প্রশাসক যৌক্তিক এবং ন্যায়সঙ্গত মনে করিবেন।

(১০) যে কোন প্রকারের অধীনস্থ প্রজাই হোক না কেন, যাহাদেরকে জেলা প্রশাসক চিহ্নিত করিয়াছেন, তাহারা উচ্ছেদ এবং পুনর্বহাল সংক্রান্ত বিধান সাপেক্ষে, যেই ভূমির খাজনা প্রদান করেন সেই ভূমিতে স্থায়ী এবং বংশানুক্রমিক অধিকার লাভ করিবেন।

(১১) সরকারের সরাসরি অধীন কোন প্রজা যেই ভূমির খাজনা প্রদান করিয়া থাকে উহার উপর স্থায়ী এবং বংশানুক্রমিক অধিকার অর্জন করিবে যদি না এই বিধিতে তাহার ইজারার পুনর্দখল সংক্রান্ত বিধানসমূহ, যদি থাকে, উহা সাপেক্ষে তাহার অধিকার স্থায়ী এবং বংশানুক্রমিক নহে এই মর্মে ভিন্নরূপ কোন চুক্তি থাকে;

তবে শর্ত থাকে যে, তাহাকে উচ্ছেদ করা হইবে-

(ক) যদি তিনি জেলা প্রশাসক কর্তৃক রেকর্ডকৃত এবং নির্ধারিত বকেয়া খাজনা পরিশোধে ব্যর্থ হন; অথবা

(খ) যদি তিনি এইরূপ উদ্দেশ্যে উক্ত ভূমি ব্যবহার করেন যাহা প্রজাসত্ত্বের উদ্দেশ্যের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে; অথবা

(গ) যদি তাহার ইজারার শর্ত অনুসারে, যদি থাকে, তিনি উচ্ছেদের যোগ্য হন অথবা অন্য কোন কারণে ইজারা বাতিল করা হইলে;

তবে আরও শর্ত থাকে যে, সর্বশেষ ইজারা বা লাইসেন্স যাহার অধীনে উক্ত প্রজাকে ভূমির ভোগদখল দেওয়া হইয়াছিল যদি উক্ত ইজারা বা লাইসেন্স-এর শর্ত অনুসারে যেই সকল ভূমি চাষাবাদের আওতায় আনা হয়নি ঐ সকল ভূমি

^{৯০} “পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন” শব্দগুলি “বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন” শব্দগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{৯১} “পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন” শব্দগুলি “বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন” শব্দগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

পুনর্দখলযোগ্য তবে প্রজা ভোগদখলে থাকিলে এবং ইজারা বা লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেও উক্ত ভূমি পুনর্দখলযোগ্য হইবে।

(১২) কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করা বা উপবিধি (১১) অনুসারে কোন ভূমি পুনর্দখলের ক্ষমতা জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রয়োগ করা হইবে।

(১৩) এই বিধি বা কোন মঞ্জুরী, ইজারা অথবা কোন চুক্তি যাহার অধীনে [পার্বত্য জেলায়]^{১০} কোন ভূমির ভোগদখল গ্রহণ করা হইয়াছে উহা জেলা প্রশাসকের সুস্পষ্ট সম্মতি যাহা সমতলের জনগণের অধিকার এবং ন্যায়পরায়ণতার নীতি বিবেচনায় রাখিয়া প্রদান করা হইবে উহা ব্যতিরেকে পার্বত্য জেলার অ-বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সৃষ্টি করিবে না, যেই অধিকার এই বিধির অনুপস্থিতিতে প্রয়োগ হইত।

(১৪) উপবিধি (৫), (৬), (৭), (১১) এবং (১৩)-এর বিধানসমূহ কেবল বিদ্যমান প্রজাবৃত্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(১৫) এই বিধির অধীন জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রয়োগ করা যাইবে।

(১৬) জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার^{১১} কর্তৃক তাহার এখতিয়ারাধীন এলাকায় প্রয়োগ করা যাইবে যদি জেলা প্রশাসক এই মর্মে লিখিত আদেশ দ্বারা ক্ষমতা প্রদান করেন।

ব্যাখ্যা- এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে “পরিবার” শব্দটি ইজারাদ্রহীতা, তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং ইজারাদ্রহীতার উপর নির্ভরশীল এবং একই খানায় বসবাসকারী অন্যান্য আত্মীয়কেও অন্তর্ভুক্ত করিবে।

৩৪ক। প্রাকৃতিক জলধারা

জেলা প্রশাসকের পূর্বানুমতি ব্যতীত কোন প্রাকৃতিক জলধারার গতিপথ বন্ধ বা দিক পরিবর্তন করা যাইবে না।

৩৪খ। নদী তীর বা তীরবর্তী স্থানে জুম চাষ অথবা চাষাবাদের উপর নিষেধাজ্ঞা

[বিলুপ্ত]^{১২}

৩৪গ। যে কোন শ্রেণীর ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জেলা প্রশাসককে ক্ষমতা প্রদান

এই বিধির অন্য কোথাও ভূমি বন্দোবস্ত বিষয়ে যাহাই থাকুক না কেন, রাজস্ব বোর্ড সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, জেলা প্রশাসককে যে কোন শ্রেণীর যে কোন পরিমাণ ভূমি পাহাড়ী বা অপাহাড়ীর নিকট এইরূপ উদ্দেশ্যে এবং শর্ত সাপেক্ষে বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে যেইরূপ আদেশে উল্লেখ থাকিবে।

৩৫। সার্কেল ডিভিশন

পার্বত্য চট্টগ্রামের [জেলাসমূহ]^{১৩} সংরক্ষিত বন, তিন জন সার্কেল চীফের এলাকা তথা চাকমা চীফ, বোমাং চীফ ওমং চীফ এবং মাইনী উপত্যকা লইয়া গঠিত হইবে।

৩৬। তালুক ডিভিশন

১৮৯০ সনে গঠিত ৩৩টি ব্লক দ্বারা স্থায়ী ডিভিশন সৃষ্টি করা হইয়াছে যেইগুলি তালুক নামে পরিচিত। তালুকগুলি নিম্নলিখিত উপায়ে তিনটি সার্কেলের অধীন থাকিবে:

বোমাং সার্কেল-----১৮টি ব্লক

চাকমা সার্কেল-----৯টি ব্লক

মং সার্কেল-----৬টি ব্লক

^{১০} “পার্বত্য এলাকা” শব্দদ্বয় “পার্বত্য জেলায়” শব্দদ্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১} “উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তা” শব্দদ্বয় “উপজেলা নির্বাহী অফিসার” শব্দগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২} “জেলা প্রশাসক যদি মনে করেন নদী তীর বা তীরবর্তী স্থানে জুম চাষ অথবা চাষাবাদের ফলে নদী প্রবাহে পলি দ্বারা বাধার সৃষ্টি হইবে তবে তিনি উক্ত জুম চাষ অথবা চাষাবাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিবেন। এই বিধির লংঘন হইলে শাস্তি হইবে উৎপাদিত ফসলের বাজেয়াপ্তি এবং জরিমানা যাহার পরিমাণ ৫০.০০ রুপি পর্যন্ত হইবে।” বিধিটি বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৩} “এলাকা” শব্দটি “জেলাসমূহ” শব্দটি দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

বিধি-৩৭। মৌজা:

প্রত্যেক জেলার সংরক্ষিত বনের বাইরের এলাকা মৌজায় বিভক্ত করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক মৌজার সীমানা জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারণ করা হইয়াছে।

৩৮। সার্কেল ও মৌজা প্রশাসন

সার্কেলের যিনি প্রধান তিনি জেলা প্রশাসককে তাহাদের নিজ নিজ সার্কেল প্রশাসন সম্পর্কে সকল তথ্য ও উপদেশ দিয়া সহায়তা করিবেন এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত সকল আদেশ পালনের নিমিত্তে সার্কেল প্রধানের সকল ক্ষমতা ব্যবহার করিবেন। তাহারা তাহাদের সার্কেলের সকল অংশ সময়ে সময়ে পরিদর্শন করিবে এবং ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে নিশ্চিত হইবে যে রাজস্ব তোলা/ উঠানো, জনশান্তি রক্ষা এবং সুশাসনের জন্য মৌজা প্রধান তাহার কার্যে দক্ষ হইবে। তাহারা তাহাদের সার্কেলের জনগণের শিক্ষার বিস্তার, স্বাস্থ্য রক্ষা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য কাজ করিবেন। তাহারা কখনো “nazars” কিংবা কখনো বিনা পারিশ্রমিকে কাউকে শ্রম দিতে বাধ্য করিবে না।

মৌজা প্রধান সময়মত তাহার মৌজা হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিবেন। তাহারা জেলা প্রশাসক, উপ বিভাগীয় কর্মকর্তা এবং প্রধানের সকল আদেশ পালন করিবেন। তাহারা তাহাদের নিজ নিজ মৌজার মধ্যে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করিবেন এবং গ্রামের অবস্থান, জনসংখ্যা অথবা চাষাবাদের পরিমাণ সম্পর্কে জেলা প্রশাসককে তথ্য দিবেন।

মাইনি উপত্যকা: গভর্নর কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত আদেশ দ্বারা শাসিত হবে।

৩৮ক। পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহের সাব-ডিভিশন

[বিলুপ্ত]^{১০}

৩৮খ। পুলিশ প্রশাসন

জেলা প্রশাসক পদাধিকার বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সহকারী পুলিশ সুপার এবং সহকারী কমিশনার পদাধিকার বলে পার্বত্য অঞ্চলের জেলা পুলিশ সুপার হইবেন।

পুলিশের উপ-ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাকেরগঞ্জ রেঞ্জে দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবেন:

- (ক) পার্বত্য অঞ্চলের / চট্টগ্রামের কোন অংশ পরিদর্শনের জন্য;
- (খ) পুলিশের সাংগঠনিক ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে কমিশনার বা জেলা প্রশাসককে পরামর্শ প্রদান করিবেন; এবং
- (গ) উক্ত অঞ্চলের বিশেষ অনুসন্ধান বা পরিদর্শনের জন্য সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা নিয়োগ করিবেন।

৩৯। জেলা প্রশাসক পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রধানের সহিত পরামর্শ করিবেন। এই উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে গ্রাম/ মৌজা প্রধান এবং অন্যান্য প্রতিনিধিদের নিয়ে বৎসরে অন্তত ২ (দুই) বার একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। সম্মেলনের স্থান হইবে রাঙামাটি, বান্দরবান, রামগড়, মানিকছড়ি বা চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হইবে এবং সম্মেলনের আলোচনার বিষয়বস্তু কমিশনারের সহিত আলোচনা করিয়া জেলা প্রশাসকের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা বলে নির্ধারিত হইবে।

৪০। চীফ এবং হেডম্যানগণের প্রশাসনিক ক্ষমতা

এই বিধিতে বর্ণিত অন্য কোন বিধান সাপেক্ষে হেডম্যানগণ তাহাদের নিকট উপস্থাপিত নিজ নিজ মৌজার বাসিন্দাদের সকল বিরোধের নিষ্পত্তি করিবেন। তাহারা [আদিবাসীদের]^{১১} বিরোধের বিষয়গুলিতে সামাজিক প্রথা অনুসারে সিদ্ধান্ত

^{১০} “পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহকে তিনটি সাবডিভিশনে বিভক্ত করা হইয়াছে, প্রত্যেক সাবডিভিশনের দায়িত্বে একজন করিয়া উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তা থাকিবেন এবং তিনি তাহার অধিভুক্ত এলাকার শাসনকার্যের বিষয়ে সরাসরি জেলা প্রশাসকের নিকট দায়ী থাকিবেন। তিনটি সাবডিভিশন রাজামাটি (অথবা সদর) সাবডিভিশন, রামগড় সাবডিভিশন এবং বান্দরবান সাবডিভিশন।

রামগড় সাবডিভিশন এলাকা মং সার্কেলের অধীনে এবং জেলার বাকী অংশ সদর সাবডিভিশন এবং বান্দরবান সাবডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত হইবে।”- এই বিধিটি বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১} “উপজাতিদের” শব্দটি “আদিবাসীদের” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

প্রদান করিবেন যেখানে [২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার)]^{১১} টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং প্রত্যর্পণের সিদ্ধান্ত ছাড়াও জেলা প্রশাসকের আদেশ পাওয়া পর্যন্ত আটকাদেশের ক্ষমতা থাকিবে।

এই বিধিতে বর্ণিত অন্য কোন বিধানের ব্যত্যয় না ঘটাইয়া চীফগণ তাহাদের খাস মৌজার সকল বিরোধের নিষ্পত্তি করিবেন এবং হেডম্যান কর্তৃক প্রেরিত [আদিবাসীদের]^{১২} বিরোধসমূহের নিষ্পত্তি করিবেন।

চীফগণ [আদিবাসীদের]^{১৩} বিরোধসমূহে প্রত্যর্পণের আদেশসহ [৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা]^{১৪} পর্যন্ত জরিমানা আরোপ এবং জেলা প্রশাসকের আদেশ পাওয়া পর্যন্ত আটকাদেশের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক রিভিশন সাপেক্ষে চীফগণের আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। চীফ অথবা হেডম্যানগণ যদি আরোপিত শাস্তি কার্যকর করিতে অপারগ হন তবে এই মর্মে জেলা প্রশাসকের সহায়তার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

চীফ অথবা হেডম্যানগণ কর্তৃক বিচার্য [আদিবাসী]^{১৫} বিরোধের ক্ষেত্রে কোন কোর্ট ফি আদায় করা হইবে না। আরোপিত জরিমানা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির প্রতি অথবা [আদিবাসী]^{১৬} প্রথা অনুযায়ী কোন সম্প্রদায়ের প্রতি, যদি থাকে, প্রদেয় হইবে। চীফগণ এবং হেডম্যানগণ আরোপিত জরিমানা হইতে এইরূপ শেয়ারের অংশীদার হইবেন যাহা [আদিবাসী]^{১৭} প্রথা অনুসারে অনুমোদিত এবং বিরোধ নিষ্পত্তি করিবার জন্য এর অতিরিক্ত কোন নজর অথবা অন্য কোন ফি যে প্রকারেরই হোক না কোন তাহাদের নিকট হইতে আদায় করা হইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, বিরোধ নিষ্পত্তির খরচ হিসাবে চীফগণ এবং হেডম্যানগণ জেলা প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদিত স্কেলে ফি আদায় করিতে পারিবেন।

এই বিধি অনুসারে চীফগণ এবং হেডম্যানগণ এই বিধিতে বর্ণিত [আদিবাসী]^{১৮} বিরোধসমূহ ব্যতীত অন্য কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী বিষয়ের বিচার করিবেন না তবে ইহার ব্যতিক্রম ঘটবে যদি [সরকার]^{১৯} সময়ে সময়ে ক্ষমতা অর্পণ করে। এই বিধির অধীন প্রয়োগযোগ্য চীফগণ এবং হেডম্যানগণের ক্ষমতার উপর জেলা প্রশাসকের রিভিশনাল এবং সমবর্তী এখতিয়ার থাকিবে।

নিম্নবর্ণিত অপরাধসমূহ চীফগণ এবং হেডম্যানগণের এখতিয়ার বহির্ভূত থাকিবে, যথা:

- (১) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অথবা [প্রজাতন্ত্রে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির]^{২০} বিরুদ্ধে অথবা জননিরাপত্তার বিরুদ্ধে অপরাধ;
- (২) যেই সকল দাঙ্গায় কাউকে গুরুতর আঘাত করা হইয়াছে বা মরণাস্ত্র ব্যবহার করা হইয়াছে;
- (৩) ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংঘটিত মারাত্মক অপরাধসমূহ, যথা হত্যা, অপরাধমূলক নরহত্যা, গুরুতর আঘাত, বেআইনী আবদ্ধ, ধর্ষণ, অপহরণ, অপবাহন এবং অনৈতিক অপরাধসমূহ;
- (৪) বলপূর্বক সম্পত্তি গ্রহণ, দস্যুতা, ডাকাতি, অপরাধমূলক অনাধিকার প্রবেশ, গৃহে অনাধিকার প্রবেশ, (যখন ৫০/- [টাকার]^{২১} অধিক মূল্যের সম্পত্তি জড়িত থাকে)।
- (৫) জালিয়াতি;
- (৬) ১৯০০ সনের রেগুলেশনের অধ্যায় ৪-এ বর্ণিত অপরাধসমূহ; এবং
- (৭) এই মর্মে কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন অপরাধ বা শ্রেণীভুক্ত অপরাধ।

^{১১} “২৫.০০ রুপি”-এর স্থলে প্রস্তাবিত

^{১২} “উপজাতিদের” শব্দটি “আদিবাসীদের” শব্দদ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৩} “উপজাতিদের” শব্দটি “আদিবাসীদের” শব্দদ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৪} “৫০.০০ রুপি” শব্দটি “৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা” শব্দদ্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৫} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দদ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৬} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দদ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৭} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দদ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৮} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দদ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৯} “গভর্নর” শব্দটি “সরকার” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{২০} “ভারতীয় রাজদরবারে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির” শব্দগুলি “প্রজাতন্ত্রে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির” শব্দগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{২১} “রুপি” শব্দটি “টাকার” শব্দটি দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৪১। জুম চাষ নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধান

[বিলুপ্ত]^{১১}

৪১ক। নিজ মৌজার সম্পদ সংরক্ষণে হেডম্যানের দায়বদ্ধতা

নিজ মৌজার সম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্ব হেডম্যানের উপর থাকিবে। এই উদ্দেশ্যে কোন হেডম্যান-

- (ক) মৌজার অধিবাসী কর্তৃক দৈনন্দিন প্রয়োজন ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে এবং মৌজার অ-অধিবাসী কর্তৃক যে কোন উদ্দেশ্যে বাঁশ, কাঠ এবং অন্যান্য বনজাত পণ্য সংগ্রহ নিষিদ্ধ করিবেন;
- (খ) মৌজার বাঁশ, কাঠ এবং অন্যান্য বনজাত পণ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মৌজার কোন এলাকা বা এলাকাসমূহকে জুম চাষের আওতা বহির্ভূত ঘোষণা করিবেন;
- (গ) নতুনভাবে আগতদেরকে তাহার মৌজায় জুম চাষে বাধা প্রদান করিবেন যদি তিনি মনে করেন যে উহাদের চাষাবাদের ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের ভবিষ্যতের বৎসরগুলিতে জুম চাষ বাধাগ্রস্ত হইবে।
- (ঘ) তাহার মৌজায় কোন ব্যক্তিকে পশু চারণে বাধা প্রদান করিবেন যদি এইরূপ পশু চারণের ফলে জুম চাষ এলকার জন্য ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

৪২। জুম কর

- (১) জুম কর []^{১২} সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হারে প্রত্যেক জুমিয়া পরিবার যাহারা একই বসতবাড়ীতে একই খানার অন্তর্ভুক্ত একটি জুম চাষ করে এবং উৎপাদিত ফসল নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয় তাহাদের কর্তৃক মৌজা হেডম্যানের নিকট পরিশোধ করা হইবে এবং হেডম্যান তাহার অংশ রাখিয়া বাকী কর চীফের নিকট অর্পণ করিবেন।
- (২) কোন শ্রেণীর পরিবারগুলি প্রথা অনুসারে জুম কর প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইবে তাহা চীফগণ ঘোষণা করিবেন এবং ১৫ই অক্টোবরের পূর্বে এই মর্মে [জেলা পরিষদের]^{১৩} অনুমোদন গ্রহণ করিবেন। প্রত্যেক বৎসর কিছু সংখ্যক জুমিয়া পরিবার অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে জুম কর প্রদান হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে।
- (৩) প্রত্যেক জুমিয়া পরিবার যাহারা একটি মৌজায় বসবাস করে এবং অন্য মৌজায় জুম চাষ করে তাহারা যে মৌজায় জুম চাষ করে উক্ত মৌজার হেডম্যানকে অতিরিক্ত জুম কর প্রদান করিবে যাহা একই সার্কেলের মধ্যে হইলে নির্ধারিত হারের অর্ধেক এবং ভিন্ন সার্কেল হইলে নির্ধারিত হারের সম্পূর্ণ প্রদান করিতে হইবে। এই ধরনের পরিবারকে পারকুলিয়া (Parkulias) বলা হইবে।
- (৪) প্রত্যেক হেডম্যান প্রতি বৎসর জুম তৌজি (Jhum tauzi) প্রস্তুত করিবেন যাহাতে নিম্নলিখিত তথ্য সন্নিবেশিত থাকিবে-প্রত্যেক পরিবার প্রধানের নাম এবং পরিবারের সদস্য সংখ্যা, জুম কর প্রদান করিতেছে কি না, পারকুলিয়া, অথবা অব্যাহতি প্রাপ্ত, এবং অব্যাহতির কারণসমূহ; পরিবারটি নতুন বা পুরাতন কি না, উদাহরণস্বরূপ গত ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে আসিয়াছে কি না।
- (৫) জুম তৌজি ১লা জুনের পূর্বে চীফের নিকট এবং ১লা আগস্টের পূর্বে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করা হইবে। জেলা প্রশাসক প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসরে একবার জুম তৌজির যথার্থতা যাচাই করিবেন। চীফগণ প্রত্যেক হেডম্যান কর্তৃক রক্ষিত জুম তৌজি এবং অনুদানের ছাপানো রসিদসহ হিসাবের যথার্থতার জন্য দায়ী থাকিবেন।
- (৬) জুম কর প্রত্যেক পঞ্জিকাবর্ষে হেডম্যানের নিকট প্রদেয় হইবে এবং পরিশোধ না হইলে পরবর্তী বৎসরের ১লা জানুয়ারী বকেয়া হিসাবে গণ্য হইবে সেই সঙ্গে উক্ত বকেয়ার উপর বার্ষিক ৬.২৫% সুদ প্রযোজ্য হইবে। হেডম্যান চীফের নিকট প্রদেয় করের অন্তত অর্ধেক বকেয়া তালিকা এবং আদায়ের রশিদসহ পুণ্যাহ দিবসে [(উৎসবের

^{১১} “জেলা প্রশাসককে পার্বত্য জেলায় জুম চাষ নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধান করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে এবং তিনি এই মর্মে যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ জারী এবং কার্যকর করিবেন। যথেষ্ট কারণ থাকিলে তিনি কোন এলাকাকে জুম চাষের আওতা বহির্ভূত বা উক্ত এলাকায় জুম চাষ স্থানান্তর নিষিদ্ধ ঘোষণা করিবেন।”-এই বিধিটি বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২} “প্রাদেশিক” শব্দটি বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৩} “জেলা প্রশাসকের” শব্দদ্বয় “জেলা পরিষদের” শব্দদ্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

- দিবস)]^{১০} জমা করিবেন এবং বাকী অর্থ ১৫ই জানুয়ারীর পূর্বে জমা করিবেন। চীফ আদায়কৃত কর এবং খেলাপি হেডম্যানের রিপোর্ট ৩১শে জানুয়ারীর পূর্বে [জেলা পরিষদের]^{১১} নিকট দাখিল করিবেন এবং যথাযথ তদন্তের পর [আঞ্চলিক পরিষদ]^{১২} বকেয়া খাজনা সরকারি দাবি হিসাবে আদায়ের ব্যবস্থা করিবেন।
- (৭) বকেয়া জুম কর এবং সার্টিফিকেট মোকদ্দামার খরচ হিসাবে প্রত্যেক জুমিয়া পরিবার হইতে [জেলা পরিষদ]^{১৩} কর্তৃক আদায়কৃত অর্থ হইতে হেডম্যানের হিসসার চার ভাগের এক ভাগ []^{১৪} সরকারি রাজস্ব খাতে জমা হইবে এবং বাকী অর্থ চীফকে প্রদান করা হইবে।
- (৮) (অ) বিশেষ কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া এবং সংশ্লিষ্ট চীফকে নোটিশ প্রদান করিয়া [জেলা পরিষদ]^{১৫} কোন মৌজার হেডম্যান অথবা জুমিয়া পরিবারকে সরাসরি জেলা পরিষদের নিকট কর প্রদানের আদেশ দিতে পারিবে।
- (আ) যখন কোন মৌজার হেডম্যানকে এইরূপে নির্দেশ প্রদান করা হইবে তখন [জেলা পরিষদ]^{১৬} হেডম্যানের হিসসা বাদ দিয়া বাকী অংশ চীফকে প্রদান করিবে এবং হেডম্যানের হিসসা হইতে []^{১৭} সরকারের প্রতি [জেলা পরিষদের]^{১৮} দায় পরিশোধ করিয়া ও জুম কর আদায় করিতে চীফের নিকট সৃষ্ট দায় পরিশোধ করিয়া বাকী অর্থ হেডম্যানকে প্রদান করা হইবে।
- (ই) যখন জুমিয়া পরিবারগুলোকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করা হইবে তখন কর আদায় করিয়া থাকিলে হেডম্যানের যাহা প্রাপ্য হইতেন তাহার চার ভাগের একাংশ আদায়ের খরচ হিসেবে []^{১৯} সরকারি রাজস্ব হিসাবে জমা হইবে এবং বাকী অংশ চীফ প্রাপ্য হইবেন। [জেলা পরিষদ]^{২০} কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত আদায়কারী সংস্থাকে পরবর্তীকালে এইরূপ সম্মানী প্রদান করা হইবে যেইরূপ জেলা পরিষদ যৌক্তিক মনে করিবে।
- (৯) প্রত্যেক বৎসরের ৩১শে মার্চের মধ্যে চীফ সরকারী দাবি পরিশোধ করিবেন।
- (১০) যদি কোন হেডম্যানের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে কোন জুমিয়া পরিবার কর পরিশোধ না করিয়া মাইগ্রেট (migrate) করিতে উদ্যত হয় তখন হেডম্যান উক্ত জুমিয়ার সম্পত্তি আটক রাখিয়া বিষয়টি চীফ অথবা [জেলা পরিষদকে]^{২১} অবহিত করিবেন।
- (১১) চীফ এবং হেডম্যানগণ প্রথাগত অনুসরণ এবং অসন্তোষ সৃষ্টি না করিয়া অথবা বিশেষভাবে অনুমোদন প্রাপ্ত হওয়া ব্যতিরেকে জুমিয়া এবং অন্যান্য প্রজাদের নিকট হইতে কোন আবওয়াব (abwab), নজর (nazar) বা অন্য কোন প্রদান গ্রহণ করিবেন না তবে ইহার ব্যতিক্রম হইবে যদি উহা প্রথাগত দিক হইতে অনুমিত এবং কোনরূপ দ্বিমত সৃষ্টি না করে অথবা []^{২২} সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে অনুমোদিত হয়।
- (১২) কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া [জেলা পরিষদ]^{২৩} চীফগণ এবং হেডম্যানগণের সহিত আলোচনা করিয়া-
- (ক) ব্যক্তি পর্যায়ে জুম করা মওকুফ বা হ্রাস করিতে পারিবেন, এবং
- (খ) কোন নির্দিষ্ট এলাকায় ফসল উৎপাদন ব্যতীত হইলে কমিশনারের মাধ্যমে []^{২৪} সরকারের নিকট মওকুফকৃত অর্থের পরিমাণ উল্লেখপূর্বক জুম কর মওকুফ করিতে পারিবেন।

^{১০} প্রস্তাবিত

^{১১} “জেলা প্রশাসকের” শব্দদ্বয় “জেলা পরিষদের” শব্দদ্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২} “জেলা প্রশাসকের” শব্দদ্বয় “আঞ্চলিক পরিষদ” শব্দদ্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৩} “জেলা প্রশাসক” শব্দদ্বয় “জেলা পরিষদ” শব্দদ্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৪} “প্রাদেশিক” শব্দটি বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৫} “জেলা প্রশাসক” শব্দদ্বয় “জেলা পরিষদ” শব্দদ্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৬} “জেলা প্রশাসক” শব্দদ্বয় “জেলা পরিষদ” শব্দদ্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৭} “প্রাদেশিক” শব্দটি বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৮} “জেলা প্রশাসকের” শব্দদ্বয় “জেলা পরিষদের” শব্দদ্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৯} “প্রাদেশিক” শব্দটি বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{২০} “জেলা প্রশাসক” শব্দদ্বয় “জেলা পরিষদ” শব্দদ্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{২১} “জেলা প্রশাসকের” শব্দদ্বয় “জেলা পরিষদের” শব্দদ্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{২২} “প্রাদেশিক” শব্দটি বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{২৩} “জেলা প্রশাসক” শব্দদ্বয় “জেলা পরিষদ” শব্দদ্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{২৪} “প্রাদেশিক” শব্দটি বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হইয়াছে।

উপ-দফা (ক) এর অধীন মওকুফ বা হ্রাস চীফের নিকট সরকারের দাবিকে প্রভাবিত করিবে না। উপদফা (খ) এর অধীন মওকুফের সহিত মওকুফকৃত জুম করে সরকারের হিসসার সহিত সংগতি রাখিয়া চীফের নিকট সরকারি যে দাবি রহিয়াছে তাহা মওকুফ হইবে।

৪৩। খাজনা আদায়

- (১) হেডম্যান সকল বিদ্যমান প্রজাগণের নিকট হইতে এবং সকল শ্রেণীর বন্দোবস্তগ্রহীতাগণ যাহাদেরকে বিধি ৩৪ এর উপ-বিধি (১) অনুসারে ভূমি বরাদ্দ দেওয়া হইবে তাহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিবেন। গ্রোভ ল্যান্ড ব্যতিরেকে অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হারে আদায়কৃত খাজনা হইতে নিজের কমিশন রাখিয়া বাকী অর্থ হেডম্যান জেলা প্রশাসকের []^{৩৩৩} নিকট জমা করিবেন।
- (২) চীফগণ এবং হেডম্যানগণ জুম চাষ হইতে যে হারে খাজনা গ্রহণ করিয়া থাকেন সেই হারে গ্রোভ ল্যান্ড হইতে খাজনা প্রাপ্য হইবেন।
- (৩) প্রত্যেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট এবং উপযুক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া জেলা প্রশাসক চাষাবাদের ভূমি এবং গ্রোভল্যান্ডের খাজনা হ্রাসের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৪৪। অকৃষি খাজনা ও বাজার

অকৃষি ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক খাজনার পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দিবেন এবং খাজনার পরিমাণ নির্ধারিত হওয়ার পর লাঙ্গল চাষ ভাড়া হিসাবে একইভাবে বিতরণ ও ভাড়া রোলে প্রবেশ করানো হইবে। তবে যে সমস্ত বাজার জেলা প্রশাসক কর্তৃক পৃথককৃত ও বন্দোবস্ত ছাড়া গ্রাম প্রধান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই সমস্ত বাজারের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না।

৪৫। ঘাস এবং গর্জনখোলার খাজনা

[বিলুপ্ত]^{৩৩৪}

৪৫ক। জেলা প্রশাসক কর্তৃক পাহাড়ীদেরকে বসতবাড়ির জন্য রয়্যালটিমুক্ত সানগ্রাস সংগ্রহের অনুমতি প্রদান

জেলা প্রশাসক উপযুক্ত মনে করিলে পাহাড়ীদেরকে বসতবাড়ির জন্য রয়্যালটিমুক্ত সানগ্রাস সংগ্রহের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

৪৫খ। গোচারণ কর আদায়

[বিলুপ্ত]^{৩৩৫}

^{৩৩৩} “উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তা” শব্দদ্বয় বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{৩৩৪} “নতুন ঘাস খোলাসমূহ যেইগুলি মৌজার সীমানার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে সেইগুলি ব্যতিরেকে অন্যান্য ঘাসখোলাসমূহ যেইগুলি জেলা প্রশাসক কর্তৃক এযাবৎ হয় বার্ষিক অথবা অনধিক ১০ (দশ) বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত প্রদান করা হইবে এবং যখন বন্দোবস্ত হইবে তখন উহাদের খাজনা পৃথকভাবে আদায় হইবে এবং তাহা খাজনার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না অথবা চাষাবাদের জমি এবং অকৃষি জমির খাজনার মত বন্টন হইবে না।”-এই বিধিটি বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{৩৩৫} “(১) এই বিধির অন্যকোথাও উল্লেখ না হইয়া থাকিলে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় গৃহপালিত পশু (গরু এবং গাভী), মহিষ, ছাগল এবং গয়াল (goyal) মালিকানায় থাকিলে বা পালন করিলে বা চারণ করিলে উহা গোচারণ করের আওতায় হিসাব করা হইবে।

(২) কমিশনারের পূর্বানুমতিক্রমে জেলা প্রশাসক কর্তৃক গোচারণ করের হার নির্ধারণ করা হইবে।

(৩) পাহাড়ী যাহারা কোন ভূমি চাষাবাদ করে না তাহারা গৃহপালিত পশু (গরু এবং গাভী), মহিষ, ছাগল এবং গয়াল (goyal) মালিকানায় রাখিলে বা পালন করিলে গোচারণ কর প্রদান করিতে হইবে তবে প্রত্যেক পরিবার দুইটি দুগ্ধ-পান ছেড়ে দেওয়া বাছুর এবং দুইটি ছাগল অথবা বিকল্প হিসাবে দুইটি গয়াল বা মহিষ যাহাদের একটি দুগ্ধ-পান ছেড়ে দেওয়া গয়াল বা মহিষের বাছুর এবং দুইটি ছাগল মোট চারটি পশু গোচারণ করমুক্ত রাখিতে পারিবে। যদি কোন পাহাড়ী গয়াল এবং মহিষ দুইটাই রাখে তখন গোচারণ কর নির্ধারণ এবং অব্যাহতির উদ্দেশ্যে একটি গয়াল বা মহিষ দুইটি পশু হিসাবে গণ্য হইবে এবং একটি গয়াল বা মহিষের বাচ্চা দুইটি বাচ্চা হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) একজন পাহাড়ী বা সমতলে বসবাসকারী যিনি ০:৪ একরের কম নহে এইরূপ পরিমাণ ভূমি চাষাবাদ করেন তিনি উপ-বিধি (৩)-এর অধীন অব্যাহতি ছাড়াও করমুক্ত হিসেবে রাখিবার অধিকারী হইবেন-

যদি ২ একরের কম ভূমি চাষাবাদ করেন তবে- ২ টি পশু বা একটি মহিষ।

যদি ২ একর ভূমি চাষাবাদ করেন তবে-প্রত্যেক চাষকৃত একরের জন্য ২ টি পশু বা একটি মহিষ।

৪৬। হেডম্যানের পারিশ্রমিক এবং হেডম্যান হিসাবে তাকে প্রদত্ত খাজনামুক্ত ভূমি পুনর্দখল

[বিলুপ্ত]^{৩০০}

৪৭। চীফগণের খাস মৌজা

[জেলা প্রশাসকের]^{৩০১} অনুমোদন লইয়া একজন সার্কেল চীফ তাহার সার্কেলের এক বা একাধিক মৌজাকে নিজের খাস মৌজা হিসাবে ভোগদখলে রাখিতে পারিবেন এবং সেইক্ষেত্রে যত দিন তিনি হেডম্যান এবং মৌজা কর্মকর্তাদের দায়িত্বসমূহ পালনের যথাযথ ব্যবস্থা করিবেন ততদিন তিনি চীফ হিসাবে প্রাপ্য পারিশ্রমিক ছাড়াও মৌজা হেডম্যানের জন্য প্রদানকৃত সকল পারিশ্রমিকের অধিকারী হইবেন।

৪৮। চীফগণের দায়িত্ব গ্রহণ এবং হেডম্যানদের নিয়োগ ও অপসারণ

চীফগণের দায়িত্বগ্রহণ প্রক্রিয়া []^{৩০২} সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। চীফ-এর সহিত পরামর্শ করিয়া জেলা প্রশাসক হেডম্যান নিয়োগ করিবেন এবং জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট চীফকে অবগত করিয়া অযোগ্যতা বা অসদাচারণের জন্য কোন হেডম্যানকে অপসারণ করিতে পারিবেন। জেলা প্রশাসক উভয় ক্ষেত্রেই চীফের পরামর্শ পালন করিতে বাধ্য নন, কিন্তু চীফের মতামতকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করিবেন। এই নিয়োগ যদিও বংশানুক্রমিক নহে তবুও উপযুক্ত পুত্রকে পিতার উত্তরাধিকারী করা যাইবে।

- (৫) বাজার এলাকায় বসবাসকারীদেরকে দুধ-পান ছেড়ে দেওয়া একটি বাছুর বা মহিষের বাচ্চাসহ একটি গরু বা একটি মাদী-মহিষ করমুক্ত হিসাবে পালন করিবার অনুমতি দেয়া যাইবে।
- (৬) পাহাড়ী বা অ-পাহাড়ী কর্তৃক চাষাবাদের উদ্দেশ্যে গবাদি পশু বা মহিষ ভাড়ার ক্ষেত্রে অনুমোদিত অব্যাহতির পরিমাণ হইবে তাহা যাহা উপ-বিধি (৫)এর অধীন অপাহাড়ীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে গবাদি পশু বা মহিষ চাষাবাদের উদ্দেশ্যে ভাড়া করা না হইলে কোন অব্যাহতি প্রযোজ্য হইবে না।
- (৭) সমতলের একজন অনিবাসীকে যেই মৌজায় তাহার ভূমি আছে সেই মৌজায় চাষাবাদের উদ্দেশ্যে প্রতিটি ভূমির জন্য (এক একরের কম নহে) একজোড়া গবাদি পশু বা একটি মহিষ করমুক্ত রাখিতে বা পালন করিতে পারিবেন।
- (৮) প্রত্যেক বৎসর বা আংশিক বৎসরের জন্য করের হার পুনঃনির্ধারণ করা হইবে যাহা ১লা এপ্রিল হইতে কার্যকর হইবে।
- (৯) বাজার চৌধুরীগণ কর্তৃক বাজারের বাসিন্দাদের নিকট হইতে অন্যান্যদের নিকট হইতে হেডম্যান কর্তৃক গোচারণ কর আদায় করা হইবে। কর আদায়ের সময় ছাপানো রশিদ প্রদান করা হইবে এবং আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ একটি ক্যাশবহিতে লিপিবদ্ধ করা হইবে। কমিশনারের অনুমোদন লইয়া জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত হারে তাহারা (রাজদরবারের কর্মচারী ব্যতিরেকে) কমিশন পাইবেন।
- (১০) গোচারণ কর পরিশোধের মাধ্যমে কোন মৌজার প্রধানের অধিকৃত পতিত ভূমিতে গবাদি পশু, মহিষ, ছাগল এবং গয়াল চারণ করা যাইবে; একাধিক মৌজায় চারণ করা হইলে প্রত্যেক মৌজা অনুযায়ী কর নির্ধারিত হইবে। আংশিক ব্যতিক্রম হিসাবে অব্যাহতিপ্রাপ্ত গবাদি পশু, মহিষ, ছাগল এবং গয়াল পালনকারীর যেই মৌজায় ভূমি আছে শুধু সেই মৌজায় নহে যেই মৌজায় তাহার বসতবাড়ি সেই মৌজায় তাহার অন্য কোন ভূমি না থাকিলেও চারণ করা যাইবে।
- (১১) এই বিধির বিধানসমূহের সহিত সংগতি রাখিয়া এবং কোন বিধানের ব্যত্যয় না ঘটাইয়া জেলা প্রশাসক হেডম্যান এবং বাজার চৌধুরীগণের প্রতি নির্দেশনা জারী করিতে পারিবেন।”-এই বিধিটি বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{৩০০} “খাজনা আদায়ের কমিশন ছাড়াও একজন হেডম্যান তাহার মৌজায় চাষাবাদের খাজনার চাহিদা অনুসারে সন্তোষজনক দায়িত্ব পালন সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত হারে বার্ষিক পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইবেন। হেডম্যান হিসাবে প্রাপ্ত কোন ভূমি পারিশ্রমিকের পরিবর্তে ভোগদখলে রাখা যাইবে না বা রাখার অনুমতি দেয়া হইবে না এবং দায়িত্বপালনকালে হেডম্যানকে প্রদত্ত সকল খাজনা মুক্ত ভূমি পুনর্দখলে লওয়া হইবে:-

পারিশ্রমিকের হার

- (ক) যেইখানে চাষাবাদের ভূমির খাজনার চাহিদা ৫০০ রুপি বা তাহার নিচে- চাষাবাদের ভূমির খাজনার চাহিদার শতকরা ১০ ভাগ হইবে ৫০ রুপি এবং ১০০ রুপির মধ্যে এবং অতিরিক্ত ১.৫০% যাহা ১০০ রুপি হইতে ৫০০ রুপি পর্যন্ত।
- (খ) যেইখানে চাষাবাদের ভূমির খাজনার চাহিদা ৫০০ রুপির অধিক সেইখানে ন্যূনতম পারিশ্রমিক ১৬ রুপিসহ চাষাবাদের ভূমির খাজনার চাহিদার ৩%।”-এই বিধিটি বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{৩০১} “কমিশনারের” শব্দটি “জেলা প্রশাসকের” শব্দদ্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{৩০২} “বেঙ্গল” শব্দটি বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হইয়াছে।

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) আইন, ২০১৪

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইনের সংশোধন ও সংহতকরণকল্পে প্রণীত আইন;

যেহেতু স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রচলিত আইন অধিকার-ভিত্তিক নহে এবং সংবিধানের মূল বক্তব্যের সহিত সম্পূর্ণরূপে সংগতিপূর্ণ নহে এবং যেহেতু প্রচলিত আইনকে অধিকারভিত্তিক এবং সংবিধানের মূল বক্তব্যের সহিত সংগতিপূর্ণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে সকল আইনের সংশোধন ও সংহতকরণকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

- (১) এই আইন স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) আইন, ২০১৪ নামে অভিহিত হইবে।
- (২) রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে জেলায় ইহা প্রযোজ্য হইবে।
- (৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হইলে, এ আইনে -

- (ক) “আরবিট্রেটর” অর্থ ১৯ ধারা অনুযায়ী নিযুক্ত আরবিট্রেটর;
- (খ) “ক্ষতিপূরণ” অন্তর্ভুক্ত করিবে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির মূল্য হিসাবে প্রদেয় নগদ অর্থ অথবা অন্য কোন সম্পদ (উদাহরণস্বরূপ ভূমি বা ভবন);
- (গ) “জেলা প্রশাসক” বলিতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং আইনের অধীনে জেলা প্রশাসকের কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা তার উপর ন্যস্ত কোন দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত সহকারী কমিশনার পদের নিম্নে নহে এইরূপ যে কোন কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে;
- (গ) “আদিবাসী” বলিতে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়, মারমা, ত্রিপুরা, লুশাই, মারমা, ত্রিপুরা, বম, খুমি, লুশাই, পাঙ্গন, খিয়াং, মো, চাক, সান্তাল অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, বানাইস, ভুইয়াম, ভূমিজ, দালুস, গারো, গন্দস, হাদিস, হাজং, হোশেয়, খারাইস, খার্বারস, কোচ (ঢাকা বিভাগ), বাখেরগঞ্জ, মগ, মাল ও সুরিয়াপাহারিস, মাছেস, মুন্ডা, মুন্ডাইস, অরাওঙ্গ এবং তুরিস অন্তর্ভুক্ত করিবে। এই আইনে অন্য কোন বিধান যাহাই থাকুক না কেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা সার্কেল চীফ বা গ্রাম প্রধান বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা কোন ওয়ার্ড মেম্বর কর্তৃক আদিবাসী হিসাবে উল্লেখ করিয়া প্রদত্ত সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তিকে আদিবাসী হিসাবে চিহ্নিত করিবার অধিকার জেলা প্রশাসকের থাকিবে;
- (ঘ) “মালিক” বলিতে দখলকারকেও অন্তর্ভুক্ত করিবে;
- (ঙ) “কোন সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি” বলিতে এ আইনের অধীন অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির জন্য প্রদেয় ক্ষতিপূরণের টাকায় স্বার্থ বা দাবিকারী বা দাবি করিতে অধিকারী সকল ব্যক্তিকে বুঝাইবে;
- (চ) “জনস্বার্থ” অন্তর্ভুক্ত করিবে আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থা কর্তৃক সরকারি প্রয়োজনে অথবা কোন নগর, শহর, গ্রাম, শিল্প, বাণিজ্যিক বা আবাসিক এলাকায় পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য অথবা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের ফলে বা

প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা অথবা দারিদ্র্যের কারণে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য অথবা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত কোন শিক্ষাগত, স্বাস্থ্য বা পাবলিক ইউটিলিটি প্রকল্পের বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ভূমিঅধিগ্রহণ করা এবং আরো অন্তর্ভুক্ত করিবে-

- (অ) নগর, শহরে বা গ্রামীণ পরিকল্পনা জন্য ভূমির ব্যবস্থা;
 - (আ) সরকারী কোন নীতি বা প্রকল্পের অধীন সরকারি তহবিল হইতে ভূমির পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য ভূমির ব্যবস্থাকরণ এবং পরবর্তীতে পরিকল্পনা অনুসারে অধিক উন্নয়ন নিশ্চিত করিবার জন্য উক্ত ভূমি আংশিক বা সম্পূর্ণ ইজারা, বন্দোবস্ত অথবা সরাসরি বিক্রয়;
 - (ই) রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা মালিকানাধীন কোন কর্পোরেশন জন্য জমি;
 - (ঈ) দরিদ্র বা ভূমিহীন বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বসবাস করা ব্যক্তি, বা সরকার, কোনস্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বা মালিকানাধীন কোন কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কোন প্রকল্পের বাস্তবায়নের কারণে বাস্তুচ্যুত এবং ক্ষতিগ্রস্তদের আবাসনের উদ্দেশ্যে জমি;
 - (উ) সরকারী অর্থায়নে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্য কোন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ভূমি;
 - (ঋ) সরকারি অফিসের জন্য কোনভবন বা চত্বর নির্মাণের জন্য;
 - (এ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ভূমির ব্যবস্থাকরণ;
 - (ঐ) অন্য কোন জন উদ্দেশ্যে বা জনস্বার্থের জন্য ভূমির ব্যবস্থাকরণ।
 - (হ) “নির্ধারিত” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;
 - (জ) “সম্পত্তি” বলিতে স্থাবর সম্পত্তিকে বুঝাইবে এবং উক্ত সম্পত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট অধিকারকেও অন্তর্ভুক্ত করিবে;
 - (ঝ) “পুনর্বাসন” অর্থ আয়, জীবিকা, এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার এবং গৃহায়ান পুনর্নির্মাণ, উৎপাদনশীল জমি সহ সম্পদ ও অন্য স্থানে পাবলিক অবকাঠামো নির্মাণ;
 - (ঞ) “প্রত্যাশী ব্যক্তি” অর্থ এ আইনের অধীন যে ব্যক্তির জন্য সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হইয়াছে বা অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হইয়াছে;
 - (ট) “পুনর্বাসিত করা” বলিতে অন্য কোন স্থানে উৎপাদনশীল জমি ও সরকারি অবকাঠামোসহ সম্পত্তি, আবাসন পুনর্নির্মাণকে বুঝাবে;
- এবং
- (ঠ) “প্রান্তিক জনগোষ্ঠী” অন্তর্ভুক্ত করিবে:
- বাংলাদেশ এর পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় দ্বারা সংজ্ঞায়িত জাতীয়ভাবে নির্ধারিত দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী
- (অ) আদিবাসীগণ;
 - (আ) ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক;
 - (ই) প্রতিবন্ধী; এবং
 - (ঈ) বৃদ্ধ ব্যক্তি (৫৫ বৎসর বয়স বা তাহার উপরে)

৩। সম্পত্তি অধিগ্রহণের প্রাথমিক নোটিশ জারি

স্বত্ব সাব্যস্তে দখলীয় কোন ভূমি, যাহা ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন বা উহার অধীন প্রণীত বিধি অনুসারে পুনর্দখলযোগ্য নহে, কিন্তু জনস্বার্থে প্রয়োজন, তখন জেলা প্রশাসক ঐ সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে মর্মে একটি নোটিশ ঐ সম্পত্তির নিকটস্থ কোন সুবিধাজনক স্থানে বা উহার উপরে জারি করিবেন এবং একই সঙ্গে প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, শাসন, সমাধিক্ষেত্র বা জনসাধারণ কর্তৃক ধর্মীয় উপাসনালয় হিসাবে ব্যবহৃত কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হইবে না।

৪। অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি

- (১) কোন সম্পত্তি জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করিবার সিদ্ধান্তগৃহীত হইয়াছে মর্মে ৩ ধারার অধীন নোটিশ প্রকাশ করা হইলে ঐ সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিল করিতে পারবেন।
- (২) স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নোটিশ প্রকাশিত হইবার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে-
 - (ক) জেলা প্রশাসককে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম বন্ধ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন; অথবা
 - (খ) অধিগ্রহণভুক্ত জমির সীমানা পরিবর্তন করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন; অথবা
 - (গ) জমির একটি নির্দিষ্ট অংশ অধিগ্রহণ না করিবার জন্য অথবা অন্য জমি অধিগ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন
- (৩) উপধারা (১) এর অধীন প্রতিটি আপত্তি লিখিতভাবে জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং জেলা প্রশাসক আপত্তি গ্রহণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপত্তিকারীকে সরাসরি অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিবেন এবং আপত্তি শ্রবণান্তে তাহার মতামত সংবলিত একটি প্রতিবেদন শুনানী সমাপ্ত হইবার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আপত্তিকারীকে জ্ঞাত করিবেন।
- (৪) উপধার (১), (২) এবং (৩) এর অধীন এই মর্মে আবেদন করা যাইবে যে,
 - (ক) যেই জমি অধিগ্রহণ করা হইবে উহা বা উহার নির্দিষ্ট অংশ বিশেষ অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আদৌ প্রয়োজনীয় নহে; বা
 - (খ) অধিগ্রহণ করা হইলে বা যে উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে উহা সম্পাদন করিলে-
 - (অ) আদিবাসী মানুষের প্রথাগত অধিকারে হস্তক্ষেপ, ক্ষতি বা ধ্বংস সাধন করা হইবে; বা
 - (আ) প্রত্নতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক স্থাপত্য বা বৈজ্ঞানিক নিদর্শন বিনষ্ট বা ধ্বংস হইবে; বা
 - (ই) উদ্ভিদকুল বা প্রাণিকুলের জীববৈচিত্র্য যাহা জনস্বার্থে সংরক্ষণ করা উচিত উহার ক্ষতি সাধন করিবে; বা
 - (ঈ) অন্য কোন জনস্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিবে;
 - (উ) অথবা আপত্তিতে উল্লিখিত অন্য কোন কারণ।
- (৫) জেলা প্রশাসক অতঃপর-
 - (ক) সম্পত্তিটি যদি ৫০ (পঞ্চাশ) বিঘার বেশি হয়, তাহা হইলে জেলা প্রশাসক তাহার সুপারিশসহ অধিগ্রহণ কার্যক্রমের রেকর্ড চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবেন;
 - (খ) সম্পত্তিটি যদি ৫০ (পঞ্চাশ) বিঘার বেশি না হয় তাহা হইলে জেলা প্রশাসক তাহার সুপারিশসহ অধিগ্রহণ কার্যক্রমের রেকর্ড চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের নিকট পেশ করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, উপধারা (১) এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন আপত্তি উত্থাপিত না হইলে অধিগ্রহণ কার্যক্রমের রেকর্ড সরকার বা বিভাগীয় কমিশনারের নিকট পেশ না করিয়া পূর্ববর্ণিত সময় অতিক্রান্ত হইবার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে অথবা প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসক নিজেই সম্পত্তিটির অধিগ্রহণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

- (৬) যদি জেলা প্রশাসক ধারা ৪ এর অধীনে প্রণীত আপত্তি প্রত্যাখ্যান করেন তাহা হইলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ১০ (দশ) দিনের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনার বা সরকারের নিকট, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, আপীল করিতে পারিবেন, এবং উক্ত আপীল সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে শুনানী অন্তে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হইবে।

৫। অধিগ্রহণ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

- (১) সরকার অথবা ক্ষেত্র বিশেষে বিভাগীয় কমিশনার কোন আপীল যদি থাকে উহা নিষ্পত্তির পর জেলা প্রশাসক কর্তৃক ৪ ধারার (৬) উপধারার অধীন পেশকৃত সুপারিশ বিবেচনা অন্তে অধিগ্রহণ সম্পর্কে ১৮ (আঠার) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং সরকার অথবা ক্ষেত্র বিশেষে বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে,

- (ক) যখন বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তখন রিপোর্ট দাখিলের তারিখ হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে অথবা তিনি নিজে যেরূপ মনে করিবেন সেইরূপ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আরো অনূর্ধ্ব এক মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন;
 - (খ) যখন সরকার কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে তখন রিপোর্ট দাখিলের তারিখ হইতে অনূর্ধ্ব ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।
- (২) সরকার, বিভাগীয় কমিশনার বা জেলা প্রশাসক উপধারা (১) অথবা ৪ ধারার (৬) উপ-ধারার (খ) দফার অধীন কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে সে সিদ্ধান্ত সম্পত্তিটি সরকারি উদ্দেশ্যে বা জনস্বার্থে প্রয়োজন এ মর্মে চূড়ান্ত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে।

৬। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি নোটিশ

- (১) যেক্ষেত্রে সরকার বা বিভাগীয় কমিশনার বা জেলা প্রশাসক ৫ ধারার অধীন বা ৪ ধারার (৬) উপ-ধারার (খ) দফার অধীন, যেক্ষেত্রে যে ধারা প্রযোজ্য, সম্পত্তি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন সেক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক উক্ত সম্পত্তিতে বা নিকটস্থ সুবিধাজনক স্থানে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে নোটিশ জারি করিবেন এবং উক্ত নোটিশে উল্লেখ করিতে হইবে যে সরকার বা বিভাগীয় কমিশনার বা জেলা প্রশাসক উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহার দখল লইবেন এবং উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের দাবি তাহার নিকট করিতে হইবে।
- (২) এইরূপ নোটিশে যে সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও দখল লওয়া হইবে উহার বিবরণাদি উল্লেখ করিতে হইবে এবং উক্ত সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে নোটিশ প্রকাশের ১৫ (পনের) দিন আগে নহে এইরূপ সময়ে সরাসরি বা প্রতিনিধির মাধ্যমে নোটিশে উল্লিখিত সময় ও স্থানে জেলা প্রশাসকের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ সম্পত্তিতে তাহাদের স্ব স্ব স্বার্থ এবং উহার জন্য তাহাদের ক্ষতিপূরণের অর্থের পরিমাণ ও বিবরণাদি পেশ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে হইবে।
- (৩) জেলা প্রশাসক এরূপ সম্পত্তির দখলকারকে (যদি থাকে) এবং তার বিশ্বাস ও জানা মতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকলকে একই মর্মে নির্ধারিত ফরমে নোটিশ প্রদান করিবেন।
- (৪) জেলা প্রশাসক নোটিশ দ্বারা যে এইরূপ কোন ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদানের ১৫ (পনের) দিন পর উহাতে বর্ণিত স্থানে তাহার নিকট একটি বিবৃতি প্রদান বা বিবরণী দাখিলের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যাহাতে অংশীদার, বন্ধকগ্রহীতা বা অন্য কোন প্রকারে উক্ত সম্পত্তিতে বা তাহার কোন অংশে যে সকল ব্যক্তি কোনস্বার্থ ভোগ করিতেছে তাহাদের নাম ও ঐ সম্পত্তি বাবদ তাহাদের গ্রহীতা বা প্রাপ্য এইরূপ স্বার্থ বা মুনাফার (যদি থাকে) প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা থাকিবে।
- (৫) যে সকল ব্যক্তি এ ধারার অধীন কোন বিবৃতি প্রদান বা বিবরণী দাখিল করিতে নির্দেশিত হইবে তাহারা দন্ডবিধির (১৮৬০ সনের ৪৫নং আইন) ১৭৫ ও ১৭৬ ধারার অধীন তাহা প্রদান করিতে আইনত বাধ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ

- (১) নির্ধারিত তারিখে বা তদন্তের উদ্দেশ্যে অন্য কোন মূলতবীর তারিখে যদি কোন ব্যক্তি ৬ ধারা অনুযায়ী কোন বিবরণ প্রদান করিয়া থাকেন সেই বিবরণী এবং ৩ ধারার অধীন নোটিশ জারির তারিখে সম্পত্তির যে মূল্য ছিল এবং ক্ষতিপূরণ দাবিকারী সকল ব্যক্তির স্ব স্ব স্বার্থ সম্পর্কে জেলা প্রশাসক তদন্ত আরম্ভ করিবেন; এবং
- (ক) সম্পত্তি বাবদ যে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যায় তাহা তিনি নির্ধারণ করিবেন; এবং
- (খ) উক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণের অর্থ তাহার জানা ও বিশ্বাসমতে উক্ত সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবিদার ব্যক্তিদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিবেন;

- (২) অতঃপর বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।
- (৩) ক্ষতিপূরণের সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ হইতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসক-
 - (ক) স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকলকে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জ্ঞাত করিবেন;
 - (খ) প্রাক্কলিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণের ব্যাপারে অধিগ্রহণকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।
- (৪) ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলিত পরিমাণ সম্পর্কে অবগত হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে অধিগ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলিত অর্থ জেলা প্রশাসকের নিকট ডিপোজিট বা জমা করিবেন।

৮। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- (১) এই অধ্যায়ের অধীন অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির জন্য প্রদেয় ক্ষতিপূরণের নির্ধারণের সময় জেলা প্রশাসক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিবেন-
 - (ক) ৩ ধারার নোটিশ জারির দিনে উক্ত সম্পত্তি এবং উহাতে অবস্থিত স্থাপনাসমূহের বাজার দর।
তবে শর্ত থাকে যে, বাজার দর নির্ধারণের সময় জেলা প্রশাসক ৩ ধারার অধীন নোটিশ জারির পূর্ববর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে একই প্রকৃতির ও একই সুবিধা সম্বলিত আশেপাশের লাগোয়া সম্পত্তির গড় মূল্য বিবেচনা করিবেন।
 - (খ) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে অধিগ্রহণ প্রকল্পের প্রভাব-
 - (অ) আদিবাসীদের প্রথাগত অধিকার;
 - (আ) তাহাদের কোন সম্প্রদায়ের জীবন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য;
 - (ই) তাহাদের কোন সম্প্রদায়ের কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নয়ন;
 - (ঈ) সংশ্লিষ্ট ভূমিতে তাহাদের চলাচলের স্বাধীনতা এবং উক্ত ভূমিতে তাহাদের ঐতিহ্যের সহিত সংগতিপূর্ণ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বা সাংস্কৃতিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদনের স্বাধীনতা; এবং
 - (উ) উক্ত ভূমির কোন স্থান বা নিদর্শন যাহা আদিবাসীদের ঐতিহ্যের সহিত সংগতিপূর্ণ কোন প্রথাগত অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে গুরুত্ব বহন করে;
 - (গ) ভূমির উৎপাদনশীলতা, ভূমি হইতে উৎপাদিত আয় এবং আদায়কৃত খাজনার ভিত্তিতে প্রকল্প এলাকার ভূমির শ্রেণীবিভাগ এবং উর্বরতা;
 - (ঘ) বাজারদরের পাশাপাশি, ভূমি হস্তান্তরের খরচ, রেজিস্ট্রেশন ফি এবং কর;
 - (ঙ) সরকারি লীজকৃত ভূমিতে প্রবেশাধিকার হারানোর ক্ষতি এবং উক্ত ভূমিতে সম্পাদিত উন্নয়ন কার্যক্রমের ব্যয়;
 - (চ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক সম্পত্তির দখল অর্জনের সময় তদকর্তৃক ঐ সম্পত্তিতে বিদ্যমান শস্য বা বৃক্ষ গ্রহণের ফলে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্ভাব্য ক্ষতি;
 - (ছ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক সম্পত্তির দখল অর্জনকালে উক্ত সম্পত্তি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্য সম্পত্তি হইতে পৃথককরণজনিত কারণে সম্ভাব্য ক্ষতি;
 - (জ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক সম্পত্তিটির দখল গ্রহণকালে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আয় বা অধিগ্রহণের ফলে তাহার অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উপর অন্য যে কোন প্রকারে ক্ষতিকর প্রভাবের ফলে যে ক্ষতি হইবে;
 - (ঝ) অধিগ্রহণের ফলে যদি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাহার বাসস্থান বা কর্মস্থল স্থানান্তর করিতে বাধ্য হন তাহা হইলে এইরূপ স্থানান্তরের জন্য যুক্তিসঙ্গত আনুসঙ্গিক খরচ; এবং
 - (ঞ) ৬ ধারার নোটিশ জারি এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক দখল গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়ে সম্পত্তির মুনাফা হ্রাসের ফলে সম্ভাব্য যেইরূপ ক্ষতি হইতে পারে।
- (২) উপধারা (১) অনুসারে নির্ধারিত বাজার দর ছাড়াও জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণের বাধ্যতামূলক প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া প্রতিটি ক্ষেত্রে বাজার মূল্যের উপর আরও শতকরা পঞ্চাশ শতাংশ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে পারিবেন।

৯। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সময় যাহা বিবেচ্য বিষয় নয়

- (১) এ অধ্যায়ের অধীন অধিগ্রহণযোগ্য সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবেন না, যথা:
 - (ক) প্রয়োজনীয়তার মাত্রা যাহার ফলে অধিগ্রহণ করা হইল;
 - (খ) অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তিতে স্বার্থ রহিয়াছে এমন ব্যক্তির সম্পত্তি হস্তান্তরে অনীহা;
 - (গ) যে পরিমাণ ক্ষতির কারণে কোন বেসরকারি লোকের বিরুদ্ধে কোন মামলা করা যায় না;
 - (ঘ) ৬ ধারার নোটিশ জারির পর অধিগ্রহণীয় সম্পত্তি প্রস্তাবিত উদ্দেশ্যে ব্যবহারে ফলে কোনরূপ সম্ভাব্য ক্ষতি;
 - (ঙ) প্রস্তাবিত উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণীয় সম্পত্তি ব্যবহারের দরুন উক্ত সম্পত্তির কোনরূপ মূল্য বৃদ্ধি ঘটিলে; বা
 - (চ) ৩ ধারার নোটিশ জারির পরবর্তীকালে জেলা প্রশাসকের অনুমোদন ব্যতিরেকে অধিগ্রহণীয় সম্পত্তির কোনরূপ পরিবর্তন বা উন্নতি সাধন বা বিলিবন্দোবস্ত করা হইলে।
- (২) এই অধ্যায়ের অধীন অধিগ্রহণ করা হইবে এইরূপ কোন সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যদি জেলা প্রশাসক এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, ধারা ৩ এর অধীন নোটিশ প্রকাশের পর, জমির প্রকৃতি পরিবর্তন করা হইয়াছে অথবা জনস্বার্থ বিরুদ্ধে স্থাপনা বা কোন কাঠামো নির্মাণ হইয়াছে, তাহা হইলে জেলা প্রশাসক উপধারা (১) দফা (চ) এর অধীনে তাহা বিবেচনায় লইবেন না।

১০। ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান

- (১) ধারা-৭ মোতাবেক ক্ষতিপূরণ রোয়েদাদের পর জেলা প্রশাসক সম্পত্তির দখল গ্রহণের পূর্বে ক্ষতিপূরণ গ্রহণে অধিকারী ব্যক্তিদের রোয়েদাদ অনুসারে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তাব করিবেন এবং উপধারা (২) এ বর্ণিত এক বা একাধিক প্রতিবন্ধকতার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হইলে ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলিত অর্থ তৎক্ষণাৎ প্রদেয় হইবে; এবং
- (২) ক্ষতিপূরণের অর্থ দাবিদার ব্যক্তিগণ উক্ত অর্থ গ্রহণ করিতে না চাইলে বা ক্ষতিপূরণ গ্রহণের জন্য কোন উপযুক্ত দাবিদার পাওয়া না গেলে বা দাবিদারগণের স্বত্ব বা অংশ সম্বন্ধে কোন বিরোধ থাকিলে জেলা প্রশাসক ক্ষতিপূরণের অর্থ তাহাদের নামে প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে জমা রাখিবেন যাহা দ্বারা তাহাদের কোন দাবি ক্ষুণ্ণ না করিয়া আরবিট্রেটর কর্তৃক নির্ধারিত উপায়ে দাবিদারদের সম্পত্তির দখল অর্জনের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হিসাবে স্বীকৃত কোন ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের পর্যাপ্ততা সম্পর্কে আপত্তি সহকারে উক্ত জমাকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

তবে আরও শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি বিনা আপত্তিতে উক্ত অর্থ গ্রহণ করিলে তিনি ২৮ ধারা মোতাবেক কোন আবেদনপত্র দাখিল করিতে পারিবেন না।

তবে আরও শর্ত থাকে যে, এই অধ্যায়ের অধীন নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের টাকা দাবিদার ব্যতীত কোন ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণ বা আংশিক গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে উক্ত অর্থ বৈধ অধিকারীকে প্রদানের দায়িত্ব হইতে সেই ব্যক্তি অব্যাহতি পাইবেন না।

বসতিস্থাপন এবং পুনর্বাসন

- (৩) অধিগ্রহণের ফলে যদি কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাস্তবচ্যুত হয় বা তাহার উপার্জনের একমাত্র উপায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা হইলে জেলা প্রশাসক এই মর্মে প্রণীত বিধি অনুসারে উক্ত ব্যক্তির বসতি স্থাপন এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিবেন।

১১। অধিগ্রহণ ও দখল অর্জন

- (১) রোয়েদাদে উল্লেখিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইলে অথবা ১০ ধারা অনুসারে তাহা প্রদত্ত হইয়াছে বিবেচিত হইলে সম্পত্তিটির অধিগ্রহণ সম্পূর্ণ হইবে এবং তাহা সকল প্রকার দায়মুক্ত অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে সরকারের নিকট ন্যস্ত হইবে এবং তখন জেলা প্রশাসক তাহার দখল লইবেন।

- (২) উপধারা (১) অনুসারে সম্পত্তি অধিগ্রহণের অব্যাহতি পরে এবং ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে তদসম্পর্কে জেলা প্রশাসক কর্তৃক একটি ঘোষণা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে।

১২। অধিগ্রহণ কার্যধারার রদ বা বাতিল

- (১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন ৭ (৪) ধারার নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ৫ ধারায় বর্ণিত কোন সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদের প্রাক্কলিত অর্থ প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক জমা দেওয়া না হইলে উক্ত নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর অধিগ্রহণের যাবতীয় কার্যধারা তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইমতে জেলা প্রশাসকের একটি ঘোষণা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে। এই কারণে জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণকৃত প্রক্রিয়া স্থগিত মর্মে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির নিকট কিংবা সুবিধাজনক স্থানে একটি নোটিশ জারি করিবেন।
- (২) সরকারের পূর্ব অনুমতি নিয়া অফিসিয়াল গেজেটের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক ক্ষতিপূরণ পরিশোধের যে কোন সময় কোন সম্পত্তির অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সকল কার্যধারা বাতিল করিতে পারবেন।
- (৩) কোন কার্যধারা রদ বা বাতিল হইলে, নোটিশ জারি বা তাহার অধীন কোন কার্যধারার দ্বারা মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হইলে এবং উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত কার্যধারা চালিয়ে যাওয়ার জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে তাহার যে অর্থ খরচ হইয়াছে তাহার জন্য জেলা প্রশাসক ক্ষতি নির্ধারণ করিয়া একটি রোয়েদাদ প্রস্তুত এবং তদানুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

১৩। কোন বাড়ী বা দালানের অংশ বিশেষ অধিগ্রহণ

মালিক যদি ইচ্ছা করেন যে, কারখানা বা দালানের সম্পূর্ণ অংশই অধিগ্রহীত হোক, তবে এই অধ্যায়ের বিধানাবলী উক্ত বাড়ী, কারখানা বা দালানের অংশ বিশেষ অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, মালিক, যে কোন সময়ে, জেলা প্রশাসক ধারা ৭ এর অধীন রোয়েদাদ ঘোষণার আগে, লিখিত নোটিশ দ্বারা তাহার স্পষ্ট ইচ্ছা প্রত্যাহার বা পরিবর্তন করিয়া প্রকাশ করিতে পারে যে, ঘর, কারখানা বা ভবনের পুরো বা সম্পূর্ণই অধিগ্রহীত হইবে।

তবে আরও শর্ত থাকে যে, এই অধ্যায়ের বিধান অনুসারে অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত কোন সম্পত্তি এই ধারার মর্মানুসারে বাড়ী, কারখানা বা দালানের অংশ কি না সেই সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলে উক্ত বিষয়ে জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

১৪। কতিপয় ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ পুনরুদ্ধার

যদি প্রদেয় অর্থের অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় অথবা প্রকৃত মালিক বা দাবিদার ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়, তাহা হইলে ঐরূপ অতিরিক্ত অথবা ভুলক্রমে প্রদানকৃত ক্ষতিপূরণের টাকা সরকারি দাবী হিসাবে আদায় করা যাইবে।

১৫। অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির ব্যবহার

এই অধ্যায়ের অধীন অধিগ্রহণকৃত কোন সম্পত্তি, যে উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে না।

১৬। সালিশকারী নিয়োগ

এই অধ্যায়ের প্রয়োজনে সরকার, গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত এলাকার জন্য যুগ্ম-জেলা জজ পদমর্যাদার নীচে নয় এমন একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে সালিশকারী নিয়োগ করিবেন।

১৭। সালিশকারীর নিকট দরখাস্ত:

- (১) অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তিতে স্বার্থ রয়েছে এমন কোন ব্যক্তি যিনি এই আইনের অধীন জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত রোয়েদাদ গ্রহণ করেননি তিনি রোয়েদাদ প্রদানের নোটিশ জারির ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে উক্ত রোয়েদাদ সংশোধনের জন্য সালিশকারীর নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

(২) ক্ষতিপূরণ রোয়েদাদের বিরুদ্ধে যে সকল অজুহাতে আপত্তি করা হইয়াছে তাহা দরখাস্তে বর্ণনা করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত জেলা প্রশাসকের সহিত প্রত্যাশী সংস্থাকে আবেদনে পক্ষভুক্ত করিতে হইবে।

১৮। শুনানীর নোটিশ

পূর্বোক্ত ধারার অধীন দরখাস্ত গ্রহণ করিবার পর সালিশকারী দরখাস্ত শুনানীর তারিখ উল্লেখ করিয়া উক্ত তারিখে তাহার দপ্তরে উপস্থিত হইবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের ওপর নোটিশ জারি করিবেন, যথা:

- (ক) দরখাস্তকারী;
- (খ) আপত্তিতে স্বার্থ রহিয়াছে এমন সকল ব্যক্তি; এবং
- (গ) জেলা প্রশাসক।

১৯। কার্যধারার আওতা

সালিশকারীর নিকট দায়েরকৃত সকল আপত্তি সংক্রান্ত দরখাস্তের অধীনে তদন্তের ক্ষেত্র কেবল আপত্তি দরখাস্তের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের স্বার্থ বিবেচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

২০। সালিশকারী কর্তৃক ৮ এবং ৯ ধারার বিধান অনুসরণ

এই আইনের অধীনে অধিগ্রহণকৃত কোন সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের সালিশকারী ক্ষেত্রমত ৮ এবং ৯ ধারার বিধানাবলী অনুসরণ করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, সালিশকারী কর্তৃক প্রত্যেক মালিকের অনুকূলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসক কর্তৃক ইতোমধ্যে নির্ধারিত রোয়েদাদের অর্থের পরিমাণের শতকরা ২৫ ভাগের অধিক হইবে না।

২১। সালিশকারীর রোয়েদাদ

- (১) এই অধ্যায়ের অধীন প্রদত্ত রোয়েদাদ সালিশকারীর সাক্ষরসহ লিখিত হইবে এবং উহাতে ৮ ধারার (১) উপধারার অধীন ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং তাহা ধার্য করিবার যৌক্তিকতা রোয়েদাদে উল্লেখ করিতে হইবে।
- (২) সালিশকারী কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ জেলা প্রশাসক কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইলে, Arbitration Appellate Tribunal, যদি থাকে, উহার সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে, যতদিন পর্যন্ত ঐ অতিরিক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা না হয় ততদিন প্রতি বৎসরের জন্য ঐ পরিমাণের উপর ১০% হারে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।
- (৩) সালিশকারী প্রদত্ত প্রত্যেক রোয়েদাদ এবং রোয়েদাদের সমর্থনে প্রদত্ত যুক্তি ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধির ২ ধারার (২) উপধারা এবং (৯) উপধারা অনুযায়ী যথাক্রমে ডিক্রী এবং রায় বলিয়া গণ্য হইবে।

২২। খরচ

প্রত্যেক রোয়েদাদে এই অধ্যায়ের অধীন সালিশ কার্যধারা বাবদ ব্যয়িত খরচ এবং উক্ত খরচ কাহার দ্বারা কি অনুপাতে বহন করা হইবে তাহা উল্লেখ থাকিবে।

২৩। সালিশকারীর রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আপিল

- (১) সালিশকারীর রোয়েদাদের সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কর্তৃক রোয়েদাদ প্রদানের ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপ-ধারা (২) এর অধীন গঠিত Arbitration Appellate Tribunal -এ আপিল আপীল দায়ের করা যাইবে।
- (২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পার্বত্য জেলাসমূহে এক বা একাধিক সদস্য বিশিষ্ট Arbitration Appellate Tribunal গঠন করিবেন।
- (৩) জেলা জজ হিসাবে কর্মরত ছিলেন অথবা আছেন এইরূপ পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের দ্বারা সরকার Arbitration Appellate Tribunal গঠন করিবেন।

(৪) Arbitration Appellate Tribunal-এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) Arbitration Appellate Tribunal কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সালিশকারী কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইলে, যতদিন পর্যন্ত ঐ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা না হয়, ততদিন পর্যন্ত ১০% হারে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, Arbitration Appellate Tribunal কর্তৃক প্রত্যেক মালিকের অনুকূলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের সিদ্ধান্ত সালিশকারী নির্দেশিত অর্থের পরিমাণের শতকরা ১০ ভাগের অধিক হইবে না।

২৪। ২০০১ সনের ১নং আইনের অপ্রয়োগ

এই আইনের অধীন সালিশ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ২০০১ সনের সালিশ আইন প্রযোজ্য হইবে না।

২৫। জেলা প্রশাসক এবং সালিশকারীর দেওয়ানী আদালতের কতিপয় ক্ষমতা

এ আইনের অধীন কোন তদন্ত অথবা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং সালিশকারীর নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন দেওয়ানী আদালতের উপর যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে সেই ক্ষমতা থাকিবে, যথা:

- (ক) কোন ব্যক্তির উপর সমন জারি করা এবং তাহাকে হাজির হইতে বাধ্য করা এবং শপথ গ্রহণপূর্বক তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা;
- (খ) কোন নথি বা দলিলপত্র দাখিল করিতে বাধ্য করা;
- (গ) এফিডেভিটের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ;
- (ঘ) সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য কমিশন ইস্যুকরণ;
- (ঙ) কোন অফিস বা দপ্তর হইতে কোন সরকারি নথি তলব করা।

২৬। প্রবেশ ও পরিদর্শনের ক্ষমতা

(১) কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ অথবা উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ব্যাপারে অথবা এ আইনের অধীন কোন আদেশের কার্যকারিতা নিশ্চিত করিবার জন্য জেলা প্রশাসক অথবা জেলা প্রশাসক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিয়মিতভাবে অথবা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা এবং যে কোন সহকারী কর্মচারী এবং শ্রমিক-

- (ক) কোন সম্পত্তিতে প্রবেশ করিতে এবং উহা জরিপ করিতে অথবা উহার লেভেল সংগ্রহ করিতে পারিবেন;
- (খ) যে কোন সম্পত্তি অথবা উক্ত সম্পত্তিতে অবস্থিত যে কোন কিছু পরিদর্শন করিতে পারিবেন;
- (গ) কোন সম্পত্তি পরিমাপ ও উহার সীমানা নির্ধারণ করিতে এবং উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উহাতে প্রস্তাবিত কাজের ধরন প্রস্তুত করিতে পারিবেন;
- (ঘ) চিহ্ন স্থাপন করিয়া এবং গর্ত খুঁড়িয়া অনুরূপ লেভেল, সীমানা ও লাইন চিহ্নিত করিতে পারিবেন এবং যেক্ষেত্রে অনুরূপভাবে লেভেল, সীমানা এবং লাইন চিহ্নিত করা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে কোন দন্ডায়মান ফসল, গাছ অথবা জঙ্গলের যে কোন অংশ কেটে পরিষ্কার করিতে পারিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সম্পত্তির দখলকারের বিনা অনুমতিতে কোন ব্যক্তি উহাতে প্রবেশ করিবেন না, যদি না, উক্ত সম্পত্তিতে প্রবেশের ইচ্ছা পোষণ করিয়া কমপক্ষে ২৪ ঘন্টার আগাম লিখিত নোটিশ প্রদান করা হয়।

(২) জেলা প্রশাসক অথবা উপধারা (১) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কোন সম্পত্তিতে প্রবেশ করিবার সময় ঐ সম্পত্তিতে সম্ভাব্য সকল ক্ষতি বাবদ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন অথবা প্রদান করিবার প্রস্তাব করিবেন এবং উক্তরূপ প্রদত্ত অথবা প্রস্তাবিত ক্ষতিপূরণের পর্যাণ্ততা সম্পর্কে আপত্তি থাকিলে সে সম্পর্কে জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

২৭। তথ্য সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা

কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিবার অথবা উক্ত সম্পত্তির জন্য প্রদেয় ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিবার জন্য জেলা প্রশাসক লিখিত আদেশ দ্বারা এই আইনের অধীন অধিগ্রহণকৃত অথবা অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত কোন সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন তথ্য আদেশে উল্লিখিত নির্দিষ্ট কর্মকর্তা অথবা কর্তৃপক্ষকে প্রদান করিবার জন্য যে কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

২৮। নোটিশ এবং আদেশ জারি

- (১) এই আইনে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে এবং প্রণীত বিধিমালার বিধান সাপেক্ষে, এই আইনের অধীনে জারি অথবা প্রদানের জন্য অভীষ্ট নোটিশ বা আদেশ উহাতে উল্লিখিত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিয়া জারি বা প্রদান করিতে হইবে।
- (২) যেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে পাওয়া না যায় কিংবা নোটিশ বা আদেশটি উক্তরূপে হস্তান্তর করা না যায় সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির কোন কর্মকর্তা বা পরিবারের কোন সাবেক পুরুষ সদস্যের নিকট প্রদান করিয়া বা উক্তরূপ কোন কর্মকর্তা বা সদস্য পাওয়া না গেলে, উক্ত ব্যক্তির সর্বশেষ জ্ঞাত বাসস্থান বা কর্মস্থলের কোন প্রকাশ্য স্থানে এঁটে বা লটকাইয়া দিয়া নোটিশ বা আদেশটি জারি করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে উক্ত নোটিশ বা আদেশের একটি অনুলিপি অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি বা তার নিকটস্থ কোন প্রকাশ্য স্থানে এবং নোটিশ বা আদেশ প্রচারকারী বা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তার কার্যালয়ের কোন প্রকাশ্য স্থানে এঁটে বা লটকাইয়া দিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা আদেশ দিলে নোটিশ বা আদেশটি রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে একটি উল্লিখিত ব্যক্তির নামে বা যাহার উপর জারি করা প্রয়োজন তাহার সর্বশেষ জ্ঞাত বাসস্থান, ঠিকানা বা ব্যবসা বা কর্মস্থলে প্রেরণ করা যাইতে পারে।

২৯। শাস্তি

যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ লঙ্ঘন করেন বা লঙ্ঘন করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন বা উক্ত আদেশ লঙ্ঘনে প্ররোচনা দেন বা প্ররোচনা দেওয়ার চেষ্টা করেন কিংবা কোন ব্যক্তিকে এই আইন অনুযায়ী বা এই আইনের অধীন অনুমোদিত তাহার কোন কার্য সম্পাদনে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা দান করেন, তবে তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৩০। অর্পণে বাধ্যকরণ

এই আইনের অধীন কোন সম্পত্তির দখল গ্রহণকালে কোন ব্যক্তি বাধা দিলে বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিলে জেলা প্রশাসক উক্ত সম্পত্তির দখল তাহার নিকট অর্পণে উক্ত ব্যক্তিকে বাধ্য করিতে পারিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে তিনি প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৩১। স্ট্যাম্প ডিউটি এবং ফিস হইতে অব্যাহতি

এই আইনের অধীন প্রদত্ত রোয়েদাদের জন্য কোন স্ট্যাম্প ডিউটির প্রয়োজন হইবে না এবং উক্ত রোয়েদাদের অধীন কোন স্বার্থের দাবিদারকে তাহার অনুলিপির জন্য কোন ফিস প্রদান করিতে হইবে না।

৩২। দায়মুক্তি

এই আইন বা তার বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কিছুর জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আদালতে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা চলিবে না।

ব্যাখ্যা: সরল বিশ্বাসে কৃত বলিতে যথাযথ সতর্কতা এবং মনযোগের সহিত কোন কর্ম সম্পন্ন করাকে বুঝাইবে।

৩৩। আদালতের এখতিয়ারে বাধা

এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা গৃহীত কোন কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কোন আদালত কোন মামলা বা দরখাস্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন না এবং এই আইনের অধীন বা এই আইন হইতে প্রাপ্ত

ক্ষমতাবলে গৃহীত বা গৃহীতব্য কোন কার্যক্রম সম্পর্কে কোন আদালত কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা জারি করিতে পারিবেন না।

৩৪। ক্ষমতা অর্পণ

সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই মর্মে আদেশ জারি করিতে পারিবেন যে, এই আইন দ্বারা সরকারের উপর অর্পিত যে কোন ক্ষমতা বা আরোপিত দায়িত্ব, গেজেটে নির্ধারিত পরিস্থিতি এবং শর্তাধীনে, নির্দিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োগ ও সম্পাদন করা যাইবে।

৩৫। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।
- (২) বিশেষ করিয়া এবং উপরোক্ত ক্ষমতাসমূহ ক্ষুণ্ণ না করিয়া অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইতে পারে, যথা:
 - (ক) এই আইনের অধীন অধিগ্রহণকৃত কোন সম্পত্তি দখল অর্জনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি;
 - (খ) সালিশকারী এবং Arbitration Appellate Tribunal কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি;
 - (গ) ৩৪ ধারার অধীন কোন সম্পত্তির দখল অর্পণ বাধ্যকরণ পদ্ধতি;
 - (ঘ) অন্য কোন নির্ধারিতব্য বিষয়।

৩৬। রহিতকরণ এবং হেফাজত

- (১) পার্বত্য চট্টগ্রাম (ভূমি অধিগ্রহণ) রেগুলেশন, ১৯৫৮ এতদ্বারা রহিত করা হইল।
- (২) ঐরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা হুকুম দখল সংক্রান্ত সকল নোটিশ, প্রজ্ঞাপন এবং আদেশসহ যাবতীয় কার্যক্রম এবং বিষয়াদি বা কোন অধিগ্রহণকৃত বা হুকুম দখলকৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বা রোয়েদাদ এবং উক্ত আইনের অধীন কোন কর্তৃপক্ষ, সালিশকারী বা আদালত নিষ্পত্তির অপেক্ষামান সকল দরখাস্ত এবং আপিল এমনভাবে চলিতে থাকিবে, বলবত হইবে, শুনানী বা নিষ্পত্তি হইবে যেন এই আইন প্রণীত এবং জারি হয়নি।
- (৩) উপধারা (২) এ বিধান সাপেক্ষে, জেনারেল ক্লজেজ অ্যাক্ট, ১৮৯৭ এর বিধানসমূহ এই আইন বলে উক্ত আইনের রহিতকরণ এবং পুনঃপ্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত বিধিমালা

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ (রাষ্ট্রাধীন, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) বিধিমালা, ২০১৪

নং এস,আর, ও ১.....স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ (রাষ্ট্রাধীন, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) আইন, ২০১৪-এর ৩৯ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নলিখিত বিধিমালা প্রণয়ন ও জারি করিলেন, যথা:

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

এই বিধিমালা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ (রাষ্ট্রাধীন, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) বিধিমালা, ২০১৪ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা

বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়-

- (ক) “ফরম” অর্থ এ বিধিমালায় সংযোজিত ফরম;
- (খ) “আইন” অর্থ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ (রাষ্ট্রাধীন, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) আইন, ২০১৪;
- (গ) “প্রকল্প” বলিতে ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্পকে বুঝাইবে; এবং
- (ঘ) “ধারা” অর্থ আইনের ধারা।

৩। অধিগ্রহণ কার্যক্রম

আইনের অধীনে প্রতিটি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের জন্য একটি পৃথক কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। ৩, ৬ এবং ৭ ধারার নোটিশ

- (১) ৩, ৬ এবং ৭ ধারার নোটিশসমূহ যথাক্রমে ক, খ ও গ ফরমে জারি করিতে হইবে।
- (২) ৩ এবং ৬ ধারার নোটিশসমূহ যে সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হইবে উক্ত সম্পত্তির নক্সাসহ উহার সুবিধাজনক স্থানে বা নিকটস্থ কোন স্থানে লটকাইয়া জারি করিতে হইবে এবং উক্ত নোটিশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ক্যালেক্টরেট, উপজেলা রাজস্ব অফিস, তহসিল অফিস এবং স্থানীয় পরিষদ বা যেই হেডম্যানের এলাকার সম্পত্তি উক্ত হেডম্যানের বাড়িতে প্রদর্শন করা হইবে।
- (৩) ৩, ৬ এবং ৭ ধারার নোটিশসমূহ জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে আপলোড করিতে হইবে।
- (৪) ৩ এবং ৬ ধারার নোটিশসমূহ অন্তত দুটি দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র (যাহার মধ্যে একটি সারা দেশ ব্যাপী প্রচলিত জাতীয় দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র হইবে) প্রকাশ করিতে হইবে।
- (৫) জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণের খবর স্থানীয় রেডিও এবং টিভি যদি থাকে উহাতে প্রচারের ব্যবস্থা করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় মাইকিং করিয়া প্রচারের ব্যবস্থা করিবেন।

৫। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত আলোচনা

- (১) স্থানীয় পর্যায়ে জনসভা আয়োজনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি ও ভূমি অধিগ্রহণ বিভাগের কর্মকর্তারা স্পষ্ট ও সরল ভাষায় প্রকল্পের ব্যাপারে ব্যাখ্যা প্রদান করিবেন।
- (২) প্রকল্পের খরচ, সুবিধা-অসুবিধা, এবং অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা, অধিগ্রহণের মেয়াদকাল ইত্যাদি স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যাখ্যা করা হইবে।
- (৩) আদিবাসী এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সহিত পৃথক আলোচনার ব্যবস্থা করা হইবে।

৬। পাবলিক ইনফরমেশন সেল

- (১) একটি পাবলিক ইনফরমেশন সেল স্থাপন করা হইবে যেখানে জেলা প্রশাসক সকল আগ্রহী ব্যক্তিদের সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করিবেন।
- (২) পাবলিক ইনফরমেশন সেল প্রাথমিক পর্যায়ে এবং প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

৭। অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির তৎক্ষণাৎ ভিডিও প্রস্তুতকরণ

ধারা ৩ এর অধীন নোটিশ প্রকাশ করিবার পূর্বে, গণ্যমান্য ব্যক্তি, ইউনিয়ন বা পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি বা হেডম্যানদের উপস্থিতিতে জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রস্তাবিত ভূমির সব কাঠামো এবং গাছপালাসহ একটি ভিডিও প্রস্তুত করিতে হইবে।

৮। অধিগ্রহণ এবং দখলের ঘোষণা

১১ ধারার অধীন সম্পত্তির অধিগ্রহণ ও দখল সংক্রান্ত ঘোষণা “ঘ” ফরমে প্রদান করিতে হইবে।

৯। কার্যক্রম রদ এবং বাতিলের ঘোষণা

১২ ধারার (১) উপ-ধারার অধীন অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিলের ঘোষণা “ঙ” ফরমে এবং উপধারা (২) এর অধীন প্রদেয় বিজ্ঞপ্তি “চ” ফরমে প্রদান করিতে হইবে।

১০। মূল্যনির্ধারণ কমিটির গঠন এবং ক্ষমতা

- (১) সাধারণ মূল্যনির্ধারণ করিবার জন্য একটি মূল্যনির্ধারণ কমিটি থাকিবে যাহা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/অধিগ্রহণ) এর নেতৃত্বে গঠিত হইবে এবং সদস্য হিসাবে সেই জেলার সকল উপজেলার সকল সাব-রেজিস্ট্রার ও উপজেলা চেয়ারম্যান, নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ, কৃষি বিভাগের জেলা কৃষি কর্মকর্তা, সেই জেলার বন বিভাগের কর্মকর্তা এবং ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা থাকিবেন।
- (২) এই কমিটি মৌজা অনুযায়ী ভূমির মূল্য নির্ধারণ করিবে। মূল্য নির্ধারণে কমিটি অস্বাভাবিক উচ্চ মূল্য কিংবা অস্বাভাবিক কম মূল্য বিবেচনা করিবে না। কোন মৌজার ভূমির মূল্য নিশ্চিত না হইলে, উক্ত এলাকার সংলগ্ন মৌজার ভূমির মূল্য বিবেচনা করিয়া ভূমির মূল্য নির্ধারণ করা হইবে।
- (৩) মূল্য নির্ধারণ কমিটি জেলা প্রশাসকের নিকট ভূমির মৌজা-ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ এর রিপোর্ট জমা প্রদান করিবে।
- (৪) প্রয়োজন হইলে জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণ ক্ষেত্রে, পরবর্তী এক বৎসরের জন্য এই মৌজা-ভিত্তিক মূল্য ব্যবহার করিবেন।

১১। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ

- (১) ধারা ৮ এবং ৯ এর বিধান সাপেক্ষে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সময় নিম্নলিখিত বিষয়াদি ও অবস্থাসমূহও বিবেচনা করা হইবে:
 - (ক) সম্পত্তির প্রকৃতি ও অবস্থা, এবং
 - (খ) ঐ এলাকায় একই শ্রেণীর সম্পত্তির বিদ্যমান ভাড়া মূল্য।
- (২) ধারা ৮ এর (১) উপধারার (ক) দফার উদ্দেশ্যে কোন জমির বাজার দর হিসাব করিতে হইলে সকল জমির বিক্রয় মূল্যকে বিক্রিত জমির পরিমাণ দ্বারা ভাগ করিয়া জমির একর প্রতি বিক্রয় মূল্য হিসাব করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এইভাবে হিসাব করা মূল্য যদি মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মৌজা অনুযায়ী মূল্য হইতে কম হয় সেইক্ষেত্রে মৌজা অনুযায়ী মূল্য হইবে বাজার দর নির্ধারণের ভিত্তি।

- (৩) কাঁচা বা পাকা দালান অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে গণপূর্ত বিভাগ বা অন্য কোন প্রকৌশল বিভাগের সহিত পরামর্শক্রমে নির্মাণ ব্যয়, ভূমি উন্নয়ন খরচ এবং দালানের অবচয়ের বিষয় বিবেচনা করিয়া বাজার দর নির্ধারণ করিতে হইবে।
- (৪) যেইক্ষেত্রে গণপূর্ত বিভাগ ব্যতীত অন্য কোন প্রকৌশল বিভাগের সহিত পরামর্শ করা হইবে সেইক্ষেত্রে উক্ত বিভাগ গণপূর্ত বিভাগের বাজার দর সংক্রান্ত সর্বশেষ তফসিল অনুসরণ করিবে।

১২। জাতীয় পরিচয়পত্র ও উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট ব্যবহার

স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সনাক্তকরণে জাতীয় পরিচয়পত্র এবং/ অথবা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট ব্যবহার করা হইবে।

১৩। ভূমির তফসিল জালিয়াতি

- (১) যদি স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক ভূমির তফসিল জালিয়াতি হয় এবং উহা সনাক্ত করা হইলে অবিলম্বে উক্ত ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান বন্ধ করিতে হইবে। যদি কোন সরকারি কর্মকর্তা এইরূপ কার্য করেন তবে তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।
- (২) কোন ব্যক্তি যদি নিয়ম ১৪ এর উপ-বিধি (১) লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে প্রচলিত ফৌজদারি আইন অনুযায়ী সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইবে।

১৪। অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত সম্পত্তি

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি এবং উহার ব্যবহারের ধরন সম্পর্কে জেলা প্রশাসক সরকারের নিকট একটি বার্ষিক বিবরণী পেশ করিবেন। এই বিবরণী প্রতি বৎসর জুলাই মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে পেশ করিতে হইবে।

১৫। অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত সম্পত্তি নিয়া ভূমি ব্যাংক গঠন

সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলার জন্য একটি করিয়া ভূমি ব্যাংক গঠন করা হইবে এবং উক্ত ভূমি ব্যাংক জেলা প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। অধিগ্রহণকৃত কোন সম্পত্তি যদি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয় অথবা যদি অন্য কোন যৌক্তিক কারণে উহা যে উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হইয়াছিল উক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহার না হয় বা অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় তবে উক্ত সম্পত্তি জেলা প্রশাসক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের সহিত পরামর্শক্রমে এতদুদ্দেশ্যে সংরক্ষিত ভূমি ব্যাংকের রেজিস্ট্রারে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ (রাজ্যমাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) বিধিমালা, ২০১৪

বিভিন্ন নোটিশসমূহ

ফরম-ক

(৪নং বিধির (১) উপ-বিধি দৃষ্টব্য)

..... সনের অধিগ্রহণ মামলা নং

নোটিশ জারির তারিখ:

নোটিশ

যেহেতু নিম্নোক্ত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি জনকল্যাণমূলক উদ্দেশ্যে এবং জনস্বার্থে প্রয়োজন হইতে পারে, সেহেতু এফ্রনে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ (রাজ্যমাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) আইন, ২০১৪-এর ৩ ধারায় বর্ণিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগতির জন্য নোটিশ জারি করা হইল যে, উক্ত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

উক্ত সম্পত্তিতে স্বার্থবান যে কোন ব্যক্তি এই নোটিশ জারি হইবার পর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রস্তাবিত সম্পত্তি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে নিম্ন সাক্ষরকারীর নিকট আপত্তি দায়ের করিতে পারিবেন।

তফসিল

মৌজা নং(যদি থাকে)

খতিয়ান নং(যদি থাকে)

হেডম্যান অথবা সার্কেল চীফ কর্তৃক প্রদত্ত কোন সনদ.....হ্যাঁ/না

দাগ নং (যদি থাকে)

উপজেলা

মোট জমির পরিমাণ

তারিখ

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর

..... জেলা

ফরম খ

(৪নং বিধির (১) উপবিধি দ্রষ্টব্য)

..... সনের অধিগ্রহণ মামলা নং

নোটিশ

প্রাপক সম্পত্তির মালিক/দখলকার/স্বার্থবান ব্যক্তি।

এতদ্বারা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) আইনের এর ৬ ধারা মোতাবেক নোটিশ প্রদান করা হইল যে, সরকার নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহার দখল লইতে মনস্থ করিয়াছেন।

অতএব, উক্ত সম্পত্তির মালিক/দখলদার/স্বার্থবান ব্যক্তিগণকে এতদ্বারা অনুরোধ করা হইল যে, তাহারা যেন ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাহাদের অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে

নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট অফিসে তারিখে হইতে ঘটিকার মধ্যে উপস্থিত হইয়া (১) উক্ত সম্পত্তিতে তাহার/তাহাদের স্বার্থের প্রকৃতি এবং উক্ত স্বার্থের পরিমাণ ও উহাতে তাহাদের স্বার্থ বাবদ দাবির পূর্ণ বিবরণ প্রদান করেন; এবং

উক্ত সম্পত্তির অথবা উহার কোন অংশে অংশীদার, বন্ধকগ্রহীতা অথবা অন্য কোন প্রকারে কেউ উহাতে স্বার্থবান হইলে এবং উক্ত সম্পত্তি বাবদ তাহারা কেউ স্বার্থ বা লভ্যাংশ লাভ করিয়া থাকিলে উহার প্রকৃতি সম্পর্কে যতদূর সম্ভব বিবৃতি প্রদান করিবেন অথবা লিখিত বিবৃতি পেশ করিবেন।

তফসিল

১। মৌজা

২। থানা/উপজেলা জেলা

৩। খতিয়ান নং(যদি থাকে)

৪। দাগ নং(যদি থাকে)

৫। হেডম্যান অথবা সার্কেল চীফ কর্তৃক প্রদত্ত কোন সনদ.....হ্যাঁ/না

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর

তারিখ

..... জেলা

ফরম গ

(৪নং বিধির (১) উপবিধি দ্রষ্টব্য)

..... সনের অধিগ্রহণ মামলা নং

নোটিশ

প্রাপক/বরাবর

.....

এতদ্বারা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) আইনের ৭ ধারার (৩) উপ-ধারা মোতাবেক নোটিশ প্রদান করা যাইতেছে যে, আপনি/আপনারা উপরোক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলায় স্বার্থবান ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন এবং আমার মতানুসারে আপনাকে/আপনাদেরকে নিম্নবর্ণিত হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে।

প্রতি একর জমির ক্ষতিপূরণ টাকা হারে মোট টাকা

ঘর বাড়ির জন্য ক্ষতিপূরণ টাকা হারে মোট টাকা

ঘর বাড়ির জন্য ক্ষতিপূরণ..... টাকা হারে মোট টাকা

অন্যান্য সম্পত্তি বাবদ ক্ষতিপূরণ টাকা হারে মোট টাকা

মোট টাকা

আপনি/আপনারা ক্ষতিপূরণের টাকা গ্রহণের নিমিত্ত স্বয়ং বা আপনার যথাযথ অনুমোদিত প্রতিনিধি তারিখ অথবা তৎপূর্বে আমার নিকট হাজির হবেন।

তারিখ

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর

..... জেলা

ফরম ঘ

(বিধি ৮ দ্রষ্টব্য)

..... সনের অধিগ্রহণ মামলা নং

ঘোষণা

যেহেতু এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) আইনের ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত আইনের ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহা সর্বপ্রকার দায়মুক্ত অবস্থায় সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

মৌজা(জেএল নং)

উপজেলা

খতিয়ান নং(যদি থাকে)

হেডম্যান অথবা সার্কেল চীফ কর্তৃক প্রদত্ত কোন সনদ.....(যদি থাকে)

দাগ নং(যদি থাকে)

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর

তারিখ

..... জেলা

ফরম ৬

(৬নং বিধি দ্রষ্টব্য)

..... সনের অধিগ্রহণ মামলা নং

ঘোষণা

[১২ (১) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু নিম্নোক্ত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান বা জমা করা হয় নাই এবং ইহার জন্য উক্ত সম্পত্তির মালিক বা স্বার্থবান ব্যক্তিগণ দায়ী নন।

সেহেতু এক্ষণে, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনের ১২ ধারার (১) উপ-ধারা অনুসারে আমি ঘোষণা করিতেছি যে,.....তারিখ হইতে নিম্নোক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে গৃহীত অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যধারা বাতিল করা হইল।

তফসিল

দাগ নং

খতিয়ান নং

মৌজা

সম্পত্তির মোট পরিমাণ

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর

..... জেলা

ফরম চ

(৬নং বিধিদ্ৰষ্টব্য)

..... সনের সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলা নং

বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনের অধীনে নিম্নোক্ত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে নং মামলার কার্যধারা সনের তারিখে শুরু করা হইয়াছিল, অথচ ইহার জন্য এখন পর্যন্ত কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় নাই।

সেহেতু এক্ষণে, উপরোক্ত আইনের ১২ ধারার (২) উপ-ধারা মোতাবেক বর্ণিত ক্ষমতাবলে আমি সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিয়া উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত সমুদয় কার্যধারা প্রত্যাহার/রদ করিলাম।

তফসিল

দাগ নং

খতিয়ান নং

মৌজা

উপজেলা

মোট সম্পত্তির পরিমাণ

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর

..... জেলা

তারিখ

পুনর্বাসন সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন

পুনর্বাসন (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) আইন, ২০১৪

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনকল্পে প্রণীত আইন;

যেহেতু জনস্বার্থে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ অথবা অন্য কোন কারণে বাধ্যতামূলক স্থানান্তরের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন আইন নেই এবং যেহেতু জনস্বার্থে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ অথবা বাধ্যতামূলক স্থানান্তরের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল-

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন

- (১) এই আইন পুনর্বাসন আইন নামে অভিহিত অভিহিত হইবে।
- (২) ইহা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলায় প্রযোজ্য হইবে।
- (৩) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

২। ভূমি অধিগ্রহণ ও অন্যান্য বাধ্যতামূলক বসতি উচ্ছেদেরক্ষেত্রে এই আইনের প্রয়োগযোগ্যতা

এই আইনের বিধান স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) আইনের অধীনে ভূমি অধিগ্রহণের দ্বারা বা প্রজাতন্ত্রে আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের দ্বারা বা অন্য কোন কারণে বাধ্যতামূলক স্থানচ্যুতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পুনর্বাসনের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

৩। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

- (ক) “পুনর্বাসনের জন্য প্রশাসক” বলিতে অধ্যায় ৯ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে নিয়োগকৃত কোন কর্মকর্তাকে বুঝাইবে;
- (খ) “ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার” বলিতে
 - (অ) এইরূপ পরিবারকে বুঝাইবে যাহার মূল বাসস্থান অথবা অন্যান্য সম্পত্তি অথবা জীবিকার উৎস কোন প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে অথবা অন্য কোন কারণে বাধ্যতামূলকভাবে যেই পরিবারের বসতি উচ্ছেদ হইয়াছে;
 - (আ) কোন মেয়াদি প্রজা, প্রজা, লীজগ্রহীতা বা অন্যান্য সম্পত্তির মালিক, যারা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বা অন্য কোনভাবে ভূমি অধিগ্রহণের কারণে বাধ্যতামূলকভাবে বসতি অথবা অন্যান্য সম্পত্তি হারাইয়াছে;
 - (ই) কোন কৃষি বা অকৃষি শ্রমিক, ভূমিহীন ব্যক্তি (যাহার বাস্তুবাড়ি এবং কৃষি জমি নেই অথবা যাহার হয় বাস্তুবাড়ি না হয় কৃষি জমি নেই), ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা স্বনির্ভর ব্যক্তি যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘোষিত হইবার তারিখ হইতে অনবরত অনূন ০৩ (তিন) বছর ঐ এলাকায় বসবাস বা কোন বাণিজ্য, ব্যবসা, বৃত্তি বা পেশায় জড়িত ছিলেন

এবং যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ভূমি অধিগ্রহণের ফলে তাহাদের জীবিকা হইতে বঞ্চিত বা তাহার ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশা বা জীবিকার প্রধান উৎস হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে অথবা অন্য কোন কারণে বাধ্যতামূলকভাবে বসতি হইতে উচ্ছেদ হইয়াছে;

- (গ) “ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা” অর্থ ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপনে ঘোষিত কোন গ্রাম বা এলাকা;
- (ঘ) “কৃষি শ্রমিক” অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘোষণা করিবার অব্যবহতিপূর্বে ঐ এলাকায় অনূ্যন ৫ (পাঁচ) বৎসর বসবাসকারী ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কোন ভূমির মালিক নহেন তবে অন্যের ভূমিতে কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেন এবং এই অধিগ্রহণের ফলে উক্ত ব্যক্তি তাহার আয়ের উৎস হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।
- (ঙ) “কৃষি ভূমি” বলিতে এইরূপ ভূমিকে বুঝাইবে যাহা নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়:
- (অ) কৃষি বা উদ্যান;
- (আ) দুগ্ধ খামার, পোল্ট্রি খামার, মৎস্য চাষ, রেশম চাষ, গৃহপালিত পশুপ্রজনন বা নার্সারি ঔষধি গাছ জন্মানো;
- (ই) ফসল, ঘাস বা বাগান চাষ;
- (ঈ) গবাদি পশুচারণের জন্য কৃষকের ব্যবহৃত জমি, তবে শুধু কাঠ কাটিবার জন্য ব্যবহৃত জমি অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (চ) “দারিদ্র্যসীমার নিচের বা বিপিএল (below poverty line) পরিবার” বলিতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় দ্বারা সময়ে সময়ে সংজ্ঞায়িত দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবার এবং যাহারা ঐ সময়ে কার্যকর বিপিএল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত;
- (ছ) “পুনর্বাসন এর জন্য কমিশনার” অর্থ ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পুনর্বাসনের জন্য কমিশনার;
- (জ) “পরিবার” অন্তর্ভুক্ত করিবে একজন ব্যক্তি, তাহার স্বামী বা স্ত্রী, নাবালক পুত্র, অবিবাহিত কন্যা, নাবালক ভাই, অবিবাহিত বোন, বাবা, মা এবং অন্যান্য আত্মীয় যাহারা তাহার সহিত বসবাস করে এবং তাহাদের জীবনধারণের জন্য তাহার উপর নির্ভরশীল; এবং এ ছাড়াও একক পরিবার বলিতে বুঝাইবে, তাহার স্বামী বা পত্নী ও নাবালক সন্তানদের;
- (ঝ) “জমা” বলিতে দখলকার বা প্রজা বা উভয় যোগ্যতায় কোন ভূমির স্বত্বদখলকারকে বুঝাইবে;
- (ঞ) “ভূমি অধিগ্রহণ” বলিতে সময়ে সময়ে সংশোধিত অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইন অথবা প্রজাতন্ত্রে প্রচলিত অন্য কোন আইনের অধীন ভূমি অধিগ্রহণকে বুঝাইবে;
- (ট) “প্রান্তিক কৃষক” বলিতে এইরূপ কৃষককে বুঝাইবে যাহার সেচ সুবিধা ছাড়া এক হেক্টর পর্যন্ত ভূমি বা সেচ সুবিধাসহ অর্ধেক হেক্টর পর্যন্ত ভূমিধারণ রহিয়াছে;
- (ঠ) “অ-কৃষি শ্রমিক” বলিতে এইরূপ ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় উক্ত এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত ঘোষণা করিবার অব্যবহতিপূর্বে উক্ত এলাকায় প্রাথমিকভাবে অনূ্যন ৩ (তিন) বৎসর বাসিন্দা ছিলেন, যাহার ঐ এলাকায় কোন ভূমি নেই কিন্তু কায়িক শ্রম দ্বারা তাহার জীবিকা উপার্জন করিত;
- (ড) “প্রজ্ঞাপন” বলিতে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত কোন প্রজ্ঞাপন;
- (ঢ) “নির্ধারিত” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;
- (ণ) “প্রকল্প” বলিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সংখ্যা বিবেচনায় না লইয়া তাহাদের বাধ্যতামূলক বসতি উচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট একটি প্রকল্প;
- (ত) “পুনর্বাসন এলাকা” অর্থ সরকার কর্তৃক ধারা ২৩ এর অধীন ঘোষিত একটি এলাকা;
- (থ) “ক্ষুদ্র চাষী” বলিতে বলিতে এইরূপ কৃষককে বুঝাইবে যাহার সেচ সুবিধা ছাড়া দুই হেক্টর পর্যন্ত ভূমি বা সেচ সুবিধাসহ এক হেক্টর পর্যন্ত ভূমি রহিয়াছে; কিন্তু তাহা একজন প্রান্তিক কৃষকের মোট ভূমির তুলনায় আরো বেশি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন

৪। কতিপয় ক্ষেত্রে সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন গবেষণা

- (১) যখনই, একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত হয় অথবা একটি চলমান প্রকল্প সম্প্রসারণ করা হয়, যাহার ফলে সার্বজনীনভাবে ২০০ (দুইশত) বা অধিক সংখ্যক পরিবারের বাধ্যতামূলক বসতি উচ্ছেদ হইবে, তাহা হইলে এই মর্মে নিশ্চিত হইবে যে, একটি সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন গবেষণা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রস্তাবিত আক্রান্ত অঞ্চলে পরিচালিত হইয়াছে।
- (২) যখন উপ-ধারার (১) অধীন একটি সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন পরিচালিত হইবে, সরকার, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, বিবেচনায় রাখিবেন, সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তি, সম্পদ ও অবকাঠামোর উপর প্রকল্পের প্রভাব; বিশেষ করিয়া, রাস্তা, গণপরিবহন, নিষ্কাশন, স্যানিটেশন, সুপেয় পানির উৎস, গবাদি পশুর জন্য পানির উৎস, কমিউনিটি পুকুর, গোচারণ ভূমি, বৃক্ষরোপণ, সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমন ডাকঘর, ন্যায্য মূল্য দোকান, খাদ্য গুদাম, বিদ্যুৎ সরবরাহ, স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা, বিদ্যালয় এবং শিক্ষাগত ও প্রশিক্ষণ সুবিধা, উপাসনালয়গুলি, ঐতিহ্যগত আদিবাসী প্রতিষ্ঠানের জন্য ভূমি, এবং মৃতদেহ সৎকারের জন্য ভূমির উপর প্রভাব।
- (৩) সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন যে, কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের সম্ভাব্য সামাজিক প্রভাব মোকাবিলা করিবার জন্য উন্নতিসাধক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হইবে, কিন্তু তাহা ঐ এলাকায় সরকারের কোন কার্যপ্রণালীতে একটি স্কীম বা প্রোগ্রামের অধীনে যাহা প্রদত্ত তাহার চাইতে কম হইবে না।

৫। সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনায় ভিন্ন ভিন্ন ধারার বিশেষজ্ঞদের স্বাধীন গ্রুপ গঠন

- (১) সরকার কর্তৃক ঘোষিত ভিন্ন ভিন্ন ধারার বিশেষজ্ঞদের একটি স্বাধীন গ্রুপ দ্বারা সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরীক্ষার জন্য উহা সরকারের নিকট পেশ করা হইবে।
- (২) নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ নিয়া বিশেষজ্ঞ দল গঠিত হইবে, যথা:
 - (ক) সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন বেসরকারী সামাজিক বিজ্ঞানী ও পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ;
 - (খ) প্রস্তাবিত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার সার্কেল চীফ বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধি।

৬। প্রয়োজনবোধে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের পাশাপাশি সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন গবেষণা পরিচালনা

- (১) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে জারিকৃত আইন, বিধি ও নির্দেশনা অনুযায়ী যদি পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের প্রয়োজন হয়, তবে সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন গবেষণা এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন গবেষণা একযোগে পরিচালিত হইবে।
- (২) পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গণ শুনানীতে সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হইবে।
- (৩) সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন বিষয়ে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত Impact Assessment Agency-এর নিকট পেশ করা হইবে, এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি ধারা ৫ এর অধীন গঠিত বিশেষজ্ঞ দলের নিকট সরবরাহ করা হইবে।

৭। সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন ছাড়পত্র

- (১) সরকার কর্তৃক গেজেটে প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত পদ্ধতিতে এবং সময়ের মধ্যে সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন ছাড়পত্র মঞ্জুর করা হইবে;
- (২) সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন ছাড়পত্র এর শর্তসমূহ পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং বাস্তবায়নের সময় পুনর্বাসন প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দ্বারা অবশ্য পালনীয় হইবে;

- (৩) মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য বা রিপোর্ট জমা দেওয়া হইলে বা কোন প্রকৃত তথ্য গোপন করা হইলে, সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন ছাড়পত্র প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে বা মঞ্জুরকৃত কোন রিপোর্ট, যদি থাকে, পরবর্তীকালে মিথ্যা তথ্য পাওয়া গেলে তাহা প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে।

৮। সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন হইতে অব্যাহতি

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষার ব্যবস্থা সাপেক্ষে প্রতিরক্ষা বা জাতীয় নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক জরুরী ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহ এই অধ্যায়ের বিধানসমূহ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায় পুনর্বাসন কর্তৃপক্ষ

৯। পুনর্বাসন প্রশাসক

- (১) যেইক্ষেত্রে সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের কারণে বা অন্য কোন কারণে সার্বজনীনভাবে ২০০ (দুইশত) বা তার অধিক পরিবারের বাধ্যতামূলক স্থানচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে সেইক্ষেত্রে সরকার, সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের সহিত পরামর্শক্রমে, গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য জেলা প্রশাসক পদমর্যাদার নিচে নহে এইরূপ একজন কর্মকর্তাকে উক্ত প্রকল্পের জন্য প্রশাসক নিয়োগ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রকল্পের ক্ষেত্রে সার্বজনীনভাবে ২০০ (দুইশত)-এর কম সংখ্যক পরিবারের বাধ্যতামূলক স্থানচ্যুতির ক্ষেত্রে সরকার, সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের সহিত পরামর্শক্রমে, গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পদমর্যাদার নিচে নহে এইরূপ একজন কর্মকর্তাকে উক্ত প্রকল্পের জন্য প্রশাসক নিয়োগ করিবেন।

- (২) পুনর্বাসন প্রশাসককে সহায়তা করিবার জন্য এইরূপ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দরকার হইবে যেইরূপ সরকার নির্ধারণ করিবে।

১০। প্রশাসকের ক্ষমতা এবং কার্যাবলী

- (১) সরকারের তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, পুনর্বাসন প্রশাসক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;
- (২) পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন, কার্যকরকরণ এবং পর্যবেক্ষণের কাজ পুনর্বাসন প্রশাসকের উপরই ন্যস্ত থাকিবে;
- (৩) সরকারের কোন সাধারণ বা বিশেষ আদেশ সাপেক্ষে, পুনর্বাসন প্রশাসক নিম্নরূপ কার্যাবলী পালন করিবে—
- (ক) ব্যক্তি স্থানচ্যুতির হার কমানো এবং এইরূপ বিকল্পের সন্ধান করা যাহার ফলে স্থানচ্যুতি না ঘটে অথবা সর্বনিম্ন হারে স্থানচ্যুতি ঘটে;
- (খ) একটি পুনর্বাসন প্রকল্প বা পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবার সময় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহিত আলোচনা করা;
- (গ) অধ্যায় ৫ এর অধীন প্রয়োজনীয় একটি প্রকল্প বা পুনর্বাসন এর পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;
- (ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনাক্রমে ভূমি অধিগ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ের আনুমানিক ব্যয় এবং পুনর্বাসন কার্যক্রমসমূহের আনুমানিক ব্যয় সম্বলিত বাজেট প্রস্তুত করণ;
- (ঙ) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের পুনর্বাসনের জন্য ভূমির ব্যবস্থাকরণ;
- (চ) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য ভূমি বরাদ্দকরণ ও সুবিধাপ্রদান প্রদান নিশ্চিত করণ; এবং
- (ছ) সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক লিখিতভাবে অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন।

- (৪) পুনর্বাসন প্রশাসক, লিখিত আদেশ দ্বারা, সহকারী কমিশনার (ভূমি) বা তাহার পদে নিম্নে নহে এইরূপ কোন কর্মকর্তাকে পুনর্বাসন প্রকল্প বা পরিকল্পনা সার্থক বাস্তবায়নের জন্য এই আইনের অধীনে দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবেন।
- (৫) এই অধ্যায়ের অধীনে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ পুনর্বাসন প্রশাসককে সহায়তা করিবার জন্য বাধ্য থাকিবে এবং তাহার অধঃস্তন থাকিবে।

১১। পুনর্বাসন কমিশনার

- (১) সরকার এই আইনের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য সরকারের যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে, যিনি পুনর্বাসন কমিশনার হিসাবে অভিহিত হইবেন;
- (২) কমিশনার পুনর্বাসন প্রকল্প বা পরিকল্পনা তত্ত্বাবধান এবং সেই প্রকল্প বা পরিকল্পনা সঠিক বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন।

১২। প্রকল্প পর্যায়ে পুনর্বাসন কমিটি

- (১) সার্বজনীনভাবে ২০০ (দুইশত) বা তাহার অধিক সংখ্যক পরিবারের বাধ্যতামূলক স্থানচ্যুতির বিষয় জড়িত এইরূপ প্রকল্পের ক্ষেত্রে পুনর্বাসন পরিকল্পনা বা প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং পুনর্বাসন পরবর্তী সামাজিক নিরীক্ষণের জন্য পুনর্বাসন প্রশাসককে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিয়া সরকার পুনর্বাসন কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করিবেন।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত পুনর্বাসন কমিটি, সরকারি কর্মকর্তাগণ ব্যতীত, নিম্নবর্ণিত সদস্যগণকে অন্তর্ভুক্ত করিবে, যথা:
 - (ক) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বসবাসকারী মহিলাদের একজন প্রতিনিধি;
 - (খ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসীদের একজন প্রতিনিধি;
 - (গ) স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের একজন প্রতিনিধি;
 - (ঘ) প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা;
 - (ঙ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় অবস্থিত উপজেলা চেয়ারম্যান বা পৌরসভার মেয়র বা তাহার মনোনীত একজন প্রতিনিধি;
 - (চ) সংশ্লিষ্ট এলাকার জাতীয় সংসদ সদস্য; এবং
 - (ছ) সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি।
- (৩) পুনর্বাসন কমিটির কার্যক্রম, কমিটির সভা এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি এই মর্মে নির্ধারিত পদ্ধতিতে হইবে।

১৩। আন্তঃজেলা প্রকল্প

- (১) যদি একটি প্রকল্পের একাধিক জেলার একটি এলাকা জুড়ে প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার বসবাস করা বা যেখানে পুনর্বাসিত করার প্রস্তাব ছিল সেটি একাধিক জেলার একটি এলাকা জুড়ে, সেইক্ষেত্রে সরকার, একজন পুনর্বাসন প্রশাসক, পুনর্বাসন কমিশনার, একটি সাধারণ পুনর্বাসন কমিটি নিয়োগ করিবেন।
- (২) ক্ষিম বা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কোন অসুবিধা দেখা দিলে, বিষয়টি সিদ্ধান্তের জন্য সরকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

১৪। মনিটরিং কমিটি:

- (১) এই আইনের অধীন পুনর্বাসন ক্ষিম বা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ এবং মনিটরিংয়ের জন্য সরকার একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করিবে।
- (২) উপ-ধারা (১)-এ বর্ণিত কমিটি নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হইবে:
 - (ক) চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার;
 - (খ) পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩ (তিন) জন সার্কেল চীফ;
 - (গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান;
 - (ঘ) সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য;
 - (ঙ) সংশ্লিষ্ট মহিলা সংসদ সদস্য; এবং
 - (চ) সরকার কর্তৃক মনোনীত পুনর্বাসন বিষয়ক ২ (দুই) জন বিশেষজ্ঞ।
- (৩) কমিটির অনুসরণীয় কার্য পদ্ধতি এবং বিশেষজ্ঞদের প্রদেয় ভাতা নির্ধারিত পদ্ধতিতে হইবে।

- (৪) কমিটির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সরকার কমিটিকে প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী প্রদান করিবে।

১৫। তথ্য প্রকাশ

যখন প্রয়োজন হইবে সরকার নিয়মিত এবং যথা সময়ে মনিটরিং কমিটির নিকট, এই আইনের আওতায় সকল বিষয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদান করিবে।

চতুর্থ অধ্যায় পুনর্বাসন ক্ষিম বা পরিকল্পনা

১৬। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘোষণা

- (১) সরকারের নিকট যদি এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে কোন প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ বা অন্য কোন কারণে, সার্বজনীনভাবে ২০০ (দুইশত) বা তাহার অধিক পরিবারের বাধ্যতামূলক স্থানচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা হইলে সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা এলাকাকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রণীত প্রত্যেক ঘোষণা, অন্তত দুইটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে যাহার মধ্যে একটি ব্যাপক প্রচলন আছে এমন জাতীয় দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র হইবে এবং এছাড়াও ঘোষণার একটি অনুলিপি উক্ত সম্পত্তি যেই এলাকায় অবস্থিত সেই এলাকার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা রাজস্ব কর্মকর্তার কার্যালয় এবং পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট নোটিশ বোর্ডে সংযুক্ত করা হইবে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে লটকাইয়া রাখিতে হইবে এবং এই মর্মে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য পদ্ধতিও অনুসরণীয় হইবে। এছাড়াও পাশাপাশি এই ধরনের ঘোষণা ব্যাপকভাবে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হইবে।

১৭। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার জরিপ এবং শুমারী

- (১) ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন ঘোষণা প্রকাশের পরবর্তীকালে পুনর্বাসন প্রশাসক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও পরিবার সনাক্ত করিবার জন্য একটি Baseline Survey and Census পরিচালনা করিবেন।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিটি জরিপ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের নিম্নলিখিত গ্রাম বা মৌজাভিত্তিক তথ্য ধারণ করিবে, যথা:
- (ক) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত, যে কোন বাণিজ্য, ব্যবসা, বৃত্তি বা পেশায় জড়িত পরিবারের সদস্যগণ;
 - (খ) পরিবারসমূহ যাহারা তাহাদের ঘর, কৃষি জমি, কর্মসংস্থান বা তাহাদের বাণিজ্য, ব্যবসা, বৃত্তি বা পেশা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে বা বিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে;
 - (গ) কৃষি শ্রমিক ও অকৃষি শ্রমিক;
 - (ঘ) অসহায় ব্যক্তি যথা প্রতিবন্ধী, দুস্থ, অনাথ, বিধবা, অবিবাহিত মেয়ে, স্বামী পরিত্যক্তা নারী, বা ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসর বয়সের ঊর্ধ্বের ব্যক্তিগণ, যাহাদের বিকল্প জীবিকার কোন উপায় নেই এবং যাহারা পরিবার হিসাবে গণ্য হয়নি;
 - (ঙ) ভূমিহীন (বসতভিটা বা কৃষি জমি নেই অথবা এই দুইটির একটি আছে আরেকটি নেই) এবং দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবার, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘোষণা করিবার অব্যবহিত পূর্বে অনূন ০৩ (তিন) বৎসর যাবৎ উক্ত এলাকায় একটানা বসবাস করিতেছে।
- (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন গৃহীত প্রতিটি জরিপ ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন ঘোষিত তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

- (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন জরিপ শেষ হইবার পরে, অথবা ৯০ (নব্বই) দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদ শেষ হইবার পরে, যেই সময় আগে শেষ হইবে, পুনর্বাসন প্রশাসক প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিচালিত জরিপ ফলাফলের বিবরণ সম্বলিত একটি খসড়া, এই মর্মে নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রকাশ করিবেন, এবং ইহার ফলে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে আপত্তি ও পরামর্শ আহবান করিবেন।
- (৫) জরিপের ফলাফলের বিবরণ সম্বলিত খসড়া প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদ শেষ হইবার এবং উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রাপ্ত আপত্তি ও পরামর্শ বিবেচনার করিবার পর, পুনর্বাসন প্রশাসক জরিপের বিস্তারিত বিবরণসহ সুপারিশ সরকারের নিকট জমা প্রদান করিবেন।
- (৬) পুনর্বাসন প্রশাসকের নিকট হইতে জরিপ ও পুনর্বাসনের জন্য সুপারিশের বিস্তারিত বিবরণ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জরিপের চূড়ান্ত বিবরণ প্রকাশ করিবে।

১৮। পুনর্বাসনের জন্য জমি মূল্যায়ন

- (১) পুনর্বাসন প্রশাসক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে পুনর্বাসন করা যাইবে এইরূপ ভূমির একটি তালিকা তৈরি করিবেন।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রণীত ভূমির তালিকায় থাকিবে-
 - (ক) যেই ভূমি বিদ্যমান বা প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকরা হইয়াছে এবং এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্টকৃত;
 - (খ) সরকারি পতিত জমি এবং খাস বা অন্য কোন সরকারি জমি যাহা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে বরাদ্দ দেওয়া যাইতে পারে;
 - (গ) পুনর্বাসন প্রকল্প বা পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে ক্রয় বা অধিগ্রহণের জন্য পাওয়া যাইতে পারে এইরূপ জমি; বা
 - (ঘ) উপরিউক্ত এক বা একাধিক তথ্যের সংমিশ্রণ।

১৯। পুনর্বাসনের জন্য খসড়া প্রকল্প বা পরিকল্পনা

- (১) ধারা ১৭ এর অধীন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের Baseline Survey and Census-এর পর এবং ধারা ১৮-এর অধীন পুনর্বাসন জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির মূল্যায়নের পর পুনর্বাসন প্রশাসক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের প্রতিনিধি উক্ত এলাকার নারী প্রতিনিধির সহিত আলোচনা করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য একটি খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন।
- (২) খসড়া পুনর্বাসন প্রকল্প বা পরিকল্পনা, এই মর্মে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পুনর্বাসন এলাকায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হইবে।
- (৩) খসড়া পুনর্বাসন প্রকল্প বা পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিবরণ থাকিবে যথা:
 - (ক) প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণ করা জমির পরিমাণ বা অন্যথায় প্রকল্পের জন্য হারিয়ে যাওয়া জমি এবং ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের নাম;
 - (খ) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির গ্রামভিত্তিক তালিকা, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পরিবারভিত্তিক তাহাদের মালিকানাধীন ও দখলীয় ভূমি এবং অস্থাবর সম্পত্তির প্রকৃতি ও ধরন এবং জরিপের ক্রমানুসারে এই ধরনের ভূমি ও অস্থাবর সম্পত্তির যেই পরিমাণ হারিয়েছে বা হারানোর সম্ভাবনা রহিয়াছে উহার প্রকৃতি ও ধরন;
 - (গ) এই ধরনের এলাকায় কৃষি শ্রমিকদের একটি তালিকা এবং এইরূপ ব্যক্তিদের নাম যাহাদের জীবিকা কৃষি কার্যক্রমের উপর নির্ভর করে;
 - (ঘ) এমন ব্যক্তিদের তালিকা যাহারা তাহাদের কর্মসংস্থান বা জীবিকা হারিয়েছে বা হারানোর সম্ভাবনা রহিয়াছে বা যাহারা ভূমি অধিগ্রহণের পরিণতিতে সম্পূর্ণভাবে বাণিজ্য, ব্যবসা, বৃত্তি বা পেশা, আয়ের উৎস হইতে বঞ্চিত হইয়াছে বা অন্য কোন কারণে বাধ্যতামূলকভাবে স্থানচ্যুত হইয়াছে;
 - (ঙ) অ-কৃষি শ্রমিকদের একটি তালিকা;

- (চ) বাস্তুবাড়িবিহীন এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিহীন পরিবারসমূহের একটি তালিকা;
- (ছ) ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (২) এর (ঈ) বিধান এর অনুযায়ী অসহায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির একটি তালিকা;
- (জ) দখলকারীদের একটি তালিকা, যদি থাকে;
- (ঝ) জনপরিষেবা এবং সরকার ভবনসমূহের একটি তালিকা যেগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে;
- (ঞ) সরকারি ও সম্প্রদায়ের সম্পত্তি, সম্পদ ও অবকাঠামোর বিস্তারিত তথ্য;
- (ট) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে প্রদান করা হইবে এইরূপ সুবিধা এবং প্যাকেজসমূহের একটি তালিকা;
- (ঠ) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে পুনর্বাসন ও বরাদ্দ প্রদানের জন্য পুনর্বাসন এলাকায় অবস্থিত ভূমির ধরন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য;
- (ড) পুনর্বাসনের জন্য প্রদেয় অবকাঠামোগত সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধার বিস্তারিত তথ্য;
- (ঢ) পুনর্বাসন এলাকায় বাস্তুচ্যুত পরিবারের স্থানান্তর এবং পুনর্বাসনের জন্য সময় সময়সূচী; এবং
- (ণ) পুনর্বাসন প্রশাসক অন্যান্য যে সকল বিষয় প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিবেন সেই সকল বিষয়।

২০। প্রকল্প এবং পরিকল্পনার চূড়ান্ত প্রকাশ

- (১) পুনর্বাসন প্রশাসক পুনর্বাসন সংক্রান্ত খসড়া প্রকল্প বা পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবেন।
- (২) পুনর্বাসনের জন্য অনুমোদিত প্রকল্প বা পরিকল্পনা সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা প্রকাশিত হইবে।
- (৩) পুনর্বাসন প্রকল্প বা পরিকল্পনার বিজ্ঞপ্তি যে তারিখে প্রকাশ করা হইবে, সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের পুনর্বাসন

২১। পুনর্বাসন এলাকা ঘোষণা

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে পুনর্বাসনের জন্য সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোন এলাকা বা এলাকাসমূহকে পুনর্বাসন এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবেন।

২২। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি স্থাপন

- (১) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে, যেখানে সম্ভব, একটি গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসতির ব্যবস্থা করা হইবে।
- (২) যদি কোন গ্রামের বা এলাকার সমগ্র জনগোষ্ঠী যাহাদেরকে স্থানান্তর করা হইবে তাহারা যদি একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের হইয়া থাকে তাহা হইলে এই জনগোষ্ঠী বা পরিবারসমূহকে যেখানে সম্ভব, পুনর্বাসন এলাকায় সার্বজনীনভাবে পুনর্বাসিত করা যাইবে।

২৩। পুনর্বাসনের জন্য জমি ক্রয় বা বিনিময়

পুনর্বাসন প্রশাসক সরকারের পক্ষে, এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি সাপেক্ষে, পুনর্বাসন প্রকল্প বা পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কোন জমি ক্রয় বা বিনিময় করিবার জন্য কোন ব্যক্তির সহিত চুক্তি করিতে পারিবেন।

২৪। পুনর্বাসন এলাকায় অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা

- (১) সার্বজনীনভাবে ২০০ (দুইশত) পরিবার বা তাহার বেশি সংখ্যক পরিবারের বাধ্যতামূলক স্থানচ্যুতির ক্ষেত্রে, সরকার ঘোষিত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সামগ্রিকভাবে পুনর্বাসন এলাকায় প্রদান করিতে হইবে।
- (২) স্থানান্তর যদি একটি বিদ্যমান বসতি এলাকায় হয়, একই অবকাঠামো স্থানীয় সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করেই বর্ধিত করা হইবে।
- (৩) সার্বজনীনভাবে ২০০ (দুইশত) বা তাহার কম সংখ্যক পরিবারকে বাধ্যতামূলক স্থানচ্যুতির ক্ষেত্রে সকল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সরকারের নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী পুনর্বাসন এলাকায় মৌলিক অবকাঠামো সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবে।

২৫। জীবিকা ভাতা

আপাতত বলবৎ প্রজাতন্ত্রের অন্য কোন আইনের অধীনে, যদি জরুরি ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়, প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে এই আইনের অধীন মাসিক জীবিকা ভাতা এবং অন্যান্য পুনর্বাসন সুবিধা ছাড়াও পুনর্বাসনের পূর্ব পর্যন্ত ট্রানজিট সুবিধা এবং অস্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করা হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য পুনর্বাসন সুবিধা

২৬। যোগ্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য প্রদেয় পুনর্বাসন সুবিধা

ধারা ১৬ (১) এর অধীন ঘোষণা প্রকাশের তারিখে ঘোষণা অনুযায়ী যোগ্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহ পুনর্বাসন সুবিধার আওতায় আসিবে এবং উক্ত তারিখের পরে পারিবারিক সম্পত্তির কোন বিভাগ বিবেচনায় লওয়া হইবে না।

২৭। গৃহায়ন সুবিধা

(১) কোন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার যিনি বাড়ির মালিক এবং যাহার বাড়ি হারিয়েছে বা অধিগ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাকে ঐ জমির জন্য মূল্য প্রদান ব্যতীত, অধিগৃহীত বা হারিয়ে যাওয়া ভূমির প্রকৃত পরিমাণ সাপেক্ষে, ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) বর্গ মিটার পরিমাণ জমি গ্রামাঞ্চলে বা, ক্ষেত্রমত, ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) বর্গ মিটার পরিমাণ জমি শহরাঞ্চলে, বাড়ির জন্য জমি বরাদ্দ প্রদান করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, শহরাঞ্চলে, ১০০ (একশত) বর্গ মিটার পর্যন্ত কার্পেট এলাকার একটি বাড়ি তাহার পরিবর্তে প্রদান করা যাইতে পারে।

(২) দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার যাহার কোন বাস্তুবাড়ি নেই বা যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা হিসাবে ঘোষণার তারিখের অব্যবহিত পূর্ব হইতে ঐ এলাকায় অন্যান্য ৫ (পাঁচ) বৎসর বসবাস করিতেছেন এবং যাহাদেরকে ঐ এলাকা হইতে বাধ্যতামূলকভাবে স্থানচ্যুত করা হইয়াছে তাহাদেরকে পুনর্বাসন এলাকায় গ্রামাঞ্চলে কমপক্ষে ৫০ (পঞ্চাশ) বর্গ মিটার পর্যন্ত কার্পেট এলাকার একটি বাড়ি বা ক্ষেত্রমত শহরাঞ্চলে কমপক্ষে ২৫ (পঁচিশ) বর্গ মিটার পর্যন্ত কার্পেট এলাকার একটি বাড়ি প্রদান করা হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরনের কোন পরিবার যদি প্রদেয় বাড়ি গ্রহণ না করিতে চায় তাহা হইলে উক্ত পরিবারকে বাড়ি তৈরি করিবার জন্য এককালীন অর্থিক সহায়তা প্রদান করা হইবে যাহার পরিমাণ বাংলাদেশ সরকারের যে কোন গৃহায়ন প্রকল্পের আওতায় প্রদেয় অর্থের তুলনায় কম হইবে না।

ব্যাখ্যা- শহর এলাকায় প্রয়োজনবোধে বহুতল ভবনে গৃহায়নের ব্যবস্থা করা হইবে।

২৮। কৃষি জমি বরাদ্দ

(১) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কৃষি জমির মালিক এরূপ প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং যাহার সমগ্র জমি অধিগ্রহণ করা হইয়াছে বা হারিয়েছে, এবং যাহার ফলে উক্ত পরিবার প্রান্তিক কৃষকে পরিণত হইয়াছে, এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ক্ষেত্রে খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির নামে যতটুকু জমি হারিয়েছে ততটুকু, যদি পুনর্বাসন এলাকায় সরকারি জমি পর্যাপ্ত থাকে তবে, কৃষি সেচের ভূমির এক হেক্টর বা অসেচের ভূমি বা চাষযোগ্য পতিত ভূমি দুই হেক্টর পর্যন্ত অধিগ্রহণকৃত ভূমির প্রকৃত পরিমাণ সাপেক্ষে, বরাদ্দ করা হইবে।

(২) সেচ প্রকল্পের ক্ষেত্রে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে প্রকল্প এলাকায় ভূমির-জন্য-ভূমি বরাদ্দ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রদান করা হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে এরূপ বরাদ্দকৃত ভূমি এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে বরাদ্দকৃত নির্দিষ্ট আয়তনের বিভিন্ন দাগের ভূমি একট বন্ধ করা যাইবে যেখানে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করা যাইবে:

তবে আরও শর্ত থাকে যে, যদি কোন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে প্রকল্প এলাকায় ভূমি বরাদ্দ দেওয়া না যায় বা উক্ত পরিবার ভূমি গ্রহণ করিতে অনগ্রহী হইলে, তাহা হইলে উক্ত পরিবারকে অন্যত্র উপযুক্ত জমি ক্রয় করিবার জন্য হারানো ভূমির প্রতিদানস্বরূপ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাইতে পারে।

(৩) অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিবর্তে কৃষি ভূমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে, যাহার নাম খতিয়ানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে সেরূপ প্রতিটি ব্যক্তিকে এককালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়া হইবে সরকার নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাহা ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকার কম হইবে না।

(৪) অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিবর্তে পতিত ভূমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে যাহার নাম খতিয়ানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে সেরূপ প্রতিটি ব্যক্তিকে এককালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়া হইবে সরকার নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাহা বিঘা প্রতি ৫০০০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকার কম হইবে না।

২৯। গবাদি পশুর শেডের জন্য আর্থিক সহায়তা

প্রতিটি বাস্তুচ্যুত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গবাদি পশুর শেড নির্মাণের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত উপায়ে এককালীন আর্থিক সহায়তা পাইবে যাহা ন্যূনতম ২৫০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা হইবে।

৩০। পরিবহন খরচ

স্থানান্তরিত হইয়াছে এইরূপ প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার নির্মাণ সামগ্রী, জিনিসপত্র এবং গবাদি পশু স্থানান্তরের জন্য পরিবহন খরচ হিসাবে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত উপায়ে এককালীন আর্থিক সহায়তা পাইবে যাহা ন্যূনতম ২০০০০/- (বিশ হাজার) টাকা হইবে।

৩১। শেড বা দোকান নির্মাণে আর্থিক সহায়তা

প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যিনি একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা স্বনির্ভর ব্যক্তি যিনি বাস্তুচ্যুত হইয়াছেন তিনি শেড বা দোকানের কাজের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত উপায়ে এককালীন আর্থিক সহায়তা পাইবেন যাহা ন্যূনতম ৪০০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা হইবে।

৩২। ভূমি উন্নয়ন প্রকল্প

ভূমির জন্য ভূমি বা কর্মসংস্থানের জন্য ভূমির পরিবর্তে, ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে অধিগ্রহণকৃত ভূমির অনুপাতে, উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে উন্নত ভূমি বা নির্মিত উন্মুক্ত স্থান প্রদান করা যাইবে, কিন্তু তাহা হইবে নির্ধারিত সীমার মধ্যে।

৩৩। মাছ ধরির অধিকার

সেচ প্রকল্পের ক্ষেত্রে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সরকার দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সংরক্ষিত জলাধারের মধ্যে মাছ ধরির অধিকার দেওয়া হইবে।

৩৪। ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় ব্যক্তির মাসিক অবসরভাতা

প্রকল্প কর্তৃপক্ষ, তাহাদের খরচে, বার্ষিক নীতির ব্যবস্থা করিবে যাহা ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (২) (ঈ) এ উল্লিখিত অসহায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে আমৃত্যু একটি পেনশন প্রদান করিবে যাহা মাসিক অন্ত্য ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা সাপেক্ষে সরকার দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে হইবে।

৩৫। রৈখিক প্রকল্প

রৈখিক অধিগ্রহণ ক্ষেত্রে, রেল লাইন, মহাসড়ক, সঞ্চালন লাইন, পাইপলাইন স্থাপন এবং অন্যান্য প্রকল্পসমূহ যেখানে সংকীর্ণ আকারে কোন ভূমি প্রকল্পের জন্য অথবা চলাচলের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়, সেক্ষেত্রে খতিয়ানে নাম রহিয়াছে এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই আইনের অধীন অথবা ভূমি, বাস্তু বা অন্যান্য সম্পত্তি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রকল্পের আওতায় প্রদেয় ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য সুবিধার অতিরিক্ত অন্ত্য ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা সরকার কর্তৃক প্রদান করা হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিক যদি এই ধারায় ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ভূমিহীন অথবা ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক কৃষকে পরিণত হয় তবে এই আইনের অধীন প্রদেয় অন্যান্য পুনর্বাসন সুবিধাসমূহ এই ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে প্রদান করা হইবে।

৩৬। বিশেষ বিধান

- (১) আদিবাসীদের ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং পরিবর্তিত ভূমিতে তাহাদের স্বত্ব পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার পাশাপাশি একটি বিশেষ প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই মর্মে নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি আদিবাসী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইবে।
- (২) যে সকল আদিবাসী তাহাদের বন অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে তাহাদের বন অধিকার নিশ্চিত করিবার নিমিত্তে আদিবাসী উন্নয়ন পরিকল্পনায় ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে বনভূমিবিহীন ভূমিতে বিকল্প জ্বালানী, পশুখাদ্য এবং নন-টিম্বার বন উন্নয়নের জন্য একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হইবে।
- (৩) পুনর্বাসন এলাকায় যদি সরকারি ভূমি পর্যাপ্ত থাকে তবে ভূমির জন্য ভূমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে আদিবাসী প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে অগ্রাধিকার দেয়া হইবে।
- (৪) আদিবাসীর ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে শুরুতেই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ পরিমাণ প্রদান করা হইবে।
- (৫) আদিবাসীদেরকে একই আদিবাসী এলাকায় একটি কমপ্যাক্ট ব্লকে পুনর্বাসিত করা হইবে যাহার ফলে তাহারা জাতিগত, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক পরিচয় ধারণ করিতে পারে।
- (৬) প্রধানত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় গোষ্ঠীগত এবং সামাজিক জমায়েতের জন্য বিনামূল্যে, সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভূমি প্রদান করা হইবে।
- (৭) প্রচলিত আইনের ব্যত্যয় ঘটাইয়া কোন আদিবাসির ভূমি হস্তান্তর করা হইলে উক্ত হস্তান্তর বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে; এবং এই ধরনের ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে, পুনর্বাসন সুবিধা মূল আদিবাসী ভূমির মালিকদের জন্য প্রদেয় হইবে।
- (৮) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কোন নদী, পুকুর বা জলাধারে মৎস্য আহরণ করিত এইরূপ আদিবাসী, প্রথাগত বনবাসী এবং অন্যান্য পরিবারকে সেচের জন্য অথবা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য সংরক্ষিত জলাধারে মৎস্য আহরণের অধিকার প্রদান করা হইবে।
- (৯) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের জন্য প্রচলিত ছিল এইরূপ সুবিধাসমূহ পুনর্বাসন এলাকায়ও অব্যাহত থাকিবে।

৩৭। আদিবাসী স্থানান্তরহাস

আদিবাসী, বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের স্থানান্তর সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

সপ্তম অধ্যায় বিবিধ

৩৮। পুনর্বাসন অনুদান এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধা সূচকীকরণ

পুনর্বাসন সুবিধা এবং অন্যান্য সুবিধা যাহা এই আইনে আর্থিক ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা অবগত করণের তারিখ উল্লেখপূর্বক ভোক্তা মূল্য সূচকে (বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এই মর্মে প্রস্তুতকৃত) অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং যাহা সময় সময় সরকার কর্তৃক সংশোধিত হইবে।

৩৯। মিথ্যা তথ্যের জন্য শাস্তি

যদি কোন ব্যক্তি, এই আইনের অধীনে কোন আদেশ বা নির্দেশনা অনুসারে এইরূপ কোন তথ্য প্রদান করেন বা দলিল উপস্থাপন করেন যাহা মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর বলিয়া তিনি অবগত আছেন তবে তিনি অন্যান্য ৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ডে অথবা ৭০০০০০/- (সাত লক্ষ) টাকা আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

৪০। পুনর্বাসন প্রশাসককে সহায়তা করিবার দায়িত্ব

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারি কর্মকর্তা বা স্থানীয় সংস্থা বা অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা, যখন প্রয়োজন হবে, পুনর্বাসন প্রশাসক বা যথাযথভাবে এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে সাহায্য করিবে।

৪১। দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ারে বাধা

যেক্ষেত্রে কোন পুনর্বাসন প্রশাসক এবং পুনর্বাসন কমিশনারকে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য এই আইনের অধীন ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে সেই বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের কোন এখতিয়ার থাকিবে না এবং এই আইনের অধীন প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সম্পাদিত অথবা সম্পাদন করা হইবে এইরূপ কোন বিষয়ে কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হইবে না।

৪২। কর্মকর্তাগণ Public Servant/সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী

এই আইনের অধীন নিযুক্ত পুনর্বাসন কমিশনার ও পুনর্বাসন প্রশাসক যখন এই আইনের বিধানাবলী অনুসরণ করিয়া কোন কার্য সম্পাদন করিবেন তখন তিনি ১৮৬০ সনের দণ্ডবিধি এর ধারা ২১ এর বিধান অনুসারে একজন Public Servant হিসাবে গণ্য হইবেন।

৪৩। সরল বিশ্বাসে কৃত কার্যের জন্য ক্ষতিপূরণ

এই আইন বা উহার বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আদালতে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা চলিবে না।

৪৪। বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা

- (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধিমালা প্রণয়ন করিবেন।
- (২) উপরোক্ত ক্ষেত্রে প্রদত্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া উক্ত বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করা যাইতে পারে, যথা:
 - (ক) ধারা ৪ উপধারা (১) এর অধীন সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন গবেষণা পরিচালনা করিবার পদ্ধতি;
 - (খ) ধারা ৭ উপধারা (১) এর অধীন সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন ছাড়পত্র মঞ্জুর করিবার পদ্ধতি;
 - (গ) ধারা ৮ এর অধীন প্রতিরক্ষা বা জাতীয় নিরাপত্তা, এবং উহার প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষার উদ্দেশ্যে জরুরি ভূমি অধিগ্রহণ;

- (ঘ) ধারা ১২ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন পুনর্বাসন কমিটির কার্যাবলী সংক্রান্ত কার্যপ্রণালী বিধি এবং উক্ত কমিটির গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- (ঙ) ধারার ১৪ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন মনিটরিং কমিটির কার্যপ্রণালী বিধি;
- (চ) ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (২) অধীনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় অবহিতকরণের পদ্ধতি;
- (ছ) পুনর্বাসন প্রশাসক কর্তৃক ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন পরিচালিত জরিপের ফলাফলের খসড়া বিবরণ প্রকাশ করিবার পদ্ধতি; এবং ধারার ১৯ এর উপ-ধারা (২) অধীনে পুনর্বাসন প্রকল্প বা পরিকল্পনার খসড়া প্রচার করিবার পদ্ধতি;
- (জ) ধারা ২৫ এর অধীন পুনর্বাসন প্রকল্প বা পরিকল্পনার আওতায় কোন ব্যক্তির সম্পাদিতব্য চুক্তির পদ্ধতি;
- (ঝ) ধারা ২৮ উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর অধীন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সহায়তার ধরন সুনির্দিষ্টকরণ;
- (ঞ) ধারার ২৯ এর অধীন গবাদি পশুর শেড নির্মাণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিধান; ধারা ৩০ এর অধীন পরিবার স্থানান্তরের জন্য পরিবহন খরচ এবং ধারা ৩১ এর অধীন দোকানের জন্য শেড নির্মাণ এবং পুনর্বাসন অনুদান;
- (ট) ৩৩ ধারার অধীনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জলাধারে মৎস্য আহরণের অধিকার প্রদান পদ্ধতি;
- (ঠ) ৩৪ ধারার অধীন অসহায় ব্যক্তিকে প্রদেয় পেনশনের পরিমাণ এবং ধারা ৩৬-এ বর্ণিত উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ফরম; এবং
- (ড) অন্য কোন বিষয়, যাহা অত্রাকারে নির্ধারিত করা যাইতে পারে, বা বিধি দ্বারা প্রণয়ন করা যাইতে পারে।

৪৫। জটিলতা দূর করিবার ক্ষমতা

এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে যদি কোন জটিলতা দেখা দেয়, সরকার, উক্ত জটিলতা দূর করিবার জন্য প্রয়োজনবোধে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

ভূমি খতিয়ান সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী

ভূমি জরিপ কোন নির্দিষ্ট জনপদে একটি নির্ধারিত হারে রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জমির অবস্থান, তার প্রমিত পরিমাপ ও মালিকানা নির্ণয়ের জন্য পরিচালিত জরিপ। সুলতান শেরশাহের (১৫৪০-৪৫) শাসনামলে প্রথমবারের মতো উপমহাদেশে ভূমি জরিপের গুরুত্ব সর্বাধিক মনোযোগ লাভ করে। শেরশাহ ভূমি পরিমাপ, ভূমির কর নির্ধারণ ও কর আদায়ের একটি নিয়মিত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তবে সম্রাট আকবরের অর্থ ও রাজস্ব মন্ত্রী তোডর মল (১৫৭১-৮২) জমির সঠিক কর নির্ধারণ, সেইসাথে জমির সর্বাঙ্গীণ জরিপ ও জমি পরিমাপের একটি একক ও অভিন্ন প্রমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকর ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তোডর মলের কর নির্ধারণ ব্যবস্থাটি ১৭৬৫ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় রাজস্ব ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের আগে পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ব্রিটিশ শাসনামলে ভূমি সংস্কার এবং বিভিন্ন বন্দোবস্ত কার্যক্রম গ্রহণের ফলে নতুন করে ভূমি জরিপের আবশ্যিকতা দেখা দেয়। ঐ সময় থাকবস্ত জরিপ (১৮৪৫-১৮৭৭)^{১১৩}, রাজস্ব জরিপ (১৮৪৬-১৮৭৮)^{১১৪}, খসড়া জরিপ কার্যক্রম (১৮৪৬-১৮৫৪)^{১১৫}, দিয়ারা জরিপ (১৮৬২-১৮৮৩)^{১১৬} এবং কিশতওয়ার জরিপ (Cadastral Survey)-এর মত কতিপয় বড় ধরনের জরিপকার্যক্রম প্রচলিত ছিল।

কিশতওয়ার জরিপ (Cadastral Survey): সত্যিকার অর্থে আধুনিক কিশতওয়ার জরিপ খসড়া জরিপের উন্নততর সংস্করণ। খসড়া জরিপ চলত রাজস্ব জরিপের আগে। কিশতওয়ার জরিপ পদ্ধতি আড়ি জরিপ, কিশতওয়ার কার্যক্রম ও ভূবাসন কার্যক্রম এই তিন অংশে বিভক্ত। আড়ি জরিপের কাজ করতেন পেশাদার জরিপ বিশারদগণ। কিশতওয়ার পর্যায়ের কার্যক্রম ভূ-পৃষ্ঠের জমির বিষমকোণী প্লট/ক্ষেত্রগুলোকে মোটামুটি আকারের কয়েকটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্রে বিভক্ত করে। কিশতওয়ার কার্যক্রমের ফল হিসেবে তৈরি হয় একটি মানচিত্র যা কার্যত সর্বদাই প্রতিটি গ্রামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে ১৬ ইঞ্চি = ১ মাইল স্কেলে। এই মানচিত্রে গ্রামগুলোর যথার্থ অবস্থান ও সেগুলোর আবাদি জমির সত্যিকারের সীমা-চৌহদ্দি প্রদর্শিত হয়। কিশতওয়ার জরিপের কাজ আগে জরিপ বিভাগ পরিচালনা করত। এই জরিপকে সাবেক খসড়া জরিপের অপর (পালা) ভাগ হিসেবে গণ্য করা যায়। তবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে খসড়া জরিপের সাথে কিশতওয়ার জরিপের ভিন্নতা রয়েছে, যেমন, এই জরিপের আওতায় জমি বা প্লটকে তার মোটামুটি গড় আকারে না দেখিয়ে এর প্রকৃত আকৃতিতে দেখানো হয়। এসব ক্ষেত্র বা জমির আয়তন সরাসরি ম্যাপ থেকে পরিমাপ করা হয় বলেই সরেজমিনে তৈরি মূল নক্সা বা মানচিত্র থেকে যান্ত্রিক উপায়ে তা পুনরুৎপাদন করা যায় আর ক্ষেত্র বা জমির সীমা নিখুঁতভাবে কিশতওয়ার মানচিত্র থেকে নিয়ে এতে বসিয়ে দেওয়া যায়।^{১১৭}

^{১১৩} ১৮৪৫-৭৭ মেয়াদে রাজস্ব জরিপেরবলায় সর্বদাই পূর্বশর্ত হিসেবে একটি থাকবস্ত বা চৌহদ্দি চিহ্নিকরণ জরিপ পরিচালিত হতো। এর উদ্দেশ্য ছিল, জরিপের অধীন সকল গ্রাম ও তালুকের মধ্যকার সীমা-চৌহদ্দিগুলি সরেজমিনে চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত করা।

^{১১৪} থাক জরিপের উপাত্ত ও জমির জন্য বরাদ্দ সংখ্যার ওপর ভর করে রাজস্ব জরিপ কর্মকর্তা তার কাজ শুরু করতেন। ভূ-সংস্থানগত বিবরণসহ গ্রামের সীমা-চৌহদ্দি, কোন কোন ক্ষেত্রে তালুকের সীমানার নির্ভুল মানচিত্র তৈরি, সাধারণ প্রশাসনিক কাজের জন্য কিছু উপাত্ত প্রণয়ন, প্রতিটি গ্রামের মানচিত্র (সাধারণত, ৪ ইঞ্চি = ১ মাইল) ও পরগনার মানচিত্র (সাধারণত, ১ ইঞ্চি = ১ মাইল) প্রণয়ন ছিল রাজস্ব জরিপের উদ্দেশ্য।

^{১১৫} অস্থায়ী বন্দোবস্তধীন জমিতে এবং স্থায়ী জমিতে বিভিন্ন স্বত্ব জট পাকিয়ে থাকার কারণে ও থাক মানচিত্রে কিংবা থাকবস্ত জরিপের কাগজপত্রে সরেজমিন খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্যের বিস্তারিত প্রদর্শন ব্যয়বহুল বলে এ ধরনের জমিতে খসড়া জরিপ কার্যক্রম পরিচালনাই সাধারণ রীতি। এ কাজে সাধারণত ১৬ ইঞ্চি = ১ মাইল স্কেলই ব্যবহৃত হয়। এ জরিপের আওতায় সংগৃহীত বিস্তারিত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে প্লট বা জমির দাগ নং, কালেক্টরের রেন্ট রোল-এর তৌজি নম্বর, তালুকের নাম, স্বত্বাধিকারীর নাম, চাষি বা প্রজার নাম, জমির (দাগ/প্লটের) বিবরণ, এলাকার নাম, উৎপাদিত ফসলের নাম ইত্যাদি।

^{১১৬} ১৮৪৭ সনের ৯ নং আইনে সন্নিবিষ্ট বিধানের আওতায় বাংলার গঙ্গা ও অন্যান্য বড় নদীর গর্ভদেশ এলাকা ৪ ইঞ্চি = ১ মাইল স্কেলে জরিপ করা হয়। ১৭৮৯ সনের দশসন্য বন্দোবস্তের পর থেকে এ যাবৎ গঠিত নতুন ভূমি নিরূপণের একটি ভিত্তি বের করার জন্য এসব জরিপ পরিচালনা করা হয়। দিয়ারা জরিপ থেকে লব্ধ ফলগুলির কারণে নির্ভুল তুলনামূলক মানচিত্র তৈরি করা সুবিধাজনক হয়েছে। এই মানচিত্রে রাজস্ব, দিয়ারা (নদীগর্ভ এলাকা) ও ভৌগোলিকভাবে আধুনিক সীমা প্রদর্শন করা যায়।

^{১১৭} Banglapedia:ভূমি জরিপ retrieved from accessed August 25, 2014.

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%BF_%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AA

এদেশে সর্বপ্রথম জরিপের কাজ তথা Cadastral Survey (CS) শুরু হয় ১৮৮৭ সালে এবং শেষ হয় ১৯৪০ সালে। এ জরিপই এখনো দেশের Record of Rights (ROR)। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের প্রেক্ষাপটে ১৯৫৫ সালে State Acquisition Operation (SA) এর আওতায় রেকর্ড প্রণয়নের কাজ শুরু হয় এবং ১৯৬২ সালে এ কাজ শেষ হয়। RS রেকর্ড CS জরিপ সমাপ্ত হতে দীর্ঘ ৫০ বছর সময় লাগে। এ সময়ের মধ্যে জমির প্রকৃতি ও মালিকানা পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪০ সালে বৃহত্তর ফরিদপুর ও বরিশাল জেলায় RS বা সংশোধনী জরিপ শুরু করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে বৃহত্তর ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া ও পাবনা জেলায় RS জরিপ সম্পন্ন করা হয়। ময়মনসিংহ জেলার RS কার্যক্রম বর্তমানে সমাপ্ত।^{১১১}

১৯৮৪ সালে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ এর আওতায় দেশের সবকটি জেলায় জরিপ এর স্থায়ী কার্টামো স্থাপন এবং চলমান প্রক্রিয়ায় রেকর্ড হালকরণ এর লক্ষ্যে নিকার এর সিদ্ধান্ত মতে প্রাথমিকভাবে ১০টি (বগুড়া, রংপুর, বরিশাল, সিলেট, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, নোয়াখালী ও কুমিল্লা) জেলার অফিসের মাধ্যমে জরিপ কাজ হাতে নেয়া হয়। পাশাপাশি একটি বিশেষ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শহর জরিপের কাজ হাতে নেয়া হয় যা ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে দেশের ১০টি বৃহত্তর জেলার (সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফরিদপুর, বরিশাল, যশোর, খুলনা রংপুর, বগুড়া এবং টাঙ্গাইল) জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসের আওতাধীনে জরিপ কাজ চলছে।^{১১২}

পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান এলাকায় ভূমি জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ভূমি খতিয়ান (পার্বত্য চট্টগ্রাম) অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ (১৯৮৫ সালের ২নং আইন) জারি করা হয়। ঐ আইনের ৩ ধারায় প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ করার বিধান রয়েছে।^{১১৩} এ প্রেক্ষিতে ১৯৮৬ সাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় পর্যায়ক্রমে কিশতওয়ার জরিপ (Cadastral Survey) শুরু হয়। জরিপ কাজ চলার সময় রাঙ্গামাটি জেলার বেতবুনিয়া মৌজায় কর্তব্যরত ২ (দুই) জন জরিপ কর্মচারী অপহৃত হয়। ফলে নিরাপত্তাহীনতার কারণে ১৯৮৮ সালের ২২ অক্টোবর পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন কাজ স্থগিত করা হয়।

যে আইনের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ভূমি জরিপের কাজ শুরু করা হয়েছিল সেই আইনের মধ্যেও কিছু জটিলতা রয়েছে যার ফলে প্রায়োগিক দিক থেকে উক্ত আইন জনকল্যাণমুখী এবং দরিদ্রবান্ধব নয় এবং তা জনগণের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। প্রথমেই উল্লেখ্য যে, এ আইনটি জারি হয়েছিল সামরিক শাসনামলে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে। ফলে এই আইন প্রণয়নে জনপ্রতিনিধিদের কোন অংশগ্রহণ ছিল না। এ আইনে ভূমির যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে তা অসম্পূর্ণ। আইনের সংজ্ঞামূলক ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বলতে রাঙ্গামাটি জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা বা এর যে কোন অংশের জরিপ এবং ভূমি খতিয়ান প্রস্তুত বা সংশোধন করার নির্দেশ দিয়ে গেজেটে প্রকাশের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা করার কোন বিধান রাখা হয়নি। খসড়া ভূমি খতিয়ান প্রকাশের ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তির কোন উল্লেখ নেই।

এ পরিপ্রেক্ষিতে, একটি জনকল্যাণমুখী ও দরিদ্রবান্ধব আইন ব্যবস্থা প্রচলনের লক্ষ্যে ভূমি আইন রিভিউ করার অংশ হিসেবে ১৯৮৪ সালের ভূমি খতিয়ান (পার্বত্য চট্টগ্রাম) অধ্যাদেশকে রিভিউ করে কতিপয় সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সংশোধনীতে “ভূমি-খতিয়ান (পার্বত্য চট্টগ্রাম) অধ্যাদেশ, ১৯৮৪” সংক্ষিপ্ত শিরোনামটি পরিবর্তন করে “ভূমি খতিয়ান (পার্বত্য চট্টগ্রাম) আইন, ২০১৪” রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং আইনের অন্যান্য সকল স্থানে

^{১১১} “ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর (ডিএলআরএসএস)” retrieved from [http://www.minland.gov.bd/organization/Directorate-of-Land-Records-and-Survey\(DLRS\)](http://www.minland.gov.bd/organization/Directorate-of-Land-Records-and-Survey(DLRS)) accessed August 25, 2014. Ibid

^{১১২} Ibid

^{১১৩} “নীলনকশা!।। পার্বত্য চট্টগ্রাম ঘিরে” retrieved from

http://www.dailyjanakantha.com/news_view.php?nc=15&dd=2011-08-16&ni=68032 16 August 2011 accessed 25 august 2014

“অধ্যাদেশ” শব্দগুলো বিলুপ্ত করে “আইন” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিধানকে বিবেচনায় রেখে ভূমি খতিয়ান প্রস্তুত বা সংশোধন করার নির্দেশ দিয়ে গেজেটে প্রকাশের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা করার বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য খসড়া ভূমি খতিয়ানটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।

এসব সংশোধনীসমূহ গৃহীত হলে, প্রত্যাশা করা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় জরিপ কার্যক্রমে জনমতের প্রতিফলন ঘটবে। ফলে জরিপ কার্যক্রমে জনগণ অসহযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে যা পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার ভূমি সমস্যার সমাধান কার্যক্রমে কিছুটা অগ্রগতি হবে।

ভূমি-খতিয়ান (পার্বত্য চট্টগ্রাম) আইন, [২০১৪]^{২০} (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার ভূমি-খতিয়ান প্রস্তুতের বিধান করিবার জন্য [আইন]^{২১}

যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার ভূমি-খতিয়ান প্রস্তুতের ও তৎসংক্রান্ত বিষয়াদির জন্য বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;
[সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল-]^{২২}

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ

(১) এই [আইন, ২০১৪]^{২৩} সনের ভূমি-খতিয়ান (পার্বত্য চট্টগ্রাম) [আইন]^{২৪} নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় প্রযোজ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই [আইনে]^{২৫},

(ক) “পার্বত্য চট্টগ্রাম” বলিতে [রাঙ্গামাটি]^{২৬}, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলাসমূহের অন্তর্গত সকল এলাকাকে বুঝাইবে;

(খ) [“ভূমি” বলিতে এমন ভূমিকে বুঝাইবে যাহা চাষাবাদ করা হয় বা চাষাবাদ হয় না কিংবা বছরের কোন নির্দিষ্ট সময় পানির নিচে থাকে, এবং ইহা ভূমি হইতে লব্ধ মুনাফা, ঘর বা ভবনসমূহ এবং ভূ-পৃষ্ঠের সহিত সংযুক্ত বা ভূ-পৃষ্ঠের সহিত সংযুক্ত কোন কিছুর সহিত স্থায়ীভাবে নিবদ্ধ কোন কিছুকেও অন্তর্ভুক্ত করিবে]^{২৭}।

(গ) “রাজস্ব অফিসার” বলিতে সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার অথবা এই [আইন]^{২৮} বা তদধীনে প্রণীত বিধি অনুযায়ী রাজস্ব অফিসারের সকল বা যে কোন দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার কর্তৃক [পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সহিত আলোচনা করিয়া]^{২৯} নিয়োজিত অন্য কোন অফিসারকে বুঝাইবে।

৩। ভূমি খতিয়ান প্রস্তুত

সরকার, যথোচিত মনে করিলে, [পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সহিত আলোচনা করিয়া]^{৩০} এই [আইনের]^{৩১} বিধানাবলী মোতাবেক রাজস্ব অফিসার দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা বা উহার যে কোন অংশের জরীপ এবং ভূমি-খতিয়ান প্রস্তুত বা সংশোধন করিবার নির্দেশ দিয়া সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আদেশ জারি করিতে পারিবেন।

৪। ভূমি-খতিয়ানে যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইবে

(১) ৩ ধারার অধীন কোন আদেশ জারি করা হইলে, রাজস্ব অফিসার প্রতিটি মৌজাকে জরীপের একটি একক ধরিয়া উহার অন্তর্গত রাস্তাঘাট, নদী-নালা, বাড়ী-ঘর, মাঠ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া বড় আকারের একটি ম্যাপ প্রস্তুত করিবেন এবং প্রস্তুতব্য বা সংশোধনীয় ভূমি খতিয়ানে সরকার যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেই সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

^{২০} প্রস্তাবিত

^{২১} প্রস্তাবিত

^{২২} “সেহেতু, এক্ষণে, রাষ্ট্রপতি ১৯৮২ সনের ২৪শে মার্চ তারিখের ফরমান এবং এই ক্ষেত্রে তাঁহার অন্যান্য সকল ক্ষমতাবলে নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন:-” এর স্থলে “সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইল।

^{২৩} প্রস্তাবিত

^{২৪} প্রস্তাবিত

^{২৫} প্রস্তাবিত

^{২৬} “পার্বত্য চট্টগ্রাম” এর স্থলে “রাঙ্গামাটি” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইল।

^{২৭} “ভূমি” বলিতে পানি বা জলাশয় অন্তর্ভুক্ত হইবে; এর স্থলে “ভূমি” বলিতে এমন ভূমিকে বুঝাইবে যাহা চাষাবাদ করা হয় বা চাষাবাদ হয় না কিংবা বছরের কোন নির্দিষ্ট সময় পানির নিচে থাকে, এবং ইহা ভূমি হইতে লব্ধ মুনাফা, ঘর বা ভবনসমূহ এবং ভূ-পৃষ্ঠের সহিত সংযুক্ত বা ভূ-পৃষ্ঠের সহিত সংযুক্ত কোন কিছুর সহিত স্থায়ীভাবে নিবদ্ধ কোন কিছুকেও অন্তর্ভুক্ত করিবে- প্রস্তাব করা হইল।

^{২৮} প্রস্তাবিত

^{২৯} প্রস্তাবিত

^{৩০} প্রস্তাবিত

^{৩১} প্রস্তাবিত

- (২) যেক্ষেত্রে কোন মৌজার পূর্ব-নির্ধারিত সীমানাভুক্ত কোন এলাকা জরীপ ও খতিয়ানের একক হিসাবে অনুপযুক্ত, সেই ক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার যতদূর সম্ভব স্থানীয় জনগণ, [হেডম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের মতামত]^{৩৩৩} এবং জেলা প্রশাসকের অভিমত যাচাই করিবার পর জরিপের একক হিসাবে গ্রহণের উদ্দেশ্যে এলাকা নির্ধারণের জন্য সরকারের নিকট, ভূমি রেকর্ড ও জরিপের মহাপরিচালকের মাধ্যমে, প্রস্তাব পেশ করিবেন এবং সরকার যদি এককটি অনুমোদন করেন তাহা হইলে উহাকে ম্যাপ ও ভূমি-খতিয়ান প্রস্তুত ও সংশোধনের জন্য একটি মৌজা হিসাবে ঘোষণা ও গ্রহণ করা হইবে।

৫। খসড়া ভূমি-খতিয়ান প্রকাশন

৪ ধারা অনুযায়ী খসড়া ভূমি-খতিয়ান প্রস্তুত বা সংশোধিত হওয়ার পর, রাজস্ব অফিসার অনূ্যন ৩০ (ত্রিশ) দিন পর্যন্ত জনসাধারণের পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে খসড়াটি [ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবেন এবং রাজস্ব অফিসার বা জেলা প্রশাসকের অফিসে ইহার কপি সংরক্ষণ করিবেন]^{৩৩৪} এবং এইরূপ প্রকাশের মেয়াদের মধ্যে উক্ত খতিয়ানে লিখিত অথবা উহা হইতে বাদ পড়িয়া যাওয়া কোন কিছু সম্পর্কে কোন আপত্তি দায়ের করা হইলে, রাজস্ব অফিসার তাহা গ্রহণ করিবেন এবং বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

৬। আপীল

- (১) ৫ ধারার অধীন দায়েরকৃত আপত্তির উপর রাজস্ব অফিসারের কোন আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি আদেশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সেটেলমেন্ট অফিসারের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।
- (২) এইরূপ প্রত্যেকটি আপীল লিখিত হইতে হইবে এবং উহাতে আপীলের কারণসমূহের বর্ণনা থাকিতে হইবে এবং যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হইবে উহার একটি প্রত্যাখিত নকল উক্ত আপীলের সহিত সংযোজন করিতে হইবে।
- (৩) সেটেলমেন্ট অফিসার স্বয়ং এইরূপ আপীল নিষ্পন্ন করিতে পারিবেন অথবা উহা নিষ্পত্তির জন্য তাহার অধস্তন এইরূপ কোন সহকারি সেটেলমেন্ট অফিসারের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন যিনি নিজে উক্ত ভূমি-খতিয়ান প্রস্তুত বা সংশোধন করেন নাই।

৭। আপত্তি ও আপীল নিষ্পত্তির পদ্ধতি

- (১) যে ব্যক্তি ৫ ধারার অধীন আপত্তি অথবা ৬ ধারার অধীন আপীল শুনিবেন, তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে দেওয়ানী বিচারের পরিচালনা কার্যে নিয়োজিত কোন অফিসার কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য সকল ক্ষমতা এবং ১৮-৭৫ সনের সার্ভে এ্যাক্ট (১৮-৭৫ সালের ৫নং বেঙ্গল এ্যাক্ট) এর অধীন কালেক্টরের সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হইবেন।
- (২) আপত্তি বা আপীল সংক্ষেপে নিষ্পন্ন করা হইবে এবং নথিতে সাক্ষ্য প্রমাণের সার-সংক্ষেপ ও রায়ের যৌক্তিকতার সারাংশ লিপিবদ্ধ করা হইবে।
- (৩) সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে যুক্তিসংগত শুনানীর সুযোগ প্রদান না করিয়া কোন আপত্তি বা আপীল নিষ্পন্ন করা যাইবে না।

৮। ভূমি-খতিয়ানের চূড়ান্ত প্রকাশনা

- (১) দায়েরকৃত যাবতীয় আপত্তি ও আপীল নিষ্পত্তির পর, রাজস্ব অফিসার চূড়ান্ত ভূমি-খতিয়ান প্রস্তুত করিবেন এবং উহা মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
- (২) ভূমি-খতিয়ান মুদ্রণের পর রাজস্ব অফিসার উহা অনূ্যন ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন এবং এইরূপ প্রকাশন খতিয়ানটি যে এই আইনের অধীনে যথাযথভাবে প্রস্তুত বা সংশোধিত হইয়াছে তাহার চূড়ান্ত মান হিসাবে গণ্য হইবে।

^{৩৩৩} প্রস্তাবিত

^{৩৩৪} প্রস্তাবিত

৯। চূড়ান্ত প্রকাশনের প্রত্যায়ন পত্র

ভূমি-খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইবার পর, ভূমি রেকর্ড ও জরীপের মহাপরিচালক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রাজস্ব অফিসার উক্তরূপ চূড়ান্ত প্রকাশনার বিষয় ও উহার তারিখ উল্লেখ করিয়া একটি প্রত্যায়ন প্রস্তুত করিবেন এবং উহাতে তাহার নাম ও সরকারি পদবী উল্লেখপূর্বক তারিখসহ স্বাক্ষর দান করিবেন।

১০। ভূমি-খতিয়ানের শুদ্ধতা সম্পর্কে অনুমান

এই [আইনের]^{১০৮} অধীন প্রস্তুতকৃত বা সংশোধিত ভূমি-খতিয়ানে লিপিবদ্ধ প্রত্যেক তথ্য তৎসম্পর্কিত বিষয়ের প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে এবং তাহা সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা অশুদ্ধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১১। মোকদ্দমা প্রত্যাহার ও বদলী সম্পর্কে সেটেলমেন্ট অফিসারের ক্ষমতা

সেটেলমেন্ট অফিসার, কোন দরখাস্তের প্রেক্ষিতে বা স্বীয় উদ্যোগে, তাহার অধস্তন কোন রাজস্ব অফিসারের নিকট হইতে এই আইনের অধীনে দায়েরকৃত যে কোন মোকদ্দমা প্রত্যাহার করিয়া নিজেই নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন অথবা নিষ্পত্তির জন্য তাহার অধস্তন অন্য কোন রাজস্ব অফিসারের নিকট বদলী করিতে পারিবেন।

১২। প্রতারণামূলক লিপিবদ্ধির সংশোধন

- (১) সেটেলমেন্ট অফিসার, কোন দরখাস্তের প্রেক্ষিতে বা স্বীয় উদ্যোগে, সংশ্লিষ্ট রেকর্ডসমূহ পর্যালোচনা এবং তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় তদন্তের পর যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন ভূমি-খতিয়ানে প্রতারণার মাধ্যমে কোন তথ্য লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি ভূমি-খতিয়ানটির চূড়ান্ত প্রকাশনার পূর্বে উহার সংশোধন করিবার জন্য নির্দেশ দান করিতে পারিবেন।
- (২) সেটেলমেন্ট অফিসার সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে শুনানীর জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া এই ধারার অধীন কোন আদেশ প্রদান করিবেন না।
- (৩) এই ধারার অধীন প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৩। সেটেলমেন্ট অফিসারের বিশেষ ক্ষমতা

চূড়ান্ত ভূমি-খতিয়ান প্রকাশনার পূর্বে যে কোন সময়ে সেটেলমেন্ট অফিসার কোন এলাকা সম্পর্কে এই [আইনের]^{১০৯} অধীনে গৃহীত কার্যধারার যে কোন অংশ বাতিলের নির্দেশ দান করিতে পারিবেন এবং কোন পর্যায়ে হইতে উক্ত কার্যধারা পুনরায় আরম্ভ করা হইবে তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন।

১৪। এই [আইনের]^{১১০} অধীন মহাপরিচালকের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা

সরকারের সাধারণ তত্ত্বাবধান সাপেক্ষে, এই [আইনের]^{১১১} অধীনে গৃহীত যাবতীয় কার্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপের মহাপরিচালকের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইবে এবং তিনি এই [আইনের]^{১১২} অধীনে রাজস্ব অফিসারের যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

^{১০৮} প্রস্তাবিত

^{১০৯} প্রস্তাবিত

^{১১০} প্রস্তাবিত

^{১১১} প্রস্তাবিত

^{১১২} প্রস্তাবিত

১৫। জেলা প্রশাসকের নিকট ম্যাপ ও ভূমি-খতিয়ান হস্তান্তর

(১) এই [আইনের]^{১৯৯}অধীনে কোন মৌজার ভূমি-খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত বা সংশোধনের পর, রাজস্ব অফিসার এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্রসহ সকল মুদ্রিত ম্যাপ ও ভূমি-খতিয়ান সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করিবেন।

(২) জেলা প্রশাসক মুদ্রিত ম্যাপ ও ভূমি-খতিয়ান সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন।

১৬। আদালতের এখতিয়ারের প্রতিবন্ধক

ভূমি-খতিয়ান প্রস্তুত বা সংশোধনের নির্দেশ সংক্রান্ত কোন আদেশ বা ভূমি-খতিয়ান প্রস্তুত বা সংশোধন সম্পর্কিত কোন বিষয় সম্পর্কে কোন আদালতে মোকদমা দায়ের বা দরখাস্ত পেশ করা চলিবে না।

১৭। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

সরকার এই [আইনের]^{২০০}উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১৮। পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৮৭৫ সনের ৫নং বেঙ্গল অ্যাক্টের প্রয়োগ

১৮৭৫ সনের সার্ভে অ্যাক্ট (১৮৭৫ সনের ৫নং বেঙ্গল অ্যাক্ট) এবং তদধীনে প্রণীত বিধিসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য হইবে।

^{১৯৯} প্রস্তাবিত

^{২০০} প্রস্তাবিত

রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী

যেহেতু রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা বিভিন্ন অনগ্রসর উপজাতি অধ্যুষিত একটি জেলা। উক্ত জেলার আদিবাসীসহ সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুল্লত রাখার জন্য রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং যুগান্তকারী একটি আইন। এই আইন যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কিছু সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে। যেমন:

- ❖ “অনগ্রসর উপজাতি” শব্দদ্বয় “আদিবাসী এবং বাঙালি” শব্দগুলো দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।
- ❖ “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।
- ❖ “সার্কেল চীফ” শব্দদ্বয় “জেলা প্রশাসক” শব্দদ্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।
- ❖ এছাড়াও কিছু নতুন উপধারা প্রস্তাব করা হয়েছে।

উপরিউক্ত লক্ষ্যসহ বাংলাদেশের সকল নাগরিকের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২৩ক উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি সংরক্ষণের বিধান রয়েছে। তাই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্য রেখে দেশের সকল নাগরিকের জীবনমান উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখার জন্য প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ কার্যকর করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও সমীচীন।

রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)

রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা বিভিন্ন [আদিবাসী এবং বাঙালি]^{১৯০} অধ্যুষিত একটি [অনুন্নত]^{১৯১} এলাকা বিধায় উহার সর্বাঙ্গীন উন্নয়নকল্পে উহার জন্য একটি পরিষদ স্থাপনের বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

(১) এই আইন রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।

২। সংজ্ঞা

বিষয় ও প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) “[অ-আদিবাসী]”^{১৯২} অর্থ যিনি [আদিবাসী]^{১৯৩} নহেন;

(কক) “অ-[আদিবাসী]”^{১৯৪} স্থায়ী বাসিন্দা” অর্থ যিনি [আদিবাসী]^{১৯৫} নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা-জমি আছে বা যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণত: বসবাস করেন।

(খ) “আদিবাসী”^{১৯৬} অর্থ রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত চাকমা, মারমা, তনচঙ্গ্যা, ত্রিপুরা, লুসাই, পাংখু ও আদিবাসী]^{১৯৭} সদস্য;

(গ) “চেয়ারম্যান” অর্থ পরিষদের চেয়ারম্যান;

(ঘ) “তফসিল” অর্থ এই আইনের তফসিল;

[(ঘঘ) “নির্দেশিত ফরম” অর্থ এই আইনের ৬৪ক ধারার অধীন দরখাস্ত করিবার জন্য রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত ফরম;]^{১৯৮}

[(ঘঘঘ)]^{১৯৯} “নির্বাচন কমিশন” অর্থ সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের অধীন গঠিত নির্বাচন কমিশন;

(ঙ) “পরিষদ” অর্থ রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ;

(চ) “প্রবিধান” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ছ) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(জ) “স্থানীয় কর্তৃপক্ষ” অর্থ পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ;

(ঝ) “সদস্য” অর্থ পরিষদের সদস্য;

(ঞ) “সার্কেল চীফ” অর্থ চাকমা চীফ।

^{১৯০} “অনগ্রসর উপজাতি” শব্দদ্বয় “আদিবাসী এবং বাঙালি” শব্দগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৯১} “বিশেষ” শব্দটি “অনুন্নত” শব্দটি দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৯২} “অ-উপজাতি” শব্দটি “অ-আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৯৩} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৯৪} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৯৫} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৯৬} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৯৭} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৯৮} প্রস্তাবিত

^{১৯৯} “(ঘঘঘ)”-এর স্থলে “(ঘঘঘ)” প্রস্তাবিত

৩। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ স্থাপন

- (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর যতশীঘ্র সম্ভব, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় এই আইনের বিধান অনুযায়ী রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ নামে একটি পরিষদ স্থাপিত হইবে।
- (২) পরিষদ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। পরিষদের গঠন

- (১) নিম্নরূপ সদস্য-সমন্বয়ে পরিষদ গঠিত হইবে, যথা-

- (ক) চেয়ারম্যান;
- (খ) ২০ (বিশ) জন [আদিবাসী]^{১০১} সদস্য;
- (গ) ১০ (দশ) জন অ-[আদিবাসী]^{১০২} সদস্য;
- (ঘ) ৩ (তিন) জন মহিলা সদস্য, যাহাদের ২ (দুই) জন [আদিবাসী]^{১০৩} এবং একজন অ-[আদিবাসী]^{১০৪} মহিলা হইবেন।

ব্যাখ্যা- দফা (ঘ)-তে উল্লিখিত [আদিবাসী]^{১০৫} মহিলা সদস্যগণের ক্ষেত্রে জেলার বিভিন্ন [আদিবাসী]^{১০৬} জন্য কোটা থাকিবে না।

- (২) চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভোটে এই আইন ও বিধি অনুযায়ী নির্বাচিত হইবেন।

- (৩) উপ-ধারা (১)(খ) তে উল্লিখিত উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে-

- (ক) ১০ (দশ) জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা [আদিবাসী]^{১০৭} হইতে;
- (খ) ৪ (চার) জন নির্বাচিত হইবেন মারমা [আদিবাসী]^{১০৮} হইতে;
- (গ) ২ (দুই) জন নির্বাচিত হইবেন তনচঙ্গ্যা [আদিবাসী]^{১০৯} হইতে;
- (ঘ) ১ (এক) জন নির্বাচিত হইবেন ত্রিপুরা [আদিবাসী]^{১১০} হইতে;
- (ঙ) ১ (এক) জন নির্বাচিত হইবেন লুসাই [আদিবাসী]^{১১১} হইতে;
- (চ) ১ (এক) জন নির্বাচিত হইবেন পাংখু [আদিবাসী]^{১১২} হইতে;
- (ছ) ১ (এক) জন নির্বাচিত হইবেন খিয়াং [আদিবাসী]^{১১৩} হইতে।

- (৪) চেয়ারম্যান [আদিবাসীগণের]^{১১৪} মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন।

- (৪ক) চেয়ারম্যান পদের জন্য যে কোন [আদিবাসী]^{১১৫} মহিলা, এবং উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত কোন [আদিবাসী]^{১১৬} জন্য নির্ধারিত সদস্য পদের জন্য যে কোন [আদিবাসী]^{১১৭} মহিলা এবং উপ-ধারা (১)(গ) তে উল্লিখিত অ-

^{১০১} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০২} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৩} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৪} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৫} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৬} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৭} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৮} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৯} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১০} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১১} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১২} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৩} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৪} “উপজাতীগণের” শব্দটি “আদিবাসীগণের” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৫} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৬} “উপজাতির” শব্দটি “আদিবাসীর” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

[আদিবাসী]^{১০৭} সদস্য পদের জন্য যে কোন অ-[আদিবাসী]^{১০৮} মহিলা, বিধির বিধান সাপেক্ষে, নির্বাচন প্রার্থী হইতে পারিবেন।

(৫) কোন ব্যক্তি [আদিবাসী]^{১০৭} কি না এবং হইলে তিনি কোন [আদিবাসী]^{১০৭} সদস্য তাহা জেলার সার্কেল চীফ স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি [আদিবাসী]^{১০৮} হিসাবে চেয়ারম্যান বা কোন [আদিবাসী]^{১০৭} সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(৬) কোন ব্যক্তি অ-[আদিবাসী]^{১০৮} কি না এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে [জেলা প্রশাসক]^{১০৯} স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে [জেলা প্রশাসকের]^{১১০} নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন অ-[আদিবাসী]^{১০৮} সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

৫। চেয়ারম্যানের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

(১) কোন ব্যক্তি [আদিবাসী]^{১০৭} সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইলে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি [আদিবাসী]^{১০৭} সদস্য নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার যোগ্য না হইলে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না।

৬। [আদিবাসী]^{১০৭} ও [অ-আদিবাসী]^{১০৮} সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

(১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে, রাষ্ট্রমাটি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হইলে, কোন [আদিবাসী]^{১০৭}র অন্তর্ভুক্ত হইলে এবং তাহার বয়স ২৫ (পঁচিশ) বৎসর পূর্ণ হইলে, উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, তিনি তাহার [আদিবাসী]^{১০৭}র জন্য নির্ধারিত আসনে [আদিবাসী]^{১০৭} সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে, রাষ্ট্রমাটি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হইলে, [অ-আদিবাসী]^{১০৮} হইলে এবং তাহার বয়স ২৫ (পঁচিশ) বৎসর পূর্ণ হইলে, উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, তিনি অ-[আদিবাসী]^{১০৮}দের জন্য নির্ধারিত আসনে [অ-আদিবাসী]^{১০৮} সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি [আদিবাসী]^{১০৭} বা [অ-আদিবাসী]^{১০৮} সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি-
(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন বা হারান;

^{১০৭} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৮} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৯} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১০} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১১} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১২} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৩} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৪} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৫} “সার্কেল চীফ” শব্দদ্বয় “জেলা প্রশাসক” শব্দদ্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৬} “সার্কেল চীফের” শব্দদ্বয় “জেলা প্রশাসকের” শব্দদ্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৭} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৮} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৯} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২০} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২১} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২২} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৩} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৪} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৫} “অ-উপজাতি” শব্দটি “অ-আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৬} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৭} “অ-উপজাতি” শব্দটি “অ-আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৮} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৯} “অ-উপজাতি” শব্দটি “অ-আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

- (খ) তাহাকে কোন আদালত অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন;
- (গ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;
- (ঘ) তিনি অন্যত্র স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা ত্যাগ করেন;
- (ঙ) তিনি নৈতিক স্বলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অনুন ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাহার মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;
- (চ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা পরিষদের বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন কর্মে লাভজনক সার্বক্ষণিক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন;
- (ছ) তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা সদস্য হন বা থাকেন;
- (জ) তিনি পরিষদের কোন কাজ সম্পাদনের বা মালামাল সরবরাহের জন্য ঠিকাদার হন বা ইহার জন্য নিযুক্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হন বা পরিষদের কোন বিষয়ে তাঁহার কোন প্রকার আর্থিক স্বার্থ থাকে বা তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অত্যাৱশ্যক কোন দ্রব্যের দোকানদার হন; অথবা
- (ঝ) তাহার নিকট সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক, শিল্প ঋণ সংস্থা বা কৃষি ব্যাংক হইতে গৃহীত কোন ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় অনাদায়ী থাকে।

৭। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের শপথ

চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে নিম্নলিখিত ফরমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত হাইকোর্ট বিভাগের কোন বিচারকের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন এবং শপথপত্র বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দান করিবেন যথা:

“আমি, ..., পিতা বা স্বামী....., রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি আইন অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব এবং আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও অনুগত্য পোষণ করিব”।

৮। সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা

চেয়ারম্যান ও প্রত্যেক সদস্য তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে তাহার এবং তাহার পরিবারের কোন সদস্যের স্বত্ব, দখল বা স্বার্থ আছে এই প্রকার যাবতীয় স্বাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি লিখিত বিবরণ বিধি অনুসারে দাখিল করিবেন।
ব্যাখ্যা।- পরিবারের সদস্য বলিতে চেয়ারম্যান বা সংশ্লিষ্ট সদস্যের স্বামী বা স্ত্রী এবং তাহার সঙ্গে বসবাসকারী এবং তাঁহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল তাহার ছেলেমেয়ে পিতামাতা ও ভাইবোনকে বুঝাইবে।

৯। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ সুবিধা

চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১০। পরিষদের মেয়াদ

পরিষদের মেয়াদ হইবে উহার প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর;
তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচিত নতুন পরিষদ উহার প্রথম অধিবেশনে না বসা পর্যন্ত পরিষদ কার্য চালাইয়া যাইবে।

১১। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের পদত্যাগ

(১) সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সদস্য স্থায়ী পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

(২) পদত্যাগ গৃহীত হইবার তারিখ হইতে পদত্যাগ কার্যকর হইবে এবং পদত্যাগকারীর পদ শূন্য হইবে।

১২। চেয়ারম্যান ইত্যাদির অপসারণ

(১) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য তাহার স্বীয় পদ হইতে অপসারণযোগ্য হইবেন, যদি তিনি-

- (ক) যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে পরিষদের পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;
- (খ) তাহার দায়িত্ব পালন করিতে অস্বীকার করেন অথবা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন; অথবা
- (গ) অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দোষে দোষী হন অথবা পরিষদের কোন অর্থ বা সম্পত্তির কোন ক্ষতি সাধন বা উহা আত্মসাতের জন্য দায়ী হন।

ব্যাখ্যা: এই উপ-ধারায় অসদাচরণ বলিতে ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ইচ্ছাকৃত কুশাসনও বুঝাইবে।

(২) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কোন কারণে তাহার পদ হইতে অপসারণ করা যাইবে না, যদি না বিধি অনুযায়ী তদুদ্দেশ্যে আহৃত পরিষদের বিশেষ সভায় মোট সদস্য সংখ্যার অন্ত্য ৩/৪ (তিন চতুর্থাংশ) ভোটে তাহার অপসারণের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং প্রস্তাবটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে চেয়ারম্যান বা উক্ত সদস্যকে প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্য যুক্তিসংগত সুযোগ দান করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হইলে চেয়ারম্যান বা উক্ত সদস্য তাহার পদ হইতে অপসারিত হইয়া যাইবেন।

(৪) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারা অনুযায়ী অপসারিত কোন ব্যক্তি পরিষদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য কোন পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না।

১৩। চেয়ারম্যান ও সদস্যপদ শূন্য হওয়া

(১) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হইবে যদি-

- (ক) তাহার নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তিনি ধারা ৭ এ নির্ধারিত শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ব্যর্থ হন;
- তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে সরকার যথার্থ কারণে ইহা বর্ধিত করিতে পারিবে;
- (খ) তিনি ধারা ৫ বা ৬ এর অধীনে তাহার পদে থাকার অযোগ্য হইয়া যান;
- (গ) তিনি ধারা ১১ এর অধীনে তাহার পদ ত্যাগ করেন;
- (ঘ) তিনি ধারা ১২ এর অধীনে তাহার পদ হইতে অপসারিত হন;
- (ঙ) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(২) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য তাহার নির্বাচনের পর ধারা ৫ বা ৬ এর অধীনে অযোগ্য হইয়া গিয়াছেন কি না সে সম্পর্কে কোন বিতর্ক দেখা দিলে নিষ্পত্তির জন্য প্রশ্নটি পরিষদের সচিব কর্তৃক রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা জজের নিকট প্রেরিত হইবে, এবং জেলা জজ যদি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উক্ত চেয়ারম্যান বা সদস্য অনুরূপ অযোগ্য হইয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন না এবং জেলা জজের উক্ত অভিমত ব্যক্ত করার তারিখ হইতে চেয়ারম্যান বা সদস্যের পদটি শূন্য হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হইলে তাহা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করা হইবে।

১৪। অস্থায়ী চেয়ারম্যান

চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতাহেতু বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নতুন নির্বাচিত চেয়ারম্যান তাহার পদে যোগদান না করা পর্যন্ত বা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয়

দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের অন্যান্য সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত কোন [আদিবাসী]^{১১০} সদস্য চেয়ারম্যানরূপে কার্য করিবেন।

১৫। আকস্মিক পদ শূন্যতা

পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার ১৮০ (একশত আশি) দিন পূর্বে চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হইলে, পদটি শূন্য হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে ইহা পূরণ করিতে হইবে, এবং যিনি উক্ত পদে নির্বাচিত, হইবেন তিনি পরিষদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য উক্ত পদে বহাল থাকিবেন।

১৬। পরিষদের সাধারণ নির্বাচনের সময়

(১) পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার তারিখের পূর্ববর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মতে, যদি কোন বিশেষ কারণে এই উপ-ধারায় নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদের শেষ দিনের পরবর্তী ১৮২০ (আঠারোশত বিশ) দিনের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) পরিষদ বাতিল হইয়া গেলে, বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইবার তারিখের পূর্বে পরিষদ পুনর্গঠনের জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

১৬ক। অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ

(১) ধারা ১৬ এর অধীন নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হইলে উক্ত মেয়াদ সমাপ্তির তারিখে পরিষদ বাতিল হইয়া যাইবে এবং উপ-ধারা (২) এর অধীন গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের উপর পরিষদের যাবতীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত হইবে।

(২) একজন চেয়ারম্যান যিনি [আদিবাসী]^{১১১} হইবেন ও নিম্নবর্ণিত ১৪ (চৌদ্দ) জন সদস্য সমন্বয়ে সরকার অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠন করিবে, যথা:

- (ক) চাকমা [আদিবাসী]^{১১২} হইতে মনোনীত ৪ (চার) জন সদস্য;
- (খ) মারমা [আদিবাসী]^{১১৩} হইতে মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য;
- (গ) খিয়াং, লুসাই ও পাংখোয়া [আদিবাসী]^{১১৪} হইতে মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য;
- (ঘ) তনচঙ্গ্যা [আদিবাসী]^{১১৫} হইতে মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য;
- (ঙ) ত্রিপুরা [আদিবাসী]^{১১৬} হইতে মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য;
- (চ) অ-আদিবাসী^{১১৭} হইতে মনোনীত ৩ (তিন) জন সদস্য;
- (ছ) [আদিবাসী]^{১১৮} মহিলা হইতে মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য; এবং
- (জ) অ-আদিবাসী^{১১৯} মহিলা হইতে মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য;

(৩) ধারা ১৬ এর অধীন নির্বাচিত নতুন পরিষদ কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ পরিষদের কার্য চালাইয়া যাইবে।

^{১১০} “উপজাতিয়” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১১} “উপজাতিয়” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১২} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৩} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৪} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৫} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৬} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৭} “অ-উপজাতিয়” শব্দটি “অ-আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৮} “উপজাতিয়” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৯} “অ-উপজাতিয়” শব্দটি “অ-আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

- (৪) সরকার প্রয়োজনবোধে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ পুনর্গঠন করিতে পারিবে।
- (৫) এই ধারার অধীন গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের মেয়াদান্তে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে যে নতুন পরিষদ গঠিত হইবে উহার বা উহার পরবর্তী পরিষদের ক্ষেত্রে ধারা ১৬ এর শর্তাংশের কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।
- (৬) এই আইনের অন্যান্য ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

১৭। ভোটার হওয়ার যোগ্যতা ও ভোটার তালিকা

- (১) পরিষদের নির্বাচনের জন্য কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন, যদি তিনি-
 - (ক) বাংলাদেশের নাগরিক হন;
 - (খ) অন্যান্য ১৮ (আঠার) বৎসর বয়স্ক হন;
 - (গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষিত না হন; এবং
 - (ঘ) রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।
- (২) নির্বাচন কমিশন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করিবেন।

১৮। ভোটাধিকার

কোন ব্যক্তির নাম, ধারা ১৭ এর অধীনে প্রণীত এবং আপাততঃ বলবত ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ থাকিলে তিনি পরিষদের যে কোন নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন।

১৯। ২ (দুই) পদের জন্য একই সঙ্গে প্রার্থী হওয়া নিষিদ্ধ

কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে চেয়ারম্যান এবং [আদিবাসী]^{১০০} সদস্য পদের জন্য নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

২০। নির্বাচন পরিচালনা

- (১) নির্বাচন কমিশন এই আইন ও বিধি অনুযায়ী চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠানও পরিচালনা করিবে।
- (২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচনের জন্য বিধি প্রণয়ন করিবে এবং অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে যথা:
 - (ক) নির্বাচন এলাকা নির্ধারণ;
 - (কক) নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ এবং তাহাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব;
 - (খ) প্রার্থী মনোনয়ন, মনোনয়নের ক্ষেত্রে আপত্তি এবং মনোনয়ন বাছাই;
 - (গ) প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদেয় জামানত এবং উক্ত জামানত ফেরত প্রদান বা বাজেয়াপ্তকরণ;
 - (ঘ) প্রার্থী পদ প্রত্যাহার;
 - (ঙ) প্রার্থীগণের এজেন্ট নিয়োগ;
 - (চ) প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে নির্বাচন পদ্ধতি;
 - (ছ) ভোট গ্রহণের তালিকা, সময় ও স্থান এবং নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়;
 - (জ) ভোট দানের পদ্ধতি;
 - (ঝ) ব্যালট পেপার এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্রের হেফাজত ও বিলিভন্টন;
 - (ঞ) যে অবস্থায় ভোট গ্রহণ স্থগিত করা যায় এবং পুনরায় ভোট গ্রহণ করা যায়;
 - (ট) নির্বাচনী ব্যয়;
 - (ঠ) নির্বাচনে দুর্নীতিমূলক বা অবৈধ কার্যকলাপ ও অন্যান্য নির্বাচনী অপরাধ এবং উহার দণ্ড;
 - (ড) নির্বাচনী বিরোধ এবং উহার বিচার ও নিষ্পত্তি; এবং
 - (ঢ) নির্বাচন সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়।

^{১০০} “উপজাতিয়” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

(৩) উপ-ধারা (২)(ঠ) এর অধীন প্রণীত বিধিতে কারাদন্ড, অর্থদন্ড বা উভয়বিধ দন্ডের বিধান করা যাইবে, তবে কারাদন্ডের মেয়াদ ২ (দুই) বৎসরের অধিক এবং অর্থদন্ডের পরিমাণ ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার অধিক হইবে না।

২১। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ

চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসাবে নির্বাচিত সকল ব্যক্তির নাম নির্বাচনের পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, নির্বাচন কমিশন সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

২২। পরিষদের কার্যাবলী

প্রথম তফসিলে উল্লিখিত কার্যাবলী পরিষদের কার্যাবলী হইবে, এবং পরিষদ উহার তহবিলের সংগতি অনুযায়ী এই কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

২৩। সরকার ও পরিষদের কার্যাবলী হস্তান্তর ইত্যাদি

এই আইন অথবা আপাততঃ বলবত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার পরিষদের সম্মতিক্রমে-

- (ক) পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম সরকারের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে; এবং
- (খ) সরকার কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে হস্তান্তর করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

২৪। নির্বাহী ক্ষমতা

- (১) এই আইনের অধীন যাবতীয় কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করিবার ক্ষমতা পরিষদের থাকিবে।
- (২) এই আইন বা বিধিতে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত হইবে এবং এই আইন ও প্রবিধান অনুযায়ী চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যগতভাবে অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রযুক্ত হইবে।
- (৩) পরিষদের নির্বাহী বা অন্য কোন কার্য পরিষদের নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং উহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রমাণিত হইতে হইবে।

২৫। কার্যাবলী নিষ্পন্ন

- (১) পরিষদের কার্যাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ও পদ্ধতিতে উহার বা উহার কমিটিসমূহের সভায় অথবা উহার চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক নিষ্পন্ন করা হইবে।
- (২) পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান, এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত অন্য কোন সদস্য, সভাপতিত্ব করিবেন।
- (৩) পরিষদের কোন সদস্যপদ শূন্য রহিয়াছে বা উহার গঠনে কোন ত্রুটি রহিয়াছে কেবল এই কারণে কিংবা পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত হইবার বা ভোট দানের বা অন্য কোন উপায়ে উহার কার্যধারায় অংশ গ্রহণের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অনুরূপ কার্য করিয়াছেন কেবল এই কারণে পরিষদের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না।
- (৪) পরিষদের প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণীর একটি করিয়া অনুলিপি সভা অনুষ্ঠিত হইবার তারিখের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

২৬। পরিষদের সভায় চাকমা চীফ ও বোমাং চীফের যোগদানের অধিকার

চাকমা সার্কলের চীফ এবং বোমাং সার্কলের চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের যে কোন সভায় যোগদান করিতে পারিবেন এবং পরিষদের কোন আলোচ্য বিষয়ে তাহার মতামত ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

২৭। কমিটি

পরিষদ উহার কাজের সহায়তার জন্য প্রয়োজনবোধে কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ কমিটির সদস্য সংখ্যা ও ইহার দায়িত্ব এবং কার্যধারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২৮। চুক্তি

- (১) পরিষদ কর্তৃক বা উহার পক্ষে সম্পাদিত সকল চুক্তি-
 - (ক) লিখিত হইতে হইবে এবং পরিষদের নামে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইতে হইবে;
 - (খ) প্রবিধান অনুসারে সম্পাদিত হইতে হইবে।
- (২) কোন চুক্তি সম্পাদনের অব্যাহতি পরে অনুষ্ঠিত পরিষদের সভায় চেয়ারম্যান চুক্তিটি সম্পর্কে উহাকে অবহিত করিবেন।
- (৩) পরিষদ প্রস্তাবের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের চুক্তি সম্পাদনের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং চেয়ারম্যান চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করিবেন।
- (৪) এই ধারার খেলাপ সম্পাদিত কোন চুক্তির দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাইবে না।

২৯। নির্মাণ কাজ

পরিষদ প্রবিধান দ্বারা-

- (ক) পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিতব্য সকল নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা এবং আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন করার বিধান করিবে;
- (খ) উক্ত পরিকল্পনা ও ব্যয় কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এবং কি শর্তে প্রযুক্তিগতভাবে এবং প্রশাসনিকভাবে অনুমোদিত হইবে উহার বিধান করিবে;
- (গ) উক্ত পরিকল্পনা ও ব্যয়ের হিসাব কাহার দ্বারা প্রণয়ন করা হইবে এবং উক্ত নির্মাণ কাজ কাহার দ্বারা সম্পাদন করা হইবে উহার বিধান করিবে।

৩০। নথিপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি

পরিষদ-

- (ক) উহার কার্যাবলীর নথিপত্র প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিবে;
- (খ) প্রবিধান উল্লিখিত বিষয়ের উপর সাময়িক প্রতিবেদন ও বিবরণী প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবে; এবং
- (গ) উহার কার্যাবলী সম্পর্কে তথ্য প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বা সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত অন্যান্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩১। পরিষদের সচিব:

সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদের সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে [আদিবাসী]^{৩৩} কর্মকর্তাদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৩২। পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ

- (১) পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত পরিষদ, সরকারের অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে।
- (২) পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদিগকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে:

^{৩৩}“উপজাতিয়” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার [আদিবাসী]^{১০০}বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় থাকিবে।

- (৩) পরিষদের অন্যান্য পদে বিধি অনুযায়ী সরকার, পরিষদের সহিত পরামর্শক্রমে, কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে।
- (৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত কর্মকর্তাগণকে সরকার অন্যত্র বদলী করিতে এবং বিধি অনুযায়ী সাময়িক বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে।

৩৩। ভবিষ্যৎ তহবিল ইত্যাদি

- (১) পরিষদ উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য ভবিষ্যৎ তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হারে উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবার জন্য উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে নির্দেশ দিতে পারিবে;
- (২) পরিষদ ভবিষ্যৎ তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবে।
- (৩) পরিষদের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার কারণে অসুস্থ হইয়া বা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিলে পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবারবর্গকে প্রবিধান অনুযায়ী গ্রাচুইটি প্রদান করিতে পারিবে।
- (৪) পরিষদ উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রবিধান অনুযায়ী সামাজিক বীমা প্রকল্প চালু করিতে পারিবে এবং উহাতে তাহাদিগকে চাঁদা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারিবে।
- (৫) পরিষদ উহার কর্মচারীদের জন্য প্রবিধান অনুযায়ী বদান্য তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং উহা হইতে উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত গ্রাচুইটি এবং প্রবিধান অনুযায়ী অন্যান্য সাহায্য প্রদান করিতে পারিবে।
- (৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন গঠিত তহবিলে পরিষদ চাঁদা প্রদান করিতে পারিবে।

৩৪। চাকুরি প্রবিধান

পরিষদ প্রবিধান দ্বারা-

- (ক) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাদি নির্ধারণ করিতে পারিবে;
- (খ) পরিষদ কর্তৃক নিয়োগ করা যাইবে এইরূপ সকল পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতা এবং নীতিমালা নির্ধারণ করিতে পারিবে;
- (গ) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তদন্তের পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান ও শাস্তির বিরুদ্ধে আপীলের বিধান করিতে পারিবে; এবং
- (ঘ) পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান করিতে পারিবে।

৩৫। পরিষদের তহবিল গঠন

- (১) রাষ্ট্রমাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ তহবিল নামে পরিষদের একটি তহবিল থাকিবে।
- (২) পরিষদের তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হইবে, যথা-
- (ক) জেলা পরিষদের তহবিলের উদ্ধৃত অর্থ;
- (খ) পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য দাবী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;
- (গ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা;
- (ঘ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের অনুদান;
- (ঙ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- (চ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা;
- (ছ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য যে কোন অর্থ;
- (জ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

^{১০০}“উপজাতিয়” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৩৬। পরিষদের তহবিল সংরক্ষণ, বিনিয়োগ ইত্যাদি

- (১) পরিষদের তহবিলে জমাকৃত অর্থ কোন সরকারি ট্রেজারীতে বা সরকারি ট্রেজারীর কার্য পরিচালনাকারী কোন ব্যাংকে রাখা হইবে।
- (২) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ উহার তহবিলের কিছু অংশ বিনিয়োগ করিতে পারিবে।
- (৩) পরিষদ ইচ্ছা করিলে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আলাদা তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল পরিচালনা করিবে।

৩৭। পরিষদের তহবিলের প্রয়োগ

- (১) পরিষদের তহবিলের অর্থ নিম্নলিখিত খাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যয় করা যাইবে, যথা-
প্রথমত: পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান;
দ্বিতীয়ত: এই আইনের অধীন পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়;
তৃতীয়ত: এই আইন বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন দ্বারা ন্যস্ত পরিষদের দায়িত্ব সম্পাদন এবং কর্তব্য পালনের জন্য ব্যয়;
চতুর্থত: সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়; এবং
পঞ্চমত: সরকার কর্তৃক ঘোষিত পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়।
- (২) পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় নিম্নরূপ হইবে, যথা:
(ক) পরিষদের চাকুরিতে নিয়োজিত কোন সরকারি কর্মচারীর জন্য দেয় অর্থ;
(খ) সরকারের নির্দেশে পরিষদ সার্ভিসের রক্ষণাবেক্ষণ, হিসাব নিরীক্ষণ বা অন্য কোন বিষয়ের জন্য দেয় অর্থ;
(গ) কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পরিষদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রি বা রোয়েদাদ কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ;
(ঘ) বিধি দ্বারা দায়যুক্ত বলিয়া নির্ধারিত অন্য যে কোন ব্যয়।
- (৩) পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত কোন ব্যয়ের খাতে যদি কোন অর্থ অপরিশোধিত থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তির হেফাজতে উক্ত তহবিল থাকিবে সে ব্যক্তিকে সরকার, আদেশ দ্বারা উক্ত তহবিল হইতে, যতদূর সম্ভব, ঐ অর্থ পরিশোধ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

৩৮। বাজেট

- (১) প্রতি অর্থ বৎসর শুরু হইবার পূর্বে পরিষদ উক্ত বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরণী অতঃপর বাজেট বলিয়া উল্লিখিত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রণয়ন ও অনুমোদন করিবে এবং উহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।
- (২) কোন অর্থ বৎসর শুরু হইবার পূর্বে পরিষদ উহার বাজেট অনুমোদন করিতে না পারিলে, সরকার উক্ত বৎসরের জন্য একটি আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করাইয়া উহা প্রত্যয়ন করিবে এবং এইরূপ প্রত্যয়নকৃত বিবরণী পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।

[* * *]^{১০০}

- (৪) কোন অর্থ বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় পরিষদ, প্রয়োজন মনে করিলে, সেই অর্থ বৎসরের জন্য প্রণীত বা অনুমোদিত বাজেট পুনঃপ্রণয়ন বা সংশোধন করিতে পারিবে এবং যথাশীঘ্র সম্ভব একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।
- (৫) এই আইন মোতাবেক গঠিত পরিষদ প্রথম বার যে অর্থ বৎসরে দায়িত্বভার গ্রহণ করিবে সেই অর্থ বৎসরে বাজেট উক্ত দায়িত্বভার গ্রহণের পর অর্থ বৎসরটির বাকী সময়ের জন্য প্রণীত হইবে এবং উক্ত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলী যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

^{১০০} উপ-ধারা (৩) রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ৯ নং আইন) এর ২০ ধারা বলে বিলুপ্ত।

৩৯। হিসাব

- (১) পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে রক্ষণ করা যাইবে।
- (২) প্রতিটি অর্থ বৎসর শেষ হইবার পর পরিষদ একটি বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিবে এবং পরবর্তী অর্থ বৎসরের ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।
- (৩) উক্ত বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবের একটি অনুলিপি জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য পরিষদ কার্যালয়ের কোন বিশিষ্ট স্থানে স্থাপন করিতে হইবে এবং উক্ত হিসাব সম্পর্কে জনসাধারণের আপত্তি বা পরামর্শ পরিষদ বিবেচনা করিবে।

৪০। হিসাব নিরীক্ষা

- (১) পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিরীক্ষিত হইবে।
- (২) নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ পরিষদের সকল হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় বহি ও অন্যান্য দলিল দেখিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে পরিষদের চেয়ারম্যান ও যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে।
- (৩) হিসাব-নিরীক্ষার পর নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করিবে এবং উহাতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিবে, যথা:
 - (ক) অর্থ আত্মসাৎ;
 - (খ) পরিষদ তহবিলের লোকসান, অপচয় এবং অপপ্রয়োগ;
 - (গ) হিসাব রক্ষণ অনিয়ম;
 - (ঘ) নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের মতে যাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত আত্মসাৎ, লোকসান, অপচয়, অপপ্রয়োগ ও অনিয়মের জন্য দায়ী তাহাদের নাম।

৪১। পরিষদের সম্পত্তি

- (১) পরিষদ প্রবিধান দ্বারা-
 - (ক) পরিষদের উপর ন্যস্ত বা উহার মালিকানাধীন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বিধান করিতে পারিবে;
 - (খ) উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।
- (২) পরিষদ-
 - (ক) উহার মালিকানাধীন বা উহার উপর বা উহার তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত যে কোন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিদর্শন ও উন্নয়ন সাধন করিতে পারিবে;
 - (খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত সম্পত্তি কাজে লাগাইতে পারিবে;
 - (গ) দান, বিক্রয়, বন্ধক, ইজারা বা বিনিময়ের মাধ্যমে বা অন্য কোন পন্থায় যে কোন সম্পত্তি অর্জন বা হস্তান্তর করিতে পারিবে।

৪২। উন্নয়ন পরিকল্পনা

- (১) পরিষদ উহার এখতিয়ারভুক্ত যে কোন বিষয়ে উহার তহবিলের সঙ্গতি অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।
- (২) উক্ত পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধান থাকিবে, যথা:
 - (ক) কি পদ্ধতিতে পরিকল্পনার অর্থ যোগান হইবে এবং উহার তদারক ও বাস্তবায়ন হইবে;
 - (খ) কাহার দ্বারা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইবে;
 - (গ) পরিকল্পনা সম্পর্কিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়।
- (২ক) পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে স্থানান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।
- (৩) পরিষদ উহার উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অনুলিপি উহার বাস্তবায়নের পূর্বে সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৪) পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত কোন বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।

৪৩। পরিষদের নিকট চেয়ারম্যান ইত্যাদির দায়

পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা উহার কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা পরিষদ প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বা পরিষদের পতেগ কর্মরত কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ গাফেলতি বা অসদাচরণের কারণে পরিষদের কোন অর্থ বা সম্পদের লোকসান, অপচয় বা অপপ্রয়োগ হইলে উহার জন্য তিনি দায়ী থাকিবেন এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকার তাহার এই দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করিবে এবং যে টাকার জন্য তাহাকে দায়ী করা হইবে সেই টাকা সরকারি দাবী (public demand) হিসাবে তাহার নিকট হইতে আদায় করা হইবে।

৪৪। পরিষদ কর্তৃক আরোপীয় কর এবং সরকারের অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়

পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত সকল অথবা যে কোন কর, রেইট, টোল এবং ফিস প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরোপ করিতে পারিবে এবং উক্ত তফসিলে নির্ধারিত সরকারের অন্যান্য সূত্র হইতে রয়্যালটির অংশ বিশেষ আহরণ করিতে পারিবে।

৪৫। কর সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি

- (১) পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল কর, রেইট, টোল এবং ফিস প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রাপিত হইবে, এবং সরকার ভিন্নরূপে নির্দেশনা না দিলে উক্ত আরোপের বিষয়টি আরোপের পূর্বে প্রকাশ করিতে পারিবে।
- (২) কোন কর, রেইট, টোল এবং ফিস আরোপের বা উহার পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে পরিষদ যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে উহা কার্যকর হইবে।

৪৬। কর সংক্রান্ত দায়

কোন ব্যক্তি বা জিনিসপত্রের উপর কর, রেইট, টোল বা ফিস আরোপ করা যাইবে কি না উহা নির্ধারণের প্রয়োজনে পরিষদ নোটিশের মাধ্যমে, যে কোন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিতে বা দলিলপত্র, হিসাব বহি বা জিনিসপত্র হাজির করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

৪৭। কর আদায়

- (১) এই আইনে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, পরিষদের সকল কর রেইট, টোল এবং ফিস প্রবিধান দ্বারা, নির্ধারিত ব্যক্তির দ্বারা এবং পদ্ধতিতে আদায় হইবে।
- (২) পরিষদের প্রাপ্য অনাদায়ী সকল প্রকার কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য অর্থ সরকারি দাবী (public demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৪৮। কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে আপত্তি

প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় এবং সময়ের মধ্যে পেশকৃত লিখিত দরখাস্ত ছাড়া অন্য কোন পন্থায় এই আইনের অধীন ধার্য কোন কর, রেইট, টোল বা ফিস বা এতদসংক্রান্ত কোন সম্পত্তির মূল্যায়ন অথবা কোন ব্যক্তির ইহা প্রদানের দায়িত্ব সম্পর্কে কোন আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

৪৯। কর প্রবিধান

- (১) পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত সকল কর, রেইট, টোল বা ফিস এবং অন্যান্য দাবী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধার্য, আরোপ এবং নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে।
- (২) এই ধারায় উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কিত প্রবিধানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, কর দাতাদের করণীয় এবং কর ধার্যকারী ও আদায়কারী কর্মকর্তা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিধান থাকিবে।

৫০। পরিষদের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ

- (১) এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ বা অনুশাসন করিতে পারিবে।
- (২) সরকার যদি এইরূপ প্রমাণ পায় যে, পরিষদের দ্বারা বা পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কার্যক্রম এই আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী, তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে, এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, এবং পরিষদ উক্ত তথ্য ও ব্যাখ্যা সরবরাহ এবং পরামর্শ বা নির্দেশ বাস্তবায়ন করিবে।

৫১। পরিষদের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ

পরিষদের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ- রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ৯ নং আইন) এর ২৫ ধারা বলে বিলুপ্ত।

৫২। পরিষদের বিষয়াবলী সম্পর্কে তদন্ত

পরিষদের বিষয়াবলী সম্পর্কে তদন্ত- রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ৯ নং আইন) এর ২৫ ধারা বলে বিলুপ্ত।

৫৩। পরিষদ বাতিলকরণ

- (১) যদি প্রয়োজনীয় তদন্তের পর সরকার এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, পরিষদ-
 - (ক) উহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ অথবা ক্রমাগতভাবে উহার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইয়াছে;
 - (খ) উহার প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ;
 - (গ) সাধারণতঃ এমন কাজ করে যাহা জনস্বার্থ বিরোধী;
 - (ঘ) অন্য কোনভাবে উহার ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন বা ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে বা করিতেছে;তাহা হইলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা পরিষদকে বাতিল করিতে পারিবে; তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত আদেশ প্রদানের পূর্বে পরিষদকে উহার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিতে হইবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আদেশ প্রকাশিত হইলে-
 - (ক) পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ তাহাদের পদে বহাল থাকিবেন না;
 - (খ) বাতিল থাকাকালীন সময়ে পরিষদের যাবতীয় দায়িত্ব সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ পালন করিবে।
- (৩) উক্ত বাতিলাদেশ সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে এই আইন ও বিধি মোতাবেক পরিষদ পুনর্গঠিত হইবে।

৫৪। যুক্ত কমিটি

পরিষদ অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহিত একত্রে উহাদের সাধারণ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের জন্য যুক্ত কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং অনুরূপ কমিটিকে তাহার যে কোন ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

৫৫। পরিষদ ও অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরোধ

পরিষদ এবং অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে বিরোধীয় বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য সরকারের নিকট প্রেরিত হইবে এবং এই ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৫৬। অপরাধ

তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত কোন করণীয় কাজ না করা এবং করণীয় নয় এই প্রকার কাজ করা এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে।

৫৭। দণ্ড

এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য অনধিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাইবে এবং এই অপরাধ যদি অনবরতভাবে ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে প্রথম দিনের অপরাধের পর পরবর্তী প্রত্যেক দিনের জন্য অপরাধীকে অতিরিক্ত অনধিক ২৫/- (পঁচিশ) টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাইবে।

৫৮। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ

চেয়ারম্যান বা পরিষদ হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৫৯। অভিযোগ প্রত্যাহার

চেয়ারম্যান বা এতদুদ্দেশ্যে পরিষদ হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন অপরাধ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

৬০। অবৈধভাবে পদার্পণ

- (১) জনপথ ও সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন স্থানে কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে অবৈধভাবে পদার্পণ করিবেন না।
- (২) উক্তরূপ অবৈধ পদার্পণ হইলে পরিষদ নোটিশ দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবৈধভাবে পদার্পণকারী ব্যক্তিকে তাহার অবৈধ পদার্পণ বন্ধ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে যদি তিনি এই নির্দেশ মান্য না করেন তাহা হইলে পরিষদ অবৈধ পদার্পণ বন্ধ করিবার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অবৈধ পদার্পণকারী কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সেইজন্য তাহাকে কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া হইবে না।
- (৩) অবৈধ পদার্পণ বন্ধ করার প্রয়োজনে গৃহীত ব্যবস্থার জন্য যে ব্যয় হইবে তাহা উক্ত পদার্পণকারীর উপর এই আইনের অধীন ধার্য কর বলিয়া গণ্য হইবে।

৬১। আপীল

এই আইন যা কোন বিধি বা প্রবিধান অনুসারে পরিষদ বা উহার চেয়ারম্যানের কোন আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত আদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের নিকট উহার বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন এবং এই আপীলের উপর সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৬২। জেলা পুলিশ

- (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও নিম্নস্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাহাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে: তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার [আদিবাসী]^{১১১} বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় থাকিবে।
- (২) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত জেলা পুলিশের সকল কর্মকর্তা ও সদস্যের চাকুরির শর্তাবলী, তাহাদের প্রশিক্ষণ, সাজসজ্জা, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং তাহাদের পরিচালনা অন্যান্য জেলা পুলিশের অনুরূপ হইবে এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে জেলা পুলিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল আইন উপ-ধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে, তাহাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।
- (৩) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পুলিশের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও সদস্যগণ তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ব্যাপারে, তদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের বিধান অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, পরিষদের নিকট দাবী থাকিবেন।

^{১১১}“উপজাতিয়” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৬৩। পুলিশের দায়িত্ব

রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলায় কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে ইহার তথ্য পরিষদের চেয়ারম্যানকে অবহিত করা এবং পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ইহার কর্মকর্তাগণকে আইনানুগ কর্তৃত্ব প্রয়োগে সহায়তা দান করা সকল পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব হইবে।

৬৪। ভূমি সংক্রান্ত বিশেষ বিধান

(১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন-

(ক) রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ যে কোন জায়গা জমি, পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, ইজারা প্রদান, বন্দোবস্ত ক্রয়, বিক্রয় বা অন্যবিধভাবে হস্তান্তর করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাণ্ডাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প-কারখানা ও সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ডকৃত জমির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(খ) পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সহিত আলোচনা ও উহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

(২) হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যাদি পরিষদ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(৩) কাণ্ডাই হ্রদের জলে ভাসা জমি (Fringe land) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

[৬৪ক। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির গঠন

(১) পুনর্বাসিত উদ্বাস্তুদের ভূমি বিরোধ এবং প্রচলিত আইন ভঙ্গ করিয়া প্রদানকৃত বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট ভূমি বিরোধসমূহ ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি-এর নিকট দাখিল করা হইবে।

(২) ৬৪ক ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের মধ্য হইতে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি গঠিত হইবে। ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের সমন্বয়ে উক্ত কমিটি গঠিত হইবে। বিরোধীয় পক্ষদ্বয়কর্তৃক ২ (দুই) জন করিয়া ৪ (চার) জন সদস্যকে মনোনীত করা হইবে। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এই কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন। এইভাবে নিযুক্ত চেয়ারম্যানের প্রতি যদি কোন পক্ষ অনাস্থা প্রকাশ করে তবে বিভাগীয় কমিশনার তিনি যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ কোন ব্যক্তিকে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে মনোনীত করিবেন।

(৩) নির্দেশিত ফরমে উক্ত কমিটির নিকট আবেদন করা হইবে।

(৪) কমিটি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া দাখিলকৃত বিরোধের নিষ্পত্তি করিবেন।

(৫) দরখাস্ত দাখিলের পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করা হইবে এবং কমিটি গঠনের পরবর্তী ৬০ (ষাট) কর্ম দিনের মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তি করা হইবে।

(৬) যদি দরখাস্ত দাখিলের পরবর্তী নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কমিটি গঠন না হইয়া থাকে অথবা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তি সম্ভব না হইয়া থাকে, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, তবে সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয় রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ হইতে এই মর্মে প্রদত্ত সার্টিফিকেট সংযুক্ত করিয়া এতদপূর্বে বর্ণিত সময়সীমা অতিবাহিত হইবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের দরখাস্ত দাখিল করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনের নিকট দরখাস্ত করিবার সময়সীমা কোন কারণে তামাদি হইলে সেইক্ষেত্রে ১৯০৮ সনের তামাদি আইন প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহকারে প্রযোজ্য হইবে।^{১০৮}

৬৫। ভূমি উন্নয়ন কর আদায়

আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার এলাকাভুক্ত ভূমি বাবদ আদায়যোগ্য ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদে ন্যস্ত থাকিবে এবং আদায়কৃত কর পরিষদের তহবিলে জমা হইবে।

৬৬। [আদিবাসী]^{২০৬} বিষয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধান

- (১) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বাসিন্দা এমন [আদিবাসীগণের]^{২০৭} মধ্যে কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা [আদিবাসী]^{২০৮} বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয় কারবারী বা হেডম্যানের নিকট উত্থাপন করিতে হইবে এবং তিনি সংশ্লিষ্ট [আদিবাসীগণের]^{২০৯} মধ্যে প্রচলিত রীতি-নীতি অনুযায়ী বিরোধের নিষ্পত্তি করিবেন।
 - (২) কারবারী বা হেডম্যানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষেত্রবিশেষে, চাকমা সার্কেলের চীফ এবং বোমাং সার্কেলের চীফ এর নিকট আপীল করা যাইবে।
 - (৩) চাকমা সার্কেলের চীফ এবং বোমাং সার্কেলের চীফের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট আপীল করা যাইবে এবং তাহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে:
- তবে শর্ত থাকে যে, আপীল নিষ্পত্তির পূর্বে তিনি সংশ্লিষ্ট [আদিবাসী]^{২১০} হইতে তৎকর্তৃক মনোনীত অনূন্য ৩ (তিন) জন [আদিবাসী]^{২১১} বিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিবেন।
- (৪) পরিষদ প্রবিধান দ্বারা এই ধারায় উল্লিখিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য-
 - (ক) বিচার পদ্ধতি;
 - (খ) বিচার প্রার্থী ও আপীলকারী কর্তৃক প্রদেয় ফিস;
 নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৬৭। পরিষদ ও সরকারের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন

পরিষদ এবং সরকারের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে, এতদ্বিষয়ে সরকার বা পরিষদ পরস্পরের নিকট সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারিবে এবং পারস্পারিক যোগাযোগ বা আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করা হইবে।

৬৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, পরিষদের সহিত পরামর্শক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।
- (২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরিউক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে যথা:
 - (ক) পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব;
 - (খ) হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরীক্ষণ;
 - (গ) পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং অন্য কোন ব্যক্তির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করার পদ্ধতি;
 - (ঘ) পরিষদের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের পদ্ধতি;
 - (ঙ) পরিষদ পরিদর্শনের পদ্ধতি এবং পরিদর্শকের ক্ষমতা;
 - (চ) এই আইনের অধীন বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিতে হইবে বা করা যাইবে এইরূপ যে কোন বিষয়।

^{২০৬} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{২০৭} “উপজাতিদের” শব্দটি “আদিবাসীগণের” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{২০৮} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{২০৯} “উপজাতিদের” শব্দটি “আদিবাসীগণের” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{২১০} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{২১১} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

- (৩) কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পর, পরিষদের বিবেচনায় যদি উক্ত বিধি রাষ্ট্রাঙ্গাটি পার্বত্য জেলার জন্য কষ্টকর বা আপত্তিকর বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা হইলে, পরিষদ সংশ্লিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনা, সংশোধন, বাতিল বা উহার প্রয়োগ শিথিল করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন বিবেচনাক্রমে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬৯। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

- (১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে পরিষদ, এই আইনের বা কোন বিধির বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য না হয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্মতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরিষদকে পরামর্শ দিতে বা অনুরোধ করিতে পারিবে।

- (২) বিশেষ করিয়া এবং উপরিউক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, অনুরূপ প্রবিধানে নিম্নরূপ সকল অথবা আইনের বা কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা:

- (ক) পরিষদের কার্যাবলী পরিচালনা,
 - (খ) পরিষদের সভার ফোরাম নির্ধারণ,
 - (গ) পরিষদের সভায় প্রশ্ন উত্থাপন,
 - (ঘ) পরিষদের সভা আহ্বান,
 - (ঙ) পরিষদের সভার কার্যবিবরণী লিখন,
 - (চ) পরিষদের সভায় গৃহীত প্রস্তাবের বাস্তবায়ন,
 - (ছ) সাধারণ সীলমোহরের হেফাজত ও ব্যবহার;
- [* * *]^{১০২}
- (ঝ) পরিষদের অফিসের বিভাগ ও শাখা গঠন এবং উহাদের কাজের পরিধি নির্ধারণ;
 - (ঞ) কার্যনির্বাহ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়;
 - (ট) পরিষদ কর্তৃক নিয়োগ করা যাইবে এমন সকল পদে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ ও তাহাদের শৃংখলা;
 - (ঠ) কর, রেইট, টোল এবং ফিস, ধার্য ও আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়;
 - (ড) পরিষদের সম্পত্তিতে অবৈধ পদার্পণ নিয়ন্ত্রণ;
 - (ঢ) গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রাণীর বিক্রয় রেজিস্ট্রীকরণ;
 - (ণ) এতিমখানা, বিধবা সদন এবং দরিদ্রদের ত্রাণ সম্পর্কিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রীকরণ ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ;
 - (ত) জনসাধারণের ব্যবহার্য সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ;
 - (থ) টীকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
 - (দ) সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
 - (ধ) খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল প্রতিরোধ;
 - (ন) সমাজের বা ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর বা বিরক্তিকর কার্যকলাপ প্রতিরোধ;
 - (প) বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ;
 - (ফ) জনসাধারণের ব্যবহার্য ফেরীর ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ;
 - (ব) গবাদি পশুর খোয়াড়ের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ;
 - (ভ) ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ;
 - (ম) মেলা, প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা ও জনসমাবেশ অনুষ্ঠান ও নিয়ন্ত্রণ;
 - (য) বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
 - (র) ভিক্ষাবৃত্তি, কিশোর অপরাধ, পতিতাবৃত্তি ও অন্যান্য অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধ;
 - (ল) কোন কোন ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রয়োজন হইবে এবং কি কি শর্তে উহা প্রদান করা হইবে তাহা নির্ধারণ; এবং

^{১০২} দফা (জ) রাষ্ট্রাঙ্গাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ৯ নং আইন) এর ৩৩ ধারা বলে বিলুপ্ত।

(শ) এই আইনের অধীন প্রবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে বা করা যাইবে এইরূপ যে কোন বিষয়।

(৩) পরিষদের বিবেচনায় সে প্রকারে প্রকাশ করিলে কোন প্রবিধান সম্পর্কে জনসাধারণ ভালভাবে অবহিত হইতে পারিবে সেই প্রকারে প্রত্যেক প্রবিধান প্রকাশ করিতে হইবে।

৭০। ক্ষমতা অর্পণ

ক্ষমতা অর্পণ- রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১০ নং আইন) এর ৩৪ ধারা বলে বিলুপ্ত।

৭১। পরিষদের পক্ষে ও বিপক্ষে মামলা

(১) পরিষদের বিরুদ্ধে বা পরিষদ সংক্রান্ত কোন কাজের জন্য উহার কোন সদস্য বা কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করিতে হইলে মামলা দায়ের করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে মামলার কারণ এবং বাদীর নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করিয়া একটি নোটিশ-

(ক) পরিষদের ক্ষেত্রে, পরিষদের কার্যালয়ে প্রদান করিতে হইবে বা পৌছাইয়া দিতে হইবে;

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিকট ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার অফিস বা বাসস্থানে প্রদান করিতে হইবে বা পৌছাইয়া দিতে হইবে।

(২) উক্ত নোটিশ প্রদান বা পৌছানোর পর ৩০ (ত্রিশ) দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না, এবং মামলার আরজীতে উক্ত নোটিশ প্রদান করা বা পৌছানো হইয়াছে কি না তাহার উল্লেখ থাকিতে হইবে।

৭২। নোটিশ এবং উহা জারিকরণ

(১) এই আইন, বিধি বা প্রবিধান পালনের জন্য কোন কাজ করা বা না করা হইতে বিরত থাকা যদি ব্যক্তির কর্তব্য হয় তাহা হইলে কোন সময়ের মধ্যে ইহা করিতে হইবে বা ইহা করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে তাহা উল্লেখ করিয়া তাহার উপর একটি নোটিশ জারি করিতে হইবে।

(২) এই আইনের অধীন প্রদেয় কোন নোটিশ গঠনগত ত্রুটির কারণে অবৈধ হইবে না।

(৩) ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে এই আইনের অধীন প্রদেয় সকল নোটিশ উহার প্রাপককে হাতে হাতে প্রদান করিয়া অথবা তাহার নিকট ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া বা তাহার বাসস্থান বা কর্মস্থলের কোন বিশিষ্ট স্থানে আঁটিয়া দিয়া জারি করিতে হইবে।

(৪) যে নোটিশ সর্বসাধারণের জন্য তাহা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত কোন প্রকাশ্য স্থানে আঁটিয়া দিয়া জারি করা হইলে উহা যথাযথভাবে জারি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৭৩। প্রকাশ্য রেকর্ড

এই আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত এবং সংরক্ষিত যাবতীয় রেকর্ড এবং রেজিস্টার Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) তে যে অর্থে প্রকাশ্য রেকর্ড (Public document) কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে, প্রকাশ্য রেকর্ড (Public document) বলিয়া গণ্য হইবে এবং বিপরীত প্রমাণিত না হইলে, উহাকে বিসৃদ্ধ রেকর্ড বা রেজিস্টার বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

৭৪। পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ইত্যাদি জনসেবক (public servant) গণ্য হইবেন

পরিষদের চেয়ারম্যান ও উহার অন্যান্য সদস্য এবং উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং পরিষদের পক্ষে কার্য করিবার জন্য যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তি Penal Code (Act XLV of 1860) এর section 21 এ যে অর্থে জনসেবক (public servant) কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক (public servant) বলিয়া গণ্য হইবে।

৭৫। সরল বিশ্বাসে কৃত কার্যক্রম রক্ষণ

এই আইন, বিধি বা প্রবিধান এর অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, পরিষদ বা উহাদের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৭৬। রহিতকরণ ও হেফাজত

- (১) এই আইনের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রাঙ্গাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৯নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, রাষ্ট্রাঙ্গাটি পার্বত্য জেলার ক্ষেত্রে রহিত হইবে।
- (২) উক্ত আইন উক্তরূপে রহিত হইবার পর,-
 - (ক) রাষ্ট্রাঙ্গাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, অতঃপর উক্ত জেলা পরিষদ বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে;
 - (খ) উক্ত আইনের অধীন প্রণীত বা প্রণীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য সকল বিধি, প্রবিধান ও বাই-ল'জ, প্রদত্ত বা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য সকল আদেশ, জারিকৃত বা জারিকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য সকল বিজ্ঞপ্তি বা নোটিশ এবং মঞ্জুরীকৃত বা মঞ্জুরীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য সকল লাইসেন্স ও অনুমতি, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত, জারিকৃত বা মঞ্জুরীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত সকল বিলুপ্ত প্রবিধান বলিয়া গণ্য হইবে;
 - (গ) উক্ত জেলা পরিষদের সকল সম্পদ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধা, সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, তহবিল, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, বিনিয়োগ এবং উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কীয়, উহার যাবতীয় অধিকার বা উহাতে ন্যস্ত যাবতীয় স্বার্থ পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে;
 - (ঘ) উক্ত জেলা পরিষদের যে সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব ছিল এবং উহার দ্বারা বা উহার সহিত যে সকল চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা পরিষদের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;
 - (ঙ) উক্ত জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত সকল বাজেট, প্রকল্প ও পরিকল্পনা বা তৎকর্তৃক কৃত মূল্যায়ন ও নির্ধারিত কর, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে, এবং পরিষদ কর্তৃক এই আইনের অধীন প্রণীত, কৃত বা নির্ধারিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;
 - (চ) উক্ত জেলা পরিষদের প্রাপ্য সকল কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য অর্থ এই আইনের অধীন পরিষদের প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইবে;
 - (ছ) উক্ত আইন রহিত হইবার পূর্বে উক্ত জেলা পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল কর, রেইট, টোল ও ফিস এবং অন্যান্য দাবী, পরিষদ কর্তৃক, পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, একই হারে অব্যাহত থাকিবে;
 - (জ) উক্ত জেলা পরিষদের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী পরিষদে বদলী হইবেন ও উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারী হইবেন এবং তাহারা উক্তরূপ বদলীর পূর্বে যে শর্তে চাকুরিরত ছিলেন, পরিষদ কর্তৃক পরিবর্তিত না হইলে, সেই শর্তেই তাহারা উহার অধীনে চাকুরিরত থাকিবেন; এবং
 - (ঝ) উক্ত জেলা পরিষদ কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত যে সকল মামলা-মোকদ্দমা চালু ছিল সেই সকল মামলা-মোকদ্দমা পরিষদ কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭৭। নির্ধারিত পদ্ধতিতে কতিপয় বিষয়ের নিষ্পত্তি:

এই আইনে কোন কিছু করিবার জন্য বিধান থাকা সত্ত্বেও যদি উহা কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা, কি পদ্ধতিতে করা হইবে তৎসম্পর্কে কোন বিধান না থাকে, তাহা হইলে উক্ত কাজ বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে করা হইবে।

৭৮। অসুবিধা দূরীকরণ

এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে, আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৭৯। কোন আইনের বিধান সম্পর্কে আপত্তি

রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা [আদিবাসী]^{৩৩}দের জন্য আপত্তিকর হইলে, পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

^{৩৩} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী

যেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা বিভিন্ন অনগ্রসর উপজাতি অধ্যুষিত একটি জেলা। উক্ত জেলার আদিবাসীসহ সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত রাখার জন্য খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং যুগান্তকারী একটি আইন। এই আইন যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কিছু সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে। যেমন:

- ❖ “অনগ্রসর উপজাতি” শব্দদ্বয় “আদিবাসী এবং বাঙালি” শব্দগুলো দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।
- ❖ “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।
- ❖ “সার্কেল চীফ” শব্দদ্বয় “জেলা প্রশাসক” শব্দদ্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।
- ❖ এছাড়াও কিছু নতুন উপ-ধারা প্রস্তাব করা হয়েছে।

উপরিউক্ত লক্ষ্যসহ বাংলাদেশের সকল নাগরিকের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২৩ক উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি সংরক্ষণের বিধান রয়েছে। তাই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্য রেখে দেশের সকল নাগরিকের জীবনমান উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখার জন্য প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ কার্যকর করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও সমীচীন।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা বিভিন্ন [আদিবাসী এবং বাঙালি]^{১১৬} অধ্যুষিত একটি [অনুন্নত]^{১১৭} এলাকা বিধায় উহার সর্বাঙ্গীন উন্নয়নকল্পে উহার জন্য একটি পরিষদ স্থাপনের বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;
সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

- (১) এই আইন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।
- (২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।

২। সংজ্ঞা

বিষয় ও প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

- (ক) “[অ-আদিবাসী]”^{১১৮} অর্থ যিনি [আদিবাসী]^{১১৯} নহেন;
- (কক) “অ-[আদিবাসী]”^{১২০} স্থায়ী বাসিন্দা” অর্থ যিনি [আদিবাসী]^{১২১} নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা-জমি আছে বা যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন;
- (খ) “আদিবাসী”^{১২২} অর্থ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত চাকমা, ত্রিপুরা ও মারমা আদিবাসী]^{১২৩} সদস্য;
- (গ) “চেয়ারম্যান” অর্থ পরিষদের চেয়ারম্যান;
- (ঘ) “তফসিল” অর্থ এই আইনের তফসিল;
- [(ঘঘ) “নির্দেশিত ফরম” অর্থ এই আইনের ৬৪ক ধারার অধীন দরখাস্ত করিবার জন্য খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত ফরম;]^{১২৪}
- [(ঘঘঘ)]^{১২৫} “নির্বাচন কমিশন” অর্থ সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের অধীন গঠিত নির্বাচন কমিশন;
- (ঙ) “পরিষদ” অর্থ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ;
- (চ) “প্রবিধান” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;
- (ছ) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;
- (জ) “স্থানীয় কর্তৃপক্ষ” অর্থ পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ;
- (ঝ) “সদস্য” অর্থ পরিষদের সদস্য;
- (ঞ) “সার্কেল চীফ” অর্থ মং চীফ।

^{১১৬} “অনগ্রসর উপজাতি” শব্দদ্বয় “আদিবাসী এবং বাঙালি” শব্দগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৭} “বিশেষ” শব্দটি “অনুন্নত” শব্দটি দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৮} “অ-উপজাতি” শব্দটি “অ-আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৯} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২০} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২১} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২২} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৩} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৪} প্রস্তাবিত

^{১২৫} “(ঘঘ)”-এর স্থলে “(ঘঘঘ)” প্রস্তাবিত

৩। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ স্থাপন

- (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর যতশীঘ্র সম্ভব, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় এই আইনের বিধান অনুযায়ী খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ নামে একটি পরিষদ স্থাপিত হইবে।
- (২) পরিষদ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। পরিষদের গঠন

- (১) নিম্নরূপ সদস্য-সমন্বয়ে পরিষদ গঠিত হইবে, যথা:
 - (ক) চেয়ারম্যান;
 - (খ) ২১ (একুশ) জন [আদিবাসী]^{১১৪} সদস্য;
 - (গ) ৯ (নয়) জন অ-[আদিবাসী]^{১১৫} সদস্য;
 - (ঘ) ৩ (তিন) জন মহিলা সদস্য, যাহাদের ২ (দুই) জন [আদিবাসী]^{১১৬} এবং ১ (এক) জন অ-[আদিবাসী]^{১১৭} মহিলা হইবেন।

ব্যাখ্যা- দফা (ঘ)-তে উল্লিখিত [আদিবাসী]^{১১৮} মহিলা সদস্যগণের ক্ষেত্রে জেলার বিভিন্ন [আদিবাসীর]^{১১৯} জন্য কোটা থাকিবে না।

- (২) চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভোটে এই আইন ও বিধি অনুযায়ী নির্বাচিত হইবেন।
- (৩) উপ-ধারা (১)(খ) তে উল্লিখিত উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে-
 - (ক) ৯ (নয়) জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা [আদিবাসী]^{১২০} হইতে;
 - (খ) ৬ (ছয়) জন নির্বাচিত হইবেন মারমা [আদিবাসী]^{১২১} হইতে;
 - (গ) ৬ (ছয়) জন নির্বাচিত হইবেন তনচঙ্গ্যা [আদিবাসী]^{১২২} হইতে;
- (৪) চেয়ারম্যান [আদিবাসীগণের]^{১২৩} মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন।
- (৪ক) চেয়ারম্যান পদের জন্য যে কোন [আদিবাসী]^{১২৪} মহিলা, এবং উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত কোন [আদিবাসীর]^{১২৫} জন্য নির্ধারিত সদস্য পদের জন্য যে কোন [আদিবাসী]^{১২৬} মহিলা এবং উপ-ধারা (১)(গ) তে উল্লিখিত অ-[আদিবাসী]^{১২৭} সদস্য পদের জন্য যে কোন অ-[আদিবাসী]^{১২৮} মহিলা, বিধির বিধান সাপেক্ষে, নির্বাচন প্রার্থী হইতে পারিবেন।
- (৫) কোন ব্যক্তি [আদিবাসী]^{১২৯} কি না এবং হইলে তিনি কোন [আদিবাসী]^{১৩০} সদস্য তাহা জেলার সার্কুল চীফ স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কুল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি [আদিবাসী]^{১৩১} হিসাবে চেয়ারম্যান বা কোন [আদিবাসী]^{১৩২} সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

^{১১৪} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৫} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৬} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৭} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৮} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৯} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২০} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২১} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২২} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৩} “উপজাতিগণের” শব্দটি “আদিবাসীগণের” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৪} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৫} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসীর” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৬} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৭} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৮} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৯} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

(৬) কোন ব্যক্তি অ-[আদিবাসী]^{১১৩} কি না এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা ক্ষেত্রমত, পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে [জেলা প্রশাসক]^{১১৪} স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে [জেলা প্রশাসকের]^{১১৫} নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন অ-[আদিবাসী]^{১১৬} সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

৫। চেয়ারম্যানের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

- (১) কোন ব্যক্তি [আদিবাসী]^{১১৭} সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইলে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবে।
- (২) কোন ব্যক্তি [আদিবাসী]^{১১৮} সদস্য নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার যোগ্য না হইলে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না।

৬। [আদিবাসী]^{১১৯} ও [অ-আদিবাসী]^{১২০} সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

- (১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হইলে, কোন [আদিবাসী]^{১২১} অন্তর্ভুক্ত হইলে এবং তাহার বয়স ২৫ (পঁচিশ) বৎসর পূর্ণ হইলে, উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, তিনি তাহার [আদিবাসী]^{১২২}র জন্য নির্ধারিত আসনে [আদিবাসী]^{১২৩} সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।
- (২) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হইলে, [অ-আদিবাসী]^{১২৪} হইলে এবং তাহার বয়স ২৫ (পঁচিশ) বৎসর পূর্ণ হইলে, উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, তিনি অ-[আদিবাসী]^{১২৫}দের জন্য নির্ধারিত আসনে [অ-আদিবাসী]^{১২৬} সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।
- (৩) কোন ব্যক্তি [আদিবাসী]^{১২৭} বা [অ-আদিবাসী]^{১২৮} সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি-
 - (ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন বা হারান;
 - (খ) তাহাকে কোন আদালত অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন;
 - (গ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;
 - (ঘ) তিনি অন্যত্র স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা ত্যাগ করেন;
 - (ঙ) তিনি নৈতিক স্বলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অনুন ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাহার মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;
 - (চ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা পরিষদের বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন কর্মে লাভজনক সার্বক্ষণিক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন;

^{১১৩} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৪} “উপজাতির” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৫} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৬} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৭} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৮} “সার্কেল চীফ” শব্দদ্বয় “জেলা প্রশাসক” শব্দদ্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৯} “সার্কেল চীফের” শব্দদ্বয় “জেলা প্রশাসকের” শব্দদ্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২০} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২১} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২২} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৩} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৪} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৫} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৬} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৭} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৮} “অ-উপজাতি” শব্দটি “অ-আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৯} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৩০} “অ-উপজাতি” শব্দটি “অ-আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৩১} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৩২} “অ-উপজাতি” শব্দটি “অ-আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

- (ছ) তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা সদস্য হন বা থাকেন;
- (জ) তিনি পরিষদের কোন কাজ সম্পাদনের বা মালামাল সরবরাহের জন্য ঠিকাদার হন বা ইহার জন্য নিযুক্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হন বা পরিষদের কোন বিষয়ে তাহার কোন প্রকার আর্থিক স্বার্থ থাকে বা তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অত্যাৱশ্যক কোন দ্রব্যের দোকানদার হন; অথবা
- (ঝ) তাহার নিকট সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক, শিল্প ঋণ সংস্থা বা কৃষি ব্যাংক হইতে গৃহীত কোন ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় অনাদায়ী থাকে।

৭। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের শপথ

চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে নিম্নলিখিত ফরমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত হাইকোর্ট বিভাগের কোন বিচারকের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন এবং শপথপত্র বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দান করিবেন যথা:

“আমি, ..., পিতা বা স্বামী....., খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি আইন অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব এবং আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও অনুগত্য পোষণ করিব।”

৮। সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা

চেয়ারম্যান ও প্রত্যেক সদস্য তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে তাহার এবং তাহার পরিবারের কোন সদস্যের স্বত্ব, দখল বা স্বার্থ আছে এই প্রকার যাবতীয় স্বাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি লিখিত বিবরণ বিধি অনুসারে দাখিল করিবেন।

ব্যাখ্যা- পরিবারের সদস্য বলিতে চেয়ারম্যান বা সংশ্লিষ্ট সদস্যের স্বামী বা স্ত্রী এবং তাহার সঙ্গে বসবাসকারী এবং তাহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল তাহার ছেলেমেয়ে পিতামাতা ও ভাইবোনকে বুঝাইবে।

৯। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ সুবিধা

চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১০। পরিষদের মেয়াদ

পরিষদের মেয়াদ হইবে উহার প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচিত নতুন পরিষদ উহার প্রথম অধিবেশনে না বসা পর্যন্ত পরিষদ কার্য চালাইয়া যাইবে।

১১। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের পদত্যাগ

(১) সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সদস্য স্থায়ী পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(২) পদত্যাগ গৃহীত হইবার তারিখ হইতে পদত্যাগ কার্যকর হইবে এবং পদত্যাগকারীর পদ শূন্য হইবে।

১২। চেয়ারম্যান ইত্যাদির অপসারণ

(১) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য তাহার স্থায়ী পদ হইতে অপসারণযোগ্য হইবেন, যদি তিনি-

(ক) যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে পরিষদের পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;

(খ) তাহার দায়িত্ব পালন করিতে অস্বীকার করেন অথবা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন; অথবা

(গ) অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দোষে দোষী হন অথবা পরিষদের কোন অর্থ বা সম্পত্তির কোন ক্ষতি সাধন বা উহা আত্মসাতের জন্য দায়ী হন।

ব্যাখ্যা।— এই উপ-ধারায় অসদাচরণ বলিতে ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ইচ্ছাকৃত কুশাসনও বুঝাইবে।

(২) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কোন কারণে তাহার পদ হইতে অপসারণ করা যাইবে না, যদি না বিধি অনুযায়ী তদুদ্দেশ্যে আহৃত পরিষদের বিশেষ সভায় মোট সদস্য সংখ্যার অনূন্য ৩/৪ (তিন চতুর্থাংশ) ভোটে তাহার অপসারণের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং প্রস্তাবটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে চেয়ারম্যান বা উক্ত সদস্যকে প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দান করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হইলে চেয়ারম্যান বা উক্ত সদস্য তাহার পদ হইতে অপসারিত হইয়া যাইবেন।

(৪) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারা অনুযায়ী অপসারিত কোন ব্যক্তি পরিষদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য কোন পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না।

১৩। চেয়ারম্যান ও সদস্য পদ শূন্য হওয়া

(১) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হইবে যদি—

(ক) তাহার নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তিনি ধারা ৭ এ নির্ধারিত শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ব্যর্থ হন;

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে সরকার যথার্থ কারণে ইহা বর্ধিত করিতে পারিবে;

(খ) তিনি ধারা ৫ বা ৬ এর অধীনে তাহার পদে থাকার অযোগ্য হইয়া যান;

(গ) তিনি ধারা ১১ এর অধীনে তাহার পদত্যাগ করেন;

(ঘ) তিনি ধারা ১২ এর অধীনে তাহার পদ হইতে অপসারিত হন;

(ঙ) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(২) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য তাহার নির্বাচনের পর ধারা ৫ বা ৬ এর অধীনে অযোগ্য হইয়া গিয়াছেন কি না সে সম্পর্কে কোন বিতর্ক দেখা দিলে নিষ্পত্তির জন্য প্রশ্নটি পরিষদের সচিব কর্তৃক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা জজের নিকট প্রেরিত হইবে এবং জেলা জজ যদি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উক্ত চেয়ারম্যান বা সদস্য অনুরূপ অযোগ্য হইয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন না এবং জেলা জজের উক্ত অভিমত ব্যক্ত করার তারিখ হইতে চেয়ারম্যান বা সদস্যের পদটি শূন্য হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হইলে তাহা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করা হইবে।

১৪। অস্থায়ী চেয়ারম্যান

চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতাহেতু বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নতুন নির্বাচিত চেয়ারম্যান তাহার পদে যোগদান না করা পর্যন্ত বা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের অন্যান্য সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত কোন [আদিবাসী]^{৯৯} সদস্য চেয়ারম্যানরূপে কার্য করিবেন।

১৫। আকস্মিক পদ শূন্যতা

পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার ১৮০ (একশত আশি) দিন পূর্বে চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হইলে, পদটি শূন্য হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে ইহা পূরণ করিতে হইবে, এবং যিনি উক্ত পদে নির্বাচিত, হইবেন তিনি পরিষদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য উক্ত পদে বহাল থাকিবেন।

^{৯৯} “উপজাতিয়” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

১৬। পরিষদের সাধারণ নির্বাচনের সময়

- (১) পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার তারিখের পূর্ববর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে:
- তবে শর্ত থাকে যে, সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মতে, যদি কোন বিশেষ কারণে এই উপ-ধারায় নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদের শেষ দিনের পরবর্তী ১৮২০ (আঠারোশত বিশ) দিনের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।
- (২) পরিষদ বাতিল হইয়া গেলে, বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইবার তারিখের পূর্বে পরিষদ পুনর্গঠনের জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

১৬ক। অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ

- (১) ধারা ১৬ এর অধীন নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হইলে উক্ত মেয়াদ সমাপ্তির তারিখে পরিষদ বাতিল হইয়া যাইবে এবং উপ-ধারা (২) এর অধীন গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের উপর পরিষদের যাবতীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত হইবে।
- (২) একজন চেয়ারম্যান যিনি [আদিবাসী]^{১০০} হইবেন ও নিম্নবর্ণিত ১৪ (চৌদ্দ) জন সদস্য সমন্বয়ে সরকার অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠন করিবে, যথা:
 - (ক) চাকমা [আদিবাসী]^{১০১} হইতে মনোনীত ৩ (তিন) জন সদস্য;
 - (খ) মারমা [আদিবাসী]^{১০২} হইতে মনোনীত ৩ (তিন) জন সদস্য;
 - (গ) ত্রিপুরা [আদিবাসী]^{১০৩} হইতে মনোনীত ৩ (তিন) জন সদস্য;
 - (চ) [অ-আদিবাসী]^{১০৪} হইতে মনোনীত ৩ (তিন) জন সদস্য;
 - (ছ) [আদিবাসী]^{১০৫} মহিলা হইতে মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য; এবং
 - (জ) [অ-আদিবাসী]^{১০৬} মহিলা হইতে মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য;
- (৩) ধারা ১৬ এর অধীন নির্বাচিত নতুন পরিষদ কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ পরিষদের কার্য চালাইয়া যাইবে।
- (৪) সরকার প্রয়োজনবোধে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ পুনর্গঠন করিতে পারিবে।
- (৫) এই ধারার অধীন গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের মেয়াদান্তে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে যে নতুন পরিষদ গঠিত হইবে উহার বা উহার পরবর্তী পরিষদের ক্ষেত্রে ধারা ১৬ এর শর্তাংশের কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।
- (৬) এই আইনের অন্যান্য ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

১৭। ভোটার হওয়ার যোগ্যতা ও ভোটার তালিকা

- (১) পরিষদের নির্বাচনের জন্য কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন, যদি তিনি-
 - (ক) বাংলাদেশের নাগরিক হন;
 - (খ) অন্যান্য ১৮ (আঠার) বৎসর বয়স্ক হন;
 - (গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষিত না হন; এবং
 - (ঘ) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

^{১০০} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০১} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০২} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৩} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৪} “অ-উপজাতি” শব্দটি “অ-আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৫} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৬} “অ-উপজাতি” শব্দটি “অ-আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

(২) নির্বাচন কমিশন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করিবে।

১৮। ভোটাধিকার

কোন ব্যক্তির নাম, ধারা ১৭ এর অধীনে প্রণীত এবং আপাততঃ বলবত ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ থাকিলে তিনি পরিষদের যে কোন নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

১৯। ২ (দুই) পদের জন্য একই সঙ্গে প্রার্থী হওয়া নিষিদ্ধ

কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে চেয়ারম্যান এবং [আদিবাসী]^{১০১} সদস্য পদের জন্য নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

২০। নির্বাচন পরিচালনা

- (১) নির্বাচন কমিশন এই আইন ও বিধি অনুযায়ী চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠানও পরিচালনা করিবে।
- (২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচনের জন্য বিধি প্রণয়ন করিবে এবং অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা:
 - (ক) নির্বাচন এলাকা নির্ধারণ;
 - (কক) নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার, সহকারি রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ এবং তাহাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব;
 - (খ) প্রার্থী মনোনয়ন, মনোনয়নের ক্ষেত্রে আপত্তি এবং মনোনয়ন বাছাই;
 - (গ) প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদেয় জামানত এবং উক্ত জামানত ফেরত প্রদান বা বাজেয়াপ্তকরণ;
 - (ঘ) প্রার্থী পদ প্রত্যাহার;
 - (ঙ) প্রার্থীগণের এজেন্ট নিয়োগ;
 - (চ) প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে নির্বাচন পদ্ধতি;
 - (ছ) ভোট গ্রহণের তালিকা, সময় ও স্থান এবং নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়;
 - (জ) ভোট দানের পদ্ধতি;
 - (ঝ) ব্যালট পেপার এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্রের হেফাজত ও বিলিভন্টন;
 - (ঞ) যে অবস্থায় ভোট গ্রহণ স্থগিত করা যায় এবং পুনরায় ভোট গ্রহণ করা যায়;
 - (ট) নির্বাচনী ব্যয়;
 - (ঠ) নির্বাচনে দুর্নীতিমূলক বা অবৈধ কার্যকলাপ ও অন্যান্য নির্বাচনী অপরাধ এবং উহার দণ্ড;
 - (ড) নির্বাচনী বিরোধ এবং উহার বিচার ও নিষ্পত্তি; এবং
 - (ঢ) নির্বাচন সম্পর্কিত আনুসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়।
- (৩) উপ-ধারা (২)(ঠ) এর অধীন প্রণীত বিধিতে কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডের বিধান করা যাইবে, তবে কারাদণ্ডের মেয়াদ ২ (দুই) বৎসরের অধিক এবং অর্থদণ্ডের পরিমাণ ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার অধিক হইবে না।

২১। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ

চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসাবে নির্বাচিত সকল ব্যক্তির নাম নির্বাচনের পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, নির্বাচন কমিশন সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

^{১০১} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

২২। পরিষদের কার্যাবলী

প্রথম তফসিলে উল্লিখিত কার্যাবলী পরিষদের কার্যাবলি হইবে এবং পরিষদ উহার তহবিলের সঙ্গতি অনুযায়ী এই কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

২৩। সরকার ও পরিষদের কার্যাবলী হস্তান্তর ইত্যাদি

এই আইন অথবা আপাততঃ বলবত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার পরিষদের সম্মতিক্রমে-

- (ক) পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম সরকারের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে; এবং
- (খ) সরকার কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে হস্তান্তর করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

২৪। নির্বাহী ক্ষমতা

- (১) এই আইনের অধীন যাবতীয় কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করিবার ক্ষমতা পরিষদের থাকিবে।
- (২) এই আইন বা বিধিতে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত হইবে এবং এই আইন ও প্রবিধান অনুযায়ী চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যগতভাবে অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রযুক্ত হইবে।
- (৩) পরিষদের নির্বাহী বা অন্য কোন কার্য পরিষদের নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং উহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রমাণিত হইতে হইবে।

২৫। কার্যাবলী নিষ্পন্ন

- (১) পরিষদের কার্যাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ও পদ্ধতিতে উহার বা উহার কমিটিসমূহের সভায় অথবা উহার চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক নিষ্পন্ন করা হইবে।
- (২) পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত অন্য কোন সদস্য, সভাপতিত্ব করিবেন।
- (৩) পরিষদের কোন সদস্যপদ শূন্য রহিয়াছে বা উহার গঠনে কোন ত্রুটি রহিয়াছে কেবল এই কারণে কিংবা পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত হইবার বা ভোট দানের বা অন্য কোন উপায়ে উহার কার্যধারায় অংশ গ্রহণের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অনুরূপ কার্য করিয়াছেন কেবল এই কারণে পরিষদের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না।
- (৪) পরিষদের প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণীর একটি করিয়া অনুলিপি সভা অনুষ্ঠিত হইবার তারিখের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

২৬। পরিষদের সভায় মং চীফ ও চাকমা চীফের যোগদান ইত্যাদি

মং চীফ এবং চাকমা চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের যে কোন সভায় যোগদান করিতে পারিবেন এবং পরিষদের কোন আলোচ্য বিষয়ে তাহার মতামত ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

২৭। কমিটি

পরিষদ উহার কাজের সহায়তার জন্য প্রয়োজনবোধে কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ কমিটির সদস্য সংখ্যা ও ইহার দায়িত্ব এবং কার্যধারা নির্ধারন করিতে পারিবে।

২৮। চুক্তি

- (১) পরিষদ কর্তৃক বা উহার পক্ষে সম্পাদিত সকল চুক্তি-
 - (ক) লিখিত হইতে হইবে এবং পরিষদের নামে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইতে হইবে;
 - (খ) প্রবিধান অনুসারে সম্পাদিত হইতে হইবে।

- (২) কোন চুক্তি সম্পাদনের অব্যাহতি পরে অনুষ্ঠিত পরিষদের সভায় চেয়ারম্যান চুক্তিটি সম্পর্কে উহাকে অবহিত করিবেন।
- (৩) পরিষদ প্রস্তাবের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের চুক্তি সম্পাদনের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং চেয়ারম্যান চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করিবেন।
- (৪) এই ধারার খেলাপ সম্পাদিত কোন চুক্তির দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাইবে না।

২৯। নির্মাণ কাজ

পরিষদ প্রবিধান দ্বারা-

- (ক) পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিতব্য সকল নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা এবং আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন করার বিধান করিবে;
- (খ) উক্ত পরিকল্পনা ও ব্যয় কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এবং কি শর্তে প্রযুক্তিগতভাবে এবং প্রশাসনিকভাবে অনুমোদিত হইবে উহার বিধান করিবে;
- (গ) উক্ত পরিকল্পনা ও ব্যয়ের হিসাব কাহার দ্বারা প্রণয়ন করা হইবে এবং উক্ত নির্মাণ কাজ কাহার দ্বারা সম্পাদন করা হইবে উহার বিধান করিবে।

৩০। নথিপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি

পরিষদ-

- (ক) উহার কার্যাবলীর নথিপত্র প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিবে;
- (খ) প্রবিধান উল্লিখিত বিষয়ের উপর সাময়িক প্রতিবেদন ও বিবরণী প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবে;
- (গ) উহার কার্যাবলী সম্পর্কে তথ্য প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বা সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত অন্যান্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩১। পরিষদের সচিব

সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদের সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে [আদিবাসী]^{১০১} কর্মকর্তাদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৩২। পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ

- (১) পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত পরিষদ, সরকারের অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে।
- (২) পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদিগকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে:
তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার [আদিবাসী]^{১০২} বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় থাকিবে।
- (৩) পরিষদের অন্যান্য পদে বিধি অনুযায়ী সরকার, পরিষদের সহিত পরামর্শক্রমে, কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে।
- (৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত কর্মকর্তাগণকে সরকার অন্যত্র বদলী করিতে এবং বিধি অনুযায়ী সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে।

৩৩। ভবিষ্যৎ তহবিল ইত্যাদি

- (১) পরিষদ উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য ভবিষ্যৎ তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হারে উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবার জন্য উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে নির্দেশ দিতে পারিবে;
- (২) পরিষদ ভবিষ্যৎ তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবে।

^{১০১} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০২} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

- (৩) পরিষদের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার কারণে অসুস্থ হইয়া বা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিলে পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবারবর্গকে প্রবিধান অনুযায়ী গ্রাচুইটি প্রদান করিতে পারিবে।
- (৪) পরিষদ উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রবিধান অনুযায়ী সামাজিক বীমা প্রকল্প চালু করিতে পারিবে এবং উহাতে তাহাদিগকে চাঁদা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারিবে।
- (৫) পরিষদ উহার কর্মচারীদের জন্য প্রবিধান অনুযায়ী বদান্য তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং উহা হইতে উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত গ্রাচুইটি এবং প্রবিধান অনুযায়ী অন্যান্য সাহায্য প্রদান করিতে পারিবে।
- (৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন গঠিত তহবিলে পরিষদ চাঁদা প্রদান করিতে পারিবে।

৩৪। চাকুরি প্রবিধান

পরিষদ প্রবিধান দ্বারা-

- (ক) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাদি নির্ধারণ করিতে পারিবে;
- (খ) পরিষদ কর্তৃক নিয়োগ করা যাইবে এইরূপ সকল পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতা এবং নীতিমালা নির্ধারণ করিতে পারিবে;
- (গ) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তদন্তের পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান ও শাস্তির বিরুদ্ধে আপীলের বিধান করিতে পারিবে; (ঘ) পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান করিতে পারিবে।

৩৫। পরিষদের তহবিল গঠন

- (১) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ তহবিল নামে পরিষদের একটি তহবিল থাকিবে।
- (২) পরিষদের তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হইবে, যথা-
 - (ক) জেলা পরিষদের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ;
 - (খ) পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য দাবী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;
 - (গ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা;
 - (ঘ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের অনুদান;
 - (ঙ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
 - (চ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা;
 - (ছ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য যে কোন অর্থ;
 - (জ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

৩৬। পরিষদের তহবিল সংরক্ষণ, বিনিয়োগ ইত্যাদি

- (১) পরিষদের তহবিলে জমাকৃত অর্থ কোন সরকারি ট্রেজারীতে বা সরকারি ট্রেজারীর কার্য পরিচালনাকারী কোন ব্যাংকে রাখা হইবে।
- (২) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ উহার তহবিলের কিছু অংশ বিনিয়োগ করিতে পারিবে।
- (৩) পরিষদ ইচ্ছা করিলে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আলাদা তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল পরিচালনা করিবে।

৩৭। পরিষদের তহবিলের প্রয়োগ

- (১) পরিষদের তহবিলের অর্থ নিম্নলিখিত খাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যয় করা যাইবে, যথা-
প্রথমত : পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান;

দ্বিতীয়ত : এই আইনের অধীন পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়;

তৃতীয়ত : এই আইন বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন দ্বারা ন্যস্ত পরিষদের দায়িত্ব সম্পাদন এবং কর্তব্য পালনের জন্য ব্যয়;

চতুর্থত : সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়;

পঞ্চমত : সরকার কর্তৃক ঘোষিত পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়।

(২) পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় নিম্নরূপ হইবে যথা:

(ক) পরিষদের চাকুরীতে নিয়োজিত কোন সরকারি কর্মচারীর জন্য দেয় অর্থ;

(খ) সরকারের নির্দেশে পরিষদ সার্ভিসের রক্ষণাবেক্ষণ, হিসাব নিরীক্ষণ বা অন্য কোন বিষয়ের জন্য দেয় অর্থ;

(গ) কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পরিষদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রি বা রোয়েদাদ কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ;

(ঘ) বিধি দ্বারা দায়যুক্ত বলিয়া নির্ধারিত অন্য যে কোন ব্যয়।

(৩) পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত কোন ব্যয়ের খাতে যদি কোন অর্থ অপরিশোধিত থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তির হেফাজতে উক্ত তহবিল থাকিবে সে ব্যক্তিকে সরকার, আদেশ দ্বারা উক্ত তহবিল হইতে, যতদূর সম্ভব, ঐ অর্থ পরিশোধ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

৩৮। বাজেট

(১) প্রতি অর্থ বৎসর শুরু হইবার পূর্বে পরিষদ উক্ত বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরণী অতঃপর বাজেট বলিয়া উল্লিখিত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রণয়ন ও অনুমোদন করিবে এবং উহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) কোন অর্থ বৎসর শুরু হইবার পূর্বে পরিষদ ইহার বাজেট অনুমোদন করিতে না পারিলে, সরকার উক্ত বৎসরের জন্য একটি আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করাইয়া উহা প্রত্যয়ন করিবে এবং এইরূপ প্রত্যয়নকৃত বিবরণী পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।

[* * *]^{১০০}

(৪) কোন অর্থ বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় পরিষদ, প্রয়োজন মনে করিলে, সেই অর্থ বৎসরের জন্য প্রণীত বা অনুমোদিত বাজেট পুনঃপ্রণয়ন বা সংশোধন করিতে পারিবে এবং যথাশীঘ্র সম্ভব একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৫) এই আইন মোতাবেক গঠিত পরিষদ প্রথম বার যে অর্থ বৎসরে দায়িত্বভার গ্রহণ করিবে সেই অর্থ বৎসরে বাজেট উক্ত দায়িত্বভার গ্রহণের পর অর্থ বৎসরটির বাকী সময়ের জন্য প্রণীত হইবে এবং উক্ত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলী যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

৩৯। হিসাব

(১) পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে রক্ষণ করা যাইবে।

(২) প্রতিটি অর্থ বৎসর শেষ হইবার পর পরিষদ একটি বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিবে এবং পরবর্তী অর্থ বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) উক্ত বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবের একটি অনুলিপি জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য পরিষদ কার্যালয়ের কোন বিশিষ্ট স্থানে স্থাপন করিতে হইবে এবং উক্ত হিসাব সম্পর্কে জনসাধারণের আপত্তি বা পরামর্শ পরিষদ বিবেচনা করিবে।

৪০। হিসাব নিরীক্ষা

^{১০০} উপ-ধারা (৩) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১০ নং আইন) এর ২০ ধারা বলে বিলুপ্ত

- (১) পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিরীক্ষিত হইবে।
- (২) নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ পরিষদের সকল হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় বহি ও অন্যান্য দলিল দেখিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে পরিষদের চেয়ারম্যান ও যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে।
- (৩) হিসাব-নিরীক্ষার পর নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করিবে এবং উহাতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিবে, যথা:
 - (ক) অর্থ আত্মসাৎ;
 - (খ) পরিষদ তহবিলের লোকসান, অপচয় এবং অপপ্রয়োগ;
 - (গ) হিসাব রক্ষণ অনিয়ম;
 - (ঘ) নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের মতে যাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত আত্মসাৎ, লোকসান, অপচয়, অপপ্রয়োগ ও অনিয়মের জন্য দায়ী তাহাদের নাম।

৪১। পরিষদের সম্পত্তি

- (১) পরিষদ প্রবিধান দ্বারা-
 - (ক) পরিষদের উপর ন্যস্ত বা উহার মালিকানাধীন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বিধান করিতে পারিবে;
 - (খ) উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।
- (২) পরিষদ-
 - (ক) উহার মালিকানাধীন বা উহার উপর বা উহার তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত যে কোন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিদর্শন ও উন্নয়ন সাধন করিতে পারিবে;
 - (খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত সম্পত্তি কাজে লাগাইতে পারিবে;
 - (গ) দান, বিক্রয়, বন্ধক, ইজারা বা বিনিময়ের মাধ্যমে বা অন্য কোন পন্থায় যে কোন সম্পত্তি অর্জন বা হস্তান্তর করিতে পারিবে।

৪২। উন্নয়ন পরিকল্পনা

- (১) পরিষদ উহার এখতিয়ারভুক্ত যে কোন বিষয়ে উহার তহবিলের সংগতি অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।
- (২) উক্ত পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধান থাকিবে, যথা:
 - (ক) কি পদ্ধতিতে পরিকল্পনার অর্থ যোগান হইবে এবং উহার তদারক ও বাস্তবায়ন হইবে;
 - (খ) কাহার দ্বারা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইবে;
 - (গ) পরিকল্পনা সম্পর্কিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়।
- (২ক) পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে স্থানান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।
- (৩) পরিষদ উহার উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অনুলিপি উহার বাস্তবায়নের পূর্বে সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।
- (৪) পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত কোন বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।

৪৩। পরিষদের নিকট চেয়ারম্যান ইত্যাদির দায়

পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা উহার কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা পরিষদ প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বা পরিষদের প্রতেগ কর্মরত কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ গাফেলতি বা অসদাচরণের কারণে পরিষদের কোন অর্থ বা সম্পদের লোকসান, অপচয় বা অপপ্রয়োগ হইলে উহার জন্য তিনি দায়ী থাকিবেন, এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকার তাহার এই

দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করিবে এবং যে টাকার জন্য তাহাকে দায়ী করা হইবে সেই টাকা সরকারি দাবী (public demand) হিসাবে তাহার নিকট হইতে আদায় করা হইবে।

৪৪। পরিষদ কর্তৃক আরোপীয় কর এবং সরকারের অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়

পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত সকল অথবা যে কোন কর, রেইট, টোল এবং ফিস প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরোপ করিতে পারিবে এবং উক্ত তফসিলে নির্ধারিত সরকারের অন্যান্য সূত্র হইতে রয়্যালটির অংশ বিশেষ আহরণ করিতে পারিবে।

৪৫। কর সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি

- (১) পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল কর, রেইট, টোল এবং ফিস প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রজ্ঞাপিত হইবে, এবং সরকার ভিন্নরূপে নির্দেশনা না দিলে উক্ত আরোপের বিষয়টি আরোপের পূর্বে প্রকাশ করিতে পারিবে।
- (২) কোন কর, রেইট, টোল এবং ফিস আরোপের বা উহার পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে পরিষদ যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে উহা কার্যকর হইবে।

৪৬। কর সংক্রান্ত দায়

কোন ব্যক্তি বা জিনিসপত্রের উপর কর, রেইট, টোল বা ফিস আরোপ করা যাইবে কি না উহা নির্ধারণের প্রয়োজনে পরিষদ নোটিশের মাধ্যমে, যে কোন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিতে বা দলিলপত্র, হিসাব বহি বা জিনিসপত্র হাজির করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

৪৭। কর আদায়

- (১) এই আইনে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, পরিষদের সকল কর রেইট, টোল এবং ফিস প্রবিধান দ্বারা, নির্ধারিত ব্যক্তির দ্বারা এবং পদ্ধতিতে আদায় হইবে।
- (২) পরিষদের প্রাপ্য অনাদায়ী সকল প্রকার কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য অর্থ সরকারি দাবী (public demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৪৮। কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে আপত্তি

প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় এবং সময়ের মধ্যে পেশকৃত লিখিত দরখাস্ত ছাড়া অন্য কোন পন্থায় এই আইনের অধীন ধার্য কোন কর, রেইট, টোল বা ফিস বা এতদসংক্রান্ত কোন সম্পত্তির মূল্যায়ন অথবা কোন ব্যক্তির ইহা প্রদানের দায়িত্ব সম্পর্কে কোন আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

৪৯। কর প্রবিধান

- (১) পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত সকল কর, রেইট, টোল বা ফিস এবং অন্যান্য দাবী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধার্য, আরোপ এবং নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে।
- (২) এই ধারায় উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কিত প্রবিধানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, কর দাতাদের করণীয় এবং কর ধার্যকারী ও আদায়কারী কর্মকর্তা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিধান থাকিবে।

৫০। পরিষদের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ

- (১) এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ বা অনুশাসন করিতে পারিবে।

- (২) সরকার যদি এইরূপ প্রমাণ পায় যে, পরিষদের দ্বারা বা পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কার্যক্রম এই আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী, তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে, এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, এবং পরিষদ উক্ত তথ্য ও ব্যাখ্যা সরবরাহ এবং পরামর্শ বা নির্দেশ বাস্তবায়ন করিবে।

৫১। পরিষদের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ

পরিষদের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ- খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১০ নং আইন) এর ২৫ ধারা বলে বিলুপ্ত।

৫২। পরিষদের বিষয়াবলী সম্পর্কে তদন্ত

পরিষদের বিষয়াবলী সম্পর্কে তদন্ত খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১০ নং আইন) এর ২৫ ধারা বলে বিলুপ্ত।

৫৩। পরিষদ বাতিলকরণ

(১) যদি প্রয়োজনীয় তদন্তের পর সরকার এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, পরিষদ-

- (ক) উহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ অথবা ক্রমাগতভাবে উহার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইয়াছে;
- (খ) উহার প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ;
- (গ) সাধারণতঃ এমন কাজ করে যাহা জনস্বার্থ বিরোধী;
- (ঘ) অন্য কোনভাবে উহার ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন বা ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে বা করিতেছে;

তাহা হইলে সরকার, সরকারিগেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা পরিষদকে বাতিল করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত আদেশ প্রদানের পূর্বে পরিষদকে উহার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনকোন আদেশ প্রকাশিত হইলে-

- (ক) পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ তাহাদের পদে বহাল থাকিবেন না;
- (খ) বাতিল থাকাকালীন সময়ে পরিষদের যাবতীয় দায়িত্ব সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ পালন করিবে।

(৩) উক্ত বাতিলাদেশ সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে এই আইন ও বিধি মোতাবেক পরিষদ পুনর্গঠিত হইবে।

৫৪। যুক্ত কমিটি

পরিষদ অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহিত একত্রে উহাদের সাধারণ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের জন্য যুক্ত কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং অনুরূপ কমিটিকে তাহার যে কোন ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

৫৫। পরিষদ ও অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরোধ

পরিষদ এবং অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে বিরোধীয় বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য সরকারের নিকট প্রেরিত হইবে এবং এই ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৫৬। অপরাধ

তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত কোন করণীয় কাজ না করা এবং করণীয় নয় এই প্রকার কাজ করা এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে।

৫৭। দণ্ড

এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য অনধিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাইবে এবং এই অপরাধ যদি অনবরতভাবে ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে প্রথম দিনের অপরাধের পর পরবর্তী প্রত্যেক দিনের জন্য অপরাধীকে অতিরিক্ত অনধিক ২৫/- (পঁচিশ) টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাইবে।

৫৮। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ

চেয়ারম্যান বা পরিষদ হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৫৯। অভিযোগ প্রত্যাহার

চেয়ারম্যান বা এতদুদ্দেশ্যে পরিষদ হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন অপরাধ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

৬০। অবৈধভাবে পদার্পণ

- (১) জনপথ ও সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন স্থানে কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে অবৈধভাবে পদার্পণ করিবেন না।
- (২) উক্তরূপ অবৈধ পদার্পণ হইলে পরিষদ নোটিশ দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবৈধভাবে পদার্পণকারী ব্যক্তিকে তাহার অবৈধ পদার্পণ বন্ধ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে যদি তিনি এই নির্দেশ মান্য না করেন তাহা হইলে পরিষদ অবৈধ পদার্পণ বন্ধ করিবার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অবৈধ পদার্পণকারী কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সেইজন্য তাহাকে কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া হইবে না।
- (৩) অবৈধ পদার্পণ বন্ধ করার প্রয়োজনে গৃহীত ব্যবস্থার জন্য যে ব্যয় হইবে তাহা উক্ত পদার্পণকারীর উপর এই আইনের অধীন ধার্য কর বলিয়া গণ্য হইবে।

৬১। আপীল

এই আইন যা কোন বিধি বা প্রবিধান অনুসারে পরিষদ বা উহার চেয়ারম্যানের কোন আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত আদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের নিকট উহার বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন এবং এই আপীলের উপর সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৬২। জেলা পুলিশ

- (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও নিম্নস্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাহাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে :
তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার [আদিবাসী]^{১০} বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় থাকিবে।

^{১০} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

- (২) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত জেলা পুলিশের সকল কর্মকর্তা ও সদস্যের চাকুরির শর্তাবলী, তাহাদের প্রশিক্ষণ, সাজসজ্জা, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং তাহাদের পরিচালনা অন্যান্য জেলা পুলিশের অনুরূপ হইবে এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে জেলা পুলিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল আইন উপ-ধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে, তাহাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।
- (৩) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পুলিশের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও সদস্যগণ তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ব্যাপারে, তদুৎপত্তি অন্যান্য আইনের বিধান অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, পরিষদের নিকট দাবী থাকিবেন।

৬৩। পুলিশের দায়িত্ব

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে ইহার তথ্য পরিষদের চেয়ারম্যানকে অবহিত করা এবং পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ইহার কর্মকর্তাগণকে আইনানুগ কর্তৃত্ব প্রয়োগে সহায়তা দান করা সকল পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব হইবে।

৬৪। ভূমি সংক্রান্ত বিশেষ বিধান

- (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন-
 - (ক) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ যে কোন জায়গা জমি, পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, ইজারা প্রদান, বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় বা অন্যবিধভাবে হস্তান্তর করা যাইবে না: তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাগুই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প-কারখানা ও সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ডকৃত জমির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।
 - (খ) পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সহিত আলোচনা ও উহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।
- (২) হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যাদি পরিষদ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।
- (৩) কাগুই হ্রদের জলে ভাসা জমি (Fringe land) অত্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেয়া হইবে।

৬৪ক। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির গঠন

- (১) পুনর্বাসিত উদ্বাস্তুদের ভূমি বিরোধ এবং প্রচলিত আইন ভঙ্গ করিয়া প্রদানকৃত বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট ভূমি বিরোধসমূহ ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি-এর নিকট দাখিল করা হইবে।
- (২) ৬৪ক ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের মধ্য হইতে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি গঠিত হইবে। ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের সমন্বয়ে উক্ত কমিটি গঠিত হইবে। বিরোধীয় পক্ষদ্বয়কর্তৃক ২ (দুই) জন করিয়া ৪ (চার) জন সদস্যকে মনোনীত করা হইবে। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এই কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন। এইভাবে নিযুক্ত চেয়ারম্যানের প্রতি যদি কোন পক্ষ অনাস্থা প্রকাশ করে তবে বিভাগীয় কমিশনার তিনি যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ কোন ব্যক্তিকে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে মনোনীত করিবেন।
- (৩) নির্দেশিত ফরমে উক্ত কমিটির নিকট আবেদন করা হইবে।
- (৪) কমিটি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া দাখিলকৃত বিরোধের নিষ্পত্তি করিবেন।
- (৫) দরখাস্ত দাখিলের পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করা হইবে এবং কমিটি গঠনের পরবর্তী ৬০ (ষাট) কর্ম দিনের মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তি করা হইবে।

(৬) যদি দরখাস্ত দাখিলের পরবর্তী নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কমিটি গঠন না হইয়া থাকে অথবা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তি সম্ভব না হইয়া থাকে, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, তবে সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয় রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ হইতে এই মর্মে প্রদত্ত সার্টিফিকেট সংযুক্ত করিয়া এদতপূর্বে বর্ণিত সময়সীমা অতিবাহিত হইবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের দরখাস্ত দাখিল করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনের নিকট দরখাস্ত করিবার সময়সীমা কোন কারণে তামাদি হইলে সেক্ষেত্রে ১৯০৮ সনের তামাদি আইন প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহকারে প্রযোজ্য হইবে।^{১১১}

৬৫। ভূমি উন্নয়ন কর আদায়

আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার এলাকাভুক্ত ভূমি বাবদ আদায়যোগ্য ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদে ন্যস্ত থাকিবে এবং আদায়কৃত কর পরিষদের তহবিলে জমা হইবে।

৬৬। [আদিবাসী]^{১১২} বিষয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধান

(১) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বাসিন্দা এমন [আদিবাসীগণের]^{১১৩} মধ্যে কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা [আদিবাসী]^{১১৪} বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয় কারবারী বা হেডম্যানের নিকট উত্থাপন করিতে হইবে এবং তিনি সংশ্লিষ্ট [আদিবাসীগণের]^{১১৫} মধ্যে প্রচলিত রীতি-নীতি অনুযায়ী বিরোধের নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) কারবারী বা হেডম্যানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে খাগড়াছড়ি মং চীফের নিকট আপীল করা যাইবে।

(৩) মং চীফের আপীল নিষ্পত্তির ব্যাপারে দায়িত্ব পালনে সহায়তা করার জন্য একজন ত্রিপুরা এবং একজন চাকমা পরামর্শদাতা থাকিবেন এবং তাহারা সরকার কর্তৃক ৩ (তিন) বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন।

(৪) মং চীফের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট আপীল করা যাইবে এবং তাহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আপীল নিষ্পত্তির পূর্বে তিনি সংশ্লিষ্ট [আদিবাসী]^{১১৬} হইতে তৎকর্তৃক মনোনীত অন্যান্য ৩ (তিন) জন [আদিবাসী]^{১১৭} বিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিবেন।

(৫) পরিষদ প্রবিধান দ্বারা এই ধারায় উল্লিখিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য-

(ক) বিচার পদ্ধতি;

(খ) বিচার প্রার্থী ও আপীলকারী কর্তৃক প্রদেয় ফিস, নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৬৭। পরিষদ ও সরকারের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন

পরিষদ এবং সরকারের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে, এতদ্বিষয়ে সরকার বাপরিষদ পরস্পরের নিকট সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারিবে এবং পারস্পারিক যোগাযোগ বা আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করা হইবে।

৬৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, পরিষদের সহিত পরামর্শক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরিউক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে যথা:

^{১১১} প্রস্তাবিত

^{১১২} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৩} “উপজাতিদের” শব্দটি “আদিবাসীগণের” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৪} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৫} “উপজাতিদের” শব্দটি “আদিবাসীগণের” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৬} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৭} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

- (ক) পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব;
 - (খ) হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরীক্ষণ;
 - (গ) পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং অন্য কোন ব্যক্তির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করার পদ্ধতি;
 - (ঘ) পরিষদের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের পদ্ধতি;
 - (ঙ) পরিষদ পরিদর্শনের পদ্ধতি এবং পরিদর্শকের ক্ষমতা;
 - (চ) এই আইনের অধীন বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিতে হইবেবা করা যাইবে এইরূপ যে কোন বিষয়।
- (৩) কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পর, পরিষদের বিবেচনায় যদি উক্ত বিধি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জন্য কষ্টকর বা আপত্তিকর বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা হইলে, পরিষদ সংশ্লিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনা, সংশোধন, বাতিল বা উহার প্রয়োগ শিথিল করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন বিবেচনাক্রমে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬৯। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিষদ, এই আইনের বা কোন বিধির বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য না হয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে :
- তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরিষদকে পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে।
- (২) বিশেষ করিয়া এবং উপরিউক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, অনুরূপ প্রবিধানে নিম্নরূপ সকল অথবা আইনের বা কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা:
- (ক) পরিষদের কার্যাবলী পরিচালনা,
 - (খ) পরিষদের সভার ফোরাম নির্ধারণ,
 - (গ) পরিষদের সভায় প্রশ্ন উত্থাপন,
 - (ঘ) পরিষদের সভা আহবান,
 - (ঙ) পরিষদের সভার কার্যবিবরণী লিখন,
 - (চ) পরিষদের সভায় গৃহীত প্রস্তাবের বাস্তবায়ন,
 - (ছ) সাধারণ সীলমোহরের হেফাজত ও ব্যবহার;
- [* * *]^{১০০}
- (ঝ) পরিষদের অফিসের বিভাগ ও শাখা গঠন এবং উহাদের কাজের পরিধি নির্ধারণ;
 - (ঞ) কার্যনির্বাহ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়;
 - (ট) পরিষদ কর্তৃক নিয়োগ করা যাইবে এমন সকল পদে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ ও তাহাদের শৃংখলা;
 - (ঠ) কর, রেইট, টোল এবং ফিস, ধার্য ও আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়;
 - (ড) পরিষদের সম্পত্তিতে অবৈধ পদার্পণ নিয়ন্ত্রণ;
 - (ঢ) গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রাণীর বিক্রয় রেজিস্ট্রীকরণ;
 - (ণ) এতিমখানা, বিধবা সদন এবং দরিদ্রদের ত্রাণ সম্পর্কিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রীকরণ ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ;
 - (ত) জনসাধারণের ব্যবহার্য সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ;
 - (থ) টীকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
 - (দ) সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
 - (ধ) খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল প্রতিরোধ;
 - (ন) সমাজের বা ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর বা বিরক্তিকর কার্যকলাপ প্রতিরোধ;
 - (প) বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ;
 - (ফ) জনসাধারণের ব্যবহার্য ফেরীর ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ;
 - (ব) গবাদি পশুর খোয়াড়ের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ;
 - (ভ) ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ;
 - (ম) মেলা, প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা ও জনসমাবেশ অনুষ্ঠান ও নিয়ন্ত্রণ;

^{১০০} দফা (জ) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১০ নং আইন) এর ৩৩ ধারা বলে বিলুপ্ত

- (য) বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
 - (র) ভিক্ষাবৃত্তি, কিশোর অপরাধ, পতিতাবৃত্তি ও অন্যান্য অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধ;
 - (ল) কোন কোন ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রয়োজন হইবে এবং কি কি শর্তে উহা প্রদান করা হইবে তাহা নির্ধারণ; এবং
 - (শ) এই আইনের অধীন প্রবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে বা করা যাইবে এইরূপ যে কোন বিষয়।
- (৩) পরিষদের বিবেচনায় সে প্রকারে প্রকাশ করিলে কোন প্রবিধান সম্পর্কে জনসাধারণ ভালভাবে অবহিত হইতে পারিবে সেই প্রকারে প্রত্যেক প্রবিধান প্রকাশ করিতে হইবে।

৭০। ক্ষমতা অর্পণ

ক্ষমতা অর্পণ- খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১০নং আইন) এর ৩৪ ধারা বলে বিলুপ্ত।

৭১। পরিষদের পক্ষে ও বিপক্ষে মামলা

- (১) পরিষদের বিরুদ্ধে বা পরিষদ সংক্রান্ত কোন কাজের জন্য উহার কোন সদস্য বা কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করিতে হইলে মামলা দায়ের করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে মামলার কারণ এবং বাদীর নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করিয়া একটি নোটিশ-
 - (ক) পরিষদের ক্ষেত্রে, পরিষদের কার্যালয়ে প্রদান করিতে হইবে বা পৌছাইয়া দিতে হইবে;
 - (খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিকট ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার অফিস বা বাসস্থানে প্রদান করিতে হইবে বা পৌছাইয়া দিতে হইবে।
- (২) উক্ত নোটিশ প্রদান বা পৌছানোর পর ৩০ (ত্রিশ) দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না, এবং মামলার আরজীতে উক্ত নোটিশ প্রদান করা বা পৌছানো হইয়াছে কি না তাহার উল্লেখ থাকিতে হইবে।

৭২। নোটিশ এবং উহা জারিকরণ

- (১) এই আইন, বিধি বা প্রবিধান পালনের জন্য কোন কাজ করা বা না করা হইতে বিরত থাকা যদি ব্যক্তির কর্তব্য হয় তাহা হইলে কোন সময়ের মধ্যে ইহা করিতে হইবে বা ইহা করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে তাহা উল্লেখ করিয়া তাহার উপর একটি নোটিশ জারি করিতে হইবে।
- (২) এই আইনের অধীন প্রদেয় কোন নোটিশ গঠনগত ত্রুটির কারণে অবৈধ হইবে না।
- (৩) ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে এই আইনের অধীন প্রদেয় সকল নোটিশ উহার প্রাপককে হাতে হাতে প্রদান করিয়া অথবা তাহার নিকট ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া বা তাহার বাসস্থান বা কর্মস্থলের কোন বিশিষ্ট স্থানে আঁটিয়া দিয়া জারি করিতে হইবে।
- (৪) যে নোটিশ সর্বসাধারণের জন্য তাহা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত কোন প্রকাশ্য স্থানে আঁটিয়া দিয়া জারি করা হইলে উহা যথাযথভাবে জারি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৭৩। প্রকাশ্য রেকর্ড

এই আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত এবং সংরক্ষিত যাবতীয় রেকর্ড এবং রেজিস্টার Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) তে যে অর্থে প্রকাশ্য রেকর্ড (Public document) কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে, প্রকাশ্য রেকর্ড (Public document) বলিয়া গণ্য হইবে এবং বিপরীত প্রমাণিত না হইলে, উহাকে বিশ্বাস রেকর্ড বা রেজিস্টার বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

৭৪। পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ইত্যাদি জনসেবক (public servant) গণ্য হইবেন

পরিষদের চেয়ারম্যান ও উহার অন্যান্য সদস্য এবং উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং পরিষদের পক্ষে কার্য করিবার জন্য যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তি Penal Code (Act XLV of 1860) এর section 21 এ যে অর্থে জনসেবক (public servant) কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক (public servant) বলিয়া গণ্য হইবে।

৭৫। সরল বিশ্বাসে কৃত কার্যক্রম রক্ষণ

এই আইন, বিধি বা প্রবিধান এর অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, পরিষদ বা উহাদের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৭৬। রহিতকরণ ও হেফাজত

- (১) এই আইনের বিধান অনুযায়ী খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৯নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ক্ষেত্রে রহিত হইবে।
- (২) উক্ত আইন উক্তরূপে রহিত হইবার পর,-
 - (ক) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, অতঃপর উক্ত জেলা পরিষদ বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে;
 - (খ) উক্ত আইনের অধীন প্রণীত বা প্রণীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য সকল বিধি, প্রবিধান ও বাই-ল'জ, প্রদত্ত বা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য সকল আদেশ, জারীকৃত বা জারীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য সকল বিজ্ঞপ্তি বা নোটিশ এবং মঞ্জুরীকৃত বা মঞ্জুরীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য সকল লাইসেন্স ও অনুমতি, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত, জারীকৃত বা মঞ্জুরীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত সকল বাই-ল'জ প্রবিধান বলিয়া গণ্য হইবে;
 - (গ) উক্ত জেলা পরিষদের সকল সম্পদ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধা, সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, তহবিল, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, বিনিয়োগ এবং উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কীয়, উহার যাবতীয় অধিকার বা উহাতে ন্যস্ত যাবতীয় স্বার্থ পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে;
 - (ঘ) উক্ত জেলা পরিষদের যে সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব ছিল এবং উহার দ্বারা বা উহার সহিত যে সকল চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা পরিষদের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;
 - (ঙ) উক্ত জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত সকল বাজেট, প্রকল্প ও পরিকল্পনা বা তৎকর্তৃক কৃত মূল্যায়ন ও নির্ধারিত কর, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে, এবং পরিষদ কর্তৃক এই আইনের অধীন প্রণীত, কৃত বা নির্ধারিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;
 - (চ) উক্ত জেলা পরিষদের প্রাপ্য সকল কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য অর্থ এই আইনের অধীন পরিষদের প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইবে;
 - (ছ) উক্ত আইন রহিত হইবার পূর্বে উক্ত জেলা পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল কর, রেইট, টোল ও ফিস এবং অন্যান্য দাবী, পরিষদ কর্তৃক, পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, একই হারে অব্যাহত থাকিবে;
 - (জ) উক্ত জেলা পরিষদের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী পরিষদে বদলী হইবেন ও উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারী হইবেন এবং তাহারা উক্তরূপ বদলীর পূর্বে যে শর্তে চাকুরীরত ছিলেন, পরিষদ কর্তৃক পরিবর্তিত না হইলে, সেই শর্তেই তাহারা উহার অধীনে চাকুরীরত থাকিবেন; এবং
 - (ঝ) উক্ত জেলা পরিষদ কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত যে সকল মামলা-মোকদ্দমা চালু ছিল সেই সকল মামলা-মোকদ্দমা পরিষদ কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭৭। নির্ধারিত পদ্ধতিতে কতিপয় বিষয়ের নিষ্পত্তি

এই আইনে কোন কিছু করিবার জন্য বিধান থাকা সত্ত্বেও যদি উহা কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা, কি পদ্ধতিতে করা হইবে তৎসম্পর্কে কোন বিধান না থাকে, তাহা হইলে উক্ত কাজ বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে করা হইবে।

৭৮। অসুবিধা দূরীকরণ

এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে, আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৭৯। কোন আইনের বিধান সম্পর্কে আপত্তি

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা [আদিবাসী]^{১০০}দের জন্য আপত্তিকর হইলে, পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

^{১০০} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী

যেহেতু বান্দরবান পার্বত্য জেলা বিভিন্ন অনগ্রসর উপজাতি অধ্যুষিত একটি জেলা। উক্ত জেলার আদিবাসীসহ সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত রাখার জন্য বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং যুগান্তকারী একটি আইন। এই আইন যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কিছু সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে। যেমন:

- ❖ “অনগ্রসর উপজাতি” শব্দদ্বয় “আদিবাসী এবং বাঙালি” শব্দগুলো দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।
- ❖ “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।
- ❖ “সার্কুল চীফ” শব্দদ্বয় “জেলা প্রশাসক” শব্দদ্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।
- ❖ এছাড়াও কিছু নতুন উপ-ধারা প্রস্তাব করা হয়েছে।

উপরিউক্ত লক্ষ্যসহ বাংলাদেশের সকল নাগরিকের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২৩ক উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি সংরক্ষণের বিধান রয়েছে। তাই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্য রেখে দেশের সকল নাগরিকের জীবনমান উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখার জন্য প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ কার্যকর করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও সমীচীন।

বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)

বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বান্দরবান পার্বত্য জেলা বিভিন্ন [আদিবাসী এবং বাঙালি]^{১১১} অধ্যুষিত একটি [অনুন্নত]^{১১২} এলাকা বিধায় উহার সর্বাঙ্গীন উন্নয়নকল্পে উহার জন্য একটি পরিষদ স্থাপনের বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

- (১) এই আইন বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।
- (২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।

২। সংজ্ঞা

বিষয় ও প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

- (ক) “[অ-আদিবাসী]”^{১১৩} অর্থ যিনি [আদিবাসী]^{১১৪} নহেন;
- (কক) “অ-[আদিবাসী]”^{১১৫} স্থায়ী বাসিন্দা” অর্থ যিনি [আদিবাসী]^{১১৬} নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা-জমি আছে বা যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন।
- (খ) “[আদিবাসী]”^{১১৭} অর্থ বান্দরবান পার্বত্য জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত মারমা, শ্রো (মুরং), ত্রিপুরা, তনচঙ্গ্যা, বোম, চাকমা, খুশী, উচাই, চাক, খিয়াং, পাংখু ও লুসাই [আদিবাসী]^{১১৮} সদস্য;
- (গ) “চেয়ারম্যান” অর্থ পরিষদের চেয়ারম্যান;
- (ঘ) “তফসিল” অর্থ এই আইনের তফসিল;
- [(ঘঘ) “নির্দেশিত ফরম” অর্থ এই আইনের ৬৪ক ধারার অধীন দরখাস্ত করিবার জন্য বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত ফরম;]^{১১৯}
- [(ঘঘঘ)^{১২০} “নির্বাচন কমিশন” অর্থ সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের অধীন গঠিত নির্বাচন কমিশন;
- (ঙ) “পরিষদ” অর্থ বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ;
- (চ) “প্রবিধান” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;
- (ছ) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;
- (জ) “স্থানীয় কর্তৃপক্ষ” অর্থ পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ;
- (ঝ) “সদস্য” অর্থ পরিষদের সদস্য;
- (ঞ) “সার্কুল চীফ” অর্থ বোমাং চীফ।

^{১১১} “অনগ্রসর উপজাতি” শব্দদ্বয় “আদিবাসী এবং বাঙালি” শব্দগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১২} “বিশেষ” শব্দটি “অনুন্নত” শব্দটি দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৩} “অ-উপজাতি” শব্দটি “অ-আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৪} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৫} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৬} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৭} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৮} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৯} প্রস্তাবিত

^{১২০} “(ঘঘঘ)”-এর স্থলে “(ঘঘঘ)” প্রস্তাবিত

৩। বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ স্থাপন

- (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর যতশীঘ্র সম্ভব, বান্দরবান পার্বত্য জেলায় এই আইনের বিধান অনুযায়ী বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ নামে একটি পরিষদ স্থাপিত হইবে।
- (২) পরিষদ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। পরিষদের গঠন

- (১) নিম্নরূপ সদস্য-সমন্বয়ে পরিষদ গঠিত হইবে, যথা-

- (ক) চেয়ারম্যান;
- (খ) ১৯ (উনিশ) জন [আদিবাসী]^{১০১} সদস্য;
- (গ) ১১ (এগার) জন অ-[আদিবাসী]^{১০২} সদস্য;
- (ঘ) ৩ (তিন) জন মহিলা সদস্য, যাহাদের ২ (দুই) জন [আদিবাসী]^{১০৩} এবং ১ (এক) জন অ-[আদিবাসী]^{১০৪} মহিলা হইবেন।

ব্যাখ্যা- দফা (ঘ)-তে উল্লিখিত [আদিবাসী]^{১০৫} মহিলা সদস্যগণের ক্ষেত্রে জেলার বিভিন্ন [আদিবাসীর]^{১০৬} জন্য কোটা থাকিবে না।

- (২) চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভোটে এই আইন ও বিধি অনুযায়ী নির্বাচিত হইবেন।

- (৩) উপ-ধারা (১)(খ) তে উল্লিখিত উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে-

- (ক) ১০ (দশ) জন নির্বাচিত হইবেন মারমা ও খিয়াং [আদিবাসী]^{১০৭} হইতে;
- (খ) ৩ (তিন) জন নির্বাচিত হইবেন শ্রো (মুরং) [আদিবাসী]^{১০৮} হইতে;
- (গ) ১ (এক) জন নির্বাচিত হইবেন ত্রিপুরা ও উচাই [আদিবাসী]^{১০৯} হইতে;
- (ঘ) ১ (এক) জন নির্বাচিত হইবেন তনচঙ্গ্যা [আদিবাসী]^{১১০} হইতে;
- (ঙ) ১ (এক) জন নির্বাচিত হইবেন বোম, লুসাই ও পাংখু [আদিবাসী]^{১১১} হইতে;
- (চ) ১ (এক) জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা [আদিবাসী]^{১১২} হইতে;
- (ছ) ১ (এক) জন নির্বাচিত হইবেন খুশী [আদিবাসী]^{১১৩} হইতে;
- (জ) ১ (এক) জন নির্বাচিত হইবেন চাক [আদিবাসী]^{১১৪} হইতে।

- (৪) চেয়ারম্যান [আদিবাসীগণের]^{১১৫} মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন।

^{১০১} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০২} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৩} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৪} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৫} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৬} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৭} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৮} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৯} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১০} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১১} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১২} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৩} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৪} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৫} “উপজাতিগণের” শব্দটি “আদিবাসীগণের” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

- (৪ক) চেয়ারম্যান পদের জন্য যে কোন [আদিবাসী]^{১১৬} মহিলা, এবং উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত কোন [আদিবাসীর]^{১১৭} জন্য নির্ধারিত সদস্য পদের জন্য যে কোন [আদিবাসী]^{১১৮} মহিলা এবং উপ-ধারা (১)(গ) তে উল্লিখিত অ-[আদিবাসী]^{১১৯} সদস্য পদের জন্য যে কোন অ-[আদিবাসী]^{১২০} মহিলা, বিধির বিধান সাপেক্ষে, নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন।
- (৫) কোন ব্যক্তি [আদিবাসী]^{১২১} কি না এবং হইলে তিনি কোন [আদিবাসী সম্প্রদায়ের]^{১২২} সদস্য তাহা জেলার সার্কেল চীফ স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি [আদিবাসী]^{১২৩} হিসাবে চেয়ারম্যান বা কোন [আদিবাসী]^{১২৪} সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।
- (৬) কোন ব্যক্তি অ-[আদিবাসী]^{১২৫} কিনা এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে [জেলা প্রশাসক]^{১২৬} স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে [জেলা প্রশাসকের]^{১২৭} নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন অ-[আদিবাসী]^{১২৮} সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

৫। চেয়ারম্যানের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

- (১) কোন ব্যক্তি [আদিবাসী]^{১২৯} সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইলে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।
- (২) কোন ব্যক্তি [আদিবাসী]^{১৩০} সদস্য নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার যোগ্য না হইলে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না।

৬। [আদিবাসী]^{১৩১} ও [অ-আদিবাসী]^{১৩২} সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

- (১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে, বান্দরবান পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হইলে, কোন [আদিবাসী]^{১৩৩}র অন্তর্ভুক্ত হইলে এবং তাহার বয়স ২৫ (পঁচিশ) বৎসর পূর্ণ হইলে, উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, তিনি তাহার [আদিবাসী]^{১৩৪}র জন্য নির্ধারিত আসনে [আদিবাসী]^{১৩৫} সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।
- (২) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে, বান্দরবান পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হইলে, [অ-আদিবাসী]^{১৩৬} হইলে এবং তাহার বয়স ২৫ (পঁচিশ) বৎসর পূর্ণ হইলে, উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, তিনি অ-[আদিবাসী]^{১৩৭}দের জন্য নির্ধারিত আসনে [অ-আদিবাসী]^{১৩৮} সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।
- (৩) কোন ব্যক্তি [আদিবাসী]^{১৩৯} বা [অ-আদিবাসী]^{১৪০} সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি-

^{১১৬} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৭} “উপজাতির” শব্দটি “আদিবাসীর” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৮} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৯} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২০} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২১} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২২} “উপজাতির” শব্দটি “আদিবাসী সম্প্রদায়ের” শব্দদ্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৩} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৪} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৫} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৬} “সার্কেল চীফ” শব্দদ্বয় “জেলা প্রশাসক” শব্দদ্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৭} “সার্কেল চীফের” শব্দদ্বয় “জেলা প্রশাসকের” শব্দদ্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৮} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২৯} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৩০} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৩১} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৩২} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৩৩} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৩৪} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৩৫} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৩৬} “অ-উপজাতি” শব্দটি “অ-আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৩৭} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৩৮} “অ-উপজাতি” শব্দটি “অ-আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

- (ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন বা হারান;
- (খ) তাকে কোন আদালত অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন;
- (গ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;
- (ঘ) তিনি অন্যত্র স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বান্দরবান পার্বত্য জেলা ত্যাগ করেন;
- (ঙ) তিনি নৈতিক স্বলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অনূন ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাহার মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;
- (চ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা পরিষদের বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন কর্মে লাভজনক সার্বক্ষণিক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন;
- (ছ) তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা সদস্য হন বা থাকেন;
- (জ) তিনি পরিষদের কোন কাজ সম্পাদনের বা মালামাল সরবরাহের জন্য ঠিকাদার হন বা ইহার জন্য নিযুক্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হন বা পরিষদের কোন বিষয়ে তাহার কোন প্রকার আর্থিক স্বার্থ থাকে বা তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অত্যাৱশ্যক কোন দ্রব্যের দোকানদার হন; অথবা
- (ঝ) তাহার নিকট সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক, শিল্প ঋণ সংস্থা বা কৃষি ব্যাংক হইতে গৃহীত রকান ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় অনাদায়ী থাকে।

৭। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের শপথ

চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে নিম্নলিখিত ফরমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত হাইকোর্ট বিভাগের কোন বিচারকের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন এবং শপথপত্র বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দান করিবেন যথা:

“আমি, ..., পিতা বা স্বামী....., বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি আইন অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব এবং আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও অনুগত্য পোষণ করিব”।

৮। সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা

চেয়ারম্যান ও প্রত্যেক সদস্য তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে তাহার এবং তাহার পরিবারের কোন সদস্যের স্বত্ব, দখল বা স্বার্থ আছে এই প্রকার যাবতীয় স্বাবর ও অস্বাবর সম্পত্তির একটি লিখিত বিবরণ বিধি অনুসারে দাখিল করিবেন।

ব্যাখ্যা।- পরিবারের সদস্য বলিতে চেয়ারম্যান বা সংশ্লিষ্ট সদস্যের স্বামী বা স্ত্রী এবং তাহার সঙ্গে বসবাসকারী এবং তাহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল তাহার ছেলেমেয়ে পিতামাতা ও ভাইবোনকে বুঝাইবে।

৯। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ সুবিধা

চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১০। পরিষদের মেয়াদ

পরিষদের মেয়াদ হইবে উহার প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচিত নতুন পরিষদ উহার প্রথম অধিবেশনে না বসা পর্যন্ত পরিষদ কার্য চালাইয়া যাইবে।

১০০ “উপজাতিয়” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

১০১ “অ-উপজাতিয়” শব্দটি “অ-আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

১১। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের পদত্যাগ

- (১) সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সদস্য স্থায়ী পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।
- (২) পদত্যাগ গৃহীত হইবার তারিখ হইতে পদত্যাগ কার্যকর হইবে এবং পদত্যাগকারীর পদ শূন্য হইবে।

১২। চেয়ারম্যান ইত্যাদির অপসারণ

- (১) চেয়ারম্যান বাকোন সদস্য তাহার স্থায়ী পদ হইতে অপসারণযোগ্য হইবেন, যদি তিনি-
 - (ক) যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে পরিষদের পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;
 - (খ) তাহার দায়িত্ব পালন করিতে অস্বীকার করেন অথবা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন; অথবা
 - (গ) অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দোষে দোষী হন অথবা পরিষদের কোন অর্থ বা সম্পত্তির কোন ক্ষতি সাধন বা উহা আত্মসাতের জন্য দায়ী হন।
- ব্যাখ্যা-** এই উপ-ধারায় অসদাচরণ বলিতে ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ইচ্ছাকৃত কুশাসনও বুঝাইবে।
- (২) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কোন কারণে তাহার পদ হইতে অপসারণ করা যাইবে না, যদি না বিধি অনুযায়ী তদুদ্দেশ্যে আহৃত পরিষদের বিশেষ সভায় মোট সদস্য সংখ্যার অন্ত্যন ৩/৪ (তিন চতুর্থাংশ) ভোটে তাহার অপসারণের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং প্রস্তাবটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়:
- তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে চেয়ারম্যান বা উক্ত সদস্যকে প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্য যুক্তিসংগত সুযোগ দান করিতে হইবে।
- (৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হইলে চেয়ারম্যান বা উক্ত সদস্য তাহার পদ হইতে অপসারিত হইয়া যাইবেন।
 - (৪) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারা অনুযায়ী অপসারিত কোন ব্যক্তি পরিষদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য কোন পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না।

১৩। চেয়ারম্যান ও সদস্য পদ শূন্য হওয়া

- (১) চেয়ারম্যান বাকোন সদস্যের পদ শূন্য হইবে যদি-
 - (ক) তাহার নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তিনি ধারা ৭ এ নির্ধারিত শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ব্যর্থ হন;

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে সরকার যথার্থ কারণে ইহা বর্ধিত করিতে পারিবে;

 - (খ) তিনি ধারা ৫ বা ৬ এর অধীনে তাহার পদে থাকার অযোগ্য হইয়া যান;
 - (গ) তিনি ধারা ১১ এর অধীনে তাহার পদ ত্যাগ করেন;
 - (ঘ) তিনি ধারা ১২ এর অধীনে তাহার পদ হইতে অপসারিত হন;
 - (ঙ) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
- (২) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য তাহার নির্বাচনের পর ধারা ৫ বা ৬ এর অধীনে অযোগ্য হইয়া গিয়াছেন কি না সে সম্পর্কে কোন বিতর্ক দেখা দিলে নিম্পত্তির জন্য প্রশ্নটি পরিষদের সচিব কর্তৃক রাষ্ট্রপতি জেলা জজের নিকট প্রেরিত হইবে, এবং জেলা জজ যদি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উক্ত চেয়ারম্যান বা সদস্য অনুরূপ অযোগ্য হইয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি স্থায়ী পদে বহাল থাকিবেন না এবং জেলা জজের উক্ত অভিমত ব্যক্ত করার তারিখ হইতে চেয়ারম্যান বা সদস্যের পদটি শূন্য হইবে।
- (৩) চেয়ারম্যান বাকোন সদস্যের পদ শূন্য হইলে তাহা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করা হইবে।

১৪। অস্থায়ী চেয়ারম্যান

চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতাহেতু বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নতুন নির্বাচিত চেয়ারম্যান তাহার পদে যোগদান না করা পর্যন্ত বা চেয়ারম্যান পুনরায় স্থায়ী দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের অন্যান্য সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত কোন [আদিবাসী]^{১১১} সদস্য চেয়ারম্যানরূপে কার্য করিবেন।

১৫। আকস্মিক পদ শূন্যতা

পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার ১৮০ (একশত আশি) দিন পূর্বে চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হইলে, পদটি শূন্য হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে ইহা পূরণ করিতে হইবে, এবং যিনি উক্ত পদে নির্বাচিত, হইবেন তিনি পরিষদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য উক্ত পদে বহাল থাকিবেন।

১৬। পরিষদের সাধারণ নির্বাচনের সময়

(১) পরিষদের মেয়াদ রশষ হইবার তারিখের পূর্ববর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মতে, যদি কোন বিশেষ কারণে এই উপ-ধারায় নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদের শেষ দিনের পরবর্তী ১৮২০ (আঠারোশত বিশ) দিনের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) পরিষদ বাতিল হইয়া গেলে, বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইবার তারিখের পূর্বে পরিষদ পুনর্গঠনের জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

১৬ক। অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ

(১) ধারা ১৬ এর অধীন নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হইলে উক্ত মেয়াদ সমাপ্তির তারিখে পরিষদ বাতিল হইয়া যাইবে এবং উপ-ধারা (২) এর অধীন গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের উপর পরিষদের যাবতীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত হইবে।

(২) একজন চেয়ারম্যান যিনি [আদিবাসী]^{১১২} হইবেন ও নিম্নবর্ণিত ১৪ (চৌদ্দ) জন সদস্য সমন্বয়ে সরকার অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠন করিবে, যথা:

- (ক) মারমা [আদিবাসী]^{১১৩} হইতে মনোনীত ৩ (তিন) জন সদস্য;
- (খ) তনচঙ্গ্যা ও চাকমা [আদিবাসী]^{১১৪} হইতে মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য;
- (গ) শো (মুরং) [আদিবাসী]^{১১৫} হইতে মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য;
- (ঘ) ত্রিপুরা [আদিবাসী]^{১১৬} হইতে মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য;
- (ঙ) চাক [আদিবাসী]^{১১৭} হইতে মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য;
- (চ) বম, লুসাই ও পাংখোয়া [আদিবাসী]^{১১৮} হইতে মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য;
- (ছ) [অ-আদিবাসী]^{১১৯} হইতে মনোনীত ৩ (তিন) জন সদস্য;

^{১১১} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১২} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৩} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৪} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৫} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৬} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৭} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৮} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৯} “অ-উপজাতি” শব্দটি “অ-আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

- (জ) খিয়াং ও খুমী [আদিবাসী]^{১১১} হইতে ১ (এক) জন সদস্য;
- (ঝ) [আদিবাসী]^{১১২} মহিলা হইতে মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য; এবং
- (ঞ) [অ-আদিবাসী]^{১১৩} মহিলা হইতে মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য;
- (৩) ধারা ১৬ এর অধীন নির্বাচিত নতুন পরিষদ কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ পরিষদের কার্য চালাইয়া যাইবে।
- (৪) সরকার প্রয়োজনবোধে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ পুনর্গঠন করিতে পারিবে।
- (৫) এই ধারার অধীন গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের মেয়াদান্তে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে যে নতুন পরিষদ গঠিত হইবে উহার বা উহার পরবর্তী পরিষদের ক্ষেত্রে ধারা ১৬ এর শর্তাংশের কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।
- (৬) এই আইনের অন্যান্য ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

১৭। ভোটার হওয়ার যোগ্যতা ও ভোটার তালিকা

- (১) পরিষদের নির্বাচনের জন্য কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন, যদি তিনি-
- (ক) বাংলাদেশের নাগরিক হন;
- (খ) অনূন ১৮ (আঠার) বৎসর বয়স্ক হন;
- (গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষিত না হন; এবং
- (ঘ) বান্দরবান পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।
- (২) নির্বাচন কমিশন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করিবে।

১৮। ভোটাধিকার

কোন ব্যক্তির নাম, ধারা ১৭ এর অধীনে প্রণীত এবং আপাততঃ বলবত ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ থাকিলে তিনি পরিষদের যে কোন নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন।

১৯। ২ (দুই) পদের জন্য একই সঙ্গে প্রার্থী হওয়া নিষিদ্ধ

কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে চেয়ারম্যান এবং [আদিবাসী]^{১১৪} সদস্য পদের জন্য নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

২০। নির্বাচন পরিচালনা

- (১) নির্বাচন কমিশন এই আইন ও বিধি অনুযায়ী চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠানও পরিচালনা করিবে।
- (২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচনের জন্য বিধি প্রণয়ন করিবে এবং অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যেকোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা:
- (ক) নির্বাচন এলাকা নির্ধারণ;
- (কক) নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ এবং তাহাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব;
- (খ) প্রার্থী মনোনয়ন, মনোনয়নের ক্ষেত্রে আপত্তি এবং মনোনয়ন বাছাই;
- (গ) প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদেয় জামানত এবং উক্ত জামানত ফেরত প্রদান বা বাজেয়াপ্তকরণ;
- (ঘ) প্রার্থী পদ প্রত্যাহার;
- (ঙ) প্রার্থীগণের এজেন্ট নিয়োগ;
- (চ) প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে নির্বাচন পদ্ধতি;

^{১১১} “উপজাতিয়” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১২} “উপজাতিয়” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৩} “অ-উপজাতিয়” শব্দটি “অ-আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৪} “উপজাতিয়” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

- (ছ) ভোট গ্রহণের তালিকা, সময় ও স্থান এবং নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়;
 - (জ) ভোট দানের পদ্ধতি;
 - (ঝ) ব্যালট পেপার এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্রের হেফাজত ও বিলিভন্টন;
 - (ঞ) যে অবস্থায় ভোট গ্রহণ স্থগিত করা যায় এবং পুনরায় ভোট গ্রহণ করা যায়;
 - (ট) নির্বাচনী ব্যয়;
 - (ঠ) নির্বাচনে দুর্নীতিমূলক বা অবৈধ কার্যকলাপ ও অন্যান্য নির্বাচনী অপরাধ এবং উহার দণ্ড;
 - (ড) নির্বাচনী বিরোধ এবং উহার বিচার ও নিষ্পত্তি; এবং
 - (ঢ) নির্বাচন সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়।
- (৩) উপ-ধারা (২)(ঠ) এর অধীন প্রণীত বিধিতে কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডের বিধান করা যাইবে, তবে কারাদণ্ডের মেয়াদ ২ (দুই) বৎসরের অধিক এবং অর্থদণ্ডের পরিমাণ ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার অধিক হইবে না।

২১। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ

চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসাবে নির্বাচিত সকল ব্যক্তির নাম নির্বাচনের পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, নির্বাচন কমিশন সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

২২। পরিষদের কার্যাবলী

প্রথম তফসিলে উল্লিখিত কার্যাবলী পরিষদের কার্যাবলি হইবে, এবং পরিষদ উহার তহবিলের সঙ্গতি অনুযায়ী এই কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

২৩। সরকার ও পরিষদের কার্যাবলী হস্তান্তর ইত্যাদি

এই আইন অথবা আপাততঃ বলবত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার পরিষদের সম্মতিক্রমে-

- (ক) পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম সরকারের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে; এবং
- (খ) সরকার কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে হস্তান্তর করার নির্দেশ দিতে পারিবে।

২৪। নির্বাহী ক্ষমতা

- (১) এই আইনের অধীন যাবতীয় কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করিবার ক্ষমতা পরিষদের থাকিবে।
- (২) এই আইন বা বিধিতে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত হইবে এবং এই আইন ও প্রবিধান অনুযায়ী চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যগতভাবে অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রযুক্ত হইবে।
- (৩) পরিষদের নির্বাহী বা অন্য কোন কার্য পরিষদের নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং উহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রমাণিত হইতে হইবে।

২৫। কার্যাবলী নিষ্পন্ন

- (১) পরিষদের কার্যাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ও পদ্ধতিতে উহার বা উহার কমিটিসমূহের সভায় অথবা উহার চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক নিষ্পন্ন করা হইবে।
- (২) পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান, এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত অন্য কোন সদস্য, সভাপতিত্ব করিবেন।

- (৩) পরিষদের কোন সদস্যপদ শূন্য রহিয়াছে বা উহার গঠনে কোন ত্রুটি রহিয়াছে কেবল এই কারণে কিংবা পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত হইবার বা ভোট দানের বা অন্য কোন উপায়ে উহার কার্যধারায় অংশ গ্রহণের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অনুরূপ কার্য করিয়াছেন কেবল এই কারণে পরিষদের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না।
- (৪) পরিষদের প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণীর একটি করিয়া অনুলিপি সভা অনুষ্ঠিত হইবার তারিখের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

২৬। বোমং চীফের পরিষদের সভায় যোগদানের অধিকার

বান্দরবান বোমং চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের যে কোন সভায় যোগদান করিতে পারিবেন এবং পরিষদের কোন আলোচ্য বিষয়ে তাহার মতামত ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

২৭। কমিটি

পরিষদ উহার কাজের সহায়তার জন্য প্রয়োজনবোধে কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ কমিটির সদস্য সংখ্যা ও ইহার দায়িত্ব এবং কার্যধারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২৮। চুক্তি

- (১) পরিষদ কর্তৃক বা উহার পক্ষে সম্পাদিত সকল চুক্তি-
- (ক) লিখিত হইতে হইবে এবং পরিষদের নামে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইতে হইবে;
 - (খ) প্রবিধান অনুসারে সম্পাদিত হইতে হইবে।
- (২) কোন চুক্তি সম্পাদনের অব্যাহতি পরে অনুষ্ঠিত পরিষদের সভায় চেয়ারম্যান চুক্তিটি সম্পর্কে উহাকে অবহিত করিবেন।
- (৩) পরিষদ প্রস্তাবের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের চুক্তি সম্পাদনের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং চেয়ারম্যান চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করিবেন।
- (৪) এই ধারার খেলাপ সম্পাদিত কোন চুক্তির দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাইবে না।

২৯। নির্মাণ কাজ

পরিষদ প্রবিধান দ্বারা-

- (ক) পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিতব্য সকল নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা এবং আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন করিবার বিধান করিবে;
- (খ) উক্ত পরিকল্পনা ও ব্যয় কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এবং কি শর্তে প্রযুক্তিগতভাবে এবং প্রশাসনিকভাবে অনুমোদিত হইবে উহার বিধান করিবে;
- (গ) উক্ত পরিকল্পনা ও ব্যয়ের হিসাব কাহার দ্বারা প্রণয়ন করা হইবে এবং উক্ত নির্মাণ কাজ কাহার দ্বারা সম্পাদন করা হইবে উহার বিধান করিবে।

৩০। নথিপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি

পরিষদ-

- (ক) উহার কার্যাবলীর নথিপত্র প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিবে;
- (খ) প্রবিধান উল্লিখিত বিষয়ের উপর সাময়িক প্রতিবেদন ও বিবরণী প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবে;
- (গ) উহার কার্যাবলী সম্পর্কে তথ্য প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বা সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত অন্যান্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩১। পরিষদের সচিব

সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদের সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে [আদিবাসী]^{৩৩৩} কর্মকর্তাদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৩২। পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ

- (১) পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত পরিষদ, সরকারের অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে।
- (২) পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদিগকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে:
তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার [আদিবাসী]^{৩৩৩} বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় থাকিবে।
- (৩) পরিষদের অন্যান্য পদে বিধি অনুযায়ী সরকার, পরিষদের সহিত পরামর্শক্রমে, কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে।
- (৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত কর্মকর্তাগণকে সরকার অন্যত্র বদলী করিতে এবং বিধি অনুযায়ী সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে।

৩৩। ভবিষ্যৎ তহবিল ইত্যাদি

- (১) পরিষদ উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য ভবিষ্যৎ তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হারে উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবার জন্য উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে নির্দেশ দিতে পারিবে;
- (২) পরিষদ ভবিষ্যৎ তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবে।
- (৩) পরিষদের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার কারণে অসুস্থ হইয়া বা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিলে পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবারবর্গকে প্রবিধান অনুযায়ী গ্রাচুইটি প্রদান করিতে পারিবে।
- (৪) পরিষদ উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রবিধান অনুযায়ী সামাজিক বীমা প্রকল্প চালু করিতে পারিবে এবং উহাতে তাহাদিগকে চাঁদা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারিবে।
- (৫) পরিষদ উহার কর্মচারীদের জন্য প্রবিধান অনুযায়ী বদান্য তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং উহা হইতে উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত গ্রাচুইটি এবং প্রবিধান অনুযায়ী অন্যান্য সাহায্য প্রদান করিতে পারিবে।
- (৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন গঠিত তহবিলে পরিষদ চাঁদা প্রদান করিতে পারিবে।

৩৪। চাকুরি প্রবিধান

পরিষদ প্রবিধান দ্বারা-

- (ক) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাদি নির্ধারণ করিতে পারিবে;
- (খ) পরিষদ কর্তৃক নিয়োগ করা যাইবে এইরূপ সকল পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতা এবং নীতিমালা নির্ধারণ করিতে পারিবে;
- (গ) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তদন্তের পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান ও শাস্তির বিরুদ্ধে আপীলের বিধান করিতে পারিবে;
- (ঘ) পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান করিতে পারিবে।

৩৫। পরিষদের তহবিল গঠন

- (১) বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ তহবিল নামে পরিষদের একটি তহবিল থাকিবে।
- (২) পরিষদের তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হইবে, যথা-
 - (ক) জেলা পরিষদের তহবিলের উদ্ধৃত অর্থ;
 - (খ) পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য দাবী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;
 - (গ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা;
 - (ঘ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের অনুদান;
 - (ঙ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

^{৩৩৩}“উপজাতিয়” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{৩৩৩}“উপজাতিয়” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

- (চ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা;
- (ছ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য যে কোন অর্থ;
- (জ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

৩৬। পরিষদের তহবিল সংরক্ষণ, বিনিয়োগ ইত্যাদি

- (১) পরিষদের তহবিলে জমাকৃত অর্থ কোন সরকারি ট্রেজারীতে বা সরকারি ট্রেজারীর কার্য পরিচালনাকারী কোন ব্যাংকে রাখা হইবে।
- (২) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ উহার তহবিলের কিছু অংশ বিনিয়োগ করিতে পারিবে।
- (৩) পরিষদ ইচ্ছা করিলে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আলাদা তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল পরিচালনা করিবে।

৩৭। পরিষদের তহবিলের প্রয়োগ

- (১) পরিষদের তহবিলের অর্থ নিম্নলিখিত খাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যয় করা যাইবে, যথা-
 প্রথমত : পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান;
 দ্বিতীয়ত : এই আইনের অধীন পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়;
 তৃতীয়ত : এই আইন বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন দ্বারা ন্যস্ত পরিষদের দায়িত্ব সম্পাদন এবং কর্তব্য পালনের জন্য ব্যয়;
 চতুর্থত : সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়;
 পঞ্চমত : সরকার কর্তৃক ঘোষিত পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়।
- (২) পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় নিম্নরূপ হইবে, যথা:
 (ক) পরিষদের চাকুরীতে নিয়োজিত কোন সরকারি কর্মচারীর জন্য দেয় অর্থ;
 (খ) সরকারের নির্দেশে পরিষদ সার্ভিসের রক্ষণাবেক্ষণ, হিসাব নিরীক্ষণ বা অন্য কোন বিষয়ের জন্য দেয় অর্থ;
 (গ) কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পরিষদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রি বা রোয়েদাদ কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ;
 (ঘ) বিধি দ্বারা দায়যুক্ত বলিয়া নির্ধারিত অন্য যে কোন ব্যয়।
- (৩) পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত কোন ব্যয়ের খাতে যদি কোন অর্থ অপরিশোধিত থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তির হেফাজতে উক্ত তহবিল থাকিবে সে ব্যক্তিকে সরকার, আদেশ দ্বারা উক্ত তহবিল হইতে, যতদূর সম্ভব, ঐ অর্থ পরিশোধ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

৩৮। বাজেট

- (১) প্রতি অর্থ বৎসর শুরু হইবার পূর্বে পরিষদ উক্ত বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরণী অতঃপর বাজেট বলিয়া উল্লিখিত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রণয়ন ও অনুমোদন করিবে এবং উহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।
- (২) কোন অর্থ বৎসর শুরু হইবার পূর্বে পরিষদ উহার বাজেট অনুমোদন করিতে না পারিলে, সরকার উক্ত বৎসরের জন্য একটি আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করাইয়া উহা প্রত্যয়ন করিবে এবং এইরূপ প্রত্যয়নকৃত বিবরণী পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।

[* * *]^{১০৯}

^{১০৯} উপ-ধারা (৩) বান্দরবান পাবর্ত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১১ নং আইন) এর ১৯ ধারা বলে বিলুপ্ত

- (৪) কোন অর্থ বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় পরিষদ, প্রয়োজন মনে করিলে, সেই অর্থ বৎসরের জন্য প্রণীত বাঅনুমোদিত বাজেট পুনঃপ্রণয়ন বা সংশোধন করিতে পারিবে এবং যথাশীঘ্র সম্ভব একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।
- (৫) এই আইন মোতাবেক গঠিত পরিষদ প্রথম বার যে অর্থ বৎসরে দায়িত্বভার গ্রহণ করিবে সেই অর্থ বৎসরে বাজেট উক্ত দায়িত্বভার গ্রহণের পর অর্থ বৎসরটির বাকী সময়ের জন্য প্রণীত হইবে এবং উক্ত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলী যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

৩৯। হিসাব

- (১) পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে রক্ষণ করা যাইবে।
- (২) প্রতিটি অর্থ বৎসর শেষ হইবার পর পরিষদ একটি বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিবে এবং পরবর্তী অর্থ বৎসরের ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।
- (৩) উক্ত বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবের একটি অনুলিপি জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য পরিষদ কার্যালয়ের কোন বিশিষ্ট স্থানে স্থাপন করিতে হইবে এবং উক্ত হিসাব সম্পর্কে জনসাধারণের আপত্তি বা পরামর্শ পরিষদ বিবেচনা করিবে।

৪০। হিসাব নিরীক্ষা

- (১) পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিরীক্ষিত হইবে।
- (২) নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ পরিষদের সকল হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় বহি ও অন্যান্য দলিল দেখিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে পরিষদের চেয়ারম্যান ও যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে।
- (৩) হিসাব-নিরীক্ষার পর নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করিবে এবং উহাতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিবে, যথা:
 - (ক) অর্থ আত্মসাৎ;
 - (খ) পরিষদ তহবিলের লোকসান, অপচয় এবং অপপ্রয়োগ;
 - (গ) হিসাব রক্ষণ অনিয়ম;
 - (ঘ) নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের মতে যাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত আত্মসাৎ, লোকসান, অপচয়, অপপ্রয়োগ ও অনিয়মের জন্য দায়ী তাহাদের নাম।

৪১। পরিষদের সম্পত্তি

- (১) পরিষদ প্রবিধান দ্বারা-
 - (ক) পরিষদের উপর ন্যস্ত বা উহার মালিকানাধীন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বিধান করিতে পারিবে;
 - (খ) উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।
- (২) পরিষদ-
 - (ক) উহার মালিকানাধীন বা উহার উপর বা উহার তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত যে কোন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিদর্শন ও উন্নয়ন সাধন করিতে পারিবে;
 - (খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরনকল্পে উক্ত সম্পত্তি কাজে লাগাইতে পারিবে;
 - (গ) দান, বিক্রয়, বন্ধক, ইজারা বা বিনিময়ের মাধ্যমে বা অন্য কোন পন্থায় যে কোন সম্পত্তি অর্জন বা হস্তান্তর করিতে পারিবে।

৪২। উন্নয়ন পরিকল্পনা

- (১) পরিষদ উহার এখতিয়ারভুক্ত যে কোন বিষয়ে উহার তহবিলের সংগতি অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।
- (২) উক্ত পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধান থাকিবে, যথা:
 - (ক) কি পদ্ধতিতে পরিকল্পনার অর্থ যোগান হইবে এবং উহার তদারক ও বাস্তবায়ন হইবে;
 - (খ) কাহার দ্বারা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইবে;
 - (গ) পরিকল্পনা সম্পর্কিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়।
- (২ক) পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে স্থানান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।
- (৩) পরিষদ উহার উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অনুলিপি উহার বাস্তবায়নের পূর্বে সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।
- (৪) পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত কোন বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।

৪৩। পরিষদের নিকট চেয়ারম্যান ইত্যাদির দায়

পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা উহার কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা পরিষদ প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বা পরিষদের পক্ষে কর্মরত কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ গাফেলতি বা অসদাচরণের কারণে পরিষদের কোন অর্থ বা সম্পদের লোকসান, অপচয় বা অপপ্রয়োগ হইলে উহার জন্য তিনি দায়ী থাকিবেন, এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকার তাহার এই দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করিবে এবং যে টাকার জন্য তাহাকে দায়ী করা হইবে সেই টাকা সরকারি দাবী (public demand) হিসাবে তাহার নিকট হইতে আদায় করা হইবে।

৪৪। পরিষদ কর্তৃক আরোপীয় কর এবং সরকারের অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়

পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত সকল অথবা যে কোন কর, রেইট, টোল এবং ফিস প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরোপ করিতে পারিবে এবং উক্ত তফসিলে নির্ধারিত সরকারের অন্যান্য সূত্র হইতে রয়্যালটির অংশ বিশেষ আহরণ করিতে পারিবে।

৪৫। কর সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি

- (১) পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল কর, রেইট, টোল এবং ফিস প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রজ্ঞাপিত হইবে, এবং সরকার ভিন্নরূপে নির্দেশনা না দিলে উক্ত আরোপের বিষয়টি আরোপের পূর্বে প্রকাশ করিতে পারিবে।
- (২) কোন কর, রেইট, টোল এবং ফিস আরোপের বা উহার পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে পরিষদ যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে উহা কার্যকর হইবে।

৪৬। কর সংক্রান্ত দায়

কোন ব্যক্তি বা জিনিসপত্রের উপর কর, রেইট, টোল বা ফিস আরোপ করা যাইবে কি না উহা নির্ধারণের প্রয়োজনে পরিষদ নোটিশের মাধ্যমে, যে কোন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিতে বা দলিলপত্র, হিসাব বহি বা জিনিসপত্র হাজির করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

৪৭। কর আদায়

- (১) এই আইনে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, পরিষদের সকল কর রেইট, টোল এবং ফিস প্রবিধান দ্বারা, নির্ধারিত ব্যক্তির দ্বারা এবং পদ্ধতিতে আদায় হইবে।
- (২) পরিষদের প্রাপ্য অনাদায়ী সকল প্রকার কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য অর্থ সরকারি দাবী (public demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৪৮। কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে আপত্তি

প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় এবং সময়ের মধ্যে পেশকৃত লিখিত দরখাস্ত ছাড়া অন্য কোন পন্থায় এই আইনের অধীন ধার্য কোন কর, রেইট, টোল বা ফিস বা এতদসংক্রান্ত কোন সম্পত্তির মূল্যায়ন অথবা কোন ব্যক্তির ইহা প্রদানের দায়িত্ব সম্পর্কে রকান আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

৪৯। কর প্রবিধান

- (১) পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত সকল কর, রেইট, টোল বা ফিস এবং অন্যান্য দাবী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধার্য, আরোপ এবং নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে।
- (২) এই ধারায় উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কিত প্রবিধানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, কর দাতাদের করণীয় এবং কর ধার্যকারী ও আদায়কারী কর্মকর্তা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিধান থাকিবে।

৫০। পরিষদের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ

- (১) এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ বা অনুশাসন করিতে পারিবে।
- (২) সরকার যদি এইরূপ প্রমাণ পায় যে, পরিষদের দ্বারা বা পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কার্যক্রম এই আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী, তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে, এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, এবং পরিষদ উক্ত তথ্য ও ব্যাখ্যা সরবরাহ এবং পরামর্শ বা নির্দেশ বাস্তবায়ন করিবে।

৫১। পরিষদের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ

পরিষদের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ- বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১১ নং আইন) এর ২৪ ধারা বলে বিলুপ্ত।

৫২। পরিষদের বিষয়াবলী সম্পর্কে তদন্ত

পরিষদের বিষয়াবলী সম্পর্কে তদন্ত বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১১নং আইন) এর ২৪ ধারা বলে বিলুপ্ত।

৫৩। পরিষদ বাতিলকরণ

- (১) যদি প্রয়োজনীয় তদন্তের পর সরকার এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, পরিষদ-
 - (ক) উহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ অথবা ক্রমাগতভাবে উহার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইয়াছে;
 - (খ) উহার প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ;
 - (গ) সাধারণতঃ এমন কাজ করে যাহা জনস্বার্থ বিরোধী;
 - (ঘ) অন্য কোনভাবে উহার ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন বা ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে বা করিতেছে;
 তাহা হইলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা পরিষদকে বাতিল করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত আদেশ প্রদানের পূর্বে পরিষদকে উহার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিতে হইবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আদেশ প্রকাশিত হইলে-
 - (ক) পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ তাহাদের পদে বহাল থাকিবেন না;
 - (খ) বাতিল থাকাকালীন সময়ে পরিষদের যাবতীয় দায়িত্ব সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ পালন করিবে।

(৩) উক্ত বাতিলাদেশ সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে এই আইন ও বিধি মোতাবেক পরিষদ পুনর্গঠিত হইবে।

৫৪। যুক্ত কমিটি

পরিষদ অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহিত একত্রে উহাদের সাধারণ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের জন্য যুক্ত কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং অনুরূপ কমিটিকে তাহার যে কোন ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

৫৫। পরিষদ ও অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরোধ

পরিষদ এবং অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে বিরোধীয় বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য সরকারের নিকট প্রেরিত হইবে এবং এই ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৫৬। অপরাধ

তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত কোন করণীয় কাজ না করা এবং করণীয় নয় এই প্রকার কাজ করা এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে।

৫৭। দণ্ড

এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য অনধিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাইবে এবং এই অপরাধ যদি অনবরতভাবে ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে প্রথম দিনের অপরাধের পর পরবর্তী প্রত্যেক দিনের জন্য অপরাধীকে অতিরিক্ত অনধিক ২৫/- (পঁচিশ) টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাইবে।

৫৮। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ

চেয়ারম্যান বা পরিষদ হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৫৯। অভিযোগ প্রত্যাহার

চেয়ারম্যান বা এতদুদ্দেশ্যে পরিষদ হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন অপরাধ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

৬০। অবৈধভাবে পদার্পণ

- (১) জনপথ ও সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন স্থানে কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে অবৈধভাবে পদার্পণ করিবেন না।
- (২) উক্তরূপ অবৈধ পদার্পণ হইলে পরিষদ নোটিশ দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবৈধভাবে পদার্পণকারী ব্যক্তিকে তাহার অবৈধ পদার্পণ বন্ধ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে যদি তিনি এই নির্দেশ মান্য না করেন তাহা হইলে পরিষদ অবৈধ পদার্পণ বন্ধ করিবার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অবৈধ পদার্পণকারী কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সেইজন্য তাহাকে কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া হইবে না।
- (৩) অবৈধ পদার্পণ বন্ধ করার প্রয়োজনে গৃহীত ব্যবস্থার জন্য যে ব্যয় হইবে তাহা উক্ত পদার্পণকারীর উপর এই আইনের অধীন ধার্য কর বলিয়া গণ্য হইবে।

৬১। আপীল

এই আইন যা কোন বিধি বা প্রবিধান অনুসারে পরিষদ বা উহার চেয়ারম্যানের কোন আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত আদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের নিকট উহার

বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন এবং এই আপীলের উপর সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৬২। জেলা পুলিশ

- (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও নিম্নস্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাহাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে: তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে বান্দরবান পার্বত্য জেলার [আদিবাসী]^{৩৩৩} বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় থাকিবে।
- (২) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত জেলা পুলিশের সকল কর্মকর্তা ও সদস্যের চাকুরির শর্তাবলী, তাহাদের প্রশিক্ষণ, সাজসজ্জা, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং তাহাদের পরিচালনা অন্যান্য জেলা পুলিশের অনুরূপ হইবে এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে জেলা পুলিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল আইন উপ-ধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে, তাহাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।
- (৩) বান্দরবান পার্বত্য জেলা পুলিশের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও সদস্যগণ তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ব্যাপারে, তদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের বিধান অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, পরিষদের নিকট দাবী থাকিবেন।

৬৩। পুলিশের দায়িত্ব

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে ইহার তথ্য পরিষদের চেয়ারম্যানকে অবহিত করা এবং পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ইহার কর্মকর্তাগণকে আইনানুগ কর্তৃত্ব প্রয়োগে সহায়তা দান করা সকল পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব হইবে।

৬৪। ভূমি সংক্রান্ত বিশেষ বিধান

- (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন-
 - (ক) বান্দরবান পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমিসহ যে কোন জায়গা জমি, পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, ইজারা প্রদান, বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় বা অন্যবিধভাবে হস্তান্তর করা যাইবে না: তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাণ্ডাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প-কারখানা ও সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ডকৃত জমির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।
 - (খ) পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সহিত আলোচনা ও উহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।
- (২) হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যাদি পরিষদ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।
- (৩) কাণ্ডাই হ্রদের জলে ভাসা জমি (Fringe land) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

৬৪ক। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির গঠন

- (১) পুনর্বাসিত উদ্বাস্তুদের ভূমি বিরোধ এবং প্রচলিত আইন ভঙ্গ করিয়া প্রদানকৃত বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট ভূমি বিরোধসমূহ ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির নিকট দাখিল করা হইবে।
- (২) ৬৪ক ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের মধ্য হইতে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি গঠিত হইবে। ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের সমন্বয়ে উক্ত কমিটি গঠিত হইবে। বিরোধীয় পক্ষদ্বয় কর্তৃক ২ (দুই) জন করিয়া ৪ (চার) জন সদস্যকে মনোনীত করা হইবে। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এই কমিটির চেয়ারম্যান

^{৩৩৩}“উপজাতিয়” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

হইবেন। এইভাবে নিযুক্ত চেয়ারম্যানের প্রতি যদি কোন পক্ষ অনাস্থা প্রকাশ করে তবে বিভাগীয় কমিশনার তিনি যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ কোন ব্যক্তিকে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে মনোনীত করিবেন।

- (৩) নির্দেশিত ফরমে উক্ত কমিটির নিকট আবেদন করা হইবে।
 - (৪) কমিটি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া দাখিলকৃত বিরোধের নিষ্পত্তি করিবেন।
 - (৫) দরখাস্ত দাখিলের পরবর্তী ১৫ (পনের) কর্ম দিনের মধ্যে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করা হইবে এবং কমিটি গঠনের পরবর্তী ৬০ (ষাট) কর্ম দিনের মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তি করা হইবে।
 - (৬) যদি দরখাস্ত দাখিলের পরবর্তী নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কমিটি গঠন না হইয়া থাকে অথবা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তি সম্ভব না হইয়া থাকে, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, তবে সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয় বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ হইতে এই মর্মে প্রদত্ত সার্টিফিকেট সংযুক্ত করিয়া এদতপূর্বে বর্ণিত সময়সীমা অতিবাহিত হইবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কর্ম দিনের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের দরখাস্ত দাখিল করিবেন।
- তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনের নিকট দরখাস্ত করিবার সময়সীমা কোন কারণে তামাদি হইলে সেইক্ষেত্রে ১৯০৮ সনের তামাদি আইন প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহকারে প্রযোজ্য হইবে।^{১৩৩}

৬৫। ভূমি উন্নয়ন কর আদায়

আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বান্দরবান পার্বত্য জেলার এলাকাভূক্ত ভূমি বাবদ আদায়যোগ্য ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদে ন্যস্ত থাকিবে এবং আদায়কৃত কর পরিষদের তহবিলে জমা হইবে।

৬৬। [আদিবাসী]^{১৩৪} বিষয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধান

- (১) বান্দরবান পার্বত্য জেলার বাসিন্দা এমন [আদিবাসীগণের]^{১৩৫} মধ্যে কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা [আদিবাসী]^{১৩৬} বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয় কারবারী বা হেডম্যানের নিকট উত্থাপন করিতে হইবে এবং তিনি সংশ্লিষ্ট [আদিবাসীগণের]^{১৩৭} মধ্যে প্রচলিত রীতি-নীতি অনুযায়ী বিরোধের নিষ্পত্তি করিবেন।
- (২) কারবারীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হেডম্যান, হেডম্যানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বান্দরবান বোমং চীফ এবং বোমং চীফের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট আপীল করা যাইবে এবং কমিশনারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।
- (৩) বোমং চীফ বা কমিশনার, কোন আপীল নিষ্পত্তির পূর্বে, সংশ্লিষ্ট [আদিবাসী]^{১৩৮} হইতে তৎকর্তৃক মনোনীত অনূন ৩ (তিন) জন [আদিবাসী]^{১৩৯} বিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিবেন।
- (৪) পরিষদ প্রবিধান দ্বারা এই ধারায় উল্লিখিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য-
 - (ক) বিচার পদ্ধতি;
 - (খ) বিচার প্রার্থী ও আপীলকারী কর্তৃক প্রদেয় ফিস,
 নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৬৭। পরিষদ ও সরকারের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন

পরিষদ এবং সরকারের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে, এতদ্বিষয়ে সরকার বাপরিষদ পরস্পরের নিকট সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারিবে এবং পারস্পারিক যোগাযোগ বা আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করা হইবে।

^{১৩৩} প্রস্তাবিত

^{১৩৪} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৩৫} “উপজাতিদের” শব্দটি “আদিবাসীগণের” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৩৬} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৩৭} “উপজাতিদের” শব্দটি “আদিবাসীগণের” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৩৮} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৩৯} “উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৬৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, পরিষদের সহিত পরামর্শক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।
- (২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরিউক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে যথা:
 - (ক) পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব;
 - (খ) হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরীক্ষণ;
 - (গ) পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং অন্য কোন ব্যক্তির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করার পদ্ধতি;
 - (ঘ) পরিষদের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের পদ্ধতি;
 - (ঙ) পরিষদ পরিদর্শনের পদ্ধতি এবং পরিদর্শকের ক্ষমতা;
 - (চ) এই আইনের অধীন বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিতে হইবে বা করা যাইবে এইরূপ যে কোন বিষয়।
- (৩) কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পর, পরিষদের বিবেচনায় যদি উক্ত বিধি বান্দরবান পার্বত্য জেলার জন্য কষ্টকর বা আপত্তিকর বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা হইলে, পরিষদ সংশ্লিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনা, সংশোধন, বাতিল বা উহার প্রয়োগ শিথিল করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন বিবেচনাক্রমে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬৯। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিষদ, এই আইনের বা কোন বিধির বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য না হয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরিষদকে পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে।
- (২) বিশেষ করিয়া এবং উপরিউক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, অনুরূপ প্রবিধানে নিম্নরূপ সকল অথবা আইনের বা কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা:
 - (ক) পরিষদের কার্যাবলী পরিচালনা,
 - (খ) পরিষদের সভার ফোরাম নির্ধারণ,
 - (গ) পরিষদের সভায় প্রশ্ন উত্থাপন,
 - (ঘ) পরিষদের সভা আহবান,
 - (ঙ) পরিষদের সভার কার্যবিবরণী লিখন,
 - (চ) পরিষদের সভায় গৃহীত প্রস্তাবের বাস্তবায়ন,
 - (ছ) সাধারণ সীলমোহরের হেফাজত ও ব্যবহার;

[* * *]^{৩৩৩}

 - (ঝ) পরিষদের অফিসের বিভাগ ও শাখা গঠন এবং উহাদের কাজের পরিধি নির্ধারণ;
 - (ঞ) কার্যনির্বাহ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়;
 - (ট) পরিষদ কর্তৃক নিয়োগ করা যাইবে এমন সকল পদে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ ও তাহাদের শৃংখলা;
 - (ঠ) কর, রেইট, টোল এবং ফিস, ধার্য ও আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়;
 - (ড) পরিষদের সম্পত্তিতে অবৈধ পদার্পণ নিয়ন্ত্রণ;
 - (ঢ) গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রাণীর বিক্রয় রেজিস্ট্রীকরণ;
 - (ণ) এতিমখানা, বিধবা সদন এবং দরিদ্রদের ত্রাণ সম্পর্কিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রীকরণ ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ;

^{৩৩৩} দফা (জ) বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১১নং আইন) এর ৩২ ধারা বলে বিলুপ্ত

- (ত) জনসাধারণের ব্যবহার্য সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ;
 - (থ) টীকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন;
 - (দ) সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
 - (ধ) খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল প্রতিরোধ;
 - (ন) সমাজের বা ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর বা বিরক্তিকর কার্যকলাপ প্রতিরোধ;
 - (প) বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ;
 - (ফ) জনসাধারণের ব্যবহার্য ফেরীর ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ;
 - (ব) গবাদি পশুর খোয়াড়ের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ;
 - (ভ) ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ;
 - (ম) মেলা, প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলাও জনসমাবেশ অনুষ্ঠান ও নিয়ন্ত্রণ;
 - (য) বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন;
 - (র) ভিক্ষাবৃত্তি, কিশোর অপরাধ, পতিতাবৃত্তি ও অন্যান্য অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধ;
 - (ল) কোন কোন ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রয়োজন হইবে এবং কি কি শর্তে উহা প্রদান করা হইবে তাহা নির্ধারণ; এবং
 - (শ) এই আইনের অধীন প্রবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে বা করা যাইবে এইরূপ যে কোন বিষয়।
- (৩) পরিষদের বিবেচনায় সে প্রকারে প্রকাশ করিলে কোন প্রবিধান সম্পর্কে জনসাধারণ ভালভাবে অবহিত হইতে পারিবে সেই প্রকারে প্রত্যেক প্রবিধান প্রকাশ করিতে হইবে।

৭০। ক্ষমতা অর্পণ

ক্ষমতা অর্পণ- বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১১নং আইন) এর ৩৩ ধারা বলে বিলুপ্ত।

৭১। পরিষদের পক্ষে ও বিপক্ষে মামলা

- (১) পরিষদের বিরুদ্ধে বা পরিষদ সংক্রান্ত কোন কাজের জন্য উহার কোন সদস্য বা কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করিতে হইলে মামলা দায়ের করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে মামলার কারণ এবং বাদীর নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করিয়া একটি নোটিশ-
 - (ক) পরিষদের ক্ষেত্রে, পরিষদের কার্যালয়ে প্রদান করিতে হইবে বা পৌছাইয়া দিতে হইবে;
 - (খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিকট ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার অফিস বা বাসস্থানে প্রদান করিতে হইবে বা পৌছাইয়া দিতে হইবে।
- (২) উক্ত নোটিশ প্রদান বাপৌছানোর পর ৩০ (ত্রিশ) দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না, এবং মামলার আরজীতে উক্ত নোটিশ প্রদান করা বা পৌছানো হইয়াছে কি না তাহার উল্লেখ থাকিতে হইবে।

৭২। নোটিশ এবং উহা জারিকরণ

- (১) এই আইন, বিধি বা প্রবিধান পালনের জন্য কোন কাজ করা বা না করা হইতে বিরত থাকা যদি ব্যক্তির কর্তব্য হয় তাহা হইলে কোন সময়ের মধ্যে ইহা করিতে হইবে বা ইহা করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে তাহা উল্লেখ করিয়া তাহার উপর একটি নোটিশ জারি করিতে হইবে।
- (২) এই আইনের অধীন প্রদেয় কোন নোটিশ গঠনগত ত্রুটির কারণে অবৈধ হইবে না।
- (৩) ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে এই আইনের অধীন প্রদেয় সকল নোটিশ উহার প্রাপককে হাতে হাতে প্রদান করিয়া অথবা তাহার নিকট ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া বা তাহার বাসস্থান বা কর্মস্থলের কোন বিশিষ্ট স্থানে আঁটিয়া দিয়া জারি করিতে হইবে।
- (৪) যে নোটিশ সর্বসাধারণের জন্য তাহা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত কোন প্রকাশ্য স্থানে আঁটিয়া দিয়া জারি করা হইলে উহা যথাযথভাবে জারি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৭৩। প্রকাশ্য রেকর্ড

এই আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত এবং সংরক্ষিত যাবতীয় রেকর্ড এবং রেজিস্টার Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) তে যে অর্থে প্রকাশ্য রেকর্ড (Public document) কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে, প্রকাশ্য রেকর্ড (Public document) বলিয়া গণ্য হইবে এবং বিপরীত প্রমাণিত না হইলে, উহাকে বিশুদ্ধ রেকর্ড বা রেজিস্টার বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

৭৪। পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ইত্যাদি জনসেবক (public servant) গণ্য হইবেন

পরিষদের চেয়ারম্যান ও উহার অন্যান্য সদস্য এবং উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং পরিষদের পক্ষে কাজ করিবার জন্য যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তি Penal Code (Act XLV of 1860) এর section 21 এ যে অর্থে জনসেবক (public servant) কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক (public servant) বলিয়া গণ্য হইবে।

৭৫। সরল বিশ্বাসে কৃত কার্যক্রম রক্ষণ

এই আইন, বিধি বা প্রবিধান এর অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, পরিষদ বা উহাদের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৭৬। রহিতকরণ ও হেফাজত

- (১) এই আইনের বিধান অনুযায়ী বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৯নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, বান্দরবান পার্বত্য জেলার ক্ষেত্রে রহিত হইবে।
- (২) উক্ত আইন উক্তরূপে রহিত হইবার পর,-
 - (ক) বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, অতঃপর উক্ত জেলা পরিষদ বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে;
 - (খ) উক্ত আইনের অধীন প্রণীত বা প্রণীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য সকল বিধি, প্রবিধান ও বাই'লজ, প্রদত্ত বা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য সকল আদেশ, জারিকৃত বা জারিকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য সকল বিজ্ঞপ্তি বা নোটিশ এবং মঞ্জুরীকৃত বা মঞ্জুরীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য সকল লাইসেন্স ও অনুমতি, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত, জারীকৃত বা মঞ্জুরীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত সকল বাই'লজ প্রবিধান বলিয়া গণ্য হইবে;
 - (গ) উক্ত জেলা পরিষদের সকল সম্পদ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধা, সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, তহবিল, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, বিনিয়োগ এবং উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কীয়, উহার যাবতীয় অধিকার বা উহাতে ন্যস্ত যাবতীয় স্বার্থ পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে;
 - (ঘ) উক্ত জেলা পরিষদের যে সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব ছিল এবং উহার দ্বারা বা উহার সহিত যে সকল চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা পরিষদের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;
 - (ঙ) উক্ত জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত সকল বাজেট, প্রকল্প ও পরিকল্পনা বা তৎকর্তৃক কৃত মূল্যায়ন ও নির্ধারিত কর, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে, এবং পরিষদ কর্তৃক এই আইনের অধীন প্রণীত, কৃত বা নির্ধারিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;
 - (চ) উক্ত জেলা পরিষদের প্রাপ্য সকল কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য অর্থ এই আইনের অধীন পরিষদের প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইবে;

- (ছ) উক্ত আইন রহিত হইবার পূর্বে উক্ত জেলা পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল কর, রেইট, টোল ও ফিস এবং অন্যান্য দাবী, পরিষদ কর্তৃক, পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, একই হারে অব্যাহত থাকিবে;
- (জ) উক্ত জেলা পরিষদের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী পরিষদে বদলী হইবেন ও উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারী হইবেন এবং তাহারা উক্তরূপ বদলীর পূর্বে যে শর্তে চাকুরিরত ছিলেন, পরিষদ কর্তৃক পরিবর্তিত না হইলে, সেই শর্তেই তাহারা উহার অধীনে চাকুরিরত থাকিবেন; এবং
- (ঝ) উক্ত জেলা পরিষদ কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত যে সকল মামলা-মোকদ্দমা চালু ছিল সেই সকল মামলা-মোকদ্দমা পরিষদ কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭৭। নির্ধারিত পদ্ধতিতে কতিপয় বিষয়ের নিষ্পত্তি

এই আইনে কোন কিছু করিবার জন্য বিধান থাকা সত্ত্বেও যদি উহা কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা, কি পদ্ধতিতে করা হইবে তৎসম্পর্কে কোন বিধান না থাকে, তাহা হইলে উক্ত কাজ বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে করা হইবে।

৭৮। অসুবিধা দূরীকরণ

এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে, আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৭৯। কোন আইনের বিধান সম্পর্কে আপত্তি

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা [আদিবাসী]দের জন্য আপত্তিকর হইলে, পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

..“উপজাতি” শব্দটি “আদিবাসী” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ভিন্ন ভাষাভাষি আদিবাসী পাহাড়ী অধ্যুষিত অঞ্চল। সংগত কারণে দেশের অপরাপর বিশেষত: সমতল অঞ্চল হতে এ অঞ্চলের সামাজিক বিচার, আইনের শাসন, সংস্কৃতি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বরাবরই পৃথক ছিল। ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ শাসন প্রত্যক্ষভাবে শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আদিবাসী পাহাড়ী রাজন্যবর্গ চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা নিয়ে গঠিত তাদের রাজ্য স্বাধীনভাবে শাসন করেন। ১৯৬৫ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯০০ এর বিধি ৫১ পূর্ব পাকিস্তানের হাইকোর্টের রায়ের মাধ্যমে বাতিল ঘোষণা করে বহিরাগত বাঙালি ও হিন্দু, মুসলমানদের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামকে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। পরবর্তীকালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জন্য স্বাশাসনমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেওয়া তো দূরের কথা; বরং ব্রিটিশ পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯০০ এর মাধ্যমে আদিবাসীদের জন্য যে সামান্য ভূমি অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং অন্যান্য আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল তাও পাকিস্তান সরকার বিভিন্ন কৌশলে কেড়ে নেয়।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর অনেক ত্যাগ তিথীক্ষার মাধ্যমে ও এক সাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীসমূহ আদিবাসী পাহাড়ীদের ভূমি অধিকারসহ অন্যান্য অধিকার হরণে আরো এক ধাপ এগিয়ে যায়। ফলে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে বিরোধ ও দূরত্ব ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।

সরকারের সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন কর্তৃপক্ষের সহায়তায় বহিরাগত বাঙালী মুসলমানদের দ্বারা আদিবাসীদেরও ভূমি জবরদখল প্রতিনিয়তই চলতে থাকে। আদিবাসীরা তাদের বংশানুক্রমিক ভিটা-বাড়ি, জায়গা-জমি ত্যাগ করে দেশান্তরী হতে কিংবা বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এ অবস্থায় প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের জায়গাজমি সংক্রান্ত কতিপয় বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য একটি কমিশন গঠন ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভূমি সংক্রান্ত কতিপয় বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি কমিশন গঠন ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম [বাঙালি এবং আদিবাসী]^{১০১} অধ্যুষিত অঞ্চল এবং অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা বিধেয়; এবং

যেহেতু [গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৩ক অনুসারে]^{১০২} এই অঞ্চলের [সকল নাগরিক বিশেষ করিয়া আদিবাসীদের]^{১০৩} রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন; এবং

যেহেতু উপরিউক্ত লক্ষ্যসহ বাংলাদেশের সকল নাগরিকের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য জেলা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বিগত ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২রা ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জায়গাজমি সংক্রান্ত কতিপয় বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য একটি কমিশন গঠন ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:

^{১০১} “অনগ্রসর উপজাতি” শব্দটির স্থলে “বাঙালি এবং আদিবাসী” শব্দদ্বয় প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০২} প্রস্তাবিত

^{১০৩} “উপজাতীয় অধিবাসীগণসহ” শব্দটির স্থলে “সকল নাগরিক বিশেষ করিয়া আদিবাসীদের” শব্দদ্বয় প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

এই আইন পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

- (ক) “আঞ্চলিক পরিষদ” অর্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর ধারা ৩ এর অধীন স্থাপিত আঞ্চলিক পরিষদ;
- (খ) “কমিশন” অর্থ এই আইনের ধারা ৩ এর অধীন গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন;
- (গ) “চেয়ারম্যান” অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান;
- (ঘ) “পার্বত্য চট্টগ্রাম” অর্থ খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান পার্বত্য জেলাসমূহ;
- [(ঙ)]^{১০০}
- (চ) “পুনর্বাসিত [আদিবাসী]শরণার্থী” অর্থ ৯ই মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে ভারতের আগরতলায় সরকারের সহিত [আদিবাসী]শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সম্পাদিত চুক্তির আওতায় তালিকাভুক্ত [এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর তালিকা রিভিউ করিয়া নতুন তালিকাভুক্ত]শরণার্থী;
- (ছ) “প্রচলিত আইন” বলিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে যে সমস্ত আইন, ঐতিহ্য, বিধি, প্রজ্ঞাপন প্রচলিত ছিল কেবল সেইগুলিকে বুঝাইবে;
- (জ) “আঞ্চলিক বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;
- (ঝ) “ভূমি” বলিতে পার্বত্য জেলাধীন পাহাড় এবং জলে ভাসাসহ সমুদয় জমি বুঝাইবে;
- (ঞ) “সচিব” অর্থ কমিশনের সচিব;
- (ট) “সদস্য” অর্থ কমিশনের সদস্য;
- (ঠ) “সার্কেল চীফ” অর্থ চাকমা চীফ বা বোমাং চীফ বা মং চীফ।

৩। কমিশন গঠন

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন নামে একটি কমিশন থাকিবে।

(২) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হইবে, যথা:

- (ক) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;
- (খ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান বা তাহার প্রতিনিধি হিসাবে তৎকর্তৃক মনোনীত উক্ত পরিষদের একজন [আদিবাসী]সদস্য;
- (গ) সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, পদাধিকারবলে;
- (ঘ) সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফ, পদাধিকারবলে;
- (ঙ) চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার বা তৎকর্তৃক মনোনীত একজন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার।

ব্যাখ্যা- দফা (গ) এবং (ঘ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে “সংশ্লিষ্ট” অর্থ বিরোধীয় ভূমি যথাক্রমে যে পার্বত্য জেলা এবং যে সার্কেলের অন্তর্ভুক্তই পার্বত্য জেলা এবং সেই সার্কেল।

(৩) কমিশনের চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরির শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৪) সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে চেয়ারম্যান স্বীয় পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

^{১০০} “পার্বত্য জেলা” অর্থ রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা;—এই দফাটি বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০১} প্রস্তাবিত

^{১০২} “উপজাতীয়” শব্দটির স্থলে “আদিবাসী” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৩} প্রস্তাবিত

^{১০৪} প্রস্তাবিত

(৫) যদি সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, চেয়ারম্যান গুরুতর অসদাচরণ কিংবা শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতার কারণে তাহার পদে বহাল থাকার অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা হইলে সরকার যে কোন সময়ে চেয়ারম্যানকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান না করিয়া এই উপ-ধারার অধীনে চেয়ারম্যানকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করা যাইবে না।

৪। কমিশনের কার্যালয়

(১) কমিশনের প্রধান কার্যালয় খাগড়াছড়ি জেলা সদরে থাকিবে।

[(২) সরকার রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবানে কমিশনের শাখা অফিস প্রতিষ্ঠা করিবে।]^{১১১}

৫। কমিশনের মেয়াদ

কমিশনের মেয়াদ হইবে চেয়ারম্যান নিয়োগের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার আঞ্চলিক পরিষদের সহিত পরামর্শক্রমে, উহার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

[তবে আরও শর্ত থাকে যে, পরামর্শ এইরূপ হইবে যে, যাহার সহিত পরামর্শ করা হইতেছে তিনি যেন পরামর্শের বিষয়বস্তু উপলব্ধি করিতে পারেন এবং সে অনুসারে যথাযথভাবে মতামত দিতে পারেন।]^{১১২}

৬। কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

(১) কমিশনের কার্যাবলী নিম্নরূপ হইবে, যথা-

(ক) পুনর্বাসিত [আদিবাসী]^{১১৩} শরণার্থীদের ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন ও রীতি অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা;

(খ) আবেদনে উল্লিখিত ভূমিতে আবেদনকারী, বা ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট প্রতিপক্ষের, স্বত্ব বা অন্যবিধ অধিকার পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি [ও পদ্ধতি]^{১১৪} অনুযায়ী নির্ধারণ এবং প্রয়োজনবোধে দখল পুনর্বহাল;

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন বহির্ভূতভাবে কোন ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হইয়া থাকিলে উহা বাতিলকরণ এবং উক্ত বন্দোবস্তজনিত কারণে কোন বৈধ মালিক ভূমি হইতে বদখল হইয়া থাকিলে তাহার দখল পুনর্বহাল [এবং একই প্রকৃতির অন্য কোন ভূমির দখল প্রদান বা পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান]^{১১৫};

[তবে শর্ত থাকে যে, প্রযোজ্য আইনের অধীন অধিগ্রহণকৃত ভূমি এবং রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাণ্ডাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প কারখানা ও সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে কেবল পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে কি না অথবা ক্ষতিগ্রস্তদেরকে পুনর্বাসিত করা হইয়াছে কি না ইহা নিরূপণকল্পে এই উপ-ধারা প্রযোজ্য হইবে।]^{১১৬}

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কার্যাবলী পার্বত্য চট্টগ্রামে সীমিত থাকিবে।

(৩) উক্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত কমিশন যে কোন সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত বা কাগজপত্র সরবরাহের এবং প্রয়োজনে উক্ত কর্তৃপক্ষের যে কোন কর্মকর্তাকে স্থানীয় তদন্ত,

^{১১১} “(২) সরকার প্রয়োজনবোধে, যে কোন পার্বত্য জেলায় কমিশনের শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।” এর স্থলে “(২) সরকার রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবানে কমিশনের শাখা অফিস প্রতিষ্ঠা করিবে।” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১২} প্রস্তাবিত

^{১১৩} প্রস্তাবিত

^{১১৪} প্রস্তাবিত

^{১১৫} প্রস্তাবিত

^{১১৬} “তবে শর্ত থাকে যে, প্রযোজ্য আইনের অধীন অধিগ্রহণকৃত ভূমি এবং রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাণ্ডাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প কারখানা ও সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এই উপ-ধারা প্রযোজ্য হইবে না”। এর স্থলে “তবে শর্ত থাকে যে, প্রযোজ্য আইনের অধীন অধিগ্রহণকৃত ভূমি এবং রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাণ্ডাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প কারখানা ও সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে কেবল পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে কিনা অথবা ক্ষতিগ্রস্তদেরকে পুনর্বাসিত করা হইয়াছে কি না ইহা নিরূপণকল্পে এই উপ-ধারা প্রযোজ্য হইবে।” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

পরিদর্শন বা জরীপের ভিত্তিতে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা উহা পালনে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) কমিশন বা চেয়ারম্যান বা কমিশন কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন সদস্য কোন বিরোধীয় ভূমি সরেজমিনে পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

৭। কমিশনের বৈঠক, কোরাম ও কার্যপদ্ধতি

(১) এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, কমিশন উহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(২) চেয়ারম্যানের নির্দেশে সচিব কমিশনের বৈঠকের স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করিয়া সদস্যগণকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৩) কমিশনের কোন বৈঠকে কোরামের জন্য চেয়ারম্যান এবং অপর ২ (দুই) জন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে [যাহাদের একজন বিরোধীয় ভূমি যেই এলাকায় সেই এলাকার প্রতিনিধি হইবেন] এবং চেয়ারম্যান কমিশনের সকল বৈঠকে সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) কোন বৈঠকে বিবেচিত বিষয় অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা পরবর্তী যে কোন বৈঠকে বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করা যাইবে এবং সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী বৈঠকে উপস্থিত সদস্যগণের কাহারও অনুপস্থিতির কারণে বিষয়টির নিষ্পত্তি বন্ধ থাকিবে না বা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম অবৈধ হইবে না।

[তবে শর্ত থাকে যে, বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রথম বৈঠকে উপস্থিত সদস্যদেরকে পরবর্তী বৈঠকের ব্যাপারে যথাযথ নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।]^{১১১}

(৫) [চেয়ারম্যান উপস্থিত অন্যান্য সদস্যদের সহিত আলোচনার ভিত্তিতে ধারা ৬ (১) এ বর্ণিত বিষয়াদিসহ উহার এখতিয়ারভুক্ত অন্যান্য বিষয়ে সর্বসম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন, তবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব না হইলে চেয়ারম্যানকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। যদি কোন ক্ষেত্রে উপস্থিত সকল সদস্য সমানভাবে বিভক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে তাহা হইলে চেয়ারম্যান নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।]^{১১২}

(৬) কমিশন ধারা ৬ (১) এ উল্লিখিত কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে উহার সকল সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে প্রদান করিবে।

৮। কমিশনের বৈঠকে সদস্যগণের যোগদানের নিমিত্তে প্রাপ্য ভাতা

কমিশনের বৈঠকে যোগদানের জন্য সরকার কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর সদস্যদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং তদনুসারে উক্ত সদস্য উক্ত ভাতা পাইবেন।

৯। কমিশনের আবেদন দাখিল

এই আইনের অধীনে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী তাহার দস্তখত বা টিপসহিযুক্ত দরখাস্ত সাদা কাগজে বাংলা ভাষায় লিখিয়া কমিশনের নিকট দাখিল করিবেন।

^{১১১} প্রস্তাবিত

^{১১২} প্রস্তাবিত

^{১১৩} “চেয়ারম্যান উপস্থিত অন্যান্য সদস্যদের সহিত আলোচনার ভিত্তিতে ধারা ৬ (১) এ বর্ণিত বিষয়াদিসহ উহার এখতিয়ারভুক্ত অন্যান্য বিষয়ে সর্বসম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, তবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব না হইলে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই কমিশনের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।” এর স্থলে “চেয়ারম্যান উপস্থিত অন্যান্য সদস্যদের সহিত আলোচনার ভিত্তিতে ধারা ৬ (১) এ বর্ণিত বিষয়াদিসহ উহার এখতিয়ারভুক্ত অন্যান্য বিষয়ে সর্বসম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, তবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব না হইলে চেয়ারম্যানসহ উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। যদি কোন ক্ষেত্রে উপস্থিত সকল সদস্য সমানভাবে বিভক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে তাহা হইলে চেয়ারম্যান নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

১০। আবেদনের প্রতিপক্ষ

- (১) ধারা ৯ এর অধীনে দায়েরকৃত প্রতিটি আবেদনে প্রতিপক্ষ হিসাবে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, অবৈধ বন্দোবস্ত গ্রহীতা এবং ক্ষেত্রমত আবেদনকারীর জানামতে দাবীকৃত ভূমির বর্তমান দখলকার এর নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করিতে হইবে।
- (২) উক্ত আবেদনে প্রতিপক্ষ হিসাবে উল্লিখিত সকল ব্যক্তির উপর কমিশন নোটিশ জারি করিবে এবং নোটিশের সহিত আবেদনপত্রের একটি কপিও সংযুক্ত করিবে।
- (৩) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রতিপক্ষ হিসাবে উল্লেখ করা হয় নাই এমন কোন ব্যক্তিও সংশ্লিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক প্রতিপক্ষ হওয়ার আবেদন করিতে পারিবেন এবং কমিশন উক্ত আবেদন বিবেচনাক্রমে উক্ত ব্যক্তিকে প্রতিপক্ষভুক্ত করিতে পারিবে।
- [(৪) কমিশন বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির যে কোন পর্যায়ে উভয় পক্ষকে তাহাদের আবেদন এইরূপে পরিবর্তন বা সংশোধন করিবার সুযোগ প্রদান করিবে যেইরূপ কমিশন ন্যায়সঙ্গত মনে করে; এবং এই ধরনের সকল সংশোধনী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিরোধের প্রকৃত ইস্যু নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে হইতে হইবে।]^{১০৪}

১১। কমিশন কর্তৃক সাক্ষ্য গ্রহণ

- (১) ধারা ৬ (১) এ বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্ত কমিশনের কোন কার্যক্রমে সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে কমিশন Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) এর বিধানাবলী অনুসরণে বাধ্য থাকিবে না, বরং সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে কমিশন যেরূপ যথাযথ বিবেচনা করে সেইরূপ সাক্ষ্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করিতে পারিবে।
- (২) কোন বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বাংলা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় সাক্ষ্য প্রদান করিলে কমিশন একজন অনুবাদকের সহায়তা গ্রহণ করিতে এবং অনুবাদকের অনুবাদ অনুসারে উক্ত সাক্ষ্য বাংলায় লিপিবদ্ধ করিতে পারিবে।
- (৩) কমিশন লিখিত নোটিশ দ্বারা যে কোন ব্যক্তিকে উহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য প্রদান এবং সকল প্রকার তথ্য ও দলিল-পত্রাদি দাখিলের নির্দেশ দিতে পারিবে।
- (৪) কমিশন কর্তৃক কোন ব্যক্তির মৌখিক সাক্ষ্য হুবহু লিপিবদ্ধ করা বাধ্যতামূলক নহে, বরং উহার সারাংশ লিপিবদ্ধ করিলেই চলিবে।
- (৫) কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে Oaths Act, 1883 (Act X of 1883) প্রযোজ্য হইবে।

১২। কমিশন কর্তৃক ক্ষমতা অর্পণ

কমিশন, প্রয়োজনবোধে এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে, উহার চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্য বা কোন কর্মকর্তাকে লিখিত আদেশ দ্বারা, এই ধারা এবং ধারা ৬ (১) এ বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন ব্যতীত, কমিশনের অন্য যে কোন ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

১৩। কমিশনের সচিব অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ

- (১) কমিশনের একজন সচিব থাকিবেন এবং তিনি আইন ও পার্শ্বত চট্টগ্রাম বিষয়ে অভিজ্ঞ সরকারের উপ-সচিব পদ মর্যাদার কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।
 - (২) কমিশনের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের নিমিত্তে, সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করিবে।
- [তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারা অনুসারে নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে যোগ্যতা এবং উপার্জন সাপেক্ষে আদিবাসীদেরকে প্রাধান্য দেওয়া যাইতে পারে।]^{১০৫}

^{১০৪} প্রস্তাবিত

^{১০৫} প্রস্তাবিত

১৪। আর্থিক ব্যবস্থা

- (১) কমিশনের ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার হইতে বরাদ্দ হিসাবে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কমিশন সংশ্লিষ্ট বৎসরের জন্য আর্থিক বিবরণ সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।
- (২) সচিব, চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে, কমিশনের ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব পালন করিবে।
- (৩) কমিশনের ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান ও সচিব সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন ও সরকারি নির্দেশাবলী অনুসরণ করিবেন।

১৫। হিসাব ও নিরীক্ষা

- (১) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক বলিয়া অভিহিত, প্রতি বৎসর কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কমিশনের নিকট পেশ করিবেন।
- (২) উপ-ধারা (১) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কমিশনের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কমিশনের যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

১৬। কমিশনের সিদ্ধান্তের আইনগত প্রকৃতি এবং চূড়ান্ততা

ধারা ৬ (১)-এ বর্ণিত কোন বিষয়ে দাখিলকৃত আবেদনের উপর কমিশন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী বলিয়া গণ্য হইবে, তবে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আদালত বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল বা রিভিশন দায়ের বা উহার বৈধতা বা যথার্থতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

[তবে শর্ত থাকে যে, প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা করণিক ভুলের কারণে সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করা যাইতে পারে।]^{১৭৬}

১৭। কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

- (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন কমিশনের সিদ্ধান্ত দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী, বা ক্ষেত্রমত, আদেশের ন্যায় কমিশন উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মাধ্যমে বা প্রয়োজনবোধে সরকারি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে [সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া যত তাড়াতাড়ি সম্ভব]^{১৭৭} বাস্তবায়ন করিতে বা করাইতে পারিবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সকল কর্তৃপক্ষ কমিশনের নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবে।

১৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

[এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সহিত পরামর্শক্রমে গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিধিমালা প্রণয়ন করিবে।]^{১৭৮}

১৯। কমিশনের প্রতি অবমাননা আদালত অবমাননার সামিল

Penal Code, 1860 (Act XXV of 1860) এর section 220 এবং Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর section 480 এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন উক্ত ধারাসমূহের উল্লিখিত দেওয়ানী আদালত বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদানুসারে কমিশন উহার অবমাননাকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

^{১৭৬} প্রস্তাবিত

^{১৭৭} প্রস্তাবিত

^{১৭৮} “এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, এই আইন বলবৎ হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিবে” এর স্থলে “এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সহিত পরামর্শক্রমে গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিধিমালা প্রণয়ন করিবে।” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

২০। সরল বিশ্বাসে কৃত কার্যক্রম সংরক্ষণ

এই আইন বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য বা উহার বা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না। [সরল বিশ্বাসে কৃত কর্ম প্রমাণ করিবার দায়িত্ব তাহার উপর যিনি তাহা দাবি করিবেন।]^{১০৯}

২১। বার্ষিক প্রতিবেদন

কমিশন ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রতিবছর কমিশনকর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত বিরোধের তালিকাসহ প্রতিবেদন দাখিল করিবে।]^{১১০}

^{১০৯} প্রস্তাবিত

^{১১০} প্রস্তাবিত

বন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী

মুঘল রাজত্বকালে কৃষি এবং জাহাজ নির্মাণের ভারতবর্ষের ইতিহাসে সর্বপ্রথম মৌর্য শাসনামলে বন ব্যবস্থাপনার আইন প্রণয়নের নজির পাওয়া যায়। মৌর্য বংশের পর গুপ্ত বংশের রাজত্বকালেও বন ছিল রাজস্ব আদায়ের অন্যতম উৎস। পরবর্তীকালে বংশানুক্রমে বিভিন্ন রাজবংশের শাসনামলে কখনো একীভূতভাবে কখনো আলাদা আলাদা স্বাধীন রাজ্যে বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। সর্বশেষ উপর গুরুত্ব দেয়ার ফলে বনভূমির উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়া শুরু হয়।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর বৃটিশ শাসনামল শুরু হয় এবং সেই সাথে শুরু হয় রেলপথের স্লীপার এবং জাহাজ নির্মাণের জন্য নির্বিচারে বন ধ্বংসকরণ কার্যক্রম। ১৮৬৪ সালে বৃটিশ সরকারের তৎকালীন উচ্চপদস্থ বন কর্মকর্তাগণ সর্বপ্রথম বন সংরক্ষণের কথা উপলব্ধি করেন এবং সে অনুসারে ১৮৬৫ সালে প্রথমবারের মত ভারতীয় বন আইন পাস হয়। এই আইনটির বিধানসমূহকে আরো বর্ধিত করে ১৮৭৮ সালে নতুন আইন পাস করা হয় যা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বিশ্বের কমনওয়েলথ দেশগুলোর জন্য বন আইনের মডেল হিসেবে কাজ করেছে। ১৮৭৮ সালে বন আইনটি আবার ১৯২৭ সালে পুনর্বিবেচনা করা হয় এবং বন আইন, ১৯২৭ নামে নতুন আইন প্রণীত হয়। এই আইনটি তৎকালীন পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশে কার্যকর করা হয়েছে। বন সংরক্ষণ ও বনজাত পণ্যের ট্রানজিট এবং গাছের গুঁড়ি ও অন্যান্য বন জাত পণ্য থেকে আদায়যোগ্য শুল্ক সংক্রান্ত বিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রণীত এ আইন বাংলাদেশে প্রচলিত বন আইনসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন।

স্বাধীন বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে সংশোধন করা হলেও এই আইন এখনো পুরোপুরি জনকল্যাণমুখী এবং দরিদ্রবান্ধব হয়ে উঠতে পারেনি। কেননা, বন সম্পর্কিত আইন হলেও এই আইনের কোথাও বনের সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। পার্বত্য এলাকা এবং সমতলভূমির অনেক এলাকায় বনের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী রয়েছে যারা প্রথাগত বনবাসী হিসেবে পরিচিত তাদের অধিকারের স্বীকৃতি এই আইনে অনুপস্থিত। আইনের প্রস্তাবনায় বন সংরক্ষণ এবং বনের টেকসই ব্যবহারের উপর জোর দেয়া হয়নি। রক্ষিত বন এবং সংরক্ষিত বন ঘোষণার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যেসব জনগণ প্রভাবিত হতে পারে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি। বনসংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনগুলো যথাযথভাবে সংশ্লিষ্ট জনগণের নিকট পৌছানোর বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয়নি। বন অপরাধ দমন কার্যক্রমে বন কর্মকর্তাদের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন বিধান নেই। কতিপয় ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান ভঙ্গকারী বন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক বিধান রাখা হয়নি। এছাড়াও বন অপরাধে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির সাংবিধানিক অধিকারের সুস্পষ্ট বিধান অনুপস্থিত।

এ পরিপ্রেক্ষিতে, একটি জনকল্যাণমুখী ও দরিদ্রবান্ধব আইন ব্যবস্থা প্রচলনের লক্ষ্যে ভূমি আইন রিভিউ করার অংশ হিসেবে ১৯২৭ সালের বন আইনকে রিভিউ করে কতিপয় সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে। যেখানে বনের সংজ্ঞা দেয়ার পাশাপাশি প্রথাগত বনবাসীদের অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আইনের প্রস্তাবনায় বনের বন সংরক্ষণ এবং বনের টেকসই ব্যবহারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রক্ষিত বন এবং সংরক্ষিত বন ঘোষণায় সংশ্লিষ্ট জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ রেখে বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে। বন কর্মকর্তাদের অসদাচারণের বিরুদ্ধে জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থার পাশাপাশি তাদের আত্মরক্ষার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের অনুমতির বিধান রাখা হয়েছে। তবে এই অধিকার যাতে খামখেয়ালীপূর্ণভাবে প্রয়োগ না হয় সেজন্য বিস্তারিত বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। বন অপরাধের জন্য সন্দেহমূলক কাউকে গ্রেফতার করা হলে কারণ লিপিবদ্ধ করার বিধানও প্রস্তাব করা হয়েছে।

এসব সংশোধনীসমূহ গৃহীত হলে বনের উপর নির্ভরশীল এবং বনের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে আদিবাসীদের উপর কিছুটা হলেও ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে এবং বন সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার কার্যক্রম আরো একধাপ এগিয়ে যাবে যা বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাব থেকে দেশের পরিবেশ রক্ষায় সহায়ক হবে।

বন আইন, ১৯২৭ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)

প্রস্তাবনা

[বন সংরক্ষণ এবং বনের টেকসই ব্যবহার, বন অধিকারের স্বীকৃতি]^{১১১} এবং বন, বন সম্পদের ট্রানজিট (নির্দিষ্ট পথ) এবং কাঠ ও অন্যান্য বনজাত পণ্য হইতে আদায়যোগ্য শুল্ক সংক্রান্ত আইনসমূহের একত্রীকরণে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু [বন সংরক্ষণ এবং বনের টেকসই ব্যবহার, বন অধিকারের স্বীকৃতি]^{১১২} এবং বন, বন সম্পদের ট্রানজিট এবং কাঠ ও অন্যান্য বনজাত পণ্য হইতে আদায়যোগ্য শুল্ক সংক্রান্ত আইনসমূহের একত্রীকরণে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

[এবং যেহেতু প্রথাগত বনবাসীদের স্বীকৃত অধিকার জীব বৈচিত্রের টেকসই ব্যবহার এবং সংরক্ষণের দায়িত্বকেও অন্তর্ভুক্ত করে;]^{১১৩}

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:

^{১১১} প্রস্তাবিত

^{১১২} প্রস্তাবিত

^{১১৩} প্রস্তাবিত

প্রথম অধ্যায় প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ

- (১) এই আইন বন আইন, ১৯২৭ নামে অভিহিত হইবে।
- (২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

২। ব্যাখ্যা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

- (১) “পশু” অন্তর্ভুক্ত করিবে হাতি, উট, মহিষ, ঘোড়া, ঘোটকী, খাসি, টাটু ঘোড়া, বাচ্চা ঘোটক, বাচ্চা ঘোটকী, খচ্চর, গাধা, শুকর, ভেড়া, ভেড়ি, মেষ, ছাগল এবং এদের শাবক;
- [(১ক) “বন” বলিতে এমন ভূমিকে বুঝাইবে যাহা সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে বৃক্ষ দ্বারা আবৃত এবং যাহা সরকারের সম্পত্তি অথবা যাহার উপর সরকারের মালিকানার স্বত্ত্ব রহিয়াছে, বা আংশিক বা সম্পূর্ণ বনজাত পণ্যের সরকার অধিকারী এবং যাহা এই আইনের অধীনে বন হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে এবং ইহা, রক্ষিত বন, সংরক্ষিত বন এবং অন্যান্য বনকেও অন্তর্ভুক্ত করিবে;]^{১১১}
- (২) “বন কর্মকর্তা” বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যাহাকে সরকার অথবা সরকার কর্তৃক এই মর্মে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা এই আইনের সকল অথবা যে কোন উদ্দেশ্যপূরণকল্পে অথবা এই আইন বা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি অনুসারে বন কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পাদনযোগ্য যে কোন কিছু করিবার নিমিত্তে নিয়োগ প্রদান করে;
- (৩) “বন-অপরাধ” বলিতে এমন অপরাধকে বুঝাইবে যাহা এই আইন অথবা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি অনুসারে শাস্তিযোগ্য;
- (৪) “বনজাত পণ্য” অন্তর্ভুক্ত করিবে-
 - (ক) নিম্নলিখিতগুলি বনের ভেতর হইতে হোক আর বন হইতে সংগ্রহ করা হোক, যথা: কাঠ, কাঠকয়লা, রাবার, খয়ের, কাঠ-তৈল, রজন, প্রাকৃতিক বার্ণিশ, বাকল, গালা, মছয়া ফুল, মছয়া বীজ, কুথ, এবং হরিতকী; এবং
 - (খ) নিম্নলিখিতগুলি যখন বনের ভেতর হইতে অথবা বন হইতে সংগ্রহ করা হইবে, যথা:
 - (অ) বৃক্ষ এবং পাতা, ফুল এবং ফল, এবং বৃক্ষের অন্যান্য অংশ এবং উৎপন্ন দ্রব্য যাহা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয় নাই;
 - (আ) [সকল প্রকার বন্য তৃণগুল্ম]^{১১২}, বৃক্ষ নহে এমন চারা এবং এইসব চারার সকল অংশ এবং উৎপন্ন দ্রব্য;
 - (ই) বন্য পশু এবং চামড়া, দাঁত, শিং, হাড়, রেশম, রেশমগুটি, মধু, এবং মোম, [মৎস্য এবং মৎস্যজাত দ্রব্যাদি, পাখি]^{১১৩} এবং পশু হইতে প্রাপ্ত সকল দ্রব্য;
 - (ঈ) উদ্ভিজ্জ পদার্থ, ভূ-পৃষ্ঠ, মাটি, শিলা, [নুড়ি, বালি]^{১১৪} এবং খনিজ (চুনাপাথর, মোরাম, খনিজ তৈল এবং খনিজ অথবা পাথরমহাল হইতে প্রাপ্ত সকল দ্রব্যসহ); এবং
 - (ঐক) “মালিক” বলিতে কোন সম্পত্তির তত্ত্বাবধান এবং দায়িত্বে থাকা কোর্ট অব ওয়ার্ডকেও অন্তর্ভুক্ত করিবে;
- (৫) “নদী” বলিতে কোন স্রোত, খাল, ছোট নদী বা খাঁড়ি অথবা অন্যান্য প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম প্রণালীকেও অন্তর্ভুক্ত করিবে;

^{১১১} প্রস্তাবিত

^{১১২} প্রস্তাবিত

^{১১৩} প্রস্তাবিত

^{১১৪} প্রস্তাবিত

- (৬) “গাছের গুঁড়ি” বলিতে পড়িয়া থাকা বৃক্ষ অথবা কাটা বৃক্ষ, এবং সকল ধরনের কাঠ, কোন উদ্দেশ্যে হোক আর না হোক, যাহা কাটা, আকৃতি দেয়া অথবা তক্তা বানানো;
- [(৬ক) “প্রথাগত বনবাসী” বলিতে আদিবাসী অথবা অন্য কোন নৃ-গোষ্ঠীর সদস্য যিনি শুরু হইতেই বনে বসবাস করেন এবং সত্যিকার অর্থে জীবিকার জন্য বন এবং বনভূমির উপর নির্ভরশীল; এবং]৯৯
- (৭) “বৃক্ষ” অন্তর্ভুক্ত করিবে তাল জাতীয় গাছ, বাঁশ, বৃক্ষের মুড়া, ঝোপঝাড় এবং বেত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রক্ষিত বন

৩। রক্ষিত বন ঘোষণার ক্ষমতা

সরকার, [ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এমন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধির সহিত আলোচনা করিয়া,]১০০ সরকারি সম্পত্তির, অথবা যে সম্পত্তির উপর সরকারের স্বত্বাধিকার রহিয়াছে অথবা যাহার সমগ্র অথবা আংশিক বনজাত পণ্যের উপর সরকারের স্বত্বাধিকার রহিয়াছে, এমন বনভূমি বা পতিত জমি বা বনায়নের জন্য উপযুক্ত জমিকে এতদপরবর্তী বিধান অনুসারে রক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

[তবে শর্ত থাকে যে, জনপ্রতিনিধিত্ব হইবে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান দ্বারা এবং কোন নৃ-গোষ্ঠীর প্রথাগত বনবাসীদের ক্ষেত্রে তাহাদের গোত্র প্রধান দ্বারা।]১০১

৪। সরকারি প্রজ্ঞাপন

(১) কোন ভূমিকে রক্ষিত বন হিসাবে ঘোষণা করিবার সিদ্ধান্ত হইয়া থাকিলে সরকার সে মতে গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারি করিবে-

- (ক) উক্ত ভূমিকে রক্ষিত বন ঘোষণার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, এই মর্মে ঘোষণা করিয়া;
- (খ) যতটুকু সম্ভব উক্ত বনের আয়তন এবং সীমা নির্দেশ করিয়া;
- (গ) উক্ত ভূমি বা ভূমির সীমার মধ্যে অথবা বনজাত পণ্য বা উহার সীমার মধ্যে কোন ব্যক্তির অনুকূলে তথাকথিত কোন অধিকার থাকিলে উক্ত অধিকারের তদন্ত এবং অস্তিত্ব, ধরন এবং ব্যাপ্তি নির্ধারণ এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য একজন কর্মকর্তা (যিনি এতদপরবর্তীতে বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা হিসাবে পরিচিত হইবেন) নিয়োগ করিয়া।

ব্যাখ্যা- দফা (খ)-এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে বনের সীমা রাস্তা, নদী, ঢাল অথবা অন্য কোন পরিচিত বা দৃশ্যমান সীমানা দিয়া বর্ণনা পর্যাণ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

- (২) উপ-ধারা (১)-এর দফা (গ) অনুসারে নিযুক্ত কর্মকর্তা এমন ব্যক্তি হইবেন যিনি বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কোন বন-অফিসে নিযুক্ত নন।
- (৩) এই আইনের অধীন বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে, অনধিক ৩ (তিন) জন কর্মকর্তা, যাহার মধ্যে অনধিক একজন এতদপূর্বে উল্লিখিত ব্যতিরেকে বন অফিসে কর্মরত, নিয়োগ করিবার ক্ষেত্রে, এই ধারার কোন কিছুই সরকারকে নিবৃত্ত করিবে না।

৫। বন অধিকার উদ্ভবে বাধা

৪ ধারায় প্রজ্ঞাপন জারির পর, উত্তরাধিকার অথবা মঞ্জুরী অথবা সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে লিখিত চুক্তি বা কতিপয় ব্যক্তি যাহাদের নিকট উক্ত প্রজ্ঞাপন জারি করিবার সময় এই স্বত্ব ন্যস্ত ছিল উহা ব্যতিরেকে এই প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত

৯৯ প্রস্তাবিত

১০০ প্রস্তাবিত

১০১ প্রস্তাবিত

ভূমি বা তাহার সীমার মধ্যে কাহারো কোন স্বত্বের উদ্ভব হইবে না, এবং উক্ত ভূমিতে সরকার কর্তৃক এই মর্মে প্রণীত বিধিবিধান ব্যতিরেকে কোন চাষাবাদ বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে নতুন পরিকল্পনা কার্যক্রম করা চলিবে না।

৬। বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা কর্তৃক ঘোষণা

৪ ধারা অনুসারে প্রজ্ঞাপন জারীর পর, বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ভূমির আশেপাশের প্রত্যেক শহর এবং গ্রামে বাংলায় [(এবং প্রয়োজনবোধে চট্টগ্রামের পার্বত্য জেলাসমূহে স্থানীয় ভাষায়)]^{১১১} একটি ঘোষণা জারি করিবেন-

(ক) যতটুকু সম্ভব প্রস্তাবিত বনের আয়তন এবং সীমা নির্দেশ করিয়া;

(খ) বন সংরক্ষণের ফলে এতদপরবর্তীতে উল্লিখিত যেইসব পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে তাহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া;
এবং

(গ) ঘোষণার তারিখ হইতে অন্যান্য ৩ (তিন) মাস এবং অনধিক ৪ (চার) মাসের একটি সময় নির্ধারণ এবং এই সময়ের মধ্যে ৪ ধারা এবং ৫ ধারায় বর্ণিত বিধান অনুসারে দাবিপেশকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার দাবি বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তার নিকট হয় লিখিত নোটিশ আকারে অথবা সশরীরে হাজির হইয়া তাহার দাবীর ধরন এবং ক্ষতিপূরণ যদি থাকে সেমতে উল্লেখ করিবার জন্য তাগিদ দেয়া।

[তবে শর্ত থাকে যে, পূর্বোক্ত প্রজ্ঞাপন সংশ্লিষ্টদের নিকট পৌছানোর জন্য পোস্টার বিলি, লিফলেট বিতরণ বা ঢোল বাজিয়ে অথবা বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেমতে ঘোষণা করা হইবে।]^{১১২}

৭। বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা কর্তৃক অনুসন্ধান

বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা ৬ ধারায় প্রদত্ত সকল বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিবেন এবং সুবিধাজনক কোন স্থানে উক্ত ধারায় যথাযথভাবে পেশকৃত দাবি এবং ৪ ধারা অথবা ৫ ধারায় বর্ণিত কোন অধিকারের অস্তিত্ব যাহা ৬ ধারায় দাবি করা হয়নি এবং যাহা সরকারের রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া নিশ্চিত করা সম্ভব তাহার অনুসন্ধান করিবেন এবং এই বিষয়ে অবগত কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন।

৮। বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তার ক্ষমতাবলী

অনুসন্ধানের সময় বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা নিম্নলিখিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল-

(ক) তিনি নিজে অথবা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক কোন ভূমিতে প্রবেশ, জরিপ কার্যক্রম, সীমানা নির্ধারণ এবং নক্সা তৈরি করিবার ক্ষমতা; এবং

(খ) বিচারাধীন মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালত যেরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন সেইরূপ ক্ষমতা।

৯। অধিকারের বিলুপ্তি

যেইসব অধিকার নিয়া ৬ ধারায় কোন দাবি পেশ করা হয় নাই এবং ৭ ধারায় অনুসন্ধানে যাহার কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় নাই সেই সব অধিকারের বিলুপ্তি ঘটিবে, যদি না, দাবিকারী ব্যক্তি ২০ ধারায় প্রজ্ঞাপন জারীপূর্বে বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তাকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে পারে যে, ৬ ধারার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাবি পেশ করিতে না পারিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

[তবে শর্ত থাকে যে, বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট রিভিশন দায়ের করিতে পারিবে।]^{১১৩}

^{১১১} প্রস্তাবিত

^{১১২} প্রস্তাবিত

^{১১৩} প্রস্তাবিত

১০। স্থানান্তরিত চাষাবাদ প্রথা সম্পর্কিত দাবির উপর ব্যবস্থা

- (১) স্থানান্তরিত চাষাবাদের প্রথা সম্পর্কিত দাবির ক্ষেত্রে বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা উক্ত দাবির বিবরণ এবং স্থানীয় কোন নিয়ম বা আদেশ যাহার ভিত্তিতে উক্ত প্রথা অনুমোদন অথবা নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উক্ত প্রথাকে অনুমোদন দিয়া অথবা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ প্রদান করিবেন।^{১০৪}
- (২) আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদনের ক্ষেত্রে বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা উক্ত অধিকার ভোগের আওতা নির্ধারণ করিয়া দিবেন-
 - (ক) পর্যাপ্ত পরিমাণ উপযুক্ত ভূমি অগ্রাহ্য করিয়া এবং দাবিকারীদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যুক্তিসঙ্গতভাবে সুবিধাজনক স্থান রাখিয়া অধিভুক্ত ভূমির সীমানা পরিবর্তনের দ্বারা, অথবা
 - (খ) অধিভুক্ত ভূমির কতিপয় অংশে আলাদাভাবে সীমানা নির্ধারণের দ্বারা, এবং উক্ত অংশে নির্দেশিত শর্তে দাবিকারীদেরকে স্থানান্তরিত চাষাবাদের অনুমতি প্রদান করিয়া।
- (৩) উপধারা (২)-এ বর্ণিত সকল ব্যবস্থা বিভাগীয় কমিশনারের অনুমোদন সাপেক্ষে হইবে।
- (৪) বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ, শর্তারোপ এবং বিলোপ সাপেক্ষে স্থানান্তরিত চাষাবাদের প্রথাকে সর্বক্ষেত্রে একটি বিশেষাধিকার হিসেবে গণ্য করা হইবে।
- (৫) এই ধারায় বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবে এবং বিভাগীয় কমিশনার উক্ত আদেশ বাতিল অথবা পরিবর্তন করিতে পারিবেন।
- (৬) তামাদি গণনার ক্ষেত্রে আদেশের অনুলিপি পাইবার সময়কে বাদ দিয়া গণনা করা হইবে।^{১০৫}

১১। অধিকার দাবিকৃত ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষমতা

- (১) কোন ভূমিতে বা উহার সীমানার মধ্যে চলাফেরার অধিকার অথবা পশুচারণের অধিকার, অথবা বনজাত পণ্য বা জলরাশির অধিকার ব্যতিরেকে অন্য অধিকারের দাবির ক্ষেত্রে বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা উহা আংশিকভাবে অথবা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া বা প্রত্যাখ্যান করিয়া আদেশ প্রদান করিবেন।
- (২) উক্ত দাবি যদি আংশিকভাবে অথবা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা হয় তাহা হইলে বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা হয়-
 - (ক) প্রস্তাবিত বনের সীমানা হইতে উক্ত ভূমি বাদ দিবেন; অথবা
 - (খ) ভূমির মালিকের সহিত উক্ত অধিকার ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হইবেন; অথবা
 - (গ) ১৯৮২ সনের অ্যাকুইজিশন এন্ড রিকুইজিশন অব ইম্যোভাবল প্রোপার্টি অর্ডিন্যান্স (১৯৮২ সনের ২নং আইন)-এ বর্ণিত বিধান অনুসারে উক্ত ভূমি অধিগ্রহণের জন্য অগ্রসর হইবেন।
- (৩) উক্ত ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্তে-
 - (ক) ১৯৮২ সনের অ্যাকুইজিশন এন্ড রিকুইজিশন অব ইম্যোভাবল প্রোপার্টি অর্ডিন্যান্স (১৯৮২ সনের ২নং আইন)-এর কালেক্টরের মত বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা কালেক্টর হিসেবে গণ্য হইবেন;
 - (খ) দাবিকারী উক্ত আইনের ৯ ধারার নোটিশ অনুসারে আগ্রহী এবং উপস্থিত ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হইবেন;
 - (গ) উক্ত আইনের পূর্বকার ধারাগুলির বিধান অনুসরণ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং
 - (ঘ) দাবিকারীর সম্মতিতে কালেক্টর অথবা উভয়পক্ষের সম্মতিতে আদালত ক্ষতিপূরণ হিসাবে ভূমি অথবা আংশিক ভূমি এবং আংশিক অর্থ, অথবা সম্পূর্ণরূপে অর্থ প্রদান করিতে পারিবেন।

^{১০৪} “এবং এই প্রথাকে অনুমোদন অথবা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করিবার সুপারিশ সম্বলিত বক্তব্য সরকারের নিকট পেশ করিবেন” এর স্থলে “ উক্ত প্রথাকে অনুমোদন দিয়া অথবা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ প্রদান করিবেন ” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৫} প্রস্তাবিত

১২। পশুচারণ অথবা বনজাত পণ্যের অধিকারের দাবির উপর আদেশ

পশুচারণ অথবা বনজাত পণ্যের অধিকারের দাবির ক্ষেত্রে বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা উক্ত অধিকারকে আংশিক অথবা সম্পূর্ণ স্বীকৃতি অথবা প্রত্যাখ্যান করিয়া আদেশ প্রদান করিবেন।

১৩। বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা কর্তৃক রেকর্ড তৈরি

বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা ১২ ধারায় আদেশ প্রদান করিবার সময় যতটুকু বাস্তবসম্মত ততটুকু রেকর্ড করিবেন-

- (ক) অধিকার দাবিকারীর নাম, [মাতার নাম],^{১১১} পিতার নাম, সম্প্রদায়, ঠিকানা এবং পেশা; এবং
- (খ) পদমর্যাদা/বিবরণ, অবস্থান ও সব ক্ষেত্র বা গ্রুপ (যদি থাকে), এবং অনুরূপ অধিকার ব্যবহার করিবার দাবি করার ক্ষেত্রে পদ মর্যাদা ও অবস্থান (যদি থাকে)।

১৪। স্বীকৃত দাবির ক্ষেত্রে রেকর্ড

যদি বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা ১২ ধারায় আংশিকভাবে অথবা সম্পূর্ণরূপে কোন দাবিকে স্বীকৃতি দেয় তখন তিনি দাবিকারী কর্তৃক সময়ে সময়ে বনে চরানো যাইবে এইরূপ পশুর সংখ্যা এবং বিবরণ, যে মৌসুমে পশু চরানোর অনুমতি দেওয়া হইয়াছে সেই মৌসুম, বন হইতে সময়ে সময়ে সংগ্রহযোগ্য কাঠ এবং বনজাত পণ্যের পরিমাণ এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিবরণসহ স্বীকৃত দাবির ব্যক্তি রেকর্ড করিবেন। দাবিকৃত অধিকার হিসাবে প্রাপ্ত কাঠ এবং বনজাতপণ্য বিক্রয় করা হইবে নাকি বিনিময় করা হইবে উহাও তিনি রেকর্ড করিবেন।

১৫। স্বীকৃত অধিকার প্রয়োগ

- (১) এই রেকর্ড তৈরির পর বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা তাহার সর্বোচ্চ সামর্থ্য অনুযায়ী এবং যে রক্ষিত বনের ক্ষেত্রে দাবিটি পেশ করা হইয়াছে সেই বনের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি বিবেচনায় রাখিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন যাহার ফলে স্বীকৃত অধিকারের নিরবিচ্ছিন্ন প্রয়োগ নিশ্চিত হয়।
- (২) এতদুদ্দেশ্যে বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা-
 - (ক) পর্যাপ্ত ব্যক্তি রাখিয়া যৌক্তিকভাবে সুবিধাজনক কোন স্থানে দাবিকারীদের জন্য নতুন বন অঞ্চলের সৃষ্টি এবং তাহাদেরকে স্বীকৃত পরিধির মধ্যে পশুচারণ অথবা বনজাত পণ্যের (যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য) অধিকার প্রদানের আদেশ রেকর্ড করিবেন; অথবা
 - (খ) পর্যাপ্ত আয়তনের বনভূমি আলাদা করিবার উদ্দেশ্যে এবং যৌক্তিকভাবে সুবিধাজনক কোন স্থানে দাবিকারীদের জন্য প্রস্তাবিত বনের সীমানার পরিবর্তন; অথবা
 - (গ) একটি আদেশ রেকর্ড করিবেন যেখানে দাবিকারীদের জন্য যতটুকু স্বীকৃত, পশুচারণ অথবা বনজাত পণ্যের (যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য) অধিকার এইরূপ মৌসুম এবং প্রস্তাবিত বনের এইরূপ অংশে নিরবিচ্ছিন্ন রাখা হইবে যাহা এই মর্মে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুসারে হইবে।

১৬। অধিকার লঘুকরণ

যদি বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা মনে করেন, রক্ষিত বনের রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজনে ১৫ ধারা অনুসারে স্বীকৃত অধিকারের নিরবিচ্ছিন্ন চর্চার নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য বন্দোবস্ত প্রদান সম্ভবপর নহে, তিনি এই মর্মে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে তাহাদের অধিকারের পরিবর্তে অর্থ প্রদান করিয়া অথবা ভূমি বরাদ্দ দিয়া অথবা তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ উপায়ে তাহাদের অধিকার বিনিময় করিবেন।

^{১১১} প্রস্তাবিত

১৬ক। দাবি নিষ্পত্তির তামাদি

- (১) ৬ ধারায় নির্ধারিত সময়ের সমাপ্তির পর ১২ (বার) মাসের মধ্যে, অথবা এই ধারার কার্যকর হইবার পর ১২ (বার) মাসের মধ্যে যেটা পরে ঘটবে, বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা নিম্নলিখিত যে কোন কার্য করিবেন-
 - (ক) ৬ ধারা এবং ১৯ ধারায় পেশকৃত সকল দাবির নিষ্পত্তি করিবেন; অথবা
 - (খ) উপধারা (২)-এর অধীনে ১২ (বার) মাস এর বর্ধিত সময় অর্জন করিবেন।
- (২) বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তার দরখাস্তের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসক ২ (দুই) মাস সময় বর্ধিত করিতে পারেন যাহার ফলে মোট সময় হইবে ১৪ (চৌদ্দ) মাস এবং বর্ধিত সময়ও যদি ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে আরো অতিরিক্ত ৪ (চার) মাস সময় বর্ধিত করিবেন।

১৭। ১১ ধারা, ১২ ধারা, ১৫ ধারা অথবা ১৬ ধারায় প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল

এই আইনের অধীনে যিনি আবেদন করিয়াছেন অথবা কোন বন কর্মকর্তা বা সাধারণ বা বিশেষভাবে এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ১১ ধারা, ১২ ধারা, ১৫ ধারা অথবা ১৬ ধারায় বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে উক্ত আদেশের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

১৮। ১৭ ধারা অনুসারে আপীল

- (১) বন (সংশোধন) আইন, ২০০০ এর ৩ ধারা অনুসারে বিলুপ্ত (২০০০ সনের ১০নং আইন)।
- (২) (ক) বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক আপীল শুনানি হইবে ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত আপীল শুনানীর পদ্ধতি অনুসারে এবং ১৭ ধারা অনুসারে দায়েরকৃত আপীল ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হইবে।
 - (খ) যে সকল আপীল দফা (ক)-তে উল্লিখিত সময় অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় নাই বিভাগীয় কমিশনার উহার একটি বিবরণ সরকারের নিকট রিপোর্ট আকারে দাখিল করিবেন এবং সরকার প্রয়োজনবোধে সময় বর্ধিত করিতে পারিবে।
- (৩) বিভাগীয় কমিশনার প্রদত্ত আদেশ সরকার কর্তৃক রিভিশন সাপেক্ষে চূড়ান্ত হিসাবে গণ্য হইবে।

১৯। আইনজীবী

সরকার অথবা অন্য কোন ব্যক্তি যিনি এই আইনের অধীনে কোন দাবি পেশ করিয়াছেন তিনি ইচ্ছা করিলে বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা অথবা বিভাগীয় কমিশনারের নিকট অনুসন্ধান অথবা আপীল চলাকালীন উপস্থিত থাকা, যুক্তিতর্ক তুলিয়া ধরা এবং উহা বা তাহার পক্ষে কার্য সম্পাদনের জন্য যে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

২০। রক্ষিত বন ঘোষণা করিয়া প্রজ্ঞাপন

যখন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পন্ন হইবে, যথা-

- (ক) ৬ ধারা অনুসারে দাবি পেশ করিবার সময় অতিবাহিত হইয়াছে এবং উক্ত ধারা বা ৯ ধারা অনুসারে পেশকৃত সকল দাবি, যদি থাকে, বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হইয়াছে;
- (খ) যদি এইরূপ দাবি পেশ হইয়া থাকে, উহার বিরুদ্ধে ১৭ ধারায় বর্ধিত আপীল দায়েরের তামাদি অতিবাহিত হইয়াছে, এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দায়েরকৃত সকল আপীল (যদি থাকে) বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হইয়াছে; এবং
- (গ) প্রস্তাবিত বনের অন্তর্ভুক্ত করিবার সকল ভূমি (যদি থাকে) যাহা বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা ১৯৮২ সনের অ্যাকুইজিশান এন্ড রিকুইজিশান অব ইম্যোভাবল প্রোপার্টি অর্ডিন্যান্স-এর ১১ ধারা অনুসারে অধিগ্রহণের জন্য চিহ্নিত করিয়াছেন এবং সে অনুসারে উহা সরকারের নিকট অর্পিত হইয়াছে,

সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপনে স্থাপিত সীমানা চিহ্ন দিয়া বা অন্যভাবে যে বন রক্ষিত হিসাবে ঘোষিত হইবে তাহার সীমানা চিহ্নিত করিবে এবং প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত তারিখ হইতে উহাকে রক্ষিত বন হিসাবে ঘোষণা করিবে।

(২) নির্ধারিত তারিখ হইতে উক্ত বন রক্ষিত বন হিসাবে গণ্য হইবে।

[শর্ত থাকে যে, রক্ষিত বন ঘোষণার পদ্ধতি বলিতে ৬ ধারায় বর্ণিত পদ্ধতিকেই বুঝাইবে।]^{১১১}

২১। বনের পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রজ্ঞাপন অনুবাদ করিয়া প্রচার

প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত তারিখের পূর্বে বন কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট বনের পার্শ্ববর্তী শহর এবং গ্রামে উক্ত প্রজ্ঞাপন [বাংলায় এবং সহজে বোধগম্য করিবার জন্য প্রয়োজনবোধে স্থানীয় ভাষায়]^{১১২} প্রচারের ব্যবস্থা করিবেন।

২২। ১৫ ধারা অথবা ১৮ ধারায় গৃহীত ব্যবস্থা পুনর্বিবেচনা করিবার ক্ষমতা

সরকার [সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধির সহিত আলোচনা করিয়া]^{১১৩} ২০ ধারায় প্রজ্ঞাপন জারির ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে ২০ ধারায় প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে ১৫ ধারা অথবা ১৮ ধারায় গৃহীত ব্যবস্থা পুনর্বিবেচনা করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ১৫ ধারা অথবা ১৮ ধারায় গৃহীত কোন ব্যবস্থা বাতিল বা পরিবর্তন করিতে পারিবে এবং অন্য কোন কার্যক্রমের পরিবর্তে ১৫ ধারার যে কোন কার্যক্রম গৃহীত হইবে বা ১২ ধারায় স্বীকৃত অধিকার ১৬ ধারায় লঘু করা হইবে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২৩। এখানে সংস্থানকৃত ব্যতিরেকে রক্ষিত বনে কোন অধিকার অর্জিত হইবে না

২০ ধারায় প্রজ্ঞাপন জারির সময় উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা অনুদান বা সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে অথবা উক্ত অধিকার যাহাদের নিকট অর্পিত এমন ব্যক্তিগণের পক্ষে লিখিত চুক্তি দ্বারা অর্জিত অধিকার ব্যতিরেকে রক্ষিত বনের উপর অন্য কোন অধিকার অর্জিত হইবে না।

২৪। অনুমোদন ব্যতীত অধিকার হস্তান্তর হইবে না

- (১) ২৩ ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন ১৫ ধারার (২) উপ-ধারার দফা (গ) অনুসারে নিরবিচ্ছিন্ন অধিকার সরকারের অনুমোদন ব্যতীত অনুদান, বিক্রয়, ইজারা, বন্দোবস্ত অথবা অন্যকোন উপায়ে হস্তান্তর করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অধিকার যদি কোন ভূমি বা বাসগৃহের সহিত যুক্ত থাকে উহা উক্ত ভূমি বা বাসগৃহের সহিত বিক্রয় বা অন্য কোন উপায়ে হস্তান্তর করা যাইবে।
- (২) এই অধিকার চর্চার অংশ হিসাবে প্রাপ্ত কোন কাঠ বা বনজাত পণ্য ১৪ ধারায় রেকর্ডকৃত আদেশে স্বীকৃত ব্যক্তি ব্যতিরেকে বিক্রয় বা বিনিময় করা যাইবে না।

২৫। রক্ষিত বনে চলার পথ এবং জলরাশি বন্ধ করিবার ক্ষমতা

বন কর্মকর্তা সরকার অথবা এই মর্মে সরকার কর্তৃক যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার পূর্বানুমোদন নিয়া রক্ষিত বনে সরকারি অথবা ব্যক্তিগত চলার পথ বন্ধ করিতে পারিবেন তবে উহার বিকল্পের ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহা সরকার যৌক্তিকভাবে সুবিধাজনক মনে করে, এবং যাহা আগে হইতেই ছিল অথবা বন কর্মকর্তা কর্তৃক সংস্থান করা হইয়াছে বা নির্মাণ করা হইয়াছে।

২৬। রক্ষিত বনে যে সব কার্য নিষিদ্ধ

(১) যে কোন ব্যক্তি যিনি রক্ষিত বনে-

(ক) বন কর্মকর্তা কর্তৃক এই মর্মে প্রজ্ঞাপিত মৌসুম ব্যতিরেকে অগ্নিসংযোগ, ইহা ব্যবহার বা বহন করে;

^{১১১} প্রস্তাবিত

^{১১২} প্রস্তাবিত

^{১১৩} প্রস্তাবিত

- (খ) অনুপ্রবেশ করে অথবা গবাদি পশু চারণ করে অথবা গবাদি পশুর অনুপ্রবেশ ঘটায়;
 - (গ) বৃক্ষ কর্তন করিবার সময় অথবা কাঠ কাটিবার সময় বা টানিয়া নেওয়ার সময় অবহেলা করে কোন ক্ষতি সাধন করিয়া থাকে;
 - (ঘ) পাথর উত্তোলন করে, চুনাপাথর অথবা কয়লা পোড়ায় অথবা উৎপাদন প্রক্রিয়া সাপেক্ষে কাঠ ব্যতীত কোন বনজাত পণ্য সংগ্রহ করে বা সরাইয়া রাখে;
- অথবা যিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত আগ্নেয়াস্ত্রসহ রক্ষিত বনে প্রবেশ করেন তিনি বনের যে ক্ষতি সাধন করিয়াছেন তাহার জন্য আদালত কর্তৃক নির্দেশিত ক্ষতিপূরণ ছাড়াও ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(১ক) যে কোন ব্যক্তি যিনি-

- (ক) ৫ ধারায় নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া গাছপালা কর্তন করিয়া পরিষ্কার করেন; অথবা
 - (খ) রক্ষিত বন হইতে কোন কাঠ সরাইয়া নেন; অথবা
 - (গ) রক্ষিত বনে অগ্নি সংযোগ করেন, অথবা, এই মর্মে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধান লঙ্ঘন করিয়া অগ্নিসংযোগ করেন অথবা বনের জন্য হুমকিস্বরূপ এইরূপ প্রক্রিয়ায় কোথাও অগ্নি জ্বলাইয়া রাখিয়া যান অথবা যিনি রক্ষিত বনে;
 - (ঘ) কোন বৃক্ষ কাটেন, বেঁটন করেন, ডালপালা ছাটাই করেন অথবা সমূলে উৎপাটন করেন অথবা জ্বলাইয়া দেন বা বাকল তোলেন বা পাতা ছাটাই করেন বা অন্য উপায়ে ক্ষতিসাধন করেন;
 - (ঙ) কোন ভূমি চাষাবাদ অথবা অন্য উদ্দেশ্যে পরিষ্কার করেন অথবা আলাদা করেন অথবা অন্য কোন উপায়ে কোন ভূমি চাষাবাদ বা চাষাবাদের চেষ্টা করেন;
 - (চ) এই মর্মে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধান লঙ্ঘন করিয়া শিকার করা, গুলি চালানো, মাছ ধরা, পানিতে বিষ প্রয়োগ করা অথবা ফাঁদ পাতা; অথবা
 - (ছ) করাতের খাদ বা করাত স্থাপন অথবা আইনগত অনুমোদন ব্যতীত বৃক্ষকে কাঠে রূপান্তর করেন, তিনি বনের যে ক্ষতি সাধন করিয়াছেন তাহার জন্য আদালত কর্তৃক নির্দেশিত ক্ষতিপূরণ ছাড়াও ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড যাহা কোন মতেই ৬ (ছয়) মাসের কম হইবে না এবং ৫০০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড যাহা কোন মতেই ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার কম হইবে না, দণ্ডিত হইবেন।
- (২) এই ধারার কোন কিছুই নিষিদ্ধ গণ্য করিবে না-
- (ক) সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুসারে অথবা বন কর্মকর্তার লিখিত অনুমতি নিয়া কোন কিছু করা হইলে; অথবা
 - (খ) ১৫ ধারার (২) উপ-ধারার দফা (গ) অনুসারে নিরবিচ্ছিন্ন কোন অধিকার চর্চা অথবা ২৩ ধারা অনুসারে সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে সম্পাদিত চুক্তি বা অনুমোদন দ্বারা সৃষ্ট অধিকার প্রয়োগ।
- (৩) যখন ইচ্ছাকৃতভাবে বা চরম অবহেলার কারণে রক্ষিত বনে অগ্নিসংযোগ করা হইয়া থাকে তখন সরকার নির্দেশ দিতে পারিবে যে, উক্ত রক্ষিত বনে বা অংশবিশেষে পশুচারণ বা বনজাত পণ্যের সকল অধিকার সরকার যেক্রমে উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ সময়ের জন্য স্থগিত থাকিবে।

২৬ক। প্রথাগত বনবাসীদের বন অধিকার

২৬ ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, প্রথাগত বনবাসীরা নিম্নলিখিত অধিকার ভোগ করিতে পারিবে:

- (ক) বনে বসবাস করা;
- (খ) ঐতিহ্যগতভাবে সংগ্রহ করা হইয়া থাকে এইরূপ ছোট প্রকৃতির বনজাত পণ্যের সংগ্রহ, ব্যবহার এবং বিলিবন্দোবস্ত করা;
- (গ) মাছ ধরা এবং জলাশয়ের অন্যান্য দ্রব্যাদি আহরণের মত সম্প্রদায়গত অধিকার হিসাবে কতিপয় অধিকার চর্চা করা;
- (ঘ) টেকসই জীবন ধারণের জন্য তাহারা ঐতিহ্যগতভাবে যেইসব বন রক্ষা ও দেখভাল করিয়া আসিতেছিল সেইগুলির রক্ষণ, সংস্কার অথবা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থা করা;

- (ঙ) জীববৈচিত্রের অধিকার এবং জীববৈচিত্র ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র সম্পর্কিত বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি এবং প্রথাগত জ্ঞান চর্চার অধিকার; এবং
- (চ) প্রথাগত বনবাসী কর্তৃক উপভোগ্য ঐতিহ্য এবং প্রথার চর্চা করা।^{৪০০}

২৬খ। বন এলাকায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

- (১) বন রক্ষা করিবার প্রয়োজনে বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে রক্ষিত বনের আংশিক অথবা সম্পূর্ণ অংশে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সর্বসাধারণের প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিতে পারিবেন।
- তবে শর্ত থাকে যে, বন সেটেলমেন্ট কর্মকর্তার নির্দেশিত চলার পথ দিয়া গমন করা নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হইবে না।
- (২) যিনি নিষেধাজ্ঞার আদেশ অমান্য করিয়া রক্ষিত বনে প্রবেশ করিবেন তিনি ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা ১ (এক) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।^{৪০১}

২৭। রক্ষিত বনকে রক্ষিত নয় ঘোষণা করিবার ক্ষমতা:

- (১) সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষণা করিতে পারিবে যে, প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত কোন তারিখ হইতে কোন বন বা উহার অংশবিশেষ যাহা এই আইনের অধীনে রক্ষিত বন ঘোষণা করা হইয়াছিল তাহা আর রক্ষিত বন থাকিবে না।
- (২) উক্ত নির্ধারিত তারিখ হইতে উক্ত বন বা উহার অংশবিশেষ রক্ষিত থাকিবে না; তবে তৎক্ষণে যে সব অধিকারের বিলুপ্তি ঘটিয়াছিল তাহা এই ধরনের নিবৃত্তির ফলেও উদ্ভব ঘটিবে না।

^{৪০০} প্রস্তাবিত

^{৪০১} প্রস্তাবিত

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রামীণ বন ও সামাজিক বন

২৮। গ্রামীণ বন নির্ধারণ

- (১) সরকার রক্ষিত বন হিসাবে নির্ধারিত কোন ভূমিতে উহার স্বত্ব কোন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে অর্পণ করিতে এবং অর্পিত স্বত্ব বাতিল করিতে পারিবে। স্বত্বসহ অর্পিত সকল বন গ্রামীণ বন হিসাবে অভিহিত হইবে।
- (২) গ্রামীণ বনের ক্ষেত্রে যে জনগোষ্ঠীকে স্বত্ব অর্পণ করা হইবে তাহাদেরকে যেইসব শর্তের ভিত্তিতে গাছের গুঁড়ি বা অন্যান্য বনজাত পণ্য অথবা পশুচারণের অধিকার দেওয়া হইবে সেইসব শর্তসমূহ এবং এই ধরনের বনের রক্ষণ এবং উন্নতির জন্য তাহাদের দায়িত্বসমূহের উল্লেখপূর্বক গ্রামীণ বনের ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে সরকার বিধিমালা প্রণয়ন করিবে।
- (৩) রক্ষিত বন সংক্রান্ত এই আইনের সকল বিধান (প্রণীত বিধিমালার সহিত যতটুকু অসংগতিপূর্ণ নহে ততটুকু) গ্রামীণ বনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২৮ক। সামাজিক বনায়ন

- (১) এমন কোন ভূমি যাহা সরকারের সম্পত্তি অথবা যাহার উপর সরকারের মালিকানার স্বত্ব রহিয়াছে এবং অন্য কোন ভূমি যাহা স্বেচ্ছামূলক লিখিত চুক্তির মাধ্যমে বনায়ন, সংরক্ষণ বা সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে মালিক কর্তৃক সরকারের নিকট অর্পিত হইয়াছে, এইরূপ ভূমিতে সরকার উপধারা (২) অনুসারে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী চালু করিতে পারিবে।
- (২) সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী তখন চালু হয় যখন সরকার এক বা একাধিক লিখিত চুক্তির মাধ্যমে সামাজিক বনায়নের উদ্দেশ্যে বনজাত পণ্য বা ভূমি ব্যবহারের অধিকার এমন ব্যক্তির নিকট অর্পণ করে যিনি উক্ত ভূমির ব্যবস্থাপনায় সরকারকে সহায়তা করিয়া থাকেন।
- (৩) আইনের অন্য কোন বিধান যাহাই থাকুক না কেন, সরকারের মালিকানাধীন ভূমি নিয়া (২) উপ-ধারা অনুসারে সম্পাদিত চুক্তিসমূহ স্থানীয় খতিয়ানে রেজিস্ট্রেশন করিবার প্রয়োজন হইবে না এবং পরবর্তীকালে সরকার কর্তৃক অন্যকোন ব্যক্তির সহিত শুধু স্বত্ব অর্পণের চুক্তি করিয়া পূর্বে সম্পাদিত অরেজিস্ট্রীকৃত চুক্তির কোন পক্ষকে তাহার স্বত্ব হইতে উৎখাত করা যাইবে না।
- (৪) সামাজিক বনায়ন চুক্তি এবং কর্মসূচীর জন্য মান নির্ধারণ করিবার নিমিত্তে সরকার বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং উক্ত মান কমপক্ষে অন্তর্ভুক্ত করিবে-
 - (ক) সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর জন্য একটি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা চুক্তিসমূহে অন্তর্ভুক্ত করা বা উল্লেখ করিবার আবশ্যিকতা;
 - (খ) অংশগ্রহণকারীদেরকে শ্রম বিনিয়োগের বিনিময়ে আয় হইতে একটি ন্যায্য অংশ প্রদান করিবার নিশ্চয়তা;
 - (গ) কাঠ জাতীয় দ্রব্যের চুক্তির ক্ষেত্রে কাঠের সর্বোচ্চ উৎপাদনের সময়কে চুক্তির মেয়াদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা;
 - (ঘ) স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে চুক্তি অনুসারে সুবিধা এবং দায়িত্বের হস্তান্তর এবং যখন কোন পক্ষ মৃত্যুবরণ করে তাহা হইলে উত্তরাধিকার আইন অনুসারে তাহার বংশধরগণের নিকট এবং অন্যান্য হস্তান্তর অনুমোদন করা;
 - (ঙ) নির্দিষ্ট কর্মসূচীর অংশগ্রহণকারীদের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলির গঠন অনুমোদন এবং ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলিকে চুক্তিভঙ্গকারী অংশগ্রহণকারীদের উপর জরিমানা আরোপ করিবার ক্ষমতা অর্পণ করা; এবং
 - (চ) সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণের উদ্দেশ্যে সরকারের নিকট আবেদন করিবার জন্য জনগণকে অনুমোদন দান করা।
- (৫) সরকার চুক্তির অন্যান্য শর্ত অথবা দায়বদ্ধতা নির্ধারণের জন্য বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যাহা অন্তর্ভুক্ত করিবে-
 - (ক) বন কর্মকর্তাদেরকে সহায়তা করিবার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের দায়িত্বসমূহ; এবং

- (খ) সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর সূচনা এবং পরিচালনার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়।
- (৬) এই ধারা অনুসারে প্রণীত বিধিতে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাজন করা যাইবে, এবং বিভিন্ন শ্রেণী বা কর্মসূচীর জন্য সরকার ভিন্ন ভিন্ন বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।
- (৭) সামাজিক বনায়ন চুক্তির জন্য সরকার নির্দেশমালা এবং ফর্ম প্রকাশ করিবে।
- [(৮) যিনি এই ধারা বা এই ধারার অধীনে প্রণীত কোন বিধি ভঙ্গ করিবেন তিনি ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদন্ড, যাহা ৩ (তিন) মাসের কম হইবে না, এবং ৫০০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দণ্ডিত হইবেন।]^{৯৯}

২৮খ। সামাজিক বনায়নের উপর অন্যান্য বিধানের কার্যকারিতা

- (১) ২৬ ধারা এবং ৩৪ ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, ২৮ক ধারা অনুসারে সম্পাদিত সামাজিক বনায়ন চুক্তির অধীনে প্রদত্ত কোন অধিকারের প্রয়োগ এই মর্মে বন কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিত অনুমতির ভিত্তিতে করা হইয়াছে মর্মে ধরিয়া নেওয়া হইবে।
- (২) ২৮ক ধারা অনুসারে সামাজিক বনায়ন চুক্তি সাপেক্ষে ৮০ ধারা ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যদি না উক্ত চুক্তিই সরকারকে ৮০ ধারার অংশবিশেষ বা সকল অংশ প্রয়োগ করিতে অনুমোদন দেয়।
- (৩) ২৮ক ধারা অনুসারে সামাজিক বনায়ন প্রকল্পের অংশিদারদের ক্ষেত্রে ৮১ ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

সংরক্ষিত বন

২৯। সংরক্ষিত বন

- (১) সরকার গেজেটে প্রজ্ঞানের মাধ্যমে ঘোষণা করিতে পারিবে যে, এই অধ্যায়ের বিধানসমূহ কোন বনভূমি বা পতিত ভূমি যাহা রক্ষিত বনের অন্তর্ভুক্ত নহে কিন্তু যাহা সরকারের সম্পত্তি কিংবা যে সম্পত্তির উপর সরকারের স্বত্বাধিকার রহিয়াছে অথবা সরকার যাহার সমগ্র অথবা আংশিক বনজাত পণ্যের অধিকারী উহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।
- (২) এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত বনভূমি বা পতিত ভূমি “সংরক্ষিত বন” হিসাবে অভিহিত হইবে।
- (৩) এই ধরনের কোন প্রজ্ঞাপন জারি হইবে না, যদি না বনভূমি বা পতিত ভূমি বা চরের জমির ক্ষেত্রে বা উপর সরকার এবং কোন ব্যক্তিগোষ্ঠীর অধিকারের প্রকৃতি ও ধরন অনুসন্ধান করা হয় এবং জরিপ কিংবা বন্দোবস্তে অথবা সরকার পর্যাপ্ত মনে করিলে অন্য কোন উপায়ে রেকর্ড করা হয়। বিপরীত কোন কিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি রেকর্ড সঠিক বলিয়া অনুমিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বনভূমি বা পতিত ভূমি বা চরের জমির ক্ষেত্রে সরকার যদি মনে করে যে, এই ধরনের অনুসন্ধান এবং রেকর্ড প্রয়োজন, কিন্তু ইহাতে এইরূপ দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইবে যাহা সরকারের অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে, সরকার উক্ত অনুসন্ধান এবং রেকর্ড বিবেচনাধীন উক্ত ভূমিকে সংরক্ষিত বন ঘোষণা করিবে তবে তাহা অবশ্যই কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিদ্যমান অধিকারকে সীমাবদ্ধ বা প্রভাবিত না করিয়া।

৩০। বৃক্ষ ইত্যাদি সংরক্ষণ করিয়া প্রজ্ঞাপন জারির ক্ষমতা

সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে-

- (ক) সংরক্ষিত বনে কোন বৃক্ষ বা বৃক্ষ শ্রেণীকে প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত তারিখ হইতে সংরক্ষিত ঘোষণা করিবে;
- (খ) ঘোষণা করিবে যে, প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত সংরক্ষিত বনের অংশবিশেষ, সরকার যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে এইরূপ সময়ের জন্য, যাহা [২০ (বিশ)]^{১০০} বৎসরের অধিক হইবে না, আবদ্ধ থাকিবে এবং উক্ত অংশবিশেষে ব্যক্তিগোষ্ঠীর অধিকার, যদি থাকে, বর্জিত সময়ের জন্য স্থগিত থাকিবে, তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত বনের বাকি অংশ আবদ্ধ করা

^{৯৯} প্রস্তাবিত

^{১০০} “ত্রিশ”- এর পরিবর্তে “বিশ” প্রস্তাব করা হইয়াছে

অংশে প্রয়োগযোগ্য স্থগিত অধিকারসমূহ যথাযথভাবে প্রয়োগের জন্য পর্যাপ্ত হইবে এবং যৌক্তিকভাবে সুবিধাজনক স্থানে হইবে।

- (গ) পূর্বোক্ত নির্ধারিত তারিখ হইতে পাথর উত্তোলন, অথবা চুনাপাথর কিংবা কয়লা পোড়ানো বা এই ধরনের বন হইতে বনজাত পণ্য সংগ্রহ অথবা কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সরবরাহ করা কিংবা অপসারণ করা এবং চাষাবাদ, ভবন নির্মাণ, পশুচারণ অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে এই বনের কোন ভূমি পৃথক করা, পরিষ্কার করা অথবা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করিবে।

৩১। পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রজ্ঞাপনের অনুবাদ প্রচার

কালেক্টর ৩০ ধারা অনুসারে জারিকৃত প্রতিটি প্রজ্ঞাপনের [বাংলা]^{৯৯} অনুবাদের ব্যবস্থা করিবেন যাহা প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত বনের আশেপাশের প্রত্যেক শহর এবং গ্রামের দৃশ্যমান স্থানে লটকাইয়া রাখা হইবে।

৩২। সংরক্ষিত বন সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য সরকার বিধি প্রণয়ন করিবে, যথা-

- (ক) সংরক্ষিত বন হইতে বৃক্ষ এবং কাঠ কাটা, করাত চালানো, আকৃতি পরিবর্তন এবং অপসারণ, এবং বনজাত পণ্য সংগ্রহ, উৎপাদন এবং অপসারণ;
- (খ) সংরক্ষিত বনের নিকটবর্তী শহর এবং গ্রামের অধিবাসীদেরকে তাহাদের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য বৃক্ষ এবং কাঠ সংগ্রহ করার লাইসেন্স অনুমোদন এবং লাইসেন্সগ্রহীতাগণ কর্তৃক উক্ত লাইসেন্স উপস্থাপন এবং ফেরত প্রদান;
- (গ) সংরক্ষিত বন হইতে ব্যবাসয়িক উদ্দেশ্যে বৃক্ষ কিংবা কাঠ অথবা বনজাত পণ্য ভূপাতিত করণ বা অপসারণের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে লাইসেন্স অনুমোদন এবং লাইসেন্সগ্রহীতাগণ কর্তৃক উক্ত লাইসেন্স উপস্থাপন এবং ফেরত প্রদান;
- (ঘ) দফা (খ) এবং (গ)-তে বর্ণিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক এই ধরনের বৃক্ষ কাটা অথবা কাঠ কিংবা অন্যান্য বনজাত পণ্য সংগ্রহ এবং অপসারণের জন্য প্রদেয় অর্থ, যদি থাকে;
- (ঙ) এই ধরনের বৃক্ষ, কাঠ এবং পণ্যের জন্য উক্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রদেয় অন্যান্য অর্থ, যদি থাকে, এবং স্থানসমূহ যেখানে উক্ত অর্থ প্রদান করা হইবে;
- (চ) এই ধরনের বন হইতে সংগৃহীত বনজাত পণ্যের পরীক্ষাকরণ;
- (ছ) এই ধরনের বনে চাষাবাদ এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে ভূমি পৃথকরণ এবং পরিষ্কারকরণ;
- (জ) বনের মধ্যে পড়ে থাকা কাঠ এবং ৩০ ধারায় সংরক্ষিত বৃক্ষসমূহকে আগুন হইতে রক্ষাকরণ;
- (ঝ) এই ধরনের বনে ঘাস কাটা এবং পশুচারণ;
- (ঞ) এই ধরনের বনে পশু শিকার, গুলি চালানো, মাছ ধরা, পানিতে বিষ প্রয়োগ এবং ফাঁদ পাতা;
- (ট) ৩০ ধারায় আবদ্ধ বনের কোন অংশবিশেষের সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা; এবং
- (ঠ) ২৯ ধারায় বর্ণিত অধিকারসমূহের প্রয়োগ।

৩৩। ২৮ক ধারা অথবা ৩০ ধারা অনুসারে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অথবা ৩২ ধারা অনুসারে প্রণীত বিধি ভঙ্গ করিবার শাস্তি

(১) যে কোন ব্যক্তি যিনি নিম্নলিখিত যে কোন অপরাধ সংগঠিত করেন, যথা-

- (ক) ৩০ ধারার নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে পাথর উত্তোলন করে, চুনাপাথর অথবা কয়লা পোড়ায় অথবা উৎপাদন প্রক্রিয়া সাপেক্ষে কাঠ ব্যতীত কোন বনজাত পণ্য সংগ্রহ করে বা সরাইয়া রাখে; বন কর্মকর্তা কর্তৃক এই মর্মে প্রজ্ঞাপিত মৌসুম ব্যতিরেকে অগ্নিসংযোগ, ব্যবহার বা বহন করে;
- (খ) সংরক্ষিত বনের পার্শ্ববর্তী এলাকায় অগ্নি সংযোগ করিয়া চলিয়া যান;
- (গ) বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিবার সময় অথবা কাঠ কাটিবার সময় বা টানিয়া নেওয়ার সময় অবহেলা করিয়া কোন ক্ষতি সাধন করিয়া থাকে;
- (ঘ) অনুপ্রবেশ করে অথবা গবাদি পশু চারণ করে অথবা গবাদি পশুর অনুপ্রবেশ ঘটায়;

^{৯৯} “বাংলা” শব্দটির ইংরেজি বানান সংবিধান অনুসরণের প্রস্তাব করা হইয়াছে

- (ঙ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত আগ্নেয়াস্ত্রসহ সংরক্ষিত বনে প্রবেশ করেন;
- (চ) ৩২ ধারা অনুসারে প্রণীত বিধি ভঙ্গ করেন;
- সামাজিক বনায়নের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ বা ক্ষতিসাধন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং তিনি বনের যে ক্ষতি সাধন করিয়াছেন তাহার জন্য আদালত কর্তৃক নির্দেশিত ক্ষতিপূরণ ছাড়াও ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
- (১ক) যে কোন ব্যক্তি যিনি নিম্নলিখিত যে কোন অপরাধ সংগঠিত করেন, যথা-
- (ক) ৫ ধারায় নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া গাছপালা কাটিয়া পরিষ্কার করেন;
- (খ) সংরক্ষিত বন হইতে কোন কাঠ সরাইয়া নেন;
- (গ) রক্ষিত বনে অগ্নি সংযোগ করেন, অথবা, এই মর্মে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধান লঙ্ঘন করিয়া অগ্নিসংযোগ করেন অথবা বনের জন্য হুমকিস্বরূপ এইরূপ প্রক্রিয়ায় কোথাও অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিয়া যান, অথবা যিনি রক্ষিত বনে;
- (ঘ) কোন বৃক্ষ কর্তন করেন, বেঁটন করেন, ডালপালা ছাটাই করেন অথবা সমূলে উৎপাটন করেন অথবা জ্বালাইয়া দেন বা বাকল তোলেন বা পাতা ছাটাই করেন বা অন্য উপায়ে ক্ষতিসাধন করেন;
- (ঙ) কোন ভূমি চাষাবাদ অথবা অন্য উদ্দেশ্যে পরিষ্কার করেন অথবা আলাদা করেন অথবা অন্য কোন উপায়ে কোন ভূমি চাষাবাদ বা চাষাবাদের চেষ্টা করেন;
- (চ) এই মর্মে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধান লঙ্ঘন করিয়া শিকার করা, গুলি চালানো, মাছ ধরা, পানিতে বিষ প্রয়োগ করা অথবা ফাঁদ পাতা; অথবা
- (ছ) করাতের খাদ বা করাত স্থাপন অথবা আইনগত অনুমোদন ব্যতীত সংরক্ষিত বনের বৃক্ষকে কাঠে রূপান্তর করেন, তিনি বনের যে ক্ষতি সাধন করিয়াছেন তাহার জন্য আদালত কর্তৃক নির্দেশিত ক্ষতিপূরণ ছাড়াও ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড যাহা কোন মতেই ৬ (ছয়) মাসের কম হইবে না এবং ৫০০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে, যাহা কোন মতেই ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার কম হইবে না, দণ্ডিত হইবেন।
- (২) এই ধারার কোন কিছুই নিষিদ্ধ গণ্য করিবে না-
- (ক) সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুসারে অথবা বন কর্মকর্তার লিখিত অনুমতি নিয়া কোন কিছু করা হইলে; অথবা
- (খ) ১৫ ধারার (২) উপধারার দফা (গ) অনুসারে নিরবচ্ছিন্ন কোন অধিকার চর্চা অথবা ২৩ ধারা অনুসারে সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে সম্পাদিত চুক্তি বা অনুমোদন দ্বারা সৃষ্ট অধিকার চর্চা।
- (৩) যখন ইচ্ছাকৃতভাবে বা চরম অবহেলার কারণে সংরক্ষিত বনে অগ্নিসংযোগ করা হইয়া থাকে তখন সরকার নির্দেশ দিতে পারিবে যে, উক্ত সংরক্ষিত বনে বা অংশবিশেষে পশুচারণ বা বনজাত পণ্যের সকল অধিকার সরকার যেকোন উপযুক্ত মনে করিবে সেরূপ সময়ের জন্য স্থগিত থাকিবে।

৩৪। কতিপয় ক্ষেত্রে কৃত কর্মকে এই অধ্যায়ের কোন কিছুই নিষিদ্ধ করিবে না

৩০ ধারায় আবদ্ধ বনের কোন অংশ বিশেষ, অথবা ৩৩ ধারার অধীন স্থগিত কোন অধিকারের প্রয়োগ ব্যতিরেকে বন কর্মকর্তার লিখিত অনুমতি নিয়া কিংবা ৩২ ধারার অধীন প্রণীত বিধি অনুসারে অথবা ২৯ ধারায় রেকর্ডকৃত কোন অধিকার প্রয়োগে কৃত কোন কর্মকে এই অধ্যায়ের কোন কিছুই নিষিদ্ধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

পঞ্চম অধ্যায়

সরকারি সম্পত্তি নয় এমন বন এবং ভূমির নিয়ন্ত্রণ

[বাতিলকৃত]

ধারা ৩৫। ১৯৫৯ সনের প্রাইভেট ফরেস্ট অর্ডিন্যান্স-এর ৬৩ ধারা বলে বাতিল।

[বাতিলকৃত]

ধারা ৩৬। ১৯৫৯ সনের প্রাইভেট ফরেস্ট অর্ডিন্যান্স-এর ৬৩ ধারা বলে বাতিল।

[বাতিলকৃত]

ধারা ৩৭। ১৯৫৯ সনের প্রাইভেট ফরেস্ট অর্ডিন্যান্স-এর ৬৩ ধারা বলে বাতিল।

[বাতিলকৃত]

ধারা ৩৮। ১৯৫৯ সনের প্রাইভেট ফরেস্ট অর্ডিন্যান্স-এর ৬৩ ধারা বলে বাতিল।

৩৮ক। প্রাইভেট ফরেস্ট অর্ডিন্যান্স-এর কার্যকারিতা

(১) এই ধারা কার্যকর হইবার পর ১৯৫৯ সনের প্রাইভেট ফরেস্ট অর্ডিন্যান্স (১৯৫৯ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং- ৩৪)-এর ৬ ধারার উপধারা (২), ৭ ধারা অথবা ১১ ধারা অনুসারে বেসরকারি বনসমূহ নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব সরকারের উপর বর্তাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, ইতঃপূর্বে সরকারের নিকট ন্যস্ত বনসমূহ ফেরৎ যাইবে না।

(২) এই ধারা কার্যকর হইবার পর সরকার ১৯৫৯ সনের প্রাইভেট ফরেস্ট অর্ডিন্যান্স (১৯৫৯ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং- ৩৪)-এর ৩ ধারা অনুসারে বেসরকারি বনসমূহের কর্মপরিকল্পনা থাকার বাধ্যবাধকতা প্রয়োগ করিবে না।

৩৮খ। বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের নোটিশ

(১) সুনির্দিষ্ট বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম যাহা ব্যক্তিগত অথবা সরকারি সম্পত্তির বা পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ অথবা পরিসংখ্যানের উদ্দেশ্যে বন অঞ্চল করিবার জন্য সরকার উহা আরম্ভ করিবার কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে আশেপাশের ভূমির মালিক এবং দখলদারদের নিকট নোটিশ প্রেরণের উদ্দেশ্যে বিধি প্রণয়ন করিবে।

(২) এই ধারায় প্রস্তাবিত কার্যক্রমের নোটিশ গ্রহণ করিবার ২০ (বিশ) দিনের মধ্যে যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে, প্রস্তাবিত কার্যক্রম পরিবেশ কিংবা সরকারি বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অযৌক্তিক ক্ষতি সাধন করিবে তাহা হইলে সরকার উক্ত ক্ষতি হ্রাস বা রোধ করিবার জন্য উক্ত ভূমির মালিক বা দখলদারকে তাহার প্রস্তাবিত কার্যক্রম পরিবর্তন বা উহা হইতে বিরত থাকার লিখিত আদেশ প্রদান করিবে।

৩৮গ। সীমিত কার্যক্রম

(১) ভূমি পরিষ্কারকরণ, কীটনাশক ব্যবহার, খাড়া ঢালে ফসল মাড়াই, অথবা ব্যক্তিগত ভূমিতে অন্যান্য বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম যাহা সম্পত্তি, নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ অথবা ভূমির উৎপাদন ক্ষমতার প্রতি হুমকিস্বরূপ উহা নিষিদ্ধ, সীমাবদ্ধ বা অনুমতি সাপেক্ষ করিবার জন্য সরকার বিধি প্রণয়ন করিবে।

(২) সরকার বন কর্মকর্তাদেরকে উপ-ধারা (১)- বর্ণিত অনুমতি প্রদান করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিবে।

৩৮ঘ। বন উৎপাত প্রশমন

(১) কোন ভূমির অবস্থা এইরূপ যে তাহা নিকটবর্তী নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য রোগব্যাদি, পোকামাকড়, অগ্নিকান্ড অথবা অন্যকোন প্রকার ক্ষতিসাধন করিবার সম্ভাবনা সৃষ্টি করিতেছে ইহা অবগত হইবার পর, যদি উক্ত নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ প্রয়োজন হয়, তবে সরকার একটি লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত ভূমির

মালিক অথবা দখলদারকে ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে বা নোটিশে উল্লিখিত আরো শীঘ্রই এহেন উৎপাত প্রশমন করিতে নির্দেশ প্রদান করিবে।

- (২) কার্যকর করিবার জন্য উপধারা (১) অনুসারে প্রদত্ত আদেশ ভূমির মালিক বা দখলদারকে ব্যক্তিগতভাবে অথবা প্রাপ্তি স্বীকারের রসিদসহ ডাকযোগে প্রেরণ করিতে হইবে অথবা উক্ত ব্যক্তির ঠিকানা অজ্ঞাত হইলে আদেশনামা উক্ত সম্পত্তির অন্তত দুইটি দৃশ্যমান স্থানে লটকাইয়া রাখা হইবে।
- (৩) যদি মালিক বা দখলদার এই ধারা অনুসারে প্রদত্ত আদেশ পালনে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে সরকার উক্ত ভূমিতে অবস্থিত উৎপাত অপসারণ করিবে এবং ইহার বিনিময়ে সরকারি দাবি হিসাবে ক্ষতিপূরণ আদায় করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গাছের গুঁড়ি এবং অন্যান্য বনজাত পণ্যের উপর শুল্ক

৩৯। গাছের গুঁড়ি এবং অন্যান্য বনজাত পণ্যের উপর শুল্ক আরোপের ক্ষমতা

- (১) সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত পদ্ধতি অনুসারে এবং নির্ধারিত হারে এবং স্থানে সকল গাছের গুঁড়ি এবং বনজাত পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য্য করিতে পারিবে-
 - (ক) যাহা বাংলাদেশে উৎপন্ন এবং যাহার উপর সরকারের স্বত্ত্ব রহিয়াছে;
 - (খ) যাহা বাংলাদেশের বাইরের কোন স্থান হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে অথবা বাংলাদেশের কোন স্থানে বা স্থান হইতে পরিবাহিত।
- (২) প্রতি ক্ষেত্রে যেখানে উক্ত শুল্ক মূল্যানুপাতিক হারে ধার্য্য করা হইয়াছে সেক্ষেত্রে সরকার একই প্রজ্ঞাপনে শুল্ক নির্ধারণের জন্য মূল্য ধার্য্য করিতে পারিবে।

৪০। ক্রয়মূল্য অথবা রয়্যালটি'র ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার অপ্রয়োগ

এই অধ্যায়ের কোন কিছুই, যদি থাকে, কোন গাছের গুঁড়ি অথবা অন্যান্য বনজাত পণ্যের উপর ক্রয়মূল্য বা রয়্যালটি হিসাবে আরোপযোগ্য অর্থের পরিমাণ সীমিত করিবে না, যদিও উহা উক্ত গাছের গুঁড়ি বা বনজাত পণ্য যখন ট্রানজিটে ছিল তখন আরোপিত হইয়াছিল এবং শুল্ক আরোপের পদ্ধতি অনুসারে হইয়াছিল।

সপ্তম অধ্যায়

গাছের গুঁড়ি এবং অন্যান্য বনজাত পণ্যের ট্রানজিট নিয়ন্ত্রণ

৪১। বনজাত পণ্যের ট্রানজিট নিয়ন্ত্রণে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

- (১) ভাসমান গাছের গুঁড়ি বিবেচনায় রাখিয়া সকল নদী এবং নদীর তীর এবং সেই সঙ্গে স্থলপথ এবং নদীপথে সব ধরনের গাছের গুঁড়ি এবং অন্যান্য বনজাতপণ্য ট্রানজিটের নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকিবে এবং সব ধরনের কাঠ এবং অন্যান্য বনজাতপণ্যের ট্রানজিট নিয়ন্ত্রণে সরকার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।
- (২) পূর্বোল্লিখিত কোন ক্ষমতার ব্যত্যয় না ঘটাইয়া এই বিধিমালা-
 - (ক) কেবল গাছের গুঁড়ি অথবা অন্যান্য বনজাতপণ্য যে পথে আমদানী, রপ্তানি অথবা বাংলাদেশে প্রবেশ বা বাংলাদেশ হইতে বাহির হইবে সে পথ নির্দেশ করিবে;
 - (খ) যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ইস্যুকৃত অনুমতিপত্র অথবা অনুমতিপত্রের শর্তানুসারে ব্যতীত গাছের গুঁড়ি অথবা অন্যান্য পণ্যের আমদানী বা রপ্তানি বা স্থানান্তর নিষিদ্ধ করিবে;
 - (গ) অনুমতিপত্র ইস্যু, উপস্থাপন এবং এগুলোর ফেরত দান এবং উহার ফি প্রদান সংক্রান্ত বিষয়গুলির উল্লেখ করিবে;
 - (ঘ) গাছের গুঁড়ি এবং অন্যান্য বনজাত পণ্যের যাহার ক্ষেত্রে বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে যে, উহাদের মূল্য হিসেবে সরকারের নিকট প্রদানযোগ্য অর্থ অথবা প্রদানযোগ্য শুল্ক, ফি, রয়্যালটি বা চার্জ অথবা এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে চিহ্ন অঙ্কন বাঞ্ছনীয় উহাদের ট্রানজিটে গতিরোধ, রিপোর্টিং, পরীক্ষণ এবং চিহ্ন অঙ্কন সংক্রান্ত বিষয়গুলির উল্লেখ করিবে;
 - (ঙ) ডিপো প্রতিষ্ঠা এবং তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত বিষয়সমূহ যেখানে এই গাছের গুঁড়ি অথবা অন্যান্য বনজাত পণ্য ডিপোর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরীক্ষণের জন্য, অথবা মূল্য পরিশোধ বা চিহ্ন অঙ্কনের জন্য গ্রহণ করা হইবে উল্লেখ করিবে; এবং এই গাছের গুঁড়ি এবং অন্যান্য বনজাত পণ্য ডিপোতে আনয়ন, সংরক্ষণ এবং সরানোর শর্তসমূহ উল্লেখ করিবে;
 - (চ) গাছের গুঁড়ি অথবা অন্যান্য বনজাত পণ্যের ট্রানজিটে ব্যবহৃত কোন জলপথ বা নদী তীর বন্ধ করা বা উহাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকরণ নিষিদ্ধ করিবে এবং ঘাস, ঝোপঝাড়, গাছের ডালপালা অথবা পাতা নিক্ষেপ করা অথবা অন্য কোন কর্ম যাহা উক্ত নদীর গতিপথ বন্ধ করে বা বাধাগ্রস্ত করে তাহা নিষিদ্ধ করিবে;
 - (ছ) এই ধরনের কোন নদী তীর বা জলপথের প্রতিবন্ধকতা অপসারণ বা দূরীকরণের বিষয় উল্লেখ করিবে, এবং যাহার কৃত কর্ম বা গাফেলতির ফলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইয়াছে তাহার নিকট হইতে সে অনুসারে মূল্য আদায়ের বিধান উল্লেখ করিবে;
 - (জ) সম্পূর্ণভাবে অথবা শর্তসাপেক্ষে নির্দিষ্ট স্থানীয় সীমানার মধ্যে কাঠ ভিত্তিক শিল্প, করাতকল, করাতের খাদ, আসবাবপত্রের বাজার এবং []^{১০০}, কাঠের রূপান্তর, চেরা, পোড়ানো, আড়ালকরণ বা তৈরিকরণ, উহার উপর কোন চিহ্ন অঙ্কন বা মুছিয়া ফেলা বা চিহ্ন অঙ্কনকারী হাতুড়ি অথবা অন্যান্য যন্ত্রপাতি অধিকারে রাখা বা বহন করা নিষিদ্ধ করিবে;
 - (ঝ) গাছের গুঁড়ির জন্য সম্পত্তি চিহ্নের ব্যবহার এবং এই চিহ্নের রেজিস্ট্রেশন নিয়ন্ত্রণ করিবে; রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ নির্দেশ করিবে; কোন একক ব্যক্তি কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন করা যাইবে এই ধরনের চিহ্নের সংখ্যা সীমিতকরণ, এবং এই রেজিস্ট্রেশনের জন্য আরোপযোগ্য ফি নির্ধারণ করিবে।
- (৩) সরকার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, এই ধারা অনুসারে প্রণীত কোন বিধি কোন নির্দিষ্ট শ্রেণির কাঠ অথবা অন্যান্য বনজাতপণ্য বা নির্দিষ্ট কোন স্থানীয় এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

^{১০০} 'ইটের ভাটা' শব্দদ্বয়ের বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৪১ক। ১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন দ্বারা বিলুপ্ত।

৪২। ৪১ ধারা অনুসারে প্রণীত বিধি ভঙ্গের শাস্তি

- (১) সরকার এই বিধিতে উহা ভঙ্গের শাস্তির ব্যবস্থা করিবে যাহা ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং ২ (দুই) মাসের কম হইবে না এবং ১০০০০/- (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড, যাহা ২০০০/- (দুই হাজার) টাকার কম হইবে না।
- (২) এই বিধিতে ঐ সকল ক্ষেত্রে দ্বিগুণ শাস্তির ব্যবস্থা থাকিবে যে সকল ক্ষেত্রে অপরাধটি সূর্যাস্তের পর বা সূর্যোদয়ের পূর্বে সংগঠিত হইয়াছে বা আইনী কর্তৃপক্ষকে প্রতিহত করিবার প্রত্নুতি লইয়া সংগঠিত হইয়াছে অথবা অপরাধীকে একই অপরাধের জন্য ইতঃপূর্বে দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছে।

৪৩। ডিপোতে অবস্থিত বনজাতপণ্যের ক্ষতির জন্য সরকার বা বনকর্মকর্তা দায়ী নহে

৪১ ধারার অধীন স্থাপিত কোন ডিপোতে অথবা এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে অন্যথায় আটককৃত কোন কাঠ বা অন্যান্য বনজাত পণ্যের ক্ষতি বা লোকসানের জন্য সরকার দায়ী থাকিবে না; এবং এই ধরনের ক্ষতি বা লোকসানের জন্য কোন বন কর্মকর্তা দায়ী থাকিবে না, যদি না তিনি অবহেলাজনিত কারণে, বিদেহপূর্ণভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে উক্ত ক্ষতি বা লোকসান করিয়াছেন।

৪৪। ডিপোতে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সকল ব্যক্তি সহযোগিতা করিতে আইনত বাধ্য

এই ডিপোতে অবস্থিত কোন সম্পত্তির দুর্ঘটনা বা বিপদজনক জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে ডিপোতে নিয়োগপ্রাপ্ত, সরকার বা কোন ব্যক্তির মাধ্যমে হোক, সকল কর্মচারী এই সম্পত্তিকে শঙ্কামুক্ত করিতে বা ক্ষতি অথবা লোকসান হইতে রক্ষা করিতে সহযোগিতাপ্রার্থী কোন বন কর্মকর্তা বা পুলিশ কর্মকর্তাকে সহযোগিতা করিবে।

অষ্টম অধ্যায়

ভাসিয়া আসা এবং পরিত্যক্ত গাছের গুঁড়ি সংগ্রহ

৪৫। স্বত্ব প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কতিপয় শ্রেণির গাছের গুঁড়ি সরকারের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে, এবং সেমতে সংগ্রহ করা হইবে

- (১) ভাসমান, তীরে পাওয়া, আটকা পড়া বা নিমগ্ন সকল গাছের গুঁড়ি; চিহ্ন অঙ্কিত সকল কাঠ অথবা গুঁড়ি যাহা ৪১ ধারার অধীন প্রণীত বিধি অনুসারে রেজিস্ট্রেশন করা হয় নাই, অথবা যাহার উপর অঙ্কিত চিহ্ন অগ্নি বা অন্য কিছু দ্বারা পরিবর্তন, বিকৃত বা মুছিয়া ফেলা হইয়াছে; এবং সরকার নির্দেশিত এলাকাসমূহের সকল চিহ্নবিহীন কাঠ এবং গুঁড়ি; সরকারের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে, যদি না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন ব্যক্তি এই অধ্যায়ে বর্ণিত বিধান অনুসারে তাহার মালিকানা এবং স্বত্ব প্রমাণ করে।
- (২) এই ধরনের গুঁড়ি ৫১ ধারার অধীন প্রণীত বিধান অনুসারে কোন বন কর্মকর্তা বা উহা সংগ্রহ করিবার জন্য অনুমোদিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক সংগ্রহ করা হইবে এবং ভাসমান গুঁড়ি রাখিবার জন্য বন কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দেশিত কোন ডিপোতে উক্ত গুঁড়ি রাখা হইবে।
- (৩) সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোন বিশেষ শ্রেণির গাছের গুঁড়িকে এই ধারার বিধান হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

৪৬। ভাসমান গাছের গুঁড়ির দাবিদারের প্রতি নোটিশ

৪৫ ধারার অধীন সংগৃহীত গাছের গুঁড়ির জন্য বন কর্মকর্তা সময়ে সময়ে গণ নোটিশ জারি করিবেন। এই নোটিশে গাছের সংগৃহীত গুঁড়ির বর্ণনা থাকিবে, এবং দাবিদার ব্যক্তিকে নোটিশ জারির অনূ্যন ২ (দুই) মাসের মধ্যে তাহার দাবি লিখিত আকারে উপস্থাপন করিতে বলা হইবে।

৪৭। গাছের গুঁড়ির জন্য উত্থাপিত দাবির ক্ষেত্রে পদ্ধতি

- (১) যখন পূর্বোল্লিখিত কোন দাবি উত্থাপন করা হয়, তখন বন কর্মকর্তা যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ তদন্ত করিবার পর, হয় কারণ উল্লেখপূর্বক দাবিটি নাকচ করিবেন না হয় গাছের গুঁড়ি দাবিদারের নিকট হস্তান্তর করিবেন।
- (২) যদি এই ধরনের গুঁড়ি একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক দাবি করা হয়, বন কর্মকর্তা যাহাকে স্বত্বাধিকারী মনে করিবেন তাহার নিকট উহা হস্তান্তর করিবেন অথবা দাবিদারদেরকে দেওয়ানী আদালতের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত গাছের গুঁড়ির বিলিবন্দোবস্তের ব্যাপারে দেওয়ানী আদালতের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাহা আটক রাখিবেন।
- (৩) কোন ব্যক্তি যাহার দাবি এই ধারার অধীন নাকচ করা হইয়াছে তিনি উক্ত নাকচের তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে দাবিকৃত গাছের গুঁড়ি উদ্ধারের জন্য মোকদ্দমা দায়ের করিবেন; তবে এরূপ নাকচ অথবা গাছের গুঁড়ি আটক বা সরানো কিংবা এই ধারা অনুসারে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিবার কারণে কোন ব্যক্তি সরকার বা বন কর্মকর্তার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারিবে না।
- (৪) এই ধরনের গাছের গুঁড়ি কোন দেওয়ানী, ফৌজদারী বা রেভিনিউ আদালতের প্রক্রিয়ার বিষয়বস্তু হইবে না যতক্ষণ না উহা এই ধারায় বর্ণিত বিধান অনুসারে হস্তান্তর করা হয় বা মোকদ্দমা দায়ের করা হয়।

৪৮। অ-দাবিকৃত গাছের গুঁড়ির বিলিবন্দোবস্ত

যদি পূর্বোল্লিখিত কোন দাবি উত্থাপন না করা হয় অথবা দাবিদার ৪৬ ধারার অধীন জারিকৃত নোটিশে নির্ধারিত পদ্ধতি এবং মেয়াদের মধ্যে দাবি উত্থাপন না করেন, অথবা তিনি দাবি উত্থাপন করিয়াছেন এবং উহা নাকচ হইয়াছে কিন্তু ৪৭ ধারার অধীন নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে গাছের গুঁড়ির দখল লাভের জন্য মোকদ্দমা দায়ের করেন নাই, তবে গাছের গুঁড়ির

মালিকানা সরকারের নিকট ন্যস্ত হইবে, অথবা, যদি উহা ৪৭ ধারার অধীন অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা হইয়া থাকে তবে তাহার দ্বারা উদ্ধৃত নয় এইরূপ দায়ভার মুক্ত অবস্থায় তাহার মালিকানায় ন্যস্ত হইবে।

৪৯। গাছের গুঁড়ির কোন ক্ষতির জন্য সরকার বা ইহার কর্মকর্তাগণ দায়ী নহে

৪৫ ধারার অধীন সংগৃহীত কোন গাছের গুঁড়ির ক্ষতি বা লোকসানের জন্য সরকার দায়ী থাকিবে না; এবং এই ধরনের ক্ষতি বা লোকসানের জন্য কোন বন কর্মকর্তা দায়ী থাকিবে না, যদি না তিনি অবহেলাজনিত কারণে, বিদ্রোহপূর্ণভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে উক্ত ক্ষতি বা লোকসান করিয়াছেন।

৫০। দাবিদারের নিকট গাছের গুঁড়ি হস্তান্তরের পূর্বে দাবিদার কর্তৃক অর্থ পরিশোধ

পূর্বোল্লিখিত উপায়ে সংগৃহীত অথবা হস্তান্তরিত কোন গাছের গুঁড়ির জন্য ৫১ ধারার অধীন প্রণীত বিধি অনুসারে প্রদেয় অর্থ পরিশোধ না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি উহার দখল লাভ করিবে না।

৫১। বিধি প্রণয়ন এবং শাস্তির বিধান করিবার ক্ষমতা

(১) সরকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:

- (ক) ৪৫ ধারায় উল্লিখিত সকল গাছের গুঁড়ির উদ্ধার, সংগ্রহ এবং বিলিবন্দোবস্ত;
- (খ) গাছের গুঁড়ির উদ্ধার এবং সংগ্রহে ব্যবহৃত নৌকাগুলির রেজিস্ট্রেশন এবং চলাচল;
- (গ) এই ধরনের গুঁড়ির উদ্ধার, সংগ্রহ, স্থানান্তর, গুদামজাতকরণ অথবা বিলিবন্দোবস্তকরণ; এবং
- (ঘ) এই ধরনের গুঁড়ির চিহ্ন অঙ্কনের জন্য ব্যবহৃত হাতুড়ির রেজিস্ট্রেশন এবং চালনা।

(২) এই ধারার অধীন প্রণীত কোন বিধি ভঙ্গের জন্য সরকার শাস্তির ব্যবস্থা করিবে যাহা ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং ৩ (তিন) মাসের কম হইবে না এবং ১০০০০/- (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা যাহা ২০০০/- (দুই হাজার) টাকার কম হইবে না।

নবম অধ্যায় শাস্তি এবং পদ্ধতি

৫২। বাজেয়াপ্তযোগ্য সম্পত্তি জব্দকরণ

(১) যদি বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে কোন বনজাত পণ্য সংক্রান্ত বন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে তখন বন কর্মকর্তা বা পুলিশ কর্মকর্তা অথবা অন্য কোন প্রচলিত আইনে এই মর্মে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত পণ্য এবং সেই সাথে অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত সকল যন্ত্রপাতি, নৌকা, যানবাহন অথবা পশু জব্দ করা হইবে।

(১ক) এই ধারায় বন কর্মকর্তা ব্যতীত অন্যান্য কর্মকর্তা কর্তৃক উপধারা (১) অনুসারে জব্দকৃত সকল সম্পত্তি অভিযুক্ত ব্যক্তি সহকারে পরবর্তী আইনী প্রক্রিয়া শুরু করিবার জন্য নিকটস্থ বন অফিসে হস্তান্তর করা হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিকটস্থ বন অফিসে হস্তান্তর করিতে হইবে না কেবল গ্রেফতারের বিষয়টি অবগত করিবেন।

(২) প্রত্যেক কর্মকর্তা এই ধারায় কোন সম্পত্তি জব্দ করিবার পর তাহার উপর জব্দের প্রমাণ হিসাবে চিহ্ন দিয়া রাখিবেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, যে অপরাধের জন্য জব্দ করা হইয়াছে সে অপরাধ বিচার করিবার এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, যেই বনজাত পণ্য সংক্রান্ত বন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা যদি সরকারি সম্পত্তি হয় এবং অপরাধী অজ্ঞাত, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তাহার উদ্ধৃতন কর্মকর্তাকে সার্বিক পরিচ্ছিন্নতা নিয়া রিপোর্ট করাটাই যথেষ্ট হইবে।

৫৩। ৫২ ধারায় জন্মকৃত সম্পত্তির অবমুক্তি

রেঞ্জার এর নিম্ন পদের নয় এমন কোন বন কর্মকর্তা অথবা তাহার অধস্তন কর্মকর্তা যিনি ৫২ ধারার অধীনে কোন যন্ত্রপাতি, নৌকা, যানবাহন অথবা পশু জন্ম করিয়াছেন, তিনি জন্মকৃত সম্পত্তির মালিক কর্তৃক উক্ত সম্পত্তি প্রয়োজনবোধে, যে অপরাধের জন্য জন্ম করা হইয়াছে সে অপরাধ বিচার করিবার এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করিবে, এই মর্মে মুচলেকা প্রদানের পর উক্ত সম্পত্তি অবমুক্ত করিতে পারিবেন।

৫৪। তদানুযায়ী অনুসরণীয় পদ্ধতি

এই ধরনের রিপোর্ট গ্রহণ করিবার পর ম্যাজিস্ট্রেট যথাসম্ভব দ্রুত সময়ে এইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন যাহা অপরাধীকে গ্রেফতার এবং বিচার এবং উক্ত সম্পত্তির আইনানুগ বিলিবন্দোবস্তের জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত।

৫৫। বনজাতপণ্য, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যখন বাজেয়াপ্তযোগ্য হয়

(১) সকল কাঠ এবং বনজাতপণ্য যাহা সরকারের সম্পত্তি নহে এবং যাহাকে আশ্রয় করিয়া বন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে এবং বন অপরাধে ব্যবহৃত সকল যন্ত্রপাতি, নৌকা, যান বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(২) এই বাজেয়াপ্তি উক্ত অপরাধের জন্য নির্দেশিত অন্যান্য শাস্তির অতিরিক্ত হইবে।

৫৬। বিচার সমাপ্তির পর বন অপরাধে ব্যবহৃত পণ্যের বিলিবন্দোবস্ত

কোন বন অপরাধের বিচার সম্পন্ন হইবার পর কোন বনজাত পণ্য যাহাকে আশ্রয় করিয়া উক্ত বন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছিল, উহা যদি সরকারের সম্পত্তি হয় অথবা বাজেয়াপ্ত করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে একজন বন কর্মকর্তা উহার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আদালত নির্দেশিত পন্থায় উহার বিলিবন্দোবস্ত হইবে।

৫৭। অপরাধী অজ্ঞাত হইলে বা তাহাকে খুঁজিয়া না পাইলে অনুসরণীয় পদ্ধতি

অপরাধী অজ্ঞাত হইলে বা তাহাকে খুঁজিয়া না পাইলে, যদি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং করিবেন এবং একজন বন কর্মকর্তা কর্তৃক উহার দায়িত্ব গ্রহণের আদেশ প্রদান করিবেন, ম্যাজিস্ট্রেট যাহাকে দায়িত্ব গ্রহণের অধিকারী মনে করিবেন তাহাকে দায়িত্ব গ্রহণের আদেশ প্রদান করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, সম্পত্তি জন্ম করিবার পর ১ (এক) মাস সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত, অথবা এই মর্মে স্বত্ব দাবিকারী কোন ব্যক্তি, যদি থাকে, তাহাকে না শুনিয়া এবং কোন সাক্ষ্য, যদি থাকে, যাহা সে তাহার দাবির স্বপক্ষে উপস্থাপন করিবে তাহা গ্রহণ না করিয়া কোন আদেশ প্রদান করা যাইবে না।

৫৮। ৫২ ধারা অনুসারে জন্মকৃত দ্রুত পচনশীল সম্পত্তির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি

ইতঃপূর্বে যাহাই বলা হইয়া থাকুক না কেন, ম্যাজিস্ট্রেট ৫২ ধারা অনুসারে জন্মকৃত এবং দ্রুত পচনশীল সম্পত্তির বিক্রয়ের আদেশ প্রদান করিবেন এবং বিক্রয়লব্ধ আয়ের এইরূপ ব্যবস্থা করিবেন যাহা বিক্রয় না হইলে উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইত।

৫৯। ৫৫ ধারা, ৫৬ ধারা অথবা ৫৭ অনুসারে প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল

৫২ ধারা অনুসারে অনুসারে যে কর্মকর্তা জন্ম করিয়াছেন তিনি অথবা তাহার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, অথবা জন্মকৃত সম্পত্তিতে সার্থসংশ্লিষ্টতা দাবিকারী কোন ব্যক্তি ৫৫ ধারা, ৫৬ ধারা অথবা ৫৭ অনুসারে আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে যে আদালতে সাধারণভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়, উক্ত আদালতে আপীল করিবেন এবং আপীলে প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত হিসাবে গণ্য হইবে।

৬০। সম্পত্তি যখন সরকারের নিকট অর্পিত হইবে

যদি ৫৫ ধারা অথবা ৫৭ ধারা অনুসারে, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদান করা হয় এবং ৫৯ ধারা অনুসারে আপীলের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয় এবং কোন আপীল দায়ের না করা হয় অথবা আপীল দায়ের হইয়াছে এবং আপীল আদালত উক্ত সম্পত্তির আংশিক অথবা সম্পূর্ণ সরকারের পক্ষে রায় প্রদান করিয়াছে, তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তি বা উহার আংশিক, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, সকল দায়ভারমুক্ত অবস্থায় সরকারের নিকট অর্পিত হইবে।

৬১। জন্মকৃত সম্পত্তি অবমুক্তির ক্ষমতা সংরক্ষণ

ইতঃপূর্বে বর্ণিত কোন কিছুই, এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে ৫২ ধারা অনুসারে জন্মকৃত সম্পত্তির তৎক্ষণাত্ অবমুক্তির আদেশ প্রদানে বাধা প্রদান করিবে না।

৬২। বেআইনী জন্ম করিবার শাস্তি

কোন সম্পত্তি আইনত বাজেয়াপ্তযোগ্য এইরূপ ছিল করিয়া কোন বন কর্মকর্তা বা পুলিশ কর্মকর্তা যদি কোন সম্পত্তি অপ্রয়োজনীয় ও হয়রানিমূলকভাবে জন্ম করেন তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড যাহা ১ (এক) মাসের কম হইবে না এবং ১০০০০/- (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে যাহা ২০০০/- (দুই হাজার) টাকার কম হইবে না, দণ্ডিত হইবেন।

৬৩। গাছ এবং গাছের গুঁড়ির উপর অক্ষিত চিহ্ন বিকৃত করা বা জাল করা এবং সীমানা চিহ্ন পরিবর্তনের শাস্তি

যদি কোন ব্যক্তি সরকার বা অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি বা অনীষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে, অথবা দণ্ডবিধিতে (১৮৬০ সনের ৪৫নং আইন) বর্ণিত অনৈতিক লাভ করিবার উদ্দেশ্যে-

- (ক) জ্ঞাতসারে কোন গাছ বা গাছের গুঁড়ি সরকারের বা কতিপয় ব্যক্তির সম্পত্তি, অথবা কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক ইহা আইনগতভাবে কর্তন বা সরানো যাইবে, এইরূপ বোঝানোর জন্য উহাতে বন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়া থাকে এইরূপ চিহ্ন অঙ্কন করে; অথবা
- (খ) বন কর্মকর্তা কর্তৃক বা তাহার সম্মতিতে কোন গাছ বা গাছের গুঁড়িতে অক্ষিত সীমানা চিহ্নের পরিবর্তন, বিকৃত বা নিশ্চিহ্ন করে; অথবা
- (গ) এই আইনের বিধান প্রযোজ্য হইয়াছে এইরূপ কোন বন অথবা পতিত ভূমির কোন সীমানা চিহ্ন পরিবর্তন, স্থানান্তর, ধ্বংস বা বিকৃত করে,

তাহা হইলে দায়ী ব্যক্তি ৭ (সাত) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড যাহা ২ (দুই) বৎসরের কম হইবে না এবং ৫০০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে যাহা ১০০০০/- (দশ হাজার) টাকার কম হইবে না, দণ্ডনীয় হইবেন।

৬৩ক। কতিপয় অপরাধ জামিনযোগ্য নহে

প্রচলিত অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, ২৬ ধারার উপধারা (১ক), ৩৩ ধারার উপধারা (১ক) এবং ৬৩ ধারায় বর্ণিত অপরাধ জামিনযোগ্য নহে।

৬৪। বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতারের ক্ষমতা

- (১) কোন বন কর্মকর্তা অথবা পুলিশ কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ এবং ওয়ারেন্ট ব্যতীত এইরূপ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে পারিবেন যাহার বিরুদ্ধে ১ (এক) মাস অথবা তাহার অধিক কারাদণ্ড হইতে পারে এমন শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিবার যৌক্তিক কারণ রহিয়াছে।

[(১ক) গ্রেফতারকারী বন কর্মকর্তা অথবা পুলিশ কর্মকর্তা অবশ্যই সন্দেহ করিবার যৌক্তিক কারণসহ গ্রেফতারের সময়, তারিখ এবং স্থান অফিসিয়াল রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করিবেন।]^{১০০}

- (২) এই ধারায় গ্রেফতারকারী কর্মকর্তা অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব না করিয়া মুচলেকার ভিত্তিতে মুক্তি সংক্রান্ত এই আইনের বিধান সাপেক্ষে হয় তাহাকে মুচলেকা নিয়া মুক্তি দেবেন না হয় এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অথবা নিকটস্থ থানায় [গ্রেফতারের ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে]^{৯৭} প্রেরণ করিবেন।
- (৩) এই ধারার কোন কিছুই চতুর্থ অধ্যায়-এ বর্ণিত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য গ্রেফতারের ক্ষমতা অর্পণ করে না যদি না তাহা ৩০ ধারার দফা (গ) অনুযায়ী নিষিদ্ধ।

৬৫। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে মুচলেকার ভিত্তিতে মুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা

রেঞ্জার পদের নিম্নে নয় এমন কোন বন কর্মকর্তা, যিনি অথবা যাহার অধস্তন কর্মকর্তা ৬৪ ধারার অধীন কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়াছেন, এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট বা নিকটস্থ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট যখন প্রয়োজন হইবে তখন হাজির হইবে, এই মর্মে মুচলেকা দেওয়ার ভিত্তিতে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে পারিবেন।

৬৬। অপরাধ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা

প্রত্যেক পুলিশ কর্মকর্তা এবং বন কর্মকর্তা বন অপরাধ প্রতিরোধ করিবেন এবং প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে হস্তক্ষেপ করিবেন।

৬৭। সংক্ষিপ্ত বিচার করিবার ক্ষমতা

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট ১৮৯৮ সনের ফৌজদারী কার্যবিধির অধীনে এমন সকল বন অপরাধের সংক্ষিপ্ত বিচার করিবেন যাহার শাস্তি অনধিক ২ (দুই) বৎসর বা অনধিক ১০০০০/- (দশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৬৭ক। বন বিষয়ক ম্যাজিস্ট্রেট

- (১) সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কেবল এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ বিচার করিবার জন্য এক বা একাধিক প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে বন বিষয়ক ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নিয়োগ করিবে এবং তাহাদের স্থানীয় এখতিয়ার নির্ধারণ করিবেন।
- (২) প্রচলিত অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, নিযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটগণ এই আইনের অধীন যে কোন প্রকারের অর্থদণ্ড আরোপ করিতে পারিবেন।

৬৮। আপোষ করিবার ক্ষমতা

- (১) সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রেঞ্জার পদের নিম্নে নয় এমন কোন বন কর্মকর্তাকে নিম্নলিখিত ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে-
- (ক) কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কথিত অপরাধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা, যাহার বিরুদ্ধে ২৬ (১ক) ধারা অথবা ৩৩ (১ক) ধারা বা ৬২ ধারা কিংবা ৬৩ ধারার অপরাধ ব্যতিরেকে অন্য কোন বন অপরাধ সংগঠিত করিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার যৌক্তিক কারণ রহিয়াছে।
- (খ) বাজেয়াপ্ত করিবার যোগ্য কোন সম্পত্তি যদি জব্দ করা হইয়া থাকে তবে বন কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তা পদের নিম্নে নয় এমন কোন বন কর্মকর্তা কর্তৃক পরীক্ষিত মূল্য পরিশোধের পর অবমুক্ত করিবার ক্ষমতা।
- (২) বন কর্মকর্তার নিকট ক্ষতিপূরণের অর্থ বা নির্ধারিত মূল্য অথবা উভয়ই, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, প্রদানের পর সন্দেহভাজন ব্যক্তি, যদি হেফাজতে থাকে তবে তাহাকে মুক্তি দেয়া হইবে, জব্দকৃত সম্পত্তি, যদি থাকে, অবমুক্ত করা হইবে এবং এই ব্যক্তি বা সম্পত্তির বিরুদ্ধে আর কোন আইনী প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হইবে না।

৬৯। সরকারকে বনজাতপণ্যের মালিক হিসাবে অনুমান

এই আইনের অধীন গৃহীত কোন কার্যক্রম বা এই আইনের অধীন কৃত কোন কর্মের ফলস্বরূপ, যদি কোন বনজাতপণ্য সরকারের সম্পত্তি কি না এই মর্মে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তবে বিপরীত কোন কিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত উহা সরকারের সম্পত্তি হিসেবে অনুমান করা হইবে।

৬৯ক। বন অপরাধের মামলা

প্রচলিত অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, সরকার ডেপুটি রেঞ্জার-এর নিম্নে নয় এমন কোন কর্মকর্তাকে যে আদালতে বন অপরাধের বিচার হইতেছে সেই আদালতে হাজির হইয়া যুক্তি উপস্থাপন এবং মামলা পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ করিবে।

৬৯খ। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে অনুসরণীয় পদ্ধতি

অফিসিয়াল দায়িত্ব পালনের সময় যদি কোন বন কর্মকর্তার ব্যক্তি বা সম্পদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে-

- (ক) আহতকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হইবে এবং আহত ব্যক্তি বা মৃতদেহ, যদি থাকে, যত দ্রুত সম্ভব নিকটবর্তী হাসপাতালে নিতে হইবে;
- (খ) ইহা সম্পন্ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালানোর সময় উপস্থিত সিনিয়র বন কর্মকর্তা নিম্নলিখিত বিষয় উল্লেখপূর্বক পুরো ঘটনার একটি রিপোর্ট তৈরী করিবেন-
 - (১) ঘটনার স্থান;
 - (২) উপস্থিত বন কর্মকর্তাগণ এবং অন্যান্য কর্মচারীদের নাম;
 - (৩) ব্যবহৃত গুলির সংখ্যা;
 - (৪) নাম এবং ঠিকানাসহ নিহত এবং আহত ব্যক্তিদের সংখ্যা;
 - (৫) প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং হাসপাতালসমূহ যেখানে আহতদেরকে পাঠানো হইয়াছিল;
 - (৬) ঘটনাসমূহ যাহা গুলি চালানোর আগে সংগঠিত হইয়াছিল এবং গুলি চালানোর যৌক্তিকতা; এবং
 - (৭) বিশদ আকারে অন্য কোন সংশ্লিষ্ট বিষয়।
- (গ) দফা (খ) অনুসারে তৈরীকৃত রিপোর্ট রিপোর্টিং অফিসার কর্তৃক নিকটবর্তী বন রেঞ্জ কর্মকর্তার নিকট দাখিল করা হইবে যিনি তৎক্ষণাৎ উহা নিকটস্থ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যাহার এলাকার মধ্যে উক্ত গুলি চালানোর ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার নিকট প্রেরণ করিবেন এবং আরেকটি কপি বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিবেন;
- (ঘ) রিপোর্টের একটি কপি গ্রহণ করিবার পর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গুলি চালানো আইনসঙ্গত ছিল কি না উহা তদন্ত করিবার জন্য ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবেন-
 - (১) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পদমর্যাদার নিম্নে নয়, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এইরূপ একজন প্রতিনিধি;
 - (২) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার নিম্নে নয়, পুলিশ সুপারের এইরূপ একজন প্রতিনিধি; এবং
 - (৩) বিভাগীয় বন কর্মকর্তার একজন প্রতিনিধি।
- (ঙ) তদন্ত করা হইবে স্বাধীনভাবে যাহা পুলিশ অথবা ম্যাজিস্ট্রেট ১৮৯৮ সনের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৪ ধারা বা ১৭৬ ধারা অথবা অন্য কোন ধারার অধীন পরিচালনা করিয়া থাকে, তবে তদন্তকালে যেসব সাক্ষ্য রেকর্ড করা হইবে উহা সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে;
- (চ) দফা (খ) অনুসারে প্রস্তুতকৃত রিপোর্ট তদন্ত কমিটিকে সহায়তা করিবার জন্য অনতিবিলম্বে তদন্ত কমিটির নিকট দাখিল করিতে হইবে;

- (ছ) পক্ষগণকে আইনজীবী বা আইন পেশার সহিত জড়িত কোন ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করার অনুমতি দেওয়া হইবে না, তবে যে কর্মকর্তার কার্যক্রম তদন্তের মূল ইস্যু তিনি সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ, জেরা এবং লিখিত বিবৃতি দিতে পারিবেন;
- (জ) তদন্ত সম্পন্ন করিবার পর তদন্ত কর্মকর্তা তৎক্ষণাৎ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে এতদসংক্রান্ত রিপোর্ট দাখিল করিবেন এবং রিপোর্টের একটি কপি ফরেস্ট কনজারভেটরের নিকট প্রেরণার্থে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবে;
- (ঝ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা তদন্তে উপস্থিত থাকিবেন এবং তদন্ত কর্মকর্তাকে সহযোগিতা করিবেন।^{১০৮}

দশম অধ্যায়

গবাদিপশুর অনধিকার প্রবেশ

৭০। ১৮৭১ সনের গবাদিপশুর অনধিকার প্রবেশ আইন প্রযোজ্য

রক্ষিত বনে কিংবা সংরক্ষিত বনের অংশবিশেষে যেখানে পশু চরানো নিষিদ্ধ করা হইয়াছে সেখানে গবাদিপশুর অনধিকার প্রবেশ করানো ১৮৭১ সনের গবাদিপশুর অনধিকার প্রবেশ আইনের ১১ ধারার অধীন গবাদি পশু দ্বারা সরকারি বাগানের ক্ষতি হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত গবাদি পশুকে কোন বন কর্মকর্তা বা পুলিশ কর্মকর্তা আটক করিয়া খোঁয়াড়ে রাখার ব্যবস্থা করিবেন।

৭১। উক্ত আইনে নির্ধারিত অর্থদণ্ড পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা

সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করিবে যে, ১৮৭১ সনের গবাদিপশুর অনধিকার প্রবেশ আইনের ১২ ধারার অধীন নির্ধারিত অর্থদণ্ডের পরিবর্তে এই আইনের ৭০ ধারা অনুসারে খোঁয়াড়ে আটককৃত গবাদি পশুর সংখ্যা অনুসারে প্রত্যেক দিবস বা দিবসের অংশবিশেষের জন্য সরকার যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেরূপ অর্থদণ্ড নির্ধারণ করিবে, তবে তাহা নিম্নলিখিত হার অতিক্রম করিবে না, যথা-

প্রতিটি হাতির জন্য ১০০০/- (এক হাজার) টাকা

প্রতিটি মহিষ বা উটের জন্য ২০০/- (দুইশত) টাকা

প্রতিটি ঘোড়া, ঘোটকী, খাসি, টাট্টু, বাচ্চা ঘোটক, বাচ্চা ঘোটকী, খচ্চর, ষাঁড়- এর জন্য ১০০/- (একশত) টাকা

প্রতিটি বাছুর, গাধা, শুকর, ভেড়া, ভেড়ী, মেষ, মেষ শাবক, ছাগল ও ছাগলের বাচ্চা- এর জন্য ৫০/- (পঁঞ্চাশ) টাকা

একাদশ অধ্যায়

বন কর্মকর্তাগণ

৭২। সরকার কর্তৃক বন কর্মকর্তাগণকে কতিপয় ক্ষমতা অর্পণ

(১) সরকার কোন বন কর্মকর্তাকে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে, যথা-

(ক) কোন ভূমির অধিকার লাভ করিয়া উহার জরিপ, সীমানা নির্ধারণ এবং নক্সা তৈরি করিবার ক্ষমতা;

(খ) সাক্ষীকে বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত করা, দলিল এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি দাখিল করানোর ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা;

(গ) ১৮৯৮ সনের ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসারে তল্লাশী পরোয়ানা জারি করিবার ক্ষমতা;

(ঘ) বন অপরাধের তদন্ত, এবং তদন্ত চলাকালীন সাক্ষ্য গ্রহণ ও রেকর্ড করিবার ক্ষমতা।

(২) উপ-ধারা (১)-এর দফা (গ) অনুসারে রেকর্ডকৃত সাক্ষ্য পরবর্তীকালে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে, তবে ইহা নিশ্চিত হইতে হইতে হবে যে উক্ত সাক্ষ্য অভিযুক্তের সামনে রেকর্ড করা হইয়াছে।

৭৩। বন কর্মকর্তাগণ পাবলিক সার্ভেন্ট

সকল বন কর্মকর্তা দণ্ডবিধিতে বর্ণিত পাবলিক সার্ভেন্ট হিসাবে গণ্য হইবেন।

৭৪। সরল বিশ্বাসে কৃতকর্মের দায়মুক্তি

এই আইনের অধীন কোন সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক সরল বিশ্বাসে কৃত কর্মের জন্য তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা যাইবে না এবং এই আইনের অধীন কোন আদালত অফিসিয়াল দায়িত্ব পালনের সময় নিজস্ব আঞ্চলিক এখতিয়ারাধীন

এলাকায় উদ্ভূত অপরাধের জন্য কোন সরকারি কর্মকর্তার বিচার করিবে না যদি না আদালত প্রাথমিক তদন্ত পরিচালনা করিয়া নিশ্চিত হন যে অভিযোগের সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

৭৫। বন কর্মকর্তাগণের ব্যবসায় নিষেধাজ্ঞা

(১) সরকারের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে, কোন বন কর্মকর্তা মালিক অথবা প্রতিনিধি হিসাবে কোন কাঠ অথবা বনজাত পণ্য নিয়া ব্যবসা করিবে না অথবা বনের ইজারা অথবা বাংলাদেশে হোক বা দেশের বাইরে হোক বনে কাজ করিবার কোন চুক্তিতে যুক্ত হইতে পারিবে না।

[(২) যদি কোন বন কর্মকর্তা উপধারা (১)-এর বিধান ভঙ্গ করে তবে তাহা অসদাচারণ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ১৯৭৯ সনের সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা অনুসারে দায়ী হইবেন।]^{৯৯}

দ্বাদশ অধ্যায় সহায়ক বিধিমালা

৭৬। বিধি প্রণয়নের অতিরিক্ত ক্ষমতা

সরকার বিধি প্রণয়ন করিবে-

- (ক) এই আইনের অধীনে বন-কর্মকর্তার ক্ষমতা এবং কার্যাবলীর সীমা নির্ধারণ করিবার জন্য;
- (খ) এই আইনের অধীনে আদায়কৃত জরিমানা এবং বাজেয়াপ্তির অর্থ হইতে কর্মকর্তা এবং তথ্য প্রদানকারীদের প্রদেয় পুরস্কার তত্ত্বাবধান করিবার জন্য;
- (গ) ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমিতে কিংবা ব্যক্তির দখলীয় ভূমিতে উৎপাদিত সরকারের মালিকানাধীন বৃক্ষের সংরক্ষণ, বংশবৃদ্ধি এবং বিলিবন্দোবস্ত করিবার জন্য এবং
- (ঘ) বিশেষ করিয়া এই আইনের বিধানসমূহ কার্যকর করিবার জন্য।

৭৭। বিধি ভঙ্গের শাস্তি

কোন ব্যক্তি এই আইনের বিধান ভঙ্গ করিলে উক্ত ভঙ্গের জন্য কোন শাস্তির বিধান না থাকিলে উক্ত ব্যক্তি ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা [২০০০০/- (বিশ হাজার)]^{১০০} টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭৮। বিধিমালা যখন আইনের মর্যাদা পাইবে

এই আইনের অধীনে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হইবে [এবং সেই সঙ্গে ৬ ধারায় বর্ণিত বিধান অনুসারেও প্রকাশ করা হইবে],^{১০১} এবং উহা এই আইনের সহিত যতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে ততটুকু এমনভাবে কার্যকর হইবে যেন উহা আইন হিসাবে পাশ করা হইয়াছে।

^{৯৯} প্রস্তাবিত

^{১০০} ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার পরিবর্তে “২০০০০/- (বিশ হাজার) টাকা” প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০১} প্রস্তাবিত

ত্রয়োদশ অধ্যায় বিবিধ

৭৯। বন কর্মকর্তা এবং পুলিশ কর্মকর্তাদেরকে সহযোগিতা করিতে বাধ্য ব্যক্তিবর্গ

(১) রক্ষিত বন বা সংরক্ষিত বনে কোন অধিকার ভোগ করিয়া এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি, বা যিনি বন হইতে কোন বনজাতপণ্য সংগ্রহ, কিংবা এই বনে কাঠ চেরা বা সরানো অথবা পশুচারণের অনুমতিপ্রাপ্ত, এবং এই বনে এইরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি, এবং সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত এই বনের নিকটবর্তী গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তি, অথবা স্থানীয় কোন কর্তৃপক্ষ, অথবা যিনি সম্প্রদায়ের প্রতি দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে বেতন গ্রহণ করিয়া থাকেন, তিনি অহেতুক বিলম্ব না করিয়া কোন বন অপরাধ সংগঠন বা সংগঠনের প্রচেষ্টা সম্বলিত যে তথ্য তাহার নিকট রহিয়াছে উহা নিকটবর্তী বন কর্মকর্তা অথবা পুলিশ কর্মকর্তাকে সরবরাহ করিবেন, এবং বন কর্মকর্তা বা পুলিশ কর্মকর্তার আদেশ থাকুক বা না থাকুক, নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন-

- (ক) তাহার জ্ঞাতসারে অথবা তথ্যের ভিত্তিতে এই বনের কোন দাবানল নির্বাপন করা;
- (খ) তাহার জ্ঞাতসারে অথবা তথ্যের ভিত্তিতে এই বনের পার্শ্ববর্তী কোন অগ্নিকান্ডের বনের দিকে বিস্তৃতি তাহার ক্ষমতাবিনীত আইনগত উপায়ে রোধ করা এবং তাহার সহযোগিতা কামনাকারী বন কর্মকর্তা বা পুলিশ কর্মকর্তাকে সহযোগিতা করা ;
- (গ) এই বনে কোন বন অপরাধ সংগঠন প্রতিরোধ করা; এবং
- (ঘ) যখন বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, এই বনে কোন বন অপরাধ সংগঠিত হইয়াছে তখন উক্ত অপরাধের উদঘাটন এবং অপরাধীকে গ্রেফতার করা।

(২) যদি কোন ব্যক্তি, আইনত বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও, আইনগত কারণ ব্যতীত (যাহা প্রমাণ করিবার দায়িত্ব এই ব্যক্তির উপর বর্তাইবে) ব্যর্থ হয়-

- (ক) নিকটবর্তী কোন বন কর্মকর্তা বা পুলিশ কর্মকর্তাকে উপ-ধারা (১)-এর বিধান মতে অহেতুক বিলম্ব ব্যতীত তথ্য প্রদান করিতে;
- (খ) উপধারা (১)-এর বিধান মতে রক্ষিত বন বা সংরক্ষিত বনের দাবানল নির্বাপনে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে;
- (গ) উপধারা (১)-এর বিধান মতে এই বনের পার্শ্ববর্তী কোন অগ্নিকান্ডের বনের দিকে বিস্তৃতি রোধ করিতে; অথবা
- (ঘ) এই বনে কোন বন অপরাধ সংগঠন প্রতিরোধ করিবার জন্য তাহার সহযোগিতা কামনাকারী বন কর্মকর্তা বা পুলিশ কর্মকর্তাকে সহযোগিতা করিতে, অথবা, যখন বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, এই বনে এ ধরনের কোন অপরাধ সংগঠিত হইয়াছে, অপরাধের উদঘাটন এবং অপরাধীকে গ্রেফতার করিতে;

তাহা হইলে ব্যর্থ ব্যক্তি ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৮০। বন ব্যবস্থাপনা সরকার এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের যৌথ সম্পত্তি

(১) যদি সরকার এবং কোন ব্যক্তি কোন বন অথবা পতিত ভূমি, বা উহা হইতে উৎপন্ন পণ্যের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষের যৌথভাবে অগ্রহী হয়, তাহা হইলে সরকার-

- (ক) হয় অংশীদারী ব্যক্তির জন্য এই বন, পতিত ভূমি বা পণ্যের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে; অথবা
- (খ) যৌথভাবে অংশীদারী ব্যক্তি কর্তৃক এই বন, পতিত ভূমি বা পণ্যের ব্যবস্থাপনার জন্য যাহা প্রয়োজনীয় মনে করিবে এবং সকল পক্ষের সার্থের অনুকূলে হইবে সে অনুসারে প্রবিধান প্রণয়ন করিবে।

(২) যখন উপধারা (১)-এর দফা (ক) অনুসারে সরকার কোন বন, পতিত ভূমি বা পণ্যের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে তখন সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষণা করিবে যে, দ্বিতীয় অধ্যায় এবং তৃতীয় অধ্যায় এর যে

কোন বিধান এই বন, পতিত ভূমি বা পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং অতঃপর এই বিধানসমূহ সেমতে প্রযোজ্য হইবে।

৮১। যে দায়িত্ব পালনের জন্য সরকারি বন হইতে উৎপাদিত পণ্যের অংশ ভোগ করা হয় তাহা পালনে ব্যর্থতা

যদি কোন ব্যক্তি কোন বনের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে উক্ত বন হইতে উৎপন্ন পণ্যের অংশবিশেষের অধিকারী হয় এবং যাহা সরকারের সম্পত্তি বা যাহার উপর সরকারের মালিকানার স্বত্ত্ব রহিয়াছে অথবা সরকার বনজাতপণ্যের কোন অংশবিশেষের অধিকারী, তবে উক্ত পণ্যে তাহার প্রাপ্য অংশ বাজেয়াপ্ত হইবে যদি সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব আদৌ পালন করা হয় না।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক পণ্যের অংশবিশেষের অধিকারী ব্যক্তিকে শূন্য এবং তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন সংক্রান্ত কোন সাক্ষ্য, যদি থাকে, তাহা বিবেচনা না করা পর্যন্ত, তাহার প্রাপ্য অংশ বাজেয়াপ্ত করা হইবে না।

৮২। সরকারের প্রাপ্য অর্থ আদায়

এই আইনে অথবা এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালা অনুসারে অথবা বনজাত পণ্যের মূল্য হিসাবে অথবা এই ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে এই আইন বাস্তবায়নের খরচ হিসাবে সরকারকে প্রদেয় সকল অর্থ যখন প্রদেয় হইবে তখন পরিশোধ করা না হইলে, তাহা ভূমি রাজস্ব হিসাবে প্রচলিত আইন অনুসারে আদায়যোগ্য হইবে।

৮৩। এই অর্থের জন্য বনজাত পণ্যের উপর পূর্বস্বত্ত্ব

- (১) যখন বনজাত পণ্যের জন্য বা বনজাত পণ্যের ক্ষেত্রে এই অর্থ প্রদেয় তখন তাহা উক্ত বনজাত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রথম পাওনা হইবে এবং একজন বন কর্মকর্তা উক্ত অর্থ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বনজাত পণ্য আটক রাখিতে পারিবেন।
- (২) যদি প্রদেয় অর্থ যথাসময়ে পরিশোধ করা না হয় তাহা হইলে বন কর্মকর্তা এই পণ্য প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা সর্বপ্রথম এই পাওনা পরিশোধ করিবেন।
- (৩) অতিরিক্ত অর্থ, যদি থাকে, প্রাপ্য ব্যক্তি কর্তৃক বিক্রয়ের তারিখ হইতে ২ (দুই) মাসের মধ্যে দাবি না করা হইলে, উক্ত অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

৮৪। এই আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় ভূমি ১৯৮২ সনের অ্যাকুইজিশন এন্ড রিকুইজিশন অব ইম্যোভাবল প্রোপার্টি অর্ডিন্যান্স-এর অধীন জনস্বার্থে প্রয়োজন হিসাবে গণ্য হইবে

যখন সরকারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, এই আইনের কোন একটি উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কোন ভূমি প্রয়োজন, তাহা হইলে উক্ত ভূমি ১৯৮২ সনের অ্যাকুইজিশন এন্ড রিকুইজিশন অব ইম্যোভাবল প্রোপার্টি অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ২নং আইন) -এর ৫ (২) ধারায় বর্ণিত জনস্বার্থে প্রয়োজন হিসাবে গণ্য হইবে।

৮৪ক। [বনভূমির ইজারা নিষিদ্ধ

প্রচলিত অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, সরকারের পক্ষে বন বিভাগ অথবা জেলা প্রশাসকের অনুকূলে রেকর্ডকৃত কোন ভূমি নিকটবর্তী বন কর্মকর্তাকে শুনানীর সুযোগ না দিয়া জরিপ এবং বন্দোবস্ত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে কোন ব্যক্তি বা সংস্থার নামে রেকর্ড করা যাইবে না।^{৯২}

৮৫। অঙ্গীকারপত্র অনুসারে প্রদেয় অর্থ আদায়

যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধান, অথবা উহার অধীন প্রণীত কোন বিধি অনুসারে কোন অঙ্গীকারপত্র বা দলিল দ্বারা কোন দায়িত্ব বা কর্ম সম্পাদনের জন্য নিজেকে দায়বদ্ধ করে, অথবা অঙ্গীকারপত্র বা দলিল দ্বারা চুক্তি করে যে তিনি অথবা তাহার কর্মচারী এবং এজেন্ট কোন কর্ম সম্পাদন হইতে বিরত থাকিবেন, তাহা হইলে, অঙ্গীকারপত্র বা

^{৯২} প্রস্তাবিত

দলিলের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে উহাতে উল্লিখিত সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ, ১৮৭২ সনের চুক্তি আইনের ৭৪ ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, শর্তভঙ্গকারীর নিকট হইতে ভূমি রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হইবে।

৮৫ক। [১৯৭৩ সনের ৩ নং আইন দ্বারা বিলুপ্ত।

৮৬। [১৯৭৩ সনের ৩ নং আইন দ্বারা বিলুপ্ত।

আটিয়া বন (সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার) সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী

প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে বিশ্বের তৃতীয় স্থানে বাংলাদেশের অবস্থান। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনভূমি সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য। যদিও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য একটি দেশের মোট আয়তনের অন্তত শতকরা ২৫ ভাগ এলাকা বনাবৃত থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে এ পরিমাণ বনভূমি বাংলাদেশে নেই। এমনকি বনভূমি যাও আছে সেটা বিভিন্ন প্রয়োজনে ধ্বংস করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় বনভূমির পরিমাণ বাড়ানো একান্ত অপরিহার্য। তাই অধিক পরিমাণ বৃক্ষ রোপণ, বনভূমি সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার করতে হবে। আর এ লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর অংশ হিসেবে বিভিন্ন বনায়ন কার্যক্রম, বনভূমি রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ইত্যাদি ব্যাপক সাড়া জাগাচ্ছে। শুধু তাই নয় বর্তমানে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

এইসব সংশোধনিসমূহ গৃহীত হলে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নতির পাশাপাশি কিছুটা হলেও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। কেননা এটা একদিকে আয়ের উৎস সৃষ্টি করে অন্যদিকে পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়তা করে। ব্যাপকভাবে বৃক্ষ নিধনের ফলে পরিবেশ বিপর্যয়ের বিষয়টি আজ সর্বজনে স্বীকৃত। সব ধরনের আত্মঘাতী প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে দেশ মরুভূমিতে পরিণত হবে। বিভিন্নভাবে বনভূমি হ্রাস পাওয়ার কারণে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ধ্বংসের মুখে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল কমে যাওয়ায় অনেক বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। বিরাজমান অবস্থায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিদ্যমান গাছপালা সংরক্ষণ ছাড়াও নতুন করে বন সৃষ্টি ও গাছপালা লাগানো সকলেন অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে দাড়িয়েছে। এজন্য প্রস্তাবিত আটিয়া বন (সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহার) আইন, ২০১৪ প্রণয়ন করা প্রয়োজন ও সমীচীন।

আটিয়া বন (সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহার) আইন, ২০১৪ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)

ঢাকা ও টাংগাইল জেলার আটিয়া [বন সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহারকল্পে প্রণীত আইন।]^{১০১}

যেহেতু ঢাকা ও টাংগাইল জেলার আটিয়া [বন সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহারকল্পে বিধান]^{১০২} করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এই মর্মে ইহা নিম্নে প্রণীত হল:

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

এই [আইন আটিয়া বন (সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহার) আইন, ২০১৪]^{১০৩} নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে আদালত অর্থ যে কোন দেওয়ানী, ফৌজদারী অথবা রাজস্ব আদালত এবং ইহা হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগকেও অন্তর্ভুক্ত করিবে।

৩। সংরক্ষিত বন নির্ধারণ

১৯২৭ সনের বন আইনে (১৯২৭ সনের ১৬নং আইন) অথবা প্রচলিত অন্য কোন আইনে অথবা কোন রায়, ডিক্রি বা আদেশে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ৫৯,৬৪৮.৭০ একর ভূমি যাহা তফসিলে বর্ণিত প্রজ্ঞাপনে সংরক্ষিত বন হিসেবে নির্ধারণ করা হইয়াছে এবং যাহা আটিয়া বন নামে পরিচিত তাহা এরূপ প্রজ্ঞাপন এবং নির্ধারণে কোন ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আইনসিদ্ধভাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং জারীকৃত প্রজ্ঞাপন সে অনুসারে কার্যকরী হইবে।

[তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের অধীনে সংরক্ষিত বন নির্ধারণ করিবার ফলে কোন ব্যক্তি তাহার ভূমি বা বন হইতে উৎপাদিত আয় হারাইলে তাহাকে সরকার এতদপরবর্তী বর্ণিত বিধান অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে।]^{১০৪}

৪। আইনগত কার্যক্রমের সমাপ্তি

(১) ৩ ধারার বিধান অনুসারে গঠিত সংরক্ষিত বনভূমিকে কোন যুক্তিতেই কোন আদালতে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাইবে না।

(২) এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে সংরক্ষিত বন গঠন সংক্রান্ত সরকার বা সরকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিচার্য্যাদীন মোকদ্দমা, আপীল, দরখাস্ত বা যে কোন কার্যধারা বা ৩ ধারার প্রজ্ঞাপনকে যে কোন প্রকারে প্রশ্নবিদ্ধ করার কার্যক্রম অবিলম্বে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং এ সকল বিষয়ে আর কোন পদক্ষেপ গৃহীত হইবে না।

৫। সালিসকারী নিয়োগ

এই আইনের ৪ ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্যে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের দ্বারা অন্যান্য যুগ্ম জেলা জজ পদমর্যাদার একজন বিচারিক কর্মকর্তাকে নির্ধারিত কোন এলাকার জন্য সালিসকারী নিয়োগ করিবে।

৬। সালিসকারীর নিকট দরখাস্ত

(১) কোন ব্যক্তি, যিনি এই আইনের দ্বারা তাহার ভূমি বা বন হইতে উৎপাদিত আয় হারাইয়াছেন, তিনি ৫ ধারা কার্যকর হইবার পর ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিবসের মধ্যে সালিসকারীর নিকট ক্ষতিপূরণের আবেদন করিবেন।

^{১০১} প্রস্তাবিত

^{১০২} প্রস্তাবিত

^{১০৩} প্রস্তাবিত

^{১০৪} প্রস্তাবিত

তবে শর্ত থাকে যে, ঐরূপ দাবির স্বপক্ষে দরখাস্তকারীর নিকট বৈধ কাগজপত্র থাকিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুসারে দাখিলকৃত দরখাস্তে বন বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসককে পক্ষ করিতে হইবে।

৭। শুনানীর জন্য নোটিশ

সালিসকারী ৬ ধারার অধীনে দরখাস্ত গ্রহণের পর, যে তারিখে দরখাস্ত শুনানী করিবেন সে তারিখে হাজির হওয়া সংক্রান্ত একটি নোটিশ নিম্নে উল্লিখিত সংশ্লিষ্টদের বরাবর প্রেরণ করিবেন-

- (ক) দরখাস্তকারী;
- (খ) আপত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি;
- (গ) জেলা প্রশাসক; এবং
- (ঘ) বন বিভাগ।

৮। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

(১) আটটি বন (বন সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার) আইন, ২০১৪ এর অধীনে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণে সালিসকারী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনায় নিবেন:

- (ক) ৫ ধারা কার্যকর হইবার তারিখে উক্ত সম্পত্তির ন্যায্য বাজার দর;
- তবে শর্ত থাকে যে, এই বাজার দর নির্ধারণের সময় সালিসকারী আশেপাশে অবস্থিত একই প্রকৃতির এবং একই সুবিধা সম্বলিত সম্পত্তির বেলায় ৫ ধারা কার্যকর হইবার অব্যবহতি পূর্বের ১২ (বার) মাসের বাজার দরের গড়, যাহা নির্দেশিত পন্থায় হিসাব করা হইবে, বিবেচনায় রাখিবেন;
- (খ) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সংরক্ষিত বন নির্ধারণের গঠনের প্রভাব-
 - (অ) প্রথাগত বনবাসীর প্রথাগত অধিকার ভোগের উপর;
 - (আ) পক্ষগণের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং জীবন যাপনের পদ্ধতি;
 - (ই) উক্ত পক্ষগণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক পরিধির উন্নতি; এবং
 - (ঈ) সংশ্লিষ্ট ভূমিতে উক্ত পক্ষগণের প্রবেশের স্বাধীনতা এবং উক্ত ভূমিতে তাহাদের ঐতিহ্য অনুসারে আচার-অনুষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বহনকারী অন্যান্য অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতার (পূর্বে প্রদত্ত সম্মতি এবং সম্পদের ক্ষতি না করা সাপেক্ষে); এবং
 - (এ) সংশ্লিষ্ট ভূমির কোন জায়গা বা অংশ যাহা ঐতিহ্যগতভাবে প্রথাগত বনবাসীর প্রথাগত অধিকার ভোগের বিশেষ গুরুত্ব বহন করে;
 - (গ) ভূমির ধরন বা শ্রেণি এবং উৎপাদনের ভিত্তিতে উর্বরতা, ভূমি থেকে উদ্ধৃত আয় এবং ভূমি কর;
 - (ঘ) বাজার দরের সঙ্গে হস্তান্তর, রেজিস্ট্রেশন ফি এবং বাবদ খরচ;
 - (ঙ) সরকারিইজারাকৃত ভূমিতে প্রবেশের অধিকার হারানো এবং সেইখানে নির্মিত স্থাপনাসমূহ।
- (২) উপ-ধারা (১)-এ বর্ণিত বাজার ছাড়াও সালিসকারী উক্ত বাজার দরের শতভাগ রোয়েদাদ হিসাবে প্রদান করিতে পারিবেন।

৯। সালিসকারীর রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আপীল

- (১) সালিসকারীর রোয়েদারের বিরুদ্ধে, উপধারা (২) অনুসারে গঠিত সালিস আপীল ট্রাইব্যুনালে রোয়েদাদ প্রদানের ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করা যাইবে।
- (২) সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা নির্ধারিত এলাকার জন্য সালিস আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবে।
- (৩) একটি সালিস আপীল ট্রাইব্যুনাল সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত এমন ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হইবে যিনি একজন জেলা জজ অথবা জেলা জজ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।
- (৪) সালিস আপীল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) সালিস আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ যদি রোয়েদাদে প্রদত্ত পরিমাণের চাইতে অধিক হয় তাহা হইলে উক্ত পরিমাণ পরিশোধ বা পরিশোধের প্রস্তাব প্রদান পর্যন্ত অতিরিক্ত পরিমাণের উপর দশভাগ অর্থ (বার্ষিক হিসাবে) প্রদান করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সালিস আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ প্রত্যেক ভূমি মালিকের ক্ষেত্রে রোয়েদাদে নির্ধারিত পরিমাণের চাইতে শতকরা দশভাগের অধিক হইবে না।

১০। ২০০১ সনের ১নং আইনের অকার্যকারীতা

২০০১ সনের সালিস আইনের কোন বিধান এই আইন অনুসারে গঠিত সালিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

১১। সালিসকারীর দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে, ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধি (১৯০৮ সনের ৫নং আইন) অনুসারে একটি দেওয়ানী আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে সালিসকারী অনুসন্ধান এবং অন্যান্য কার্যক্রমে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে-

- (ক) যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সমন জারি করতঃ তাহার উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং শপথগ্রহণপূর্বক তাহার জবানবন্দী নেওয়া;
- (খ) কোন দলিল বা নথি উদ্ধারের জন্য আদেশ প্রদান করা;
- (গ) হলফনামাসহ প্রমাণ/সাক্ষ্য উপস্থাপন;
- (ঘ) সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য কমিশন ইস্যু করা; এবং
- (ঙ) যে কোন আদালত বা অফিস হইতে সরকারি নথি সরবরাহ।

১২। সমন এবং আদেশ জারি

(১) এই আইনের অন্য কোথাও বিধান থাকা এবং সে অনুসারে বিধি প্রণয়ন সাপেক্ষে, এই আইনের অধীনে প্রদত্ত প্রতিটি নোটিশ অথবা আদেশ যাহার নামে প্রদত্ত হইয়াছে অথবা যাহাকে প্রদান করা প্রয়োজন তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে সরবরাহ করা হইবে।

(২) যখন উক্ত ব্যক্তিকে পাওয়া যাইবে না অথবা নোটিশ বা আদেশ পূর্বে উল্লিখিত উপায়ে সরবরাহ করা সম্ভব হইবে না তাহা হইলে নোটিশ অথবা আদেশ উক্ত ব্যক্তির প্রতিনিধিত্বকারী কোন কর্মকর্তা অথবা তাহার পরিবারের কোন প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যদের নিকট প্রদান করা যাইবে, অথবা যদি এই ধরনের প্রতিনিধিত্বকারী কোন কর্মকর্তা অথবা পরিবারের কোন প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যকে পাওয়া না যায় তখন নোটিশ বা আদেশের অনুলিপি উক্ত ব্যক্তির যেখানে বাস করে অথবা ব্যবসা করে অথবা মুনাফার জন্য কাজ করে সেখানকার বাহিরের দরজার অথবা কোন দৃশ্যমান স্থানে লটকাইয়া দিতে হইবে এবং একই সঙ্গে আরেকটা অনুলিপি যে কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা উক্ত আদেশ বা নোটিশ প্রেরণ করিতেছেন তাহার অফিসের কোন দৃশ্যমান স্থানে লটকাইয়া রাখিতে হইবে এবং সম্ভব হইলে তর্কিত সম্পত্তির কোন দৃশ্যমান স্থানে একটি অনুলিপি লটকাইয়া রাখিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা এইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে, উক্ত আদেশ বা নোটিশ যাহাকে সরবরাহ করা প্রয়োজন তাহার সর্বশেষ বাসস্থান অথবা কর্মস্থলে রেজিস্ট্রীকৃত ডাকযোগে প্রেরণ করা হইবে।

১৩। শাস্তি

যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীনে প্রদত্ত কোন আদেশ ভঙ্গ করে অথবা ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করে অথবা উক্ত আদেশ ভঙ্গ করিবার জন্য প্ররোচনা দেয় অথবা প্ররোচনা দেওয়ার চেষ্টা করে অথবা এই আইন বা এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালা অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা অনুমোদিতপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে তাহার কর্ম সম্পাদনের বাধা প্রদান করে তাহা হইলে দায়ী ব্যক্তি ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৪। মুদ্রাঙ্ক শুল্ক ও ফি হইতে অব্যাহতি

এই আইনের অধীনে ঘোষিত কোন রোয়েদাদ স্ট্যাম্প শুল্ক প্রযোজ্য হইবে না এবং এইরূপ রোয়েদাদে সুবিধাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি উক্তরূপ রোয়েদাদের অনুলিপি জন্য কোন ফি প্রদানযোগ্য হইবে না।

১৫। ক্ষতিপূরণ

এই আইন বা অনুরূপ প্রণীত কোন আদেশ বা বিধি অনুসারে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্য বা কার্যের উদ্দেশ্যে কোন কিছুর জন্য, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা: “সরল বিশ্বাসে কৃত কর্ম” বলিতে যথাযথ সতর্কতা এবং মনযোগের সহিত কৃত কর্মকে বুঝাইবে।

১৬। আদালতের এখতিয়ারে বাধা

এই আইনের অন্য কোথাও বিধান থাকা সাপেক্ষে, কোন আদালত এই আইনের অধীনে সালিসকারী প্রদত্ত কোন আদেশ অথবা কৃত কর্মের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা দরখাস্ত গ্রহণ করিবে না এবং এই আইনের অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী কৃতকর্ম অথবা প্রস্তাবিত কর্মের বিরুদ্ধে কোন আদালত নিষেধাজ্ঞা জারি করিবে না।

১৭। ক্ষমতা অর্পণ

সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষণা করিতে পারিবে যে, এই আইনের অধীনে সরকারের উপর ন্যস্ত ক্ষমতা অথবা দায়িত্ব, গেজেটে উল্লিখিত এইরূপ পরিস্থিতিতে এবং শর্তের ভিত্তিতে, যদি থাকে, নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি অথবা কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োগ অথবা পালন করা হইবে।

১৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপরিউল্লিখিত প্রদত্ত কোন ব্যত্যয় না ঘটিয়ে প্রণীত বিধিতে নিম্নলিখিত সকল অথবা যে কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে। যথা:

(ক) সালিসকারী এবং সালিস আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অনুসরণের জন্য কার্যপ্রণালী;

(খ) নির্দেশিত হইয়াছে অথবা হইতে পারে এইরূপ অন্য যে কোন বিষয়।^{১০১}

সামাজিক বনায়ন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী

বর্তমানে সামাজিক বনায়ন সারা বিশ্বব্যাপী ব্যাপক আলোচিত একটি বিষয়। সামাজিক বনায়ন হলো জনসাধারণ বিশেষ করে গ্রামীণ জনগণ এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদেরকে সম্পৃক্ত করে পরিচালিত বনায়ন। বাংলাদেশ পৃথিবীর একটি ঘন বসতিপূর্ণ দেশ। যদিও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য একটি দেশের মোট আয়তনের অন্তত শতকরা ২৫ ভাগ এলাকা বনাবৃত থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে এ পরিমাণ বনভূমি বাংলাদেশে নেই। সত্তরের দশকে দক্ষিণ কোরিয়া সর্বপ্রথম সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির সূচনা করে যার সার্বিক সফলতার প্রেক্ষিতেই উন্নত বিশ্ব মডেল প্রজেক্ট হিসেবে উন্নয়নশীল বিশ্বে সামাজিক বনায়নের ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। বাংলাদেশে ১৯৬২-৬৩ সালে রাজশাহী ও ঢাকায় বন সম্প্রসারণ বিভাগ গঠন এবং ১লা জুন বৃক্ষরোপণ দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। মূলত চারা গাছ উৎপাদন ও বিতরণের জন্য বন সম্প্রসারণ বিভাগ সৃষ্টির পর থেকেই বনায়ন কার্যক্রমের প্রসার ঘটতে থাকে। এরপর আশির দশকে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এ কর্মসূচিকে জোরদার ও সমন্বিত করার জন্য ‘গোষ্ঠী বনায়ন প্রকল্প’ থেকেই মূলত সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির শুরু। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে প্রাথমিকভাবে পরিচালিত সামাজিক বনায়ন প্রকল্পগুলো সার্বিক সফলতা অর্জন করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে, ২০০০ সালে ১৯২৭ সালের বন আইনকে সংশোধন করার জন্য বন (সংশোধন) আইন, ২০০০ পাশ করা হয় এবং এই আইনের ৬ ধারা মোতাবেক সামাজিক বনায়নের বিধান ১৯২৭ সালের বন আইনে সন্নিবেশ করা হয়। ১৯২৭ সালের বন আইনের ২৮ক ধারার (৪) ও (৫) উপধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ২০০৪ সালে সামাজিক বনায়ন বিধিমালা প্রণয়ন করে।

কিন্তু কতিপয় দিক বিবেচনায় এই বিধিমালা এখনো গণমুখী এবং দরিদ্রবান্ধব নয়। এতে বনায়ন এলাকা নির্ধারণের ক্ষমতা এককভাবে বন বিভাগের হাতে অর্পণ করা হয়েছে যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বৈচ্ছাচারিতার জন্ম দেয়। বনায়ন এলাকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট জনগণের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি। বিধিমালাতে উপকারভোগীদের যে তালিকা প্রদান করা হয়েছে তা অসম্পূর্ণ অধিকন্তু এই তালিকা হালনাগাদের বিষয়ে কোন বিধান রাখা হয়নি। বনায়নের জন্য যে ধরনের বৃক্ষ নির্ধারণ করা হবে তা সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিবেশের সাথে কতটুকু সংগতিপূর্ণ হবে এ বিষয়ে কোন বক্তব্য নেই। উপকারভোগী নির্বাচন কার্যক্রমে কোন রকম ব্যত্যয় ঘটলে দায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোন বিধান রাখা হয়নি। সামাজিক বনায়নে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির জরুরী প্রয়োজনে চুক্তিবদ্ধ ভূমি হস্তান্তর সংক্রান্ত কোন বিধান রাখা হয়নি। অযৌক্তিকভাবে এবং আইন বহির্ভূতভাবে সামাজিক বনায়নের কোন আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য প্রতিকারমূলক বিধান অনুপস্থিত।

এ পরিপ্রেক্ষিতে, একটি জনকল্যাণমুখী ও দরিদ্রবান্ধব আইন ব্যবস্থা প্রচলনের লক্ষ্যে ভূমি আইন রিভিউ করার অংশ হিসেবে ২০০৪ সালের সামাজিক বনায়ন বিধিমালাকে রিভিউ করে কতিপয় সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সংশোধনীতে বনায়ন এলাকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এবং যেখানে আদিবাসীগণ বাস করে সেক্ষেত্রে আদিবাসীদের প্রতিনিধির সাথে, যে ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য, পরামর্শ করার বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে। সম্পাদিত চুক্তিনামা যথার্থতা নিরূপণের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক প্রত্যয়নের বিধান প্রস্তাবিত সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে মানুষের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে প্রতি ২ (দুই) বছর পর পর উপকারভোগীদের তালিকা হালনাগাদের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এ জন্য সামাজিক বনায়ন বিধিমালায় বনায়নের জন্য বৃক্ষ নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরিবেশের জন্য সম্ভাব্য ক্ষতির কারণ হতে পারে এরূপ কোন বৃক্ষের বনায়ন যাতে না করা হয় সে জন্য প্রস্তাবিত সংশোধনীতে বিধান রাখা হয়েছে। কোন বনায়ন কার্যক্রমে নিজেকে সম্পৃক্ত করিতে আগ্রহী কোন ব্যক্তিকে যদি অযৌক্তিকভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট আবেদন করে প্রতিকার চাইতে পারবে। আইনবিজ্ঞানে মানুষের

প্রয়োজনীয়তার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়। এ জন্য সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি প্রয়োজনবোধে চুক্তি বলবৎ থাকাকালীন উক্ত ভূমি বা এর আবাদী দ্রব্যাদির অধিকার চুক্তির শর্তসমূহ ভঙ্গ না করে যাতে হস্তান্তর করতে পারেন এ জন্য বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।

এসব সংশোধনিসমূহ গ্রহীত হলে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নতির পাশাপাশি কিছুটা হলেও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। কেননা এটা একদিকে আয়ের উৎস সৃষ্টি করে অন্যদিকে পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়তা করে। ব্যাপকভাবে বৃক্ষ নিধনের ফলে পরিবেশ বিপর্যয়ের বিষয়টি আজ সর্বজন স্বীকৃত। সব ধরনের আত্মঘাতী প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে দেশ মরুভূমিতে পরিণত হবে। বিভিন্নভাবে বনভূমি হ্রাস পাওয়ার কারণে প্রকৃতি ভারসাম্য ধ্বংসের মুখে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল কমে যাওয়ায় অনেক বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। বিরাজমান অবস্থায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিদ্যমান গাছপালা সংরক্ষণ ছাড়াও নতুন করে বন সৃষ্টি ও গাছপালা লাগানো সকলের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জন্য সামাজিক বনায়ন সংক্রান্ত আইনগত ত্রুটি ও জটিলতার নিরসন করা আশু প্রয়োজন।

সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

এই বিধিমালা সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায় -

- (ক) “আবর্তকাল” অর্থ বিধি ১৫ অনুযায়ী নির্ধারিত আবর্তকাল বা মেয়াদ;
- (খ) “উপকারভোগী” অর্থ সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণকারী এবং এই বিধিমালার আওতায় উহার সুবিধাভোগকারী কোন ব্যক্তি;
- (গ) “চুক্তি” অর্থ বিধি ৪ এর অধীন পক্ষগণের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি, এবং সমঝোতা স্মারকও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (ঘ) “তহবিল” অর্থ বিধি ২২ এর অধীন গঠিত বৃক্ষরোপণ তহবিল;
- (ঘঘ) “ফরম” অর্থ এই বিধিমালার ফরম;
- (ঘঘঘ) “ফরেস্ট ভিলেজার” অর্থ বাংলাদেশ ফরেস্ট ম্যানুয়াল পার্ট-২ এর আর্টিকেল ২৮ অনুসারে বন বিভাগের নিবন্ধিত ফরেস্ট ভিলেজার;
- (ঙ) “বেসরকারী সংস্থা” অর্থ the Societies Registration Act, 1860 (Act XXI of 1860) এর অধীনে গঠিত কোন সামাজিক সংগঠন বা the Voluntary Social Welfare Agencies (Registration and Control) Ordinance, 1961 (Ordinance XL VI of 1961) এর অধীনে নিবন্ধিত কোন সংগঠন বা the Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 (Ordinance XL VI of 1978) এর অধীনে এনজিও এ্যাসোসিয়েশন ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত কোন সংগঠন বা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন) এর অধীনে নিবন্ধিত কোন কোম্পানী;
- (চ) “ব্যবস্থাপনা কমিটি” অর্থ বিধি নং ৯ এর অধীন গঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটি;
- (ছ) “স্থানীয় জনগোষ্ঠী” অর্থ এই বিধিমালার অধীন সামাজিক বনায়নে আগ্রহী স্থানীয় জনগোষ্ঠী যাহাদের সামাজিক বনায়নে উপকারভোগী নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা আছে।

৩। সামাজিক বনায়ন এলাকা নির্ধারণ

- (১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বন অধিদপ্তর [সংশ্লিষ্ট জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের (পৌরসভার মেয়র অথবা কমিশনার বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য)]^{১০০} সহিত আলোচনা করিয়া, সাধারণ আদেশ দ্বারা সময় সময় বিভিন্ন বন বিভাগে এক বা একাধিক সামাজিক বনায়ন এলাকা নির্ধারণ করিতে পারিবে।
- (২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন বন বিভাগে একাধিক সামাজিক বনায়ন এলাকা নির্ধারণ করা হইলে উহাদেরকে সংখ্যার ক্রম অনুসারে চিহ্নিত করা যাইবে।

[তবে শর্ত থাকে যে, যেসব এলাকায় আদিবাসী সংগঠন অথবা হেডম্যান অফিস রহিয়াছে সেইসব এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের পাশাপাশি আদিবাসী সংগঠন অথবা হেডম্যান-এর সহিত, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, আলোচনা করিতে হইবে।]^{১০১}

^{১০০} প্রস্তাবিত

^{১০১} প্রস্তাবিত

৪। সামাজিক বনায়ন চুক্তি ও উহার পক্ষগণ

- (১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকালে, নিম্নবর্ণিত পক্ষসমূহ পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে, যথা:
- (ক) বন অধিদপ্তর;
 - (খ) ভূমির মালিক বা দখলী স্বত্বাধীকারী কোন ব্যক্তি অথবা সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা;
 - (গ) উপকার ভোগী; এবং
 - (ঘ) বেসরকারী সংস্থা;
- (২) উপ-বিধি (১) এর অধীন সম্পাদিতব্য চুক্তিতে বন অধিদপ্তর এবং উপকারভোগী অবশ্যই পক্ষ হিসাবে থাকিতে হইবে।
- (৩) সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত ফরমে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে।
- (৪) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, চুক্তিভুক্ত কোন উপকারভোগী বিবাহিত পুরুষ হইলে তাহার স্ত্রীও উপকারভোগী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং চুক্তিভুক্ত কোন উপকারভোগী বিবাহিত মহিলা হইলে তাহার স্বামীও উপকারভোগী হিসাবে গণ্য হইবেন।
- (৫) এই বিধিমালার অধীন চুক্তি বলবৎ থাকাকালীন উপকারভোগী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হইলে তাহারা উভয়েই সম-অংশের ভিত্তিতে উপকারভোগী হিসাবে বহাল থাকিবেন।
- [তবে শর্ত থাকে যে, সম্পাদিত চুক্তিনামা সংশ্লিষ্ট এলাকার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রত্যয়নের জন্য উপস্থাপন করা হইবে এবং উহা উপস্থাপনের ৭ (সাত) কর্ম দিনের মধ্যে প্রত্যয়ন করা হইবে।]^{৪০০}

৫। চুক্তির মেয়াদ ও নবায়ন

- (১) এই বিধিমালার অধীনে কোন চুক্তির মেয়াদ হইবে নিম্নরূপ, যথা:
- (ক) শালবনের ক্ষেত্রে ২০ (বিশ) বৎসর, যাহা মেয়াদান্তে ২ (দুই) কিস্তিতে আবর্তকালের মেয়াদ পর্যন্ত নবায়নযোগ্য হইবে;
 - (খ) প্রাকৃতিক বনের ক্ষেত্রে ২০ (বিশ) বৎসর, যাহা মেয়াদান্তে এক কিস্তিতে আবর্তকালের মেয়াদ পর্যন্ত নবায়নযোগ্য হইবে;
 - (গ) উডলট, কৃষিবনায়ন, স্ট্রিপ প্লানটেশন, চরাঞ্চল, বরেন্দ্র এলাকা এবং অন্যান্য এলাকায় বৃক্ষ রোপণের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১০ (দশ) বৎসর এবং সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) বৎসর, যাহা মেয়াদান্তে ২ (দুই) অথবা ৩ (তিন) কিস্তিতে সর্বোচ্চ ৪০ (চল্লিশ) বৎসর পর্যন্ত নবায়নযোগ্য হইবে;
- (১ক) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে বন অধিদপ্তর এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী [যাহারা সংশ্লিষ্ট এলাকার পৌরসভার মেয়র অথবা কমিশনার বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্যদের প্রতিনিধিত্বে, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, তাহাদের]^{৪০১} যৌথ সম্মতিক্রমে সংশ্লিষ্ট চুক্তির মেয়াদ [এবং বৃক্ষের ধরন]^{৪০২} নির্ধারণ করা যাইবে।
- (২) চুক্তিভুক্ত পক্ষগণের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট চুক্তি মেয়াদান্তে নবায়ন করিতে পারিবেন।
- [তবে শর্ত থাকে যে, পরিবেশের জন্য সম্ভাব্য ক্ষতির কারণ হইতে পারে এইরূপ কোন বৃক্ষ সামাজিক বনায়নের জন্য নির্ধারণ করা হইবে না।]^{৪০৩}

^{৪০০} প্রস্তাবিত

^{৪০১} প্রস্তাবিত

^{৪০২} প্রস্তাবিত

^{৪০৩} প্রস্তাবিত

[৫ক। বনায়নের জন্য সার্টিফিকেট

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক অনুমোদিত বীজ অথবা অনুমোদিত মাতৃগাছের বীজ কেবল বৃক্ষরোপনের জন্য নার্সারীর চারা হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে। সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন দাখিলের ১৫ (পনের) কর্মদিনের মধ্যে বীজ বা চারাগাছ অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করিয়া সার্টিফিকেট প্রদান করা হইবে।^{৪১৪}

[৫খ]^{৪১৫}। স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক সামাজিক বনায়নের আবেদন, তালিকা প্রস্তুত ও অনুমোদন

- (১) সামাজিক বনায়নের উপযোগী কোন ভূমিতে বনায়নে আগ্রহী স্থানীয় জনগোষ্ঠী [বিধি ৫-এর উপবিধি ১ক-তে উল্লিখিত প্রতিনিধির মাধ্যমে]^{৪১৬} বন সংশ্লিষ্ট বীট ও রেঞ্জ কার্যালয়ের মাধ্যমে অথবা সরাসরি বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট ‘ফরম ক’ তে লিখিত আবেদন করিতে পারিবে।
 - (২) উপ-বিধি (১) এর অধীন লিখিত আবেদন প্রাপ্তির পর, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা যথাশীঘ্র সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে উপকারভোগী চিহ্নিত করিতে এবং উপকারভোগীগণকে বনায়নের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে সহায়তা প্রদানের জন্য, ফরেস্ট রেঞ্জারের নীচে নহে এইরূপ, একজন বন কর্মকর্তা নিয়োগ করিবেন।
 - (৩) বন কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট উইনিয়ন পরিষদের সদস্য বা সদস্যবৃন্দ এবং আবেদনকারী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পক্ষে ন্যূনতম ২ (দুই) জন প্রতিনিধি, যাহাদের মধ্যে অন্তত একজন মহিলা থাকিবেন, সমন্বয়ে গঠিত কমিটি বিধি ৬ এর উপ-বিধি (২) অনুযায়ী উপভোগীদের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করিবে।
 - (৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রথমিক তালিকা চূড়ান্ত হইবার পর সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট ‘ফরম খ’ তে একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।
 - (৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা নিম্নলিখিত বিষয়াবলী যাচাই করিবেন:
 - (ক) বনের সহিত নির্বাচিত উপকারভোগীদের সম্পর্ক; এবং
 - (খ) বনায়ন কার্যক্রমে শ্রম বিনিয়োগের প্রদানের সামর্থ্য।
 - (৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন যাচাইয়ের পর, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে সামাজিক বনায়নের লক্ষ্যে, বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১ক) এর বিধান অনুসারে উপকারভোগী নির্বাচনের চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
 - (৭) বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১ক) এর অধীন উপকারভোগী নির্বাচনের পর এবং বিধি ৪ এর অধীন চুক্তি স্বাক্ষরের পর, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা নির্বাচিত উপকারভোগী স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে ‘ফরম গ’ তে সামাজিক বনায়নের অনুমতি প্রদান করিবেন।
- [৮) বিভাগীয় বন কর্মকর্তাকমপক্ষে বৎসরে একবার উপকারভোগীদের তালিকা পুনর্বিবেচনা করিবেন।]^{৪১৭}

৬। উপকারভোগী নির্বাচন, ইত্যাদি

- (১) উপকারভোগীগণ বন অধিদপ্তর কর্তৃক, সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং উক্ত বনায়নের সহিত সম্পৃক্ত বেসরকারি সংস্থার সহিত পরামর্শক্রমে, নির্বাচিত হইবেন।
- (১ক) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটি উপকারভোগী নির্বাচন চূড়ান্ত করিবেন।
- (২) সাধারণভাবে কোন সামাজিক বনায়ন এলাকার এক কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী স্থানীয় অধিবাসীগণের মধ্য হইতে উক্ত এলাকার উপকারভোগী নির্বাচিত হইবেন এবং নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ উপকারভোগী নির্বাচনে প্রাধিকার পাইবেন, যথা:
 - (ক) ভূমিহীন [যিনি আর্থিকভাবে অসহায়^{৪১৮}];

^{৪১৪} পূর্বককার ৫ক এর স্থলে নতুন ৫ক প্রস্তাবিত

^{৪১৫} পূর্বককার ৫ক কে ৫খ হিসেবে প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{৪১৬} প্রস্তাবিত

^{৪১৭} প্রস্তাবিত

^{৪১৮} প্রস্তাবিত

- (খ) ৫০ শতাংশের কম ভূমির মালিক;
- (গ) দুস্থ মহিলা;
- (ঘ) অনগ্রসর গোষ্ঠী;
- (ঙ) দরিদ্র আদিবাসী;
- (চ) দরিদ্র ফরেস্ট ভিলেজার;
- (ছ) অস্থচল মুক্তিযোদ্ধা অথবা মুক্তিযোদ্ধাদের অস্থচল সন্তান;
- (জ) শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি;
- (ঝ) দরিদ্র বিধবা; এবং
- (ঞ) নিরক্ষর যুবক।^{৪৩৩}

- (৩) কোন সামাজিক বনায়ন এলাকার এক কিলোমিটারের মধ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক উপকারভোগী না পাওয়া গেলে উক্ত এলাকার নিকটতম এলাকায় বসবাসকারী অধিবাসীগণের মধ্য হইতে উপকারভোগী নির্বাচন করা যাইবে।
- (৪) নির্বাচিত উপকারভোগীকে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে নিজেকে সম্পৃক্ত করিতে আগ্রহী হইতে হইবে।
- [(৫) উপবিধি (১)-এ বর্ণিত কোন বনায়ন কার্যক্রমে নিজেকে সম্পৃক্ত করিতে আগ্রহী কোন ব্যক্তিকে যদি অযৌক্তিকভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয় তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিতে পারিবে এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, তাহাকে অযৌক্তিকভাবে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে এই মর্মে সন্তুষ্ট হইবার পর উক্ত ব্যক্তিকে উপকারভোগী হিসাবে তালিকাভুক্তির আদেশ প্রদান করিবেন এবং দায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।]^{৪৩৪}

৭। উপকারভোগীদের দায়িত্ব, কর্মব্যবস্থাপনা ইত্যাদি হস্তান্তর

- (১) উপকারভোগীগণ এই বিধিমালার অধীন সম্পাদিত চুক্তির আওতায় তাহার দায়িত্ব ও কর্ম ব্যবস্থাপনা এবং সুবিধা তাহাদেরকে স্ব-স্বস্ত্রী অথবা স্বামী অথবা যে কোন উত্তরাধিকারীকে হস্তান্তর করিতে পারিবে এবং কোন উপকারভোগীর মৃত্যুতে তাহার দায়িত্ব, কর্মব্যবস্থাপনা এবং সুবিধাসমূহ তাহার উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তির উপর বর্তাইবে।
- (২) কোন উপকারভোগীর দায়িত্ব, কর্মব্যবস্থাপনা এবং সুবিধা এই বিধির অধীনে হস্তান্তর করা সম্ভব না হইলে অথবা উপকারভোগীগণ দায়িত্ব, কর্মব্যবস্থাপনা এবং সুবিধা গ্রহণে সম্মত না হইলে অথবা উক্ত উপকারভোগী যুক্তিযুক্ত কারণে সামাজিক বনায়ন পরিত্যাগ করিলে বন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা এইরূপ দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক অন্য কোন ব্যক্তির নিকট উক্ত দায়িত্ব, কর্মব্যবস্থাপনা এবং সুবিধা হস্তান্তর করিতে পারিবে এবং হস্তান্তরিত উপকারভোগী আনুপাতিক হারে সুবিধাসমূহের অধিকারী হইবে।

৮। বেসরকারী সংস্থা নির্বাচন

- (১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকালে বন অধিদপ্তরের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কোন উপজেলার ভৌগলিক সীমানায় অবস্থিত বিভিন্ন সামাজিক বনায়ন এলাকার জন্য এক বা একাধিক বেসরকারী সংস্থা নির্বাচন করিতে পারিবে।
- (২) উপ-বিধি (১) এর অধীন নির্বাচিত হইবার জন্য কোন বেসরকারি সংস্থার নিম্ন বর্ণিত যোগ্যতা সম্পন্ন হইতে হইবে, যথা:
 - (ক) সামাজিক বনায়ন কার্যে সংগঠিতকরণ, উদ্বুদ্ধকরণ ও গতিশীলতা আনয়নে অনূন ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে; এবং
 - (খ) জেলা বা উপজেলা / থানা পর্যায়ে নিজস্ব অফিস থাকিতে হইবে।
- (৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সামাজিক বনায়ন এলাকায় কর্মরত এবং যথাযথ কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলের অধিকারী কোন বেসরকারি সংস্থা অগ্রাধিকার পাইবে।

^{৪৩৩} প্রস্তাবিত

^{৪৩৪} প্রস্তাবিত

৯। ব্যবস্থাপনা কমিটি

(১) সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রত্যেক সামাজিক বনায়ন এলাকায় নিম্ন বর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে সামাজিক বনায়ন ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকিবে, যথা:

(ক) সভাপতি	১ জন;
(খ) সহ-সভাপতি	১ জন;
(গ) সাধারণ সম্পাদক	১ জন;
(ঘ) সহ-সাধারণ সম্পাদক	১ জন;
(ঙ) কোষাধ্যক্ষ	১ জন; এবং
(ছ) সাধারণ সদস্য	৪ জন।

(১ক) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্ন সদস্যদের, যাহাদের মধ্যে অন্তত ২ (দুই) জন মহিলা থাকিবেন, সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:

(ক) সভাপতি	-	১ জন;
(খ) সাধারণ সম্পাদক	-	১ জন;
(গ) কোষাধ্যক্ষ	-	১ জন; এবং
(ঘ) সদস্য	-	১ জন।

(২) এই বিধির অধীন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট সামাজিক বনায়ন এলাকার উপকারভোগীগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন, তবে তাহাদের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ সদস্য মহিলাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন।

১০। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মেয়াদ, ইত্যাদি

- (১) ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মেয়াদ হইবে ২ (দুই) বৎসর এবং তাহারা পুনরায় নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।
- (২) ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্য তাহার মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে সভাপতির বরাবরে লিখিত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

১১। ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব

ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:

- (ক) সামাজিক বনায়নে বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে সহায়তাকরণ;
- (খ) সামাজিক বনায়নের আওতায় সৃষ্ট বনের সুষ্ঠু পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- (গ) উপকারভোগীগণকে তাহাদের দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধকরণ এবং বিধিমালার অধীন তাহাদের যথাযথ সুবিধা প্রাপ্তিতে সহায়তা করণ;
- (ঘ) বৃক্ষরোপণ তহবিল ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা;
- (ঙ) চুক্তিভুক্ত বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ; এবং
- (চ) বন অধিদপ্তর কর্তৃক সময় সময় অর্পিত অন্য কোন দায়িত্ব সম্পাদন।

১২। ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

- (১) এই বিধির অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে ব্যবস্থাপনা কমিটি উহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।
- (২) ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা উহার সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি ৩ (তিন) মাসে ব্যবস্থাপনা কমিটির কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে, এবং জরুরি প্রয়োজনে সভাপতি ৭ (সাত) দিনের নোটিশে যে কোন সময় সভা আহ্বান করিতে পারিবে।

- (৩) সভাপতি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সহসভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহাদের উভয়ের অনুপস্থিতিতে সভায় সদস্যগণের দ্বারা নির্ধারিত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।
- (৪) ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সিদ্ধান্ত উহার সভায় গৃহীত হইবে।
- (৫) সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।
- (৬) কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সদস্যের সমর্থন পাওয়া না গেলে সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সম্মতিতে উক্ত বিষয়টি বিধি ১৪ এর অধীন গঠিত উপদেষ্টা কমিটির নিকট প্রেরণ করা যাইবে এবং উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৩। ব্যবস্থাপনা কমিটির বিলুপ্তি

- (১) কোন ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যান্য দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত সুপারিশের ভিত্তিতে বন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উক্ত ব্যবস্থাপনা কমিটি বাতিল করিতে পারিবেন।
- (২) ব্যবস্থাপনা কমিটি বিধি ১১ অথবা ১২ এর অধীন কোন দায়িত্ব বা কার্য সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হইলে, সংশ্লিষ্ট ফরেস্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা উক্ত কমিটির সভাপতিকে কারণ দর্শনোর নোটিশ প্রদান করিবেন, যাহার অনুলিপি কমিটির অন্যান্য সকল সদস্যকেও প্রদান করিতে হইবে।
- (৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির পর ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে সভাপতি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট ফরেস্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।
- (৪) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উপ-বিধি (৩) এর অধীন বিষয়টি অবহিত হইবার পর উহা সমাধানের চেষ্টা করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে, বিষয়টি সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটিতে প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত কমিটির পরামর্শ গ্রহণক্রমে অভিযুক্ত ব্যবস্থাপনা কমিটি বিলুপ্ত করিতে পারিবেন।

১৪। উপদেষ্টা কমিটি ও উহার দায়িত্ব

- (১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকালে প্রত্যেক সামাজিক বনায়ন এলাকার জন্য সামাজিক বনায়ন উপদেষ্টা কমিটি নামে একটি উপদেষ্টা কমিটি থাকিবে।
- (২) উপ-বিধি (১) এর অধীন উপদেষ্টা কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:
 - (ক) বন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রধান কর্মকর্তা;
 - (খ) বিধি ৮ এর অধীন নির্বাচিতকোন বেসরকারি সংস্থার একজন প্রতিনিধি; এবং
 - (গ) ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক মনোনীত একজন বিশিষ্ট সমাজসেবক, যিনি ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য নহেন।
- (৩) উপদেষ্টা কমিটির দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:
 - (ক) এই বিধিমালার অধীন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটিকে এবং তহবিল ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
 - (খ) ব্যবস্থাপনা কমিটি এই বিধিমালার অধীন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসমর্থ হইলে তৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান।

১৫। আবর্তকাল নির্ধারণ, ইত্যাদি

- (১) উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে, সামাজিক বনায়নের অধীন উৎপন্ন বৃক্ষের আবর্তকাল বন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।
- (২) কোন বৃক্ষের আবর্তকাল উহার রোপণের তারিখ হইতে নিম্নবর্ণিত মেয়াদের অধিক হইবে না, যথা:
 - (ক) শালবনের ক্ষেত্রে ৬০ (ষাট) বৎসর;
 - (খ) প্রাকৃতিক বনের ক্ষেত্রে ৪০ (চল্লিশ) বৎসর; এবং

- (গ) ফলজ বৃক্ষের ক্ষেত্রে উক্ত বৃক্ষ যতদিন স্বাভাবিকভাবে ফল ধারণ করিবে ততদিন।
- (৩) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ব্যতীত নন-টিম্বার ফরেস্ট প্রোডাক্ট বা কোন সামাজিক বনায়ন এলাকার কোন বৃক্ষের ডালপালা ছাটাই, কর্তন বা উৎপাটন করা যাইবে না, যথা:
- (ক) উক্তরূপে কোন বৃক্ষের যথাযথ বর্ধন ও পরিপক্বতার প্রয়োজনে; অথবা
- (খ) উক্তরূপে কোন বৃক্ষের রোগাক্রান্ত হইবার কারণে; অথবা
- (গ) সরকারের কোন উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রয়োজনে; অথবা
- (ঘ) ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বন অধিদপ্তর তকধ্বংগ স্বীকৃত কোন যুক্তিসংগত কারণে।

১৬। সামাজিক বনায়নে বন অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- (১) সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে বন অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করিবে, যথা:
- (ক) উপকারভোগী নির্বাচন;
- (খ) বৃক্ষ রোপণের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- (খখ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে উপকারভোগীগণকে সহায়তা প্রদান ও কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন;
- (গ) সামাজিক বন সৃষ্টি ও উহার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে উপকারভোগীগণকে কারিগরি পরামর্শ প্রদান এবং প্রয়োজনানুযায়ী কোন সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণ;
- (ঘ) ভূমির স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি বা সংস্থা, উপকারভোগী ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের এবং অন্যান্যদের সহিত চুক্তি সম্পাদন;
- (ঙ) সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম এবং বৃক্ষরোপণ তহবিল পরিবীক্ষণ;
- (চ) প্রশিক্ষণ প্রদান;
- (ছ) চূড়ান্তভাবে আহরিত ফসল বাজারজাতকরণ এবং উহা হইতে লব্ধ আয় বিধি ২০ এর অধীন প্রাপকগণের মধ্যে বণ্টন;
- (জ) উপকারভোগীগণ কর্তৃক উপযুক্তমানের বীজ বা চারা মানের উৎপাদনে অসমর্থতার ক্ষেত্রে তাহাদিগকে উক্তরূপে বীজ বা চারা সংগ্রহে সহায়তা করা;
- (ঝ) যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে বা অন্য কোন অসুবিধা করে এইরূপ ডালপালা জরুরী প্রয়োজনে কর্তন করা হয়;
- (ঞ) চুক্তি মোতাবেক বিধি ১৮ তে বর্ণিত কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থ হইলে উপকারভোগীগণের সহিত চুক্তি বাতিল করা ; এবং
- (ট) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী উপকারভোগীগণ কর্তৃক বনজ দ্রব্য সংগ্রহ ও ব্যবহারের প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা প্রণয়ন।
- (২) বন অধিদপ্তর উপ-বিধি (১) এর দফা (খ) ও (ছ) তে বর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটির সহিত আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।
- (৩) বন অধিদপ্তর কর্তৃক এতদউদ্দেশ্যে নিযুক্ত উহার কোন কর্মকর্তা উপকারভোগীগণের সহিত যৌথভাবে স্থানীয় পর্যায়ে মাইক্রো-লেভেল সামাজিক বনায়ন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে, যাহা বন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা দ্বারা অনুমোদিত হইতে হইবে।

১৭। চুক্তিভুক্ত ভূমির মালিক বা দখলী স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি বা সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য

চুক্তিভুক্ত ভূমির মালিক বা দখলী স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি বা সংস্থা-

- (ক) চুক্তি বলবৎ থাকাকালীন চুক্তিভুক্ত ভূমি বা ভূমির সুবিধা এমনভাবে হস্তান্তর করিতে পারিবে না; যাহা সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের জন্য ক্ষতিকর হয়;

- (খ) চুক্তিভুক্ত ভূমিতে রোপিত বৃক্ষের নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা প্রদান করিবে; এবং
(গ) সামাজিক বনায়নে ব্যবহৃত ভূমির জন্য কোন প্রকার চার্জ বা ভাড়া আরোপ করিতে পারিবে না।

[তবে শর্ত থাকে যে, চুক্তিভুক্ত ভূমির মালিক বা দখলী স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি বা সংস্থা বিনিময়, দান, উইল বা বিক্রয়ের মাধ্যমে উক্ত ভূমি হস্তান্তর করিতে পারিবে এবং হস্তান্তরগ্রহীতা ইতঃপূর্বে বন বিভাগের সহিত সম্পাদিত চুক্তির শর্তসমূহ পালনে বাধ্য থাকিবেন।]^{১৯১}

১৮। চুক্তিভুক্ত উপকারভোগীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

চুক্তিভুক্ত উপকারভোগীগণ নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করিবে, যথা:

- (ক) সামাজিক বনায়ন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে অংশগ্রহণ;
(খ) বন অধিদপ্তরের সহিত যৌথভাবে কর্মপরিকল্পনা তর;
(খখ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে বন অধিদপ্তরের সহায়তায় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;
(গ) বৃক্ষরোপণের জন্য চারা উৎপাদন;
(ঘ) বৃক্ষরোপণ ও রোপিত বৃক্ষের যত্ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও রক্ষাকরণ;
(ঙ) অনুমোদিত পরিকল্পনা মোতাবেক বৃক্ষ ঘনত্ব, সুরক্ষণ ও ছাটাইকরণ;
(চ) সামাজিক বনায়ন সংক্রান্ত কোন সভায় আমন্ত্রিত হইলে উপস্থিতি;
(ছ) অনুমোদিত পরিকল্পনা মোতাবেক অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন;
(জ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে বন অধিদপ্তরের সম্মতিক্রমে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা; এবং
(ঝ) ফসল বাজারজাতকরণে সংশ্লিষ্ট বন বিভাগে প্রতিনিধি প্রেরণ।

১৮ক। সামাজিক বনের উপর স্বত্ব বিক্রয়যোগ্য নহে

বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত সামাজিক বনের উপর অর্জিত স্বত্ব বন্ধক, দান, বিনিময় বা অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না।^{১৯২}

১৯। চুক্তিভুক্ত বেসরকারি সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য:

চুক্তিভুক্ত বেসরকারি সংস্থা নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবে, যথা:

- (ক) বন অধিদপ্তরের সহিত যৌথভাবে সামাজিক বনায়নের স্থান নির্বাচন;
(খ) উপকারভোগী নির্বাচনে বন অধিদপ্তরকে সহায়তাকরণ;
(গ) স্থানীয় বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সহিত যৌথভাবে উপকারভোগীগণকে বিভিন্ন গ্রুপে সংগঠিতকরণ এবং সামাজিক বনায়ন সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ;
(ঘ) উপকারভোগী গ্রুপসমূহের মধ্যে অন্যান্য সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা;
(ঙ) বন অধিদপ্তরের চাহিদা অনুসারে উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
(চ) সামাজিকবনায়ন কার্যকররূপে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে উপকারভোগীগণের সহিত সুবিধা ভাগাভাগি চুক্তি সম্পর্কে যথাযথ যোগাযোগ রক্ষাকরণ;
(ছ) কৃষি বন ও উডলট বনের উপকারভোগীগণকে মান সম্পন্ন দ্রব্যাদি সরবরাহ সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখা;
(জ) বৃক্ষ উৎপাদনে সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে বন অধিদপ্তরকে সহায়তাকরণ ও উপকারভোগীগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
(ঝ) আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উপকারভোগীগণকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;

^{১৯১} প্রস্তাবিত

^{১৯২} প্রস্তাবিত

- (ঞ) বনের ঘনত্ব হ্রাসকরণ (thinning) ও বৃক্ষের ডালপালা ছাটাই হইতে আহরিত মধ্যবর্তী সুবিধা এবং চূড়ান্ত ফসল হইতে আহরিত সুবিধাসমূহের বিভিন্ন পক্ষের প্রাপ্য অংশ সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখা এবং উপকারভোগীগণের প্রাপ্য সুবিধা সম্পর্কে তথ্য সংরক্ষণে তাহাদিগকে সহায়তা করণ;
- (ট) উপকারভোগীগণকে বিভিন্ন বনে বনায়ন কর্মকাণ্ডের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন মধ্যবর্তী ফসল উৎপাদনে দিক নির্দেশনা প্রদান;
- (ঠ) উপকারভোগীগণের বিরুদ্ধে বন অধিদপ্তর কর্তৃক অভিযোগ উত্থাপনের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে উহার সমাধানে সহায়তাকরণ;
- (ড) বন অধিদপ্তরের সহিত যৌথভাবে এবং উপকারভোগী ও সমাজের অন্যান্য সদস্যের সহিত পরামর্শক্রমে বর্তমান ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে বাধা ও সুবিধাসমূহ অবহিত হওয়ার জন্য জরিপ পরিচালনা; এবং
- (ঢ) অংশগ্রহণমূলক শাল বন ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য বনায়নের জন্য উপযুক্ত এলাকা নির্বাচন ও চিহ্নিতকরণে বন অধিদপ্তরকে সহায়তাকরণ।

২০। সামাজিক বনায়ন হইতে লব্ধ আয়ের বন্টন

- (১) বিধি ১৫ এর উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত প্রয়োজনে বা উক্ত উপ-বিধিতে বর্ণিত যুক্তিসংগত কারণে ছাটাইকৃত ডালপালা, প্রথম ঘনত্ব হ্রাসকরণ (first thinning) কালে কর্তিত বৃক্ষ, ফলজ বৃক্ষের ফল এবং উৎপাদিত কৃষিজাত ফসল সম্পূর্ণভাবে উপকারভোগীগণ প্রাপ্য হইবেন।
- (২) প্রথম ঘনত্ব হ্রাসকরণ এর পরবর্তীকালে সকল ঘনত্ব হ্রাসকরণকালে এবং আবর্তকাল পূর্ণ হইবার পর কর্তিত বৃক্ষ হইতে লব্ধ আয় বিভিন্ন পক্ষগণের মধ্যে নিম্নবর্ণিত হারে বণিত হইবে, যথা:

- (ক) বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বন ভূমির উডলট ও কৃষি বনের ক্ষেত্রে-

পক্ষ	প্রাপ্য হার
(অ) বন অধিদপ্তর	৪৫%;
(আ) উপকারভোগীগণ	৪৫%; এবং
(ই) বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%।

- (খ) শালবন ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে -

পক্ষ	প্রাপ্য হার
(অ) বন অধিদপ্তর	৬৫%;
(আ) উপকারভোগীগণ	২৫%; এবং
(ই) বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%।

- (গ) বন অধিদপ্তর ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি অথবা সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মালিকানা বা দখলী স্বত্বাধীন সংকীর্ণ ভূমিতে (স্ট্রীপ) বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে -

পক্ষ	প্রাপ্য হার
(অ) বন অধিদপ্তর	১০%;
(আ) ভূমির মালিকানা বা দখলী স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি বা সংস্থা	২০%;
(ই) উপকারভোগীগণ	৫৫%;
(ঈ) স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ	৫%; এবং
(উ) বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%।

- (ঘ) চরভূমি ও ফোরশোর বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে -

পক্ষ	প্রাপ্য হার

(অ) বন অধিদপ্তর	২৫%;
(আ) উপকারভোগীগণ	৪৫%;
(ই) ভূমির মালিক বা দখলকার	২০%; এবং
(ঈ) বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%।

(ঙ) বরেন্দ্র এলাকায় খাড়ি ও পুকুর পাড় পুনর্বাসন ও বনায়নের ক্ষেত্রে

পক্ষ	প্রাপ্য হার
(অ) বন অধিদপ্তর	২৫%;
(আ) উপকারভোগীগণ	৪৫%;
(ই) ভূমির মালিক বা দখলকার	২০%; এবং
(ঈ) বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%।

(চ) শালবন ব্যতীত বিদ্যমান বাগান ও প্রাকৃতিক বনের ক্ষেত্রে-

(অ) বন অধিদপ্তর	৫০%;
(আ) উপকারভোগীগণ	৪০%; এবং
(ই) বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%।

(ছ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে বন বিভাগের ভূমিতে সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে-

(অ) বন অধিদপ্তর	২৫%; এবং
(আ) উপকারভোগীগণ	৭৫%।

(জ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে সরকারি, আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ভূমিতে সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে-

(অ) বন অধিদপ্তর	১০%;
(আ) উপকারভোগীগণ	৭৫%; এবং
(ই) ভূমির মালিক সংস্থা	১৫% ;।

(৩) সরকার উপ-বিধি (২) এর অধীন লব্ধ আয় বণনের হার সময় সময় পরিবর্তন করিতে পারিবে।

২১। বেসরকারি সংস্থার সার্ভিস চার্জ, প্রশিক্ষণ ব্যয় ও ফি ইত্যাদি

প্রত্যেক বেসরকারি সংস্থা এই বিধিমালার অধীন উহার দায়িত্ব পালনের জন্য এবং উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হারে সার্ভিস চার্জ, প্রশিক্ষণ ব্যয় ও ফি প্রাপ্ত হইবে।

২২। বৃক্ষরোপণ তহবিল ও উহার ব্যবহার

- (১) প্রত্যেক সামাজিক বনায়ন এলাকার জন্য বৃক্ষরোপণ তহবিল নামে একটি তহবিল থাকিবে।
- (২) তহবিল বিধি ২০ এর অধীন সামাজিক বনায়ন হইতে লব্ধ আয়ের নির্ধারিত অংশ জমা হইবে।
- (৩) প্রথম আবর্তকাল পরবর্তী সকল বৃক্ষরোপণ ও উহার পরিচর্যা ব্যয়ভার তহবিল হইতে বহন করা হইবে।
- (৪) উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত ব্যয় বহনের পর তহবিলে অর্থ উদ্ধৃত থাকিলে উহা বন উন্নয়ন অথবা উপকারভোগীগণ কর্তৃক নার্সারী ও বাগান সৃষ্টিসহ বৃক্ষভিত্তিক কর্মকাণ্ড ও সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য ব্যবহার করা যাইবে।
- (৫) তহবিলের অর্থ স্থানীয় যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ত তফসীলী ব্যাংকে এসটিডি (STD) হিসাবে জমা থাকিবে এবং ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক গৃহীত ও উপদেষ্টাগণ কর্তৃক সম্মত একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে তহবিল ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে উক্ত তহবিলের একাউন্ট হইতে অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।
- (৬) তহবিল ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি কর্তৃক তহবিলের হিসাব যথাযথরূপে রক্ষিত হইবে এবং তহবিলের হিসাব সংক্রান্ত সকল বহি, বিবরণী, নথিপত্র উপকারভোগী এবং উপদেষ্টাদের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

২৩। তহবিল ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি

- (১) বৃক্ষরোপণ তহবিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য তহবিল ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে।
- (২) নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে তহবিল ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি গঠিত হইবে, যথা:
 - (ক) ব্যবস্থাপনা কমিটির সহ-সভাপতি, যিনি উহার সভাপতি হইবেন, পদাধিকার বলে;
 - (খ) ব্যবস্থাপনা কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক, পদাধিকার বলে; এবং
 - (গ) ব্যবস্থাপনা কমিটির কোষাধ্যক্ষ, যিনি উহার সদস্য-সচিব হইবেন, পদাধিকার বলে।

২৪। ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে সামাজিক বনায়ন

- (১) যে কোন ব্যক্তি স্থায়ী মালিকানা বা দখলী স্বত্বাধীন ভূমিতে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বন অধিদপ্তরের নিকট আবেদন করিতে পারিবে।
- (২) বন অধিদপ্তর উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন পত্র বিবেচনা করিয়া আবেদনপত্রে বর্ণিত ভূমিতে এই বিধিমালা অনুযায়ী সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।
- (৩) বন অধিদপ্তর ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে বিনিয়োগ করিলে আবাদী দ্রব্যাদি পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে পক্ষগুলোর মধ্যে বণ্টিত হইবে।

[তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি যিনি সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আবেদন করেছিলেন তিনি চুক্তি বলবৎ থাকাকালীন উক্ত ভূমি বা ইহার আবাদী দ্রব্যাদির অধিকার চুক্তির শর্তসমূহ ভঙ্গ না করিয়া হস্তান্তর করিতে পারিবেন এবং হস্তান্তরগ্রহীতা উক্ত চুক্তি দ্বারা বাধ্য থাকিবেন।

তবে আরো শর্ত থাকে যে, হস্তান্তরকারী হস্তান্তর দলিল সম্পাদনের ১৫ (পনের) দিন পূর্বে জেলার বন কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করিবেন।]]^{১১১}

২৫। বিরোধ মীমাংসা

- (১) যথাচিত আনুপাতিক সুবিধাসহ সামাজিক বনায়ন চুক্তির ব্যাখ্যা প্রদান অথবা কার্যকরকরণ পদ্ধতি অথবা কোন অবস্থা সম্পর্কিত যে কোন বিরোধ নিম্নলিখিত ব্যক্তি অথবা কমিটির দ্বারা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হইবে:
 - (ক) ব্যবস্থাপনা কমিটির দ্বারা, যদি বিরোধটি উপকারভোগীদের মধ্যে উদ্ভব হয়;
 - (খ) সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তা দ্বারা, যদি বিরোধটি ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং উপকারভোগীদের মধ্যে উদ্ভব হয়;
 - (গ) একজন কর্মকর্তা দ্বারা, যদি বিরোধটি বন কর্মচারী এবং ব্যবস্থাপনা কমিটি অথবা বন কর্মচারী; এবং উপকারভোগীদের মধ্যে উদ্ভব হয়।
- (২) বিধি (১) এর অধীন কোন মীমাংসার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যান বা তাহার অবর্তমানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট আপীল করা যাইবে এবং তাহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

২৬। জাতীয় পরামর্শ ফোরাম গঠন

সামাজিক বনায়নের সহিত সম্পর্কিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন, সংলাপ আদান-প্রদান ও সুশীল সমাজের ব্যাপক অংশগ্রহণ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে বন অধিদপ্তর, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, একটি জাতীয় পরামর্শ ফোরাম গঠন করিবে যাহাতে [আদিবাসীসহ]^{১১২} অন্যান্য উপকারভোগীদের প্রতিনিধিত্ব থাকিবে।

২৭। বন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন

এই বিধিমালার কোন বিধান প্রয়োগ বা ভঙ্গের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি মামলার কারণ উদ্ভব হইবার ১৫ (পনের) কর্মদিনের মধ্যে বন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং বন ম্যাজিস্ট্রেট আবেদন প্রাপ্তির ২ (দুই) মাসের মধ্যে উক্ত আবেদনের উপর সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।]]^{১১৩}

^{১১১} প্রস্তাবিত

^{১১২} প্রস্তাবিত

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
ডঃ শোয়েব আহমেদ
সচিব।

ফরম “ক”

[বিধি-৫ক (১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বন অধিদপ্তর

স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক সামাজিক বনায়নের আবেদন

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা

.....

আমরা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ.....রেঞ্জ/SFNTC এর আওতাধীন.....বিট/SFPC
এলাকায় তফসিলে বর্ণিত ভূমিতে সামাজিক বনায়ন করিতে আগ্রহী। আমাদেরকে উক্ত ভূমিতে বনায়নের অনুমতি
দেওয়ার জন্য আবেদন করিতেছি।

তফসিল

ভূমির তথ্য

(ক) ভূমির প্রকার- বন ভূমি/স্ট্রীপ/খাস/চর..... পরিমাণ-হেক্টর/কি:মি:/[একর/শতাংশ]***

(খ) ভূমির মালিক-

(গ) ভূমির বর্তমান অবস্থা-

(ঘ) ভূমির অবস্থান:

মৌজা-

দাগ নং-

উপজেলা-

জেলা-

(ঙ) ম্যাপ-

বাগানের তথ্য

(ক) কিধরণের বাগান সৃজনে আগ্রহী- উডলট/কৃষি/স্ট্রীপ/অন্যান্য-

(খ) বৃক্ষ প্রজাতির নাম-

(গ) উপকারভোগীর সংখ্যা-

(ঘ) বাগান সৃজনে অর্থের উৎস-

(ঙ) অর্থের পরিমাণ-

স্বাক্ষর ও পূর্ণ নাম (ঠিকানা সহ)

১।

২।

৩।

ফরম “খ”

[বিধি-৫ক (৪) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বন অধিদপ্তর

স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক সামাজিক বনায়নের বন কর্মবর্তার প্রতিবেদন

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা

.....বিভাগ

আমরা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ.....রেঞ্জ/SFNTC এর আওতাধীন.....বিট/SFPC

এ তফসিলভুক্ত ভূমিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করিবার জন্য সুপারিশ করা হইল/হইল না।

তফসিল

ভূমির তথ্য

(ক) ভূমির প্রকার- বন ভূমি/স্ট্রীপ/খাস/চর..... পরিমাণ-হেক্টর/কি:মি:/[একর/শতাংশ]^{০০১}

(খ) ভূমির মালিক-

(গ) ভূমির বর্তমান অবস্থা

(ঘ) ভূমির অবস্থান:

মৌজা-

দাগ নং-

উপজেলা-

জেলা-

(ঙ) ম্যাপ-

বাগানের তথ্য

(ক) কি ধরনের বাগান সৃজনে আগ্রহী- উডলট/কৃষি/স্ট্রীপ/অন্যান্য-

(খ) বৃক্ষ প্রজাতির নাম-

(গ) উপকারভোগীর সংখ্যা-

(ঘ) বাগান সৃজনে অর্থের উৎস-

(ঙ) অর্থের পরিমাণ-

স্বাক্ষর

বন কর্মকর্তার নাম-

পদবী-

তারিখ-

ফরম “গ”

[বিধি-৫ক (৭) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বন অধিদপ্তর

স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক সামাজিক বনায়নের অনুমতি

স্থানীয় জনগণ কর্তৃক.....রেঞ্জ/SFNTC এর আওতাধীন.....বিট/SFPC এ নিম্ন

তফসিলভুক্ত ভূমিতে সামাজিক বনায়নের অনুমতি দেওয়া হইল। বাগান সৃজন.....আর্থিক সালের মধ্যে সম্পন্ন
করিতে হইবে। অন্যথায় অনুমতি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

তফসিল

ভূমির তথ্য

(ক) ভূমির প্রকার- বন ভূমি/স্ট্রীপ/খাস/চর..... পরিমাণ- হেক্টর/কি:মি:/[একর/শতাংশ]^{১০০}

(খ) ভূমির মালিক-

(গ) ভূমির বর্তমান অবস্থা-

(ঘ) ভূমির অবস্থান:

মৌজা-

দাগ নং-

উপজেলা-

জেলা-

(ঙ) ম্যাপ-

বাগানের তথ্য

(ক) কি ধরনের বাগান সৃজনে আগ্রহী- উডলট/কৃষি/স্ট্রীপ/অন্যান্য-

(খ) বৃক্ষ প্রজাতির নাম-

(গ) উপকারভোগীর সংখ্যা-

(ঘ) বাগান সৃজনে অর্থের উৎস-

(ঙ) অর্থের পরিমাণ-

গবেষণা দল

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত (প্রধান গবেষক)

বিচারপতি কাজী এবাদুল হক

এ. কে. এম. জহির আহমেদ

অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ

ড. এ. কে. এম. হেলাল-উজ-জামান

টি. আই. এম. নুরুন নবী চৌধুরী

এ্যাডভোকেট কাওসার আহমেদ

অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত

আসমার ওসমান

গবেষণা সহযোগীবৃন্দ

এ্যাডভোকেট অলিউল ইসলাম

এ্যাডভোকেট আফরিন আহমেদ

এ্যাডভোকেট জহিরুল আলম

এ্যাডভোকেট ধীমান চন্দ্র মন্ডল

এ্যাডভোকেট ফারহানা খান

এ্যাডভোকেট ফারিহা তাবাসুন্ম সিমু

এ্যাডভোকেট মুজিবুল হক পাভেল

এ্যাডভোকেট মেরিনা সুলতানা

এ্যাডভোকেট শারমিন সুলতানা

এ্যাডভোকেট শেখ সাদী রহমান

জলমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী



Human Development Research Centre

humane development through research and action

www.hdrc-bd.com

সহযোগিতায়

মানুষের জন্য

manusher jonno

promoting human rights and good governance

ঢাকা, জুলাই ২০১৬

সূচিপত্র

প্রেস্কাপট	১
জলমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী	৩
সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০১৪	৫
শিরোনাম: নীতিমালাটি সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৪ হিসেবে গণ্য করতে হবে	৫
অনুচ্ছেদ ১-৩৫	৫-২১

প্রেক্ষাপট

ভূমি সম্পদের জনক। বাংলাদেশের মানুষ ও অর্থনীতির বড় অংশ ভূমিনির্ভর। এদেশের উন্নয়নে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি অবিনশ্বর উৎপাদন ক্ষমতার অধিকারী; কর্মসংস্থান, খাদ্য, বাসস্থান ও আর্থিক নির্ভরতার এক বড় সহায়ক। ভূমির উপর অধিকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার পরিমাপক; ক্ষমতাকাঠামোর ভিত্তি ও জীবনযাত্রার অবস্থা নির্ণয়ের অন্যতম প্রধান সূচক। ভূমির উপযোগমূল্য যথেষ্ট, এর বাজারমূল্য ক্রমাগত বাড়ে। ভূমির কোন অবচয় নেই। ভূমির অধিকার আন্তঃপ্রজন্মগত বংশপরম্পরায় ভোগ্য।

প্রায় ১৬ কোটি মানুষের আমাদের এই দেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার। দেশের মোট ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ একর ভূমির ৬০ শতাংশ কৃষি জমি। প্রতিদিন কমছে দেশের আবাদী ভূমির পরিমাণ। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের সাথে ভূমিহীনতার সম্পর্ক নিবিড়। অথচ, এদেশের প্রায় ৫৯ শতাংশ খানা ভূমিহীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে—বিশেষ করে, কৃষির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর—ভূমিহীনতাই তাদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

ভূমির পরিমাণ সীমিত। জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়লেও ভূমির পরিমাণ বাড়ছে না—বাড়ছে ভূমির অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতা। সহিংসতা, ফটকা-ব্যবসা, দুর্নীতি, জবরদখল, প্রতারণা, ও প্রবঞ্চনার ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়তই—বাড়ছে ভূমিহীনের সংখ্যা, বলপূর্বক অভিবাসন, বৈষম্য ও দারিদ্র্য।

দেশে প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে ভূমি নিয়ে বিরোধ, দশকের পর দশক ধরে ভূমি-সংক্রান্ত চলমান আইনি জটিলতাগুলো চরম আকার ধারণ করেছে। এতে সর্বস্বান্ত হচ্ছে অনেক মানুষ, বাড়ছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। অন্যদিকে ভূমি প্রশাসনের অদক্ষতা, ভূমি রেজিস্ট্রেশন এবং ভূমি জরিপ কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা, নামজারীর ক্ষেত্রে জটিলতা, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ভূমি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল, খাস জমি বিতরণে অনিয়ম, জলমহাল, বালুমহাল ও চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অনিয়ম ও প্রায়োগিক সমস্যা ইত্যাদি দেশের অধিকাংশ মানুষকে ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

ভূমির অধিকার নিয়ে বিরোধ, শোষণ, দুর্নীতি, প্রতারণা ও দরিদ্র মানুষের সীমাহীন দুর্গতির পিছনে সূক্ষ্ম আইনি বিষয় ও জটিলতা বহুলাংশে দায়ী। বাংলাদেশে ভূমি সংশ্লিষ্ট আইনগুলো সেকেলে। অনেক আইন দরিদ্র-বান্ধব নয়; প্রান্তিক মানুষ ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনগুলো যথাযথও নয়। এমনকি কোনো কোনো আইন একে অন্যের সাথে সাংঘর্ষিক। বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগও নেই। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিতামূলক যে আইনি-কাঠামো প্রয়োজন তার অনুপস্থিতিও ব্যাপক। খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন; সর্বোপরি, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি প্রচলিত আইনগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে আনীত আইনের সংশোধনীগুলোও কাজিত লক্ষ্য পূরণ করেনি; এমনকি, অতি সাম্প্রতিক সংশোধনীগুলোও প্রায়োগিক দিক থেকে দরিদ্রবান্ধব এবং জনকল্যাণমুখী হয়ে উঠতে পারেনি। এটি সহজেই বোধগম্য যে, বর্তমানে প্রচলিত ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জটিল এবং অগোছালো অবস্থায় রয়েছে। আরো হতাশার ব্যাপার, প্রচলিত আইনগুলোর অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, দরিদ্রবান্ধব-নীতির অনুপস্থিতি এবং প্রায়োগিক সমস্যা অসংখ্য ভূমি বিরোধ ও ভূমি মামলার জন্ম দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব জটিলতার সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালীরাই শেষ পর্যন্ত ভূমির দখল নিয়ে নেয় আর দরিদ্র, প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো ভূমির অধিকার হারায়। তাই, ভূমি বিষয়ে সবগুলো আইনকে অধিকার-ভিত্তিক ও সুসমঞ্জস একটি কাঠামোর মধ্যে এনে প্রয়োজনীয় সংস্কার নিশ্চিত করতে না পারলে দরিদ্র, প্রান্তিক ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা কখনো সম্ভব নয়। কাজেই, সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে তথ্য-নির্ভর গবেষণার মাধ্যমে

আইনি বিষয়গুলো এমনভাবে পুনর্নির্ধারণ করা উচিত যাতে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নে ‘বাদ পড়া’ জনগোষ্ঠীকে ‘অন্তর্ভুক্ত’ করা সম্ভব হয়।

এই সব বাস্তবতার অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’-এর সহযোগিতায় গবেষণা সংস্থা ‘হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)’ এ-বিষয়ে একটি নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করেছে। “বাংলাদেশের ভূমি আইন: একটি অধিকার-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও প্রস্তাবিত পরিবর্তন” শীর্ষক এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে প্রচলিত ভূমি আইনগুলোর কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ নতুন আইন প্রস্তাব করা। বাংলাদেশে প্রচলিত সব ভূমি আইন এবং ভূমি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র বিশ্লেষণ, দরিদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন ও নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমি আইনে বিদ্যমান অব্যবস্থাপনা, অপশাসন, শোষণ-বঞ্চনামূলক প্রক্রিয়া ও কার্যবিধি সংক্রান্ত আইনি দিকগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে। শুধু আইনি পর্যালোচনা নয়, বরং ভূমি আইনের নানান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতেও তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণায়। অধিকারভিত্তিক, প্রান্তিক ও দরিদ্র-বান্ধব এবং জেডার সংবেদনশীল এই গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন—প্রায় ২,৫০০ পৃষ্ঠার—ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবার সুবিধার্থে ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো পৃথক পৃথক খন্ডে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি খন্ড প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ এবং সুপারিশসহ (প্রস্তাবিত আইন বা সংশোধনীসহ) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণাভিত্তিক প্রকাশনা।

ইংরেজি ভাষায় রচিত সেই গবেষণাকর্মের প্রাসঙ্গিক আইনী টেক্সটসমূহ (ইংরেজিতে রচিত বিদ্যমান আইনসমূহসহ) বাংলায় অনুবাদ করে একটি পৃথক প্রকাশনা করা হয়েছে। আলাদা আলাদা ২০টি খন্ডে অনূদিত এই প্রকাশনার বিষয়-ভিত্তিক প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনীসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপ:

১. পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
২. অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৩. ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৪. কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৫. বালুমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৬. চরের জমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৭. চিংড়িমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৮. দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৯. আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কিত আইন (বন আইনসহ): প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১০. জলমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১১. অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১২. পাথরমহাল সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৩. ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১৪. ভূমি রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৫. ভূমি জরিপ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৬. চা বাগানের ভূমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৭. ট্রাস্ট সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৮. ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৯. অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
২০. ওয়াক্ফ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী

এই গবেষণাপত্রটি উক্ত ২০ খন্ডের একটি।

জলমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী

নদীমাতৃক বাংলাদেশের জীবনধারা পানিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। পানি এদেশের জনগণের কল্যাণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। বাংলাদেশে পানির উৎস হচ্ছে প্রধানত বৃষ্টিপাত, ভূগর্ভ এবং ভূপরিষ্ক জলাধারসমূহ। ভূপরিষ্ক উৎসগুলির মধ্যে রয়েছে হাওর, বাওর, বিল, ঝিল, পুকুর, ডোবা, হ্রদ, দীঘি, খাল, নদী, সাগর ইত্যাদি যেগুলো জলমহাল নামে পরিচিত। এরূপ জলমহাল বদ্ধ বা উন্মুক্ত হতে পারে। বদ্ধ জলমহালের নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে এবং উন্মুক্ত জলমহালের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে না। বাংলাদেশে এরূপ জলমহালের সর্বমোট সংখ্যা ২৬,২৭৫ যেগুলোর সর্বমোট আয়তন প্রায় ৫৭৪,৩৫৬ একর। মিঠাপানির গুরুত্বপূর্ণ উৎস এই জলমহাল শুধু জলজ জীববৈচিত্রের ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করে না, একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং জীবন-যাপনও একে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। আমাদের দেশের ১ কোটি ২৫ লাখ লোকের জীবিকা মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল। ১৩ লক্ষ মৎস্যজীবীর সার্বক্ষণিক পেশা মৎস্য আহরণ। স্বাদু পানির আয়তনের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান দশম এবং অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদনে বিশ্বে আমাদের অবস্থান ৪র্থ। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এ খাতের অবদান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। মোট কৃষিজ আয়ের এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ শতকরা ২২ ভাগ আসে এ খাত থেকে। জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান শতকরা ৪ ভাগেরও বেশী। সমগ্র জনগোষ্ঠীর প্রাণীজ আমিষের দৈনিক চাহিদার শতকরা ৬০ ভাগ আসে মাছ থেকে।

মৎস্য সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ উৎস এই জলমহালসমূহ থেকে অতীতকালে জেলেরা প্রথাগতভাবে মৎস্য আহরণ করতো। কখনো কখনো টোল দিতে হতো আবার কখনো আহরিত মাছের একটি অংশ তৎকালীন সরকার প্রধানের নিকট অর্পণ করতে হতো। ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালুর ফলে জামিনদারগণ জলমহালের মালিকানা লাভ করে এবং ফলে জেলেরা জলমহালসমূহে মৎস্য আহরণের সরাসরি অধিকার হারায়। দীর্ঘকালব্যাপী চলমান বঞ্চনার কিছুটা অবসান হয় যখন ১৯৫০ সালে জমিদারি ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে। তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব বিভাগ জলমহালসমূহের মালিকানা লাভ করে। পরবর্তীকালে প্রত্যেক জেলার জেলা প্রশাসকের হাতে সংশ্লিষ্ট এলাকার জলমহাল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বর্তায়। জেলা প্রশাসকগণ উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে নির্দিষ্ট মেয়াদে জলমহালসমূহ ইজারা প্রদান করেন। দেখা যায় যে, জলমহালের দখল পাওয়ার পর ইজারা গ্রহীতাগণ দখলপ্রাপ্ত জলমহালকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি গণ্য করে অধিক মুনাফার আশায় জলজ জীববৈচিত্রকে ধ্বংস করে নির্বিচারে মৎস্য সম্পদ আহরণ করে। ভূমি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় সময়ে সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও প্রকৃত মৎস্যজীবীদের পরিবর্তে প্রভাবশালীরাই বিভিন্ন উপায়ে লাভবান হয়েছে। প্রকৃত মৎস্যজীবী এবং মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের বিষয়টি অগ্রাহ্য হওয়ায় ২০০৫ সালে গৃহীত সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এরপর ২০০৯ সালে “সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯” নামে নতুন নীতি গৃহীত হয়।

কিন্তু প্রচলিত নীতি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে এই নীতিও কিছু ত্রুটির কারণে দরিদ্রবান্ধব এবং জনকল্যাণমুখী হয়ে উঠতে পারেনি। প্রচলিত নীতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের জন্য মৎস্য চাষ সংক্রান্ত কারিগরি প্রশিক্ষণের কোন বিধান রাখা হয়নি। জলমহালের যে ইজারামূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা দরিদ্র মৎস্যজীবীদের সাধের বাইরে। ফলে ধনীরাই জলমহাল ইজারা পেয়ে যায়। প্রচলিত নীতি অনুসারে জলমহালের ইজারার মেয়াদ মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নয়। ফলে, মৎস্য সম্পদের টেকসই উন্নয়নের কথা না ভেবে কম সময়ে লাভ নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট মৎস্য নিধন করতে গিয়ে জলজ জীববৈচিত্র ধ্বংস করা হয়। জলমহালের ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি যৌথ মালিকানা-নীতি (পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ) প্রচলিত

^১ জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০০৯ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ অনুযায়ী। তারিখ: ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ৫ শ্রাবণ ১৪১৬, ৩০ জুলাই ২০০৯

আছে যার মাধ্যমে বিত্তবানরা (যারা প্রকৃত মৎস্যজীবী নয়) অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ পায় যা প্রকৃত মৎস্যজীবীদের বঞ্চিত করে। জলমহাল ইজারা সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দৈনিক পত্রিকায় এবং ওয়েবসাইটে প্রচার করা হলেও গরীব মৎস্যজীবীর কাছে পৌঁছায় না। যিনি মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন তিনিই মৎস্যজীবী। কিন্তু প্রভাবশালী মহল মিথ্যা পরিচয়ে জলমহালের দখল নেয়। ফলে প্রকৃত মৎস্যজীবীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলমহাল ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের বিধানও প্রচলিত নীতিতে অনুপস্থিত।

এ পরিপ্রেক্ষিতে, অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, দরিদ্রবান্ধব-নীতির অনুপস্থিতি এবং প্রায়োগিক সমস্যা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে প্রচলিত জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিকে পর্যালোচনা করে দরিদ্রবান্ধব, নারীবান্ধব এবং জনকল্যাণমুখী করে তোলার জন্য কতিপয় সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত নীতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের জন্য মৎস্য চাষ সংক্রান্ত কারিগরি প্রশিক্ষণের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে। ইজারামূল্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকার পরিবর্তে ৪০০০/- (চার হাজার) টাকা থেকে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সংশোধনীতে ইজারার মেয়াদ ৩ (তিন) বছর থেকে বৃদ্ধি করে ১০ (দশ) বছর থেকে ১৫ (পনের) বছরের মধ্যে রাখার কথা বলা হয়েছে। জলমহালের ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি যৌথ মালিকানা-নীতি (পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ) বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হয়েছে। জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণের বিধান প্রস্তাবিত সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, [২০১৪]^২

শিরোনাম: নীতিমালাটি সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, [২০১৪] হিসেবে গণ্য করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১. দেশের খাস জলাশয় ও জলমহালসমূহ প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনুকূলে বন্দোবস্ত প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া এবং রাজস্ব আয়ের পাশাপাশি মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে সরকার জনস্বার্থে ‘সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, [২০১৪]’ প্রণয়ন করেছেন।

অনুচ্ছেদ ২. প্রকৃত মৎস্যজীবী, মৎস্যজীবীদের সংগঠন, জলমহাল এর সংজ্ঞা:

- (ক) যিনি প্রাকৃতিক উৎস থেকে মাছ শিকার এবং বিক্রয় করিয়াই প্রধানত: জীবিকা নির্বাহ করেন তিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী বলে গণ্য হবে।
- (খ) প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সংগঠন স্থানীয় পর্যায়ে সমবায় অধিদপ্তরে বা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হলে স্থানীয় জলমহাল ব্যবস্থাপনা বা ইজারায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে কোন সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নয়, তবে সে সমিতি কোন সরকারি জলমহাল বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য হবে না। কোন ব্যক্তি বা কোন অনিবন্ধিত সমিতি সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনায় আবেদন করতে পারবে না।
- (গ) জলমহাল বলতে এমন জলাশয়কে বুঝাবে যেখানে বছরের একটি সময় বা সারা বছর জলমগ্ন থাকে এবং যা হাওর, বাওল, বিল, ঝিল, পুকুর, ডোব, হ্রদ, দীঘি, খাল, নদী, সাগর ইত্যাদি নামে পরিচিত। এরূপ জলমহাল বদ্ধ বা উন্মুক্ত হতে পারে। বদ্ধ জলমহালের নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে এবং উন্মুক্ত জলমহালের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে না।

অনুচ্ছেদ ৩. সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরিত জলমহাল:

- (ক) সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে যে সকল জলমহাল মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং পরবর্তীকালে ন্যস্ত করা হবে সেই সকল জলমহালের ব্যবস্থাপনা সমঝোতা স্মারকের আলোকে এবং প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করবেন। তবে কোন সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ শেষ হলে এবং নবায়ন করা না হলে তা ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাছে ন্যস্ত হবে এবং ভূমি মন্ত্রণালয় বিধি মোতাবেক উক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনা করবেন। ন্যস্তকৃত এ সকল জলমহালের বার্ষিক ইজারামূল্য/রাজস্ব/আয় প্রতি বছর সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ৩০ চৈত্রের মধ্যে সরকারের “জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১” কোডে জমা প্রদান করবেন। প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জমাকৃত অর্থের বিবরণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ে ৩০শে বৈশাখের মধ্যে প্রেরণ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট অনুলিপি প্রদান করবেন।

- (কক)(১) সাধারণভাবে অনুমোদিত প্রকল্প দলিল (উচ্চ) অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদ অথবা ৬ (ছয়) বৎসর, এ দু’য়ের মধ্যে যা কম, সেই মেয়াদের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত/কার্যকর হবে।

^১ “২০১৩” এর পরিবর্তে “২০১৪” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে

^২ “২০১৩” এর পরিবর্তে “২০১৪” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে

^৩ “২০১৩” এর পরিবর্তে “২০১৪” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রকল্পের মেয়াদ ৬ (ছয়) বছরের অধিক হলে, প্রয়োজন অনুযায়ী প্রথম ৬ (ছয়) বছর পর অনধিক ৬ (ছয়) বছরের জন্য দ্বিতীয় মেয়াদে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে, সমঝোতা স্মারকটি নবায়ন করা যাবে। এরূপ নবায়নের প্রয়োজন হলে, সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার অন্তত: ৬ (ছয়) মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

- (২) সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে কোন জলমহাল হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাব পাওয়া গেলে ভূমি মন্ত্রণালয় প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে উক্ত জলমহাল বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন সংগ্রহ করবে।
- (খ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরিত জলমহাল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যাতে প্রকৃত মৎস্যজীবী বা মৎস্যজীবীদের সংগঠন অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে। [টেকসই ব্যবহারের জন্য যথাযথ পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।]
- (গ) বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/প্রকল্পে ন্যস্তকৃত জলমহালগুলো প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুসারে যথাযথভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে কি না এবং সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধিতে জলমহালগুলোর ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি বছর ৩০শে চৈত্রের মধ্যে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। [প্রকল্পভুক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করার দায়িত্ব মৎস্য বিভাগের কাছে অর্পণ করা হবে”।]
- (ঘ) প্রকল্পভুক্ত কোন জলমহাল বর্ণিত প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী উন্নয়ন কার্যক্রমসহ মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধিতে যদি কাজিত সুফল দিতে না পারে, তবে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কারণ ব্যাখ্যা করে উক্ত জলমহালের ইজারা বাতিলের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে পারবে। ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক তা অনুমোদনের পর ভূমি মন্ত্রণালয় উক্ত জলমহালগুলোর ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করবে।
- (ঙ) কোন জলমহাল প্রাকৃতিক কারণে ভরাট হয়ে সংকুচিত হলে কিংবা মৎস্য ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকলে জেলা ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় খননের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রেরণ করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ৪. ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা:

- (ক) যুব সমাজের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত সকল বদ্ধ সরকারি জলাশয়সমূহ যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ইজারা প্রদানের জন্য ইতোপূর্বে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছিল, তা আর অব্যাহত থাকবে না। ২০ একর পর্যন্ত সকল বদ্ধ সরকারি জলমহালসমূহ ইজারার মেয়াদ শেষ হলে অন্যান্য জলমহালের মত ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে, এবং যুব মৎস্যজীবীদের (যাদের বয়স ১৮-৩৫ বছরের মধ্যে)^{*} নিবন্ধিত সমিতি অগ্রাধিকার পাবে।
- (খ) ২০ একর পর্যন্ত জলমহাল/পুকুর ইজারা প্রদানের জন্য উপ-অনুচ্ছেদ (ক) এর অধীন কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি পাওয়া না গেলে, সমাজ ভিত্তিক মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনার অনুকরণে, কেবল সংশ্লিষ্ট পুকুর/জলমহালের কাছাকাছি অবস্থানে বসবাসরত নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে এতদুদ্দেশ্যে গঠিত ও সমবায় অধিদপ্তর কিংবা

* প্রস্তাবিত

* “জেলা কমিটির মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরপর দুই বৎসর যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত কোন প্রকল্পভুক্ত জলমহাল কাজিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হলে উক্ত প্রকল্পভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহাল ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রত্যাৰ্পিত হবে এবং ভূমি মন্ত্রণালয় বিধি মোতাবেক উক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনা করবেন” বাক্যটি বিলুপ্ত করে “প্রকল্পভুক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করার দায়িত্ব মৎস্য বিভাগের কাছে অর্পণ করা হবে” বাক্যটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

* প্রস্তাবিত

সমাজ সেবা অধিদপ্তরে স্থানীয় অফিসে নিবন্ধিত একক সমিতিতে সংশ্লিষ্ট জলমহাল/পুকুর ৩ (তিন) বছর মেয়াদে ইজারা প্রদান করা যাইবে:

- (ক) বেকার যুবক;
- (খ) মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযোদ্ধার সন্তান;
- (গ) যুব মহিলা;
- (ঘ) বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা;
- (ঙ) আনসার, ভিডিপি ও গ্রাম পুলিশ সদস্য; এবং
- (চ) দরিদ্র ও অসচ্ছল ব্যক্তি।

তবে, কোন পরিবার থেকে একাধিক ব্যক্তি এ সমিতির সদস্য হতে পারবে না।

- (গ) এ অনুচ্ছেদের দফা (খ) এর অধীন কোন জলমহাল/পুকুর ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে একর প্রতি বার্ষিক ১৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা হারে ইজারা মূল্য নির্ধারিত হবে এবং সরকার সময়ে সময়ে আদেশ দ্বারা এ হার পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ৫. “জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি” কর্তৃক ২০ একরের উর্ধ্ব বদ্ধ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা:

“জাল যার জলা তার” এই নীতির আলোকে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনুকূলে [২০ (বিশ) একরের উর্ধ্ব] জলমহাল ব্যবস্থাপনা প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণীয় হবে:

- (১) নির্দিষ্ট জলমহালে নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি যা সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত, সে সমিতি বা সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবে, কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবে না।

শর্ত থাকে যে, উক্ত সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতীত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকে যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন, তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবে না।

আরো শর্ত থাকে যে, প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি যারা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত, যেখানে প্রকৃত মৎস্যজীবী ছাড়া অন্য কোন সদস্য নেই, তারাও আবেদনে অংশ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবে।

আরো শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী সমবায় সমিতি বা অন্য কোন সমিতি, বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণস্বরূপ জেলা বা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করবে ও বিগত ২ (দুই) বৎসরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করবে। তবে নতুন নিবন্ধনকৃত মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রমাণের দরকার হবে না।

- [(২) প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি গঠন এবং নিবন্ধন করার জন্য প্রকৃত মৎস্যজীবীদেরকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সংবাদপত্র, বেসরকারি সংস্থা, সেমিনার এবং মাইকিং করে বা প্রয়োজনে টোল পেটানোর মাধ্যমে প্রচারণার কর্মসূচি শুরু করতে হবে।]

- [(৩)]^{১০} নির্দিষ্ট ফরমে আবেদনপত্র দাখিলের সময় প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমিতি তাদের সদস্যদের নামের তালিকা (প্রত্যেক সদস্যের পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি এবং^{১১} ঠিকানা সহ) এবং নির্বাহী সদস্যদের নামের তালিকা (প্রত্যেক সদস্যের পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি এবং^{১২} ঠিকানা সহ) সংযুক্ত করবে এবং একইসাথে তার অনুলিপি উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট দাখিল করবে।
- [(৪)]^{১৩} উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থানীয়ভাবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে বা পরবর্তীকালে জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকলে জরিপের মাধ্যমে উপজেলাধীন জলমহালসমূহের পার্শ্ববর্তী এলাকায়/গ্রামে/তীরে বসবাসকারী এ নীতিতে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী আবেদনকারী সমিতির সদস্যদের তালিকা যাচাই করবেন। যদি যাচাই করে দেখা যায় যে, সমিতির দেয়া তালিকায় সকলে প্রকৃত মৎস্যজীবী তাহলে উপজেলা ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির বিবেচনার জন্য প্রত্যয়ন পত্র দিবেন বা প্রকৃত মৎস্যজীবী না হলে তা চিহ্নিত করে দিবেন।
- [(৫)]^{১৪}(ক) ২০ (বিশ) একরের উর্ধ্বে সরকারি জলমহালসমূহ যা স্থানীয় মৎস্যজীবী/জেলা সংগঠনের অনুকূলে ৩ (তিন) বছরের জন্য নিবন্ধনকৃত। ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি আলাপ আলোচনা তথা সমঝোতার ভিত্তিতে [১০ (দশ)]^{১৫} বছর মেয়াদে স্থানীয়ভাবে নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিতে বন্দোবস্ত প্রদান করবেন।
- (খ) জেলা প্রশাসক প্রতি বছর মাঘ মাসে বন্দোবস্তযোগ্য জলমহালগুলোর তালিকা (তফসিল সহ) তৈরি করে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসের নোটিশ বোর্ডে লটকিয়ে দিবেন। প্রতিটি জলমহালের বিগত ৩ (তিন) বছরের ইজারা মূল্যের গড় নির্ধারণ করে এটার উপর ৫% বর্ধিত হারে ইজারা মূল্য ধার্য করে সরকারি ইজারামূল্য নির্ধারিত হবে এবং এর কম মূল্যে কোন সরকারি জলমহাল ইজারা দেয়া যাবে না। যদি গত ৩ (তিন) বছরের ইজারামূল্য পাওয়া না যায় তবে নিয়ম মোতাবেক জেলা প্রশাসক উক্ত জলমহালের/জলমহালসমূহের সরকারি মূল্য নির্ধারণ করবেন।
- (গ) জেলা প্রশাসক নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতির কাছে জলমহাল বন্দোবস্ত দেয়ার লক্ষ্যে আবেদন আহবান করে একটি বিজ্ঞপ্তি দৈনিক প্রত্নিকায়, জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে [এবং উপজেলা প্রশাসন ও ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে]^{১৬} প্রকাশ করবেন। আবেদন আহবানের ১০ (দশ) কর্মদিনের মধ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্দিষ্ট ফরমে (পরিশিষ্ট-ক) আবেদনপত্র জমা প্রদান করতে হবে। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট জলমহালের কাছাকাছি/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে বলে উল্লেখ থাকবে। [মাইকিং করে বা প্রয়োজনে ঢোল পেটানোর মাধ্যমে প্রচারণার কাজ করতে হবে।]^{১৭} ইজারা দেয়ার জন্য শুধু রেজিস্ট্রিকৃত প্রকৃত মৎস্য সংগঠনকে আবেদন করার আমন্ত্রণ জানানো হবে।
- (ঘ) এ নীতিতে উল্লেখিত সংজ্ঞা ও যোগ্যতা অনুযায়ী আগ্রহী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি বা সমিতিতে জেলা/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিবের সীল সম্বলিত স্বাক্ষর সহ নির্দিষ্ট ফরমে (পরিশিষ্ট-ক)

^{১০} “২” এর স্থলে “৩” প্রস্তাবিত

^{১১} প্রস্তাবিত

^{১২} প্রস্তাবিত

^{১৩} “৩” এর স্থলে “৪” প্রস্তাবিত

^{১৪} “৪” এর স্থলে “৫” প্রস্তাবিত

^{১৫} “৩ (তিন) বছর” এর পরিবর্তে “১০ (দশ) বছর” প্রস্তাব করা হয়েছে

^{১৬} প্রস্তাবিত

^{১৭} প্রস্তাবিত

আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির গঠনতন্ত্রের কপি (নির্বাচিত নির্বাহী কমিটি, প্রশংসাপত্র এবং ব্যাংক একাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রসহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও সত্যায়িত ছবি) সংযোজন করতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি [১০ (দশ) বৎসর]^{১০} মেয়াদী লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহাল এর মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে। আবেদন অসম্পূর্ণ থাকলে তা বাতিলযোগ্য হবে। অতিরিক্ত মৎস্য উৎপাদন রোধ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ইজারার মেয়াদ ১০-১৫ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে। ইজারার মেয়াদের মধ্যে কোন শর্ত ভঙ্গ করলে উক্ত ইজারা সাথে সাথে বাতিল বলে গণ্য হবে।^{১১}

- (ঙ) আবেদনকারী কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন তাহলে উক্ত সমিতি জলমহালে বন্দোবস্তের অযোগ্য বিবেচিত হবে। এছাড়া আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি যেগুলো বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণস্বরূপ জেলা/উপজেলা সমবায়/সমাজসেবা কর্মকর্তা (যেখানে যা প্রযোজ্য) কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করবে এবং সাথে বিগত ৩ (তিন) বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। তবে নতুন সংগঠনের/সমিতির জন্য অডিট রিপোর্টের প্রয়োজন হবে না।
- (চ) জলমহালটি যে জেলায় অবস্থিত সংশ্লিষ্ট জলমহালের তীরবর্তী বা কাছাকাছি সেই জেলার প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতিকে জলমহালটি ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করতে হবে।
- (ছ) মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিতে যাচাই বাছাই এর ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন/সমিতি এর কোন জঙ্গি সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বের কোন জলমহালের ইজারা মূল্য পরিশোধে খেলাপী হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিতে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে না।
- (জ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা মূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসেবে আবেদনকারী তার আবেদনের সাথে দাখিল করবে। লীজপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লীজমানির সাথে উক্ত টাকা সমন্বয় করা হবে। লীজপ্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরত প্রদান করা হবে।
- (ঝ) জমাকৃত আবেদনপত্র জেলা প্রশাসক যাচাই বাছাই করবেন এবং জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন। জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, [২০১৪]^{১২} এর যাবতীয় শর্ত বিবেচনা করে জেলা কমিটি উক্ত আবেদনপত্রগুলোর বিষয়ে যাবতীয় দিক পর্যালোচনা করে যোগ্য মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতির তালিকা অনুমোদন করবেন। আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট জলমহালের জন্য যদি একটিমাত্র উপযুক্ত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পাওয়া যায় তাহলে সেই সংগঠন/সমিতির নামে বন্দোবস্ত প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তবে একাধিক সংগঠন/সমিতি যদি একই পদ্ধতিতে উপযুক্ত নির্বাচিত হয় তাহলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটি প্রকৃত নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিতে সংশ্লিষ্ট জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করতে পারবে।

^{১০} “৩ (তিন) বৎসর” এর পরিবর্তে “১০ (দশ) বৎসর” প্রস্তাব করা হয়েছে

^{১১} প্রস্তাবিত

^{১২} “২০১৩” সংখ্যাটির স্থলে “২০১৪” সংখ্যাটি প্রস্তাবিত

- (এ৪) সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, বা তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোন অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- (ট) কোন কারণে কোন জলমহাল সঠিকভাবে বন্দোবস্ত প্রদান করা না গেলে জেলা প্রশাসক খাস সংগ্রহের মাধ্যমে উক্ত জলমহাল ব্যবস্থাপনা করবেন।
- (ঠ) বন্দোবস্ত গ্রহীতা সংশ্লিষ্ট জলমহালের বৎসর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্বলিত তথ্য জেলা প্রশাসকের অবগতির জন্য পেশ করবে। তাছাড়া জেলা/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/জেলা প্রশাসন/উপজেলা নির্বাহী অফিসার সময়ে সময়ে জলমহালগুলোর ব্যবস্থাপনা সরেজমিন পরিদর্শন করবেন এবং কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে আইন/বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- (ড) জেলা প্রশাসকের/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় থেকে জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য আবেদন ফরম যার মূল্য হবে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা যা অফেরতযোগ্য হবে এবং এ অর্থ সরকারি নির্দিষ্ট কোডে (জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১) জমা করতে হবে।
- (ঢ) লীজ গ্রহীতা কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠিকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করে থাকে, তাহলে জেলা প্রশাসক উক্ত লীজ বাতিল করে দিবেন এবং জমাকৃত লীজমানি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করবেন। উক্ত লীজগ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবে না। লীজগ্রহীতার লীজ বাতিল হওয়ার পর সাব-লীজ চালানোর কোন অজুহাত অনুমতি দেয়া যাবে না এবং এরূপে হস্তান্তরগ্রহীতাকে জলমহালের দখল থেকে অনতিবিলম্বে উৎখাত করা হবে।^{১১}
- [(৬)]^{১২} কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন/সমিতি দুইটির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না।
- [(৭)]^{১৩} ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাদীন ২০ (বিশ) একরের উর্ধ্বে বদ্ধ জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য নিম্নরূপ জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে:
- (ক) [জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রশাসক]-----সভাপতি^{১৪}
- (খ) [জেলা প্রশাসক]-----সহসভাপতি^{১৫}
- (গ) পুলিশ সুপার -----সদস্য
- (ঘ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) -----সদস্য
- (ঙ) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা -----সদস্য
- (চ) জেলা সমবায় কর্মকর্তা -----সদস্য
- (ছ) উপ পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর -----সদস্য

^{১১} প্রস্তাবিত^{১২} “৫” এর স্থলে “৬” প্রস্তাবিত^{১৩} “৬” এর স্থলে “৭” প্রস্তাবিত^{১৪} “জেলা প্রশাসক” এর স্থলে “জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রশাসক” প্রস্তাব করা হয়েছে^{১৫} প্রস্তাবিত^{১৬} প্রস্তাবিত

- (জ) নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড ----- সদস্য
- (ঝ) উপ পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর ----- সদস্য
- (ঞ) বিভাগীয় বন সংরক্ষক/সহকারী বন সংরক্ষক ----- সদস্য
- (ট) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ----- সদস্য
- (ঠ) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ----- সদস্য
- (ড) অনুমোদিত মৎস্যজীবী সংগঠনের ২ (দুই) জন প্রতিনিধি
- (জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক মনোনীত) ----- সদস্য
- (ঢ) ক্ষুদ্র কৃষক সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) ----- সদস্য
- (ণ) নারী সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) ----- সদস্য
- (ত) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি) ----- সদস্য-সচিব

সভাপতিসহ ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) সদস্য নিয়ে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কোরাম গঠিত হবে। এ সভায় সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে কোন প্রতিনিধি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না। আন্তঃজেলা জলমহালের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের নির্দেশে তার অধীনস্থ যে কোন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসকের স্থলে কমিটির সভাপতি হবেন এবং সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের জেলা প্রশাসকগণ জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য থাকবেন। আন্তঃজেলা জলমহালের ক্ষেত্রে উক্ত জলমহালের অবস্থান যেই জেলায় অধিক হবে সেই জেলার উপরে উল্লেখিত সকলকে সদস্য এবং রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টরকে সদস্য-সচিব করে বিভাগীয় কমিশনার আন্তঃজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করবে। জেলা জলমহাল ব্যবস্থা কমিটি মাঝে মাঝে সভা করে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনুকূলে যে সকল জলমহাল ইজারা দেয়া হয়েছে তা পরিবীক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

- [(৮)]^{১১} সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্যগণ জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির উপদেষ্টা থাকবেন।
- [(৯)]^{১২} প্রতি বছর ইজারায়োগ্য জলমহালের তালিকা তৈরি করে জেলা প্রশাসকগণ প্রতি বছরের ১লা মাঘ থেকে জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন আহবান করবেন।
- [১০]^{১৩} ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে নতুন জলমহালের অন্তর্ভুক্ত, কোন জলমহাল বিলুপ্তি এবং কোন জলমহালের আয়তন হ্রাস/বৃদ্ধি ও তফসিল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের পূর্বে জেলা প্রশাসকগণ বিভাগীয় কমিশনারের অনুমতি গ্রহণ করবেন।
- [(১১)]^{১৪} জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা মূল্যমানের জলমহালসমূহের বন্দোবস্তের প্রস্তাব জেলা প্রশাসক অনুমোদন করবেন। জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন সমবায় সমিতি/সমিতি সংক্ষুব্ধ হলে ও জামানতের অর্থ ফেরত না নিয়ে থাকলে উক্ত সিদ্ধান্তের ৭ (সাত) কর্মদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের কাছে আপিল দায়ের

^{১১} “৭” এর স্থলে “৮” প্রস্তাবিত

^{১২} “৮” এর স্থলে “৯” প্রস্তাবিত

^{১৩} “৯” এর স্থলে “১০” প্রস্তাবিত

^{১৪} “১০” এর স্থলে “১১” প্রস্তাবিত

করতে পারবে এবং বিভাগীয় কমিশনার [১৫ (পনের) কর্মদিনের]^{১০} মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করবেন। বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের সর্বশেষ ধাপ হিসেবে সিদ্ধান্তের ৭ (সাত) কর্মদিনের মধ্যে ভূমি আপিল বোর্ডের কাছে আপিল দায়ের করা যাবে এবং ভূমি আপিল বোর্ড ১৫ (পনের) কর্মদিনের মধ্যে চূড়ান্তভাবে আপিল নিষ্পত্তি করবেন।

জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার উর্ধ্বে মূল্যমানের জলমহালসমূহ বন্দোবস্তের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসক ৫ (পাঁচ) কর্মদিনের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবেন। বিভাগীয় কমিশনার ১০ (দশ) কর্মদিনের মধ্যে প্রস্তাবটি অনুমোদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে জেলা প্রশাসকের নিকট ফেরৎ পাঠাবেন। আন্তঃজেলা জলমহাল বন্দোবস্তের প্রস্তাব বিভাগীয় কমিশনার অনুমোদন করবে। বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদনে অংশগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট সমিতি যদি জামানত ফেরত না নিয়ে থাকলে ১৫ (পনের) কর্মদিনের মধ্যে সর্বশেষ ধাপ হিসেবে ভূমি আপিল বোর্ডে আপিল দায়ের করতে পারবে। ভূমি আপিল বোর্ড ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিনের মধ্যে চূড়ান্তভাবে আপিল নিষ্পত্তি করবেন।

[(১২)]^{১১} জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত/ইজারাপ্রাপ্ত প্রকৃত মৎসজীবী সংগঠন/সমিতি প্রথম বছরের সাকুল্য ইজারামূল্য সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫ (পনের) কর্মদিনের মধ্যে ‘জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১’ নং কোডে জমা প্রদান করতে হবে। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা চুক্তি সম্পাদন পূর্বক জেলা প্রশাসক অনতিবিলম্বে জলমহালের দখল ইজারা গ্রহীতাকে বুঝিয়ে দিবে। জামানতের অর্থ শেষ বছরের ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে। ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে জেলা প্রশাসক ইজারা বাতিল করবে এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

[(১৩) ইজারাপ্রাপ্ত বা ইজারা পাওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তি বা সংগঠন যদি জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত কোন বিষয়ে সরকার বা জেলা প্রশাসকের কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্য মোকদ্দমা করতে আগ্রহী হয় তাহলে এ নীতিতে বর্ণিত সকল পদক্ষেপ গ্রহণ অস্ত্রে এ মর্মে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে নোটিশ প্রদান করবেন এবং নোটিশ প্রেরণের ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিন সমাপ্ত হওয়ার পর নোটিশের একটি অনুলিপি আরজির সাথে সংযুক্ত করে মোকদ্দমা দায়ের করতে পারবে।]^{১২}

অনুচ্ছেদ ৬. উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনা:

(১) উপজেলা পর্যায়ে জলমহাল ব্যবস্থাপনা, তদারকি ও পরিবীক্ষণের জন্য উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন হবে নিম্নরূপ:

(ক) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান----- চেয়ারম্যান]^{১৩}

^{১০} “৭ (সাত) কর্ম দিন” এর স্থলে “১৫ (পনের) কর্ম দিন” প্রস্তাব করা হয়েছে

^{১১} “১১” এর স্থলে “১২” প্রস্তাবিত

^{১২} প্রস্তাবিত

^{১৩} “উপজেলা নির্বাহী অফিসার-----আহবায়ক” শব্দগুলো “উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান----- চেয়ারম্যান ” শব্দগুলো দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে

- (খ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার -----[ভাইস-চেয়ারম্যান]^{১০}
- (গ) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা-----সদস্য
- (ঘ) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা -----সদস্য
- (ঙ) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা -----সদস্য
- (চ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা -----সদস্য
- (ছ) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট থানা -----সদস্য
- (জ) উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা -----সদস্য
- (ঝ) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা -----সদস্য
- (ঞ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান -----সদস্য
- (ট) অনুমোদিত মৎসজীবী সংগঠনের ২ (দুই) জন প্রতিনিধি
(উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক মনোনীত) -----সদস্য
- (ঠ) স্থানীয় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত) -----সদস্য
- (ড) উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক সংগঠনের একজন প্রতিনিধি
(উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)-----সদস্য
- (ঢ) উপজেলা পর্যায়ে নারী সংগঠনের একজন প্রতিনিধি
(উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)-----সদস্য
- (ণ) সহকারী কমিশনার (ভূমি) -----সদস্য-সচিব
- যে উপজেলায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) নেই, সেই উপজেলায় উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। [চেয়ারম্যানসহ]^{১১} ন্যূনতম [৬ (ছয়) জন]^{১২} সদস্য নিয়ে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কোরাম গঠিত হবে।
- (২) [সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন।]^{১৩}
- (৩) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম:
- (ক) ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ সরকারি জলমহালের ব্যবস্থাপনা উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত হবে। এ নীতি অনুসারে ৫ নং অনুচ্ছেদের [(১), (৩), (৪), (৫) ও (১২)]^{১৪} এ বর্ণিত জেলা জলমহাল

^{১০} প্রস্তাবিত

^{১১} “আহবায়কসহ” শব্দটি “চেয়ারম্যানসহ” শব্দটি দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে

^{১২} “৫ (পাঁচ) জন” এর স্থলে “৬ (ছয়) জন” প্রস্তাবিত

^{১৩} “উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে এক নম্বর উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য/সদস্যগণ এবং দুই নম্বর উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন সংশ্লিষ্ট এলাকার উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান।” শব্দগুলোর স্থলে “সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন” শব্দগুলো প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{১৪} “(১), (২), (৩), (৪) ও (১১)” সংখ্যাগুলো “(১), (৩), (৪), (৫) ও (১২)” সংখ্যাগুলো দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে

ব্যবস্থাপনা কমিটি যে পদ্ধতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি সরকারি বদ্ধ জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত করবেন, সেই একই পদ্ধতি, উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুসরণ করে জলমহাল ইজারা/ব্যবস্থাপনা দিবে।

- (খ) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি ২০ একর পর্যন্ত জলমহালসমূহ প্রতি [১০ (দশ) বছরের] জন্য ইজারা প্রদান করবে। কোন জলমহাল একাধিক উপজেলা সংশ্লিষ্ট হলে, বেশির ভাগ জলমহাল যেই উপজেলায় অবস্থিত সেই উপজেলায় কমিটি হবে এবং বাকি অংশবিশেষ যেই উপজেলা/উপজেলাসমূহে অবস্থিত হবে সেই সকল উপজেলা/উপজেলাসমূহ সহকারী কমিশনার (ভূমি) সদস্য হিসেবে সংযুক্ত হবে।
- (গ) সংশ্লিষ্ট উপজেলার অন্তর্গত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমিতিগুলোর কার্যক্রম বিধি মোতাবেক চলছে কি না তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা;
- (ঘ) যেই সকল সমবায় সমিতি/সমিতি/ইজারা গ্রহীতা জলমহাল ব্যবস্থাপনার আওতায় জলমহাল ইজারা গ্রহণ করেছে; সেইগুলি ইজারার শর্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে কি না তা পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করা;
- (ঙ) জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক চাহিত তথ্য/মতামত/সুপারিশ প্রেরণ করা/প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা;
- (চ) জরিপপূর্বক প্রকৃত মৎস্যজীবীদের তালিকা তৈরির ব্যবস্থা করা (ছবিসহ);
- (ছ) উপজেলায় ভৌগোলিক সীমায় অবস্থিত সকল জলমহাল এর ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করে মতামত ও সুপারিশসহ একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন (ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দিষ্ট ছকে) প্রতি বছর ১৫ চৈত্রের মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবে।
- (৪) কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমিতি/প্রতিষ্ঠান দুটির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না।
- (৫) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন সমবায় সমিতি/সমিতি সংক্ষুব্ধ হলে ও জামানতের অর্থ ফেরত না নিয়ে থাকলে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৭ (সাত) কর্মদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাছে আপিল দায়ের করতে পারবে এবং জেলা প্রশাসক ৫ (পাঁচ) কর্মদিনের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করবে। জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সর্বশেষ ধাপ হিসেবে ৭ (সাত) কর্মদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের কাছে আপিল দায়ের করা যাবে এবং বিভাগীয় কমিশনার ১৫ (পনের) কর্মদিনের মধ্যে চূড়ান্তভাবে আপিল নিষ্পত্তি করবেন।
- (৬) ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে নতুন জলমহালের অন্তর্ভুক্তি, কোন জলমহাল বিলুপ্তি এবং কোন জলমহালের আয়তন হ্রাস/বৃদ্ধি ও তফসিল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের পূর্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ জেলা প্রশাসকের অনুমতি গ্রহণ করবে।
- (৭) প্রতি বছর ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকা তৈরি করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ প্রতি বছর ১ (এক) মাঘ থেকে জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন আহবান করবে।

অনুচ্ছেদ ৭. উপজেলা প্রকল্পের আওতায় ২০ (বিশ) একরের উর্ধ্বে বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনা:

- (১) মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, প্রকৃত মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ‘উন্নয়ন প্রকল্পের’ আওতায় ২০ (বিশ) একরের উর্ধ্বে সীমিত সংখ্যক বদ্ধ জলমহাল ৬ (ছয়) বছরের জন্য ভূমি

“৩ (তিন) বছর” এর পরিবর্তে “১০ (দশ) বছর” প্রস্তাব করা হয়েছে

মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিতে ইজারা দেয়া যাবে।
আগ্রহী সমিতির আবেদনপত্রের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে:

- (ক) উন্নয়ন প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ (প্রকল্প ছকে);
- (খ) প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশনের সত্যায়িত কপি;
- (গ) নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সকল সদস্যের নাম, ঠিকানা ও ছবি;
- (ঘ) আবেদনকারী সমিতির প্রত্যেক সদস্য প্রকৃত মৎস্যজীবী এ মর্মে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে প্রত্যয়ন পত্র;
- (ঙ) প্রকৃত মৎস্যজীবী মাছ চাষ, শিকার ও বিপণনের সাথে জড়িত আছেন ও থাকবে এবং জলমহাল ইজারা পেলে, নিজেরাই তা পরিচালনা করবে এমন অঙ্গীকারনামা;
- (চ) সভাপতি, সম্পাদক ও উক্ত সমিতির কাছে সরকারি কোন বকেয়া রাজস্ব পাওনা আছে কি না এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন সার্টিফিকেট মামলা আছে কি না জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র।
- (২) ‘উন্নয়ন প্রকল্পের’ আওতায় কোন জলমহাল ইজারা পাওয়ার জন্য কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত সময়সীমার ভিতর আবেদন করলে তৎপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাৰ্ণে প্রতিবেদন চাওয়া হবে। জেলা প্রশাসক, জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় উল্লেখিত অনুচ্ছেদ ৭ (১) এর তথ্যাবলীসহ উক্ত সমিতির যোগ্যতা ও কার্যক্রম যাচাই বাছাই করে মতামতসহ একটি সুনির্দিষ্ট প্রতিবেদন ২ (দুই) মাসের মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।
- (৩) প্রতি বছর ৩০শে ফাল্গুন এর মধ্যে এ ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা যাবে। এর পরে কোন আবেদন গ্রহণ করা হবে না। তবে এ নীতি, [২০১৪]^{১০} জারির বছরে, সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে ১৫ শ্রাবণ ১৪১৬ পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।
- (৪) আবেদনকারী সমিতিসমূহ তাদের আবেদনের সাথে তাদের প্রদত্ত ইজারা মূল্যের ২০% জামানতস্বরূপ ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার সংযুক্ত করে দিবে। উক্ত টাকা ইজারা প্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের ইজারামূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে।
- (৫) জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি যদি কোন প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অনুকূলে কোন জলমহাল ‘উন্নয়ন প্রকল্পের’ আওতাই ইজারা প্রদানের জন্য এ নীতিতে উল্লেখিত ৭ (১), ৭ (২), ৭ (৩) ও ৭ (৪) অনুচ্ছেদের আলোকে জামানত ও সুপারিশসহ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন সেক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয় ৪ (চার) মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অবহিত করবে এবং এ সময়ের জন্য উক্ত জলমহালটির ইজারা কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। মন্ত্রণালয়ে এজন্য একটি কমিটি থাকবে এবং আবেদন গ্রহণ বা বাতিল বা ইজারা প্রদান সংক্রান্ত এ কমিটির যে কোন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। কমিটির গঠন হবে নিম্নরূপ:

^{১০} “২০০৯” এর পরিবর্তে “২০১৪” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে

- (ক) মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়-----সভাপতি
- (খ) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়-----[সহসভাপতি]^{৯৯}
- (গ) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়-----সদস্য
- (ঘ) অতিরিক্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়-----সদস্য
- (ঙ) যুগ্মসচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়-----সদস্য
- (চ) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), ভূমি মন্ত্রণালয়-----সদস্য
- (ছ) সংশ্লিষ্ট উপসচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়-----সদস্য সচিব

কমিটি প্রয়োজনে যে কোন সভায় কোন কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ জানাতে পারবে। [চেয়াম্যানসহকারে ৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কমিটির সভার জন্য কোরাম হবে।]^{১০০}

- (৬) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোন জলমহাল ইজারার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের ইজারা মূল্য বা বিগত ৩ (তিন) বছরের ইজারা মূল্যের মধ্যে যা বেশি হয় উহার মূল্যের উপর কমপক্ষে ২৫% বর্ধিত হারে ইজারা মূল্য নির্ধারণ করতে হবে এবং ১ম বছরের নির্ধারিত ইজারা মূল্যই পরবর্তী ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর আদায় করতে হবে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ বছরে এ ইজারা মূল্য আরো ২৫% বৃদ্ধি পাবে এবং সেই অনুযায়ী তা আদায় হবে।
- (৭) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোন জলমহাল কোন প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অনুকূলে নির্ধারিত মূল্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় ইজারা/বন্দোবস্তের প্রস্তাব অনুমোদন করলে, প্রস্তাব অনুমোদনের ১৫ (পনের) কর্মদিনের মধ্যে ইজারা/বন্দোবস্তগ্রহীতা প্রথম বছরের সাকুল্য ইজারা মূল্য সংশ্লিষ্ট জেলায় (জলমহাল ও পুকুর ইজারা -১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১নং কোডে) জমা প্রদান করবে। প্রথম বছরের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা চুক্তি সম্পাদন পূর্বক জেলা প্রশাসক অনতিবিলম্বে জলমহালটির দখল বন্দোবস্ত গ্রহীতাকে বুঝিয়ে দিবেন। দ্বিতীয় বছরের সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। জামানতের অর্থ শেষ বছরের ইজারামূল্যের সাথে সমন্বয় হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইজারা/বন্দোবস্ত জেলা প্রশাসক বাতিল করবেন এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ কোন অবস্থাতেই আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।
- (৮) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইজারাকৃত জলমহালগুলো প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুসারে যথাযথভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে কি না এবং সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে কি না জলমহালটির ব্যবস্থাপনা সেরেজমিনে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি বছর ৩০শে চৈত্রের মধ্যে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। প্রতিবেদন মূল্যায়ন করে ভূমি মন্ত্রণালয় জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।
- (৯) কোনক্রমেই কোন প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ০১ (এক) টির অধিক জলমহাল উন্নয়ন প্রকল্পে ইজারা/বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না।

^{৯৯} “সদস্য” শব্দটির পরিবর্তে “সহ-সভাপতি” শব্দটি প্রস্তাব করা হয়েছে

^{১০০} প্রস্তাবিত

(১০) উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত জলমহালের ইজারা গ্রহীতা কোন অবস্থাতেই ‘মা’ মাছ শিকার করতে পারবে না, এর ব্যত্যয় ঘটলে পুরো ইজারা বাতিল করা যাবে।

অনুচ্ছেদ ৮. আবেদন ফর্ম বিক্রির অর্থ, জলমহালের ইজারামূল্য ও খাস কালেকশনের অর্থসহ জলমহাল সংক্রান্ত সকল আয়ের অর্থ “জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৬৩২/০০০০/১২৬১” নং কোডে জমা রাখতে হবে। জেলা প্রশাসক ৩০শে বৈশাখের মধ্যে উক্ত খাতে জমাকৃত অর্থের বিবরণ ভূমি মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় কমিশনার এর কাছে প্রেরণ করবেন।

অনুচ্ছেদ ৯. ইজারাকৃত জলমহালগুলো কোনক্রমেই সাবলীজ দেয়া যাবে না, যদি সাবলীজ দেয়া হয়, তাহলে উক্ত জলমহালের ইজারা জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাতিল করবে এবং জামানতসহ জমাকৃত ইজারা মূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ঐ ইজারা গ্রহীতা সমিতি পরবর্তী ৩ (তিন) বছর কোন জলমহালের ইজারার জন্য বা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ ১০. জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি ও উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ইজারাকৃত জলমহালসমূহ তদারকি বা পরিবীক্ষণের জন্য একটি পরিবীক্ষণ ছক ভূমি মন্ত্রণালয় প্রস্তুত করবে। সেই ছক অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কমিটি কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবং ভূমি মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় কমিশনারকে অবহিত করবে।

অনুচ্ছেদ ১১. জলমহাল ইজারার মেয়াদ ১লা বৈশাখ থেকে শুরু হবে এবং বছরের যে কোন সময়ে জলমহালের ইজারা গ্রহণ করলেও ইজারার মেয়াদ ১লা বৈশাখ থেকে কার্যকর হবে এবং একই বছরের ৩০শে চৈত্র তা শেষ হবে। এ সময়ের মধ্যে কোন কারণে খাস কালেকশন করা হয় তবে তা সরকারি খাতে জমা হবে, ইজারাপ্রাপ্ত সমিতি/সংগঠন পাবে না।

অনুচ্ছেদ ১২. প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সংগঠন যাতে জলমহাল ইজারা নিতে পারে ও নির্বিঘ্নে মাছ চাষ ও বিপণন করতে পারে সেই জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন এবং স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক/ব্যাংকসমূহ সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করবে।

অনুচ্ছেদ ১৩. ইজারা প্রদত্ত জলমহালগুলো ইজারা চুক্তির কোন শর্ত লঙ্ঘন করা হচ্ছে কি না সে জন্য বিদ্যমান মৎস্য আইনের আওতায় জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভ্রাম্যমান আদালত গঠন করে জলমহাল ইজারা চুক্তি ভঙ্গের কারণে ইজারাদারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

অনুচ্ছেদ ১৪. এ নীতি জারির পর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ন্যস্তকৃত [১] খাস বদ্ধ জলমহাল/জলাশয় ব্যবস্থাপনা আর থাকবে না, তবে যুব সমাজের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলমহাল/জলাশয় যুব জেলে সম্প্রদায়ের নিবন্ধিত সমিতি/সমিতিসমূহ অগ্রাধিকার পাবে। আরো শর্ত থাকে যে, ইতোমধ্যে ২০ একর পর্যন্ত যে সকল খাস বদ্ধ জলমহাল যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে টেন্ডারের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা হয়েছে, তা টেন্ডারের সময় পর্যন্ত পূর্বের নিয়মে অব্যাহত থাকবে, তবে কোন সময় বৃদ্ধি করা যাবে না এবং উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বর্তমান নীতি অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১৫. নিম্নবর্ণিত ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলাশয়সমূহ এ নীতির আওতায় ইজারা বা বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে না:

“২০ একর পর্যন্ত” শব্দগুলো বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হয়েছে

- (ক) গুচ্ছ গ্রাম/আদর্শ গ্রাম/আশ্রয়ণ প্রকল্প/অনুরূপ প্রকল্পের এলাকাভুক্ত জলাশয়সমূহ;
- (খ) অর্পিত এবং পরিত্যক্ত জলাশয়সমূহ;
- (গ) ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস সংলগ্ন সরকারি খাস জলাশয়সমূহ;
- (ঘ) সর্বসাধারণের ব্যবহার্য বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গোরস্থান পাবলিক ইজমেন্টের ব্যবহৃত জলাশয়সমূহ। এ দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি সংশ্লিষ্ট উপজেলায় কোন কোন পুকুর/জলাশয় পাবলিক ইজমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হবে তার তালিকা প্রণয়নপূর্বক অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে প্রেরণ করবে। জেলা প্রশাসকের অনুমোদনের পর উক্ত তালিকা উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করবে;
- (ঙ) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা পরিষদের প্রশাসনিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত তাদের নিজস্ব জলাশয়সমূহ;
- (চ) ঐতিহাসিক নিদর্শন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার্থে পুকুর/দিঘী/জলমহাল সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হলে ভূমি মন্ত্রণালয় সেক্ষেত্রে ঐতিহাসিক নিদর্শন, প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা ও পর্যটন এর গুরুত্ব বিঘ্ন না ঘটিয়ে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হবে। কিন্তু কোনোক্রমেই ইহা লীজ প্রদান করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ১৬. কোন যুক্তিসংগত কারণে কোন জলমহাল [২০ (বিশ) একরের উর্ধ্বে বা ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত] নির্ধারিত সময়ে ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করা না গেলে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত জেলা প্রশাসক খাস কালেকশনের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করবে। প্রয়োজনে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে সীলগালা অবস্থায় মূল্য উল্লেখ করে আবেদন আহবান করে নির্দিষ্ট বছরের অবশিষ্ট সময়ের জন্য বন্দোবস্ত বা খাস আদায়ের ব্যবস্থা করা যাবে। সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক, খাস কালেকশন এর জন্য একটি নির্দিষ্ট হার নির্ধারণ করে দিবে এবং নিম্নোক্ত কমিটির মাধ্যমে খাস কালেকশনের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা যাবে:

- (ক) সহকারী কমিশনার (ভূমি) -----আহবায়ক
 - (খ) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা-----সদস্য
 - (গ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান-----সদস্য
 - (ঘ) উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা -----সদস্য
 - (ঙ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন সহকারী ভূমি কর্মকর্তা -----সদস্য সচিব
- উল্লেখ্য, খাস কালেকশনের সময় ‘মা’ মাছ নিধন করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ১৭. দেশের সকল জলমহালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জলমহালগুলোর তফসিল নির্ধারণ, মৌজা ম্যাপে তা চিহ্নিতকরণ এবং এতদসংক্রান্ত সকল তথ্য সম্বলিত একটি ডাটাবেইজ তৈরি করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে সংরক্ষণ করতে হবে। ডাটাবেইজ তৈরি ও এর ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কমন প্ল্যাটফরমে ব্যবহার্য সফটওয়্যার প্রণয়ন করতে হবে। ভূমি মন্ত্রণালয় জলমহালগুলোর সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উক্তরূপ ডাটাবেইজ তৈরি ও সফটওয়্যার প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এজন্য ভূমি মন্ত্রণালয় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ১৮. (ক) ইজারা/বন্দোবস্ত বাতিলকৃত জলমহাল/জলাশয় জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/সংশ্লিষ্ট কমিটি (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) বিধি মোতাবেক পুনঃইজারার ব্যবস্থা করবে।

(খ) ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারাগ্রহীতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারা মেয়াদ শেষে কোন জলমহালের উপর ইজারাগ্রহীতার কোন প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার, স্বত্ত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার তথা সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে।

(গ) ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোন সময় মঞ্জুর করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ১৯. সকল বদ্ধ ও উন্মুক্ত জলমহালে মৎস্য সম্পদ পরিচর্যামূলক ক্ষেত্র ভিত্তিক গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মৎস্য বিভাগীদের অবাধ বিচরণ, তথ্য সংগ্রহ ও নিজ খরচায় নমুনা মৎস্য আহরণ, পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কর্ম পরিচালনার জন্য মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিকার থাকবে, তবে এজন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অবহিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ২০. জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে এবং মৎস্য অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের কারিগরী সহায়তার জলমহালের ভৌত ও জৈবিক দিকসমূহের (Physical and Biological Parameters) সর্বশেষ অবস্থা এবং পানির গুণগত মান সম্পর্কে জরিপ পরিচালনা করা যাবে যা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর হাল-নাগাদ করা হবে।

অনুচ্ছেদ ২১. বন্দোবস্তকৃত/ইজারাকৃত জলমহালের কোথাও প্রবাহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ২২. যে সকল জলমহালসমূহ থেকে (নদী, হাওর, খাল ইত্যাদি) জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে সেচ মৌসুমে সেচ প্রদান বিঘ্নিত করা যাবে না। সেই সকল বদ্ধ জলমহাল বন্দোবস্ত/ইজারা দেয়া হবে, সেখান থেকে মৎস্য চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে। এ ব্যাপারে ২০ একরের উর্ধ্বের সরকারি জলমহালের ক্ষেত্রে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ২০ একর পর্যন্ত সরকারি জলমহালের ক্ষেত্রে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ২৩. সরকারি জলমহালের পাড়ে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বন্দোবস্ত গ্রহীতা সমিতি চুক্তিবদ্ধ থাকবে (ইজারা চুক্তিতে তার উল্লেখ থাকবে)।

অনুচ্ছেদ ২৪. সরকারি জলমহাল/ইজারা বন্দোবস্ত গ্রহীতা নিবন্ধিত কোন মৎস্যজীবী সমিতি/এনজিওর সাথে কোন জঙ্গিবাদের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন কর্তৃপক্ষই তার দায় দায়িত্ব বহন করবে এবং এরূপ ক্ষেত্রে কোন সরকারি জলমহাল উক্ত সমিতিকে ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়ে থাকলে তা বাতিল করে নতুনভাবে ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের ব্যবস্থা করা যাবে।

অনুচ্ছেদ ২৫. মাছের অভয়াশ্রম সৃষ্টি এবং মাছ চাষ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে নব উদ্ভাবিত প্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় কিছু সংখ্যক জলমহালকে 'সংরক্ষিত' (Reserve) জলমহাল হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করবে।

অনুচ্ছেদ ২৬. বর্ষা মৌসুমে যখন ইজারাকৃত জলাশয়, সংলগ্ন প্লাবনভূমির সাথে প্লাবিত হয়ে একক জলাশয়ে রূপ নেয়, তখন ইজারাদারের মৎস্য আহরণ অধিকার কেবল ইজারাকৃত জলাশয়ের সীমানার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে।

অনুচ্ছেদ ২৭. বন্ধ বা উন্মুক্ত, কোন জলাশয়েই রাফুসে মাছ চাষ করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ২৮. পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয় পরীক্ষামূলকভাবে সারাদেশে স্বল্পসংখ্যক জলমহালের ব্যবস্থাপনা করবে যাতে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নত করা যায়। এরূপ পরীক্ষাধীন জলমহালের জন্য বিগত ৩ (তিন) বছরের ইজারার গড় মূল্যের উপর ১০% বৃদ্ধি করে ইজারা মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ২৯. উন্মুক্ত জলাশয়সমূহের নির্দিষ্ট স্থানে অভয়াশ্রম করা এবং নির্দিষ্ট সময়ে সৎস্য সম্পদ রক্ষার স্বার্থে মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখার বিষয়ে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় বা মৎস্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পারবে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে মাতৃ জলমহাল বা অভয়াশ্রমের জন্য উপযোগী স্থান নির্বাচন করা যাবে যাতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মতি থাকবে। এরূপ স্থান ইজারা প্রদান করা যাবে না। নির্দিষ্ট সময়ে, যেমন-মাছের পোনা ছাড়ার সময় মৎস্য শিকার বন্ধ রেখে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের বিকল্প জীবিকার উদ্যোগ নিতে হবে। উন্মুক্ত জলাশয়ে যাতে অবধে মৎস্য শিকার না করা হয় এবং “মা” মাছ নিধন না করা হয় সেজন্য জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবেন এবং জেলা প্রশাসকের অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের লাইসেন্স নিয়ে প্রকৃত মৎস্যজীবীগণই শুধু মাছ শিকার করতে পারবে। প্রকৃত মৎস্যজীবীগণ নির্ধারিত হারে একটি টোকেন ফি দিয়ে লাইসেন্স সংগ্রহ করবে। প্রকৃত মৎস্যজীবীর আয় ব্যয় সঙ্গতি রেখে জেলা প্রশাসকগণ এ হার নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ করবেন।

অনুচ্ছেদ ৩০. জলমহালসমূহের তীরে বা তীরবর্তী সরকারি ভূমিতে পরিবেশ বান্ধব করচবাগের সৃষ্টি করতে হবে যা মাছের নিরাপদ আশ্রয়ভূমি হিসেবে গণ্য হবে। ইজারাকৃত জলমহালে কেউ অতিথি পাখিসহ কোন পাখি শিকার করতে পারবে না। এ কাজে স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় বন অধিদপ্তর ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন/নিবন্ধিত এনজিও এবং জলমহালের ইজারাদার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ৩১. সরকারি জলমহাল ইজারা গ্রহণকারী সমিতি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আয়কর বা ভ্যাট প্রদান করবে।

অনুচ্ছেদ ৩২. সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা [২০০৯]^{৯৯} এর আলোকে ইজারাধীন যে সকল জলমহালের ইজারার মেয়াদ এখনও শেষ হয় নাই সে সব জলমহালের ইজারা অব্যাহত রাখা যাবে কি না তা জেলা/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি যাচাই করে দেখবেন। জলমহালগুলো প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি ভোগ দখল করছে কি না, লীজের শর্ত ঠিকমত প্রতিপালন হচ্ছে কি না এসব দিক বিবেচনা করে লীজের শর্ত ভঙ্গ করা হলে বা কোন অনিয়ম হয়ে থাকলে উক্ত জেলা/উপজেলা কমিটি লীজ বাতিল করবেন এবং সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, [২০১৪]^{১০০} এর আলোকে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

অনুচ্ছেদ ৩৩. সরকারি জলমহালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে নিম্নোক্ত জাতীয় জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে:

মাননীয় ভূমি মন্ত্রী-----সভাপতি
মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী-----সদস্য

^{৯৯} “- ২০০৫” চিহ্নটি ও সংখ্যাটির স্থলে “২০০৯” সংখ্যাটি প্রস্তাবিত

^{১০০} “২০০৯” সংখ্যাটির স্থলে “২০১৪” সংখ্যাটি প্রস্তাবিত

মাননীয় মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রী-----	সদস্য
মাননীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী-----	সদস্য
মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী-----	সদস্য
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়-----	সদস্য
সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়-----	সদস্য
সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় -----	সদস্য
সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়-----	সদস্য
সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় -----	সদস্য
সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ -----	সদস্য
সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়-----	সদস্য সচিব

এ কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ৩৪. জলমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এই নীতির পরিপন্থী বা ইতোপূর্বে জারিকৃত সকল আদেশ/নির্দেশ/পরিপত্র/নীতিমালা এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

অনুচ্ছেদ ৩৫. এ নীতিতে যা কিছুই বলা থাকুক না কেন, ভূমি মন্ত্রণালয় জনস্বার্থে, সরকারি জলমহালের যে কোন বন্দোবস্ত/ইজারা বাতিল বা সংশোধনসহ যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নীতির পরিবর্তন, পরিমার্জন বা সংশোধনের যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করে।

গবেষণা দল

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত (প্রধান গবেষক)

বিচারপতি কাজী এবাদুল হক

এ. কে. এম. জহির আহমেদ

অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ

ড. এ. কে. এম. হেলাল-উজ-জামান

টি. আই. এম. নুরুন নবী চৌধুরী

এ্যাডভোকেট কাওসার আহমেদ

অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত

আসমার ওসমান

গবেষণা সহযোগীবৃন্দ

এ্যাডভোকেট অলিউল ইসলাম

এ্যাডভোকেট আফরিন আহমেদ

এ্যাডভোকেট জহিরুল আলম

এ্যাডভোকেট ধীমান চন্দ্র মন্ডল

এ্যাডভোকেট ফারহানা খান

এ্যাডভোকেট ফারিহা তাবাস্‌সুম সিমু

এ্যাডভোকেট মুজিবুল হক পাভেল

এ্যাডভোকেট মেরিনা সুলতানা

এ্যাডভোকেট শারমিন সুলতানা

এ্যাডভোকেট শেখ সাদী রহমান

অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী



Human Development Research Centre

humane development through research and action

www.hdrc-bd.com

সহযোগিতায়

মানুষের জন্য
manusher jonno

promoting human rights and good governance

ঢাকা, জুলাই ২০১৬

সূচিপত্র

প্রেক্ষাপট	১
অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী	৩
অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা	৫
১। ভূমিকা	৫
২। সংজ্ঞা	৫
৩। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অকৃষি খাসজমির বন্দোবস্তের জন্য নীতিমালা	৬
৪। বন্দোবস্ত কার্যক্রম	৭
৫। কমিটি গঠন	৮
৬। আইনের প্রাধান্য	১১
৭। আবেদনকারীদের নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে কার্যক্রম	১২
৮। বিবিধ	১২

প্রেক্ষাপট

ভূমি সম্পদের জনক। বাংলাদেশের মানুষ ও অর্থনীতির বড় অংশ ভূমিনির্ভর। এদেশের উন্নয়নে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি অবিভক্ত উৎপাদন ক্ষমতার অধিকারী; কর্মসংস্থান, খাদ্য, বাসস্থান ও আর্থিক নির্ভরতার এক বড় সহায়ক। ভূমির উপর অধিকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার পরিমাপক; ক্ষমতাকাঠামোর ভিত্তি ও জীবনযাত্রার অবস্থা নির্ণয়ের অন্যতম প্রধান সূচক। ভূমির উপযোগমূল্য যথেষ্ট, এর বাজারমূল্য ক্রমাগত বাড়ে। ভূমির কোন অবচয় নেই। ভূমির অধিকার আন্তঃপ্রজন্মগত বংশপরম্পরায় ভোগ্য।

প্রায় ১৬ কোটি মানুষের আমাদের এই দেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার। দেশের মোট ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ একর ভূমির ৬০ শতাংশ কৃষি জমি। প্রতিদিন কমছে দেশের আবাদী ভূমির পরিমাণ। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের সাথে ভূমিহীনতার সম্পর্ক নিবিড়। অথচ, এদেশের প্রায় ৫৯ শতাংশ খানা ভূমিহীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে—বিশেষ করে, কৃষির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর—ভূমিহীনতাই তাদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

ভূমির পরিমাণ সীমিত। জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়লেও ভূমির পরিমাণ বাড়ছে না—বাড়ছে ভূমির অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতা। সহিংসতা, ফটকা-ব্যবসা, দুর্নীতি, জবরদখল, প্রতারণা, ও প্রবঞ্চনার ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়তই—বাড়ছে ভূমিহীনের সংখ্যা, বলপূর্বক অভিবাসন, বৈষম্য ও দারিদ্র্য।

দেশে প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে ভূমি নিয়ে বিরোধ, দশকের পর দশক ধরে ভূমি-সংক্রান্ত চলমান আইনি জটিলতাগুলো চরম আকার ধারণ করেছে। এতে সর্বস্বান্ত হচ্ছে অনেক মানুষ, বাড়ছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। অন্যদিকে ভূমি প্রশাসনের অদক্ষতা, ভূমি রেজিস্ট্রেশন এবং ভূমি জরিপ কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা, নামজারীর ক্ষেত্রে জটিলতা, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ভূমি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল, খাস জমি বিতরণে অনিয়ম, জলমহাল, বালুমহাল ও চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অনিয়ম ও প্রায়োগিক সমস্যা ইত্যাদি দেশের অধিকাংশ মানুষকে ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

ভূমির অধিকার নিয়ে বিরোধ, শোষণ, দুর্নীতি, প্রতারণা ও দরিদ্র মানুষের সীমাহীন দুর্গতির পিছনে সূক্ষ্ম আইনি বিষয় ও জটিলতা বহুলাংশে দায়ী। বাংলাদেশে ভূমি সংশ্লিষ্ট আইনগুলো সেকেলে। অনেক আইন দরিদ্র-বান্ধব নয়; প্রান্তিক মানুষ ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনগুলো যথাযথও নয়। এমনকি কোনো কোনো আইন একে অন্যের সাথে সাংঘর্ষিক। বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগও নেই। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিতামূলক যে আইনি-কাঠামো প্রয়োজন তার অনুপস্থিতিও ব্যাপক। খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন; সর্বোপরি, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি প্রচলিত আইনগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে আনীত আইনের সংশোধনীগুলোও কাজিখত লক্ষ্য পূরণ করেনি; এমনকি, অতি সাম্প্রতিক সংশোধনীগুলোও প্রায়োগিক দিক থেকে দরিদ্রবান্ধব এবং জনকল্যাণমুখী হয়ে উঠতে পারেনি। এটি সহজেই বোধগম্য যে, বর্তমানে প্রচলিত ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জটিল এবং অগোছালো অবস্থায় রয়েছে। আরো হতাশার ব্যাপার, প্রচলিত আইনগুলোর অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, দরিদ্রবান্ধব-নীতির অনুপস্থিতি এবং প্রায়োগিক সমস্যা অসংখ্য ভূমি বিরোধ ও ভূমি মামলার জন্ম দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব জটিলতার সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালীরাই শেষ পর্যন্ত ভূমির দখল নিয়ে নেয় আর দরিদ্র, প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো ভূমির অধিকার হারায়। তাই, ভূমি বিষয়ে সবগুলো আইনকে অধিকার-ভিত্তিক ও সুসমঞ্জস একটি কাঠামোর মধ্যে এনে প্রয়োজনীয় সংস্কার নিশ্চিত করতে না পারলে দরিদ্র, প্রান্তিক ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা কখনো সম্ভব নয়। কাজেই, সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে তথ্য-নির্ভর গবেষণার মাধ্যমে আইনি বিষয়গুলো এমনভাবে পুনঃনির্ধারণ করা উচিত যাতে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নে ‘বাদ পড়া’ জনগোষ্ঠীকে ‘অন্তর্ভুক্ত’ করা সম্ভব হয়।

এই সব বাস্তবতার অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’-এর সহযোগিতায় গবেষণা সংস্থা ‘হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)’ এ-বিষয়ে একটি নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করেছে। “বাংলাদেশের ভূমি আইন: একটি অধিকার-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও প্রস্তাবিত পরিবর্তন” শীর্ষক এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে প্রচলিত ভূমি আইনগুলোর কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ নতুন আইন প্রস্তাব করা। বাংলাদেশে প্রচলিত সব ভূমি আইন এবং ভূমি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র বিশ্লেষণ, দরিদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন ও নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমি আইনে বিদ্যমান অব্যবস্থাপনা, অপশাসন, শোষণ-বঞ্চনামূলক প্রক্রিয়া ও কার্যবিধি সংক্রান্ত আইনি দিকগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে। শুধু আইনি পর্যালোচনা নয়, বরং ভূমি আইনের নানান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণায়। অধিকারভিত্তিক, প্রান্তিক ও দরিদ্র-বান্ধব এবং জেডার সংবেদনশীল এই গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন—প্রায় ২,৫০০ পৃষ্ঠার—ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবার সুবিধার্থে ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো পৃথক পৃথক খন্ডে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি খন্ড প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ এবং সুপারিশসহ (প্রস্তাবিত আইন বা সংশোধনীসহ) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণাভিত্তিক প্রকাশনা।

ইংরেজি ভাষায় রচিত সেই গবেষণাকর্মের প্রাসঙ্গিক আইনী টেক্সটসমূহ (ইংরেজিতে রচিত বিদ্যমান আইনসমূহসহ) বাংলায় অনুবাদ করে একটি পৃথক প্রকাশনা করা হয়েছে। আলাদা আলাদা ২০টি খন্ডে অনূদিত এই প্রকাশনার বিষয়-ভিত্তিক প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনীসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপ:

১. পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
২. অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৩. ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৪. কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৫. বালুমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৬. চরের জমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৭. চিংড়িমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৮. দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৯. আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কিত আইন (বন আইনসহ): প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১০. জলমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১১. অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১২. পাথরমহাল সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৩. ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১৪. ভূমি রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৫. ভূমি জরিপ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৬. চা বাগানের ভূমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৭. ট্রাস্ট সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৮. ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৯. অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
২০. ওয়াক্ফ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী

এই গবেষণাপত্রটি উক্ত ২০ খন্ডের একটি।

অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী

ভূমি এবং মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ও সুদৃঢ়। বাংলাদেশের মত একটি দেশে যেখানে মানুষ এবং ভূমির অনুপাত খুব কম সেখানে এ সম্পর্ক আরও গভীর। একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশে সকল প্রকারের ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের উপর দেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন নির্ভরশীল। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট খাসজমির পরিমাণ ৫০ লক্ষ একরের বেশি যার মধ্যে ২৬ লক্ষ একরই অকৃষি খাসজমি। বিপুল পরিমাণ অকৃষি খাসজমির যথাযথ ব্যবহার দেশের শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য, আবাসন ইত্যাদি ক্ষেত্রের সমস্যা দূর করে উন্মোচন করতে পারে উন্নয়নের এক নতুন দিগন্ত। ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনে অকৃষি খাসজমির ধারণা থাকলেও পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে বিভিন্ন বিধিবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়েছে। এর ফলে ১৯৯৫ সালে অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। এ নীতিমালা প্রবর্তনের ১৭ বছর পেরিয়ে গেলেও অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত সফলতা এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে। এ নীতিমালার অন্তর্নিহিত সমস্যাই অকৃষি খাসজমি বিতরণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সবচেয়ে বড় বাঁধ। সামাজিক বৈষম্য প্রশমিতকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি উদ্দেশ্যে অকৃষি খাসজমির বিতরণ এবং ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া অদক্ষতা এবং অব্যবস্থাপনার কারণে সমালোচিত হয়েছে।

এ নীতিমালাটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে নীতিমালাটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় সহায়ক নয়। এ নীতিমালার মাধ্যমে অকৃষি খাসজমি নথিভুক্তকরণ, পুনরুদ্ধার এবং বিতরণ এর ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত প্রতিবন্ধকতাগুলো লক্ষ্য করা যায়:

- অকৃষি খাসজমি সনাক্তকরণ ও পুনরুদ্ধারকরণ প্রক্রিয়া দৃঢ়ভাবে এ নীতিমালার আওতায় আনা হয়নি।
- সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে এ প্রকারের জমির নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়া এ নীতিমালার আওতায় আনা হয়নি।
- সুসংগঠিত কমিটির মাধ্যমে অকৃষি খাসজমির বিতরণ প্রক্রিয়া এ নীতিমালায় অনুপস্থিত।
- সুসংগঠিত কমিটির মাধ্যমে অকৃষি খাসজমির যথাযথ মূল্য নির্ধারণ করার প্রক্রিয়া এ নীতিমালার আওতায় আনা হয়নি।
- পরিবেশগত বিষয়াদি বিবেচনা করে ভূমির যুগোপযোগী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এ নীতিমালার আওতায় আনা হয়নি।

উপরোক্ত সমস্যাসমূহ বিবেচনায় রেখে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় এ নীতিমালা পর্যালোচনা করা হয়েছে যেখানে দীর্ঘসূত্রিতা, প্রশাসনিক জটিলতা এবং অন্যান্য সমস্যাগুলো দূরীকরণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এলক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে একটি দক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো, উন্নত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং সহজ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন স্তরের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় করা হয়েছে। এ নীতিমালার সমস্যা দূরীকরণে নিম্নবর্ণিত সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়েছে:

- সুসংগঠিত কমিটির মাধ্যমে অকৃষি খাসজমি সনাক্তকরণ, পুনরুদ্ধারকরণ।
- সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে এ প্রকারের জমির নথিভুক্তকরণ।
- সুসংগঠিত কমিটির মাধ্যমে অকৃষি খাসজমির বিতরণ নিশ্চিতকরণ।
- সুসংগঠিত কমিটির মাধ্যমে অকৃষি খাসজমির যথাযথ মূল্য নির্ধারণ।
- পরিবেশগত বিষয়াদি বিবেচনা করে ভূমির যুগোপযোগী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

উপরোক্ত সুপারিশসহ প্রদত্ত সকল সুপারিশ অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের জন্যে প্রস্তাবিত নীতিমালাটি প্রণয়ন করা আবশ্যিক, অন্যথায় দেশের এ বিপুল সম্পদ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পরিবর্তে প্রভাবশালী ভূমি দস্যুদের সম্পদে পরিণত হবে, আর আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দিনের পর দিন বাড়তেই থাকবে।

অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা

১। ভূমিকা

ভূমি মন্ত্রণালয় কৃষি এবং অকৃষি উভয় খাসজমিই দেখাশোনা করেন। কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সংক্রান্ত একটি নীতিমালা ১৯৮৭ সালে প্রণীত হয়েছিল। কিন্তু অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নীতিমালার অনুপস্থিতিতে অকৃষি খাসজমির বন্দোবস্ত প্রদান দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে। ফলে শহর/নগর অঞ্চলে অকৃষি খাসজমি কোন না কোনভাবে প্রভাবশালী মহলের অবৈধ দখলে চলে গেছে এবং তারা দখলের সমর্থনে জালিয়াতির মাধ্যমে জাল কাগজপত্র তৈরি করে আদালত থেকে ডিক্রী লাভ করেছে বা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর, অকৃষি খাসজমি নীতিমালা ১৯৯৫ সালে প্রণীত হয়েছিল। এ নীতিমালার বিধান অনুসরণ করে স্থানীয় ভূমি কর্মকর্তা অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সংক্রান্ত বিষয় সুরাহা করার চেষ্টা করতেন। এটা কার্যকর থাকার সময়ে, এ নীতিমালায় বেশকিছু ত্রুটি চিহ্নিত করা হয়েছিল। কয়েক বছর পর সরকার খাসজমি বন্দোবস্তের ধারণা পরিত্যাগ করেন। এর ফলে, একটি অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত ভূমি কর্মকর্তাদের পরোক্ষ সমর্থনে ভূমিদস্যুরা অকৃষি খাসজমি দখলে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। এ পটভূমির আলোকে, একটি নতুন নীতিমালা তৈরি করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। নতুন নীতিমালাটি অকৃষি খাসজমির সনাক্তকরণ, পুনরুদ্ধার, বিতরণ, এবং বন্দোবস্তের জন্য বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে একটি নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে।

২। সংজ্ঞা

(ক) অকৃষি খাসজমি: [খাসজমি যা কৃষি জমি নয় তাদের অবস্থান নির্বিশেষে অকৃষি খাসজমি হিসেবে গণ্য হবে।]

(খ) [উপজেলা] সদর: যেক্ষেত্রে [উপজেলা]র মধ্যে পৌরসভা অবস্থিত সে সকল থানার অঞ্চলসমূহ [উপজেলা] সদর অঞ্চল হিসেবে এবং অন্যান্য থানা অঞ্চলের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিভাগীয় কমিশনারদের লিখিত পূর্বানুমোদনক্রমে চিহ্নিত এলাকাকে [উপজেলা] সদর এলাকা হিসেবে গণ্য করা হবে। জেলা প্রশাসকগণ এ নীতিমালা জারির তারিখ থেকে ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে পৌরসভা নাই এমন সকল [উপজেলা] সদরের সীমানা চিহ্নিতকরণের কার্য সম্পাদন করবেন। যদি ভবিষ্যতে কোন [উপজেলা] সদরে পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত করা হয় তাহলে পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তারিখ থেকে পৌরসভা এলাকাকেই ঐ থানার উপজেলা সদর হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

(গ) বাজার দর: [বন্দোবস্তের জন্য অকৃষি খাসজমির মূল্য বাজার দরের ভিত্তিতে যথাযথ মূল্য নিরূপণের নিমিত্তে গঠিত একটি পৃথক কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হবে।]

• প্রস্তাবিত

• প্রস্তাবিত

• “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

• “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

• “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

• “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

• “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

• “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

• প্রস্তাবিত

৩। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অকৃষি খাসজমির বন্দোবস্তের জন্য নীতিমালা

- (ক) [সরকারি প্রয়োজনের ভিত্তিতে সরকারি দপ্তর বা সংস্থার পক্ষে অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তকরণ করা যেতে পারে তবে শর্ত থাকে যে, কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত জমির যথাযথ মূল্য প্রদান করা হবে।]^{১০}
- (খ) সর্বোচ্চ ১.০ একর এবং ৩.০ একর খাসজমি যথাক্রমে মহানগর এলাকায় এবং জেলা ও উপজেলা সদরে সমবায় সমিতির পক্ষে বরাদ্দ করা যেতে পারে, যা অন্তত ৩০ (ত্রিশ) জন [প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা]^{১১} নিয়ে বহুতল আবাসিক ভবন (ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) তলা ভবন) নির্মাণের জন্যে গঠিত হয়েছে। কোন মুক্তিযোদ্ধাই যিনি জেলা বা মহানগর এলাকায় বাড়ি নির্মাণের জন্য উপযুক্ত জমির মালিক তিনি সমবায় সমিতির সদস্য হতে পারবেন না। বহুতল ভবনের নির্মাণের উদ্দেশ্যে, সমবায় সমিতিটির প্রতি ২ (দুই) জন সদস্যের প্রতি ০.২৫ একর (২.৫ শতাংশ) বিবেচনায় রেখে খাসজমি নির্ধারণ এবং বরাদ্দ করা হবে। এ ধরনের বরাদ্দে বিধি অনুসারে নির্ধারিত সেলামী পুনরুদ্ধার করা হবে এবং এক্ষেত্রে সরকার প্রধানের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। [সেই জমিতে নতুন কাঠামো উল্লেখভাবে নির্মাণ করা হবে।]^{১২}
- (গ) অকৃষি খাসজমি মহানগর ও জেলা শহর এলাকার বাইরে দুগ্ধ খামার, হাঁস-মুরগির খামার প্রতিষ্ঠার জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে এ প্রকল্পটি অবশ্যই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। দুগ্ধ খামারের জন্য সর্বোচ্চ ৫.০ একর এবং হাঁস-মুরগির খামারের জন্য সর্বোচ্চ ২.০ একর বরাদ্দ করা যেতে পারে। প্রাথমিকভাবে এ বরাদ্দ ১০ (দশ) বছরের জন্যে হতে পারে। যদি প্রকল্প পরিকল্পনা অনুসারে প্রথম ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা যায় এবং যদি সব শর্ত যথাযথভাবে পূরণ হয়, তাহলে প্রশাসনের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে ঐরূপ জমির বরাদ্দ একটি দীর্ঘ সময়ের জন্যে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। কিন্তু যদি প্রথম ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা না যায়, অথবা যদি এটি পরিত্যক্ত করা হয়, অথবা যদি বরাদ্দের শর্তসমূহ যথাযথভাবে পালিত না হয়, তাহলে বন্দোবস্ত যে কোন সময় বাতিল করার শর্ত চুক্তিপত্রে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যদি কোন ব্যক্তি নিজের জমিতে হাঁস-মুরগির অথবা দুগ্ধ খামার প্রতিষ্ঠা করে, তাহলে তিনি তার জমি সংলগ্ন অকৃষি খাসজমি বরাদ্দ পাবেন, কিন্তু এক্ষেত্রে উপরোক্ত বিধির সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করতে হবে।
- (ঘ) মহানগর এলাকার বাইরে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বা যৌথ উদ্যোক্তাদের পক্ষে বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে জমির এলাকা অনুমোদিত প্রকল্পের অনুপাত অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। কিন্তু মহানগর এলাকায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি আন্তর্জাতিক মানের (তিন তারকা অথবা অধিক) হোটেল / মোটেল প্রতিষ্ঠার জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে।
- (ঙ) অভিবাসী বাংলাদেশীদের মহানগর এলাকায় ০.১০ একর এবং অনধিক ৩ একর জমি জেলা সদর এলাকায় নিবন্ধিত সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে বহুতল ভবন [অন্তত ৫ (পাঁচ) তলা ভবন] নির্মাণের উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে জমির পূর্ণ মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করতে হবে। প্রতি পরিবারের শুধু একজন সদস্য উক্ত বরাদ্দের জন্য যোগ্য হবে। [****]^{১৩}।

^{১০} প্রস্তাবিত

^{১১} “সরকারি, আধা সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী বা কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত” শব্দগুলোর পরিবর্তে “প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{১২} প্রস্তাবিত

^{১৩} “বহুতল বিশিষ্ট ভবনের জন্য সমবায়ের প্রতি ২ (দুই) জন সদস্যের জন্য ০.০২৫ একর (২.৫ শতাংশ) হিসেবে জমির পরিমাণ নির্ধারণ করে বন্দোবস্ত দেয়া হবে” বাক্যটি বাদ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

- (চ) যদি একজন আবেদনকারী নগরায়ণের বাইরে শিল্প-কারখানা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমির ৩/৪ অংশ ব্যবস্থা করতে পারে, সংলগ্ন জমির ১/৪ অংশ [কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে]^{১০} বরাদ্দ করা যেতে পারে।
- (ছ) [অকৃষি খাসজমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। নির্ধারিত মূল্যের ১০% -এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে। উল্লম্ব বিস্তারের জন্য কোন সুযোগ না থাকলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জমি পাবে।]^{১১}
- (জ) যদি সংশ্লিষ্ট অকৃষি খাসজমি কোন সরকারি উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় না হয়, তাহলে জমির পরিস্থিতি বিবেচনা করে, এটা প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত ও আইনগতভাবে অপুনর্বাসিত ব্যক্তিগণকে বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। জমির এলাকা ০.০৫ একর অতিক্রম করবে না। কিন্তু এ ধরনের বরাদ্দ নারায়ণগঞ্জসহ ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকায় প্রযোজ্য হবে না।
- (ঝ) অকৃষি খাসজমির বরাদ্দ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কবি, লেখক এবং জাতীয় পর্যায়ে নিজ অবদানের জন্য বিশেষভাবে স্বীকৃত ব্যক্তির বরাবরে করা যেতে পারে। সরকার প্রধানের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে [কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে]^{১২} মহানগর এলাকায় ০.০৫ একর এবং মহানগর এলাকার বাইরে ০.০৮ একর জমি বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে [এ শর্ত সাপেক্ষে যে, ঐরূপ জমি তার নিজ অথবা স্ত্রীর, অথবা নির্ভরশীল সন্তানের নামে নেই। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কবি, লেখকদের অবদানের জন্য জাতীয়ভাবে স্বীকৃত ব্যক্তির সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করা হবে। এ শ্রেণির ব্যক্তি যদি জাতীয় পুরস্কার, যেমন: একুশে পদক, স্বাধীনতা পদক, বাংলা একাডেমি ইত্যাদি পুরস্কারপ্রাপ্ত হন তাহলে তারা বরাদ্দের জন্য যোগ্য হবেন / বরাদ্দের জন্য যোগ্য হিসেবে নির্বাচিত হবেন।]^{১৩}

৪। বন্দোবস্ত কার্যক্রম

- (ক) মহানগর এলাকায়, যদি নিলামের মাধ্যম ছাড়াই বরাদ্দ দেয়া হয় তাহলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার প্রধানের পূর্ব অনুমোদন নিতে হবে।
- (খ) জেলা শহরে ০.০৮ একর (৮ শতাংশ) অথবা তার অধিক, [উপজেলা]^{১৪} সদরে ০.১৬ একর (১৬ শতাংশ) অথবা তার অধিক, [অন্যান্য পৌর বা শহর এলাকায়]^{১৫} ০.৩০ একর (৩০ শতাংশ) অথবা এ সীমার অতিরিক্ত জমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে অনুমোদন [ভূমি মন্ত্রণালয়]^{১৬} থেকে দেয়া হবে। [পূর্ববর্ণিত অঞ্চলের ভূমিহীনদের ক্ষেত্রে, বন্দোবস্তের বিষয়সমূহ বিভাগীয় কমিশনার পর্যায়ে চূড়ান্ত করা হবে।]^{১৭}
- (গ) সকল ক্ষেত্রেই জেলা প্রশাসক প্রার্থীত জমির সেলামী নির্ধারণ করতঃ কেস রেকর্ড সৃজনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে বন্দোবস্ত প্রস্তাব প্রেরণ করবেন।

^{১০} “বাজার দর” শব্দটির পরিবর্তে “কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য” শব্দগুলো প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{১১} প্রস্তাবিত

^{১২} “বাজার দর” শব্দটির পরিবর্তে “কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য” শব্দগুলো প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{১৩} প্রস্তাবিত

^{১৪} “থানা” শব্দটির পরিবর্তে “উপজেলা” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{১৫} প্রস্তাবিত

^{১৬} “ভূমি সংস্কার বোর্ড” শব্দটির পরিবর্তে “ভূমি মন্ত্রণালয়” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

^{১৭} প্রস্তাবিত

৫। [কমিটি গঠন

ক. জাতীয় অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা কমিটি

(১) সভাপতি

মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়

(২) সহসভাপতি

প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়

(০৩-০৯) সদস্যবৃন্দ

সাতটি বিভাগ থেকে ৭ (সাত) জন সংসদ সদস্য (মাননীয় স্পিকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত হবেন)।

(১০) একজন মহিলা সংসদ সদস্য (সংসদের মাননীয় স্পিকার কর্তৃক মনোনীত হবেন)।

(১১) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

(১২) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

(১৩) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

(১৪) সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

(১৫) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

(১৬) চেয়ারম্যান, রাজউক।

(১৭) চেয়ারম্যান, সিডিএ।

(১৮) চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড।

(১৯) চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার কমিশন।

(২০) মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর।

(২১) সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

(২২) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

(২৩) একজন এনজিও প্রতিনিধি (ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত হবেন)।

(২৪) মুক্তিযোদ্ধাদের একজন প্রতিনিধি (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত হবেন)।

(২৫) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত এফবিসিসিআই এর একজন প্রতিনিধি।

সদস্য-সচিব

(২৬) যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়।

জাতীয় কমিটির কার্যাবলী:

(১) অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সেই সাথে অবৈধ দখলকারীদের হাত থেকে অকৃষি খাসজমি পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।

(২) অকৃষি খাসজমি বিতরণ ও ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি মূল্যায়ন।

(৩) অকৃষি খাসজমি বিতরণ ও বন্দোবস্ত থেকে উদ্ভূত সমস্যার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন।

(৪) প্রতি ৪ (চার) মাসে অন্তত একবার বৈঠক করা।

(৫) সভাপতিসহ ৯ (নয়) জন সদস্যদের দ্বারা কমিটির সভার জন্য একটি কোরাম গঠন করা।

খ. জেলা অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা কমিটি:

(১) সভাপতি

সভাপতি/প্রশাসক, জেলা পরিষদ

(২) সহসভাপতি

জেলা প্রশাসক

সদস্যবৃন্দ

(৩) পুলিশ সুপার।

(৪) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

(৫) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, যদি থাকে।

(৬) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ।

(৭) বিভাগীয় পরিবেশ কর্মকর্তা।

(৮) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি।

(৯) জাতীয় মহিলা পরিষদ থেকে একজন প্রতিনিধি।

(১০) জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করে এমন এনজিও থেকে একজন প্রতিনিধি।

(১১) মুক্তিযোদ্ধাদের থেকে একজন প্রতিনিধি।

সদস্য-সচিব

(১৩) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর।

জেলা কমিটির কার্যাবলী:

(১) অকৃষি খাসজমি বিতরণের বিধি/নীতিমালা প্রকাশ।

(২) যোগ্য আবেদনকারীদের মধ্যে অকৃষি খাসজমি বিতরণের জন্যে উপজেলা কমিটির প্রস্তাব অনুমোদন এবং উপজেলা কমিটির কার্যক্রম নিরীক্ষা ও তত্ত্বাবধান।

(৩) উপজেলা কমিটি কর্তৃক কৃত কোন অনিয়মের তদন্ত করা ও আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৪) উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আবেদন শুন্য।

(৫) প্রতি ২ (দুই) মাসে অন্তত ১ (এক) বার বৈঠক করা এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন জমা দেয়া।

(৬) সভাপতিসহ ৫ (পাঁচ) জন সদস্যদের দ্বারা কমিটির সভার জন্য একটি কোরাম গঠন করা।

গ. উপজেলা অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা কমিটি:

সংসদ সদস্য এ কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন।

(১) সভাপতি

চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ

(২) সহসভাপতি

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

সদস্যবৃন্দ

(৩) উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি।

(৪) উপজেলা সমবায় অফিসার।

(৫) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা পুলিশ স্টেশন।

(৬) নারী ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ।

(৭) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা।

(৮) পৌরসভা মেয়র/মেয়রবৃন্দ।

- (৯) জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করে এমন এনজিও থেকে একজন প্রতিনিধি, (যদি থাকে)।
- (১০) উপজেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা।
- (১১) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা।
- (১২) মুক্তিযোদ্ধাদের থেকে একজন প্রতিনিধি, (যদি থাকে)।

সদস্য-সচিব

- (১৩) সহকারী কমিশনার (ভূমি)।

উপজেলা কমিটির কার্যাবলী:

- (১) বন্দোবস্তের জন্যে অকৃষি খাসজমি সনাক্তকরণ এবং উদ্ধারকরণ।
- (২) উদ্ধারকৃত অকৃষি খাসজমি বিতরণের সুবিধার্থে ক্ষুদ্র জমিখন্ডে বিভক্তিকরণ।
- (৩) অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের জন্যে সরকারি নীতিমালার ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- (৪) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে আবেদনপত্র আহ্বান।
- (৫) প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাছাই, এবং সংক্ষিপ্ত/অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতকরণ।
- (৬) নির্বাচিত আবেদনকারীদের মধ্যে প্লট বরাদ্দ প্রদানের সুপারিশ করা।
- (৭) জমির বন্দোবস্তপ্রাপ্তদেরকে দখল প্রদান নিশ্চিতকরণ।
- (৮) বন্দোবস্ত প্রাপক কর্তৃক বন্দোবস্তের শর্তাবলী প্রতিপালন তদারকিকরণ।
- (৯) বন্দোবস্তের শর্তাবলী লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে জেলা প্রশাসকের নিকট সুপারিশকরণ।
- (১০) প্রতি ২ (দুই) মাসে একবার বৈঠক করা।
- (১১) সভাপতিসহ ৫ (পাঁচ) জন সদস্যদের দ্বারা কমিটির সভার জন্য একটি কোরাম গঠন করা।^{১১}

৬। [আইনের প্রাধান্য

নীতিমালায় উল্লেখিত কমিটি সম্ভাব্য সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে গঠিত হবে। একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনে বিলম্বের ক্ষেত্রে, উপজেলা কমিটি তার প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করতে পারবে কিন্তু বন্দোবস্তের প্রস্তাব পূর্ণাঙ্গ কমিটির নিকট উপস্থাপন করতে হবে।^{১২}

^{১১} প্রস্তাবিত

^{১২} প্রস্তাবিত

৭। [আবেদনকারীদের নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে কার্যক্রম

- (ক) আবেদনকারীগণ নির্ধারিত ফরমে উপজেলা কমিটির সদস্য সচিব ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কাছে আবেদন করবে এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) কার্যালয়ে জমা দিবে। উক্ত কার্যালয় আবেদনকারীদের আবেদনের রশিদ প্রদান করবেন এবং যথা সময়ে তা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।
- (খ) সদস্য-সচিব ইউনিয়ন ভিত্তিক আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করবে এবং যোগ্য আবেদনকারীদের তালিকার সাথে অযোগ্য আবেদনের (যদি থাকে) তালিকা প্রত্যাখ্যানের কারণসহ প্রকাশ করবেন।
- (গ) উপজেলা কমিটি সঙ্গত যাচাই-বাছাইয়ের পরে আবেদনকারীদের নির্বাচিত করবেন। কমিটি আবেদনপত্র পর্যালোচনাকালে আবেদনকারীদের ডাকতে পারবে।
- (ঘ) প্রাথমিক নির্বাচনের পরে, কমিটি এলাকা পরিদর্শন করবে এবং নির্বাচন চূড়ান্ত করবে। আবেদনকারীগণ তাদের পরিচিতি এবং ঠিকানার প্রমাণ হিসেবে জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি জমা দিবে।
- (ঙ) একটি যৌথ পরিবারের একাধিক সদস্যকে ভূমি দেয়া যাবে না এবং এটা স্বামী এবং স্ত্রীর যৌথ নামে দেয়া হবে।
- (চ) আবেদনকারীকে জমির প্রাপ্যতা বিবেচনায় ইতঃপূর্বে উল্লেখিত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অধিক জমি বরাদ্দ করা যাবে না।
- (ছ) বন্দোবস্ত দেয়া জমি বন্দোবস্তের ১৫ (পনের) বছরের মধ্যে উত্তরাধিকার ছাড়া অন্য কারো কাছে অন্য কোন উপায়ে কেউ হস্তান্তর করতে পারবে না।
- (জ) বন্দোবস্তের পরে, যদি বরাদ্দ গ্রহীতার বিরুদ্ধে বন্দোবস্তের শর্তাবলী ভঙ্গের কারণে অথবা জমি সংক্রান্ত কোন আইন / অধ্যাদেশ বা আদেশ ভঙ্গের কারণে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়, তার বরাদ্দ কেন বাতিল করা হবে না এ মর্মে বরাদ্দ গ্রহীতাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ দেয়া হবে। নোটিশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সন্তোষজনক কারণের অনুপস্থিতিতে অনুচ্ছেদ ৯ এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী বরাদ্দ বাতিল করা হবে।
- (ঝ) উপজেলা কমিটি দ্বারা সংঘটিত কোন অনিয়মের বিরুদ্ধে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে জেলা কমিটির বরাবরে আপত্তি উত্থাপন করা যাবে। জেলা কমিটি অভিযোগ তদন্ত করবেন, এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন যা বন্দোবস্ত বাতিলকরণ পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে।
- (ঞ) জেলা কমিটির বিরুদ্ধে আপত্তি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জাতীয় কমিটির বরাবরে উত্থাপন করা যেতে পারে এবং জাতীয় কমিটি ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে অভিযোগ নির্ধারণ করবেন এবং এ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।^{১৪}

৮। [বিবিধ

- (ক) যোগ্য আবেদনকারীগণের মধ্যে অকৃষি খাসজমি বিতরণের নোটিশ সকল সরকারি-আধা সরকারি সেই সাথে বেসরকারি অফিসে এবং ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদের নোটিশ বোর্ডে লটকিয়ে দিতে হবে।
- (খ) উপজেলা কমিটির সকল সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হবে। কোন অসম্মতির ক্ষেত্রে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। সমান ভোটের ক্ষেত্রে, সভাপতির নির্ণায়ক (কাস্টিং) ভোট থাকবে।

^{১৪} প্রস্তাবিত

- (গ) ভূমিহীন ব্যক্তিদের নির্বাচন এবং তালিকা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সার্বিক সতর্কতা এবং কঠোর নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। ভূমিহীন ব্যক্তিদের নির্বাচন এবং তালিকা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যাপক বিবেচনা করার ক্ষমতা প্রশমিত করতে পদক্ষেপ গৃহীত হবে।
- (ঘ) বন্দোবস্তের পরে, যদি বরাদ্দ গ্রহীতার বিরুদ্ধে বন্দোবস্তের শর্তাবলী ভঙ্গের কারণে অথবা জমি সংক্রান্ত কোন আইন/অধ্যাদেশ বা আদেশ ভঙ্গের কারণে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়, তার বরাদ্দ কেন বাতিল করা হবে না এ মর্মে বরাদ্দ গ্রহীতাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ দেয়া হবে। নোটিশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সন্তোষজনক কারণের অনুপস্থিতিতে বরাদ্দ বাতিল করা হবে।
- (ঙ) বনভূমি এবং চিংড়ি ও লবণ চাষের জন্য উপযুক্ত হিসেবে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত খাসজমি এ নীতির আওতায় বরাদ্দ দেয়া হবে না।
- (চ) অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তির জন্য গঠিত সকল কমিটি তাদের পারস্পরিক সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে।
- (ছ) প্রয়োজনানুসারে, জাতীয় অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি এ নীতির কোন বিধান সংশোধন বা পরিবর্তন করতে পারবেন।^{৯৯}

^{৯৯} প্রস্তাবিত

গবেষণা দল

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত (প্রধান গবেষক)

বিচারপতি কাজী এবাদুল হক

এ. কে. এম. জহির আহমেদ

অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ

ড. এ. কে. এম. হেলাল-উজ-জামান

টি. আই. এম. নুরুন নবী চৌধুরী

এ্যাডভোকেট কাওসার আহমেদ

অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত

আসমার ওসমান

গবেষণা সহযোগীবৃন্দ

এ্যাডভোকেট অলিউল ইসলাম

এ্যাডভোকেট আফরিন আহমেদ

এ্যাডভোকেট জহিরুল আলম

এ্যাডভোকেট ধীমান চন্দ্র মন্ডল

এ্যাডভোকেট ফারহানা খান

এ্যাডভোকেট ফারিহা তাবাসসুম সিমু

এ্যাডভোকেট মুজিবুল হক পাভেল

এ্যাডভোকেট মেরিনা সুলতানা

এ্যাডভোকেট শারমিন সুলতানা

এ্যাডভোকেট শেখ সাদী রহমান

পাথরমহাল সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন



Human Development Research Centre

humane development through research and action

www.hdrc-bd.com

সহযোগিতায়

মানুষের জন্য

manusher jonno

promoting human rights and good governance

ঢাকা, জুলাই ২০১৬

পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন

আবুল বারকাত এবং গবেষক দল



Human Development Research Centre

সহযোগিতায়



সেপ্টেম্বর, ২০১৫

সূচিপত্র

শ্রেষ্ঠাপট	১
পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন	৩
পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা প্রস্তাবিত আইন, ২০১৫	৪
১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন	৪
২। সংজ্ঞা	৪
৩। আইনের প্রাধান্য	৪
৪। পাথর উত্তোলনে বিধি-নিষেধ	৪
৫। পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জেলা কমিটি	৫
৬। জেলা কমিটির অফিস ও সভা	৫
৭। পাথর রপ্তানি সংক্রান্ত বিধান	৫
৮। পাথরমহাল ইজারা প্রদান, ইত্যাদি	৫
৯। পাথর শ্রমিকদের মজুরি	৬
১০। পাথর শ্রমিকদের সুদবিহীন ব্যাংক লোন	৬
১১। ইজারা ব্যতীত পাথরমহাল হইতে পাথর উত্তোলন নিষিদ্ধ	৬
১২। পাথরমহাল ইজারার মেয়াদ	৬
১৩। পাথরমহালের তালিকাকরণ	৬
১৪। পরিবেশগত ছাড়পত্র	৬
১৫। ইজারা বাতিল ও আপীল	৭
১৬। পাথরমহাল পরিদর্শন	৭
১৭। ইজারাগ্রহীতার দায়িত্ব ও কর্তব্য	৭
১৮। পুনঃদরপত্র আহবান	৭
১৯। ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ	৭
২০। অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পাথর উত্তোলন	৭
২১। অপরাধ, বিচার ও দণ্ড	৮
২২। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজ-কর্ম রক্ষণ	৮
২৩। বিবিধ	৮
২৪। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	৮
২৫। মূল পাঠ এবং ইংরেজীতে পাঠ	৮
২৬। রহিতকরণ	৮
পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৫	৯
বিধি-১	৯
বিধি-২	৯
বিধি-৩	৯
বিধি-৪	৯
বিধি-৫	৯
বিধি-৬	১০
তফসিল	১১
ফরম-ক: ইজারাকৃত পাথরমহালের রেজিস্ট্রার	১১
ফরম-খ: জেলায় অবস্থিত পাথরমহালের রেজিস্ট্রার	১১

প্রেক্ষাপট

ভূমি সম্পদের জনক। বাংলাদেশের মানুষ ও অর্থনীতির বড় অংশ ভূমিনির্ভর। এদেশের উন্নয়নে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি অবিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতার অধিকারী; কর্মসংস্থান, খাদ্য, বাসস্থান ও আর্থিক নির্ভরতার এক বড় সহায়ক। ভূমির উপর অধিকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার পরিমাপক; ক্ষমতাকাঠামোর ভিত্তি ও জীবনযাত্রার অবস্থা নির্ণয়ের অন্যতম প্রধান সূচক। ভূমির উপযোগমূল্য যথেষ্ট, এর বাজারমূল্য ক্রমাগত বাড়ে। ভূমির কোন অবচয় নেই। ভূমির অধিকার আন্তঃপ্রজন্মগত বংশপরম্পরায় ভোগ্য।

প্রায় ১৬ কোটি মানুষের আমাদের এই দেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার। দেশের মোট ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ একর ভূমির ৬০ শতাংশ কৃষি জমি। প্রতিদিন কমছে দেশের আবাদী ভূমির পরিমাণ। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের সাথে ভূমিহীনতার সম্পর্ক নিবিড়। অথচ, এদেশের প্রায় ৫৯ শতাংশ খানা ভূমিহীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে—বিশেষ করে, কৃষির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর—ভূমিহীনতাই তাদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

ভূমির পরিমাণ সীমিত। জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়লেও ভূমির পরিমাণ বাড়ছে না—বাড়ছে ভূমির অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতা। সহিংসতা, ফটকা-ব্যবসা, দুর্নীতি, জবরদখল, প্রতারণা, ও প্রবঞ্চনার ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়তই—বাড়ছে ভূমিহীনের সংখ্যা, বলপূর্বক অভিবাসন, বৈষম্য ও দারিদ্র্য।

দেশে প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে ভূমি নিয়ে বিরোধ, দশকের পর দশক ধরে ভূমি-সংক্রান্ত চলমান আইনি জটিলতাগুলো চরম আকার ধারণ করেছে। এতে সর্বস্বান্ত হচ্ছে অনেক মানুষ, বাড়ছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। অন্যদিকে ভূমি প্রশাসনের অদক্ষতা, ভূমি রেজিস্ট্রেশন এবং ভূমি জরিপ কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা, নামজারীর ক্ষেত্রে জটিলতা, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ভূমি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল, খাস জমি বিতরণে অনিয়ম, জলমহাল, বালুমহাল ও চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অনিয়ম ও প্রায়োগিক সমস্যা ইত্যাদি দেশের অধিকাংশ মানুষকে ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

ভূমির অধিকার নিয়ে বিরোধ, শোষণ, দুর্নীতি, প্রতারণা ও দরিদ্র মানুষের সীমাহীন দুর্গতির পিছনে সূক্ষ্ম আইনি বিষয় ও জটিলতা বহুলাংশে দায়ী। বাংলাদেশে ভূমি সংশ্লিষ্ট আইনগুলো সেকেলে। অনেক আইন দরিদ্র-বান্ধব নয়; প্রান্তিক মানুষ ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনগুলো যথাযথও নয়। এমনকি কোনো কোনো আইন একে অন্যের সাথে সাংঘর্ষিক। বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগও নেই। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিতামূলক যে আইনি-কাঠামো প্রয়োজন তার অনুপস্থিতিও ব্যাপক। খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন; সর্বোপরি, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি প্রচলিত আইনগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে আনীত আইনের সংশোধনীগুলোও কাজিত লক্ষ্য পূরণ করেনি; এমনকি, অতি সাম্প্রতিক সংশোধনীগুলোও প্রায়োগিক দিক থেকে দরিদ্রবান্ধব এবং জনকল্যাণমুখী হয়ে উঠতে পারেনি। এটি সহজেই বোধগম্য যে, বর্তমানে প্রচলিত ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জটিল এবং অগোছালো অবস্থায় রয়েছে। আরো হতাশার ব্যাপার, প্রচলিত আইনগুলোর অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, দরিদ্রবান্ধব-নীতির অনুপস্থিতি এবং প্রায়োগিক সমস্যা অসংখ্য ভূমি বিরোধ ও ভূমি মামলার জন্ম দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব জটিলতার সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালীরাই শেষ পর্যন্ত ভূমির দখল নিয়ে নেয় আর দরিদ্র, প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো ভূমির অধিকার হারায়। তাই, ভূমি বিষয়ে সবগুলো আইনকে অধিকার-ভিত্তিক ও সুসমঞ্জস একটি কাঠামোর মধ্যে এনে প্রয়োজনীয় সংস্কার নিশ্চিত করতে না পারলে দরিদ্র, প্রান্তিক ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা কখনো সম্ভব নয়। কাজেই, সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে তথ্য-নির্ভর গবেষণার মাধ্যমে আইনি বিষয়গুলো এমনভাবে পুনঃনির্ধারণ করা উচিত যাতে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নে ‘বাদ পড়া’ জনগোষ্ঠীকে ‘অন্তর্ভুক্ত’ করা সম্ভব হয়।

এই সব বাস্তবতার অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’-এর সহযোগিতায় গবেষণা সংস্থা ‘হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)’ এ-বিষয়ে একটি নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করেছে। “বাংলাদেশের ভূমি আইন: একটি অধিকার-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও প্রস্তাবিত পরিবর্তন” শীর্ষক এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে প্রচলিত ভূমি আইনগুলোর কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ নতুন আইন প্রস্তাব করা। বাংলাদেশে প্রচলিত সব ভূমি আইন এবং ভূমি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র বিশ্লেষণ, দরিদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন ও নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমি আইনে বিদ্যমান অব্যবস্থাপনা, অপশাসন, শোষণ-বঞ্চনামূলক প্রক্রিয়া ও কার্যবিধি সংক্রান্ত আইনি দিকগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে। শুধু আইনি পর্যালোচনা নয়, বরং ভূমি আইনের নানান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণায়। অধিকারভিত্তিক, প্রান্তিক ও দরিদ্র-বান্ধব এবং জেডার সংবেদনশীল এই গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন—প্রায় ২,৫০০ পৃষ্ঠার—ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবার সুবিধার্থে ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো পৃথক পৃথক খন্ডে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি খন্ড প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ এবং সুপারিশসহ (প্রস্তাবিত আইন বা সংশোধনীসহ) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণাভিত্তিক প্রকাশনা।

ইংরেজি ভাষায় রচিত সেই গবেষণাকর্মের প্রাসঙ্গিক আইনী টেক্সটসমূহ (ইংরেজিতে রচিত বিদ্যমান আইনসমূহসহ) বাংলায় অনুবাদ করে একটি পৃথক প্রকাশনা করা হয়েছে। আলাদা আলাদা ২০টি খন্ডে অনূদিত এই প্রকাশনার বিষয়-ভিত্তিক প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনীসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপ:

১. পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
২. অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৩. ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৪. কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৫. বালুমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৬. চরের জমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৭. চিংড়িমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৮. দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৯. আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কিত আইন (বন আইনসহ): প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১০. জলমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১১. অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১২. পাথরমহাল সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৩. ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১৪. ভূমি রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৫. ভূমি জরিপ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৬. চা বাগানের ভূমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৭. ট্রাস্ট সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৮. ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৯. অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
২০. ওয়াক্ফ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী

এই গবেষণাপত্রটি উক্ত ২০ খন্ডের একটি।

পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন

ভূ-বিজ্ঞানীদের চোখে বাংলাদেশ বিস্তৃত পলিমাটিতে ঢাকা এক ভূখন্ড যার উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব, মধ্য-উত্তর এবং উত্তরাঞ্চলে দেখা মেলে শক্ত প্রস্তরময় প্রাচীন ভূমির। পঞ্চগড় জেলা উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের ভূ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জনপদ। টারসিয়ারী যুগে পশ্চিমবঙ্গসহ বাংলাদেশের বহু অংশই ডুবে গিয়েছিলো সমুদ্রের প্লাবন আর জলোচ্ছ্বাসে। ফলে বহু বঙ্গের অনেকটা জায়গাজুড়েই পাওয়া যায় টারসিয়ারী যুগের সমুদ্রজাত পাললিক শিলাস্তর। পঞ্চগড় জেলা সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় টারসিয়ারী যুগের পাথর পাওয়া গেছে। এই সময়ের পাথরের মধ্যে রয়েছে বালি পাথর, চুনা পাথর, কাদা পাথর ইত্যাদি। পঞ্চগড় জেলার ভূ-ভাগে এই ধরনের পাথর পাওয়া যায়। বাংলার প্রাচীন জনপদসমূহে ভৌগলিক অবস্থিতি অনেকাংশে ভূ-প্রকৃতি এবং বিশেষ করে নদীর স্রোত দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। পঞ্চগড় জেলার প্রধান পাহাড়ী নদী করতোয়া, ডাহক, চাওয়াই ও মহানন্দা বর্ষাকালে দু'কূল প্লাবিত করে নিয়ে আসে পাথরের বালি ও নুড়ী পাথর। পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় ৫/৬ ফুট মাটির নিচেই পাথর এবং পানিশাল কাঠের সন্ধান পাওয়া যায়। পঞ্চগড় জেলার অধিকাংশ মানুষের জীবিকা পাথর উত্তোলনের উপর নির্ভরশীল। পঞ্চগড় জেলা ছাড়াও নীলফামারী, সিলেট, লালমনিরহাট প্রভৃতি জেলায় পাথর উত্তোলন হয়।

এই পাথরমহাল বর্তমানে “খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং এর ধারা ৪ অনুযায়ী প্রণীত খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর বিধি ৭৮ (২ক) এর বিধান মোতাবেক দেশের বালু মিশ্রিত পাথর, সাধারণ পাথর, সিলিকা বালু, সাদামাটি ইত্যাদিসহ সকল খনিজ সম্পদের মালিক জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং তেল, গ্যাস ও সাধারণ বালু ব্যতীত সকল খনিজ সম্পদের ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)” ইত্যাদি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্যদিকে সরকারি বিধিমালায় পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত শ্রমিকদের বিভিন্ন সংগঠন/সমিতি রয়েছে। এই সকল সংগঠন/ সমিতির নিজস্ব কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে যার মাধ্যমে পাথরমহাল পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে জেলা পর্যায়ে “পঞ্চগড় জেলা পাথর বালি ব্যবসায়ী ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন” এবং উপজেলা পর্যায়ে “তেঁতুলিয়া উপজেলা পাথর বালি ব্যবসায়ী ও শ্রমিক কল্যাণ সমিতি” ই মূলত পাথরমহালের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে। প্রতিবছর নিলাম ডাকের মাধ্যমে এই সমিতিগুলোই সরকারের কাছ থেকে পাথরমহালের ইজারা নিয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, এই সমিতিগুলো সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হয়।

বর্তমান বিধিমালায় পাথরমহাল সম্পর্কিত অল্পকিছু বিধি রয়েছে, যাতে পাথরমহাল সম্পর্কে সামান্যই জানা যায়। এই পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালাসমূহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন যা প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই বর্তমান আইন ও বিধিমালায় ত্রুটি থাকায় পাথরমহাল সম্পর্কিত আলাদা বিধিমালা প্রস্তাব করা হল। প্রস্তাবিত এই আইন ও বিধিমালায় বর্তমান আইনের ত্রুটিসমূহকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে সেগুলোর আলোকে অতি প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রস্তাব করা হল।

পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা প্রস্তাবিত আইন, ২০১৫

যেহেতু পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন, পাথরমহাল হইতে পরিকল্পিতভাবে পাথর উত্তোলন ও বিপণন, উহার নিয়ন্ত্রণ, এতদসংক্রান্ত সংঘটিত অপরাধসমূহ দমন এবং পাথর শ্রমিকদের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন

- (১) এই আইন পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।
- (২) ইহা সরকার কর্তৃক গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্ধারিত জেলাগুলিতে প্রযোজ্য হইবে।
- (৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

- (ক) “ইজারাদ্রহীতা” অর্থ এই আইনের অধীন জেলা প্রশাসকের নিকট হইতে পাথরমহাল ইজারা গ্রহণকারী কোন সমিতি;
- (খ) “ইজারামূল্য” অর্থ এই আইনের অধীন ইজারাদ্রহীতা কর্তৃক পাথর উত্তোলনের নিমিত্তে সরকারকে প্রদত্ত অর্থ;
- (গ) “কমিটি” বলিতে পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জেলা কমিটিকে বুঝাইবে;
- (ঘ) “কর্তৃপক্ষ” অর্থ ধারা ৮-এ বর্ণিত পাথরমহাল ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ;
- (ঙ) “জেলা প্রশাসক” অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বা এতদুদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে;
- (চ) “পাথরমহাল” বলিতে পাথর উত্তোলনের এইরূপ স্থানকে বুঝাইবে যাহা পাথর উত্তোলনের জন্য সরকার কর্তৃক গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে চিহ্নিত হইবে;
- (ছ) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;
- (জ) “বিভাগীয় কমিশনার” অর্থ বিভাগীয় কমিশনার অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার;
- (ঝ) “সমিতি” অর্থ সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিকট হইতে লাইসেন্স প্রাপ্ত পাথর উত্তোলনের জন্য নির্দিষ্ট নামে গঠিত সমিতি যাহার সদস্য সর্বনিম্ন ১৫ (পনের) জন এবং অনূর্ধ্ব জন হইবে;
- (ঞ) পাথর শ্রমিক বলিতে দফা (ঝ)-তে বর্ণিত সমিতির প্রত্যেক সদস্যকে বুঝাইবে।

৩। আইনের প্রাধান্য

পাথর উত্তোলন এবং পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কোন এ আইনের বিধান প্রাধান্য পাইবে।

৪। পাথর উত্তোলনে বিধি-নিষেধ

সরকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনায় লইয়া পাথরমহাল হইতে পাথর উত্তোলনের ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করিতে পারিবে:

- ক) যদি পাথরমহাল এইরূপ কোন এলাকায় অবস্থিত হয় যাহা পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সালের ১নং আইন)- এর অধীন Ecologically Critical Area হিসাবে ঘোষিত হইয়াছে;

- (খ) যদি উক্ত পাথরমহাল কোন সেতু, কালভার্ট, বাঁধ, ব্যারেজ, মহাসড়ক, রেলপথ, বনাঞ্চল বা কোন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী বা বেসরকারী অফিসের ১ (এক) কিলোমিটার এলাকার মধ্যে অবস্থিত হয়;
- (গ) যদি পাথর উত্তোলনের ফলে কোন চা বাগান বা পাহাড়ি ভূমির ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে;
- (ঘ) যদি পাথর উত্তোলনের ফলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কোন স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে;
- (ঙ) যদি কোন পাথর মহালের পাথর উত্তোলনের ফলে কোন নদীর জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের সম্ভাবনা থাকে; এবং
- (চ) এতদসংক্রান্ত অন্য কোন জনস্বার্থ বিষয়।

৫। পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জেলা কমিটি

যেইসব জেলায় পাথরমহাল রহিয়াছে কেবল সেইসব জেলায় সরকার কর্তৃক গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জেলা কমিটি গঠন করা হইবে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলার একজন সংসদ সদস্য এই কমিটির উপদেষ্টা হইবেন। নিম্নলিখিত সদস্যদের লইয়া পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জেলা কমিটি গঠন করা হইবে:

- (ক) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান -----চেয়ারম্যান
- (খ) জেলা প্রশাসক-----ভাইস-চেয়ারম্যান
- (গ) জেলা বন কর্মকর্তা-----সদস্য
- (ঘ) পুলিশ সুপার-----সদস্য
- (ঙ) জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা-----সদস্য
- (চ) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা-----সদস্য
- (ছ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন জেলা এনজিও প্রতিনিধি-----সদস্য
- (জ) পাথর উত্তোলনের জন্য গঠিত সমিতিসমূহ হইতে জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন প্রতিনিধি যাহাদের অন্তত একজন হইবেন মহিলা-----সদস্য

জেলা কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৬। জেলা কমিটির অফিস ও সভা

- (১) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কমিটির অফিস থাকিবে। জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে।
- (২) জেলা কমিটি প্রতি ২ (দুই) মাসে অন্তত একবার সভায় মিলিত হইবে।
- (৩) কমিটির দাপ্তরিক কর্ম সম্পাদনের জন্য এতদুদ্দেশ্যে প্রচলিত সরকারী বিধি মোতাবেক একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ করা হইবে।

৭। পাথর রপ্তানি সংক্রান্ত বিধান

সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রণীত রপ্তানি নীতি আদেশের বিধান অনুসরণ ও কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণক্রমে বাংলাদেশ হইতে পাথর বিদেশে রপ্তানি করা যাইবে।

৮। পাথরমহাল ইজারা প্রদান, ইত্যাদি

- (১) সকল পাথর মহাল বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জেলা কমিটি কর্তৃক ইজারা প্রদান করা হইবে।
- (২) এতদুদ্দেশ্যে তালিকাভুক্ত সমিতি ব্যতীত অন্য কোন সমিতি বা প্রতিষ্ঠান ইজারায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না।
- (৩) তালিকাভুক্তির মেয়াদ, শর্ত ও পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা হইবে।

- (৪) ইজারার প্রস্তাব অনুমোদিত হইবার পর কমিটি পাথরমহালের সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ ইজারার শর্তসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে ইজারা চুক্তি সম্পাদন করিবেন।
- (৫) ইজারা মূল্যের সম্পূর্ণ অর্থ আদায়ের পর সংশ্লিষ্ট ইজারাগ্রহীতাকে পাথরমহালের দখল হস্তান্তর করা হইবে।
- (৬) অন্যান্য সকল শর্তপূরণ সাপেক্ষে আবেদনকারী সমিতিসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত শ্রেণি বিন্যাস বিবেচনা করিয়া অগ্রাধিকার প্রদান করা যাইতে পারে:
 - (ক) যে সমিতিতে সকল সদস্য মহিলা;
 - (খ) যে সমিতিতে অধিকাংশ সদস্য মহিলা; এবং
 - (গ) ইজারার সকল শর্ত পালনকারী অন্যান্য সমিতি।

৯। পাথর শ্রমিকদের মজুরি

কোন পাথর শ্রমিকের জন্য কোন মজুরি নির্ধারণ বা নিম্নতম মজুরির হার স্থিরীকরণের ক্ষেত্রে, একই প্রকৃতির বা একই মান কিংবা মূল্যের কাজের জন্য মহিলা এবং পুরুষ শ্রমিকদের জন্য সমান মজুরির নীতি অনুসরণ করিতে হইবে; এবং এতদসংক্রান্ত কোন বিষয়ে নারী-পুরুষ ভেদা-ভেদের কারণে কোন বৈষম্য করা যাইবে না।

১০। পাথর শ্রমিকদের সুদবিহীন ব্যাংক লোন

কর্মবিহীন সময়ে অর্থাৎ প্রতি বৎসর বাংলা সনের বৈশাখ মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত সময়ে পাথর শ্রমিকদের আবেদনের ভিত্তিতে উৎপাদনমুখী কোন কাজের জন্য বিনাসুদে ব্যাংক লোনের ব্যবস্থা করা হইবে। শর্ত থাকে যে, যদি দেখা যায় যে, পাথর শ্রমিকের বিনিয়োগ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সেক্ষেত্রে তাহার ব্যাংক লোন মওকুফ করা হইবে।

১১। ইজারা ব্যতীত পাথরমহাল হইতে পাথর উত্তোলন নিষিদ্ধ

কোন পাথরমহাল ইজারা প্রদান করা না হইয়া থাকিলে উক্ত বালুমহাল হইতে এই আইনের অধীন ইজারা প্রদান ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতিতে পাথর উত্তোলন, পরিবহন, বিপণন ও সরবরাহ করা যাইবে না এবং এই মর্মে কোন রাজস্বও আদায় করা যাইবে না।

১২। পাথরমহাল ইজারার মেয়াদ

পাথরমহাল ইজারা প্রদানের মেয়াদ হইবে প্রতি বাংলা সনের ১ লা কার্তিক হইতে ৩০ শে আশ্বিন পর্যন্ত। শর্ত থাকে যে, ইজারাগ্রহীতার আবেদনের ভিত্তিতে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে ইজারার মেয়াদ দ্বিতীয়বারের মত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে তবে তাহা কোনক্রমেই ২ (দুই) মেয়াদের অধিক হইবে না।

১৩। পাথরমহালের তালিকাকরণ

সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তাহার জেলায় অবস্থিত পাথরমহালসমূহের তালিকা প্রস্তুত করিয়া নির্দিষ্ট রেজিস্টার-এ অন্তর্ভুক্ত করিবেন এবং প্রতি বৎসর উক্ত তালিকা হালনাগাদ করিবেন।

১৪। পরিবেশগত ছাড়পত্র

- (১) পাথর মহালের ইজারা প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে ইজারাগ্রহীতা সমিতিকে পাথর উত্তোলনের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ছাড়পত্র সংগ্রহ করিতে হইবে এবং তাহা কমিটি বরাবর পেশ করিতে হইবে। ব্যর্থতায় ইজারা বাতিল বলিয়া গণ হইবে।
- (২) সংশ্লিষ্ট পরিবেশ অধিদপ্তর ইজারা গ্রহীতার নিকট হইতে নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্র অথবা আপত্তিপত্র, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, প্রদান করিবেন।

১৫। ইজারা বাতিল ও আপীল

- (১) ইজারা গ্রহীতা ইজারামূল্য যথাসময়ে সরকারের নির্দিষ্ট খাতে জমা প্রদান না করিলে, অথবা ইজারা চুক্তিপত্রের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে, কমিটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট ইজারা চুক্তি বাতিল করিতে পারিবেন।
- (২) উপধারা (১)-এর অধীন কোন ইজারা চুক্তি বাতিল হইলে সংশ্লিষ্ট ইজারা গ্রহীতার জামানত সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।
- (৩) উপধারা (১)-এর অধীন প্রদত্ত কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইজারা গ্রহীতা বা সংশ্লিষ্ট সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।
- (৪) বিভাগীয় কমিশনার উপধারা (৩)-এর অধীন আপীল প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) কর্মদিবসের মধ্যে প্রয়োজনীয় শুনানি গ্রহণক্রমে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপীল নিষ্পত্তি করিবেন।
- (৫) উপধারা-৪ এর আপীল নিষ্পত্তিতে বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬। পাথরমহাল পরিদর্শন

কমিটি কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কোন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট জেলার যে কোন পাথরমহাল যে কোন সময় পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কমিটির নিকট পরিদর্শনের ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করিবেন।

১৭। ইজারাগ্রহীতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইজারাগ্রহীতা নিম্নলিখিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন:

- (ক) সংশ্লিষ্ট পাথরমহাল পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে উহা পরিদর্শনে সহায়তা প্রদান করা।
- (খ) ইজারার শর্তসমূহ যথাযথভাবে পালন করা।
- (গ) ইজারার মেয়াদ শেষ হইবার মুহূর্ত হইতে পাথর উত্তোলন বন্ধ করা।

১৮। পুনঃদরপত্র আহ্বান

- (১) কমিটি সেইসকল পাথরমহালের ইজারা সংক্রান্ত দরপত্র আহ্বান করিবে যেইসকল পাথরমহালের ইজারা শুরুতেই বাতিল করা হইয়াছে।
- (২) ইজারার মেয়াদান্তে অথবা ইজারা বাতিলের মুহূর্ত হইতে উক্ত পাথরমহালে ইজারাগ্রহীতার কোন স্বার্থ, স্বত্ব বা অধিকার থাকিবে না।

১৯। ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ

যেই সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেই সকল প্রত্যেক জেলায় চিহ্নিত পাথরমহালের সংখ্যা ও যাবতীয় তথ্যাবলী ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিয়া তাহা সংশ্লিষ্ট উপজেলার ওয়েব সাইট ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হইবে।

২০। অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পাথর উত্তোলন

অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোন সরকারি কার্যক্রম বা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনে এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, কেবল পরিবেশগত ছাড়পত্র অর্জনের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

২১। অপরাধ, বিচার ও দণ্ড

- (১) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া অথবা পাথর উত্তোলনের জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীকে পাথর উত্তোলন করিলে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী ব্যক্তিবর্গ বা তাহাদের সহায়তাকারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ৮০০০০০/- (আট লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড যাহা কোনক্রমেই ৬০ (ষাট) হাজার টাকার কম হইবে না বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
- (২) এই আইনের অধীন অপরাধ বিচারিক ম্যজিস্ট্রেট আদালত কর্তৃক বিচার হইবে।
- (৩) এই আইনের অধীন অপরাধ জামিনযোগ্য (Bailable), আমলযোগ্য (Cognizable) ও আপোষযোগ্য (Compoundable) হইবে।
- (৪) বিচারিক ম্যজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা আদেশ দ্বারা কোন পক্ষ সংশ্লিষ্ট হইলে তিনি উক্ত দণ্ডাদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে স্থানীয় অধিক্ষেত্রের দায়রা জজের আদালতে আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

২২। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজ-কর্ম রক্ষণ

এই আইন ও বিধির অধীন সম্পাদিত বা সম্পাদনের জন্য অভিষ্ট কোন কাজের জন্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা রুজু বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

২৩। বিবিধ

- (ক) পাথরমহালে কর্মরত প্রত্যেক শ্রমিকের উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স থাকিতে হইবে।
- (খ) লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আগ্রহী ব্যক্তিকে এতদুদ্দেশ্যে উপজেলা সমাজসেবা অফিসারের কার্যালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে।
- (গ) উপজেলা সমাজসেবা অফিস প্রতিবছর উপজেলার সমিতিসমূহের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষণ করিবেন।

২৪। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৫। মূল পাঠ এবং ইংরেজীতে পাঠ

এই আইনের মূল পাঠ বাংলা ভাষায় হইবে এবং ইংরেজীতে উহার একটি অনূদিত নির্ভরযোগ্য পাঠ থাকিতে পারিবে: তবে শর্ত থাকে যে বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা প্রাধান্য পাইবে।

২৬। রহিতকরণ

- (১) এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে পাথরমহালের ইজারা সংক্রান্ত সকল আদেশ, গেজেট, মেমো, নীতিমালা এতদদ্বারা রহিত করা হইল।
- (২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত কোন রহিত আইনের অধীন (ক) কৃত কোন কাজ-কর্ম অথবা জারিকৃত কোন আদেশ, বিজ্ঞপ্তি বা প্রজ্ঞাপন অথবা গঠিত কোন আদালত বা কমিটি বা তহবিল অথবা প্রদত্ত কোন নোটিশ অথবা পেশকৃত কোন দরখাস্ত অথবা মঞ্জুরীকৃত কোন অনুমতি, লাইসেন্স, গঠনতন্ত্র, অথবা গৃহীত বা গুরুকৃত অন্য কোন ব্যবস্থা বা কার্যধারা এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনকৃত, প্রণীত, জারিকৃত, নিয়োগকৃত, গঠিত, প্রদত্ত, রেজিস্ট্রিকৃত, দায়েরকৃত, পেশকৃত, মঞ্জুরীকৃত, গৃহীত অথবা গুরুকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; (খ) এই আইন প্রবর্তনের তারিখে কোন আদালতে বিচারাধীন কোন মামলা বা কার্যধারা উক্ত আদালত চালু থাকিলে এবং তৎকর্তৃক শুনানি ও নিষ্পত্তি করা হইবে, যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই।

পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৫

বিধি-১

অত্র বিধিমালা পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

বিধি-২

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে অত্র বিধিমালায়:

- (ক) “ফরম” বলিতে অত্র বিধিমালায় সংযোজিত ফরমকে বুঝাইবে;
- (খ) “আইন” বলিতে পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৫-কে বুঝাইবে;
- (গ) “আবেদনকারী” বলিতে পাথরমহাল ইজারা গ্রহণের জন্য দরপত্র জমাপ্রদানকারী সমিতিতে বুঝাইবে; এবং
- (ঘ) “ধারা” আইনের কোন ধারাকে বুঝাইবে।

বিধি-৩

৮ ধারা অনুসারে ইজারা প্রাপ্তির জন্য দরপত্র দাখিলের সহিত নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ পৃথক করিয়া দাখিল করিতে হইবে:

- (ক) সমিতির পূর্ণ নাম ও ঠিকানা;
- (খ) পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকের আলাদা উল্লেখপূর্বক সমিতির সদস্য সংখ্যা;
- (গ) সমিতির নিবন্ধনের তারিখ;
- (ঘ) পূর্বে কোন পাথরমহাল ইজারাপ্রাপ্ত হইয়াছিল কি না;
- (ঙ) পূর্বে ইজারাপ্রাপ্ত কোন পাথরমহালের ইজারা বাতিল হইয়াছিল কি না;
- (চ) বর্তমান কোন পাথরমহালের পাথর উত্তোলন করিতেছে কি না।

বিধি-৪

জেলা কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ:

- (ক) পাথরমহালের স্কেচম্যাপসহ তফসিল, উত্তোলনযোগ্য পাথরের আনুমানিক পরিমাণ, সরকারি মূল্যমান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিয়া দরপত্র ফরম প্রস্তুতকরণ;
- (খ) জমাকৃত দরপত্রসমূহ যাচাই-বাছাইকরণ এবং অনুমোদন প্রদান;
- (গ) পাথর উত্তোলন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং করিবার ব্যবস্থা করা এবং ক্ষেত্রবিশেষে অনুমোদন বাতিল করা;
- (ঘ) পাথর উত্তোলন করিবার ফলে সংশ্লিষ্ট নদী তীরবর্তী এলাকায় ভূমিক্ষয় হইয়াছে কি না বা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে কি না সে বিষয়ে নজর রাখা;
- (ঙ) সংশ্লিষ্ট নদীর মাছের প্রজনন মৌসুমে পাথর উত্তোলনের উপর সাময়িক শর্ত আরোপ করা।

বিধি-৫

দরপত্র জমা প্রদান ও চূড়ান্তকরণ নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে হইবে:

- (ক) সংশ্লিষ্ট জেলার লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রত্যেক সমিতি উক্ত জেলার পাথরমহাল ইজারা প্রাপ্তির জন্য দরপত্র জমা প্রদান করিতে পারিবে;
- (খ) কমিটির চেয়ারম্যান দরপত্র ফরম বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন; জেলা কমিটির কার্যালয় এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় হইতে দরপত্র ফরম সরবরাহ করা হইবে নামমাত্র মূল্যে যাহা কোনক্রমেই ২০ (বিশ) টাকার অধিক হইবে না; একই কার্যালয়ে দরপত্রসহ আবেদন গ্রহণ করা হইবে;

- (গ) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচারিত একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং কমপক্ষে দুইটি স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে এবং জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হইবে; সংশ্লিষ্ট উপজেলার প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, উপজেলা ভূমি অফিস এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নোটিশ বোর্ডে দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি লটকাইয়া রাখা হইবে;
- (ঘ) দরপত্র জমা প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কর্মদিবসের মধ্যে দরপত্র জমা প্রদান করিতে হইবে;
- (ঙ) দরপত্র গ্রহণের তারিখ হইতে ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে জেলা কমিটি দরপত্র যাচাই-বাছাই করিয়া ইজারাপ্রাপ্যদের একটি তালিকা প্রাথমিকভাবে প্রকাশ করিবেন;
- (চ) ইজারাপ্রাপ্য সমিতিসমূহ প্রাথমিক তালিকা প্রকাশের ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে ইজারামূল্য জমা প্রদান করিবে এবং তৎবিনিয়াদে জেলা কমিটি টাকা জমা প্রদানকারী প্রত্যেক সমিতিতে ২৫০/= (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা মূল্যের নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প ইজারা চুক্তি সম্পাদন করিয়া দিবেন; মূল চুক্তিপত্র কমিটির কার্যালয়ে সংরক্ষণ করিয়া উক্ত চুক্তিপত্রের অবিকল নকল ইজারাপ্রাপ্ত সমিতিতে প্রদান করা হইবে;
- (ছ) পাথরমহালের ইজারামূল্য জেলা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংকে সুনির্দিষ্ট কোড নাম্বার উল্লেখপূর্বক চালানযোগে জমা প্রদান করিতে হইবে;
- (জ) উত্তোলনযোগ্য পাথরের আনুমানিক পরিমাণ, বাজার দর, উত্তোলন খরচ ইত্যাদি বিবেচনায় লইয়া জেলা কমিটি পাথরমহালের ইজারামূল্য নির্ধারণ করিবেন।

বিধি-৬

ইজারা বাতিল এবং আপীল সংক্রান্ত কার্যপদ্ধতি:

- (ক) ইজারাগ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইজারা মূল্য জমা (deposit) করিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত সমিতির অনুকূলে মঞ্জুরকৃত ইজারা বাতিল করা হইবে;
- (খ) যদি ইজারাগ্রহীতা ইজারা চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করে তবে কমিটি উক্ত সমিতিতে ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য আদেশ প্রদান করিবে এবং যদি ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানো না হয় অথবা দর্শানো কারণ যদি সন্তোষজনক না হয় তবে কমিটি উক্ত সমিতির অনুকূলে মঞ্জুরকৃত ইজারা বাতিল করিবে এবং ইজারা বাতিল সংক্রান্ত আদেশের সীলমোহরকৃত একটি কপি তৎক্ষণাৎ উক্ত সমিতিতে প্রদান করিবে;
- (গ) এই বিধির দফা (খ) অনুসারে প্রদত্ত সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ সমিতি উক্ত সিদ্ধান্তের ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে কমিটি কর্তৃক ইস্যুকৃত আদেশের কপিসহ বিভাগীয় কমিশনারের বরাবর আপীল করিবে এবং আপীলের একটি কপি জেলা কমিটির কার্যালয়ে বিলি করিবে;
- (ঘ) বিভাগীয় কমিশনার বরাবর আপীল সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তির তারিখ হইতে জেলা কমিটি উক্ত পাথরমহাল সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম উক্ত আপীল কার্যক্রম নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকিবে;
- (ঙ) বিভাগীয় কমিশনার উভয়পক্ষের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে উক্ত আপীল নিষ্পত্তি করিবেন। এই ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় হইতে ই-মেইল এবং ফ্যাক্স-এর মাধ্যমে জেলা কমিটিকে নোটিশ প্রদান করা হইবে এবং জেলা কমিটির প্রতিনিধি নির্ধারিত তারিখে অনুপস্থিত হইলে তাহার অনুপস্থিতিতে আপীল নিষ্পত্তি করা হইবে। পর পর দুইটি নির্ধারিত তারিখে আপীলকারী পক্ষ অনুপস্থিত থাকিলে উক্ত আপীল সরাসরি না-মঞ্জুর করা হইবে।
- (চ) পাথরমহাল ইজারা সংক্রান্ত বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারের আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

তফসিল

ফরম-ক

ইজারাকৃত পাথরমহালের রেজিস্ট্রার

ক্রমিক নং	ইজারাদ্বারা সমিতির নাম ও ঠিকানা	সমিতির সদস্য সংখ্যা পুরুষ = মহিলা=	ইজারা প্রদানের তারিখ	ইজারার মেয়াদ সমাপ্তির তারিখ	ইজারা নবায়নের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	ইজারা বাতিলের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	ইজারাকৃত পাথরমহালের চিহ্নিতকরণ নাম্বার	পরিবেশগত ছাড়পত্র আছে কি না হ্যাঁ/না	মন্তব্য

ফরম-খ

জেলায় অবস্থিত পাথরমহালের রেজিস্ট্রার

চিহ্নিতকরণ নং	চিহ্নিতকরণের তারিখ	পাথরমহালের অবস্থান	উপজেলা	মন্তব্য
১.				
২.				
৩.				

গবেষণা দল

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত (প্রধান গবেষক)

বিচারপতি কাজী এবাদুল হক

এ. কে. এম. জহির আহমেদ

অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ

ড. এ. কে. এম. হেলাল-উজ-জামান

টি. আই. এম. নুরুন নবী চৌধুরী

এ্যাডভোকেট কাওসার আহমেদ

অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত

আসমার ওসমান

গবেষণা সহযোগীবৃন্দ

এ্যাডভোকেট অনিউল ইসলাম

এ্যাডভোকেট আফরিন আহমেদ

এ্যাডভোকেট জহিরুল আলম

এ্যাডভোকেট ধীমান চন্দ্র মন্ডল

এ্যাডভোকেট ফারহানা খান

এ্যাডভোকেট ফারিহা তাবাসসুম সিমু

এ্যাডভোকেট মুজিবুল হক পাভেল

এ্যাডভোকেট মেরিনা সুলতানা

এ্যাডভোকেট শারমিন সুলতানা

এ্যাডভোকেট শেখ সাদী রহমান

ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী



Human Development Research Centre

humane development through research and action

www.hdrc-bd.com

সহযোগিতায়

মানুষের জন্য

manusher jonno

promoting human rights and good governance

ঢাকা, জুলাই ২০১৬

সূচিপত্র

প্রেক্ষাপট	১
ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী	৩
ভূমি সংস্কার আইন, ২০১৩	৪
প্রথম অধ্যায়: প্রারম্ভিক	৫-৬
দ্বিতীয় অধ্যায়:	৭
তৃতীয় অধ্যায়: কৃষি জমি অর্জনের সীমাবদ্ধতা	৮-৯
চতুর্থ অধ্যায়: স্থাবর সম্পত্তির বেনামী লেনদেন নিষিদ্ধকরণ	১০
পঞ্চম অধ্যায়: বসত-ভিটা	১১
ষষ্ঠ অধ্যায়: বর্গাদারগণের নাম রেকর্ড	১২-১৫
সপ্তম অধ্যায়: বর্গা জমির সিলিং	১৬
অষ্টম অধ্যায়: চাষাবাদ এবং ফসল সংগ্রহ সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তি	১৭-১৮
নবম অধ্যায়: বিবিধ	১৯
ভূমি সংস্কার প্রস্তাবিত বিধিমালা, ২০১৩	২০
প্রথম অধ্যায়: প্রারম্ভিক	২০
দ্বিতীয় অধ্যায়: সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ	২১-২৩
তৃতীয় অধ্যায়: নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ ও নির্ধারিত আপীল কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা	২৪-২৫
চতুর্থ অধ্যায়: ক্ষতিপূরণের হার	২৬
পঞ্চম অধ্যায় : বর্গা চুক্তি	২৭
ষষ্ঠ অধ্যায়: বর্গাদারের মৃত্যুর পরিণাম	২৮
সপ্তম অধ্যায়: উৎপন্ন ফসল ভাগের প্রণালী	২৯

প্রেক্ষাপট

ভূমি সম্পদের জনক। বাংলাদেশের মানুষ ও অর্থনীতির বড় অংশ ভূমিনির্ভর। এদেশের উন্নয়নে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি অবিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতার অধিকারী; কর্মসংস্থান, খাদ্য, বাসস্থান ও আর্থিক নির্ভরতার এক বড় সহায়ক। ভূমির উপর অধিকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার পরিমাপক; ক্ষমতাকাঠামোর ভিত্তি ও জীবনযাত্রার অবস্থা নির্ণয়ের অন্যতম প্রধান সূচক। ভূমির উপযোগমূল্য যথেষ্ট, এর বাজারমূল্য ক্রমাগত বাড়ে। ভূমির কোন অবচয় নেই। ভূমির অধিকার আন্তঃপ্রজন্মগত বংশপরম্পরায় ভোগ্য।

প্রায় ১৬ কোটি মানুষের আমাদের এই দেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার। দেশের মোট ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ একর ভূমির ৬০ শতাংশ কৃষি জমি। প্রতিদিন কমছে দেশের আবাদী ভূমির পরিমাণ। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের সাথে ভূমিহীনতার সম্পর্ক নিবিড়। অথচ, এদেশের প্রায় ৫৯ শতাংশ খানা ভূমিহীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে—বিশেষ করে, কৃষির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর—ভূমিহীনতাই তাদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

ভূমির পরিমাণ সীমিত। জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়লেও ভূমির পরিমাণ বাড়ছে না—বাড়ছে ভূমির অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতা। সহিংসতা, ফটকা-ব্যবসা, দুর্নীতি, জবরদখল, প্রতারণা, ও প্রবঞ্চনার ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়তই—বাড়ছে ভূমিহীনের সংখ্যা, বলপূর্বক অভিবাসন, বৈষম্য ও দারিদ্র্য।

দেশে প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে ভূমি নিয়ে বিরোধ, দশকের পর দশক ধরে ভূমি-সংক্রান্ত চলমান আইনি জটিলতাগুলো চরম আকার ধারণ করেছে। এতে সর্বস্বান্ত হচ্ছে অনেক মানুষ, বাড়ছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। অন্যদিকে ভূমি প্রশাসনের অদক্ষতা, ভূমি রেজিস্ট্রেশন এবং ভূমি জরিপ কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা, নামজারীর ক্ষেত্রে জটিলতা, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ভূমি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল, খাস জমি বিতরণে অনিয়ম, জলমহাল, বালুমহাল ও চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অনিয়ম ও প্রায়োগিক সমস্যা ইত্যাদি দেশের অধিকাংশ মানুষকে ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

ভূমির অধিকার নিয়ে বিরোধ, শোষণ, দুর্নীতি, প্রতারণা ও দরিদ্র মানুষের সীমাহীন দুর্গতির পিছনে সূক্ষ্ম আইনি বিষয় ও জটিলতা বহুলাংশে দায়ী। বাংলাদেশে ভূমি সংশ্লিষ্ট আইনগুলো সেকেলে। অনেক আইন দরিদ্র-বান্ধব নয়; প্রান্তিক মানুষ ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনগুলো যথাযথও নয়। এমনকি কোনো কোনো আইন একে অন্যের সাথে সাংঘর্ষিক। বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগও নেই। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিতামূলক যে আইনি-কাঠামো প্রয়োজন তার অনুপস্থিতিও ব্যাপক। খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন; সর্বোপরি, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি প্রচলিত আইনগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে আনীত আইনের সংশোধনীগুলোও কাজিত লক্ষ্য পূরণ করেনি; এমনকি, অতি সাম্প্রতিক সংশোধনীগুলোও প্রায়োগিক দিক থেকে দরিদ্রবান্ধব এবং জনকল্যাণমুখী হয়ে উঠতে পারেনি। এটি সহজেই বোধগম্য যে, বর্তমানে প্রচলিত ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জটিল এবং অগোছালো অবস্থায় রয়েছে। আরো হতাশার ব্যাপার, প্রচলিত আইনগুলোর অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, দরিদ্রবান্ধব-নীতির অনুপস্থিতি এবং প্রায়োগিক সমস্যা অসংখ্য ভূমি বিরোধ ও ভূমি মামলার জন্ম দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব জটিলতার সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালীরাই শেষ পর্যন্ত ভূমির দখল নিয়ে নেয় আর দরিদ্র, প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো ভূমির অধিকার হারায়। তাই, ভূমি বিষয়ে সবগুলো আইনকে অধিকার-ভিত্তিক ও সুসমঞ্জস একটি কাঠামোর মধ্যে এনে প্রয়োজনীয় সংস্কার নিশ্চিত করতে না পারলে দরিদ্র, প্রান্তিক ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা কখনো সম্ভব নয়। কাজেই, সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে তথ্য-নির্ভর গবেষণার মাধ্যমে আইনি বিষয়গুলো এমনভাবে পুনঃনির্ধারণ করা উচিত যাতে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নে ‘বাদ পড়া’ জনগোষ্ঠীকে ‘অন্তর্ভুক্ত’ করা সম্ভব হয়।

এই সব বাস্তবতার অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’-এর সহযোগিতায় গবেষণা সংস্থা ‘হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)’ এ-বিষয়ে একটি নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করেছে। “বাংলাদেশের ভূমি আইন: একটি অধিকার-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও প্রস্তাবিত পরিবর্তন” শীর্ষক এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে প্রচলিত ভূমি আইনগুলোর কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ নতুন আইন প্রস্তাব করা। বাংলাদেশে প্রচলিত সব ভূমি আইন এবং ভূমি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র বিশ্লেষণ, দরিদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন ও নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমি আইনে বিদ্যমান অব্যবস্থাপনা, অপশাসন, শোষণ-বঞ্চনামূলক প্রক্রিয়া ও কার্যবিধি সংক্রান্ত আইনি দিকগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে। শুধু আইনি পর্যালোচনা নয়, বরং ভূমি আইনের নানান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণায়। অধিকারভিত্তিক, প্রান্তিক ও দরিদ্র-বান্ধব এবং জেডার সংবেদনশীল এই গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন—প্রায় ২,৫০০ পৃষ্ঠার—ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবার সুবিধার্থে ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো পৃথক পৃথক খন্ডে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি খন্ড প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ এবং সুপারিশসহ (প্রস্তাবিত আইন বা সংশোধনীসহ) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণাভিত্তিক প্রকাশনা।

ইংরেজি ভাষায় রচিত সেই গবেষণাকর্মের প্রাসঙ্গিক আইনী টেক্সটসমূহ (ইংরেজিতে রচিত বিদ্যমান আইনসমূহসহ) বাংলায় অনুবাদ করে একটি পৃথক প্রকাশনা করা হয়েছে। আলাদা আলাদা ২০টি খন্ডে অনূদিত এই প্রকাশনার বিষয়-ভিত্তিক প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনীসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপ:

১. পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
২. অধিগ্রহণ ও লুকুমদখল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৩. ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৪. কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৫. বালুমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৬. চরের জমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৭. চিংড়িমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৮. দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৯. আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কিত আইন (বন আইনসহ): প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১০. জলমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১১. অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১২. পাথরমহাল সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৩. ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১৪. ভূমি রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৫. ভূমি জরিপ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৬. চা বাগানের ভূমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৭. ট্রাস্ট সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৮. ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৯. অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
২০. ওয়াক্ফ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী

এই গবেষণাপত্রটি উক্ত ২০ খন্ডের একটি।

ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী

ভূমি সংস্কার বলতে সাধারণত আমরা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সরকারি মালিকানার খাসজমি-জলা বণ্টন ও বন্দোবস্ত; বর্গাদারসহ অন্যের মালিকানাধীন জমি-জলাতে যারা শ্রম দিচ্ছেন তাদের স্বার্থ-সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে বুঝি। বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের ইতিহাস বেশ পুরনো। ১৯৪০ সালে বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্মস কমিশন নামে একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে ভূমি সংস্কার বিষয়ে বড় ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় যার চেয়ারম্যান ছিলেন স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউড। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ প্রণয়নের মাধ্যমে ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রথম বড় পদক্ষেপ নেয়া হয়। এই আইন প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে সরকার ও কৃষকদের মধ্যে অবস্থিত মধ্যস্থত্বভোগীদের দৌরাত্ম বিলোপ করা হয় এবং ভূমির সিলিং নির্ধারণ করা হয় যা পরবর্তীকালে বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। সবশেষে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এবং ভূমি সংস্কার বিধিমালা, ১৯৮৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। ভূমি সংস্কারের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য আইনসমূহ হল:

- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন, ১৭৯৩;
- বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫;
- রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০;
- ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ, ১৯৮৪; এবং
- ভূমি সংস্কার বিধিমালা, ১৯৮৪।

‘ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ, ১৯৮৪’ সামরিক শাসন চলাকালীন সময়ে প্রণীত হয়েছিল এবং সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়ে এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এই আইনে কৃষি এবং অকৃষি জমির সিলিং নিয়ে বৈষম্য রয়েছে। তাছাড়া, সিলিং সীমাবদ্ধতাও ত্রুটিপূর্ণ। ভূমি ও মানুষের অনুপাত, ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বণ্টন নীতি অনুসারে বর্তমান ভূমির সিলিং কমানো উচিত যা আমাদের প্রস্তাবিত আইনে বলা হয়েছে।

চাষাবাদে বর্গা পদ্ধতি একটি স্বীকৃত পদ্ধতি, বর্গা চুক্তির বিধিবিধান এই অধ্যাদেশে রয়েছে। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্যি যে, বর্গা চুক্তির এই বিধিবিধান সরকারের উদাসীনতা এবং অন্যান্য কারণে এখনও কার্যকারিতা পায়নি। তাছাড়া বর্গাদারের নাম খতিয়ানে থাকে না যার ফলে বর্গাদারের আইনগত অধিকার দুর্বল হয়ে পড়ে। বেনামী লেনদেনের কারণে প্রকৃত ভূমি সিলিং শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। বর্তমানে এমন কোন পদ্ধতি নাই যার মাধ্যমে বেনামী লেনদেন প্রতিরোধ করা যায়।

কার্যকর ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে ভূমি সংস্কার বাস্তবায়ন কমিটির অদক্ষতা ভূমি সংস্কারে একটি বড় বাধা। এছাড়াও একটি দক্ষ ভূমি সংস্কার কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতি ভূমি সংস্কারে অপর আর একটি বড় বাধা।

উক্ত সমস্যাসমূহ দূরীকরণে প্রস্তাবিত ভূমি সংস্কার আইন, ২০১৩ প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে যেখানে—

- সকল ধরনের কৃষি জমির সিলিং সীমা ৪০ (চল্লিশ) বিঘা এবং সকল ধরনের অকৃষি জমির সিলিং সীমা ২০ (বিশ) বিঘা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে;
- রেকর্ড বিহীন লেনদেন নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং রেকর্ড বিহীন লেনদেন করলে পক্ষদ্বয়কে শাস্তি প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে;
- ভূমি সংস্কার প্রক্রিয়া সম্পাদন ও তদারকি করার উদ্দেশ্যে উপজেলা ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা এবং জেলা ভূমি সংস্কার কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি এবং তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান রাখা হয়েছে।

ভূমি সংস্কার আইন, ২০১৩

উৎপাদন সর্বোচ্চকরণের এবং জমির মালিক ও বর্গাদারগণের মধ্যে উন্নততর সম্পর্ক নিশ্চিতকরণের এবং ক্ষমতাবান কর্তৃপক্ষ গঠনের নিশ্চয়তার মাধ্যমে ভূমির আরও যথাযথ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ভূমির জোতস্বত্ব ও ভূমির হস্তান্তর সম্পর্কিত আইনসমূহ সংস্কার করার আইন।

যেহেতু বাংলাদেশের ভূমির ব্যবস্থাপনা এবং সংস্কার সম্পর্কিত আইন একত্রীকরণ এবং সংশোধন করা সমীচীন; এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল—

প্রথম অধ্যায় প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন

এই আইন বাংলাদেশ ভূমি সংস্কার আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

- (১) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।
- (২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে—

- (ক) “বর্গাদার” বলিতে এইরূপ ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি আধি, বর্গা বা ভাগ বলিয়া সাধারণভাবে পরিচিত পদ্ধতিতে অপর কোন ব্যক্তির জমি চাষ করেন এই শর্তে যে, তিনি ঐ জমির উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ উক্ত ব্যক্তিকে অর্পণ করিবেন;
- (খ) “বর্গাচুক্তি” বলিতে এইরূপ চুক্তিকে বুঝাইবে যাহার অধীনে কোন ব্যক্তি বর্গাদার হিসাবে কোন জমি চাষ করেন;
- (গ) “বর্গাজমি” বলিতে বর্গাদার হিসাবে কোন ব্যক্তির চাষের অধীন কোন জমি বুঝায়;
- (ঘ) [“চাষি” বলিতে এইরূপ ব্যক্তি বুঝাইবে যিনি নিজের জমি অথবা বর্গাদার হিসাবে অন্য ব্যক্তির জমি চাষ করেন অথবা মজুরি পরিশোধের চুক্তির অধীন কোন শ্রমিক।]
- (ঙ) “পরিবার” বলিতে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, ঐ ব্যক্তিকে এবং তাহার স্ত্রী, পুত্র, অবিবাহিতা কন্যা, পুত্রবধু, পুত্রের পুত্র ও পুত্রের অবিবাহিতা কন্যাকে অন্তর্ভুক্ত করে;

তবে শর্ত থাকে যে, পিতা মাতা হইতে স্বাধীনভাবে পৃথক অল্পে বসবাস করিয়া আসিতেছেন এবং তাহার নিজ নামে ইউনিয়ন অভিকর প্রদান করেন এমন সাবালক বা বিবাহিত পুত্র এবং তাহার স্ত্রী, পুত্র, অবিবাহিতা কন্যা, পুত্রবধু, পুত্রের পুত্র ও পুত্রের অবিবাহিতা কন্যা একটি পৃথক পরিবার গঠন করে বলিয়া গণ্য হইবে;
- (চ) “বসতভিটা” বলিতে এক মানানসই বিঘার অধিক নহে, এমন একটি এলাকা ব্যাপিয়া বহির্গৃহ, পুকুর, বাগান ও তৎসংযুক্ত ঘেরা জায়গাসমূহ সমেত একটি বাসগৃহকে বুঝাইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে এইরূপ এলাকা এক মানানসই বিঘার অধিক হয়, সেইক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত জমি বসতভিটা বলিয়া গণ্য হইবে না;
- (ছ) [“খাসজমি” বলিতে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের পূর্ব বাংলা আইন নং ২৮)-এ যাহা বুঝায় তাহা বুঝাইবে।]
- (জ) “মালিক” বলিতে কৃষি জমির অধিকারী কোন ব্যক্তি বা সংগঠন, প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে;

- (ঝ) “জমির মালিক” বলিতে কোন বর্গা জমি সম্পর্কে সেই মালিককে বুঝাইবে, যাহার নিকট হইতে বর্গাদার বর্গা চুক্তিধীনে চাষের জন্য জমি লাভ করে;
- (ঞ) “নিজস্ব চাষাবাদ” অর্থ একজন মালিক কর্তৃক নিজ খরচে তাহার নিজস্ব জমি চাষাবাদ—
- (অ) তাহার নিজ শ্রম অথবা সদস্যদের দ্বারা, বা
- (আ) তাহার পরিবারের কোন সদস্যের অথবা ইহার কোন সদস্যের শ্রম দ্বারা, বা
- (ই) তাহার নিজের শ্রম বা পরিবারের কোন সদস্যের অথবা, ক্ষেত্রমত, ইহার কোন সদস্যের শ্রম সহায়তা করিবার জন্য মজুরিতে নিযুক্ত কোন কর্মচারীর বা শ্রমিকের শ্রম দ্বারা ।
- (ট) “নির্ধারিত” বলিতে এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত বুঝাইবে;
- (ঠ) “নির্ধারিত আপীল কর্তৃপক্ষ” বলিতে এই আইনের অধীনে আনয়নযোগ্য আপীলের সকল বা যে কোনটির শুনানীর উদ্দেশ্যে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অথবা ঐরূপ উদ্দেশ্যের জন্য বিধিমালায় নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে;
- (ড) “নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ” বলিতে আপীল শুনানীর উদ্দেশ্যে ব্যতীত এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহের সকল বা যে কোনটির জন্য সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অথবা ঐরূপ উদ্দেশ্যসমূহের জন্য বিধিমালায় নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে;
- (ঢ) “উৎপন্নফসল” বলিতে খড়, কোন শস্যের বৃন্ত ও যে কোন শস্য বিশেষ অন্তর্ভুক্ত করে;
- (ণ) “বিধিমালা” বলিতে এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালাকে বুঝাইবে;
- (ত) “পল্লী এলাকা” বলিতে পৌর এলাকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নহে, এমন যে কোন এলাকাকে বুঝাইবে;
- [থ) “রাজস্ব কর্মকর্তা” বলিতে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের পূর্ব বাংলা আইন নং ২৮)-এ যাহা বুঝায় তাহা বুঝাইবে।]
- [দ) “সরকার” বলিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে;]
- [ধ) “ভূমি সিলিং” মালিক কর্তৃক কৃষি ও অকৃষি ভূমির অর্জন সীমিতকরণের জন্যে ৫ এবং ৬ ধারার অধীন সিলিং;]
- [ন) “ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা” অর্থ এই আইনের অধীন ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত কর্মকর্তা।]

দ্বিতীয় অধ্যায়

সরকারি নীতি ও হেফাজত

৩। [সরকারি নীতির প্রাধান্য

বর্তমানে প্রচলিত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকারের অথবা ভূমি প্রশাসন বোর্ডের যে কোন আদেশ, প্রজ্ঞাপন এবং ম্যানুয়াল যাহা এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিতপূর্বে কার্যকর ছিল তাহার যতটুকু এই আইন ও বিধিমালার অধীন প্রণীত বিধানের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততটুকু বাতিল হইবে। এই আইন ও বিধিমালার অধীন প্রণীত বিধান বলবৎ থাকিবে।]

ধারা-৪। [হেফাজত

এই আইনের ৩ ধারা সত্ত্বেও এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে অথবা পূর্বে সরকারের অথবা ভূমি প্রশাসন বোর্ডের অন্য কোন আইন, আদেশ অথবা প্রজ্ঞাপন অনুসারে কৃত অথবা গৃহীত কোন কার্য বৈধভাবে কৃত ও গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।]

তৃতীয় অধ্যায়

কৃষি জমি অর্জনের সীমাবদ্ধতা

৫। কৃষি জমি অর্জনের সীমাবদ্ধতা

- (১) যিনি বা যাহার পরিবার [৪০ (চল্লিশ)]^১ মানানসই বিঘা অপেক্ষা অধিক কৃষি জমির মালিক রহিয়াছেন, তিনি [ক্রয়, বিনিময়,^২ উত্তরাধিকার, দান বা অন্য যে কোন উপায়ে [***]^৩ কোন কৃষি জমি অর্জন করিবেন না।
- (২) যিনি বা যাহার পরিবার [৪০ (চল্লিশ)]^৪ মানানসই বিঘা অপেক্ষা কম কৃষি জমির মালিক তিনি [ক্রয়, বিনিময়,^৫ উত্তরাধিকার, দান বা অন্য যে কোন উপায়ে [***]^৬ কৃষি জমি অর্জন করিতে পারিবেন, কিন্তু [ঐরূপ অর্জিত জমি]^৭ তাহার মালিকানায় থাকা কৃষি জমির সমেত [৪০ (চল্লিশ)]^৮ মানানসই বিঘার অধিক হইবে না।
- (৩) যদি কোন মালিক এই ধারার বিধানাবলী লঙ্ঘন করিয়া কোন [***]^৯ কৃষি জমি অর্জন করেন, তাহা হইলে যেই পরিমাণ জমি [৪০ (চল্লিশ)]^{১০} মানানসই বিঘার অতিরিক্ত হইবে, তাহা সরকারের নিকট অর্পিত হইবে এবং উত্তরাধিকার, দান বা ইচ্ছাপত্রের মাধ্যমে অর্জিত অতিরিক্ত জমিরক্ষেত্র ব্যতীত ঐভাবে অর্পিত জমির জন্য তাহাকে কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে না।
- (৪) উপধারা-(৩) অনুসারে অতিরিক্ত জমির জন্য প্রদেয় ক্ষতিপূরণ যথা নির্ধারিতব্য প্রকারে নিরূপণ ও প্রদান করিতে হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে যেখানে এইরূপ ক্ষতিপূরণ শুধু অতিরিক্ত জমির অংশ বিশেষের জন্য প্রদেয় হয় সেখানে ক্ষতিপূরণ নিরূপণ ও প্রদান সেই সকল অতিরিক্ত জমির অংশ বিশেষের জন্য প্রদান করা হইবে যাহা মালিক এতদপক্ষে নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

৬। [অকৃষি জমির অধিগ্রহণ সীমিতকরণ

- (১) যিনি বা যাহার পরিবার ২০ (বিশ) মানানসই বিঘা অপেক্ষা অধিক অকৃষি জমির মালিক রহিয়াছেন, তিনি ক্রয়, বিনিময়, উত্তরাধিকার, দান বা অন্য যে কোন উপায়ে নতুন কোন অকৃষি জমি অর্জন করিবেন না।
- (২) যিনি বা যাহার পরিবার ২০ (বিশ) মানানসই বিঘা অপেক্ষা কম অকৃষি জমির মালিক তিনি ক্রয়, বিনিময়, উত্তরাধিকার, দান বা অন্য যে কোন উপায়ে নতুন অকৃষি জমি অর্জন করিতে পারিবেন, কিন্তু ঐরূপ অর্জিত জমি তাহার মালিকানায় থাকা অকৃষি জমির সমেত ২০ (বিশ) মানানসই বিঘার অধিক হইবে না।

^১ “৬০” এর পরিবর্তে “৪০” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^২ প্রস্তাবিত।

^৩ “নতুন” শব্দটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^৪ “৬০” এর পরিবর্তে “৪০” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^৫ প্রস্তাবিত।

^৬ “নতুন” শব্দটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^৭ “ঐরূপ নতুন ভূমি” শব্দগুলির পরিবর্তে “ঐরূপ অর্জিত ভূমি” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^৮ “৬০” এর পরিবর্তে “৪০” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^৯ “নতুন” শব্দটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০} “৬০” এর পরিবর্তে “৪০” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

- (৩) যদি কোন মালিক এই ধারার বিধানাবলী লঙ্ঘন করিয়া কোন অকৃষি জমি অর্জন করেন, তাহা হইলে যে পরিমাণ জমি ২০ (বিশ) মানানসই বিঘার অতিরিক্ত হইবে, তাহা সরকারের নিকট অর্পিত হইবে এবং উত্তরাধিকার, দান বা ইচ্ছাপত্রের মাধ্যমে অর্জিত অতিরিক্ত জমিরক্ষেত্র ব্যতীত ঐভাবে অর্পিত জমির জন্য তাহাকে কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে না।
- (৪) উপধারা-(৩) অনুসারে অতিরিক্ত জমির জন্য প্রদেয় ক্ষতিপূরণ যথা নির্ধারিতব্য প্রকারে নিরূপণ ও প্রদান করিতে হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, যেখানে এইরূপ ক্ষতিপূরণ শুধু অতিরিক্ত জমির অংশ বিশেষের জন্য প্রদেয় হয় সেখানে ক্ষতিপূরণ নিরূপণ ও প্রদান সেই সকল অতিরিক্ত জমির অংশ বিশেষের জন্য প্রদান করা হইবে যাহা মালিক নিজে চিহ্নিত করিয়া দিতে পারিবেন।]^৯

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাবর সম্পত্তির বেনামী লেনদেন নিষিদ্ধকরণ

৭। বেনামী লেনদেন চলিবে না

- (১) কোন ব্যক্তি তাহার নিজ উপকারার্থে অন্য কোন ব্যক্তির নামে [কৃষি অথবা অকৃষি যাহাই হোক না কেন]^{১০} কোন স্বাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে অর্জন করিতে পারিবেন না।
- (২) যেক্ষেত্রে কোন স্বাবর সম্পত্তির মালিক রেজিস্ট্রীকৃত দলিলের মাধ্যমে উহা হস্তান্তর বা ইচ্ছাপত্র বলে দান করেন, সেইক্ষেত্রে ইহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, সেই দলিলে উল্লেখিত উক্ত সম্পত্তিতে অর্পিত তাহার উপকারদায়ক স্বার্থ হস্তান্তর করিয়াছেন এবং হস্তান্তর গ্রহীতা বা উত্তরদায়-গ্রাহক জমির মালিকের উপকারার্থে উক্ত সম্পত্তি ধারণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, এবং জমির মালিক উক্ত সম্পত্তিতে তাহার উপকারদায়ক স্বার্থ হস্তান্তর করিবার অভিপ্রায় করেন নাই অথবা হস্তান্তর গ্রহীতা বা উত্তরদায়-গ্রাহক জমির মালিকের উপকারার্থে উক্ত সম্পত্তি ধারণ করেন ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য মৌখিক বা দালিলিক কোন সাক্ষ্যই কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষের সম্মুখে কোন কার্য ব্যবস্থায় গ্রহণযোগ্য হইবে না।
- (৩) যেক্ষেত্রে কোন স্বাবর সম্পত্তি রেজিস্ট্রীকৃত দলিলের মাধ্যমে কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা হয়, সেইক্ষেত্রে ইহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, ঐ ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজ উপকারার্থে অর্জন করিয়াছেন এবং যেক্ষেত্রে ঐরূপ হস্তান্তরের পণ অপর কোন ব্যক্তি প্রদান করিয়া থাকেন বা যোগান দেন, সেইক্ষেত্রে ইহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, ঐ অপর ব্যক্তি হস্তান্তর-গ্রহিতার স্বার্থে ঐরূপ পণ প্রদান করিবার বা যোগান দেওয়ার অভিপ্রায় করেন এবং হস্তান্তর গ্রহীতা অপর কোন ব্যক্তির উপকারার্থে বা পণ প্রদানকারী বা যোগানদার ব্যক্তির উপকারার্থে উক্ত সম্পত্তি ধারণ করেন, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য মৌখিক বা দালিলিক কোন সাক্ষ্যই কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষের সম্মুখে কোন কার্য ব্যবস্থায় গ্রহণযোগ্য হইবে না।

[তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক মালিক তাহার স্বাবর সম্পত্তির বিবৃতি প্রত্যেক ৫ (পাঁচ) বছরে তাহার আঞ্চলিক উপজেলা ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা সংক্ষেপে ইউএলআরও-এর নিকট উপস্থাপন করিবেন। যদি ইউএলআরও সিলিং সীমার অতিরিক্ত অথবা বেনামী সম্পত্তি উৎঘাটন করেন তাহা এইরূপ উৎঘাটন রেকর্ডিং হওয়ার তারিখ হইতে খাস সম্পত্তি হিসাবে সরকারের নিকট অর্পিত হইবে।]^{১১}

^{১০} প্রস্তাবিত

^{১১} প্রস্তাবিত

পঞ্চম অধ্যায় বসতভিটা

৮। বসতভিটা হইতে উচ্ছেদ ইত্যাদি চলিবে না

পল্লী এলাকায় জমির মালিক কর্তৃক বসতভিটা হিসাবে ব্যবহৃত কোন জমি কোন অফিসার, আদালত বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের দ্বারা [দখল হস্তান্তরের রীট],^{১১} আটক, ত্রোক, বাজেয়াপ্তকরণ বা বিক্রয়সহ সকল আইনগত প্রক্রিয়া হইতে অব্যাহতি পাইবে এবং ঐরূপ জমির জমির মালিককে কোন উপায়েই উক্ত জমি হইতে বঞ্চিত বা বেদখল বা উচ্ছেদ করা যাইবে না।

[তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোন কিছুই বর্তমানে প্রচলিত কোন আইনের অধীনে অনুরূপ বা সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ অথবা বসতভিটা হতে উচ্ছেদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।]^{১২}

৯। বসতভিটার জন্য খাসজমির বন্দোবস্ত

(১) পল্লী এলাকায় বসতভিটা হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার উপযুক্ত কোন খাসজমি পাওয়া গেলে সরকার উক্ত জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার সময় ভূমিহীন [চাষি]^{১৩} ও শ্রমিকদের অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তিকেই উপরোক্ত উদ্দেশ্যে ৫ (পাঁচ) কাঠার অধিক অনুরূপ কোন জমি বরাদ্দ দেওয়া যাইবে না।

(২) (১) উপ-ধারার অধীনে বন্দোবস্তকৃত কোন জমি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য হইবে, কিন্তু হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

^{১১} প্রস্তাবিত

^{১২} প্রস্তাবিত

^{১৩} “কৃষক” শব্দটির পরিবর্তে “চাষী” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

ষষ্ঠ অধ্যায় বর্গাদারগণের নাম রেকর্ড

১০। বর্গা চুক্তির অধীনে চাষ

- (১) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন ব্যক্তিই তাহার জমি চাষ করিবার জন্য অপর কোন ব্যক্তিকে অনুমোদন করিবেন না এবং কোন ব্যক্তিই অপর কোন ব্যক্তির জমি তাহাদের মধ্যে ঐ জমির উৎপন্ন ফসল ভাগ করিয়া নেয়ার শর্তে চাষ করিবেন না, যদি না তাহারা অনুরূপ চাষের জন্য যথা নির্ধারিতব্য ফরমে এই ধরনের একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়া থাকেন।
- (২) কোন বর্গা চুক্তি ঐ বর্গা চুক্তিতে যে তারিখ নির্দিষ্ট করা হইবে, সেই তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য বৈধ থাকিবে।
- [(৩) জমির মালিক বা বর্গাদার ভূমি সংস্কার পরিদর্শক সংক্ষেপে এলআরআই (LRI)-এর নিকট বর্গা চুক্তির একটি অনুলিপি দাখিল করিবেন।]^{১০}
- [(৪) এই চুক্তিটি এলআরআই (LRI) অফিসের রক্ষিত রেজিস্টারে নথিভুক্ত থাকিবে।

যখন মালিক উৎপন্ন ফসলের তাহার অংশ গ্রহণ করিতে অসম্মতিজ্ঞাপন বা শস্য তুলার পর যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে একই শস্য গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইলে, কর্তৃপক্ষ বর্গাদারকে উৎপন্ন ফসলের অংশ কোন সরকারি প্রতিনিধি অথবা এইরূপ প্রতিনিধির অবর্তমানে স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করিবেন।]^{১১}

১১। বিদ্যমান বর্গাদারদের স্বীকৃতি

- (১) এই আইনের প্রারম্ভের অব্যবহিতপূর্বে অপর কোন ব্যক্তির জমি বর্গাদার হিসাবে চাষকারী কোন ব্যক্তি এই আইন অনুসারে উক্ত জমি সংক্রান্ত বর্গাদার বলিয়া গণ্য হইবেন।
- (২) এই আইনের প্রারম্ভের তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে (১) উপ-ধারায় বর্ণিত কোন জমির মালিক বা বর্গাদার ১০ ধারা অনুসারে আবশ্যিক একটি চুক্তি সম্পাদন করিবেন এবং ১০ ধারা অনুসারে তাহাদের নাম রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করিবেন।
- (৩) যদি পক্ষগণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যে কোন একজন চুক্তি সম্পাদন করানোর জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন পেশ করিতে পারিবেন।
- (৪) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ আবেদন গ্রহণের [৩০ (ত্রিশ)]^{১২} দিনের মধ্যে যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন, সেরূপ অনুসন্ধান করিবার পর আবেদনকারী উক্ত চুক্তি সম্পাদন করানোর অধিকারী কি না, তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

^{১০} প্রস্তাবিত

^{১১} প্রস্তাবিত

^{১২} “৬০” এর পরিবর্তে “৩০” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

- (৫) যদি নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, আবেদনকারী আবেদনে উল্লিখিত কোন সম্পত্তি সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন করানোর অধিকারী, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ বিরোধীপক্ষকে নির্দেশ গ্রহণের তারিখ হইতে [৩ (তিন)]^{১০} সপ্তাহের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং যদি উক্ত পক্ষ চুক্তি সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত পক্ষের হইয়া ইহা সম্পাদন করিবেন।
- (৬) এই ধারার অধীনে সম্পাদিত বর্গা চুক্তি এই আইনের প্রারম্ভের তারিখ হইতে কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐ তারিখ হইতে [৩ (তিন)]^{১১} বৎসর [অথবা তাহা হইতে উক্ত চুক্তিতে নির্দিষ্ট অধিক মেয়াদের জন্য]^{১২} বৈধ থাকিবে।

১২। বর্গাদারের মৃত্যুর পর বর্গা জমির চাষ

- (১) যেক্ষেত্রে কোন বর্গাদার বর্গা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ চুক্তি শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা এই আইনের অধীন বর্গা চুক্তির অবসান না হওয়া পর্যন্ত মৃত বর্গাদারের পরিবারের জীবিত সদস্য বা সদস্যগণ বর্গা জমির চাষ অব্যাহত রাখিতে পারিবেন। [কিন্তু এইরূপ পরিবারের কোন জীবিত সদস্য ঐ মৃত্যু সংবাদ অবশ্যই এলআরআই (LRI)-এর গোচরে আনিবেন এবং তাহাকে বা তাহাদেরকে বর্গাদার বা বর্গাদারগণ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিবেন।]^{১৩}
- (২) যেক্ষেত্রে বর্গাদার তাহার পরিবারে উক্ত জমি চাষ করার মতো অবস্থায় স্থিত কোন ব্যক্তিকে না রাখিয়া মারা যান, সেইক্ষেত্রে জমির মালিক জমি ব্যক্তিগত চাষের অধীনে আনিতে পারিবেন অথবা অন্য কোন বর্গাদার কর্তৃক উক্ত জমির চাষ অনুমোদন করিতে পারিবেন। [কিন্তু সে এই বিষয়ে স্থানীয় এলআরআই (LRI)-কে অবগত করিবেন।]^{১৪}

১৩। বর্গা চুক্তির অবসান

- (১) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিম্নোক্ত হেতুতে প্রদত্ত আদেশ কার্যে পরিণত করণের ক্ষেত্রে ব্যতীত কোন জমির মালিক বর্গা চুক্তি অবসান করিবার অধিকারী হইবে না—
- (ক) বর্গাদার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে বর্গা জমি চাষ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে;
- (খ) বর্গাদার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট এলাকায় অবস্থিত উক্ত বর্গা জমির অনুরূপ কোন জমিতে গড়ে যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয়, সেই পরিমাণ শস্য উৎপন্ন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন;
- (গ) বর্গাদার বর্গা জমি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কৃষি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়াছেন;
- (ঘ) বর্গাদার এই আইনের কোন বিধান অথবা তদাধীনে প্রণীত বিধি বা আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছেন;
- (ঙ) বর্গাদার তাহার চাষের অধিকার সমর্পণ বা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছেন;
- (চ) বর্গা জমি বর্গাদারের ব্যক্তিগত চাষের অধীন নহে; অথবা

^{১০} “২” এর পরিবর্তে “৩” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

^{১১} “৫” এর পরিবর্তে “৩” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

^{১২} প্রস্তাবিত

^{১৩} প্রস্তাবিত

^{১৪} প্রস্তাবিত

(ছ) জমির মালিকের ব্যক্তিগত চাষের নিমিত্তে বর্গা জমি প্রকৃতই আবশ্যিক হয়।

- (২) যদি জমির মালিক যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে (১) (ছ) উপ-ধারার অধীন কোন বর্গা চুক্তির অবসানান্তে কোন জমি ব্যক্তিগত চাষাধীনে আনিতে ব্যর্থ হন কিংবা অনুরূপ অবসানের তারিখের ২৪ (চব্বিশ) মাসের মধ্যে উক্ত জমি অপর কোন বর্গাদার কর্তৃক চাষাবাদের অনুমতি প্রদান করেন, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ উচ্ছেদকৃত বর্গাদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বর্গাদারকে জমির দখল ফিরিয়ে দিতে পারিবেন, অতঃপর যিনি বর্গা চুক্তির অবশিষ্ট মেয়াদ অথবা এই আইনের অধীন বর্গা চুক্তির মেয়াদ শেষ হইবার পূর্ব পর্যন্ত উক্ত জমিতে চাষাবাদ অব্যাহত রাখিবেন।

১৪। বর্গা জমির উৎপন্ন ফসলের ভাগ বন্টন

- (১) কোন বর্গা জমির উৎপন্ন ফসল এইভাবে ভাগ করা হইবে, যথা:

(ক) জমির মালিক জমির জন্য এক-তৃতীয়াংশ গ্রহণ করিবেন;

(খ) বর্গাদার শ্রমের জন্য এক-তৃতীয়াংশ গ্রহণ করিবেন; এবং

(গ) জমির মালিক বা বর্গাদার বা উভয়ে তাহাদের বহনকৃত শ্রমের পরিব্যয় ব্যতীত চাষের পরিব্যয়ের সমানুপাতে এক-তৃতীয়াংশ গ্রহণ করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, বর্গাদার এবং জমির মালিক উভয়ের মঙ্গলের জন্যে জেলা ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা (DLRO) স্থানীয় বন্টনযোগ্য উৎপন্ন ফসল নির্দিষ্ট করিবেন।

- (২) কোন বর্গা জমির কাটা শস্য হয় বর্গাদারের মালিকানাধীন কোন স্থানে অথবা জমির মালিকের মালিকানাধীন কোন স্থানে, যেটা বর্গা জমির নিকটবর্তী হয়, অথবা পক্ষদ্বয়ের সম্মতিতে অন্য কোন স্থানে মাড়াই ও বন্টনের জন্য গোলাজাত করা হইবে।

- (৩) বর্গাদার শস্য কাটার অব্যবহিত পরে জমির মালিকের প্রাপ্য উৎপন্ন ফসলের অংশ জমির মালিকের নিকট গ্রহণ করিবার জন্য প্রদান করিবেন এবং যখন জমির মালিক উক্ত প্রদত্ত অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তখন প্রত্যেক পক্ষ উৎপন্ন ফসল হইতে তাহার গৃহীত পরিমাণের জন্য যথা নির্ধারিতব্য ফরমে একটি রসিদ অপর পক্ষকে প্রদান করিবেন।

- (৪) যদি বর্গাদার জমির মালিককে উৎপন্ন ফসলের অংশ সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হয় অথবা জমির মালিক বর্গাদার কর্তৃক তাহার নিকট গ্রহণের জন্য প্রদত্ত উৎপন্ন ফসলের অংশ গ্রহণ করিতে অথবা উহার জন্য রসিদ প্রদান করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে জমির মালিক অথবা, [ক্ষেত্রমতে, বর্গাদার উক্ত ঘটনা লিখিতভাবে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে অবগত করিবেন, যথা- ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা (Land Reforms Inspector)।]^{১১}

- (৫) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ উক্ত অবগতি লাভের পর অন্য পক্ষের প্রতি যথা নির্ধারিতব্য ফরমে ও ধরনে, তাহাকে নোটিশ জারির তারিখ হইতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে উৎপন্ন ফসলের অংশ সরবরাহ অথবা, ক্ষেত্রমতে, উৎপন্ন ফসলের অংশগ্রহণ করিতে বা উহার জন্য বর্গাদারকে রসিদ প্রদান করিতে অথবা কারণ দর্শাইতে একটি নোটিশ জারি করিবেন।

^{১১} প্রস্তাবিত

- (৬) [যদি বর্গাদার নোটিশ জারির তারিখ হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে জমির মালিককে সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হয় অথবা জমির মালিক উৎপন্ন ফসলের অংশগ্রহণ করিতে অথবা উহার জন্য বর্গাদারকে রসিদ প্রদান করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ বর্গাদারকে জমির মালিকের নিকট উৎপন্ন ফসলের অংশ সরবরাহ করিতে নির্দেশ দিবেন, অথবা উক্ত উৎপন্ন ফসল যে কোন সরকারি ক্রয় প্রতিনিধির নিকট অথবা অনুরূপ প্রতিনিধির অনুপস্থিতিতে স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করিতে অনুমতি দিবেন অথবা, ক্ষেত্রমতে, বর্গাদারকে জমির মালিকের নিকট সরবরাহকৃত উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া রসিদ প্রদান করিবেন।]^{১০}
- (৭) [যদি দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে অভিযোগ দাখিল করেন, তাহা হইলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ বিষয়টিতে বিধি অনুসারে সিদ্ধান্ত নিবেন।]^{১১}
- (৮) যদি বর্গাদার উৎপন্ন ফসল বিক্রয় করে, তাহা হইলে তিনি বিক্রয়ের তারিখ হইতে [১৫ (পনের)]^{১২} দিনের মধ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থ জমা দিবেন।
- (৯) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ তাহার নিকট জমা দেওয়া অর্থের পরিমাণ এবং বর্গাদার কর্তৃক বিক্রিত উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া যথা নির্ধারিতব্য ফরমে একটি রসিদ বর্গাদারকে দিবেন এবং উক্ত রসিদ জমির মালিকের নিকট উৎপন্ন ফসলের অংশ অর্পণের বাধ্যবাধকতা হইতে বর্গাদারকে মুক্ত করিবে।
- তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে উৎপন্ন ফসলের কোন পরিমাণ জমির মালিকের পাওনা থাকে, সেইক্ষেত্রে প্রদত্ত বা অবিক্রিত উক্ত ফসলের পরিমাণের অর্পণ সম্পর্কে বর্গাদারের বাধ্যবাধকতা অব্যাহত থাকিবে।
- (১০) যেক্ষেত্রে (৮) উপ-ধারার অধীনে কোন জমা করা হয়, সেইক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ উক্ত জমা সম্পর্কে জমির মালিককে যথা নির্ধারিতব্য ফরমে ও ধরনে অবগত করিবেন।
- (১১) যদি জমির মালিক অনুরূপ জমা সম্পর্কে অবগতি লাভের তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে উক্ত জমাকৃত অর্থ গ্রহণ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ উক্ত অর্থ কোষাগারে রাজস্ব জমাখাতে জমির মালিকের অনুকূলে জমা করিতে পারিবেন এবং যথা নির্ধারিতব্য ফরমে ও ধরনে উক্ত জমা সম্পর্কে জমির মালিককে অবগত করিতে পারিবেন।

১৫। অর্থ প্রদান

নিম্নলিখিত উপায়ে যে কোন উপায়ে অর্থ প্রদান করা যাইতে পারে:

- (ক) জমির মালিককে নগদে বা মানি অর্ডারে স্বেচ্ছামূলক অর্থ প্রদান;
- (খ) সরাসরি কোষাগারে অথবা সাব-কোষাগারে স্বেচ্ছামূলক অর্থ প্রদান;
- (গ) সার্টিফিকেট মোকদ্দমায় সার্টিফিকেট অফিসের নিকট অর্থ প্রদান;
- (ঘ) সার্টিফিকেট প্রদান করিবার পর জারীকারক পিয়নের নিকট অর্থ প্রদান; এবং
- (ঙ) সার্টিফিকেট প্রদান করিবার পর জমির মালিকের নিকট অর্থ প্রদান।]^{১৩}

^{১০} প্রস্তাবিত

^{১১} প্রস্তাবিত

^{১২} “৭” এর পরিবর্তে “১৫” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

সপ্তম অধ্যায় বর্গা জমির সিলিং^{৩৮}

১৬। বর্গা জমির সিলিং

- (১) কোন বর্গাদারই [১০ (দশ) মানানসই]^{৩৯} বিঘার অধিক জমি চাষ করিবার অধিকারী হইবে না।

ব্যাখ্যা: এই সিলিং গণনায়, বর্গাদারের অধিকৃত যে কোন জমির এলাকা, এমনকি বর্গাদার হিসাবে তাহার চাষকৃত এবং সম্পূর্ণ খায় খালসি-বন্ধকের অধীনে তাহার দখলকৃত জমিও বিবেচনায় নেওয়া হইবে।

- (২) যদি কোন বর্গাদার [১০ (দশ) মানানসই]^{৪০} বিঘার অতিরিক্ত জমি চাষ করেন, তাহা হইলে উক্ত অতিরিক্ত জমির ক্ষেত্রে বর্গাদার হিসাবে তাহার প্রাপ্য উৎপন্ন ফসলের অংশ নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এইরূপ ক্ষেত্রে প্রদত্ত আদেশ বলে সরকার বাধ্যতামূলকভাবে সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

^{৩৮} প্রস্তাবিত

^{৩৯} “সপ্তম অধ্যায়-বর্গা জমির সিলিং” নতুনভাবে প্রস্তাব করা হইয়াছে

^{৪০} “১৫ (পনের)” এর পরিবর্তে “১০ (দশ)” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

^{৪১} “১৫ (পনের)” এর পরিবর্তে “১০ (দশ)” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

[অষ্টম অধ্যায়

চাষাবাদ এবং ফসল সংগ্রহ সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তি

১৭। বিরোধপূর্ণ ঝুঁকি প্রবণ এলাকা সনাক্তকরণ

- (১) চাষাবাদ ও ফসল সংগ্রহ করার সময় শুরুর অন্তত ১ (এক) মাস পূর্বে, উপজেলা ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা তাহার অধীনস্থ ভূমি সংস্কার পরিদর্শকগণকে এইরূপ ভূমিখন্ড সনাক্ত করার নির্দেশ দিবেন যেখানে চাষাবাদ ও ফসল সংগ্রহ করার সময় বিরোধ হইতে পারে।
- (২) ভূমি সংস্কার পরিদর্শক কর্তৃক মাঠ পরিদর্শনের পর উক্ত এলাকা সনাক্তকরণ সম্পন্ন হইবে। সে উক্ত সনাক্তকরণে ইউনিয়ন পরিষদকে সংযুক্ত করিতে পারে। পরিদর্শনের সময় ভূমি সংস্কার পরিদর্শক বিরোধের প্রকৃত ধরন উৎঘাটন করিবার চেষ্টা করিবেন যথা এটা স্বত্ত্ব বা দখল নিয়ে কি না।

১৮। ইউএলআরও (ULRO) এর নিকট প্রতিবেদন প্রদান

এলাকা সনাক্তকরণের পর ভূমি সংস্কার পরিদর্শক ভূমির বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করে ভূমি সংস্কার কর্মকর্তাকে প্রতিবেদন প্রদান করিবেন এবং পরবর্তীকালে দাগের স্বত্ত্ব ও দখল, ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নামে রেকর্ডকৃত হাল খতিয়ান হইতে উৎঘাটন করিবেন।

১৯। তর্কিত ভূমির রেকর্ডকৃত স্বত্ত্ব এবং দখল

সনাক্তকৃত দাগের বিস্তারিত বর্ণনা হস্তান্তর এবং/অথবা উত্তরাধিকার নথিভুক্তকৃত, সতর্কতার সহিত রক্ষিত, খতিয়ান হইতে সংগৃহীত হইবে যাহাতে এইগুলি পুলিশ কর্তৃপক্ষ বা ইউনিয়ন পরিষদের নিকট দ্রুত প্রাপ্তি সাধ্য হয়।

২০। ডিএলআরও (DLRO) -এর নিকট প্রতিবেদন প্রদান

উপজেলা ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা চাষাবাদ ও ফসল সংগ্রহ করিবার সময়ে আইন শৃঙ্খলা সমস্যা প্রবণ এলাকার বর্ণনা জেলা ভূমি সংস্কার কর্মকর্তাকে প্রদান করিবেন যাহাতে জেলা ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এই বর্ণনাসমূহ উপস্থাপন করিতে পারেন।

২১। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা পরিদর্শন

উপজেলা ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা চাষাবাদ ও ফসল সংগ্রহ করিবার মৌসুম শুরুর অব্যবহিতপূর্বে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের সঙ্গে যৌথভাবে যতটুকু বাস্তবসম্মত হয় ততটুকু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা পরিদর্শন করিবেন এবং কোন সম্ভাব্য বিবাদের বিষয়ে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করিবেন।

২২। প্রাথমিক পর্যায়েই বিরোধের নিষ্পত্তি

কিছু ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রকৃতির বিরোধ ভয়াবহ আইন শৃঙ্খলা সমস্যায় রূপান্তরিত হয়। তাই প্রাথমিক পর্যায়েই এলআরআই (LRI) স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য/চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশের সহায়তায় প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিবেন।

২৩। অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহিত সংযোগ

স্থানীয় চাষাবাদ ও ফসল সংগ্রহের সমগ্র সময়কালে এলআরআই (LRI) কর্তৃক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিতর্কের সমাধানকল্পে উপজেলা ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সহিত নিয়মিত যোগাযোগ রাখিবেন।

২৪। সভা

উপজেলা ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা বা তাহার কর্তৃক মনোনীত অন্য কোন কর্মকর্তা, অব্যর্থভাবে এলআরআই (LRI) কর্তৃক আহ্বানকৃত, চাষাবাদ ও ফসল সংগ্রহ সংক্রান্ত বিরোধের সহিত সম্পর্কযুক্ত সভায় উপস্থিত হইবেন এবং তর্কিত ভূমির নথিভুক্ত অবস্থা সম্পর্কীয় সকল তথ্য সভায় আলোচ্যসূচি হইবে, প্রতিদ্বন্দ্বীগণ এবং উক্ত বিরোধ বা বিরোধসমূহ সমাধানের সহিত সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণ বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য উক্ত সভায় উপস্থিত হইবেন।

২৫। ডিএলআরও (DLRO) এর সহিত সংযোগ

উপজেলা ভূমি সংস্কার কর্মকর্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হইবে চাষাবাদ ও ফসল সংগ্রহ সম্পর্কিত সকল বিবাদ বিষয়ে জেলা ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা সংক্ষেপে ডিএলআরও (DLRO)-এর সহিত যোগাযোগ রাখা। যোগাযোগের সকল কপি, বিশেষ করে আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত অতি প্রয়োজনীয় বিষয় ডিএলআরও (DLRO) কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে। উক্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যে যথাসম্ভব তাহার সহিত আলোচনা করিয়া পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।^{১০}

[২৬]^{১১}। আপীল

- (১) এই আইনের কোন বিধানের অধীনে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত বা গৃহীত যে কোন আদেশ, সিদ্ধান্ত বা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নির্ধারিত আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল চলিবে।
- (২) উপধারা-(১) অনুসারে আপীলকৃত আদেশ, সিদ্ধান্ত বা ব্যবস্থা লাভের বা অবগত হওয়ার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে দায়ের করিতে হইবে।
- (৩) নির্ধারিত আপীল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

[২৭]^{১২}। পদ্ধতি

- (১) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ বা নির্ধারিত আপীল কর্তৃপক্ষ কোন বিষয়, বিরোধ বা আপীল নিষ্পত্তিতে যথা নির্ধারিতব্য পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন।
- (২) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট কোন দরখাস্ত অথবা নির্ধারিত আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট কোন আপীল দাখিলকারী কোন ব্যক্তি যথা নির্ধারিতব্য ফি প্রদান করিবেন।

[২৮]^{১৩}। বাস্তবায়ন

নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের বা নির্ধারিত আপীল কর্তৃপক্ষের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ যথা নির্ধারিতব্য উপায়ে বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

^{১০} ধারা-১৭ থেকে ২৫ পর্যন্ত নতুনভাবে প্রস্তাবিত

^{১১} “ধারা ১৭” এর পরিবর্তে “ধারা ২৬” প্রতিস্থাপন করা হইয়াছে

^{১২} “ধারা ১৮” এর পরিবর্তে “ধারা ২৭” প্রতিস্থাপন করা হইয়াছে

^{১৩} “ধারা ১৯” এর পরিবর্তে “ধারা ২৮” প্রতিস্থাপন করা হইয়াছে

নবম অধ্যায় বিবিধ

২৯। এখতিয়ারে প্রতিবন্ধকতা

এই আইনের অধীনে কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত বা গৃহীত কোন আদেশ, সিদ্ধান্ত, ব্যবস্থা বা কার্য ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন আদালতে বা কর্তৃপক্ষে প্রশ্ন তোলা যাইবে না এবং কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষই অনুরূপ কোন আদেশ, সিদ্ধান্ত, ব্যবস্থা বা কার্যক্রম সম্পর্কে কোন মোকদ্দমা বা কার্যক্রম আমলে নিবেন না।

৩০। দণ্ড

যে ব্যক্তি এই আইনের বা বিধিমালার কোন বিধান অথবা এই আইনের বা বিধিমালার অধীনে কোন কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত কোন আদেশ লঙ্ঘন করিবেন, তিনি জরিমানা দ্বারা শাস্তিযোগ্য হইবেন, যাহা [৫০০০ (পাঁচ হাজার)]^{৯৯} টাকা পর্যন্ত বর্ধিত করা যাইবে।

৩১। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

সরকার এই আইনের উদ্দেশ্যাবলী পূরণকল্পে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৩২। রহিতকরণ

এতদ্বারা ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ রহিত করা হইল এবং উক্তরূপ রহিত হওয়া সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশের অধীন সম্পন্ন সকল কর্ম ও কার্যক্রম বৈধ এবং কার্যকর থাকিবে।^{১০০}

^{৯৯} “২০০০/- (দুই হাজার)” এর পরিবর্তে “৫০০০ (পাঁচ হাজার)” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে
^{১০০} প্রস্তাবিত

ভূমি সংস্কার প্রস্তাবিত বিধিমালা, ২০১৩

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

- (১) এই বিধিমালা “ভূমি সংস্কার বিধিমালা, ২০১৩” নামে অভিহিত হইবে।
- (২) এই বিধিমালায় বিষয় বা প্রসঙ্গে পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে—
- (ক) “ফরম” বলিতে এই বিধিমালার সহিত সংযুক্ত কোন ফরমকে বুঝাইবে;
 - (খ) “আইন” বলিতে ভূমি সংস্কার আইন, ২০১৩ বুঝাইবে;
 - (গ) “ধারা” বলিতে উক্ত আইনের কোন ধারাকে বুঝাইবে;
 - (ঘ) “নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ” বলিতে উক্ত ভূমি সংস্কার পরিদর্শক (LRI) কে বুঝাইবে;
 - (ঙ) “নির্ধারিত আপীল কর্তৃপক্ষ” বলিতে উক্ত উপজেলা ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা (ULRO) কে বুঝাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ

২। জেলা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের প্রধান

- (১) জেলা প্রশাসক একটি পজলার কালেক্টর হিসাবে ঐ জেলার আওতাধীন ভূমি এবং ভূমি সংস্কার কার্যের সামগ্রিকভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হইবেন। জেলা ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা কালেক্টরের ক্ষমতা প্রয়োগ করে, একটি জেলায় ভূমি সংস্কার প্রশাসনের সামগ্রিক প্রতিষ্ঠানকে নেতৃত্ব দিবেন। একটি জেলার কালেক্টরের উক্ত সামগ্রিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করার সাধারণ ক্ষমতা থাকিবে এবং বিভিন্ন আইন ও বিধি অনুসারে প্রদত্ত বা প্রদত্ত হইতে পারে এমন বিধিবদ্ধ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।
- (২) কালেক্টর জেলা ভূমি সংস্কার কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা হইবেন। যদিও জেলা ভূমি সংস্কার অফিসারের জেলার মধ্যে ভূমি সংস্কার প্রশাসন প্রতিষ্ঠানের উপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ থাকিবে, তবুও তিনি কালেক্টরের সাধারণ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে কার্য সম্পাদন করিবেন।

৩। একটি জেলার বিভিন্ন স্তরসমূহ

- (১) প্রত্যেক পজলায় ভূমি সংস্কার প্রশাসনের সামগ্রিক প্রতিষ্ঠানের তিনটি স্তর থাকিবে, যথা (ক) জেলা পর্যায়ে, (খ) উপজেলা/থানা পর্যায়ে এবং (গ) ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে।
- (২) ১৯৮২ সনের একুইজিশন এন্ড রিকুইজিশন অব ইমমোভেবল প্রপার্টি অরডিন্যান্স ও ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর অধীনে এবং ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ে ক্ষতিপূরণ পরিশোধ কালেক্টর কর্তৃক তত্ত্বাবধানকৃত হইবে। এছাড়াও, জেলা ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা কালেক্টরের পক্ষে এই আইনের অধীন উদ্ভূত ক্ষতিপূরণের কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবেন।

৪। জেলা পর্যায়

- (১) প্রত্যেক জেলায় প্রতিষ্ঠিত জেলা ভূমি সংস্কার কর্মকর্তার কার্যালয় জেলা ভূমি সংস্কারের সার্বিক দায়িত্বের অধীন স্থাপিত হইবে।
- (২) জেলা ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা এক বা একাধিক উপজেলা ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা এবং অন্যান্য টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল কর্মী কর্তৃক সহায়তা প্রাপ্ত হইবেন। উপজেলা ভূমি সংস্কার কর্মকর্তার পদটি বিসিএস সদস্য কর্তৃক গৃহীত হইবে। জেলা ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা জনসেবার স্বার্থে তাহার অধিক্ষেত্রের মধ্যে ভূমি সংস্কার কর্মকর্তার যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের স্থানান্তর করিবার ক্ষমতা রাখিবেন।

৫। উপজেলা পর্যায়

- (১) উপজেলা পর্যায়ে, উপজেলা ভূমি সংস্কারের সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি উপজেলা ভূমি সংস্কার কার্যালয় থাকিবে। প্রধানত (ক) ভূমি সংস্কার এবং (খ) আধা বিচার বিভাগীয় বিষয় সংক্রান্ত কার্যাবলী চালাইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে উপজেলা অফিস সাধারণত দুইটি শাখা লইয়া গঠিত হইবে। তাহার অফিসে একাধিক ভূমি সংস্কার পরিদর্শক এবং অন্যান্য কর্মী থাকিবে।

- (২) উপজেলা ভূমি সংস্কার কর্মকর্তার জনসেবার স্বার্থে তাহার অধিক্ষেত্রের মধ্যে ভূমি সংস্কার পরিদর্শকসহ যে কোন কর্মীকে বদলী করার প্রসঙ্গে জেলা ভূমি সংস্কার কর্মকর্তার নিকট সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকিবে। তিনি কোন পরিদর্শক বা কর্মীকে মাঠ কার্যের দায়িত্ব অর্পণ করিবার কর্তৃত্ব রাখিবেন।

বিধি-৬। ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়

- (১) ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে, ভূমি সংস্কার পরিদর্শকের সামগ্রিক দায়িত্বের অধীনে ভূমি সংস্কার কার্যক্রম সম্পাদিত হইবে, যিনি ভূমি জরিপকারকের এবং এই আইন ও বিধির অধীনে কর্মকাণ্ড ও কর্তব্য পালন করিতে উপজেলা ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা কর্তৃক সময় সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য কর্মীদের সহায়তা প্রাপ্ত হইবেন।
- (২) উপজেলা ভূমি সংস্কার পরিদর্শক সময় সময় উপজেলা ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা কর্তৃক অন্যান্য কার্যের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হইতে পারেন। তিনি, তাহার অধীনস্থ কোন জরিপকারককে যখন উক্ত আমীন কোন মাঠ কার্যে লিপ্ত থাকিবেন না, তাহার দৈনন্দিন কাজের অতিরিক্ত করণিক কার্যক্রমসহ অন্য কোন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করার ক্ষমতা রাখিবেন।

৭। উপজেলা পর্যায়ে প্রধান কার্যক্রম

- (১) উপজেলা ভূমি সংস্কার কার্যালয় নিম্নোক্ত বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবেন—
- (ক) ভূমি সংস্কারের উপায়সমূহ যেমন আইনগত অধিকার প্রদান, সিলিং উদ্ধৃত্ত জমির দখল গ্রহণ ও বণ্টন, নথিভুক্তকরণ এবং বর্গাদারদের রক্ষণ, ফসলাদি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ, বসতিভিটা সুবিধাভোগীদের নথিভুক্তকরণ।
- (খ) শস্য জরিপ।
- (গ) ভূমি ভিত্তিক বিবিধ অনুসন্ধান এবং শস্যের অবস্থা এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তথ্য সংগ্রহ ও সজ্জিতকরণ দ্বারা সাধারণ প্রশাসন ও ম্যাজিস্ট্রেটসিকে সহায়তা করা।
- (ঘ) বর্গাদারদের একটি রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ।
- (ঙ) নির্দিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষ হিসাবে আপীল এর নিষ্পত্তিকরণ।

৮। এলআরআইগণের (LRIs) প্রধান কার্যক্রম

- (১) ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে ভূমি সংস্কার পরিদর্শকগণের কার্যালয়সমূহ, ভূমি সংস্কার প্রশাসনকে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে নিয়া যাইতে দ্বৈত উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ করিবে এইগুলি হল খাদ্য সরবরাহ করা এবং বাংলাদেশে প্রচলিত ৩ স্তরীয় প্রক্রিয়ার সহিত মানিয়া লওয়া এবং শুধু উপজেলা পরিষদ পর্যায়ে পাওয়া যায় এমন সেবা জমির মালিক ও বর্গাদারদের প্রদান করা। ইহাছাড়া, তাহারা মাঠ পর্যায়ে ভূমি সংস্কার প্রশাসনের তত্ত্বাবধায়ক হইবেন।
- (২) ভূমি সংস্কার পরিদর্শক নিম্নোক্ত বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবেন—
- (ক) বর্গাদারগণের নাম বর্গা খতিয়ান (বিআরওআর) নামে অভিহিত সরকারি নথিতে রেকর্ড করা;

- (খ) ইউএলআরও (ULRO) কার্যালয়ে সম্পাদিত ভূমি সংস্কার কার্যে প্রাথমিক এবং ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণ;
- (গ) শস্য জরিপ;
- (ঘ) স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ এবং অন্যান্য ইউনিয়ন পরিষদ ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ স্থাপন;
- (ঙ) বর্গাদারদের একটি রেজিস্টার রাখা;
- (চ) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ হিসাবে বিরোধ নিষ্পত্তি।

তৃতীয় অধ্যায়

নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ ও নির্ধারিত আপীল কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা

৯।

(১) কোন নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ বা কোন নির্ধারিত আপীল কর্তৃপক্ষ উক্ত আইনের অধীনে এর কর্তব্য কর্মপালনের উদ্দেশ্যে—

(ক) প্রয়োজন হইলে, বাংলা ভাষায় সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন এবং যতদূর সম্ভব দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধিতে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন;

(খ) পরিদর্শন ও তদন্তের উদ্দেশ্যপূর্বক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এখতিয়ারভুক্ত কোন জমি বা ঘর-বাড়ীতে যেকোন প্রয়োজনীয় মনে করিবেন, সেইরূপ অফিসারসহ প্রবেশ করিতে পারিবেন;

(গ) লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে তাহার দখলে বা তাহার নিয়ন্ত্রণাধীনে রহিয়াছে বা রহিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হয়, এমন কোন জমি বা জোত সম্পর্কিত কোন বিবৃতি প্রদান ও অর্পণ করিবার জন্য অথবা কোন রেকর্ড বা দলিল পেশ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) উক্ত আইনের অধীনে কোন তদন্তের উদ্দেশ্যে কোন নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের বা কোন নির্ধারিত আপীল কর্তৃপক্ষের ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন মোকদ্দমার বিচারের ক্ষেত্রে যেভাবে বিধান করা হইয়াছে, সেই একইভাবে সাক্ষী হিসাবে কোন ব্যক্তিকে তলব করিবার ও তাহার হাজিরা বলবৎ করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

১০।

(১) যদি কোন বর্গাদারের কোন কার্য ১৩ ধারার (১) উপ-ধারার (ক) হইতে (চ) পর্যন্ত দফাসমূহের বিধানাবলীর যে কোনটির আচরণের মধ্যে পড়ে অথবা যদি জমির মালিকের ব্যক্তিগত চাষের জন্য উক্ত উপ-ধারার (ছ) দফার অধীনে বর্গা জমির আবশ্যক হয়, তাহা হইলে জমির মালিক বর্গা চুক্তির অবসানের জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে পূর্ণ ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়া আবেদন করিবেন।

(২) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ (১) উপ-ধারার অধীনে কোন দরখাস্ত প্রাপ্তির পর কার্য ব্যবস্থা প্রস্তুত করিবেন এবং কেন উক্ত বর্গা চুক্তির অবসান করা হইবে না, এই সম্পর্কে ‘ক’ ফরমে নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য বর্গাদারকে নির্দেশ দিবেন।

(৩) বর্গাদারের নিকট হইতে উত্তর পাওয়ার পর অথবা বর্গাদার নোটিশে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে কারণ দর্শাইতে ব্যর্থ হইলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ যেইরূপ প্রয়োজনীয় মনে করিবেন, সেইরূপ তদন্ত করানোর এবং পক্ষগণকে শুনানীর সুযোগ দানের পর মামলার গুণাগুণের উপর লিখিতভাবে আদেশ প্রদান করিবেন।

১১।

(১) বর্গাদার জমির মালিককে উৎপন্ন ফসলে তাহার অংশ সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে অথবা, ক্ষেত্রমতে, জমির মালিক উৎপন্ন ফসলে তাহার প্রাপ্য অংশগ্রহণ করিতে বা গ্রহণের রশিদ প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, এই মর্মে ১৪ ধারার (৪) উপ-ধারার অধীনে কোন অবগতি লাভের পর নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ ‘খ’ ফরমে একটি নোটিশ জারির মাধ্যমে নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে বর্গাদারকে জমির মালিকের

নিকট উৎপন্ন ফসলের তাহার অংশ সরবরাহ করিতে অথবা, ক্ষেত্রমতে, জমির মালিককে বর্গাদারের নিকট হইতে উৎপন্ন ফসলের অর্পণ গ্রহণ করিতে এবং উহার জন্য রশিদ প্রদান করিতে অথবা কেন তিনি তাহা করিতে নির্দেশিত হইবেন না, এইরূপ কারণ দর্শাইতে নির্দেশ দিবেন।

- (২) যদি উভয়পক্ষই লিখিতভাবে কারণ দর্শায়ে একে অপরের বিপক্ষে অভিযোগ উত্থাপন করেন, তাহা হইলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ পক্ষগণদের শুনানীর এবং উক্ত অভিযোগের সমর্থনে সাক্ষ্য প্রমাণ যদি থাকে তাহা উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করে লিখিত আদেশ প্রদানের মাধ্যমে বিরোধটিতে সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে অগ্রসর হইবেন।
- (৩) যদি উক্ত বর্গাদার আদেশ প্রদানের ৬ (ছয়) দিনের মধ্যে জমির মালিককে উৎপন্ন ফসলে তাহার অংশ সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ জমির মালিকের অনুকূলে বর্গাদারের প্রতিকূলে আদেশে নির্ধারিত পণ্যের বাজারদর অনুসারে সার্টিফিকেট ইস্যু করিবেন এবং ১৯১৩ সনের সরকারি দাবী আদায় আইনের বিধান অনুসারে একইভাবে কার্যকর করিবেন।
- (৪) যদি জমির মালিক আদেশ প্রদানের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে উৎপন্ন ফসলে তাহার প্রাপ্য অংশগ্রহণ করিতে বা গ্রহণের রশিদ প্রদান করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে বর্গাদার আদেশে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে উৎপন্ন ফসল কোন সরকারি ক্রয় প্রতিনিধি অথবা উক্ত প্রতিনিধির অবর্তমানে, ১৪ ধারার (৬) উপ-ধারা অনুসারে স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করিবেন।
- (৫) যখন বর্গাদার ১৪ ধারার (৮) উপ-ধারার অধীনে অংশের বিক্রয়লব্ধ অর্থ নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেন, তখন নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ তাহাকে ‘গ’ ফরমে একটি রশিদ প্রদান করিবেন।
- (৬) উপ-বিধির (২) অধীনে উক্ত অর্থ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ অনুরূপ জমাকৃত অর্থ সম্পর্কে জমির মালিককে ‘ঘ’ ফরমে অবগত করিবেন এবং অবগতি লাভের তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে উক্ত অর্থ গ্রহণ করিবার জন্য তাহাকে নির্দেশ দিবেন। যদি জমির মালিক অবগতিপত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে উক্ত অর্থ গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ সরকারি কোষাগারে রাজস্ব জমাখাতে উক্ত অর্থ জমা করিবেন এবং ‘ঙ’ ফরমে উক্ত জমা সম্পর্কে জমির মালিককে অবগত করিবেন।
- (৭) ১৪ ধারার (১) উপ-ধারার (ক) দফার অধীনে বিভাজন বা অর্পণের উদ্দেশ্যে কোন জমির যথার্থ উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ নিরূপণ করিবার জন্য জমির মালিক ও বর্গাদারকে পূর্ব বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের উক্ত জমির একটি অংশে শস্য কাটার নিরীক্ষা অনুষ্ঠানের ক্ষমতা থাকিবে।

চতুর্থ অধ্যায় ক্ষতিপূরণের হার

১২। ক্ষতিপূরণের হার

৫ ধারার (৪) উপ-ধারার অধীনে অতিরিক্ত জমির জন্য ক্ষতিপূরণের হার নিম্নরূপভাবে নিরূপিত হইবে:

- (ক) যেক্ষেত্রে সরকারের বরাবরে অর্পিত জমির মোট পরিমাণ ৫০ (পঞ্চাশ) মানানসই বিঘার অধিক নহে, সেইক্ষেত্রে উক্ত জমির বাজার মূল্যের শতকরা ২০ (বিশ) ভাগ হারে;
- (খ) যেক্ষেত্রে সরকারের অর্পিত জমির মোট পরিমাণ ৫০ (পঞ্চাশ) মানানসই বিঘার অধিক, সেইক্ষেত্রে প্রথম ৫০ (পঞ্চাশ) মানানসই বিঘার জন্য উক্ত জমির বাজার মূল্যের শতকরা ২০ (বিশ) ভাগ হারে এবং অবশিষ্টাংশের জন্য উক্ত জমির বাজার মূল্যের শতকরা ১০ (দশ) ভাগ হারে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার অর্পিত হইবার যোগ্য জমি বাছাই করিবার ইচ্ছাধিকার পরিবারের থাকিবে।

পঞ্চম অধ্যায় বর্গা চুক্তি

১৩। বর্গা চুক্তি

- (১) ১০ ধারায় যেইরূপ বিধান করা হইয়াছে, জমির মালিক ও বর্গাদারের মধ্যকার সেইরূপ বর্গা চুক্তি 'চ' ফরমে সম্পাদিত হইবে।
- (২) প্রত্যেক বর্গা চুক্তি ১০ (দশ) টাকা মূল্যের অ-বিচারিক স্ট্যাম্পের উপর জমির মালিক ও বর্গাদার কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকের জন্য একটি করিয়া তিন প্রস্থে সম্পাদিত হইবে। অ-বিচারিক স্ট্যাম্পের মূল্য সময় সময়ান্তরে সরকার কর্তৃক গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে পরিবর্তিত হইতে পারে।
- (৩) বর্গা চুক্তি সম্পাদন করানোর জন্য ১১ ধারার (৩) উপ-ধারার অধীনে কোন দরখাস্তের সহিত ৫ (পাঁচ) টাকা মূল্যের কোর্ট ফি স্ট্যাম্প এবং উক্ত ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক যথা প্রয়োজন মতে বর্গা চুক্তির সম্পাদনের জন্য রেজিস্ট্রীকৃত ডাকে অপর পক্ষকে 'ছ' ফরমে নির্দেশ প্রেরণের জন্য ডাক মাসুলের ব্যবস্থাকল্পে উক্তপক্ষের বর্তমান ঠিকানা সম্বলিত স্ট্যাম্পযুক্ত খাম দিতে হইবে।
- (৪) বর্গা চুক্তি সম্পাদিত হইবার পর নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ ইহাকে 'জ' ফরমে একটি রেজিস্ট্রারে অন্তর্ভুক্ত করিবেন এবং একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রদান করিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় বর্গাদারের মৃত্যুর পরিণাম

১৪। বর্গাদারের মৃত্যুর পরিণাম

- (১) বর্গাদারের মৃত্যু ঘটিলে, তাহার পরিবারের যে কোন জীবিত সদস্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট এই মর্মে আবেদন করিতে পারিবেন যে, উক্ত পরিবার বর্গা চুক্তিটা অব্যাহত রাখিতে চান এবং যাহার নামে বর্গা চুক্তিটা অব্যাহত থাকিবে, সেই ব্যক্তির বিবরণ উহার নিকট প্রেরণ করিবেন। এই বিজ্ঞপ্তি ‘ঝ’ ফরমে তিন প্রস্তে হইবে।
- (২) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ (১) উপ-বিধির অধীনে উক্ত দরখাস্ত পাওয়ার পর ব্যাপারটির তদন্ত করিবেন এবং যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত পরিবার জমিটি চাষ করিবার মতো অবস্থায় স্থিত রহিয়াছেন, তাহা হইলে ১২ ধারার (১) উপ-ধারার বিধানাবলী অনুসারে উক্ত চুক্তি অব্যাহত থাকিবার অনুমতি দিবেন।
- (৩) যেইক্ষেত্রে কোন জমির জমির মালিক তাহার ব্যক্তিগত চাষের অধীনে উক্ত জমি আনয়ন করিতে অথবা ১২ ধারার অধীনে উক্ত জমি অপর বর্গাদার কর্তৃক চাষের অনুমোদন করিতে চান, সেইক্ষেত্রে তিনি মাত্র ৫ (পাঁচ) টাকা মূল্যের কোর্ট ফি স্ট্যাম্প এঁটে দিয়া নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা দাখিল করিবেন। নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ অনুরূপ প্রার্থনা পাওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন, সেইরূপভাবে আবেদনটি স্থানীয়ভাবে তদন্ত করাইয়া নিবেন এবং যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, মৃত বর্গাদারের পরিবারে কোন সদস্যই উক্ত জমি চাষ করিবার মতো অবস্থায় স্থিত নাই, তাহা হইলে বর্গা চুক্তিটা বাতিল করিবেন। যদি তদন্তকারী এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত পরিবার উক্ত জমি চাষ করিবার মতো অবস্থায় স্থিত রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি মৃত বর্গাদারের উত্তরাধিকারীর নাম ৫ (পাঁচ) টাকা ফি আদায় করিয়া মৃত বর্গাদারের নামের স্থলে নামজারী করাইয়া দিবেন।

সপ্তম অধ্যায় উৎপন্ন ফসল ভাগের প্রণালী

১৫। উৎপন্ন ফসল ভাগের প্রণালী

- (১) যখন বর্গাদার উৎপন্ন ফসল কাটার পর উহার অংশ প্রদান করিয়া থাকেন এবং জমির মালিক উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তখন উভয়পক্ষ ১৪ ধারার (৩) উপ-ধারা অনুসারে যথা প্রয়োজন মতে 'ট' ফরমে একটি রশিদ স্বাক্ষর করিবেন।
- (২) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ ১৪ ধারার (৪) উপ-ধারার অধীনে কোন অবগতি লাভের পর জমির উৎপন্ন ফসলের এবং বর্গা চুক্তির পক্ষগণের প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশের চূড়ান্ত নিরূপণ সাপেক্ষে বর্গাদার কর্তৃক প্রদত্ত উৎপন্ন ফসলের জমির মালিকের অংশের অর্পণ গ্রহণের জন্য 'খ' ফরমে জমির মালিককে একটি নোটিশ প্রদান করিবেন।
- (৩) যদি বর্গাদার ১৪ ধারার (৭) উপ-ধারায় মোতাবেক বিধান মতে জমির মালিকের উৎপন্ন ফসলের অংশের বিক্রয়ের তারিখ হইতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে বিক্রয়লব্ধ অর্থ নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট জমা করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ জমির মালিককে দেয় উৎপন্ন ফসলাংশের বাজার মূল্য নিরূপণ করিবেন এবং বর্গাদার অনুরূপভাবে নিরূপিত অংকের অর্থ জমাদানের জন্য দায়ী হইবেন।
- (৪) যখন কোন বর্গাদার ১৪ ধারা (৭) উপ-ধারার অধীনে বিক্রয়লব্ধ অর্থ জমা দেন, তখন নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ উক্ত ধারার (৯) উপ-ধারার অধীনে 'ঘ' ফরমে জমির মালিকের নিকট অবগতিপত্র প্রেরণ করিবেন এবং অবগতিপত্র লাভের তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে অনুরূপভাবে জমাকৃত অর্থ গ্রহণ করিবার জন্য তাহাকে নির্দেশ দিবেন। নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ ডাক ও অন্যান্য মাসুলের ব্যবস্থাকল্পে জমির মালিককে দেয় মোট পরিমাণ হইতে মাত্র ১০/- (দশ) টাকা পরিমাণ কাটিয়া রাখিয়া এবং উক্ত পরিমাণ চালান মারফত বিবিধ প্রাপ্তি হিসাবে সরকারি কোষাগারে জমা দিবেন।

গবেষণা দল

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত (প্রধান গবেষক)

বিচারপতি কাজী এবাদুল হক

এ. কে. এম. জহির আহমেদ

অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ

ড. এ. কে. এম. হেলাল-উজ-জামান

টি. আই. এম. নুরুন নবী চৌধুরী

এ্যাডভোকেট কাওসার আহমেদ

অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত

আসমার ওসমান

গবেষণা সহযোগীবৃন্দ

এ্যাডভোকেট অলিউল ইসলাম

এ্যাডভোকেট আফরিন আহমেদ

এ্যাডভোকেট জহিরুল আলম

এ্যাডভোকেট ধীমান চন্দ্র মন্ডল

এ্যাডভোকেট ফারহানা খান

এ্যাডভোকেট ফারিহা তাবাসসুম সিমু

এ্যাডভোকেট মুজিবুল হক পাভেল

এ্যাডভোকেট মেরিনা সুলতানা

এ্যাডভোকেট শারমিন সুলতানা

এ্যাডভোকেট শেখ সাদী রহমান

ভূমি রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তুত সংশোধনী



Human Development Research Centre

humane development through research and action

www.hdrc-bd.com

সহযোগিতায়

মানুষের জন্য

manusher jonno

promoting human rights and good governance

ঢাকা, জুলাই ২০১৬

সূচিপত্র

প্রেক্ষাপট	১
রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী	৩
রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)	৪
প্রথম খন্ড: প্রারম্ভিক	৫
দ্বিতীয় খন্ড: রেজিস্ট্রেশন সংগঠন সম্পর্কিত	৬
তৃতীয় খন্ড: রেজিস্ট্রেশনযোগ্য দলিল পত্রাদি সম্পর্কিত	৯
চতুর্থ খন্ড: দলিল দাখিল করিবার সময় সম্পর্কে	১৩
পঞ্চম খন্ড: রেজিস্ট্রিকরণ সম্পর্কে	১৫
ষষ্ঠ খন্ড: রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দলিলপত্রাদি দাখিল সম্পর্কে	১৬
সপ্তম খন্ড: দলিল সম্পাদনকারী ও সাক্ষীগণকে হাজির হইতে বাধ্যকরণ সম্পর্কিত	১৯
অষ্টম খন্ড: উইল এবং পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতাপত্র রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দাখিল সম্পর্কিত	২০
নবম খন্ড: উইল জমা রাখা সম্পর্কে	২১
দশম খন্ড: রেজিস্ট্রি করা ও না করিবার ফলাফল সম্পর্কে	২৩
একাদশ খন্ড: নিবন্ধনকারী অফিসারের কর্তব্য ও ক্ষমতা সম্পর্কিত	২৪
একাদশ-ক খন্ড: ফটোগ্রাফির দ্বারা দলিল নকল করা সম্পর্কিত	৩১
দ্বাদশ খন্ড: রেজিস্ট্রি করিতে অস্বীকৃতির সম্পর্কিত	৩২
ত্রয়োদশ খন্ড: রেজিস্ট্রিকরণ, তল্লাশি এবং প্রতিলিপির ফী সম্পর্কে	৩৪
ত্রয়োদশ-ক খন্ড: টাউট সম্পর্কে	৩৬
ত্রয়োদশ-খ খন্ড: দলিল সম্পর্কে	৩৮
চতুর্দশ খন্ড: শাস্তি সম্পর্কে	৩৯
পঞ্চদশ খন্ড: বিবিধ	৪০
রেজিস্ট্রেশন বিধিমালা, ২০১৪ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)	৪৩
প্রারম্ভিক	৪৩
প্রথম অধ্যায়: নিবন্ধন কার্যালয়ে রেজিস্টার বহি, কাগজ-পত্র ও দলিল-দস্তাবেজের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা এবং দলিলাদি বিনষ্টিকরণ	৪৪
দ্বিতীয় অধ্যায়: রেজিস্টার বহির প্রমাণীকরণ	৪৮
তৃতীয় অধ্যায়: যে সকল ভাষা বিভিন্ন জেলায় সাধারণভাবে প্রচলিত বলিয়া গণ্য হইবে	৫১
চতুর্থ অধ্যায়: আঞ্চলিক বিভাগসমূহ	৫১
পঞ্চম অধ্যায়: নিবন্ধনের জন্য দলিল গ্রহণ-পূর্ববর্তী প্রক্রিয়া	৫১
ষষ্ঠ অধ্যায়: পরিদর্শন ও কমিশন	৫৭
সপ্তম অধ্যায়: ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) এবং ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন আরোপযোগ্য জরিমানা	৫৮
অষ্টম অধ্যায়: নিবন্ধনের জন্য দলিল গ্রহণের অব্যবহিত পরবর্তী কার্যপ্রণালি	৫৯
নবম অধ্যায়: শপথ পাঠ পরিচালনা ও নথিভুক্তিকরণ	৬৭
দশম অধ্যায়: নিবন্ধনের জন্য দলিল গ্রহণ-পরবর্তী পদ্ধতি	৬৮
একাদশ অধ্যায়: দলিলের স্মারকলিপি ও নকল	৭২
দ্বাদশ অধ্যায়: সূচিসমূহ	৭৪
ত্রয়োদশ অধ্যায়: পাওয়ার অব অ্যাটর্নি সংক্রান্ত বিশেষ বিধানাবলি	৭৭
চতুর্দশ অধ্যায়: উইল সম্পর্কিত কার্যপ্রণালী	৭৮
পঞ্চদশ অধ্যায়: সমন	৮১
ষোড়শ অধ্যায়: বহি বা দলিলের প্রতিলিপি হইতে তথ্য সরবরাহকরণ	৮২
সপ্তদশ অধ্যায়: সীলমোহর	৮৪
অষ্টাদশ অধ্যায়: কার্যালয়ের কার্যপ্রণালি	৮৪

প্রেক্ষাপট

ভূমি সম্পদের জনক। বাংলাদেশের মানুষ ও অর্থনীতির বড় অংশ ভূমিনির্ভর। এদেশের উন্নয়নে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি অবিনশ্বর উৎপাদন ক্ষমতার অধিকারী; কর্মসংস্থান, খাদ্য, বাসস্থান ও আর্থিক নির্ভরতার এক বড় সহায়ক। ভূমির উপর অধিকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার পরিমাপক; ক্ষমতাকাঠামোর ভিত্তি ও জীবনযাত্রার অবস্থা নির্ণয়ের অন্যতম প্রধান সূচক। ভূমির উপযোগমূল্য যথেষ্ট, এর বাজারমূল্য ক্রমাগত বাড়ে। ভূমির কোন অবচয় নেই। ভূমির অধিকার আন্তঃপ্রজন্মগত বংশপরম্পরায় ভোগ্য।

প্রায় ১৬ কোটি মানুষের আমাদের এই দেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার। দেশের মোট ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ একর ভূমির ৬০ শতাংশ কৃষি জমি। প্রতিদিন কমছে দেশের আবাদী ভূমির পরিমাণ। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের সাথে ভূমিহীনতার সম্পর্ক নিবিড়। অথচ, এদেশের প্রায় ৫৯ শতাংশ খানা ভূমিহীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে—বিশেষ করে, কৃষির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর—ভূমিহীনতাই তাদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

ভূমির পরিমাণ সীমিত। জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়লেও ভূমির পরিমাণ বাড়ছে না—বাড়ছে ভূমির অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতা। সহিংসতা, ফটকা-ব্যবসা, দুর্নীতি, জবরদখল, প্রতারণা, ও প্রবঞ্চনার ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়তই—বাড়ছে ভূমিহীনের সংখ্যা, বলপূর্বক অভিবাসন, বৈষম্য ও দারিদ্র্য।

দেশে প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে ভূমি নিয়ে বিরোধ, দশকের পর দশক ধরে ভূমি-সংক্রান্ত চলমান আইনি জটিলতাগুলো চরম আকার ধারণ করেছে। এতে সর্বস্বান্ত হচ্ছে অনেক মানুষ, বাড়ছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। অন্যদিকে ভূমি প্রশাসনের অদক্ষতা, ভূমি রেজিস্ট্রেশন এবং ভূমি জরিপ কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা, নামজারীর ক্ষেত্রে জটিলতা, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ভূমি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল, খাস জমি বিতরণে অনিয়ম, জলমহাল, বালুমহাল ও চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অনিয়ম ও প্রায়োগিক সমস্যা ইত্যাদি দেশের অধিকাংশ মানুষকে ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

ভূমির অধিকার নিয়ে বিরোধ, শোষণ, দুর্নীতি, প্রতারণা ও দরিদ্র মানুষের সীমাহীন দুর্গতির পিছনে সূক্ষ্ম আইনি বিষয় ও জটিলতা বহুলাংশে দায়ী। বাংলাদেশে ভূমি সংশ্লিষ্ট আইনগুলো সেকেলে। অনেক আইন দরিদ্র-বান্ধব নয়; প্রান্তিক মানুষ ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনগুলো যথাযথও নয়। এমনকি কোনো কোনো আইন একে অন্যের সাথে সাংঘর্ষিক। বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগও নেই। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিতামূলক যে আইনি-কাঠামো প্রয়োজন তার অনুপস্থিতিও ব্যাপক। খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন; সর্বোপরি, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি প্রচলিত আইনগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে আনীত আইনের সংশোধনীগুলোও কাজিখত লক্ষ্য পূরণ করেনি; এমনকি, অতি সাম্প্রতিক সংশোধনীগুলোও প্রায়োগিক দিক থেকে দরিদ্রবান্ধব এবং জনকল্যাণমুখী হয়ে উঠতে পারেনি। এটি সহজেই বোধগম্য যে, বর্তমানে প্রচলিত ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জটিল এবং অগোছালো অবস্থায় রয়েছে। আরো হতাশার ব্যাপার, প্রচলিত আইনগুলোর অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, দরিদ্রবান্ধব-নীতির অনুপস্থিতি এবং প্রায়োগিক সমস্যা অসংখ্য ভূমি বিরোধ ও ভূমি মামলার জন্ম দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব জটিলতার সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালীরাই শেষ পর্যন্ত ভূমির দখল নিয়ে নেয় আর দরিদ্র, প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো ভূমির অধিকার হারায়। তাই, ভূমি বিষয়ে সবগুলো আইনকে অধিকার-ভিত্তিক ও সুসমঞ্জস একটি কাঠামোর মধ্যে এনে প্রয়োজনীয় সংস্কার নিশ্চিত করতে না পারলে দরিদ্র, প্রান্তিক ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা কখনো সম্ভব নয়। কাজেই, সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে তথ্য-নির্ভর গবেষণার মাধ্যমে আইনি বিষয়গুলো এমনভাবে পুনঃনির্ধারণ করা উচিত যাতে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নে ‘বাদ পড়া’ জনগোষ্ঠীকে ‘অন্তর্ভুক্ত’ করা সম্ভব হয়।

এই সব বাস্তবতার অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’-এর সহযোগিতায় গবেষণা সংস্থা ‘হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)’ এ-বিষয়ে একটি নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করেছে। “বাংলাদেশের ভূমি

আইন: একটি অধিকার-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও প্রস্তাবিত পরিবর্তনসূত্র শীর্ষক এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে প্রচলিত ভূমি আইনগুলোর কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ নতুন আইন প্রস্তাব করা। বাংলাদেশে প্রচলিত সব ভূমি আইন এবং ভূমি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র বিশ্লেষণ, দরিদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন ও নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমি আইনে বিদ্যমান অব্যবস্থাপনা, অপশাসন, শোষণ-বঞ্চনামূলক প্রক্রিয়া ও কার্যবিধি সংক্রান্ত আইনি দিকগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে। শুধু আইনি পর্যালোচনা নয়, বরং ভূমি আইনের নানান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণায়। অধিকারভিত্তিক, প্রান্তিক ও দরিদ্র-বান্ধব এবং জেডার সংবেদনশীল এই গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন—প্রায় ২,৫০০ পৃষ্ঠার—ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবার সুবিধার্থে ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো পৃথক পৃথক খন্ডে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি খন্ড প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ এবং সুপারিশসহ (প্রস্তাবিত আইন বা সংশোধনীসহ) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণাভিত্তিক প্রকাশনা।

ইংরেজি ভাষায় রচিত সেই গবেষণাকর্মের প্রাসঙ্গিক আইনী টেক্সটসমূহ (ইংরেজিতে রচিত বিদ্যমান আইনসমূহ সহ) বাংলায় অনুবাদ করে একটি পৃথক প্রকাশনা করা হয়েছে। আলাদা আলাদা ২০টি খন্ডে অনূদিত এই প্রকাশনার বিষয়-ভিত্তিক প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনীসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপ:

১. পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
২. অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৩. ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৪. কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৫. বালুমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৬. চরের জমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৭. চিংড়িমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৮. দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৯. আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কিত আইন (বন আইনসহ): প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১০. জলমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১১. অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১২. পাথরমহাল সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৩. ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১৪. ভূমি রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৫. ভূমি জরিপ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৬. চা বাগানের ভূমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৭. ট্রাস্ট সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৮. ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৯. অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
২০. ওয়াক্ফ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী

এই গবেষণাপত্রটি উক্ত ২০ খন্ডের একটি।

রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ

ভূমি মালিকানার ক্ষেত্রে ভূমি রেজিস্ট্রেশন একটি অপরিহার্য প্রামাণিক দলিল। এ খাত থেকে সরকার বেশ রাজস্ব আয় করে থাকে। তবে, এ খাত থেকে রাজস্ব আদায়ের সম্ভাবনা এখনকার তুলনায় অনেকগুণ বেশি। প্রায় ৭০ থেকে ৮০ ভাগ দেওয়ানী এবং ফৌজদারী মামলার মূলে রয়েছে ভূমি নিয়ে বিরোধ। ভূমি রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত জটিলতাই ভূমি নিয়ে বিরোধের অন্যতম কারণ। বর্তমান ভূমি রেজিস্ট্রেশন আইন ও বিধিমালা এই ভূমি রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে যথেষ্ট নয়, তাই উক্ত আইন ও বিধিমানার কিছু সংশোধন জরুরী ও সমীচীন। বর্তমান ভূমি রেজিস্ট্রেশন আইন ও বিধিমানার প্রধান কয়েকটি সমস্যা তুলে ধরা হল:

- ✓ রেজিস্ট্রেশন কার্যালয়ে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার কার্যত অনুপস্থিত;
- ✓ রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের কার্যকারিতার সময় নিয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে;
- ✓ প্রচলিত বালাম ব্যবস্থার কারণে রেজিস্ট্রেশনে প্রচুর সময় লাগে;
- ✓ দলিল সম্পাদনকারীর সরবরাহকৃত তথ্যে বাবার নামের সাথে মায়ের নাম রাখার বিষয়টি এখনো ঐচ্ছিক, বাধ্যতামূলক না; এবং
- ✓ রেজিস্ট্রেশন কার্যালয়ের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী ভূয়া দলিল অথবা দলিল জালিয়াতির সাথে জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার সুস্পষ্ট বিধান নেই।

উপরোক্ত সমস্যার কথা বিবেচনা করে গবেষক দল ভূমি রেজিস্ট্রেশন আইন ও বিধিমালাতে কিছু সংশোধনীর প্রস্তাব আনয়ন করেছে। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হল:

- ✓ রেজিস্ট্রেশন কার্যালয়ে কার্যকর ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- ✓ রেজিস্ট্রিকৃত দলিল যে দিন সম্পাদন করা হবে সে দিন থেকে তা কার্যকর করা;
- ✓ দলিল সম্পাদনকারীর সরবরাহকৃত তথ্যে মায়ের নাম এবং বাবার নাম রাখার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা;
- ✓ প্রচলিত বালাম ব্যবস্থা পরিহার করা; এবং
- ✓ রেজিস্ট্রেশন কার্যালয়ের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী ভূয়া দলিল অথবা দলিল জালিয়াতির সাথে জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা হিসেবে চাকুরি থেকে বরখাস্তকরণসহ সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান থাকার প্রস্তাব করা হয়েছে।

রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ) (১৯০৮ সালের ১৬নং আইন)

প্রস্তাবনা দলিল রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত আইন সংহত করিতে আইন। যেহেতু দলিল রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত আইন সংহত করা সমীচীন; এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণীত হইল।

প্রথম খন্ড প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, কার্যকারিতার সীমা ও প্রবর্তন

- (১) এই আইন ১৯০৮ সালের রেজিস্ট্রেশন আইন নামে অভিহিত হইবে।
- (২) যে সমস্ত জেলা এবং এলাকা সরকার কর্তৃক আওতাভির্ভূত বলিয়া ঘোষিত হইবে উহা ব্যতীত সারাদেশে এই আইন প্রযোজ্য হইবে।
- (৩) ১৯০৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে এই আইন বলবৎ হইবে।

২। সংজ্ঞা

উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর দিক হইতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ নিম্নরূপ হইবে:

- (১) “সংযোজন” অর্থ বর্ণিত ব্যক্তির বাসস্থান, পেশা, ব্যবসায়, পদ এবং উপাধি (যদি থাকে) [এবং তাহার পিতার নাম অথবা মায়ের নাম ও তাহাদের জাতীয় পরিচয়পত্র];
- (২) “বহি” অর্থ কোন বহির অংশ বা কতকগুলি পৃষ্ঠা যাহা একখানি বহি বা বহির অংশ বলিয়া গণ্য হইবে;
- (৩) “জেলা” এবং “উপজেলা” বলিতে এই আইন অনুসারে গঠিত জেলা ও উপজেলা বুঝাইবে;
- (৪) “জেলা আদালত” বলিতে হাইকোর্টের সাধারণ আদিম দেওয়ানী এখতিয়ার উহার অন্তর্ভুক্ত বুঝাইবে।
- (৫) “পৃষ্ঠাঙ্কন” এবং “পৃষ্ঠাঙ্কিত” অর্থ এই আইন অনুসারের রেজিস্ট্রি করিবার জন্য দাখিলকৃত কোন দলিলের উপপত্র বা আবরণ-পত্রের উপর নিবন্ধনকারী অফিসার কর্তৃক লিখিত বিষয়;
- (৬) “স্থাবর সম্পত্তি” অর্থে জমি, ঘরবাড়ি, বংশগত বৃত্তি, রাস্তা, আলো, খেয়াঘাট ব্যবহার, মৎস্য উৎপন্ন করিবার কিংবা জমি হইতে লভ্য অপরাপর সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিবার অধিকার এবং মাটি সংলগ্ন কোন জিনিসের সহিত স্থায়ীভাবে আবদ্ধ কোন বস্তুকে বুঝাইবে; কিন্তু—
 - (ক) মাটিতে দণ্ডায়মান বৃক্ষ, উৎপন্ন ফসল বা ঘাস, তাহা অবিলম্বে কাটিবার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক;
 - (খ) বর্তমান বিদ্যমান অথবা ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাব্য ফল বা রস; ও
 - (গ) মাটিতে প্রোথিত বা সংযুক্ত যাহা জমি হইতে ভিন্নরূপ বিবেচিত হয় তাহাকে বুঝাইবে না।
- (৭) “ইজারা” অর্থে ‘মুড়ি’ করুলিয়ত, চামাবাদ বা দখল লইবার স্বীকৃতি এবং ইজারা লইবার চুক্তিকে বুঝাইবে;
- (৮) “নাবালক” অর্থ যেই ব্যক্তি তাহার ব্যক্তিকগত আইনে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয় নাই;
- (৯) “অস্থাবর সম্পত্তি” অর্থ স্থাবর সম্পত্তি ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকারের সম্পত্তি; এবং
- (১০) “প্রতিনিধি” অর্থ নাবালকের অভিভাবক এবং উন্মাদ বা নির্বোধব্যক্তির জন্য আইনানুসারে নিযুক্ত অভিভাবক;
- (১১) “টাউট” অর্থে এমন ব্যক্তিকে বুঝাইবে—
 - (ক) যিনি সাধারণত এই আইনের ৮০ছ ধারার অধীন প্রণীত নিয়মে প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র ছাড়া রেজিস্ট্রেশন অফিস এলাকায় দলিল রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কাজে নিজেকে নিযুক্ত করিবার জন্য কিংবা অন্য বিশেষ কোন লোককে নিযুক্ত করিবার জন্য প্রায় যাতায়াত করেন; কিংবা
 - (খ) যিনি এ আইনের ৮০ছ ধারার আওতায় প্রণীত নিয়মাবলী মতে টাউটরূপে ঘোষিত হইবার যোগ্য।

দ্বিতীয় খন্ড

রেজিস্ট্রেশন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত

৩। রেজিস্ট্রেশনের ইন্সপেক্টর জেনারেল

(১) সরকার উহার এখতিয়ারভূক্ত এলাকাসমূহের জন্য ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন নামক একজন অফিসার নিয়োগ করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার ইন্সপেক্টর জেনারেলের পরিবর্তে অন্য অফিসারকে নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং ইন্সপেক্টর জেনারেলের উপর অর্পিত ক্ষমতা এবং দায়িত্বসমূহের সবগুলি বা যে কোন একটি উক্ত অফিসার দ্বারা সম্পাদন করা হইতে পারিবেন।

(২) একই সঙ্গে ইন্সপেক্টর জেনারেল সরকারের অধীনস্থ অন্য কোন পদের কার্যাবলীও সম্পাদন করিতে পারেন।

৪। (বাতিলকৃত)

৫। জেলা ও উপজেলা

(১) সরকার এই আইনের উদ্দেশ্যে জেলা এবং উপজেলা গঠন করিবেন এবং উহাদের এলাকা নির্ধারণ এবং পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারা অনুসারে গঠিত জেলা এবং উপজেলাসমূহের গঠন, এলাকা নির্ধারণ এবং পরিবর্তন সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপিত হইতে হইবে।

(৩) এইরূপ প্রত্যেক পরিবর্তন বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত দিন হইতে কার্যকরী হইবে।

৬। রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার

সরকার উপযুক্ত মনে করিলে সরকারি অফিসার বা অন্য যে কোন ব্যক্তিকে যথাক্রমে পূর্বে উল্লিখিত উপায়ে গঠিত জেলাসমূহের জন্য রেজিস্ট্রার এবং উপজেলাসমূহের জন্য সাব-রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

৭। রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়

(১) সরকার প্রত্যেক জেলায় রেজিস্ট্রারের অফিস নামে এবং উপজেলার সাব-রেজিস্ট্রারের বা যুগ্ম সাব-রেজিস্ট্রারের অফিস নামে অফিসসমূহ স্থাপন করিবেন।

(২) সরকার ইচ্ছা করিলে বা প্রয়োজন মনে করিলে যে কোন রেজিস্ট্রারের অফিসের সহিত উক্ত রেজিস্ট্রারের অধীনস্থ যে কোন সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসকে সংযুক্ত করিতে পারেন এবং সাব-রেজিস্ট্রারকে তাহার নিজস্ব ক্ষমতা ও কর্তব্যসমূহ ছাড়াও উক্ত রেজিস্ট্রারের ক্ষমতা ও দায়িত্বসমূহের সবগুলি অথবা যে কোন একটি প্রয়োগ ও পালন করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ক্ষমতা প্রদান কোন সাব-রেজিস্ট্রারকে তাহার নিজের কোন আদেশের বিরুদ্ধে আনীত কোন আবেদন শুনিবার অধিকার প্রদান করিবে না।

৮। রেজিস্ট্রেশন অফিসসমূহের ইন্সপেক্টরগণ

(১) সরকার “ইন্সপেক্টর অব রেজিস্ট্রেশন কার্যালয়” নামক অফিসারবর্গ ও নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং উক্ত অফিসারদের কর্তব্য সমূহ নির্ধারিত করিবেন।

(২) ঐরূপ প্রত্যেক ইন্সপেক্টর জেনারেলের অধীনস্থ রহিবেন।

৯। (বাতিলকৃত)

১০। রেজিস্ট্রারের অনুপস্থিতি অথবা পদ শূন্য থাকিলে

(১) যখন কোন রেজিস্ট্রার তাহার নিজ জেলায় কর্মরত অবস্থা ছাড়া অন্য কোন কারণে অফিসে অনুপস্থিত থাকেন বা তাহার পদ সাময়িকভাবে খালি থাকে, তখন [উপজেলার সাব-রেজিস্ট্রার জেলা স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে যাহার আওতাধীনে উক্ত রেজিস্ট্রারের অফিস অবস্থিত,] উক্ত অনুপস্থিতকালে বা যতদিন সরকার খালি আসন পূরণ না করেন, ততদিন রেজিস্ট্রার হিসাবে গণ্য হইবেন।

(২) বাতিলকৃত।

১১। রেজিস্ট্রারের নিজ জেলায় কর্মরত থাকাকালে অফিসে অনুপস্থিত

যখন কোন রেজিস্ট্রার তাহার নিজ জেলায় কর্মরত থাকিবার সময় কার্যালয়ে অনুপস্থিত থাকেন, তখন তিনি ৬৮ এবং ৭২ ধারায় উল্লিখিত কর্তব্য সমূহ ব্যতীত তাহার জেলায় অপরাপর কার্যসমূহ সম্পাদনার্থে কোন সাব-রেজিস্ট্রারকে [***] নিয়োগ করিতে পারেন।

১২। সাব-রেজিস্ট্রারের অনুপস্থিতি অথবা পদ শূন্য থাকিলে

[যখন কোন সাব-রেজিস্ট্রার তাহার অফিসে অনুপস্থিত থাকেন বা তাহার পদ সাময়িকভাবে খালি হয়, তখন উক্ত অনুপস্থিতকালে যতদিন পর্যন্ত খালি পদ পূরণ না হয়, ততদিনের জন্য জেলার রেজিস্ট্রার কর্তৃক ঐ স্থলে নিযুক্ত সাব-রেজিস্ট্রার, সাব-রেজিস্ট্রার হিসাবে গণ্য হইবেন।]

১৩। ১০, ১১ ও ১২ ধারা অনুসারে নিয়োগ সম্পর্কে সরকারের নিকট রিপোর্ট

(১) ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্তৃক ১০, ১১ ও ১২ ধারা মোতাবেক সমস্ত নিয়োগের বিষয় সরকারের নিকট রিপোর্ট করিতে হইবে।

(২) অনুরূপ রিপোর্ট সরকারের নির্দেশক্রমে বিশেষ বা সাধারণ রিপোর্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) (বাতিলকৃত)।

১৪। নিবন্ধনকারী অফিসারের সংস্থাপন

(১) (বাতিলকৃত)।

(২) সরকার এই আইন মোতাবেক বিভিন্ন কার্যালয় সঠিকভাবে স্থাপনের অনুমতি দান করিবেন।

১৫। নিবন্ধনকারী অফিসারের সীলমোহর

রেজিস্ট্রার এবং সাব-রেজিস্ট্রারগণ ইংরেজি ভাষায় বা সরকারের নির্দেশক্রমে অন্য যে কোন ভাষায় নিম্নলিখিত শব্দ সম্বলিত সীলমোহর ব্যবহার করিবেন।..... রেজিস্ট্রারের (বা সাব-রেজিস্ট্রারের) সীল।

১৬। রেজিস্ট্রার বহি ও অগ্নি নিরোধক বস্ত্র

(১) [এই আইনের উদ্দেশ্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার প্রত্যেক রেজিস্ট্রেশন অফিসারের অফিসে প্রয়োজনীয় বহি এবং ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্তৃক নির্দেশিত সফটওয়্যারসহ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ যন্ত্র, যেমন কম্পিউটার এবং স্ক্যানার সরবরাহ করিবেন]।

• প্রস্তাবিত

• “অথবা কোন ব্যক্তিকে” শব্দগুলি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে

• প্রস্তাবিত

- (২) সরবরাহকৃত খাতাপত্রে সরকারের অনুমোদনক্রমে ইস্যুপেক্টর জেনারেল কর্তৃক নির্ধারিত ফর্ম থাকিবে ও উক্ত খাতাপত্রের পৃষ্ঠা ছাপানো ক্রমিক নম্বর সম্বলিত হইবে এবং প্রত্যেক খাতাপত্রের পৃষ্ঠার সংখ্যা সম্পর্কে উহার শিরোনাম পৃষ্ঠার প্রদানকারী অফিসার কর্তৃক সার্টিফিকেট দিতে হইবে।
- (৩) সরকার প্রত্যেক রেজিস্ট্রারের অফিসে অগ্নিরোধক বাক্স সরবরাহ করিবেন এবং প্রত্যেক জেলায় দলিল রেজিস্ট্রিকরণ সম্পর্কিত রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

[১৬ক। রেজিস্ট্রেশন বহি কম্পিউটারের ফ্লপি এবং ডিসকেটিস সংরক্ষণ

- (১) ধারা ১৬ তে যাহাই থাকুক না কেন উপ-ধারা ১ অনুযায়ী প্রত্যেকটি বহি কম্পিউটারের ডিসকেটিস অথবা সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে ইস্যুপেক্টর জেনারেল কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোন ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে করিতে হইবে।
- (২) এই আইন অথবা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং সীলমোহরকৃত অনুলিপি ধারা ৫৭ উপধারা ৫এ বর্ণিত অনুলিপি বলিয়া বিবেচিত হইবে।
- (৩) এই বহি সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে ইস্যুপেক্টর জেনারেল কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত সকল ফর্ম সরবরাহ করিবে, এবং এই বহির পৃষ্ঠাসমূহ পরপর নম্বরযুক্ত এবং ছাপানো হইবে এবং এইরূপ প্রত্যেকটি বহির পৃষ্ঠা নম্বরসমূহ শিরোনাম পৃষ্ঠা হইতে যে কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকাশ করা হইবে, তাহার দ্বারা সত্যায়িত হইবে।
- (৪) সরকার প্রত্যেকটি রেজিস্ট্রেশন অফিসে একটি অগ্নি নিরোধক বাক্স সরবরাহ করিবে এবং প্রত্যেক জেলার রেজিস্ট্রেশন অফিসের নথিপত্র নিরাপদ হেফাজতে সংরক্ষণের উপযুক্ত বিধান প্রণয়ন করিবে।]

তৃতীয় খণ্ড

রেজিস্ট্রেশনযোগ্য দলিল পত্রাদি সম্পর্কিত

১৭। যে সমস্ত দলিলপত্রের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক

(১) নিম্নলিখিত দলিলপত্রাদি রেজিস্ট্রি করিতে হইবে; যদি উহা ঐ জেলায় অবস্থিত সম্পত্তি সম্পর্কে সম্পাদিত হয় এবং যদি উহা ১৮৬৪ সালের ১৬ নং আইন অথবা ১৮৬৬ সালের রেজিস্ট্রেশন আইন অথবা ১৮৭১ সালের রেজিস্ট্রেশন আইন অথবা ১৮৭৭ সালের রেজিস্ট্রেশন আইন কার্যকরী হইবার দিনে বা উহার পরে সম্পাদিত হয়।

(ক) স্থাবর সম্পত্তির দানপত্র।

(কক) মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইন (শরিয়ত) অনুসারে প্রদত্ত হেবা সম্পর্কিত ঘোষণা;

(খ) উইল ছাড়া অন্যান্য দলিলপত্র যাহা কোন স্থাবর সম্পত্তিতে বর্তমান বা ভবিষ্যতে কায়েমী বা সম্ভাব্য কোন অধিকার স্বত্ব বা সুযোগ-সুবিধা জন্মায়, ঘোষণা করে, অর্পণ করে, সীমাবদ্ধ করে বা নিঃশেষিত করে;

ব্যাখ্যা: কোন বন্ধকী দলিল হস্তান্তরের ক্ষেত্রে যে অর্থের বিনিময়ে হস্তান্তরের দলিল সম্পাদিত হয়, রেজিস্ট্রেশনের জন্য উহাই মূল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(গ) উইল ছাড়া অন্যান্য দলিলপত্র যাহা কোন অধিকার, স্বত্ব বা সুযোগ-সুবিধা জন্মানোর ঘোষণা, অর্পণ, সীমাবদ্ধকরণ বা নিঃশেষিত হইবার প্রতি বিনিময়মূল্য স্বরূপ কোন কিছু প্রাপ্তি বা প্রদান স্বীকার;

(গগ) সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ এর ধারা ৫৯ অনুসারে বন্ধকী দলিল;

(ঘ) স্থাবর সম্পত্তির বৎসরান্তের অথবা এক বৎসরের উর্ধ্বে কোন মেয়াদী ইজারা বা বাৎসরিক খাজনার শর্তে ইজারার দলিল।

(ঙ) উইল ছাড়া অন্যান্য দলিলপত্র যাহা কোর্টের ডিক্রি বা হুকুমনামা অথবা কোন বিচার নিষ্পত্তির হস্তান্তর বা অর্পণ করে এবং যখন ঐরূপ ডিক্রি, হুকুমনামা বা বিচার নিষ্পত্তিতে কোন স্থাবর সম্পত্তিতে বর্তমান বা ভবিষ্যত কায়েমী বা সম্ভাব্য কোন অধিকার, স্বত্ব সুযোগ সুবিধা জন্মায়, ঘোষণা করে, অর্পণ করে, সীমাবদ্ধ করে বা নিঃশেষিত করে;

তবে কোন জেলা বা জেলার অংশে সম্পাদিত কোন ইজারাকে যদি উক্ত ইজারার মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসরের উর্ধ্বে না হয় বা উহার বাৎসরিক খাজনা ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকার বেশি না হয় তবে সরকার সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়া এই উপধারা আওতামুক্ত করিতে পারেন;

(চ) স্ব-স্ব ব্যক্তিগত ধর্মীয় আইন অনুসারে প্রাপ্য ওয়ারিশী স্থাবর সম্পত্তি বণ্টন বিষয়ক দলিল;

(ছ) রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ধারা ৯৬ অনুসারে আদালতের আদেশ মোতাবেক বিক্রয় দলিল।

(২) (১) উপধারা খ এবং গ দফার কোন কিছু নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে ব্যবহৃত হইবে না।

(ক) কোন প্রকারের সোলেনামা; অথবা

- (খ) জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর শেয়ার সংক্রান্ত কোন দলিল, যদিও উক্ত কোম্পানির সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাগ স্থাবর সম্পত্তি হয়; অথবা
- (গ) উপরোক্ত কোম্পানির ইস্যুকৃত কোন ডিবেঞ্চর, যাহা কোন স্থাবর সম্পত্তিতে কোন প্রকারে অধিকার স্বত্ব, সুযোগ-সুবিধা জন্মায় না, ঘোষণা করে না, অর্পণ, সীমাবদ্ধ করে না বা নিঃশেষিত করে না; তবে যতদূর পর্যন্ত সিকিউরিটি হোল্ডার কোন রেজিস্ট্রিকৃত দলিল দ্বারা উপরোক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদত্ত হয়, যেই দলিলে উক্ত কোম্পানি উহার স্থাবর সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা আংশিক অথবা উক্ত সম্পত্তিতে কোন প্রকারে স্বার্থ ডিবেঞ্চর হোল্ডারের সুবিধার্থে ট্রাস্ট মারফত ট্রাস্টীয়দের নিকট বন্ধক দেয়, সমর্পণ করে বা অন্য কোন প্রকারের হস্তান্তর করে; অথবা
- (ঘ) কোন কোম্পানির ইস্যুকৃত কোন ডিবেঞ্চর পৃষ্ঠাঙ্কন করা বা অন্যের নিকট হস্তান্তর করা; অথবা
- (ঙ) কোন দলিল যাহাতে ১০০/- (একশত) টাকা বা উহার অধিক মূল্যের কোন স্থাবর সম্পত্তিতে কোন প্রকারের অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ জন্মায় না, ঘোষণা করে না, অর্পণ করে না, সীমাবদ্ধ করে না বা নিঃশেষিত করে না কিন্তু মাত্র যদি অপর কোন দলিল প্রাপ্তির অধিকারে জন্মায়, যাহার সম্পাদনের কোন প্রকার অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ জন্মায়, ঘোষণা করে, অর্পণ করে, সীমাবদ্ধ করে বা নিঃশেষিত করে; অথবা
- (চ) আদালতের কোন ডিক্রি বা হুকুমনামা যাহাতে মোকদ্দমার বিষয়বস্তু ছাড়া অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে কোন প্রকার সোলেনামা সম্পাদিত হয় বা হইবে বলিয়া প্রকাশিত হয়, ঐ ডিক্রি বা হুকুমনামা ছাড়া; অথবা
- (ছ) সরকার কর্তৃক মঞ্জুরকৃত কোন স্থাবর সম্পত্তি; অথবা
- (জ) রেভিনিউ অফিসারকৃত কোন বাটোয়ারা দলিল; অথবা
- (ঝ) ১৮৭১ সনের ল্যান্ড ইমপ্রুভমেন্ট আইন বা ১৮৮৩ সনের ল্যান্ড ইমপ্রুভমেন্ট ঋণ বা আইন অনুসারে প্রদত্ত ঋণের কোন হুকুমনামা বা আনুসঙ্গিক সিকিউরিটি দলিল পত্রাদি; অথবা
- (ঞ) ১৮৮৪ সনের কৃষি ঋণ আইনবলে প্রদত্ত ঋণের কোন হুকুমনামা বা উক্ত আইনবলে প্রদত্ত ঋণ পরিশোধের জামিনস্বরূপ কোন দলিলপত্রাদি; অথবা
- (ট) বন্ধকী দলিলের পৃষ্ঠে বন্ধকী টাকার সম্পূর্ণ বা আংশিক টাকা পাইয়া উসুল লেখা বা বন্ধক সম্পর্কিত প্রাপ্য টাকার উসুল দেওয়া কোন রসিদ, যদি ঐ রসিদ দ্বারা বন্ধক সমাপ্তি না বুঝায়; অথবা
- (ঠ) সিভিল বা রেভিনিউ অফিসার কর্তৃক প্রকাশ্য নিলামে বিক্রীত সম্পত্তির খরিদারের দেওয়া কোন বায়নানামা; অথবা
- (ড) যেক্ষেত্রে কোন ইজারা দলিল রেজিস্ট্রি হইয়াছে সেক্ষেত্রে উহার প্রতিলিপিও রেজিস্ট্রি করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা : (বাতিল)

- (৩) ১৮৮২ সালের ১লা জানুয়ারির পরে সম্পাদিত এবং উহার দ্বারা প্রদত্ত নয়। এইরূপ পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপত্র রেজিস্ট্রেশনযোগ্য হইবে।

১৭ক। বিক্রয় চুক্তি (বায়নানামা) ইত্যাদি রেজিস্ট্রিকরণ বিষয়ক

- (১) এই আইনে অথবা অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহাই থাকুক না কেন কোন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য চুক্তি (বায়না) পত্র অবশ্যই লিখিত, পক্ষগণের দ্বারা সম্পাদিত ও রেজিস্ট্রিকৃত হইতে হইবে।
- (২) উপধারা (১) অনুসারে সম্পাদিত চুক্তি (বায়না) পত্র সম্পাদনের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রির জন্য দাখিল করিতে হইবে এবং দলিল রেজিস্ট্রি র যাবতীয় বিধানাবলী এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১৭খ। ১৭ক ধারা কার্যকর হইবার পূর্বে সম্পাদিত কিন্তু অরেজিস্ট্রিকৃত চুক্তিপত্র (বায়নানামা) সম্পর্কিত বিধানাবলী

- (১) যেক্ষেত্রে ১৭ক ধারা কার্যকর হইবার পূর্বে কোন চুক্তিপত্র (বায়নানামা) সম্পাদিত হইয়াছে কিন্তু রেজিস্ট্রি হয় নাই—

(ক) যেই ক্ষেত্রে উল্লিখিত ধারা কার্যকর হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে পক্ষগণ—

(অ) চুক্তিপত্র (বায়না) আওতাধীন স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় দলিল রেজিস্ট্রির জন্য উপস্থাপন করিবেন; অথবা

(আ) সম্পাদিত চুক্তিপত্র (বায়নানামা) রেজিস্ট্রির জন্য দাখিল করিবেন; অথবা

(খ) তামাদির বিষয়ে অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন (ক) দফায় নির্ধারিত সময় সীমা অতিক্রান্ত হইবার পরবর্তী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে চুক্তিপত্রের (বায়না) সংস্কৃদ্ধ কোন পক্ষ উহা বলবৎ অথবা বাতিল করণার্থে মামলা দায়ের করিবেন, ব্যর্থতায় চুক্তি বাতিল হইবে।

- (২) ১৭ক কার্যকর হওয়ার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের নিমিত্তে সম্পাদিত বিক্রয় চুক্তির (বায়নার) ভিত্তিতে দেওয়ানী আদালতে কোন মামলা দায়ের হইয়া থাকিলে উপধারা (১) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

১৮। যে সমস্ত দলিলপত্রের রেজিস্ট্রি করণ ঐচ্ছিক

১৭ ধারা অনুসারে যে সকল দলিলপত্র রেজিস্ট্রিযোগ্য নহে, অত্র আইন অনুসারে সেই সকল দলিল ও রেজিস্ট্রি করা যাইতে পারে।

[১৮ক। রেজিস্ট্রেশনের জন্য মূল কপি সঙ্গে জমা দিতে হবে

এই আইনে যাহাই থাকুক না কেন, যদি মূল কপি সংযুক্ত করা না হয় রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তা যে কোন নথির রেজিস্ট্রেশন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন।]

১৯। নিবন্ধনকারী অফিসারের অবোধ্য ভাষার দলিলপত্র

যদি নিবন্ধনকারী অফিসারের অবোধ্য ভাষায় লিখিত বা জেলায় সচরাচর ব্যবহৃত নয় এইরূপ কোন ভাষায় লিখিত রকানো দলিল রেজিস্ট্রিকরণের জন্য উপস্থিত করা হয় এবং জেলায় সচরাচর ব্যবহৃত ভাষায় উক্ত দলিলের হুবহু অনুবাদ এবং একটি হুবহু নকলও ঐ দলিলের সঙ্গে না থাকে, তবে নিবন্ধনকারী অফিসার রেজিস্ট্রি করিতে অস্বীকার করিবেন।

২০। অন্তর্বর্তী লাইন, শূন্য স্থান, মুছিয়া ফেলা লেখা কিংবা পরিবর্তন সম্বলিত দলিল

- (১) যদি কোন দলিলে অন্তর্বর্তী লাইন, শূন্য স্থান, মুছিয়া ফেলা লেখা কিংবা কোন রকম পরিবর্তন থাকে এবং দলিল সম্পাদনকারী উক্ত অন্তর্বর্তী লাইন, শূন্য স্থান, মুছিয়া ফেলা লেখা অথবা পরিবর্তন তাহার নিজের দস্তখত দ্বারা প্রত্যায়ন না করেন, তবে নিবন্ধনকারী অফিসার তাহার ইচ্ছানুযায়ী দলিলটি রেজিস্ট্রি করিতে অস্বীকার করিতে পারেন।
- (২) যদি কোন রেজিস্ট্রি অফিসার ঐরূপ কোন দলিল রেজিস্ট্রি করেন, তবে রেজিস্ট্রিকরণের সময় উক্ত অন্তর্বর্তী লাইন, শূন্য স্থান, মুছিয়া ফেলা লেখা এবং পরিবর্তন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট খতিয়ানে টীকা লিপিবদ্ধ করিবেন।

২১। সম্পত্তি ও মানচিত্র বা পরিকল্পনার বিবরণ

- (১) উইল ছাড়া স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত অন্য কোন প্রকার দলিলে যদি [নক্সা-মানচিত্র ও সম্পত্তির সীমানা উল্লেখ না থাকে,]^১ তবে উহা রেজিস্ট্রি করণের জন্য গ্রহণ করা হইবে না।
- (২) শহরের অবস্থিত ঘরবাড়ির ক্ষেত্রে উহার সম্মুখে যে রাস্তা বা গলি (নির্দিষ্ট করিতে হইবে) অবস্থিত ঐ রাস্তা বা গলির উত্তরে কিংবা অন্য কোন দিকে এবং উহার বর্তমান এবং অতীত দখলকার এবং যদি ঐ রাস্তা বা গলিতে অবস্থিত ঘরবাড়িসমূহে নম্বরের ব্যবস্থা থাকে তবে উহার নম্বর দ্বারা বর্ণনা করিতে হইবে।
- (৩) অন্যান্য ঘরবাড়ি এবং জমির ক্ষেত্রে উহার নাম, যদি কিছু থাকে, কোন এলাকায় অবস্থিত এবং উহাতে অবস্থিত অতিরিক্ত কোন জিনিস, রাস্তা এবং অন্য কোন সরকারি ম্যাপ বা সার্ভে মারফত বর্ণনা করিতে হইবে।
- (৪) উইল ছাড়া কোন সম্পত্তির নক্সা বা পরিকল্পনা সম্বলিত অন্য প্রকারের দলিলের সহিত যদি উক্ত নক্সা বা পরিকল্পনার হুবহু একটি নকল, অথবা যদি ঐ সম্পত্তি বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত হয়, তবে যতগুলি জেলায় উহা অবস্থিত, উক্ত নক্সা বা পরিকল্পনা ততগুলি নকল যদি না থাকে, তবে দলিলটি রেজিস্ট্রিকরণের জন্য গ্রহণ করা হইবে না।

২২। সরকারি মানচিত্র বা জরীপের উল্লেখক্রমে গৃহ এবং জমির বিবরণ

- (১) যখন সরকারের মতে শহরে অবস্থিত ঘরবাড়ি ছাড়াও অন্যান্য ঘরবাড়ির বর্ণনা সরকারি নক্সা বা জরীপের মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব, তখন সরকার ২০ ধারার উদ্দেশ্যাবলীর জন্য এই আইনের এই মর্মে বিধি প্রণয়ন করিতে পারে যে, ঐ সমস্ত ঘরবাড়ির এবং জমি উপরিউক্ত ভাবে বর্ণিত হইতে হইবে।
- (২) (১) উপধারা অনুসারে প্রণীত কোন বিধি দ্বারা যদি অন্য কোন প্রকার শর্ত আরোপিত না হয়, তবে কেবল ২১ ধারার (২) বা (৩) উপ-ধারার শর্তাবলী অপূরণের জন্যই কোন দলিল রেজিস্ট্রিকৃত হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না, যদি উক্ত দলিলের বর্ণনা হইতে ঐ দলিল সম্পর্কিত বিষয়াদি উপযুক্তভাবে সনাক্ত করা যায়।

২২ক। হস্তান্তর দলিল

- (১) অত্র আইনের বিধান মোতাবেক বাধ্যতামূলকভাবে রেজিস্ট্রিযোগ্য যে কোন দলিলে পক্ষগণের অভিপ্রায়ের প্রতিফলনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি, সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ এবং হস্তান্তরের প্রকৃতি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।
- (২) দাতা ও গ্রহীতাগণের ছবি আঠা দ্বারা দলিলের প্রথম পাতায় আটকাইয়া দিতে হইবে, এবং উহার উপর আড়াআড়িভাবে পক্ষগণের নিজ নিজ দস্তখত এবং বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির টিপ/ছাপ প্রদান করিতে হইবে।
- (৩) রেজিস্ট্রেশন (সংশোধনী আইন), ২০০৪ কার্যকর হওয়ার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে সরকার দলিলের নমুনা ফরম (গঠন ও আকার) নির্ধারণক্রমে উহা গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ ও প্রচার করিবেন।

^১ “সম্পত্তির বর্ণনার স্থানে নক্সা-মানচিত্র ও সম্পত্তির সীমানা” শব্দগুলি প্রস্তাব করা হইয়াছে।

চতুর্থ খন্ড

দলিল দাখিল করিবার সময় সম্পর্কে

২৩। দলিল দাখিলের সময়

২৪, ২৫ এবং ২৬ ধারা শর্তাবলী সাপেক্ষে উইল ছাড়া অন্য কোন দলিল যদি উহার সম্পাদনের তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রি করিবার উদ্দেশ্যে সঠিক অফিসারের নিকট দাখিল করা না হয়, তবে উহা আর রেজিস্ট্রিকরণের জন্য গ্রহণ করা হইবে না।

তবে কোন ডিক্রী বা আদেশের নকল উক্ত ডিক্রি বা হুকুমনামা প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে দাখিল করা চলিবে, অথবা যখন উহা উর্ধ্বতন আদালতে আপিলযোগ্য তখন চূড়ান্ত ডিক্রি বা হুকুমনামা প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে দাখিল করা যাইতে পারে।

২৩ক। কতিপয় দলিলের পুনঃরেজিস্ট্রিকরণ

এই আইনে বিপরীত কোন কিছু থাকা সত্ত্বেও যদি কোন ক্ষেত্রে দলিল দাখিল করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি রেজিস্ট্রিকরণযোগ্য কোন দলিল রেজিস্ট্রির জন্য কোন রেজিস্ট্রার বা সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করে এবং উক্ত দলিল রেজিস্ট্রিকৃত হয়, তবে ঐ দলিলে দাবিদার এমন কোন ব্যক্তি দলিল রেজিস্ট্রিকরণের অবৈধতা সম্পর্কে সর্বপ্রথম জ্ঞাত হইবার পর ৪ (চার) মাসের মধ্যে ষষ্ঠ খন্ডের শর্তাবলী অনুসারে জেলার যেই রেজিস্ট্রারের অফিসে দলিলটি প্রথম রেজিস্ট্রিকৃত হইয়াছিল ঐ রেজিস্ট্রারের অফিসে পুনরায় রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দাখিল করিতে বা দাখিল করাইতে পারেন এবং রেজিস্ট্রার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, দলিলটি দাখিল করিবার প্রকৃত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে দলিলটি রেজিস্ট্রিকরণের জন্য গৃহীত হইয়াছিল, তবে তিনি দলিলটির পুনঃরেজিস্ট্রিকরণের ব্যাপারে এইরূপভাবে অগ্রসর হইবেন যেন উহা পূর্বে কোন সময় রেজিস্ট্রিকৃত হয় নাই এবং যেন পুনঃরেজিস্ট্রিকরণের জন্য দলিলের উক্ত উপস্থাপন চতুর্থ খন্ড দলিল রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দাখিল করিবার অনুমোদিত সময়ের মধ্যেই হইয়াছে এবং দলিল রেজিস্ট্রিকরণ সম্পর্কিত এই আইনের সকল শর্ত উক্ত পুনঃরেজিস্ট্রিকরণে প্রযোজ্য হইবে এবং উক্ত দলিল যদি এই ধারার শর্তাবলী অনুসারে উপযুক্তরূপে পুনরায় রেজিস্ট্রিকৃত হয় তবে উহা সব ব্যাপারেই উহার প্রথম রেজিস্ট্রিকরণের তারিখেই উপযুক্তরূপে রেজিস্ট্রিকৃত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

তবে এই ধারা প্রযোজ্য হয় এমন কোন দলিলের দাবিদার ১৯১৭ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে এই ধারানুযায়ী পুনঃরেজিস্ট্রিকরণের জন্য কোন দলিল দাখিল করিতে বা করাইতে পারেন, দলিল রেজিস্ট্রিকরণের অবৈধতা সম্পর্কে তাহার সর্বপ্রথম জ্ঞাত হইবার সময় যাহাই হউক না কেন।

২৪। বিভিন্ন সময়ে কতিপয় ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত দলিল

যেই স্থলে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে কোন দলিল সম্পাদন করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত দলিল রেজিস্ট্রিকরণ এবং পুনঃরেজিস্ট্রিকরণের জন্য প্রত্যেক সম্পাদনের তারিখ হইতে ৪ (চার) মাসের মধ্যে দলিল করিতে হইবে।

২৫। অপরিহার্য কারণে দলিলে বিলম্বের জন্য বিধান

(১) দেশে সম্পাদিত কোন দলিল বা প্রদত্ত কোন ডিক্রি বা আদেশের নকল যদি কোন অত্যাৱশ্যক কাজ বা কোন অপরিহার্য দুর্ঘটনার জন্য উপরিউক্ত নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে রেজিস্ট্রি করিবার জন্য দাখিল করা না হয় এবং দলিল করিতে যদি ৪ (চার) মাসের অধিক বিলম্ব না হয়, রেজিস্ট্রিকরণ ফিসের অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) গুণ টাকা জামানতস্বরূপ প্রদত্ত হইলে রেজিস্ট্রার উক্ত দলিল রেজিস্ট্রিকরণের জন্য গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিতে পারেন।

(২) এইরূপ নির্দেশের জন্য দরখাস্ত সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট করা যাইতে পারে এবং সাব-রেজিস্ট্রার তাহার উদ্ধার্তন রেজিস্ট্রারের নিকট সঙ্গে সঙ্গেই দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন।

২৬। বাংলাদেশের বাহিরে সম্পাদিত দলিল

দলিল সম্পাদনকারী সকলে বা তাহাদের কোন একজন দেশের বাহিরে যদি কোন দলিল সম্পাদন করে এবং উক্ত দলিল যদি রেজিস্ট্রিকরণের জন্য পূর্বনির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইবার আগে দাখিল করা না হয় এবং রেজিস্ট্রিকরণ অফিসার যদি সম্মুখ হন যে,

(ক) দলিলটি প্রকৃতপক্ষে উক্তরূপেই সম্পাদিত হইয়াছে; এবং

(খ) দেশে পৌছাইবার ৪ (চার) মাসের মধ্যেই উক্ত দলিল রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দাখিলকৃত হইয়াছে, তবে উপযুক্ত ফিস দিলে তিনি রেজিস্ট্রি করিবার জন্য উক্ত দলিল গ্রহণ করিতে পারেন।

২৭। উইলসমূহ যে কোন সময়ে দাখিল করা বা জমা দেওয়া যাইবে

উইল রেজিস্ট্রিকরণের জন্য যে কোন সময়ে দাখিল করা যাইবে বা এই আইনে অতঃপর বর্ণিত পদ্ধতিতে জমা দেওয়া যাইবে।

পঞ্চম খন্ড

রেজিস্ট্রেশন করিবার স্থান

২৮। জমিসংক্রান্ত দলিল রেজিস্ট্রি করিবার স্থান

(১) এই পরিচ্ছেদে অন্যান্য কোন বিধান আরোপিত না হইলে ১৭ ধারার (১) উপধারার (ক), (খ), (গ), (ঘ) এবং (ঙ) দফায় ও ১৭ ধারার (২) উপধারায় বর্ণিত দলিলপত্র যতদূর পর্যন্ত উহা স্থাবর সম্পত্তির ব্যাপারে কার্যকরী হয় এবং ১৮ ধারায় বর্ণিত দলিলপত্র যে সাব-রেজিস্ট্রারের উপজেলায় উক্ত দলিল সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বা সম্পত্তির বৃহৎ অংশ অবস্থিত সেই সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দাখিল করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে ঐরূপ সম্পত্তির বৃহৎ অংশ এক উপজেলায় অবস্থিত নহে, সেক্ষেত্রে দলিল যেই সাব-রেজিস্ট্রারের উপজেলায় উক্ত সম্পত্তির কোন অংশ অবস্থিত, সেই সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দাখিল করিতে হইবে।

(২) (১) উপধারায় যাহাই থাকুক না কেন তদসত্ত্বেও,

(ক) কোন দলিল রেজিস্ট্রি হইবার পর সেই দলিলের কোন পক্ষই রেজিস্ট্রির বিষয়ে রেজিস্ট্রির বিষয় কোন প্রশ্ন করিবার অধিকারী হইবে না এই অজুহাতে যে সম্পত্তি সাব-রেজিস্ট্রারকে ঐ দলিল রেজিস্ট্রি করিবার এখতিয়ার প্রদান করিয়াছিল সেই সম্পত্তি অস্তিত্বহীন ছিল বা কাল্পনিক ও কিস্তিত ছিল বা উহা দলিলের বিষয়বস্তু হইবার অভিপ্রেত ছিল না; এবং

(খ) দলিলে কোন অস্তিত্বহীন কাল্পনিক, কিস্তিত বস্তু বা বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি দ্বারা রেজিস্ট্রেশন করা হইয়াছিল সেই দলিল কোনভাবে এমন ব্যক্তির স্বত্বের উপর আঘাত হানিবে না যে ব্যক্তি ঐ দলিলে পক্ষ ছিল না এবং যে ব্যক্তি ঐ দলিলে যে লেনদেন হইয়াছিল তদসম্পর্কে জ্ঞান না হইয়া ঐ দলিলভুক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ব অর্পণ করিয়াছেন।

২৯। অন্যান্য দলিল রেজিস্ট্রি করিবার স্থান

(১) ২৮ ধারায় উল্লিখিত দলিলপত্র এবং কোন ডিক্রি বা আদেশের নকল ছাড়া সমস্ত দলিলপত্র যেই সাব-রেজিস্ট্রারের উপজেলায় উক্ত দলিল সম্পাদিত হইয়াছে, সেই সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দাখিল করিতে হইবে; অথবা সরকারের অধীন অন্য কোন সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে দাখিল করা চলিবে, যদি সম্পাদনকারী ব্যক্তিবৃন্দ এবং দলিলে দাবিদার সকলেই উক্ত সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে রেজিস্ট্রি করাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

(২) কোন ডিক্রি বা আদেশের নকলের ক্ষেত্রে যেই সাব-রেজিস্ট্রারের উপজেলায় উক্ত ডিক্রি বা হুকুমনামা প্রদত্ত হইয়াছে সেই সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দাখিল করা যাইতে পারে বা যেখানে উক্ত ডিক্রি বা হুকুমনামা কোন স্থাবর সম্পত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট না হয়, সেই ক্ষেত্রে সরকারের অধীন অন্য কোন সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দাখিল করা চলিবে, যদি উক্ত ডিক্রি বা আদেশের দাবিদার সকলে ঐরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

৩০। কতিপয় ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার কর্তৃক রেজিস্ট্রিকরণ

৩০ ধারা রেজিস্ট্রেশন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (অর্ডিন্যান্স নং L of 1985 দ্বারা রহিত হয়েছে)।

৩১। ব্যক্তিগত বসতভিটাতে রেজিস্ট্রিকরণ বা জমা রাখিবার জন্য গ্রহণ

সাধারণ ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি করিবার এবং জমা লইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারের অফিসে এই আইন অনুসারে দলিলপত্রাদি রেজিস্ট্রি করা এবং জমা রাখিবার জন্য গৃহীত হইবে।

তবে বিশেষ কারণে কোন ব্যক্তি ইচ্ছুক হইলে নিবন্ধনকারী অফিসার তাহার বাড়িতে যাইয়া দলিলপত্রাদি বা উইল জমা রাখিবার বা রেজিস্ট্রি করিবার জন্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ খন্ড

রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দলিলপত্রাদি দাখিল সম্পর্কে

৩২। রেজিস্ট্রি করিবার জন্য যে সমস্ত ব্যক্তি দলিল দাখিল করিবেন

৮৯ ধারায় উল্লিখিত ক্ষেত্র ছাড়া এই আইনে রেজিস্ট্রিকরণযোগ্য প্রত্যেক দলিল, উহার রেজিস্ট্রিকরণ বাধ্যতামূলক বা ঐচ্ছিক হউক না কেন, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি দ্বারা দাখিল করিতে হইবে—

- (ক) দলিল সম্পাদন কারী বা দলিলের দাবিদার এমন কোন ব্যক্তি অথবা কোন ডিক্রি বা আদেশের নকলের ক্ষেত্রে উক্ত ডিক্রি বা আদেশের দাবিদার; অথবা
- (খ) উপরিউক্ত ব্যক্তিগণের প্রতিনিধি বা তাহাদের কোন মনোনীত ব্যক্তি; অথবা
- (গ) অতঃপর বর্ণিত পদ্ধতিতে সম্পাদিত এবং যথার্থ প্রমাণিত ‘আম-মোক্তারনামা’ দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তি কতৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি বা কোন মনোনীত ব্যক্তি।

৩৩। ৩২ ধারায় বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলীর জন্য আমলযোগ্য আম-মোক্তারনামা

(১) ৩২ ধারার উদ্দেশ্যে কেবল নিম্নলিখিত আম-মোক্তারনামাগুলিই স্বীকৃত হইবে—

- (ক) কোন ব্যক্তি যদি আম-মোক্তারনামা সম্পাদনকালে দেশের কোন অংশে বাস করে এবং তথায় এই আইন বলবৎ থাকে, তবে যে জেলায় বা উপজেলায় ঐ ব্যক্তি বাস করে সেই জেলার বা উপজেলার রেজিস্ট্রার বা সাব-রেজিস্ট্রারের সম্মুখে সম্পাদিত এবং তাহাদের দ্বারা যথার্থতা প্রমাণিত আম-মোক্তারনামা;
- (খ) যদি আম-মোক্তারনামাদাতা উপরিউক্ত সময়ে দেশ ছাড়া অন্য কোথাও বাস করেন, তবে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে সম্পাদিত এবং তাহার দ্বারা যথার্থতা প্রমাণিত আম-মোক্তারনামা;
- (গ) যদি আম-মোক্তারনামাদাতা উপরিউক্ত সময়ে দেশে বাস না করেন, তবে কোন নোটারী পাবলিক বা কোন আদালত, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারের কোনো প্রতিনিধির সম্মুখে সম্পাদিত এবং তাহাদের দ্বারা যথার্থতা প্রমাণিত আম-মোক্তারনামা।

তবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে আম-মোক্তারনামা সম্পাদনার্থে কোন রেজিস্ট্রি অফিস বা আদালতে (ক) এবং (খ) দফার বর্ণনা, অনুসারে উপস্থিত হইবার প্রয়োজন হইবে না—

- (অ) যেই সমস্ত ব্যক্তি শারীরিক অক্ষমতাহেতু কোনো বিপদ বা সাংঘাতিক অসুবিধা এড়াইয়া ঐরূপ উপস্থিত হইতে অসমর্থ;
- (আ) যেই সমস্ত ব্যক্তি ফৌজদারী বা দেওয়ানী আইনের বিধানে জেলে আবদ্ধ, এবং

(ই) যেই সমস্ত ব্যক্তি আইন অনুসারে আদালতে হাজির হইতে রেহাই প্রাপ্য।

- (২) ঐ সমস্ত ব্যক্তির বেলায় ক্ষেত্র বিশেষের রেজিস্ট্রি সাব-রেজিস্ট্রার বা ম্যাজিস্ট্রেট যদি সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত আম-মোক্তারনামা সম্পাদনকারী স্বেচ্ছায় আম-মোক্তারনামা সম্পাদন করিয়াছেন, তবে তাহার ব্যক্তিগত হাজিরা ছাড়াই উক্ত আম-মোক্তারনামা সহিমোহরযুক্ত করিতে পারিবেন।
- (৩) স্বেচ্ছায় সম্পাদিত হইয়াছে কি না, ইহার সাক্ষ্য লইবার জন্য রেজিস্ট্রার সাব-রেজিস্ট্রার অথবা ম্যাজিস্ট্রেট আম-মোক্তারনামাদাতা বলিয়া কথিত ব্যক্তির বাসস্থানে কিংবা যদি জেলে আবদ্ধ থাকেন, তাহা হইলে সেই জেলে নিজে যাইয়া তাহার জবানবন্দি গ্রহণ করিতে পারেন অথবা তাহার জবানবন্দি গ্রহণ করিবার জন্য কমিশন করিতে পারেন।
- (৪) যখন কোন আম-মোক্তারনামা পূর্ববর্ণিত ব্যক্তি এবং আদালতের সম্মুখে সম্পাদিত হইয়াছে বা তাহাদের দ্বারা যথার্থতা প্রমাণিত বলিয়া পরিষ্কার বুঝা যায়, তখন উহা দাখিল করিলেই প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং অতিরিক্ত কোন প্রমাণের প্রয়োজন হইবে না।

৩৪। রেজিস্ট্রিকরণের পূর্বে নিবন্ধনকারী অফিসারের তদন্ত

- (১) এই অধ্যায়ের বিধানসমূহে এবং ৪১, ৪৩, ৪৫, ৬৯, ৭৫, ৭৭, ৮৮ এবং ৮৯ ধারার বিধান সাপেক্ষে এই আইন অনুসারে কোন দলিল রেজিস্ট্রি করা হইবে না, যদি উক্ত দলিলের সম্পাদনকারী বা পূর্ববর্ণিত পদ্ধতিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিনিধি, মনোনীত ব্যক্তি বা এজেন্ট দলিল দাখিল করিবার জন্য ২৩, ২৪, ২৫ এবং ২৬ ধারায় অনুমোদিত সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রি অফিসারের নিকট হাজির না হন।

তবে শর্ত থাকে যে, ঐরূপ ব্যক্তিগণ যদি বিশেষ প্রয়োজন বা অনিবার্য কারণে উপস্থিত না হইতে পারেন, তবে তৎপর যখনই তাহারা ৪ (চার) মাস বিলম্বের পূর্বেই উপস্থিত হইবেন রেজিস্ট্রার, সেইক্ষেত্রে যথাযথ রেজিস্ট্রিকরণ ফিসের অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) গুণ জরিমানা এবং ২৫ ধারায় বর্ণিত অতিরিক্ত জরিমানা যদি কিছু হয়, ধার্য করিয়া দলিল-পত্রাদি রেজিস্ট্রি করিতে পারেন।

- (২) (১) উপধারা মোতাবেক হাজিরা একই সময়ে বা বিভিন্ন সময়ে হইতে পারে।

(৩) উহার পরে নিবন্ধনকারী অফিসার—

- (ক) ঐরূপ দলিল পত্রাদি সম্পাদনকারী বলিয়া কথিত ব্যক্তিগণের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে কি না, উহার খোঁজ-খবর লইবেন;
- (খ) তাহার সম্মুখে উপস্থিত ব্যক্তির পরিচয় সম্বন্ধে এবং তাহাদের দলিল সম্পাদন সম্পর্কে নিজে সন্তুষ্ট হইবেন;
- (গ) [দলিলের সারমর্ম ও প্রকৃতি সম্পর্কে বুঝিতে পারিয়াছে বা অবগত হইয়াছে কি না তাহা অনুসন্ধান করা এবং পণ গ্রহণ করা, যদি থাকে]; এবং
- (ঘ) তাহার সম্মুখে উপস্থিত কোন প্রতিনিধি মনোনীত ব্যক্তি বা এজেন্টের উক্তরূপ উপস্থিত হইবার অধিকার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবেন।

- (৪) (১) উপধারায় বর্ণিত নির্দেশের জন্য দরখাস্ত সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট করিতে হইবে, যিনি উহা তাহার উর্ধ্বতন রেজিস্ট্রারের বরাবরে সঙ্গে সঙ্গে প্রেরণ করিবেন।

- (৫) এই ধারার কোন কিছুই ডিক্রি বা আদেশের অনুলিপির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৩৫। দলিল সম্পাদনে স্বীকৃতি এবং অস্বীকৃতি সম্পর্কিত পদ্ধতি

- (১) (ক) নিবন্ধনকারী অফিসারের সম্মুখে যদি দলিল সম্পাদনকারী ব্যক্তিগণ স্বয়ং উপস্থিত হয় এবং তাহারা রেজিস্ট্রারের নিকট ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হয় অথবা তিনি যদি অন্য কোন প্রকারে সন্তুষ্ট হন যে, তাহারাই প্রকৃত ব্যক্তি এবং তাহারা সকলে যদি উক্ত দলিলের সম্পাদন তাহাদের দ্বারা হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করে; অথবা
 - (খ) যদি কোন ব্যক্তি তাহার প্রতিনিধি বা মনোনীত ব্যক্তি বা এজেন্ট দ্বারা হাজিরা দেয় এবং উক্ত ব্যক্তিগণ যদি দলিল সম্পাদন স্বীকার করে; অথবা
 - (গ) সম্পাদনকারী ব্যক্তি মৃত হইলে তাহার প্রতিনিধি বা মনোনীত ব্যক্তি নিবন্ধনকারী অফিসারের নিকট হাজির হইয়া যদি দলিল সম্পাদন স্বীকার করে, তবে নিবন্ধনকারী অফিসার ৫৮ হইতে ৬১ ধারার নির্দেশ মোতাবেক উক্ত দলিল রেজিস্ট্রি করিবেন।
 - (২) নিবন্ধনকারী অফিসার সেই সমস্ত ব্যক্তি তাহার সম্মুখে হাজির হইয়াছে তাহাদের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে নিজের সন্তুষ্টির জন্য অথবা এই আইনের অভিপ্রায় অনুসারে অন্য কোন উদ্দেশ্যে তাহাদের যে কোন একজনের জবানবন্দি গ্রহণ ও পরীক্ষা করিতে পারেন।
 - (৩) (ক) যাহার দ্বারা উক্ত দলিল সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় এইরূপ কোন ব্যক্তি যদি দলিল সম্পাদন অস্বীকার করে; অথবা
 - (খ) নিবন্ধনকারী অফিসারের সম্মুখে উপস্থিত কোন ব্যক্তিকে যদি নাবালক, নির্বোধ বা উন্মাদ বলিয়া মনে হয়; অথবা
 - (গ) সম্পাদনকারী ব্যক্তি মৃত হইলে তাহার প্রতিনিধি বা মনোনীত ব্যক্তি এ দলিল সম্পাদন অস্বীকার করে, তবে নিবন্ধনকারী অফিসার উক্ত অস্বীকারকারী, উপস্থিত বা মৃত ব্যক্তি সম্পর্কিত দলিল রেজিস্ট্রি করিতে অস্বীকার করিবেন। অবশ্য উক্ত অফিসার যদি রেজিস্ট্রার হন, তবে নিবন্ধনকারী অফিসার দ্বাদশ খণ্ডে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন।
- তবে শর্ত থাকে যে, সরকার সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়া ঘোষণা করিতে পারেন যে, উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কোন সাব-রেজিস্ট্রার যেই সকল দলিলের সম্পাদন অস্বীকৃতি হইয়াছে, সেইগুলির ক্ষেত্রে এই উপধারা এবং দ্বাদশ পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্যে রেজিস্ট্রার হিসাবে গণ্য হইবে।

সপ্তম খন্ড

দলিল সম্পাদনকারী ও সাক্ষীগণকে হাজির হইতে বাধ্যকরণ সম্পর্কিত

৩৬। সম্পাদনকারী বা সাক্ষীগণের উপস্থিতি যেক্ষেত্রে প্রয়োজন সেক্ষেত্রে পদ্ধতি

যদি কোন ব্যক্তি রেজিস্ট্রি করণযোগ্য কোন দলিল হাজির করে বা উক্ত দলিলে কোন প্রকার দাবিদার হয় এবং উপরিউক্ত দলিল রেজিস্ট্রির জন্য প্রয়োজনবোধে যদি অপর কোন ব্যক্তিকে হাজির করিতে বা সাক্ষী দেওয়াইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে নিবন্ধনকারী অফিসার ইচ্ছা করিলে এই মর্মে সরকারের নির্দেশ অনুসারে কোন অফিসার বা আদালতের নিকট উক্ত ব্যক্তিকে রেজিস্ট্রি অফিসে নিজে বা তাহার ক্ষমতা প্রাপ্ত এজেন্টকে হাজির হইতে সমন জারির জন্য অনুরোধ করিতে পারেন। সমনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম, হাজির হইবার তারিখ ও সময় সম্পর্কে উল্লেখ থাকিবে।

৩৭। অফিসার বা আদালত সমন দিবেন ও জারি করিবেন

উক্ত অফিসার বা আদালত এরূপ ক্ষেত্রে দেয় চাপরাশির ফি প্রাপ্ত হইলে উক্ত ব্যক্তিদের উপর যথাযথ সমন দিবেন এবং তাহা জারি করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

৩৮। রেজিস্ট্রি অফিসে হাজির হইতে রেহাই প্রাপ্ত ব্যক্তিবৃন্দ

(১) (ক) কোন ব্যক্তি শারিরিক অক্ষমতাহেতু কোন বিপদ বা সাংঘাতিক অসুবিধা এড়াইয়া রেজিস্ট্রিকরণ অফিসে হাজির হইতে অসমর্থ হইলে; অথবা,

(খ) ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলা প্রসঙ্গে জেলে আবদ্ধ থাকিলে; অথবা

(গ) আইন অনুসারে আদালতে হাজির হওয়া হইতে রেহাই প্রাপ্ত হইলে এবং

পরবর্তী শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের নিজেদের হাজিরার প্রয়োজন না হইলে তাহাদিগকে হাজির হইতে হইবে না।

(২) ঐ সমস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে নিবন্ধনকারী অফিসার নিজে তাহাদের বাড়িতে অথবা যেই জেলে আবদ্ধ আছে সেখানে যাইবেন অথবা তাহার জবানবন্দি গ্রহণের জন্য কমিশন করিবেন।

৩৯। সমন, কমিশন ও সাক্ষী সম্পর্কিত আইন

দেওয়ানী মোকদ্দমায় সমন, কমিশন, সাক্ষীদের হাজির হইতে বাধ্যকরণ এবং তাহাদের প্রাপ্য সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সময়ের প্রচলিত আইন ইতিপূর্বে বর্ণিত ব্যতিক্রম সাপেক্ষে এই আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন সমন, কমিশন এবং হাজির হওয়ার জন্য সমন প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে হুবহু প্রযোজ্য হইবে।

অস্টম খন্ড

উইল এবং পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতাপত্র রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দাখিল সম্পর্কিত

৪০। উইল এবং পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতাপত্র দাখিল করিবার অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দ

- (১) উইলকারী নিজে বা তাহার মৃত্যুর পর উইলে 'একজিকিউটর' হিসাবে বা অন্য প্রকারের দাবিদার হিসাবে কোন ব্যক্তি উক্ত উইল রেজিস্ট্রিকরণের জন্য কোন রেজিস্ট্রার বা সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে পারেন।
- (২) পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতা প্রদানকারী অথবা ক্ষমতা প্রদত্ত ব্যক্তি অথবা পোষ্যপুত্র নিজে উক্ত ক্ষমতাপত্র রেজিস্ট্রিকরণের জন্য কোন রেজিস্ট্রার বা সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে পারেন।

৪১। উইল এবং পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতাপত্র রেজিস্ট্রিকরণ

- (১) উইল অথবা পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতাপত্র উইলকারী বা পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতা প্রদানকারী কর্তৃক দাখিলকৃত হইলে অন্যান্য দলিলপত্রের মতই রেজিস্ট্রি করিতে হইবে।
- (২) দাখিল করিতে অধিকারী অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উইল বা পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতাপত্র দাখিলকৃত হইলে নিবন্ধনকারী অফিসার যদি নিম্নলিখিত বিষয়ে সন্তুষ্ট হন যে—
 - (ক) উইল বা পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতাপত্র উইলকারী বা ক্ষমতাদাতা কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে;
 - (খ) উইলকারী বা পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতা প্রদানকারী সত্য সত্যই মৃত;
 - (গ) ৪০ ধারা মোতাবেক দাখিল করিতে অধিকারী ব্যক্তি দ্বারাই উক্ত উইল বা পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতাপত্র দাখিল করা হইয়াছে, তবে উহা রেজিস্ট্রি হইবে।

নবম খন্ড

উইল জমা রাখা সম্পর্কে

৪২। উইল জমা দেওয়া

- (১) কোন উইলকারী বা নিজে তাহার যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন এজেন্ট দ্বারা তাহার উইল খামে-বন্ধ ও সীলমোহরযুক্ত করিয়া কোন রেজিস্ট্রারের নিকট জমা রাখিতে পারেন। উক্ত খামের উপর তাহার নাম ও তাহার এজেন্টদের নাম (যদি কেহ থাকে) এবং উহা কি প্রকারের দলিল, উহার উল্লেখ থাকিবে।
- (২) উইলকারী, তাহার মৃত্যুর পর, রেজিস্ট্রেশনের পর উক্ত মূল দলিলের খামের উপর তাহার নাম ও ঠিকানা সংযুক্ত করিতে হইবে।

৪৩। উইল জমা দেওয়ার পরবর্তী পদ্ধতি

- (১) উক্ত খাম পাইবার পর রেজিস্ট্রার যদি সন্তুষ্ট হন যে, গচ্ছিতকারী ব্যক্তিই উইল সম্পাদনকারী কিংবা তাহার এজেন্ট, তাহা হইলে তিনি উপরিউক্ত খামের উপর লিখিত বিষয়বস্তু ছবছ নকল ৫নং রেজিস্ট্রার বহিতে রাখিবেন এবং ঐ বহিতে ও উক্ত খামের উপর দাখিল করা ও জমা লইবার সময়, দিন, মাস ও বছর, যেই ব্যক্তি উইল সম্পাদনকারী বা তাহার এজেন্টকে সনাক্ত করিতেছেন তাহার নাম এবং সীলের উপর পঠনযোগ্য কিছু লিখিত থাকিলে তাহা লিখিয়া রাখিবেন।
- (২) অতঃপর রেজিস্ট্রার তাহার অগ্নিনিরোধক বাস্তবে উক্ত সীলমোহর যুক্ত খাম আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

৪৪। ৪২ ধারা অনুসারে জমাকৃত সীলমোহরযুক্ত লেফাফা প্রত্যাহার

উইলকারী যদি জমা রাখিবার খাম ফিরাইয়া লইতে চান, তবে তিনি নিজে বা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্ট জমা গ্রহণকারী রেজিস্ট্রারের নিকট আবেদন করিতে পারেন। রেজিস্ট্রার যদি সন্তুষ্ট হন যে, আবেদনকারীই উইল সম্পাদনকারী বা তাহার এজেন্ট, তাহা হইলে তিনি উক্ত খাম ফিরাইয়া দিবেন।

৪৫। জমাকারী ব্যক্তির মৃত্যুর পরবর্তী কার্যক্রম

- (১) ৪২ ধারার অধীনে মোতাবেক সীলমোহরযুক্ত ‘খাম’ গচ্ছিত রাখিয়াছেন এমন কোন উইল সম্পাদনকারীর মৃত্যুর পরে উক্ত উইল খুলিবার জন্য যদি জমা গ্রহণকারী রেজিস্ট্রারের নিকট কেহ আবেদন করেন এবং রেজিস্ট্রার যদি উইল সম্পাদনকারীর মৃত্যু সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হন, তবে আবেদনকারীর সম্মুখে উক্ত খাম খুলিবেন এবং আবেদনকারীর খরচে, [ইহার বিষয়বস্তু সম্পৃক্ত অবিকল নকল তৈরি করিবেন] এবং ৩নং বহিতে নথিভুক্ত করিবেন এবং গচ্ছিত উইল উইলকারীর মনোনীত ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধির নিকট অর্পণ করিবেন।
- (২) গচ্ছিত উইল বিষয়ে উইলকারী বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ৪৪ ধারা বা একই ধারার (১) উপধারা অনুসারে যদি কোন পদক্ষেপ গৃহীত না হয়, তাহা হইলে ঐ উইল বা গচ্ছিত খাম বিলিবন্দোবস্ত বিষয়ে অতঃপর যে বিধান দেওয়া হইয়াছে, রেজিস্ট্রারে তাহা অনুসরণ করিবেন।

৪৬। কতিপয় আইন ও আদালতের ক্ষমতা সংরক্ষণ

- (১) ইতিপূর্বে বর্ণিত অত্র আইনের কোন বিধান ১৯২৫ সনের উত্তরাধিকার আইনের কোন বিধানকে বা উইল হাজির করিবার আদেশ দিতে আদালতের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করিবে না।

- (২) উক্তরূপ কোন আদেশ হইলে এবং ৪৫ ধারা মোতাবেক উইলের কোন [অবিকল নকল]^{৯৯} পূর্বেই নথিভুক্ত না হইয়া থাকিলে রেজিস্ট্রার খাম খুলিবেন এবং [অবিকল নকল তৈরি করিবেন]^{১০০} এবং ৩নং বহিতে নথিভুক্ত করিবেন এবং উক্ত নকলে উপরিউক্ত আদেশ অনুসারে মূল দলিল আদালতে লওয়া হইয়াছে বলিয়া মন্তব্য রাখিবেন।

৪৬ক। উইলসমূহ ধ্বংস করিয়া ফেলা

- (১) ১৯৬২ সনের রেজিস্ট্রি করণ (সংশোধনী) অর্ডিন্যান্স বলবৎ হওয়ার সময় যে উইল রেজিস্ট্রারের নিকট জমা ছিল এবং তৎপর যে উইল জমাকৃত হইয়াছে, সেই সকল উইল অতঃপর বর্ণিত পদ্ধতিতে ধ্বংস করিয়া ফেলা হইবে, যদি না ধ্বংস করিবার পূর্বে উক্ত উইল রেজিস্ট্রিকৃত হয়।
- (২) ১৯৬২ সনের রেজিস্ট্রিকরণ (সংশোধনী) অর্ডিন্যান্স বলবৎ হওয়ার পরবর্তী বৎসরের ১লা জুলাই এবং তৎপরবর্তী প্রতিবৎসর ১লা জুলাই জমাকারী বা তাহার মনোনীত ব্যক্তির নিকট ডাকযোগে নোটিশ প্রেরণ করিয়া জমাকারীর হাল ঠিকানা জানিতে চাহিবেন এবং তদুত্তরে প্রাপ্ত ঠিকানা লেফাফার উপর ও রেজিস্ট্রার বহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন।
- (৩) অনুরূপ নোটিশ প্রদানের ফলে বা অন্য কোনরূপে রেজিস্ট্রার যদি সন্তুষ্ট হন যে, উইলকারীর মৃত্যু হইয়াছে তবে রেজিস্ট্রার তাহার খাতাপত্রে উইলকারীর মৃত্যুর কথা লিপিবদ্ধ ও যে তথ্যের ভিত্তিতে উহা করা হইল উহার প্রকৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া একজন বিচার বিভাগীয় অফিসারের (সহকারী জজ অপেক্ষা নিম্ন পদের নহে) উপস্থিতিতে লেফাফা খুলিবেন। অতঃপর উক্ত উইলের কোন এ্যাক্সিকিউটর থাকিলে তাহার অফিসারদ্বয় উইলের সুবিধাভোগী অপর যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে স্থির করিবেন তাহাদের নিকট উইলের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংবাদ দিবেন এবং জানাইবেন যে, ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে উইল রেজিস্ট্রী করিবার ব্যবস্থা করা না হইলে উহা ধ্বংস করিয়া ফেলা হইবে।
- (৪) নোটিশ প্রদত্ত সময়ের সীমা অতিক্রান্ত হউক বা না হউক, ১৯১৭ সনের নথি ধ্বংসকরণ আইন (১৯১৭ সনের ৫নং আইন) অনুসারে উইল যথার্থই ধ্বংস না করা পর্যন্ত অনুরোধ জ্ঞাপনের অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তির অনুরোধক্রমে উপযুক্ত খরচাদি গ্রহণে উইল রেজিস্ট্রি করা যাইবে।

^{৯৯} প্রস্তাবিত

^{১০০} প্রস্তাবিত

দশম খন্ড

রেজিস্ট্রি করা ও না করিবার ফলাফল সম্পর্কে

৪৭। রেজিস্ট্রিকৃত দলিল কার্যকরী হওয়ার সময়

[রেজিস্ট্রিকৃত দলিলপত্রাদি ইহা রেজিস্ট্রিকরণের সময় হইতে কার্যকরী হইবে।]^{১০}

৪৮। সম্পত্তির ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রিকৃত দলিল যখন মৌখিক চুক্তির প্রতিকূলে কার্যকরী হইবে

উইল ছাড়া স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত রেজিস্ট্রিকৃত দলিলপত্রাদি ঐ সম্পত্তি-সম্পর্কিত যে, কোন মৌখিক চুক্তি বা ঘোষণার প্রতিকূলে কার্যকরী হইবে, যদি চুক্তি বা বক্তব্যের ঘোষণার সঙ্গে বা উহার পরে দখল প্রদান না করা হইয়া থাকে এবং সংশ্লিষ্ট সময় প্রচলিত কোন আইনের বলে উক্ত সম্পত্তির ন্যায্য হস্তান্তর না হইয়া থাকে।

তবে ১৮৮২ সনের সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৮ ধারায় বর্ণিত দলিল গচ্ছিত রাখিয়া যে বন্ধক, তাহা পরে সম্পাদিত এবং রেজিস্ট্রিকৃত উক্ত সম্পত্তির কোন বন্ধকী দলিলের প্রতিকূলে কার্যকরী হইবে।

৪৯। রেজিস্ট্রি করণীয় দলিল রেজিস্ট্রি না হওয়ার ফলাফল

অত্র আইনের বা পূর্ববর্তী কোন আইনের কোন বিধান মোতাবেক কোন দলিলের রেজিস্ট্রিকরণ প্রয়োজনীয় হইলে রেজিস্ট্রি —

- (ক) ঐ দলিল কোন স্থাবর সম্পত্তির উপর বর্তমান বা ভবিষ্যৎ, কায়েমী বা শর্তযুক্ত কোন অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ, সৃষ্টি ঘোষণা, হস্তান্তর খর্ব বা বিলোপকল্পে কার্যকরী হইবে না; অথবা
- (খ) যদি উহা রেজিস্ট্রিকৃত না হয় তবে যতক্ষণ পর্যন্ত দলিল রেজিস্ট্রি না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত উহা দ্বারা কোন ক্ষমতা অর্পণ অথবা কোন অধিকার বা সম্পর্ক সৃষ্টি হইবেনা।]^{১১}

৫০। ভূমি সংক্রান্ত কতিপয় রেজিস্ট্রিকৃত দলিল অরেজিস্ট্রিকৃত দলিলের প্রতিকূলে কার্যকরী হইবে

(১) ১৭ ধারার (১) উপধারার (ক), (খ), (গ) এবং (ঘ) দফায় এবং ১৮ ধারায় বর্ণিত এবং যথাযথরূপে রেজিস্ট্রিকৃত দলিলপত্র উল্লিখিত সম্পত্তি সম্পর্কে ঐ সম্পত্তি সংক্রান্ত অন্যান্য অরেজিস্ট্রিকৃত দলিলপত্রের প্রতিকূলে কার্যকরী হইবে, উক্ত রেজিস্ট্রিকৃত দলিলপত্র এবং অরেজিস্ট্রিকৃত দলিলপত্র একই ধরনের হউক বা না হউক, তবে আদালতের কোন ডিক্রি বা আদেশের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, পূর্বের তারিখে অরেজিস্ট্রিকৃত দলিলের বলে সম্পত্তির দখলকার ব্যক্তি ১৮৮২ সনের সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের (১৮৮২ সনের ৪নং আইন) ৫৩ (ক) ধারায় প্রদত্ত অধিকার লাভ করিবে, যদি ঐ ধারার সকল শর্ত প্রতিপালিত হয়।

তবে আরও শর্ত থাকে যে, পূর্বের তারিখের অরেজিস্ট্রিকৃত দলিলের বলে যাহার বরাবরে দলিল সম্পাদন করা হইয়াছে তিনি, পরবর্তী তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত দলিল যাহার বরাবরে সম্পাদিত হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে, চুক্তিপত্র বলে মামলা করিয়া চুক্তি কার্যকরী করিতে পারিবেন, তবে এই অধিকার ১৮৭৭ সনের সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ২৭ ধারার (খ) অনুচ্ছেদের অধীন হইবে।

^{১০} প্রস্তাবিত

^{১১} প্রস্তাবিত

- (২) ১৭ ধারার (১) উপধারার শর্ত অনুসারে রেহাইপ্রাপ্ত ইজারাসমূহ বা উক্ত ধারার (২) উপধারায় বর্ণিত কোন দলিল পত্র অথবা এই আইন কার্যকরী হওয়ার সময় রেজিস্ট্রিকৃত কোন দলিল যাহাতে তৎকালীন আইনে কোন প্রকার অগ্রগণ্যতা ছিল না সেইসব ক্ষেত্রে (১) উপধারার কোন বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের ল'জ (রিভিশনাল এ্যান্ড ডিকলারেশন) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর দ্বিতীয় তফসিলের ৩ ধারা দ্বারা রহিত।

একাদশ খন্ড

নিবন্ধনকারী অফিসারের ক্ষমতা ও কর্তব্য সম্পর্কিত

ক. রেজিস্ট্রার বহি এবং উহার সূচিপত্র সম্পর্কিত

৫১। বিভিন্ন অফিসে রেজিস্ট্রার বহি রাখিতে হইবে

(১) নিম্নলিখিত বহিসমূহ বিভিন্ন অফিসে রাখিতে হইবে:

(ক) সকল রেজিস্ট্রি অফিসে—

- ১নং বহি: “উইল ছাড়া স্থাবর সম্পত্তির দলিলপত্রের [১০০ (একশত) অবিকল নকলযুক্ত বাঁধাইকৃত বহির] রেজিস্ট্রার”
- ২নং বহি: “রেজিস্ট্রি করিতে অসম্মতির কারণ সম্পর্কিত রেকর্ড”
- ৩নং বহি: “উইল এবং পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপত্রের [১০০ (একশত) অবিকল নকলযুক্ত বাঁধাইকৃত বহির] রেজিস্ট্রার” এবং
- ৪নং বহি: “বিবিধ রেজিস্ট্রার”

(খ) রেজিস্ট্রারের অফিসে—

- ৫নং বহি: “উইল জমা লওয়ার রেজিস্ট্রার”

- (২) উইল ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত দলিলপত্রাদি যাহা ১৭, ১৮ এবং ৮৯ ধারামতে রেজিস্ট্রি হইবে, তাহা ১নং বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে ও উহার আরকলিপি নথিবদ্ধ করিতে হইবে।
- (৩) স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত নহে এইরূপ দলিলপত্রাদি যাহা ১৮ ধারামতে রেজিস্ট্রি করিতে হইবে তাহা ৪নং বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।
- (৪) কোন রেজিস্ট্রারের অফিস কোন সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসের সহিত একত্র হইলে এই ধারার কোন বিধানমতে এক প্রস্থের অধিক কোন বহির প্রয়োজন হইবে না।
- (৫) রেজিস্ট্রার যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে, (১) উপধারায় বর্ণিত রেজিস্ট্রার বহিগুলির মধ্যে কোনটি ধ্বংস হইবার অথবা তাহা সম্পূর্ণ বা আংশিক অস্পষ্ট হইবার আশংকা দেখা দিয়াছে, তবে রেজিস্ট্রার একটি লিখিত আদেশ দ্বারা এই মর্মে নির্দেশ দিতে পারিবেন যে,

» প্রস্তাবিত

» প্রস্তাবিত

উক্ত বহি বা উহার যে অংশ তিনি প্রয়োজন মনে করিবেন তাহা যথাবিহিত পদ্ধতিতে পুনরায় নকল করিয়া তাহা সত্যায়িত করিয়া রাখা হউক। উক্ত রূপ নির্দেশের বলে যে নকল প্রস্তুত ও সত্যায়িত করা হইবে তাহা ১৮৭২ সনের সাক্ষ্য আইন (১৮৭২ সনের ১নং আইন) অনুসারে মূল বহি বা উহার অংশরূপে বিবেচিত হইবে। আইনে উক্ত বহি বা উহার অংশের যে উল্লেখ করা হইবে তাহারা উক্তরূপে পুনঃনকলকৃত ও সত্যায়িত বহি বা উহার অংশকে বুঝাইবে।

৫২। দলিল দাখিল করা হইলে নিবন্ধনকারী অফিসারের কর্তব্য

(১) (ক) দলিল দাখিল করিবার সময়ে দাখিলের তারিখ, সময় ও স্থান এবং দলিল রেজিস্ট্রি র জন্য দাখিলকারী প্রত্যেকের সহি প্রত্যেক দলিলের উপর দিতে হইবে।

(খ) নিবন্ধনকারী অফিসার উক্ত দলিল প্রাপ্তির একটি রসিদ দলিল দাখিলকারী ব্যক্তিকে প্রদান করিবেন।

(গ) [৬২ ধারার বিধান সাপেক্ষে, যেখানে একটি দলিল রেজিস্ট্রিকরণের জন্য গৃহীত হইয়াছে, ইহার একটি অবিকল নকল অথবা বিলম্ব না করিয়া নির্দিষ্ট বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে]।

(২) এইরূপ সকল বহি ইসপেক্টর জেনারেল কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত সময় পর পর নির্ধারিত পদ্ধতিতে সহি-মোহর করিতে হইবে।

৫২ক। বিক্রয় দলিলে কতিপয় তথ্য সন্নিবেশিত না হইলে রেজিস্ট্রারিং কর্মকর্তা উহা রেজিস্ট্রি করিবেন না

কোন বিক্রয় দলিল রেজিস্ট্রির জন্য উপস্থাপন করা হইলে রেজিস্ট্রারিং কর্মকর্তা উহা রেজিস্ট্রি করিবেন না যদি নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ দলিলে অন্তর্ভুক্ত এবং দলিলের সঙ্গে সংযুক্তি আকারে দাখিল করা না হয়। যেমন:

(ক) উত্তরাধিকার ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে সম্পত্তির মালিক হইয়া থাকিলে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর অধীন প্রস্তুতকৃত তাহার নিজ নামে সর্বশেষ খতিয়ান;

(খ) উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তির মালিক হইয়া থাকিলে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর অধীন প্রস্তুতকৃত তাহার নিজ নামে অথবা পূর্ববর্তী নামে সর্বশেষ খতিয়ান;

(গ) সম্পত্তির প্রকৃতি;

(ঘ) সম্পত্তির মূল্য;

(ঙ) পরিসীমা ও দিক উল্লেখপূর্বক সম্পত্তির হাত নক্সা;

(চ) সম্পত্তিতে মালিকানা সম্পর্কিত বিগত ২৫ (পঁচিশ) বৎসরের ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা; এবং

(ছ) তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ইতিপূর্বে হস্তান্তর করা হয় নাই এবং উহাতে তাহার বৈধ স্বত্ব বহাল আছে মর্মে দাতা কর্তৃক হলফনামা।

৫৩। বহিতে লিখিত বিষয়সমূহের ক্রমিক নম্বর দিতে হইবে

প্রত্যেক বহিতে লিপিবদ্ধ বিষয়সমূহের ক্রমিক নম্বর দিতে হইবে; ঐ নম্বর বৎসরের প্রথম হইতে শুরু হইবে এবং বৎসরান্তে শেষ হইবে। প্রতি বৎসরের শুরুতে নতুন ক্রমিক নম্বর দিয়া আরম্ভ করিতে হইবে।

৫৪। হাল সূচিপত্র এবং উহার অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি

প্রত্যেক অফিসে যেখানে ইতিপূর্বে বর্ণিত বহি রাখা হয়, সেখানে বহির বিষয়বস্তু হালসূচি প্রস্তুত করিতে হইবে, এবং যতদূর সম্ভব উক্ত সূচিপত্রের প্রত্যেক বিষয় নিবন্ধনকারী অফিসার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট দলিলের নকল লইবার বা স্মারকলিপি নথিবদ্ধ করিবার অব্যবহিত পরেই লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫৫। নিবন্ধনকারী অফিসার কর্তৃক প্রণীতব্য সূচি ও বিষয়বস্তু

- (১) প্রত্যেক রেজিস্ট্রি অফিসে এইরূপ চারটি সূচিপত্র প্রস্তুত করিতে হইবে এবং সেইগুলি যথাক্রমে ১নং, ২নং, ৩নং ও ৪নং সূচিপত্র বলিয়া অভিহিত হইবে।
- (২) যে সকল দলিলপত্রের [অবিকল নকল বা স্মারকলিপি] ১নং বহির অন্তর্ভুক্ত সেইগুলির সম্পাদনকারী এবং উহাতে দাবিদার ব্যক্তিগণের নাম এবং বিবরণ ১নং সূচিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।
- (৩) ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে ২১ ধারার সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রের এবং স্মারকলিপির বিস্তারিত বিবরণ ২নং সূচিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।
- (৪) ৩নং বহির অন্তর্ভুক্ত উইল এবং পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতা সম্পাদনকারী ব্যক্তিগণের এবং উপরিউক্ত দলিলে নিযুক্ত যথাক্রমে সম্পাদনকারী ও ব্যক্তিগণের নাম ও বিবরণ এবং উইলকারী ও প্রদানকারীর মৃত্যুর পর (কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে নহে) উক্ত দলিলে দাবিদার সমস্ত ব্যক্তির নাম ও বিবরণ ৩নং সূচিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।
- (৫) ৪নং বহির অন্তর্গত দলিলপত্রের সম্পাদনকারী ও দাবিদার সকল ব্যক্তির নাম ও বিবরণ ৪নং সূচিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।
- (৬) প্রত্যেক সূচিপত্রের অন্যান্য এইরূপ বিবরণ এইরূপ ফরমে লিখিতে হইবে যেমন ইন্সপেক্টর জেনারেল সময়ে সময়ে নির্দেশ দিবেন।
- (৭) যদি রেজিস্ট্রারের মতে (১) উপধারায় উল্লিখিত কোন সূচি নষ্ট হইবার বা সম্পূর্ণ কিংবা অংশত অপাঠ্য হইবার আশঙ্কায় পতিত হয়, তবে রেজিস্ট্রার লিখিত আদেশ দিতে পারেন যে, ঐ সূচি বা উহার অংশ যতটুকু তিনি উপযুক্ত মনে করেন, পুনরায় কপি করিতে হইবে এবং কিভাবে উহা করা হইবে তাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে। এবং এই কপি অত্র আইনের কিংবা ১৯৭২ সনের সাক্ষ্য আইনের উদ্দেশ্যে মূল সূচি বা উহার অংশরূপে গণ্য হইবে এবং আদি সূচি সম্পর্কে এই আইনে যে সব বিষয় উল্লেখ আছে তাহা এই কপির উপর প্রযোজ্য হইবে।

৫৬। (বাতিলকৃত)

৫৭। নিবন্ধনকারী অফিসারগণ কর্তৃক কতিপয় বহি এবং সূচিপত্র দেখিতে অনুমতি দান এবং বহিতে লিপিবদ্ধ বিষয়বস্তুর জাবেদা নকল প্রদান

- (১) এতদসম্পর্কে দেয় ফী পূর্বাফে প্রদত্ত হইলে যে কোন ব্যক্তি ১নং ও ২নং বহি এবং ১নং বহি সম্পর্কিত সূচিপত্র দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উহা যে কোন সময়ে দেখিতে পারেন; এবং ৬২ ধারার বিধান সাপেক্ষে ঐ দরখাস্তকারীকে উপরোক্ত বহির বিষয়বস্তুর নকল দেওয়া হইবে।
- (২) উপরোক্ত বিধান সাপেক্ষে দলিল সম্পাদনকারী ব্যক্তিকে অথবা তাহার প্রতিনিধিকে এবং ঐ সম্পাদনকারীর মৃত্যুর পরে (কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে নহে) যে কোন ব্যক্তিকে ৩নং বহিতে লিপিবদ্ধ

উক্ত দলিল সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু এবং উহা সম্পর্কিত সূচিপত্রের নকল দেওয়া যাইবে, যদি কেহ ঐ মর্মে আবেদন করে।

- (৩) উপরোক্ত বিধান সাপেক্ষে দলিল সম্পাদনকারী অথবা উক্ত দলিলে দাবিদার যে কোন ব্যক্তিকে অথবা তাহার এজেন্ট বা প্রতিনিধিকে ৪নং বহিতে উক্ত দলিলের বিষয়সমূহ এবং ৪নং বহি সম্পর্কিত সূচিপত্রের নকল দেওয়াই হইবে।
- (৪) এই ধারা অনুসারে ৩নং এবং ৪নং বহির বিষয়বস্তুর তল্লাসী কেবল নিবন্ধনকারী অফিসার দ্বারা সম্পাদিত হইবে।
- (৫) এই ধারা অনুসারে প্রদত্ত সমস্ত নকল নিবন্ধনকারী অফিসার কর্তৃক সহি ও সীলমোহরযুক্ত হইবে, এবং উহা মূল দলিলের বিষয়বস্তু প্রমাণের জন্য গ্রহণযোগ্য হইবে।

খ. স্বীকৃত নিবন্ধনের পদ্ধতি

৫৮। রেজিস্ট্রিকরণের জন্য গৃহীত দলিলে যেই সকল বিষয় পৃষ্ঠাঙ্কিত করিতে হইবে

- (১) ডিক্রি অথবা আদেশের নকল ছাড়া ৮৯ ধারা অনুসারে নিবন্ধনকারী অফিসারের নিকট প্রেরিত কোন নকল ছাড়া রেজিস্ট্রিকরণের জন্য গৃহীত প্রত্যেক দলিলে নিম্নলিখিত বিবরণসমূহ বিভিন্ন সময়ে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে—

- (ক) দলিল সম্পাদন স্বীকারকারী প্রত্যেক ব্যক্তির সহি এবং বিবরণ এবং উক্ত স্বীকৃতি যদি কোন ব্যক্তির প্রতিনিধি, মনোনীত ব্যক্তি অথবা এজেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত হয়, তবে উক্ত প্রতিনিধি, মনোনীত ব্যক্তি বা এজেন্টের সহি ও বিবরণ।
- (খ) এই আইনের কোন বিধান অনুসারে ঐরূপ দলিল সম্পর্কে যাহার জবানবন্দি গ্রহণ করা হইয়াছে ঐরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির সহি এবং বিবরণ।
- (গ) দলিল সম্পাদন সম্পর্কে নিবন্ধনকারী অফিসারের সম্মুখে অথবা পণ্য অর্পণ এবং উক্ত দলিল সম্পাদন সম্পর্কে সম্পূর্ণ বা আংশিক বিনিময় মূল্য প্রাপ্তির স্বীকৃতি।

- (২) দলিল সম্পাদন স্বীকারকারী কোন ব্যক্তি উহা লিপিবদ্ধ করিতে অস্বীকার করা সত্ত্বেও নিবন্ধনকারী অফিসার উহার রেজিস্ট্রি করিবেন, তবে সেই সঙ্গে ঐরূপ অস্বীকৃতির টাকা লিপিবদ্ধ করিবেন।

৫৯। পৃষ্ঠাঙ্কনে নিবন্ধনকারী অফিসার কর্তৃক তারিখ ও দস্তখত প্রদান করিতে হইবে

উক্তরূপ দলিল সম্পর্কে নিবন্ধনকারী অফিসারের উপস্থিতিতে ৫২ ও ৫৮ ধারা অনুসারে যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করা হইবে, নিবন্ধনকারী অফিসার সেই দিনই সেইগুলিতে তাহার স্বাক্ষর ও তারিখ প্রদান করিবেন।

৬০। রেজিস্ট্রিকরণের সার্টিফিকেট

- (১) রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দাখিলকৃত কোন দলিলের ৩৪, ৩৫, ৫৮ ও ৫৯ ধারার সেই সমস্ত শর্ত প্রযোজ্য হইবে; উহা পালন করা হইলে নিবন্ধনকারী অফিসার উক্ত দলিলের উপর রেজিস্ট্রিকৃত শব্দ সম্বলিত একটি সার্টিফিকেট লিখিবেন এবং ঐ সঙ্গে যে বহিতে [উক্ত দলিলের অবিকল নকল অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে উক্ত বহি] এবং উহার পৃষ্ঠার নম্বর লিখিয়া রাখিবেন।

- (২) ঐরূপ সার্টিফিকেট, নিবন্ধনকারী অফিসার কর্তৃক সহি, সীলমোহর এবং তারিখ যুক্ত হইলে সংশ্লিষ্ট দলিল যে এই আইনের নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে রেজিস্ট্রিকৃত হইয়াছে এবং ৫৯ ধারায় উল্লিখিত পৃষ্ঠাঙ্কনের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ যে উহাতে আছে, তাহা প্রমাণের জন্য গৃহীত হইবে।

৬১। পৃষ্ঠাঙ্কন ও সার্টিফিকেটের নকল রাখিয়া দলিল ফেরত দিতে হইবে

- (১) [অতঃপর ৫৯ এবং ৬০ ধারায় বর্ণিত পৃষ্ঠাঙ্কন ও সার্টিফিকেট দলিলের সহিত [মূল দলিলের]^{১০} অবিকল নকল লিপিবদ্ধ হইবে এবং ২১ ধারায় বর্ণিত কোন নক্সা বা পরিকল্পনা (যদি থাকে) অবিকল নকল দলিলের অবিকল নকলের সহিত ১নং বহিতে নথিভুক্ত হইবে]^{১১}।
- (২) অতঃপর দলিল রেজিস্ট্রি সম্পূর্ণ হইল বলিয়া ধরা হইবে এবং তখন রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দাখিলকারী ব্যক্তি অথবা ৫২ ধারায় বর্ণিত রশিদে এই মর্মে লিখিতভাবে মনোনীত ব্যক্তিকে দলিল ফেরত দেওয়া হইবে।

৬২। নিবন্ধনকারী অফিসারের অজ্ঞাত ভাষায় লিখিত দলিল দাখিলের পরবর্তী পদ্ধতি

- (১) [১৯ ধারা অনুসারে কোন দলিল রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দাখিল করা হইলে, ইহার অনুবাদ দলিলের অবিকল নকলের সহিত যথাযথ বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে]^{১২}।
- (২) মূল দলিলের উপর যথাক্রমে ৫৯ এবং ৬০ ধারায় উল্লিখিত পৃষ্ঠাঙ্কন এবং সার্টিফিকেট লিখিয়া রাখিতে হইবে এবং ৫৭, ৬৪, ৬৫, ৬৬ ধারা মতে নকল এবং স্মারকলিপি প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে দলিলের অনুবাদকেই মূল দলিল হিসাবে গণ্য করা হইবে।

৬৩। শপথদান ও বিবৃতির সারমর্ম লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা

শপথদান ও বিবৃতির সারমর্ম লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা-

- (১) প্রত্যেক নিবন্ধনকারী অফিসার ইচ্ছা করিলে এই আইন অনুসারে যাহার জবানবন্দি গ্রহণ করা হইবে ঐরূপ কোন ব্যক্তিকে শপথ গ্রহণ করাইতে পারেন।
- (২) ঐরূপ প্রত্যেক অফিসার ইচ্ছা করিলে ঐরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতির সারমর্মের 'লিপি' রাখিবেন এবং উক্ত লিপি বিবৃতি প্রদানকারীর সম্মুখে পাঠাইতে হইলে অথবা (বিবৃতিটি যদি তাহার অজানা কোন ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়) তাহার জ্ঞাত ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হইলে তিনি যদি উহার যথার্থতা স্বীকার করেন, তবে নিবন্ধনকারী অফিসার উহাতে দস্তখত করিবেন।
- (৩) বিবৃতি যেই অবস্থায় এবং যেই ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, উপরোক্ত প্রকারের দস্তখতযুক্ত লিপি তাহা প্রমাণের জন্য গ্রহণযোগ্য হইবে।

খখ. নিবন্ধন কর্মকর্তার বিশেষ কর্তব্য

৬৩ক। যেক্ষেত্রে দলিল সঠিক মূল্য উল্লেখ লিপিবদ্ধ না হয়, সেইক্ষেত্রে পদ্ধতি

- (১) অত্র আইন বা অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার নিকট অনুমিত হয় যে, ৬৯ ধারার অধীনে প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত বাজার মূল্যের চাইতে কোন দলিল কম মূল্য উল্লেখ পেশ করা হইয়াছে, সেক্ষেত্রে বাজার মূল্য অনুসারে আবশ্যিকীয় শুল্ক ও ফি প্রদানের জন্য দলিল পেশকারীকে আদেশ প্রদান করিবেন এবং উপযুক্ত শুল্ক ও ফি আদায়ক্রমে অনুরূপ দলিল নিবন্ধন করিবেন।

^{১০} “দলিল” শব্দটির স্থলে “মূল দলিল” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১} প্রস্তাবিত

^{১২} প্রস্তাবিত

- (২) পরিদর্শনের প্রাক্কালে কিংবা অন্য কোনভাবে যদি প্রমাণিত হয় যে, উপ-ধারা (১) অনুসরণক্রমে শুদ্ধ ও ফি আদায় ব্যতিরেকে কোন দলিল নিবন্ধন করা হইয়াছে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা অন্যায় আচরণের দায়ে অভিযুক্ত হইবেন এবং অনাদায়ী শুদ্ধ ও ফি সংশ্লিষ্ট নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার নিকট হইতে আদায় করা হইবে।

৬৪। বিভিন্ন উপজেলায় অবস্থিত জমির দলিল-সম্পর্কিত পদ্ধতি

প্রত্যেক সাব-রেজিস্ট্রার তাহার উপজেলায় সম্পূর্ণভাবে অবস্থিত নয় এইরূপ কোন স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে উইল ছাড়া অন্য কোন প্রকার দলিল রেজিস্ট্রিকরণকালে তিনি উক্ত দলিলের এবং দলিলে লিখিত কোন পৃষ্ঠাঙ্কন বা সার্টিফিকেটের (যদি থাকে) একটি স্মারকলিপি প্রস্তুত করিয়া তাহারই মত একই রেজিস্ট্রারের অধীনস্থ অন্যান্য সাব-রেজিস্ট্রারের উপজেলায় উক্ত সম্পত্তির কোন অংশে অবস্থিত হইলে তাহাদের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত সাব-রেজিস্ট্রারগণ ১নং বহিতে ঐ স্মারকলিপি নথিভুক্ত করিবেন।

গ. রেজিস্ট্রার এর বিশেষ কর্তব্য

৬৫। বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত জমির দলিল-সম্পর্কিত পদ্ধতি

- (১) প্রত্যেক সাব-রেজিস্ট্রার একাধিক জেলায় অবস্থিত এইরূপ কোন স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে উইল ছাড়া অন্য কোন প্রকার দলিল রেজিস্ট্রিকরণকালে তিনি উক্ত দলিলের এবং দলিলে লিখিত কোন প্রকার পৃষ্ঠাঙ্কন বা সার্টিফিকেটের (যদি থাকে) নকলের সহিত ২০ ধারায় বর্ণিত কোন নক্সা বা পরিকল্পনার (যদি থাকে) নকল তাহার নিজের উপজেলা যেই জেলার অন্তর্গত সেই লোক ব্যতীত উক্ত সম্পত্তির অংশ অন্যান্য যেই জেলায় অবস্থিত সেই জেলার সাব-রেজিস্ট্রারদের নিকট প্রেরণ করিবেন।
- (২) উপরোক্ত নকলাদি পাওয়ার পর রেজিস্ট্রার উহা ১নং বহিতে নথিভুক্ত করিবেন এবং উক্ত দলিলের এক একটি স্মারকলিপি তাহার এলাকাধীন যেই সমস্ত উপজেলায় সম্পত্তির কোন অংশ অবস্থিত উহার সাব-রেজিস্ট্রারদের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং প্রত্যেক সাব-রেজিস্ট্রার উক্ত স্মারকলিপি প্রাপ্ত হইয়া তাহার অফিসের ১নং বহিতে নথিভুক্ত করিবেন।

ঘ. রেজিস্ট্রারের বিশেষ কর্তব্য

৬৬। জমি সম্পর্কিত দলিল রেজিস্ট্রিকরণের পরবর্তী পদ্ধতি

- (১) যখন কোন রেজিস্ট্রার স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে উইল ছাড়া অন্য কোন প্রকার দলিল রেজিস্ট্রি করেন তখন তাহার অধীনস্থ প্রত্যেক সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট যাহার উপজেলায় উক্ত সম্পত্তির কোন অংশ অবস্থিত, ঐ দলিলের একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করিবেন।
- (২) রেজিস্ট্রার অন্যান্য প্রত্যেক রেজিস্ট্রারের নিকট যাহাদের জেলায় উক্ত সম্পত্তির কোন অংশ অবস্থিত, উক্ত দলিলের নকলের সহিত ২১ ধারায় উল্লিখিত কোন নক্সা বা পরিকল্পনার (যদি থাকে) একটি নকলও প্রেরণ করিবেন।
- (৩) ঐ রেজিস্ট্রার অনুরূপ নকল প্রাপ্ত হইলে উহা ১নং বহিতে নথিভুক্ত করিবেন এবং তাহার অধীনস্থ সাব-রেজিস্ট্রারদের নিকট যাহাদের উপজেলায় উক্ত সম্পত্তির কোন অংশ অবস্থিত, ঐ নকলের এক একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করিবেন।
- (৪) এই ধারা অনুসারে স্মারকলিপি প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেক সাব-রেজিস্ট্রার উহা তাহার অফিসে ১নং বহিতে নথিভুক্ত করিবেন।

৬৭। (বাতিলকৃত)

৬. রেজিস্ট্রার ও ইন্সপেক্টর-জেনারেল এর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা

৬৮। রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা

- (১) প্রত্যেক সাব-রেজিস্ট্রার তাহার অফিস সংক্রান্ত কর্তব্যসমূহ তাহার অফিস যেই রেজিস্ট্রারের অফিস যেই রেজিস্ট্রারের জেলায় অবস্থিত সেই রেজিস্ট্রারের তত্ত্বাবধানে এবং নিয়ন্ত্রণাধীনে সম্পাদন করিবেন।
- (২) প্রত্যেক রেজিস্ট্রার প্রয়োজন মনে করিলে তাহার অধীনস্থ যে কোন সাব-রেজিস্ট্রারের কোন কার্যের বা কার্য হইতে বিরত থাকার ব্যাপারে অথবা যে সাব রেজিস্ট্রারের অফিসে কোন দলিল রেজিস্ট্রিকৃত হইয়াছে, সেই অফিসের বহির কোন ভুল সংশোধনের ব্যাপারে (কোন অভিযোগ প্রাপ্ত হইয়া বা অন্য কোন কারণে) এই আইনসম্মত যে কোন আদেশ জারি করিতে পারেন।

৬৯। ইন্সপেক্টর জেনারেলের রেজিস্ট্রেশন নিয়ন্ত্রণ ও বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা

- (১) ইন্সপেক্টর জেনারেল সরকারের অধীন এলাকাসমূহে অবস্থিত সমস্ত রেজিস্ট্রি অফিস সাধারণভাবে তত্ত্বাবধান করিবেন এবং সময়ে সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়ে এই আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।
 - (ক) বহি, কাগজপত্র এবং দলিলপত্রাদি সংরক্ষণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
 - [(কক) এমন প্রস্তুতি গ্রহণ করা যাহাতে বহিসমূহের সংরক্ষণ কম্পিউটার ফ্লপি অথবা ডিস্ক অথবা ধারা ১৬ক এর উপধারা- (১) এর অধীন অন্য কোন ইলেকট্রনিক উপায়ে করা যাইতে পারে।]^{১০}
 - (খ) প্রত্যেক জেলার কোন কোন ভাষাকে সাধারণভাবে ব্যবহৃত ভাষা বলিয়া গণ্য করা হইবে উহার ঘোষণা;
 - (গ) ২১ ধারা মোতাবেক কোন কোন আঞ্চলিক বিভাগ স্বীকৃতি হইবে উহার ঘোষণা;
 - (ঘ) যথাক্রমে ২৫ এবং ৩৪ ধারা অনুসারে ধার্যকৃত জরিমানার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ;
 - (ঙ) ৬৩ ধারায় নিবন্ধনকারী অফিসার প্রদত্ত স্বেচ্ছায় কার্য করিবার অধিকার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ;
 - (চ) নিবন্ধনকারী অফিসার কর্তৃক যেই ফরম দলিল পত্রাদির স্মারকলিপিসমূহ প্রস্তুত করিতে হইবে উহার নিয়ন্ত্রণ;
 - (ছ) রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার কর্তৃক তাহার অফিসের ৫১ ধারা অনুসারে রক্ষিত বহির শুদ্ধতা অনুমোদন নিয়ন্ত্রণ;
 - [(ছছ) ৮৮ ধারা (২) উপধারায় উল্লিখিত দলিলসমূহ রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দাখিলের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ;]^{১১}
 - (জ) যথাক্রমে ১, ২, ৩ এবং ৪নং সূচিপত্রে কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহা ঘোষণা;
 - (ঝ) রেজিস্ট্রি করণ অফিসসমূহে যে ছুটি পালন করা হইবে উহা ঘোষণা; এবং
 - (ঞ) সাধারণভাবে রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যক্রম।
 - (ট) ধারা ৬৩ক এর অধীনে সম্পত্তির বাজার দর সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন।

৭০। ইন্সপেক্টর জেনারেলের ফি মওকুফ করিবার ক্ষমতা

ইন্সপেক্টর জেনারেল স্থায়ী ইচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে ২৫ এবং ৩৪ ধারা মোতাবেক ধার্যকৃত জরিমানার পার্থক্য এবং রেজিস্ট্রেশন ফি-এর সম্পূর্ণ অথবা আংশিক মওকুফ করিতে পারিবেন।

^{১০} প্রস্তাবিত

^{১১} প্রস্তাবিত

একাদশ-ক খন্ড

ফটোগ্রাফির দ্বারা দলিল নকল করা সম্পর্কিত

৭০ক। অত্র খন্ডের প্রয়োগ

কেবল ৭০খ ধারা অনুসারে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট এলাকাসমূহে একাদশ-ক খন্ড প্রযুক্ত হইবে।

৭০খ। সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপনকৃত এলাকায় দলিলপত্র ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র কর্তৃক স্ক্যান

সরকার সরকারি গেজেটে অঞ্চল বা অঞ্চলসমূহ অবহিত করিবে যাহাতে—

- (১) সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দেশ করিতে পারে যে, ইহাতে যেসকল নির্দিষ্ট কোন কার্যালয়ে, যে কোন প্রকারের দলিলের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে এবং ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র যেমন কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং কমপ্যাক্ট ডিস্ক এর সাহায্যে কপি করণ এবং উক্ত যন্ত্রে সংরক্ষণ এবং প্রয়োজন অনুসারে উদ্ধারকরণ।
- (২) এই আইন অথবা বর্তমানে বলবত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রেজিস্ট্রিকৃত এবং ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র ব্যবহার করে স্ক্যানকৃত অথবা কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত বা সত্যায়িত কোন দলিলের হার্ড কপি উক্ত দলিলের বর্ণনা অনুসারে কোন লেনদেনের সাম্য হিসাবে গৃহীত হইবে।

[***]^{২৫}

[৭০চ। হেফাজতকরণ

এই অংশের কোন কিছুই প্রয়োগ হইবে না—

- (১) কোন দলিল যাহা রেজিস্ট্রার কর্মকর্তার মতামতের ভিত্তিতে এমন অবস্থায় নাই যাহা ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণের উপযুক্ত;
- (২) রেজিস্ট্রেশনের কম্পিউটারাইসড পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া পড়ার মত অপ্রত্যাশিত ঘটনার ক্ষেত্রে।

তবে শর্ত থাকে যে, রেজিস্ট্রার কর্মকর্তা ইহার কারণ লিখিতরূপে রেকর্ড করিবেন:

তবে আরও শর্ত থাকে যে, রেজিস্ট্রার কর্মকর্তা ইহা নিশ্চিত করিবেন যে, কম্পিউটারাইসড পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া পড়ার কারণে, এই সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের তথ্য এবং ছবি ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্তৃক নির্দেশিত উপায়ে পুনরুদ্ধারের পর কম্পিউটার পদ্ধতিতে যথাযথভাবে যুক্ত হইবে।^{২৬}

^{২৫} “ধারা ৭০গ, ৭০ঘ ও ৭০ঙ” বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে

^{২৬} “ধারা-৭০চ” এর পরিবর্তে নতুন করে “ধারা-৭০চ” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

দ্বাদশ খন্ড

রেজিস্ট্রি করিতে অস্বীকৃতি সম্পর্কিত

৭১। রেজিস্ট্রারের রেজিস্ট্রিকরণে অস্বীকৃতির কারণ

- (১) প্রত্যেক সাব-রেজিস্ট্রার, দলিল সংশ্লিষ্ট তাহার উপজেলায় অবস্থিত নয়, এই কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণে দলিল রেজিস্ট্রি করিতে অস্বীকার করিলে ঐ মর্মে আদেশ প্রদান করিবেনও ২নং বহিতে অস্বীকৃতির কারণ এবং উক্ত দলিলের উপর “রেজিস্ট্রিকরণে অস্বীকৃতি” শব্দ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং সম্পাদনকারী বা দলিল মোতাবেক দাবিদার এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক দরখাস্ত করা হইলে বিনা-খরচে ও অবিলম্বে লিপিবদ্ধকরণসমূহের একটি নকল প্রদান করিবেন।
- (২) কোন নিবন্ধনকারী অফিসার এই আইনের অতঃপর বর্ণিত বিধানসমূহ অনুসারে রেজিস্ট্রি করিবার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত ঐরূপ রেজিস্ট্রিকরণে অস্বীকৃত দলিল গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৭২। রেজিস্ট্রারের আদেশে সাব-রেজিস্ট্রার রেজিস্ট্রেশন করিতে অস্বীকৃতি জানাইলে সে আদেশের বিরুদ্ধে রেজিস্ট্রারের নিকট আপিল করা যাইবে

- (১) সম্পাদনের অসম্মতি ছাড়া অন্য কোন কারণে সাব-রেজিস্ট্রার কর্তৃক রেজিস্ট্রিকরণের (রেজিস্ট্রিকরণ বাধ্যতামূলকই হউক বা ঐচ্ছিক হউক) জন্য দলিলগ্রহণের অস্বীকৃতির আদেশ প্রদত্ত হইলে তাহার বিরুদ্ধে উর্ধ্বতন রেজিস্ট্রারের নিকট আপিল করা যাইবে এবং উক্ত আপিল আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে করা হইলে রেজিস্ট্রার উল্টাইতে বা পরিবর্তন করিতে পারেন।
- (২) রেজিস্ট্রার যদি দলিলটি রেজিস্ট্রিকৃত হইবে বলিয়া নির্দেশ দেন এবং উহা যদি উক্ত নির্দেশ দানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করা হয়, তবে তিনি উক্ত আদেশ পালন করিবেন এবং যতদূর সম্ভব ৫৮, ৫৯ এবং ৬০ ধারায় নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন এবং এই দলিল প্রথম যেদিন রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দাখিল করা হইয়াছিল ঐদিন হইতে উক্ত রেজিস্ট্রিকরণ কার্যকরী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৭৩। সম্পাদনে অস্বীকৃতির দরুন সাব-রেজিস্ট্রার কর্তৃক দলিল রেজিস্ট্রি করিতে অস্বীকারের বিরুদ্ধে রেজিস্ট্রারের বরাবরে আবেদন

- (১) দলিল সম্পাদনকারী অথবা তাহার প্রতিনিধি বা মনোনীত ব্যক্তি কর্তৃক দলিল সম্পাদনে অসম্মতির কারণে যখন কোন সাব-রেজিস্ট্রার দলিল রেজিস্ট্রি করিতে অস্বীকার করেন, তখন উক্ত দলিলে দাবিদার বা পূর্ব বর্ণিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাহার কোন প্রতিনিধি, মনোনীত বা এজেন্ট উক্ত অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ঐ সাব-রেজিস্ট্রারের উর্ধ্বতন রেজিস্ট্রারের নিকট উক্ত দলিল রেজিস্ট্রি করাইবার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন।
- (২) ঐরূপ দরখাস্ত লিখিতভাবে করিতে হইবে এবং উহার সহিত ৭১ ধারা অনুসারে লিপিবদ্ধ কারণসমূহের একটি নকল প্রেরণ করিতে হইবে এবং আরজিসমূহে আইন অনুসারে যে পদ্ধতিতে “সত্যপাঠ” করা ঐরূপ পদ্ধতিতে দরখাস্তকারী দরখাস্তের বিবরণ “সত্যপাঠ” করিবেন।

৭৪। অনুরূপ দরখাস্ত প্রাপ্তির পর রেজিস্ট্রার কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতি

এইরূপ ক্ষেত্রে এবং যে ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রারের সম্মুখে রেজিস্ট্রি করণের জন্য দাখিলকৃত দলিল সম্পাদনের পূর্বোক্তভাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করা হয় যেই ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার সুবিধা অনুসারে যত শীঘ্র সম্ভব নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ তদন্ত করিবেন—

- (ক) দলিলটি সত্যই সম্পাদিত হইয়াছে কি না;
- (খ) ক্ষেত্র বিশেষে দরখাস্তকারী অথবা রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দলিল দাখিলকারী কর্তৃক সেই সময়ে বলবৎ আইনের শর্তসমূহ পালন করা হইয়াছে কি না, যাহার ফলে দলিল রেজিস্ট্রি করাইতে তাহার অধিকারী হইবে।

৭৫। রেজিস্ট্রি করিবার জন্য রেজিস্ট্রারের আদেশ ও তৎপরবর্তী পদ্ধতি

- (১) রেজিস্ট্রার যদি দেখেন যে, দলিলটি সত্যই সম্পাদিত হইয়াছে এবং শর্তসমূহ পালন করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি দলিলটি রেজিস্ট্রি করিতে আদেশ দিবেন।
- (২) ঐরূপ আদেশদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে দলিলটি রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দাখিল করা হইলে নিবন্ধনকারী অফিসার উক্ত আদেশ পালন করিবেন এবং উহার পর যতদূর সম্ভব ৫৭, ৫৮, এবং ৫৯ ধারায় নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন।
- (৩) দলিলটি প্রথম যে দিন রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দাখিল করা হইয়াছিল উক্ত রেজিস্ট্রিকরণ সেই দিনই সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া কার্যকরী হইবে।
- (৪) রেজিস্ট্রার ইচ্ছা করিলে যে কোন দেওয়ানী আদালতের ন্যায় ৭৩ ধারা অনুসারে কোনরূপ তদন্তের উদ্দেশ্যে সাক্ষীগণের উপর সমন জারি করিতে বা তাহাদের উপস্থিত হইতে এবং সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করিতে পারেন এবং তাহার দ্বারা এইরূপ তদন্তের খরচের সম্পূর্ণ বা কোন অংশ প্রদত্ত হইলে সেই সম্পর্কে নির্দেশ দিতে পারেন এবং ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধি অনুসারে কোন মোকদ্দমায় মঞ্জুরকৃত খরচের ন্যায় উক্ত খরচ আদায় করা হইবে।

৭৬। রেজিস্ট্রার কর্তৃক অস্বীকৃতির আদেশ

(১) প্রত্যেক রেজিস্ট্রার-

- (ক) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি তাহার জেলায় অবস্থিত নহে অথবা দলিলটি কোন একজন সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে রেজিস্ট্রি কৃত হইবে-এই কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণে দলিল রেজিস্ট্রি করিতে অস্বীকার করিলে; অথবা
- (খ) ৭২ বা ৭৫ ধারা অনুসারে দলিল রেজিস্ট্রি করিবার নির্দেশ দিতে অস্বীকার করিলে, অস্বীকৃতির আদেশ, নিবেদন এবং ঐরূপ আদেশের কারণসমূহ ২নং বহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং সম্পাদনকারীর বা দলিল মোতাবেক দাবিদার কোন ব্যক্তি কর্তৃক আবেদন করা হইলে অকারণ বিলম্ব না করিয়া উক্ত লিপিবদ্ধ কারণসমূহের একটি নকল প্রদান করিবেন।

- (২) এই ধারা অথবা ৭২ ধারা অনুসারে রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপিল চলিবে না।

৭৭। রেজিস্ট্রারের অস্বীকৃতির আদেশের ক্ষেত্রে দেওয়ানী মামলা

- (১) যেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার ৭২ বা ৭৬ ধারা অনুসারে দলিল রেজিস্ট্রি করিবার আদেশ দিতে অস্বীকার করেন, সেই ক্ষেত্রে ঐ দলিল মোতাবেক দাবিদার অথবা তাহার প্রতিনিধি, মনোনীত ব্যক্তি বা এজেন্ট উক্ত অস্বীকৃতির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে যে দেওয়ানী আদালতের আদিম ভৌগোলিক অধিক্ষেত্রের উক্ত রেজিস্ট্রি অফিস অবস্থিত,

সেই আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন এবং ডিক্রী প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে দলিলটি রেজিস্ট্রি করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রি অফিসে দাখিল করা হইলে উহা রেজিস্ট্রি করিতে হইবে।

- (২) এইরূপ কোন ডিক্রি অনুসারে রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দাখিলকৃত দলিলপত্রের ক্ষেত্রে ৭৫ ধারার (২) এবং (৩) উপধারার বিধানসমূহ হুবহু প্রযোজ্য হইবে। এই আইনে যাহাই থাকুক না কেন, উক্ত দলিলই ঐরূপ মামলায় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

ত্রয়োদশ খন্ড রেজিস্ট্রিকরণ, তল্লাশি এবং প্রতিলিপির ফী সম্পর্কে

৭৮। সরকার ফি ধার্য করিবেন

সরকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য দেয় ফি সম্পর্কে একটি তালিকা প্রস্তুত করিবেন।

- (ক) দলিলপত্রাদির রেজিস্ট্রিকরণ;
- (খ) রেজিস্ট্রার তল্লাশি;
- (গ) রেজিস্ট্রিকরণের পূর্বে ও পরে কারণ, লিপিবদ্ধ বিষয় বা দলিলপত্রাদির প্রতিলিপি প্রস্তুত বা প্রদান এবং অতিরিক্ত অথবা সংযুক্ত দেয় ফি সম্পর্কে;
- (ঘ) ৩০ ধারা মতে প্রত্যেক রেজিস্ট্রিকরণ সম্পর্কে;
- (ঙ) কমিশন ইস্যু করা;
- (চ) অনুবাদ দাখিল;
- (ছ) ব্যক্তিগত বসতবাড়িতে উপস্থিতি;
- (জ) দলিলপত্রাদির হেফাজত ও ফেরত প্রদান; এবং
- (ঝ) সরকারের মতে এই আইনের উদ্দেশ্যাবলী কার্যকরী করিবার জন্য অন্যান্য বিষয়।

৭৮ক। বিক্রয় চুক্তিপত্র, হেবা এবং বন্ধকী দলিলে রেজিস্ট্রি ফি

ধারা ৭৮ কিংবা অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন;

- (ক) কোন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় চুক্তি নামার জন্য প্রদেয় রেজিস্ট্রেশন ফী হইবে;
 - (১) ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা, যে সম্পত্তির মূল্য ৫০০০০০/- (পাঁচ লাখ) টাকার উর্ধ্বে নয়;
 - (২) ১০০০/- (এক হাজার) টাকা, যে সম্পত্তির মূল্য ৫০০০০০/- (পাঁচ লাখ) টাকার উর্ধ্বে নয়;
 - (৩) ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা, যে সম্পত্তির মূল্য ৫০০০০০০/- (পঞ্চাশ লাখ) টাকার উর্ধ্বে;
- (খ) মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইন (শরিয়ত) অনুসারে হেবামূলে কোন স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর বিষয়ক ঘোষণা রেজিস্ট্রি র জন্য সম্পত্তির মূল্য নির্বিশেষে প্রদেয় রেজিস্ট্রি ফি ১০০/- (একশত) টাকা মাত্র। যদি উক্ত হেবা স্বামী ও স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তান, দাদা-দাদি

(নানা-নানী) ও নাতি-নাতনি, সহোদর ভাইগণ, সহোদর বোনগণ এবং সহোদর ভাইগণ ও বোনগণের মধ্যে হয়।

(খখ) হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধদের ব্যক্তিগত আইনের অধীনে প্রণীত কোন স্থাবর সম্পত্তির দানের ঘোষণার নিবন্ধনের নিমিত্তে নিবন্ধন ফি প্রদেয় হইয়া থাকে, যদি এই জাতীয় দান তাহাদের ব্যক্তিগত আইন দ্বারা অনুমোদনকৃত হয়। সম্পত্তির মূল্যের সাপেক্ষে ১০০/- (একশত) টাকা করিয়া দিতে হইবে। এই ধরনের দান পতি বা পত্নী, পিতা-মাতা এবং শিশু সন্তানাদি, পিতামহ-মাতামহ এবং নাতি-নাতনি, পূর্ণ ভাই ও পূর্ণ বোনের মধ্যে প্রদেয় হইয়া থাকে।

(গ) সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ এর ধারা ৫৯ অনুসারে বন্ধকী দলিলের প্রদেয় রেজিস্ট্রেশন ফি নিম্নরূপ—

(অ) যেই ক্ষেত্রে ঋণ বাবদ মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ ৫০০০০০/- (পাঁচ লাখ) টাকার উর্ধ্বে নয়—ঋণ বাবদ মঞ্জুরীকৃত টাকার ১% কিন্তু ২০০/- (দুইশত) টাকার কম নয় এবং ৫০০/- (পাঁচশত) টাকার উর্ধ্বে নয়;

(আ) যেই ক্ষেত্রে ঋণ বাবদ মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ ৫০০০০০/- (পাঁচ লাখ) টাকার উর্ধ্বে কিন্তু ২০০০০০০/- (বিশ লাখ) টাকার উর্ধ্বে নয়—মঞ্জুরীকৃত টাকার ০.২৫% কিন্তু ১৫০০/- (একহাজার পাঁচশত) টাকার কম নয় এবং ২০০০/- (দুই হাজার) টাকার উর্ধ্বে নয়;

(ই) যেই ক্ষেত্রে ঋণ বাবদ মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ ২০০০০০০/- (বিশ লাখ) টাকার উর্ধ্বে—মঞ্জুরীকৃত টাকার ০.১% কিন্তু ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকার কম নয় এবং ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার উর্ধ্বে নয়;

৭৮খ। বাটোয়ারা দলিলের রেজিস্ট্রি ফি

আরা ৭৮ বা বলবৎ অপর কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন অস্থাবর সম্পত্তির বাটোয়ারা দলিলের রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রদেয় ফি হইবে—

(১) যেক্ষেত্রে সম্পত্তির মূল্য ৫০০০০০/- (পাঁচ লাখ) টাকার অধিক নয়, সেক্ষেত্রে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা;

(২) যেক্ষেত্রে সম্পত্তির মূল্য ৩০০০০০/- (তিন লাখ) টাকার অধিক কিন্তু ১০০০০০০/- (দশ লাখ) টাকার অধিক নয়, সেক্ষেত্রে ৭০০/ (সাতশত) টাকা;

(৩) যেক্ষেত্রে সম্পত্তির মূল্য ১০০০০০০/- (দশ লাখ) টাকার অধিক কিন্তু ৩০০০০০০/- (ত্রিশ লাখ) টাকার অধিক নয়, সেক্ষেত্রে বারশত টাকা;

(৪) যেক্ষেত্রে সম্পত্তির মূল্য ৩০০০০০০/- (ত্রিশ লাখ) টাকার অধিক কিন্তু ৫০০০০০০/- (পঞ্চাশ লাখ) টাকার অধিক নয়, সেক্ষেত্রে ১৮০০/- (একহাজার আটশত) টাকা;

(৫) যেক্ষেত্রে সম্পত্তির মূল্য ৫০০০০০০/- (পঞ্চাশ লাখ) টাকার অধিক, সেক্ষেত্রে ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা;

৭৯। ফি-এর তালিকা প্রকাশ

উপরোক্ত দেয় ফী-এর তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে এবং ইংরেজি ও জেলার মাতৃভাষায় উহার প্রতিলিপি করিয়া প্রত্যেক রেজিস্ট্রি অফিসে সাধারণের নজরে পড়ে এমন স্থানে লটকাইয়া দিতে হইবে।

৮০। দাখিলের সময় দেয় ফি

এই আইন মোতাবেক দলিল রেজিস্ট্রির জন্য উপস্থাপনের সময় সমুদয় ফি প্রদান করিতে হইবে।

ত্রয়োদশ-ক খন্ড টাইট সম্পর্কে

৮০ক। টাইটদের তালিকা প্রস্তুত এবং প্রকাশ করিবার ক্ষমতা

- (১) প্রত্যেক জেলা রেজিস্ট্রার তাহার দপ্তর সম্পর্কে ও অধিনস্থ দপ্তর সম্পর্কে এবং প্রত্যেক সাব-ডিভিশনাল তাহার এখতিয়ারাধীন নিবন্ধন দপ্তর সম্পর্কে ৮০খ ধারায় বর্ণিত শর্ত মোতাবেক তাহার নিজের কিংবা যে কোন সাব-রেজিস্ট্রার এর নিকট সন্তোষজনক মনে হইলে ব্যক্তিগণ যাহারা অভ্যাসগত রূপে টাইট হিসাবে কার্য করিয়া থাকে, সেই সমস্ত ব্যক্তিদের একটি তালিকা বা ফর্দ প্রণয়ন এবং প্রকাশ করিবেন এবং সময়ে সময়ে এইরূপ তালিকা পরিবর্তন এবং সংশোধন করিবেন।
- (২) কোন ব্যক্তির নামই এইরূপ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এইরূপ তালিকায় অন্তর্ভুক্তির বিপরীতে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান না করা হয়।
- (৩) এই ধারার অধীনে সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রণীত এবং প্রকাশিত তালিকায় যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির নাম করা হয়, এইরূপ ব্যক্তি তাহার নাম উল্লেখ তালিকায় প্রকাশিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত তালিকা হইতে তাহার নাম বাতিল করিবার জন্য জেলা রেজিস্ট্রারের নিকট লিখিতভাবে দরখাস্ত করিতে পারিবেন; অনুসন্ধানের পর (যদি থাকে), উক্ত দরখাস্তের উপর রেজিস্ট্রার কর্তৃক যাহা উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবেন এবং তাহার আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮০খ। সন্দেহ জনক টাইটদের ক্ষেত্রে সাব-রেজিস্ট্রার কর্তৃক অনুসন্ধান

যে কোন জেলা-রেজিস্ট্রার বা সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট তাহাদের এখতিয়ারাধীন যে কোন সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট টাইট হিসাবে সন্দেহজনক ব্যক্তির নাম প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং অতঃপর সাব-রেজিস্ট্রার উক্ত ব্যক্তির আচার আচরণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবেন, এবং ৮০ক ধারার ২ উপধারার অধীন তাহাকে কারণ দর্শাইবার সুযোগ প্রদান করিবার পর, যিনি তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন সেই কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন পেশ করিবেন, এই মর্মে যে, ব্যক্তিটি সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত একজন টাইট কি না, এবং কর্তৃপক্ষ ৮০ক ধারার ১ উপধারার অধীনে প্রণীত এবং প্রকাশিত টাইটের তালিকায়, এইরূপে প্রমাণিত যে কোন ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তির নাম তালিকাভুক্ত করিবার পূর্বে, যিনি তাহার সামনে হাজির হইবেন এবং শুনানীর ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন উক্ত ব্যক্তিকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিবেন।

৮০গ। রেজিস্ট্রি অফিসমূহে টাইটদের তালিকা লটকানো

এইরূপ প্রতি তালিকার একটি প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রি অফিসে লটকাইয়া রাখিতে হইবে।

৮০ঘ। রেজিস্ট্রি অফিসের এলাকা হইতে টাউটদের বহিষ্কার

যাহার নাম উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে সেইরূপ ব্যক্তিকে নিবন্ধকারী কর্মকর্তা সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা তাহার রেজিস্ট্রি অফিসের এলাকা হইতে বহিষ্কার করিতে পারিবেন।

৮০ঙ। রেজিস্ট্রি অফিসের এলাকার মধ্যে টাউট দর্শিত হইলে অনুমান

৮০ঘ ধারার অধীনে রেজিস্ট্রি অফিসের এলাকা হইতে বহিষ্কৃত ব্যক্তিকে যদি নিবন্ধকারী কর্মকর্তার লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে রেজিস্ট্রি অফিসের এলাকার ভিতর পাওয়া যায়, তবে ৮২ক ধারার উদ্দেশ্যে বিবেচিত হইবে যে, উক্ত ব্যক্তি টাউট হিসাবে কার্য করিতেছে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেখানে উক্ত ব্যক্তি এইরূপ দপ্তরে নিবন্ধনযোগ্য কোন একটি দলিলের পক্ষ বা নিবন্ধকারী কর্মকর্তার সমনের মাধ্যমে উপস্থিত হওয়ার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন সেখানে ধারাটি প্রযোজ্য হইবে না।

৮০চ। টাউটদের গ্রেফতার ও বিচার

- (১) রেজিস্ট্রি অফিসের এলাকার মধ্যে দেখা গিয়াছে এইরূপ কোন টাউটকে যে কোন নিবন্ধকারী কর্মকর্তা গ্রেফতার করিবার জন্য লিখিত আদেশ দ্বারা যে কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারেন। সেই আদেশ মোতাবেক উক্ত টাউটকে গ্রেফতার করা যাইতে পারে এবং সাথে সাথেই তাহাকে নিবন্ধকারী কর্মকর্তা সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে।
- (২) টাউট তাহার অপরাধ স্বীকার না করিলে তাহার আটক, বিচার ও দণ্ড প্রদানে ক্ষেত্রে ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪৮০, ৪৮১ এবং ৪১২ যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে।
যদি টাউট তাহার দোষ স্বীকার না করে সেক্ষেত্রেও একইভাবে তাহার আটক, বিচার ও দণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৮০ ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে।
- (৩) একজন নিবন্ধকারী কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৮০, ৪৮১ এবং ৪১২ ধারা প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালত হিসাবে বিবেচিত হইবেন।

ত্রয়োদশ-খ খন্ড দলিল লেখক

৮০ছ। দলিল লেখকদের সম্পর্কে মহাপরিদর্শক কর্তৃক বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) এই আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সময় সময় বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা মহাপরিদর্শকের থাকিবে—

- (ক) রেজিস্ট্রি অফিসের সীমানার মধ্যে বসিয়া যে সকল ব্যক্তি দলিল লিখেন বা যাহারা দলিল লিখার উদ্দেশ্যে রেজিস্ট্রি অফিসে সব সময়ই আগমন করেন তাহাদিগকে কোন প্রক্রিয়ায় এবং কি শর্তে লাইসেন্স অনুমোদন করা যায় তাহা নির্ধারণ সম্পর্কে;
- (খ) অনুরূপ লাইসেন্সের জন্য প্রদেয় ফিস (যদি থাকে) নির্ধারণ করিয়া; এবং
- (গ) যে সকল ব্যক্তি কোন প্রকার লাইসেন্স ছাড়াই রেজিস্ট্রি অফিসের সীমানার বাহিরে দলিল লিখিয়া থাকেন, তাহা অত্র আইনের উদ্দেশ্যে কোন শর্তে টাউট বলিয়া গণ্য হইবে তাহা ঘোষণা করা।

(২) এইরূপ বিধি প্রণয়ন করিয়া তাহা সরকারের অনুমোদনের নিমিত্তে উপস্থাপন করিতে হইবে এবং অনুমোদিত হওয়ার পর তাহা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে এবং প্রকাশিত হইলে উহার ফল এমন হইবে যেন অত্র আইনেই তাহা বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

চতুর্দশ খন্ড শাস্তি সম্পর্কে

৮১। ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে দলিলাদির ক্রটিপূর্ণ পৃষ্ঠাঙ্কন নকল, অনুবাদ কিংবা রেজিস্ট্রি করিবার দণ্ড

এই আইন অনুসারে নিযুক্ত প্রত্যেক নিবন্ধনকারী অফিসার এবং এই আইনের উদ্দেশ্যে তাহার অফিসে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তি এই বিধান অনুসারে দাখিলকৃত বা জমা-দেওয়া কোন দলিল পৃষ্ঠাঙ্কন, নকল, অনুবাদ অথবা রেজিস্ট্রি করণের জন্য ভারপ্রাপ্ত হইয়া দণ্ডবিধিতে বর্ণিত ‘ক্ষতি’ সাধনের উদ্দেশ্যে অথবা ক্ষতি সাধিত হইতে পারে এইরূপ জানা সত্ত্বেও যদি অশুদ্ধ বলিয়া জানেন বা বিশ্বাস করেন, এইরূপ কোন পদ্ধতিতে উক্ত দলিল পৃষ্ঠাঙ্কন, নকল, অনুবাদ বা রেজিস্ট্রি করেন, তবে ৭ (সাত) বৎসরের কারাদণ্ড বা জরিমানা অথবা উভয় প্রকারে দণ্ডনীয় হইবেন।

৮২। মিথ্যা বিবৃতি দান, মিথ্যা নকল বা অনুবাদ প্রদান, মিথ্যা পরিচয় দান ও অনুরূপ কার্যে সহায়তার দণ্ড

- (ক) এই আইন অনুসারে কোন কার্যক্রম বা তদন্ত পরিচালনা করা কালে এই আইন কার্যকরীকরণে রত কোন অফিসারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিয়া বা না করিয়া, নথিভুক্ত হউক বা না হউক, কোন মিথ্যা বিবৃতি স্বেচ্ছায় দান করিলেন; অথবা
- (খ) ১৯ কিংবা ২১ ধারা অনুসারে কার্য পরিচালনাকালে নিবন্ধনকারী অফিসারের নিকট কোন দলিলের মিথ্যা নকল বা অনুবাদ অথবা কোন নক্সা কিংবা কোন পরিকল্পনার মিথ্যা নকল স্বেচ্ছায় প্রদান করিলে; অথবা
- (গ) এই আইন অনুসারে কোন কার্যক্রম বা তদন্ত পরিচালনা কালে কোন ব্যক্তিরূপে নিজেকে পরিচয় দিলে বা ঐরূপ কোন দলিল দাখিল করিলে অথবা কোন স্বীকৃতি বা বিবৃতি দিলে কিংবা কোন কমিশন বা সমন দেওয়া হইলে; অথবা
- (ঘ) এই আইনের দণ্ডনীয় কোন কার্যের সহায়ক হইলে; তাহা হইলে ৭ (সাত) বৎসরের কারাদণ্ড বা জরিমানা অথবা উভয় প্রকারের দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

৮২ক। দণ্ড

এই আইনের অধীনে প্রণীত এবং প্রকাশিত টাউটদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নামের যে কেহ টাউট হিসেবে কর্ম সম্পাদন করিলে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, যাহা ৩ (তিন) মাস মেয়াদ পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে, বা অর্থদণ্ড যাহা ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

৮৩। নিবন্ধনকারী অফিসার অভিযোগ আনয়ন করিতে পারেন

- (১) কোন অপরাধ সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধনকারী অফিসারের গোচরীভূত হইলে যে এলাকায় বা উপজেলায় উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে সেই স্থানে ইন্সপেক্টর জেনারেল, রেজিস্ট্রার বা সাব-রেজিস্ট্রার কর্তৃক অথবা তাহাদের অনুমতিক্রমে অপরাধীকে যথারীতি ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ করা হইবে।
- (২) ধারা ৮০৮ তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ এইরূপ আদালত বা অফিসার কর্তৃক বিচার হইবে, যাহাদের ক্ষমতা-দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের নিচে নহে।

৮৪। নিবন্ধনকারী অফিসারগণ সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন

- (১) এই আইন অনুসারে প্রত্যেক নিবন্ধনকারী অফিসার দণ্ডবিধিতে বর্ণিত সরকারি কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন।
- (২) এইরূপ নিবন্ধনকারী অফিসারের প্রয়োজনে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিকট সংবাদ প্রদান করিতে আইনত বাধ্য থাকিবেন।
- (৩) এই আইন মোতাবেক কোন কার্যক্রম দণ্ডবিধির ২২৮ ধারায় বর্ণিত বিচার-বিষয়ক কার্যক্রম শব্দের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

পঞ্চদশ খন্ড বিবিধ

৮৫। দাবিদারহীন দলিল নষ্ট করা

উইল ছাড়া অন্যান্য দলিলপত্র কোন রেজিস্ট্রি অফিসে ২ (দুই) বৎসরের অধিক কাল অদাবিকৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে উহা নষ্ট করিয়া ফেলা হইবে।

৮৬। [দায়মুক্তি]^{২৭}

সরকারী কর্তব্য হিসাব বা সরল বিশ্বাসে নিবন্ধনকারী অফিসার কর্তৃক কোন কার্য সম্পাদন করা বা উহাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের জন্য তিনি দায়ী হইবেন না। কোন নিবন্ধনকারী অফিসার উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন সরল বিশ্বাসে কোন কিছু করিলে বা করিতে অস্বীকৃতি প্রদান করিলে কোনরূপ দাবি বা মোকদ্দমায় দায়ী হইবেন না।

৮৭। নিয়োগ বা পদ্ধতিগত ত্রুটির জন্য উপরোক্তরূপে কৃত কোন কিছুই অবৈধ হইবে না

- (১) কোন নিবন্ধনকারী অফিসার এই আইন অথবা এই আইন দ্বারা বাতিলকৃত অন্য কোন আইন অনুসারে সরল বিশ্বাসে কোন কিছু করিলে তাহা কেবল উক্ত অফিসারদের নিয়োগদান অথবা নিয়োগ পদ্ধতিতে কোনরূপ ত্রুটি থাকিবার কারণেই অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না।
- (২) দলিল রেজিস্ট্রেশনের জন্য উপস্থাপনকারী পদ্ধতিগত কোন ভুল করিলে বা তাহার অনুরূপ ক্ষমতা না থাকিলে ঐ কারণে দলিল রেজিস্ট্রেশন বাতিল বা ত্রুটিযুক্ত হইবে না।

৮৮। সরকারি অফিসার বা সরকারি পদে অধিষ্ঠিত কতিপয় ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত দলিল রেজিস্ট্রি করা

- (১) অত্র আইনে যাহাই থাকুক না কেন, কোন সরকারি অফিসার বা বাংলাদেশের এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল অথবা কোন সরকারি জিম্মাদার (ট্রাস্টী) বা সরকারিভাবে মনোনীত ব্যক্তি অথবা হাইকোর্টের রিসিভার বা রেজিস্ট্রার কর্তৃক সরকারি পদমর্যাদা বলে সম্পাদিত কোন দলিলের নিবন্ধনকারী সম্পর্কে রেজিস্ট্রি অফিসে পরিচালিত কোন কার্যক্রমে তাহাদের ব্যক্তিগতভাবে বা এজেন্ট মারফত হাজির হইবার অথবা ৫৮ ধারা অনুসারে দরখাস্ত করিবার জন্য রেজিস্ট্রি অফিসে উপস্থিত হইবার প্রয়োজন হইবে না।
- (২) যে ক্ষেত্রে ঐরূপভাবে কোন দলিল সম্পাদিত হয় সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রি অফিসার প্রয়োজন মনে করিলে সরকারের কোন সেক্রেটারী/সচিব বা ঐরূপ কোন সরকারি কর্মচারী, এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল, সরকারি জিম্মাদার, সরকারীভাবে মনোনীত ব্যক্তি, রিসিভার বা রেজিস্ট্রারের নিকট হইতে ঐ সম্পর্কে সংবাদ গ্রহণ করিবেন এবং সম্পাদন সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইয়া দলিলটি রেজিস্ট্রি করিবেন।

^{২৭} প্রস্তাবিত

৮৯। কতিপয় আদেশ, সার্টিফিকেট এবং দলিলের নকল নিবন্ধনকারী অফিসারের নিকট প্রেরণ ও নথিভুক্ত করিতে হইবে

- (১) ১৮৮৩ সনের ‘ভূমি উন্নয়ন ঋণ আইন’ অনুসারে ঋণ প্রদান করিয়া প্রত্যেক অফিসার যেই জমির উন্নয়ন করা হইবে বা যেই জমি জামানত হিসাবে প্রদান করিতে হইবে, এইরূপ জমি সম্পূর্ণ বা আংশিক যেই নিবন্ধনকারী অফিসারের এলাকায় অবস্থিত সেই রেজিস্ট্রেশন অফিসারের নিকট তাহার আদেশের একটি নকল প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত রেজিস্ট্রেশন অফিসার ঐ সকল তাহার অফিসে ১নং বহিতে নথিভুক্ত করিবেন।
- (২) ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধি অনুসারে কোন স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়ের সার্টিফিকেট প্রদান করিয়া প্রত্যেক আদালত উক্ত সার্টিফিকেটে উল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তি সম্পূর্ণ বা অংশত যেই রেজিস্ট্রেশন অফিসারের এলাকায় অবস্থিত তাহার নিকট ঐ সার্টিফিকেটের একটি নকল প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত অফিসার নকলটি তাহার অফিসে ১নং বহিতে নথিভুক্ত করিবেন।
- (৩) ১৮৮৪ সনের কৃষি ঋণ আইন অনুসারে কোন ঋণ প্রদান করিয়া প্রত্যেক অফিসার ঋণ পরিশোধের ‘জামানত’ হিসাবে বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তি সম্পূর্ণ বা আংশিক যে রেজিস্ট্রেশন অফিসারের এলাকায় অবস্থিত সেই অফিসারের নিকট উক্ত বন্ধকী দলিলের এবং তাহার আদেশের একটি কপি প্রেরণ করিবেন এবং নিবন্ধনকারী অফিসার উক্ত নকলসমূহ তাহার অফিসে ১নং বহিতে নথিভুক্ত করিবেন।
- (৪) প্রত্যেক রেভিনিউ অফিসার সরকারি নিলামে বিক্রিত স্থাবর সম্পত্তির ক্রেতাকে উক্ত বিক্রয়ের সার্টিফিকেট প্রদান করিয়া ঐ সার্টিফিকেটের একটি নকল রেজিস্ট্রিকারী অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং রেজিস্ট্রেশন অফিসার নকলটি তাহার অফিসে ১নং বহিতে নথিভুক্ত করিবেন।

[৮৯ক। দলিলের অবিকল নকল নথিভুক্তকরণের জন্য বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা]

দলিলের অবিকল নকল নথিভুক্তকরণের জন্য বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা:

- (১) সরকার এই আইনের অধীন যথাযথ বহিতে অবিকল নকল নথিভুক্তকরণের সহিত সম্পর্কযুক্ত সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।
- (২) বিশেষ এবং সাধারণ পূর্ববর্তী ক্ষমতার ব্যত্যয় না ঘটাইয়া, অনুরূপ বিধিমালায় থাকিবে-
 - (ক) এমন পদ্ধতি যাহাতে দলিলের অবিকল নকল করা হইবে; এবং
 - (খ) উক্ত দলিলের নথিভুক্তকরণের এবং বাঁধাইকরণের পদ্ধতি।
- (৩) এই ধারার অধীন প্রণীত সকল বিধিমালা অফিসিয়াল গেজেটে প্রকাশিত হইবে, যদি না ইহা একটি নির্দিষ্ট দিনে বলবতের বিষয়ে উল্লেখ থাকে, তাহা না হইলে গেজেট প্রকাশিত হওয়ার তারিখ হইতেই ইহা বলবত হইবে।^{১০}

৯০। সরকার কর্তৃক কিংবা সরকারের নামে সম্পাদিত কতিপয় দলিলের ক্ষেত্রে রেহাই

- (১) এই আইন অথবা ১৮৭৭ বা ১৮৭১ সনের রেজিস্ট্রিকরণ আইন অথবা এই আইন দ্বারা বাতিলকৃত অন্য কোন আইনের কোন বিধান অনুসারে নিম্নলিখিত দলিলপত্রাদি বা নক্সা রেজিস্ট্রি করিবার প্রয়োজন হইবে বলিয়া বিবেচিত হইবে না।
 - (ক) জমির খাজনা বন্দোবস্ত বা পুনঃবন্দোবস্তের জন্য নিয়োজিত কোন অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত, প্রাপ্ত বা সহি-মোহরকৃত দলিল পত্রাদি এবং উক্ত বন্দোবস্ত সম্পর্কিত নথিপত্রের কোন অংশ; অথবা

^{১০} প্রস্তাবিত

- (খ) জমি জরিপ বা পুনঃজরিপের জন্য সরকারের তরফ হইতে নিয়োজিত কোন অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত, প্রাপ্ত বা সহিমোহরকৃত দলিলপত্রাদি ও নক্সাসমূহের এবং উক্ত জরিপ সম্পর্কিত নথির কোন অংশ; অথবা
 - (গ) বর্তমানে প্রচলিত কোন আইন অনুসারে গ্রামাঞ্চলের নথিপত্র প্রস্তুত করিবার ভারপ্রাপ্ত পাটোয়ারী বা অন্যান্য অফিসার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ান্তর রাজস্ব অফিসে দাখিলকৃত দলিলপত্রাদি; অথবা
 - (ঘ) সরকার কর্তৃক জমি বা জমিতে কোনরূপ সুবিধা প্রদান বা সমর্পণের সাক্ষ্য হিসাবে সনদ, উপটৌকন; মালিকানা দলিল এবং অন্যান্য দলিলপত্র; অথবা
 - (ঙ) অপ্রয়োজনীয়।
- (২) ঐরূপ দলিলপত্রাদি এবং নক্সাসমূহ ৪৮ এবং ৫৯ ধারার উদ্দেশ্যে এই আইনের বিধান অনুসারে রেজিস্ট্রিকৃত হইয়াছে বা হইবে বলিয়া গণ্য হইবে।

৯১। অনুরূপ দলিল পরিদর্শন ও উহাদের নকল গ্রহণ

ঐরূপ বিধান এবং এই মর্মে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফী পূর্বাঙ্কে প্রদানসাপেক্ষে কোন ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে ৯০ ধারার (ক), (খ), (গ) এবং (ঘ) দফায় উল্লিখিত দলিলপত্রাদি এবং নকশাসমূহ দেখিতে হইবে এবং উপরোক্ত বিধান এবং ফি প্রদান সাপেক্ষে নকল লইবার জন্য দরখাস্তকারীকে ঐ সমস্ত দলিলপত্রের নকল প্রদান করিতে হইবে।

৯২। (বাতিলকৃত)

৯৩। (বাতিলকৃত)

রেজিস্ট্রেশন বিধিমালা, ২০১৪ (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)

এস. আর. ও নং ২৭৫-আইন/২০১৪।- Registration Act, 1908 (XVI of 1908) এর Section 69 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Inspector General কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নিম্নরূপ বিধিমালা সরকার কর্তৃক অনুমোদনক্রমে এতদ্বারা প্রকাশ করা হইল, যথা:-

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

- (১) এই বিধিমালা নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৪ নামে অভিহিত হইবে।
- (২) এই বিধিমালা ১৬ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

- (১) “আইন” অর্থ নিবন্ধন আইন, ১৯০৮;
- (২) “পরিশিষ্ট” অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযুক্ত পরিশিষ্ট;
- [(২ক) “হেবা” অর্থ হেবা-বিল এওয়াজকেও অন্তর্ভুক্ত করিবে;]^{১০}
- [(২খ) “সম্পাদনকারী” অর্থ গ্রহীতাকেও অন্তর্ভুক্ত করিবে;]^{১১}
- (৩) “নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা” অর্থ রেজিস্ট্রার এবং সাব-রেজিস্ট্রার উভয়ই অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৪) “নিবন্ধন কার্যালয়” অর্থ রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার উভয়ের অফিসকে অন্তর্ভুক্ত করিবে;
- (৫) “বিধি” অর্থ আইনের অধীন প্রণীত বিধি;
- (৬) “ধারা” অর্থ আইনের কোন ধারা;
- (৭) “ট্রেজারী” অর্থে সরকারি হিসাবে অর্থ গ্রহণে প্রাধিকারপ্রাপ্ত বাংলাদেশ ব্যাংকসমূহ (জাতীয়করণকৃত) আদেশ, ১৯৭২ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত সোনালী ব্যাংকের কোন শাখা অন্তর্ভুক্ত হইবে।

^{১০} প্রস্তাবিত

^{১১} প্রস্তাবিত

প্রথম অধ্যায়

নিবন্ধন কার্যালয়ে রেজিস্টার বহি, কাগজ-পত্র ও দলিল-দস্তাবেজের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা এবং দলিলাদি বিনষ্টিকরণ

৩। রেজিস্টার বহি ১ হইতে ৫ এর ফরম

[নিবন্ধন আইনে নির্দেশিত ২ ও ৫ নম্বর রেজিস্টার বহি পরিশিষ্ট-১ এ প্রদত্ত যথাক্রমে ২ এবং ৩ নম্বর ফরম মোতাবেক সংরক্ষণ করিতে হইবে]।

৪। রেজিস্টার বহি সংরক্ষণ পদ্ধতি

১, ৩, ও ৪ রেজিস্টার বহির বাম পার্শ্বে মার্জিনে নিবন্ধিত প্রতিটি দলিলে ব্যবহৃত স্ট্যাম্পের মূল্য, বিধি ৪২ক এ নির্দেশিত দলিলের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে প্রত্যায়ন, এবং টীপের বহিতে (ফরম নং ৪, পরিশিষ্ট-১) গৃহীত (যদি থাকে) প্রতিটি টিপছাপের ক্রমিক নম্বরসহ তৎসঙ্গে নিবন্ধন কার্যালয়ে প্রস্তুতকৃত নিবন্ধন সংক্রান্ত যাবতীয় পৃষ্ঠাঙ্কন লাল কালি; মধ্যভাগে মূল দলিল কাল কালি, এবং প্রতিটি দলিলের প্রতিলিপির নিম্নভাগে স্ট্যাম্প বিক্রেতার প্রত্যায়ন লাল কালিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, এবং ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন বর্ণিত টীকা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য ডান পার্শ্বেও মার্জিন ফাঁকা রাখিতে হইবে, যাহাও লাল কালিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। রেজিস্টার বহির পৃথক বালাম

[***]^{৩২}

২, ৩, ও ৫ নং রেজিস্টার বহি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অব্যাহত রাখা যাইবে এবং ১ ও ৪ নম্বর বহির একই বালাম প্রয়োজনে একাধিক বৎসর ব্যবহার করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ৩ নং রেজিস্টার বহি, সম্পূর্ণ হউক বা না হউক, প্রত্যেক ক্ষেত্রে উহা খুলিবার পর প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসর অন্তর সমাপ্ত করিতে হইবে।

৬। নথিবহি সংরক্ষণ

(১) প্রত্যেক সাব-রেজিস্ট্রার ১ নং রেজিস্টার বহির অংশস্বরূপ উহার বাঁধাইকৃত বালামের অতিরিক্ত দুইটি নথিবহি সংরক্ষণ করিবেন।

(২) এইরূপ একটি নথিবহিতে তিনি তাহার কার্যালয়ে ৬৪ এবং ৬৫ ধারার অধীন প্রেরিত নিবন্ধিত দলিলের স্মারকলিপি নথিভুক্ত করিবেন।

(৩) অপর নথিটিতে তিনি ধারা ৮৯ এর অধীন তৎকর্তৃক গৃহীত নিম্নবর্ণিত দলিলসমূহ নথিভুক্ত করিবেন, যথা:-

(অ) দেওয়ানী আদালত হইতে প্রাপ্ত বায়নানামার প্রতিলিপি এবং সাময়িকভাবে বলবৎ কোন আইনের অধীন উক্তরূপ বায়নানামা প্রেরণে প্রাধিকারপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার নিকট হইতে প্রাপ্ত বায়নামার প্রতিলিপি;

^{৩২} “নিবন্ধন আইনের ধারা ৫১ দ্বারা নির্ধারিত ১, ৩ ও ৪ নং রেজিস্টার বহি পরিশিষ্ট-১ এর ফরম নং ১ অনুসারে এবং একই ধারা দ্বারা নির্ধারিত ২ ও ৫ নং রেজিস্টার বহি যথাক্রমে উক্ত পরিশিষ্টের ফরম নং ২ ও ৩ অনুসারে সংরক্ষণ করিতে হইবে” বাক্যটির পরিবর্তে “নিবন্ধন আইনে নির্দেশিত ২ ও ৫ নং রেজিস্টার বহি পরিশিষ্ট-১ এ প্রদত্ত যথাক্রমে ২ এবং ৩ নম্বর ফরম মোতাবেক সংরক্ষণ করিতে হইবে” বাক্যটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{৩৩} “(১) নিবন্ধিত দলিলের সংখ্যাধিক্যেও কারণে, প্রয়োজন হইলে, ১ ও ৪ নং রেজিস্টার বহির কতিপয় বালাম যুগপৎভাবে ব্যবহার করিবার পস্থা অবলম্বন করা যাইবে” উপ-ধারাটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

(আ) ভূমি উন্নয়ন ঋণ আইন, ১৮৮৩ এর অধীন প্রেরিত দলিল ও প্রদত্ত আদেশের প্রতিলিপি; এবং

(ই) কৃষিজীবী ঋণ আইন, ১৮৮৪ ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আদেশ, ১৯৭৩ এর অধীন এবং কোন সমবায় সমিতি কর্তৃক প্রেরিত দলিলাদি ও আদেশের প্রতিলিপি।

(৪) প্রত্যেক রেজিস্ট্রার ১ নং রেজিস্টার বহির অংশস্বরূপ তিনটি পৃথক নথিবহি সংরক্ষণ করিবেন, যথা:- একটি স্মারকলিপির জন্য; একটি ৬৫ ও ৬৬ ধারার অধীন গৃহীত দলিল এবং ম্যাপ ও প্ল্যানের (যদি থাকে) প্রতিলিপির জন্য এবং একটি উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত এবং তৎকর্তৃক গৃহীত বায়নানামার প্রতিলিপি এবং দলিল ও আদেশের প্রতিলিপির জন্য।

(৫) উপ-বিধি (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত দলিলসমূহ বৎসরান্তে সুবিধাজনক মাপে বালাম আকাওে বাঁধাই করিতে হইবে। ১ নং রেজিস্টার বহিতে মূল দলিল নিবন্ধনের জন্য ব্যবহৃত ক্রমিক নম্বর হইতে পৃথক একটি ক্রমে উক্ত দলিলসমূহ ধারাবাহিকভাবে নম্বরযুক্ত করিতে হইবে। বালামসমূহ ১ নং রেজিস্টার বহির সহিত একই ক্রমে নম্বরযুক্ত হইবে। প্রত্যেক বালামের পৃষ্ঠাসমূহ ধারাবাহিকভাবে নম্বরযুক্ত হইবে।

৭। সকল নিবন্ধন কার্যালয়ে সংরক্ষণযোগ্য অতিরিক্ত নথিপত্র

সকল নিবন্ধন কার্যালয়ে বিধি ত এ উল্লিখিত ১ হইতে ৪ নং রেজিস্টার বহি, বিধি ৬ এ নির্ধারিত নথি-বহি এবং বিধি ৬০ এ উল্লিখিত গার্ড ফাইলের পাশাপাশি নিম্নলিখিত বহি ও রেজিস্টার উহাদেও প্রতিটির পার্শ্বে লিপিবদ্ধ ফরমে সংরক্ষণ করিতে হইবে, যথা—

- (১) তালিকা বহি (ফরম নং ২২, পরিশিষ্ট-১);
- (২) আসবাবপত্র জমার বহি (ফরম নং ২৫, পরিশিষ্ট-১);
- (৩) ক্যাশ বহি (ফরম নং ২৪, পরিশিষ্ট-১);
- (৪) ফি বহি (ফরম নং ১১, পরিশিষ্ট-১);
- (৫) ৫২ (১) (খ) ধারার অধীন রসিদবহি (ফরম নং ৮, পরিশিষ্ট-১);
- (৬) পরিদর্শন ও কমিশনের ফি ও ভ্রমণভাতা বা নিবন্ধন- পরবর্তী আদায়কৃত যে কোন ফি অথবা যে কোন ধরনের প্রাপ্তি, যেকমন, পুরাতন ভান্ডর বিক্রয়লব্ধ অর্থ ইত্যাদিও জন্য বিবিধ রসিদবহি (ফরম নং ১০, পরিশিষ্ট-১);
- (৭) ২৫ ও ৩৪ ধারার অধীনে জরিমানার রেজিস্টার (ফরম নং ২৮, পরিশিষ্ট-১);
- (৮) তল্লাশী ও নকলের আবেদনের জন্য রেজিস্টার (ফরম নং ১৮, পরিশিষ্ট-১);
- (৯) ভিজিট এবং কমিশন রেজিস্টার (ফরম নং ৯, পরিশিষ্ট-১);
- (১০) চালান বহি (ফরম নং ২৩, পরিশিষ্ট-১)
- (১১) ফেরত প্রদানের রেজিস্টার বহি (ফরম নং ২৯, পরিশিষ্ট-১);
- (১২) মোক্তারনামা রেজিস্টার (ফরম নং ১৭, পরিশিষ্ট-১);
- (১৩) টিপসহির বহি (ফরম নং ৪, পরিশিষ্ট-১);
- (১৪) নিবন্ধন কার্যে গ্রহণের নিমিত্তে অপেক্ষমান দলিলের রেজিস্টার (ফরম নং ২৭, পরিশিষ্ট-১);
- (১৫) আটককৃত দলিলের রেজিস্টার (ফরম নং ৭, পরিশিষ্ট-১);
- (১৬) অন্যান্য কার্যালয় হইতে প্রাপ্ত নকল, স্মারকলিপি, বায়নানামা ও সংক্ষিপ্ত-টিকার বহি (ফরম নং ৩১, পরিশিষ্ট-১);
- (১৭) অন্যান্য কার্যালয়ে প্রেরিত নকল, স্মারকলিপি, বায়নানামা ও সংক্ষিপ্ত-টিকার বহি (ফরম নং ২৬, পরিশিষ্ট-১);

(১৮) পরোয়ানা ও কোর্ট ফি রেজিস্টার (ফরম নং ৩০, পরিশিষ্ট-১);

(১৯) প্রাপ্ত চিঠি-পত্রের রেজিস্টার (ফরম নং ৩৪, পরিশিষ্ট-১);

(২০) প্রেরিত চিঠি-পত্রের রেজিস্টার (ফরম নং ৩৫, পরিশিষ্ট-১);

(২১) পুনঃনকলকরণ বহির রেজিস্টার (ফরম নং ৩৯, পরিশিষ্ট-১)।

[***]

৮। নিবন্ধকের কার্যালয়ে সংরক্ষণযোগ্য অতিরিক্ত রেজিস্টার

৫১ ধারায় নির্ধারিত বিধান মতে সংরক্ষিত ও ৫ নম্বর বালাম বহি এবং বিধি ৭ মোতাবেক সংরক্ষিত বহি ছাড়াও নিম্নলিখিত বহিগুলোও রেজিস্ট্রারের অফিসে সংরক্ষণ করিতে হইবে—

(১) বিধি ১০২ এর অধীনে জমাকৃত দাবিবহীন উইল দলিলের রেজিস্টার (ফরম নং ৫, পরিশিষ্ট-১);

(২) ৭২ ধারার অধীনে দায়েরকৃত আপীল রেজিস্টার (ফরম নং ৫, পরিশিষ্ট-১);

(৩) ৭৩ ধারার অধীনে আবেদনপত্র ও ধারা ৭৪ এর অধীন কার্যধারা রেজিস্টার (ফরম নং ৩৩, পরিশিষ্ট-১)।

[***]

৯। প্রতি জেলায় রেকর্ডপত্রের কেন্দ্রীয় কার্যালয়

প্রত্যেক রেজিস্ট্রারের কার্যালয় হইবে জেলার রেকর্ডপত্রের কেন্দ্রীয় কার্যালয়, যেখানে সদও কার্যালয়ের বহি ও রেকর্ডপত্রসহ বিধি ১০ এর অধীন সময় সময়, উহাতে স্থানান্তরিত সকল বহি এবং রেকর্ডপত্র জমা করিতে হইবে।

১০। জেলা কার্যালয়ে রেকর্ড স্থানান্তর

প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসে সমস্ত পূর্ববর্তী বৎসরের নিম্নবর্ণিত রেকর্ডপত্র সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয় হইতে রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে স্থানান্তর করিতে হইবে, যথা:-

(ক) ৩ নং রেজিস্টার বহির সম্পূর্ণকৃত বা সমাপ্তকৃত বালাম এবং ১, ২ ও ৪ নং রেজিস্টার বহির সমাপ্তকৃত বালাম, পাওয়ার অব অ্যাটর্নি রেজিস্টার এবং বিধি ৬ এ উল্লিখিত স্মারকলিপি ও নকল সংক্রান্ত নথিবহি;

(খ) ১, ২ ও ৪ নং সূচিপত্র বহি এবং ৩ নং সূচির আলগা পাতাসমূহ (দ্রঃ বিধি-৮৯);

(গ) ৬২ ধারার অধীনে নথিভুক্ত অনুবাদ ও নকলের নথি; এবং

(ঘ) সমাপ্তকৃত টীপছাপের বহি:

তবে শর্ত থাকে যে, রেজিস্ট্রার, সাধারণ বা বিশেষ আদেশবলে, এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে, তাহার অধস্তন কোন কার্যালয়ের রেকর্ডপত্রের নিরাপদ হেফাজতের জন্য উপযুক্ত স্থানের অভাবে, অথবা অন্য কোন কারণে, তিনি যেরূপ প্রয়োজনীয় ও সমীচীন মনে করেন সেইরূপ সময়ে তাহার কার্যালয়ে স্থানান্তর করিতে হইবে।

১১। রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণযোগ্য রেকর্ডপত্র

সকল রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে নিম্নবর্ণিত রেকর্ডপত্র স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে, যথা—

(১) তালিকা বহি;

“ধারা ৭ এর উপ-ধারা (২২) ও (২৩)” বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে

“ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৪)” বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে

- (২) ১৯৭৩ সনের ৩৯ প্রবিধান (Regulation) এর অধীন কাজীগণের রেকর্ডপত্র;
- (৩) বিভিন্ন নিবন্ধন আইন (১৮৬৪ সনের ১৬ নং আইন, ১৮৬৬ সনের ২০ নং আইন, ১৮৭১ সনের ৮নং আইন, ১৮৭৭ সনের ৩ নং আইন এবং ১৯০৮ সনের ১৬ নং আইন) এর অধীন নির্ধারিত রেজিস্টার বহি (অগ্রাহ্যের রেজিস্টার ব্যতীত) এবং উহাদের সূচিবহি এবং নথিভুক্ত অনুবাদ ও অবিকল নকল;
- (৪) ১৮৬৪ সনের ১৬ নং আইন-পূর্ববর্তী সংরক্ষিত দলিলের রেজিস্টার ও উহাদের সূচিবহি;
- (৫) বিনষ্টকৃত রেকর্ডের তালিকা ও রেকর্ড বিনষ্টকরণের প্রতিবেদন;
- (৬) বিনষ্টকৃত দাবিবিহীন দলিলের তালিকা ও বিনষ্টকরণের প্রতিবেদন;
- (৭) নকল, স্মারকলিপি ও নিলামের বায়নানামার নথি-বহি;
- (৮) বিধি ১০২ এর অধীন সদর কার্যালয়ে জমাকৃত দাবিবিহীন উইলের রেজিস্টার;
- (৯) পুনঃনকলকৃত বহির রেজিস্টার।

[***]

১২। অন্যান্য নিবন্ধন কার্যালয়ে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণযোগ্য রেকর্ডপত্র

অন্যান্য নিবন্ধন কার্যালয়ে নিম্নবর্ণিত রেকর্ডপত্র স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে, যথা-

- (১) তালিকা বহি;
- (২) বিনষ্টকৃত রেকর্ডপত্রের তালিকা;
- (৩) বিনষ্টকৃত দাবিবিহীন দলিলের তালিকা; এবং
- (৪) পুনঃনকলকৃত বহির রেজিস্টার।

১৩। রেকর্ডপত্রের নিরাপদ হেফাজতের দায়িত্ব

প্রত্যেক নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা পূর্ববর্তী বৎসরসমূহসহ তাহার কার্যালয়ে জমাকৃত, বা স্থানান্তরিত রেকর্ডপত্রসহ নিবন্ধন সংক্রান্ত যাবতীয় রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ ও নিরাপদ হেফাজতের জন্য দায়ী থাকিবেন।

১৪। ৮৫ ধারার অধীন দাবিবিহীন দলিল বিনষ্টকরণের টীকা

- (১) যেক্ষেত্রে কোন নিবন্ধিত দলিল অথবা নিবন্ধনের জন্য সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকৃত কোন দলিল, দুই বৎসরের অধিক কাল কোন নিবন্ধন কার্যালয়ে দাবিবিহীন অবস্থায় থাকিবার কারণে ধারা ৮৫ এর অধীন বিনষ্ট করা হয়, সেইক্ষেত্রে দলিলটি যে বহিতে নিবন্ধিত, উহার মার্জিনে যথাযথ নকলের পার্শ্বে অথবা, ক্ষেত্রমত, ২ নং রেজিস্টার বহির যথাযথ ভুক্তির পার্শ্বে, অধিকন্তু সংশ্লিষ্ট ফি বহিতেও এই বিষয়ে একটি টীকা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। টীকাটি অবশ্যই নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত ও তারিখযুক্ত হইবে।
- (২) কোন দলিল বিনষ্ট করিবার পূর্বে, যে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার কার্যালয়ে দলিলটি রক্ষিত, সেই নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা দলিলটি ফেরত গ্রহণের জন্য দাখিলকারীকে উৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে সর্বদা প্রচেষ্টা গ্রহণ করিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে, “দাখিলকারী দলিল ফেরত গ্রহণের নিমিত্ত উক্ত ফেরত নিবেন নতুবা দলিলটি বিনষ্ট করা হইবে” মর্মে বিজ্ঞপ্তিসহ বিনষ্টযোগ্য দলিলের একটি তালিকা কার্যালয়ে টাঙ্গাইয়া রাখিতে হইবে।

“ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১০) ও (১১)” বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে

দ্বিতীয় অধ্যায়

রেজিস্টার বহির প্রমাণীকরণ

১৫। রেজিস্টার বহিতে প্রদেয় প্রত্যয়ন

রেজিস্টার বহি খুলিবার সময় পৃষ্ঠাসমূহ গণনা করিতে হইবে, এবং সাব-রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রথম পৃষ্ঠার শিরোভাগে পৃষ্ঠা-সংখ্যা উল্লেখ করিয়া: “এই বহিতে ধারাবাহিকভাবে সংখ্যায়ুক্ত.....পৃষ্ঠা রহিয়াছে” মর্মে এই প্রত্যয়ন লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। রেজিস্টার বহি সমাপ্তির সময় বহিটির লিখিত অংশের শেষ প্রান্তে: “এই বহি সমাপ্ত হইয়াছে” মর্মে একটি প্রত্যয়ন প্রদান করিতে হইবে। অধিকন্তু লিখিত এবং বাতিলকৃত বা অলিখিত অবস্থায় পরিত্যক্ত (যদি থাকে) পৃষ্ঠা সংখ্যা এবং দলিলের নকলের সংখ্যা, বহিতে অন্তর্ভুক্ত ম্যাপ বা প্ল্যান, যদি থাকে, যে সকল পৃষ্ঠায় উক্তরূপ ম্যাপ বা প্ল্যান সংযুক্ত আছে, উক্ত পৃষ্ঠাসমূহ সংখ্যাভুক্ত করিয়া নিম্নবর্ণিত নিদর্শে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তনক্রমে, বহিটির প্রথম পৃষ্ঠার লিখিত অংশের শিরোভাগে অপর একটি প্রত্যয়ন প্রদান করিতে হইবে, যথা:-

“প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, ...টি দলিল এই বহির....পৃষ্ঠায় নকল করা হইয়াছে এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা.....অলিখিত বা বাতিল করা হইয়াছে এবং.....সংখ্যক ম্যাপ বা প্ল্যান.....পৃষ্ঠায় সংযুক্ত রহিয়াছে।”

১৬। নকল এবং টীকার প্রমাণীকরণ

- (১) ধারা ৫২ এর উপর-ধারা (১) এর দফা (গ) অনুসারে নিবন্ধনের জন্য গৃহীত প্রতিটি দলিল রেজিস্টার বহিতে নকলের ক্ষেত্রে আবশ্যিকীয় সমুদয় সংশোধনী এবং ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রস্তুতকৃত উক্তরূপ নকলের সকল টীকা নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা তাহার অনুস্বাক্ষর দ্বারা সত্যতা প্রতিপাদন করিবেন।
- (২) উক্তরূপ নকলের প্রতি পৃষ্ঠায়ও তিনি তাহার অনুস্বাক্ষর সংযুক্ত করিবেন, এবং প্রতিটি নকলই অবিকল প্রতিলিপি মর্মে পূর্ণস্বাক্ষরযোগে প্রত্যয়ন করিবেন, এবং উক্তরূপ প্রত্যয়ন তাহার স্বহস্তে তারিখযুক্ত হইবে।
- (৩) যেক্ষেত্রে রেজিস্টারবহিতে লিপিবদ্ধ বিষয় কাল কালি দ্বারা লেখা হয়, সেইক্ষেত্রে পণ্ডিতের মধ্যবর্তী লিখন এবং সংশোধনী লাল কালি, এবং যেক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ বিষয় লাল কালিতে লেখা হয়, সেইক্ষেত্রে কাল কালি দ্বারা সংশোধন করিতে হইবে।

আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে দলিল বাতিলকরণের বিষয়ে প্রাণ্ডীয় টীকা লিপিবদ্ধকরণ

- (৪) যেক্ষেত্রে কোন আদালত সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭ এর ধারা ৩৯ এর অধীন কোন নিবন্ধিত দলিল বাতিলপূর্বক রায়ে অনুলিপি প্রেরণ করে, সেইক্ষেত্রে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা যে বহিতে উহা নিবন্ধিত হইয়াছে, উহার নকলের মার্জিনে দলিলটি বাতিলকরণের বিষয়ে টীকা লিপিবদ্ধ করিবেন।
- (৫) যদি কোন নিবন্ধিত দলিল আদালত কর্তৃক জাল বলিয়া বা কপট পরিচয় প্রদানকারী ব্যক্তির দ্বারা নিবন্ধিত হইয়াছে মর্মে ঘোষিত হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট আদালত হইতে ডিক্রির নকল প্রাপ্তির পর, রেজিস্টার বহিতে নকলের মার্জিনে এবং প্রাপ্তিসাপেক্ষে, দলিলটিতেও উক্ত বিষয়ে একটি টীকা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১৭। সংশোধন করিবার পদ্ধতি

- (১) রেজিস্টার বহিতে অশুদ্ধ শব্দ এবং সংখ্যা মুছিয়া ফেলা বা কাটিয়া বা ঘষিয়া উঠানোর অভ্যাস সকল নিবন্ধন কার্যালয়ে নিষিদ্ধ।

- (২) উক্তরূপ বহিতে সর্বদা কলম দ্বারা সংশোধন করিতে হইবে, কখনও একটি শব্দ বা সংখ্যা অপরটির দ্বারা অপরিবর্তন করিয়া সংশোধন করা যাইবে না, তবে অশুদ্ধ শব্দ বা সংখ্যা কলম দ্বারা কর্তনপূর্বক শুদ্ধ শব্দসমূহ কর্তনকৃত শব্দের নিকটে বা উপরে বা বিপরীতে ডান-পার্শ্বের মার্জিনে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।
- (৩) উক্তরূপ বহিতে সমুদয় সংশোধনী এবং পণ্ডিতের মধ্যবর্তী লিখন নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার অনুস্বাক্ষর দ্বারা সত্যায়ন করিতে হইবে, যাহা অশুদ্ধ শব্দ বা সংখ্যা অথবা পণ্ডিতের মধ্যবর্তী শব্দ বা সংখ্যার উভয় পার্শ্ব যুক্ত করিতে হইবে এবং শুদ্ধ শব্দসমূহ কর্তনকৃত শব্দের নিকটে বা উপরে বা বিপরীতে ডান-পার্শ্বের মার্জিনে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।^{১১}
- (৪) উক্তরূপ বহিতে সমুদয় সংশোধনী এবং পণ্ডিতের মধ্যবর্তী লিখন নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার অনুস্বাক্ষর দ্বারা সত্যায়ন করিতে হইবে, যাহা অশুদ্ধ শব্দ বা সংখ্যা অথবা পণ্ডিতের মধ্যবর্তী শব্দ বা সংখ্যার উভয় পার্শ্ব যুক্ত করিতে হইবে।

১৭ক। বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায়ুক্ত বা অস্পষ্ট হওয়ার উপক্রম হইলে রেজিস্টারবহি পুনঃনকলকরণ পদ্ধতি

- (১) ধারা ৫১ এর উপ-ধারা (৫) এর শর্তানুযায়ী, যেক্ষেত্রে কোন বহি বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায়ুক্ত হয় অথবা সম্পূর্ণ বা আংশিক অস্পষ্ট হওয়ার উপক্রম হয় কিংবা যেক্ষেত্রে কোন বহির কোন পাতা বা উহার কোন অংশ ভঙ্গুর হওয়ার লক্ষণ দৃষ্ট হয় অথবা কোন ভুক্তি বা উহার অংশবিশেষ বিবরণ হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেইক্ষেত্রে জেলা রেজিস্ট্রারের পূর্বানুমতিক্রমে, আক্রান্ত ও অনাক্রান্ত। এই উভয় অংশ সমেত বহিটি তথায় লিপিবদ্ধ যাবতীয় ভুক্তিসহ এতদুদ্দেশ্যে খোলা একটি নতুন বহিতে পুনঃনকল করিতে হইবে।
- (২) ভুক্তিসমূহ মূল বহিতে যেভাবে রহিয়াছে ঠিক সেইভাবে নতুন বহিতে পুনরায় নকল করিতে হইবে এবং পুনঃলিখিত নকলসমূহ যথাযতভাবে তুলনা করিতে হইবে।
- (৩) ভুক্তিসমূহ মূল বহিতে যেভাবে রহিয়াছে সেইভাবে বিশ্বস্ততার সহিত পুনরায় লিখিতে হইবে, তবে কোন হারানো বা অর্থোদ্বারের অযোগ্য বর্ণ, শব্দ বা সংখ্যা পূর্বসূত্র দ্বারা অনুমান করিয়া পূরণ বা সরবরাহ করা যাইবে না:
- তবে শর্ত থাকে যে, হারানো বা অর্থোদ্বারের অযোগ্য বর্ণ, শব্দ বা সংখ্যা-সংশ্লিষ্ট মূল দলিল (যদি পাওয়া যায়) অথবা যদি সঠিক সূচিবহির ভুক্তিসমূহের প্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নির্ভুলভাবে নিশ্চিত করা যায়, তাহা হইলে উহা পূরণ বা সরবরাহ করা যাইবে।
- (৪) যেক্ষেত্রে বিধি ১৭ক এর উপ-বিধি (৩) এর শর্তাংশে উল্লিখিত পদ্ধতিতে হারানো বা অর্থোদ্বারের অযোগ্য অংশ সরবরাহ করা হয় এবং যেক্ষেত্রে পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিতে সরবরাহ করা যায় নাই, এই উভয় ক্ষেত্রে নতুন বহির পাদটীকায় নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর দ্বারা উক্তরূপ বিষয়টি উল্লেখ করিতে হইবে। হারানো অথবা অর্থোদ্বারের অযোগ্য বর্ণ, শব্দ বা সংখ্যাসমূহ যখন সরবরাহ করা হইবে, তখন লাল কালি দ্বারা উহার নিচে রেখাঙ্কন করিতে হইবে।
- (৫) নতুন বহিতে পুনঃলিখিত প্রতিটি ভুক্তি নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সীলমোহর, স্বাক্ষর ও তারিখ দ্বারা মূল দলিলের প্রতিলিপি হিসাবে সত্যায়িত করিতে হইবে। নতুন বহির পুনঃসৃষ্ট ভুক্তি-সম্বলিত প্রতিটি পৃষ্ঠাও তাহার দ্বারা অনুস্বাক্ষরিত হইবে।
- (৬) মূল ভুক্তিতে অনুস্বাক্ষরবিহীন পণ্ডিতের মধ্যবর্তী লিখন, ইত্যাদি দৃষ্টিগোচর হইলে, নকলকারী করণিক নকল করিবার সময় উক্ত বিষয়ে টীকা লিপিবদ্ধ করিবেন যাহা নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়ন করিতে হইবে।

^{১১} প্রস্তাবিত

(৭) যেক্ষেত্রে অসাবধানতাবশত নকলকারী-করণিক রেজিস্টার বহিতে পুনঃনকলকরণের সময় ভুল ভুক্তি লিপিবদ্ধ করে, সেইক্ষেত্রে বিধি ১৬ এর উপ-বিধি (৩) এবং বিধি ১৭ এর উপ-বিধি (২) ও (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণক্রমে উক্তরূপ ভুল ভুক্তির সংশোধন করা যাইবে।

(৮) তথা-নির্দেশের সুবিধার্থে নূতন বহি ও মূল বহি রেকর্ডরূপে একত্রে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৯) বিধি ১৭ক এর উপ-বিধি (১)-এর অধীন কোন নূতন বহি খোলা হইলে, উহার জন্য চলতি তালিকাবহিতে যথারীতি একটি নূতন তালিকা নম্বর, ইত্যাদি সংক্ষিপ্তভাবে লাল কালিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। নূতন বহির ক্ষেত্রেও, মূল বহি যে তালিকাভুক্ত হইয়াছে উহার মন্তব্যের কলামে অনুরূপ মন্তব্য উল্লেখ করিতে হইবে।

(১০) সম্পূর্ণ বহিটি পুনঃ-লিখিত হওয়ার পর, মূল বহি এবং নূতন বহির মলাটে এই মর্মে লাল কালিতে লিপিবদ্ধ একটি নূতন রেবেল আটিয়া দিতে হইবে যে, একটির ভুক্তিসমূহ অপরটিতে পুনঃলিখিত হইয়াছে। নিম্নবর্ণিত নিদর্শে টীকাসহ একটি সূত্র-নির্দেশ লাল কালিতে উভয় বহির প্রথম এবং শেষ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে:

“জেলা রেজিস্ট্রার,.....এর.....তারিখের.....নং স্মারকাদেশে.....কার্যালয়ের.....সনের..... নং তালিকাভুক্তির অধীন.....সনের.....নং বহির.....নং বালাম বহিতে/বহি হইতে....কার্যালয়ের..... সনের.....নং তালিকাভুক্তির অধীন.....সনের.....নং বহির.....নং বালাম বহিতে পুনঃলিখিত হইল।

স্বাক্ষর.....

সাব- রেজিস্ট্রার.....”

(১১) যে নূতন বহিতে ভুক্তিসমূহ পুনঃ-লিখিত হইয়াছে, উহার যে পৃষ্ঠায় যে দলিল পুনঃলিখিত হইয়াছে এবং মূল বহির যে পৃষ্ঠায় উক্ত দলিল নকল করা হইয়াছিল, ইত্যাদি বিষয়ে সাদা কাগজে প্রস্তুতকৃত একটি সূচিপত্র মুখবন্ধ হিসাবে সংযোজন করিতে হইবে। সূচিপত্রের তালিকার উক্তরূপ একটি অনুলিপি মূল বহির সহিতও সংরক্ষণ করিতে হইবে। সূচিপত্রের তালিকাটি পরিশিষ্ট-১ এর ৩৮ নম্বর ফরমে প্রস্তুত করিতে হইবে।

১৭খ। পুনঃলিখিত বহির রেজিস্টার স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ

বিধি ১৭ক এবং বিধি ৮৯ক এর অধীন যে সকল বহি পুনঃলিখিত হইবে, উহার একটি রেজিস্টার পরিশিষ্ট-১ এর ৩৯ নম্বর ফরমে নিবন্ধন কার্যালয়ে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

যে সকল ভাষা বিভিন্ন জেলায় সাধারণভাবে প্রচলিত বলিয়া গণ্য হইবে

১৮। যে সকল ভাষা বিভিন্ন জেলায় সাধারণভাবে প্রচলিত বলিয়া গণ্য হইবে

ধারা ১৯ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলা এবং ইংরেজি সমগ্র বাংলাদেশে সাধারণভাবে প্রচলিত ভাষা বলিয়া গণ্য হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

আঞ্চলিক বিভাগ

১৯। আঞ্চলিক বিভাগসমূহ

ধারা ২১ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন স্বীকার্য আঞ্চলিক বিভাগসমূহ হইবে—

- (ক) নিবন্ধন জেলা এবং নিবন্ধন উপজেলা এবং;
- (খ) যেখানে উপজেলা, থানা বা পুলিশ স্টেশন, মৌজা, রাজস্ব অধিক্ষেত্রের তালিকা (জে. এল) নম্বরসহ খতিয়ান ও দাগ নম্বর বিদ্যমান রহিয়াছে;
- (গ) কালেক্টরেট জেলা, যদি উহারা নিবন্ধন জেলা হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়

নিবন্ধনের জন্য দলিল গ্রহণ-পূর্ববর্তী প্রক্রিয়া

২০। গ্রহণযোগ্যতার শর্তসমূহ

নিবন্ধনের জন্য দলিল দাখিল হইলে, নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা স্বয়ং এই মর্মে সন্তুষ্ট হইবেন যে—

- (ক) উহা উপযুক্ত কার্যালয়ে াখিল করা হইয়াছে (ধারা ২৮ ও ২৯):
- (খ) উহা যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত হইয়াছে, বা স্ট্যাম্পশুদ্ধ হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত, বা উহাতে স্ট্যাম্পশুদ্ধ প্রযোজ্য নহে;
- (গ) উহা বিধি ১৮ এর নির্ধারিতরূপে জেলায় সাধারণভাবে প্রচলিত নহে এমন কোন ভাষায় লিখিত যাহা তাহার নিকট বোধগম্য নহে বিধায় উহার সহিত জেলায় সাধারণভাবে প্রচলিত ভাষার একটি অনুবাদ ও একটি অবিকল নকল সংযুক্ত রহিয়াছে (ধারা ১৯):
- (ঘ) উহাতে সত্যায়নবিহীন কোন পণ্ডিতের মধ্যবর্তী লিখন, শূন্যস্থান, ঘষামাজা বা পরিবর্তন নাই, যাহা তাহার মতে সত্ৰায়িত বা দলিলের শেষে যথাযথ সত্যায়িত ‘টীকা’ অথবা ‘কৈফিয়ত’ আকারে লিপিবদ্ধ হওয়া আবশ্যিক (ধারা ২০):

- (ঙ) যদি দলিলটি উইল ব্যতীত অন্য কোন প্রকার এবং স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত হয়, তবে উহাতে ধারা ২১ অনুসারে অথবা ধারা ২২ এর অধীন প্রণীত বিধি অনুসারে উক্ত সম্পত্তি সনাক্তকরণের জন্য উহাতে সম্পত্তির বর্ণনা যথেষ্টরূপে প্রদত্ত রহিয়াছে;
- (চ) যদি দলিলটি উইল ব্যতীত অন্য কোন প্রকার হয় এবং উক্ত দলিলে ম্যাপ বা প্ল্যান সংযুক্ত থাকে, তবে উহাতে ধারা ৬৫ এর অধীন প্রেরিতব্য প্রতিলিপির সম সংখ্যক ম্যাপ বা প্ল্যান রহিয়াছে, [ধারা ২১ (৪)];
- (ছ) যদি দলিলটি উইল ব্যতীত অন্য প্রকারের হয়, তবে উহা ধারা ১৭ক এবং ধারা ২৩ হইতে ধারা ২৬ এর অধীন নির্ধারিত সময়ে মধ্যে দাখিল করা হইয়াছে;
- (জ) উহা দাখিল করিবার অধিকারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা দাখিল করা হইয়াছে (ধারা ৩২ বা ধারা ৪০);
- (ঝ) কোন হস্তান্তর দলিলে পক্ষগণের অভিপ্রায় প্রতিফলনের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি, হস্তান্তরাদীন সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ এবং হস্তান্তরের প্রকৃতি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে [ধারা ২২ক (১)];
- (ঞ) দলিলে উভয় পক্ষের সাম্প্রতিক পাসপোর্ট আকারের ছবি আঠা দ্বারা আটকাইয়া দিয়া উহার উপর আড়াআড়িভাবে পক্ষগণের নিজ নিজ দস্তখত ও বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির টিপছাপ প্রদান করা হইয়াছে [ধারা ৫২ক (২)];
- (ট) দলিলটি পক্ষগণের পক্ষে নিয়োজিত অ্যাটর্নি দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, ইনযুক্ত অ্যাটর্নি কর্তৃক তাহার ছবির উপর আড়াআড়িভাবে দস্তখত ও বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির টিপছাপ প্রদান করা হইয়াছে;
- [ঠ) ধারা ২২ক এর উপধারা (৩) এর অধীন দলিলটি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ও প্রচারিত “সম্পত্তি হস্তান্তর দলিলের নমুনা ফরমস্ট্র” অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে পরিশিষ্ট-১, ফরম-৪০;
- (ড) দলিলের দাতা উত্তরাধিকার ছাড়া অপর কোন সূত্রে সম্পত্তি অর্জন করিয়া থাকিলে তাহার নিজ নামে, রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর অধীন প্রস্তুতকৃত হাল খতিয়ান দাখিল করা হইয়াছে;
- (ঢ) যদি দলিলের দাতা উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি অর্জন করিয়া থাকে তবে তাহার নিজ নামে কিংবা পূর্ববর্তী নামে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০-এর অধীন প্রস্তুতকৃত হাল খতিয়ান দাখিল করা হইয়াছে;
- (ণ) সম্পত্তিতে দাতার বৈধ স্বত্ব এবং দখল রহিয়াছে, ইতিপূর্বে এই সম্পত্তি অপর কাহারো নিকট হস্তান্তর করা হয় নাই এবং কোনরূপে সরকারে বর্তায়নি মর্মে দাতা কর্তৃক হলফনামা সম্পন্ন করা হইয়াছে ধারা ৫২ এ, পরিশিষ্ট-১, ফরম-৪০; এবং
- (ত) যদি দলিলের তফসিলে উল্লিখিত সম্পত্তি গ্রহীতার মোট ভূ-সম্পত্তির সহিত যুক্ত হয়, তবে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সিলিং সম্পত্তির সহিত যুক্ত হইলে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সিলিং অতিক্রান্ত করিবে না মর্মে গ্রহীতা কর্তৃক হলফনামা সম্পাদিত হইয়াছে ধারা ২২ক (৩), পরিশিষ্ট-১, ফরম-৪০।]

২১। অগ্রহণযোগ্য দলিলের বিষয়ে করণীয় বিধি

- (১) যদি বিধি ২০ এর দফা (গ) হইতে (ত) পর্যন্ত উল্লিখিত শর্তসমূহের যে কোন একটি প্রতিপালিত না হয়, অথবা যদি দাখিলকারী যথাযথ ফিস প্রদান করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে “নিবন্ধন অগ্রাহ্য হইল” এইরূপ পৃষ্ঠাঙ্কনসহ

“বিধি ২০ এর দফা (ঠ), (ড), (ঢ), (ণ) ও (ত)” এর পরিবর্তে “বিধি ২০ এর দফা (ঠ), (ড), (ঢ), (ণ) ও (ত)” নতুনভাবে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

তাৎক্ষণিকভাবে দলিলটি দাখিলকারীকে ফেরত প্রদান করিতে হইবে এবং একই সঙ্গে এই মর্মে ২ নং রেজিস্টার বহিতে একটি ভুক্তি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ১৭ক বা ধারা ২৩ হইতে ৬ অনুসারে দলিল দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আইনের প্রয়োজনীয় শর্তাদি প্রতিপালন করিবার সুযোগ প্রদানের জন্য পক্ষগণকে সমর্থ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে এই বিধির অধীন কার্যক্রম স্থগিত রাখা যাইতে পারে।

- (২) যদি কোন দলিলে সম্পাদনের তারিখ উল্লেখ না থাকে বা উহা পরিবর্তন করা হইয়াছে থাকে অথবা যে স্ট্যাম্প কোন দলিল বা উহার অংশবিশেষ লিখিত হইয়াছে, যদি দলিলটিতে উক্ত ট্যাম্প ক্রয়ের পূর্ববর্তী কোন একটি অসম্ভব বা অলিক তারিখের উল্লেখ থাকে এবং সঠিক তারিখটি নিশ্চিত করা না যায়, তাহা হলে দলিলটি নিবন্ধনের জন্য গ্রহণ করা যাইবে না, যে পর্যন্ত না সম্পাদনকারী ধারা ১৭ক, ধারা ২৩, ধারা ২৫ বা, ক্ষেত্রমত, ধারা ২৬ অনুসারে দলিল দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সঠিক তারিখটি লিপিবদ্ধ করেন।

ব্যাখ্যা: এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,—

- (অ) কোন দলিলের সম্পাদনের তারিখ হইল সম্পাদনকারী ব্যক্তি কর্তৃক উহাতে স্বাক্ষর প্রদানের তারিখ এবং আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হইলেও দলিলের শিরোভাগের তারিখটি অপরিহার্যভাবে সম্পাদনের তারিখ নহে;
- (আ) দেওয়ানি আদালত বা রাজস্ব আদালতের নিলামের বায়নানামায় আদালত কর্তৃক স্বাক্ষর প্রদানের তারিখটিই আদালত কর্তৃক সম্পাদনের তারিখ বলিয়া গণ্য হইবে; এবং
- (ই) ধারা ২৫ এবং ধারা ৩৪ এর অধীন আরোপযোগ্য জরিমানা ফাঁকি দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতারণাপূর্বক কেহ যদি কোন দলিলের সম্পাদনের তারিখ পরিবর্তন করে, তাহা হইলে উহা গ্রহণযোগ্য হইবে না এবং উহাতে লিপিবদ্ধ মূল তারিখটিই দলিলের সম্পাদনের তারিখ বলিয়া গণ্য হইবে।

২২। নিবন্ধনের জন্য দলিল গ্রহণ

- (১) নিবন্ধনের জন্য দাখিলকৃত দলিল সাধারণ দাখিলের ক্রমানুসারে গ্রহণ করা হইবে এবং, যতদূর সম্ভব, প্রতিটি দলিল একই ক্রমানুসারে পরীক্ষিত এবং পৃষ্ঠাঙ্কিত হইবে। সাধারণত দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময়ের পর কোন দলিল নিবন্ধনের জন্য গৃহীত হইবে না।
- (২) যদি দলিল দাখিলকারী পক্ষ দলিলটি ফিরাইয়া লওয়ার জন্য লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা হইলে “দাখিলকারী কখনও লিখিত অনুরোধে নিবন্ধনবিহীন অবস্থায় দলিলটি ফেরত প্রদান করা হইল” লাল কালিতে এই পৃষ্ঠাঙ্কনসহ উহা ফেরত প্রদান করা যাইবে, ফেরত প্রদানের ঘটনাটি নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা তাহার দিনপঞ্জিতে লিপিবদ্ধ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, দলিলটির নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু হইয়া গেলে এইরূপ প্রত্যাহারের অনুমতি প্রদান করা যাইবে না।

২৩। স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল দাখিলের পর এলাকা অন্যত্র স্থানান্তরিত হইলে দলিল নিবন্ধন

স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন দলিল, দাখিল করিবার পর কিন্তু নিবন্ধনকার্য সম্পন্ন হইবার পূর্বে, উহাতে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি-সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা এলাকা নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার অধিক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত সম্পত্তি নিবন্ধনের এখতিয়ারসম্পন্ন কোন নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা উক্ত দলিল গ্রহণ করিয়া নিবন্ধনকার্য সম্পন্ন করিবেন; অবশ্য এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা কোন প্রকারের ফিস ধার্য ব্যতীত পরিশিষ্ট-১ এর ৬ নং ফরমে একটি

স্মারকলিপি, উক্ত সম্পত্তি যে কার্যালয়ের এলাকাভুক্ত হইয়াছে, সেই কার্যালয়ে নথিভুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিবেন।

অবশ্য যেক্ষেত্রে, কোন দলিল নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইবার পর, উহা রেজিস্ট্রারের নিকট আপিলাধীন অথবা কোন দেওয়ানি আদালতে বিচারাধীন থাকাকালীন, উক্ত দলিলে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা এলাকা স্থানান্তরিত হইয়া ভিন্ন নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার এলাকাভুক্ত হয়, সেইক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার অথবা আদালত কর্তৃক দলিলখানি নিবন্ধন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করা হইলে, উক্ত দলিলে বর্ণিত সম্পত্তি যে কার্যালয়ের এলাকাভুক্ত হইয়াছে।

২৪। অপরিহার্য বিলম্বের ক্ষেত্রে গ্রহণীয় পদ্ধতি

(১) যেক্ষেত্রে ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন দলিল সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে তিনি বিধি ২০ এ উল্লিখিত বিবরণাদির বিষয়ে দলিলটি পরীক্ষাপূর্বক ধারা ৫২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর অধীন পৃষ্ঠাঙ্কন এবং সম্পাদনকারী উপস্থিত থাকিলে, ধারা ৫৮ এর অধীন পৃষ্ঠাঙ্কন ও দলিলে লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া দাখিলী আবেদনপত্রে দলিলটি গ্রহণের পক্ষে বা বিপক্ষে তাহার ইচ্ছানুরূপে মন্তব্য সহকারে জেলা রেজিস্ট্রারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) ধারা ৫২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) অনুসারে পৃথকভাবে রক্ষিত রসিদ বহি হইতে দলিলটির জন্য পরিশিষ্ট-১ এর ৮ নং ফরমে একটি রসিদ যথাসম্ভব উহার সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রদান করিতে হইবে এবং দলিলটি নিবন্ধনের জন্য গ্রহণের নিমিত্ত পরিশিষ্ট ১ এর ফরম ২৭ এ অন্তর্ভুক্তিক্রমে অপেক্ষমান রাখিতে হইবে।

(৩) রেজিস্ট্রার দলিলটি নিবন্ধনের জন্য গ্রহণ করা যাইতে পারে মর্মে আদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে সাব-রেজিস্ট্রার নিম্নরূপ প্রয়োজনে তলব করিয়া দাখিলকারী বরাবর একটি নোটিশ প্রেরণ করিবেন;

(ক) নোটিশে উল্লিখিত তারিখে বা তৎপূর্বে উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত রসিদসহ উপস্থিত হইতে এবং প্রয়োজনীয় জরিমানা ও ফিস প্রদান করিতে; এবং অধিকন্তু,

(খ) যদি ইতোমধ্যে সম্পাদন সংক্রান্ত স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ না করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে দলিলটি নিবন্ধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে;

এবং দাখিলকারী কর্তৃক উপরিউক্ত অবশ্যকতা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হইবার পর, দলিলটির নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হইবে।

(৪) যদি দাখিলকারী হাজরি হন, তাহা হইলে উক্ত জরিমানা ও ফিস তাহার নিকট হইতে বা উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত রসিদে তাহার পক্ষে লিখিতভাবে মনোনীত যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে অথবা যদি গ্রহীতা নিজে দাখিলকারী না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করা যাইবে। অতঃপর ফি বহি এবং রসিদ বহিতে প্রয়োজনীয় ভুক্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

উপরোল্লিখিত মতে যেক্ষেত্রে গ্রহীতা কর্তৃক ফিস পরিশোধ হয় এবং মূল রসিদটি পেশ করা না হয়, সেইক্ষেত্রে পরিশিষ্ট-১ এর ১০ নং ফরমে তাহাকে একটি রসিদ প্রদান করা হইবে।

(৫) যদি দাখিলকারী অথবা উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত ব্যক্তির মধ্যে যে কেহ উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত নোটিশে নির্ধারিত তারিখে বা তৎপূর্বে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জরিমানা এবং ফিস পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে দলিলটির

নিবন্ধন অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে, তবে শর্ত থাকে যে, নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত হইবেন যে, উপরোল্লিখিত নোটিশটি যাহার উপর জারি করা হইয়াছিল তিনি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২৫। পণ্ডক্তির মধ্যবর্তী লিখন, শূন্যস্থান, ঘষামাজা ও পরিবর্তনসমূহের সত্যায়ন

- (১) কোন দলিলের সম্পাদনকারী স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে, কেবলমাত্র তাহার দ্বারাই ধারা ২০ অনুযায়ী যাবতীয় পণ্ডক্তির মধ্যবর্তী লিখন, শূন্যস্থান, ঘষামাজা এবং পরিবর্তনসমূহ সত্যায়ন করিতে হইবে।
- (২) যদি সম্পাদনকারীর পক্ষে তাহার কোন প্রতিনিধি বা এজেন্ট উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে উক্ত প্রতিনিধি বা এজেন্ট কর্তৃক সত্যায়ন গৃহীত হইবে যদি পণ্ডক্তির মধ্যবর্তী লিখন, শূন্যস্থান, ঘষামাজা বা পরিবর্তনসমূহ কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতির হয়, অথবা যদি এইরূপ সত্যায়ন গ্রহণের যথাযথ কারণ দর্শানো হয়।

২৬। ভুল কার্যালয়ে দাখিলকৃত দলিল

- (১) যখন কোন দলিল কোন নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার নিকট দাখিল করা হয় যাহার কার্যালয় দলিলটি নিবন্ধনের জন্য উপযুক্ত নহে, তখন তিনি “উপযুক্ত কার্যালয়ে দাখিল করিবার নিমিত্ত ফেরত প্রদান করা হইল” মর্মে পৃষ্ঠাঙ্কনসহ দলিলটি দাখিলকারীর নিকট ফেরত প্রদান করিবেন।
- (২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন দলিল ফেরত প্রদান করা হইলে, ২নং রেজিস্টার বহিতে কোন ভুক্তি লিপিবদ্ধ করা হইবে না।

২৭। অপরিপূর্ণ স্ট্যাম্পযুক্ত দলিল আটক করা

- (১) যেক্ষেত্রে কোন নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, নিবন্ধনের জন্য দাখিলকৃত কোন দলিল পরিপূর্ণ স্ট্যাম্পযুক্ত নহে, সেইক্ষেত্রে তিনি দলিলটি দাখিলকারীর নিকট ফেরত প্রদান না করিয়া স্ট্যাম্প আইন, ১৮৯৯ এর ধারা ৩৩ এর অধীন উহা তৎক্ষণাৎ আটক করিবেন এবং অবলিখে আটককৃত দলিলের রেজিস্টারে (পরিশিষ্ট-১, ফরম নং ৭) নথিভুক্ত করিবেন।
- (২) এইরূপ ক্ষেত্রে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা কোন ফিস আদায় না করিয়া দাখিলকারীকে বিধি ২৪ এর উপ-বিধি (২) এ নির্দেশিত পৃথক রসিদ বহি হইতে যথাসম্ভব (সকল) কলাম পূরণ করিয়া একটি রসিদ প্রদান করিবেন। রসিদটির উপর “দলিলটি আটক করা হইল” শব্দগুলি লাল কালিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

- (৩) কালেক্টর বরাবর দলিলটি প্রেরণের পূর্বে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা উহাতে,

(অ) “স্ট্যাম্প আইন, ১৮৯৯ এর ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন দলিলটি আটকক্রমে কালেক্টর বরাবর প্রেরণ করা হইল” মর্মে পৃষ্ঠাঙ্কন;

(আ) ধারা ৫২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) অনুসারে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠাঙ্কন; এবং

(ই) সম্ভব হইলে, ধারা ৫৮ এর অধীন প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠাঙ্কন-লিপিবদ্ধ করিবেন।

২৮। কালেক্টর কর্তৃক দলিল ফেরত-পরবর্তী কার্যক্রম

- (১) আটককৃত দলিলটি কালেক্টরের নিকট হইতে যথাযথ স্ট্যাম্পযুক্ত বা শুদ্ধ ধার্যযোগ্য নহে, বা উপযুক্ত বা ঘাটতি স্ট্যাম্প শুদ্ধ পরিশোধ করা হইয়াছে মর্মে তাহার প্রত্যয়নসহ ফেরত পাওয়া গেলে, নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা দাখিলকারীকে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে অনুরোধজ্ঞাপনপূর্বক একটি নোটিশ প্রেরণ করিবেন:

- (ক) দলিল দাখিলের সময় তাহাকে প্রদত্ত রসিদসহ, নোটিশে উল্লিখিত তারিখ বা তৎপূর্বে হাজির হইবার জন্য;
- (খ) নোটিশে উল্লিখিত তারিখ বা তৎপূর্বে প্রয়োজনীয় ফিস পরিশোধ করিবার জন্য; এবং
- (গ) যদি বিধি ২৭ এর অধীন কার্যক্রম গ্রহণ করিবার পূর্বে সম্পাদন স্বীকারের বিষয়টি লিপিবদ্ধ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে দলিল নিবন্ধনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার জন্য; এবং এইরূপ অনুরোধ দাখিলকারী কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হওয়ার পর নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করা হইবে।
- (২) যদি দাখিলকারী হাজির থাকেন, তাহা হইলে উক্ত ফিস হয় তাহার নিকট হইতে অথবা তাহার পক্ষে রসিদে লিখিতভাবে মনোনীত ব্যক্তির নিকট হইতে, বা গ্রহীতা যদি স্বেচ্ছায় প্রদানের প্রস্তাব করেন, তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে, উহা লওয়া যাইবে, অতঃপর ফি বহি ও রসিদ বহিতে প্রয়োজনীয় ভুক্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।
- (৩) গ্রহীতা কর্তৃক ফিস পরিশোধ করা হইলে, তাহাকে পরিশিষ্ট-১ এর ১০ নং ফরমে একটি রসিদ প্রদান করা হইবে।
- (৪) যদি দাখিলকারী অথবা উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত ব্যক্তিগণ এইরূপ নির্ধারিত তারিখ বা তৎপূর্বে প্রয়োজনীয় ফিস প্রদানে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে ফিস প্রদান না করিবার কারণে দলিলের নিবন্ধন অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে: তবে শর্ত থাকে যে, নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা এইমর্মে নিশ্চিত হইবেন যে, উল্লিখিত নোটিশটি তিনি (দাখিলকারী) প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২৯। নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার নিকট বোধগম্য নহে এইরূপ ভাষায় প্রদত্ত স্ট্যাম্প ভেঙারের সত্যায়নের ক্ষেত্রে গৃহীতব্য পদ্ধতি

যদি কোন দলিলে স্ট্যাম্প ভেঙারের সত্যায়ন এমন কোন ভাষায় লিখিত হয়, যাহা নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার নিকট বোধগম্য নহে এবং যাহা সাধারণভাবে জেলায় প্রচলিত ভাষা নহে, তাহা হইলে দাখিলকারীকে সঠিক অনুবাদ মর্মে প্রত্যয়নকৃত এবং তাহার দ্বারা সত্যায়িত একটি অনুবাদ দাখিল করিতে হইবে।

৩০। নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে অগ্রহী এমন দলিল দাখিলের ক্ষেত্রে পদ্ধতি

- (১) যদি কোন দলিল নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বার্থ নিহিত থাকে, তবে উক্ত দলিল রেজিস্ট্রি করিবার জন্য তাহার নিকট দাখিল করা হইলে কিংবা অনুরূপ কোন দলিল রেজিস্ট্রি করিবার জন্য প্রয়োজনীয় মোজারনামা তসদিক করিবার জন্য দাখিল করা হইলে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা দাখিলকারীকে ধারা ২৯, ৩০ বা ধারা ৩৩ এর উপধারা (১) এর দফা (ক) এর অধীনের বিধান অনুযায়ী অন্য রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে উক্ত দলিল বা মোজারনামা দাখিল করিবার জন্য সুপারিশ করিবেন।
- (২) উপরোক্তভাবে সুপারিশ করা সত্ত্বেও পক্ষগণ যদি সেই নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার নিকট অনুরূপ দলিল রেজিস্ট্রি কিংবা মোজারনামা তসদিক করাইতে একান্ত সমর্থন করে, তবে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা রেজিস্ট্রি করিবেন আর যদি তিনি রেজিস্ট্রার না হন তবে তিনি যে রেজিস্ট্রারের অধঃস্তন তাহার নিকট প্রতিবেদনসহ প্রেরণ করিবেন।^{১১}

^{১১} “নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বার্থযুক্ত এমন কোন দলিল যদি তাহার নিকট নিবন্ধনের জন্য দাখিল করা হয়, বা এইরূপ দলিল নিবন্ধনের জন্য প্রদত্ত কোন পাওয়ার অব অ্যাটর্নি প্রমাণীকরণে জন্ম যদি তাহাকে অনুরোধ করা হয়, তাহা হইলে তিনি দলিলটি নিবন্ধন করিবেন বা, ক্ষেত্রমত, পাওয়ার অব অ্যাটর্নিটি প্রমাণীকরণ করিবেন এবং তিনি তিনি যে রেজিস্ট্রারের অধীনস্থ তাহার নিকট এই বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করিবেন” প্যারাটির পরিবর্তে “(১) যদি কোন দলিল নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বার্থ নিহিত থাকে, তবে উক্ত দলিল রেজিস্ট্রি করিবার জন্য তাহার নিকট দাখিল করা হইলে কিংবা অনুরূপ কোন দলিল রেজিস্ট্রি করিবার জন্য প্রয়োজনীয় মোজারনামা তসদিক করিবার জন্য দাখিল করা হইলে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা দাখিলকারীকে ধারা ২৯, ৩০ বা ধারা ৩৩ এর উপধারা (১) এর দফা (ক) এর অধীনের বিধান অনুযায়ী অন্য রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে উক্ত দলিল বা মোজারনামা দাখিল করিবার জন্য সুপারিশ করিবেন।

৩১। যে দলিলের সম্পত্তি আংশিক বাংলাদেশে এবং আংশিক বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত, সেই দলিল গ্রহণ সংক্রান্ত পদ্ধতি

যে দলিলের সম্পত্তি আংশিক বাংলাদেশে এবং আংশিক বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত, সেই দলিল যে সাব-রেজিস্ট্রারের উপজেলায় কতক অংশ অবস্থিত সেই সাব-রেজিস্ট্রার কর্তৃক নিবন্ধনের জন্য গ্রহণ করা যাইবে তবে এইরূপ ক্ষেত্রে নিবন্ধনের প্রত্যয়নে ইহা উল্লেখ থাকিবে যে, সম্পত্তির যে অংশ বাংলাদেশে অবস্থিত কেবল সেই অংশের ক্ষেত্রে নিবন্ধন কার্যকর হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় ভিজিট এবং কমিশন

৩২। ভিজিট বা কমিশনের আবেদনের সহিত ফিস পরিশোধ

ধারা ৩১ এর শতাংশ, ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (৩), বা ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী সকল ভিজিট, বা ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (৩), বা ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন কমিশন জারির সকল আবেদনের সহিত ধার্য ফি বা ফিসাদিসহ নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা বা কমিশনার কর্তৃক দাবিযোগ্য ভ্রমণভাতার অর্থ জমা করিতে হইবে, এবং বিধি ৭ দ্বারা নির্ধারিত রেজিস্ট্রারে (পরিশিষ্ট-১, ফরম নং ৯) লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। আবেদনকারী কর্তৃক উক্ত ফি বা ফিসাদি এবং ভ্রমণভাতা পরিশোধ না করা পর্যন্ত কোন ভিজিট বা পরিদর্শন সম্পন্ন করা অথবা কমিশন জারি করা যাইবে না।

৩৩। ধারা ৩১ বা ধারা ৩৩ এর অধীন ভিজিট বাবদ প্রদেয় অর্থের জন্য রসিদ প্রদান

ধারা ৩১ এর শতাংশ, বা ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন, ভিজিট বাবদ বিধি ৩২ এ উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করা হইলে, উহার জন্য নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা পরিশিষ্ট-১ এর ১০ নং ফরমে একটি রসিদ প্রদান করিবেন।

৩৪। কমিশনের পৃষ্ঠাঙ্কনের ফরম

প্রত্যেক কমিশন পরিশিষ্ট-২ এর ৫নং ফরম অনুসারে ইস্যু হইবে, এবং যে দলিলের বিষয়ে ইস্যু করা হইয়াছে সেই দলিলে পৃষ্ঠাঙ্কিত হইবে।

৩৫। যাহার নিকট কমিশন ইস্যু করিতে হইবে

(১) নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা তাহার প্রতিষ্ঠানের [***]^{১১} এমন কোন বেতনভোগী সদস্য বরাবরে কমিশন ইস্যু করিতে পারিবেন

তবে শর্ত থাকে যে, যে ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হইবে তিনি যদি অন্য জেলা বা উপজেলায় বসবাস করেন, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার নিকট কমিশন ইস্যু করা যাইবে। কমিশন প্রাপ্তির পর, নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা, যদি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইতে না পারেন, তাহা হইলে তৎকর্তৃক বিধি ৩৪ এ উল্লিখিত পৃষ্ঠাঙ্কন ব্যবহারপূর্বক কমিশনটি সম্পন্ন করিবার জন্য তাহার কার্যালয়ের একজন বেতনভোগী সদস্যকে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(২) উপরোক্তভাবে সুপারিশ করা সত্ত্বেও পক্ষগণ যদি সেই নিবন্ধকারী কর্মকর্তার নিকট অনুরূপ দলিল রেজিস্ট্রি কিংবা মোজারনামা তসদিক করাইতে একান্ত সমর্থন করে, তবে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা রেজিস্ট্রি করিবেন আর যদি তিনি রেজিস্ট্রার না হন তবে তিনি যে রেজিস্ট্রারের অধঃস্তন তাহার নিকট প্রতিবেদনসহ প্রেরণ করিবেন” প্যারাগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

^{১১} “স্থায়ী মোহারারের নিম্ন পদধারী নহেন” শব্দগুলি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে

- (২) উপ-বিধি (১) এর শর্তানুযায়ী যেক্ষেত্রে কোন নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা অপর কোন কর্মকর্তা বরাবর কমিশন প্রেরণ করেন, সেইক্ষেত্রে তিনি একই সংগে কমিশন বাবদ প্রাপ্ত ভ্রমণভাতাও (যদি থাকে) প্রেরণ করিবেন, অবশ্য কমিশন ফিস তাহার নিজ কার্যালয়ের হিসাবে জমা করিবেন। ভ্রমণভাতা প্রেরণের খরচ আবেদনকারীর বহন করিবেন।

[***]

৩৬। নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক কমিশনারকে পরীক্ষাকরণ

নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা তাহার কার্যালয়ে নিযুক্ত কমিশনারকে, কমিশন সম্পর্কিত কর্তব্য পালনের সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে, এবং বিশেষ করিয়া দলিলের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত স্বীকারোক্তির বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

৩৭। কমিশন সম্পন্ন হওয়ার পরবর্তী কার্যক্রম

- (১) যে সকল ক্ষেত্রে সম্পাদনকারীকে পাওয়া যায় না, বা তিনি কোন বক্তব্য প্রদান এড়াইয়া যান, সেই সকল ক্ষেত্রে কমিশন সম্পন্ন হওয়ার পর তৎসম্পর্কিত দলিলটি, কমিশনার, পরিশিষ্ট-২ এর ফরম নং ৬ এ বর্ণিত পৃষ্ঠাঙ্কন, প্রয়োজনীয় পরিবর্তনক্রমে, প্রতিবেদন আকারে দলিলে লিপিবদ্ধ করিয়া, প্রেরণকারী কার্যালয়ে ফেরত প্রদান করিবেন।

[পৃষ্ঠাঙ্কনকৃত একই দলিলটি বা ফরমটি আবারও ব্যবহার করা হইবে সেইখানে যেখানে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা নিজেই সম্পাদনকারীর আবাসগৃহে হাজির হইবেন এবং তাহার সম্পাদনের স্বীকারোক্তিসমূহ নথিভুক্ত করিবেন।]

- (২) নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা, প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, উক্ত প্রতিবেদনের নিম্নভাগ পরিশিষ্ট-২ এর ৭নং ফরম অনুযায়ী একটি পৃষ্ঠাঙ্কন লিপিবদ্ধ করিবেন।

সপ্তম অধ্যায়

ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) এবং ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন আরোপযোগ্য জরিমানা

৩৮। জরিমানার ক্রমবিন্যাস

- (১) ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন, এবং ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ক্রমবিন্যাস অনুসারে জরিমানা আরোপ করিতে হইবে—

বিলম্বের সময়সীমা	জরিমানা পরিমাণ
(ক) যেক্ষেত্রে বিলম্ব ৭ দিনের অধিক নহে।	উপযুক্ত নিবন্ধন ফিসের দ্বিগুণ অর্থের সমপরিমাণ জরিমানা
(খ) যেক্ষেত্রে বিলম্ব ৭ দিনের অধিক কিন্তু এক মাসের অধিক নহে।	উপযুক্ত নিবন্ধন ফিসের চারগুণ অর্থের সমপরিমাণ জরিমানা।
(গ) যেক্ষেত্রে বিলম্ব এক মাসের অধিক কিন্তু চার মাসের অধিক নহে।	উপযুক্ত নিবন্ধন ফিসের দশগুণ অর্থের সমপরিমাণ জরিমানা
(২) উপযুক্ত জরিমানা উপযুক্ত নিবন্ধন ফিস সমেত হইবে। জরিমানা আদায়ের পর, নিবন্ধনের জন্য দলিল গ্রহণ বা নিবন্ধীকরণের নির্দেশনা সম্পর্কিত রেজিস্ট্রারের আদেশের নম্বর ও তারিখ দলিলে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।	

* “বিধি ৩৫ এর উপবিধি (৩)” বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে

* প্রস্তাবিত

৩৯। হাজিরায় বিলম্বের দরুণ দ্বিতীয় এবং পরবর্তী সময় জরিমানা নিরূপণ

ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশের অধীন বিলম্বে হাজিরার জন্য, এক ও অভিন্ন দলিলের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং পরবর্তী সময় ধার্যযোগ্য জরিমানা হইবে, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং পরবর্তী সময় পর্যন্ত ধার্যযোগ্য মোট অর্থ এবং পূর্বে ধার্যকৃত অর্থদণ্ড বা অর্থদণ্ডসমূহের বিয়োগফল (যদি থাকে)।

৪০। দলিলের দুই বা ততোধিক প্রতিলিপি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা নিরূপণ

অভিন্ন পক্ষগণ কর্তৃক সম্পাদিত, একই দলিলের দুই বা ততোধিক প্রতিলিপি, একই সময়ে নিবন্ধনের নিমিত্ত দাখিল করা হইলে, ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১), অথবা ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশের অধীন ধার্যযোগ্য জরিমানা, দলিলটির নিবন্ধনযোগ্য প্রতিলিপির সংখ্যা নির্বিশেষে কেবল একটি দলিলরূপে নিরূপণ করা হইবে।

৪১। জরিমানা মওকুফকরণ

- (১) উক্তরূপ জরিমানা মওকুফের জন্য নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার নিকট ধারা ৭০ এর অধীন আবেদন করা যাইতে পারে, কিন্তু জরিমানা পরিশোধ না করা পর্যন্ত এইরূপ কোন আবেদন গ্রহণ করা যাইবে না।
- (২) উক্তরূপ কোন আবেদন গৃহীত হইলে, নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা তাহার ইচ্ছানুরূপ মন্তব্যসহ উহা জেলা রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে মহা-পরিদর্শক, নিবন্ধন বরাবর প্রেরণ করিবেন।

অষ্টম অধ্যায়

নিবন্ধনের জন্য দলিল গ্রহণের অব্যবহিত পরবর্তী কার্যপ্রণালী

৪২। নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা দলিলের বৈধতার সহিত সম্পৃক্ত নহেন

- (১) নিবন্ধনকারী কর্মকর্তাগণের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নিবন্ধনের জন্য তাহাদেও নিকট আনীত দলিলের বৈধতার সহিত তাহারা কোনভাবেই সম্পৃক্ত নহেন, এবং সেহেতু অতঃপর বর্ণিত যে কোন কারণে দলিল নিবন্ধীকরণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা তাহাদের জন্য অনুচিত হইবে, যেমন- সম্পাদনকারী এমন একটি সম্পত্তি লেনদেন করিতেছেন যাহা তাহার স্বত্বাধীন নহে, বা দলিলটি তৃতীয় কোন পক্ষের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়াছে যাহারা এই লেনদেনের সহিত জড়িত নহে, বা বিষয়টি প্রতারণামূলক, বা সরকারি নীতির পরিপন্থী, বা দলিলটি পূর্বের তারিখযুক্ত, অথবা দলিলটির নিবন্ধন শান্তিভঙ্গের কারণ ঘটাইবে। যেহেতু এইসকল এবং অনন্য বিষয়াদির ক্ষেত্রে প্রয়োজনে উপযুক্ত আদলতের সিদ্ধান্তের আবশ্যক হয়, সেহেতু এই সকল ক্ষেত্রে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তাগণের করণীয় কিছুই নাই। যদি দলিলটি সঠিকভাবে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা সঠিক কার্যালয়ে আইন অনুমোদিত সময়ের মধ্যে দাখিল করা হয় এবং নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা যদি সন্তুষ্ট হন যে, কথিত সম্পাদনকারীই সেই ব্যক্তি যাহার প্রতিনিধিত্ব তিনি করিতেছেন এবং যদি উক্ত ব্যক্তি সম্পাদন স্বীকার করেন, তাহা হইলে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা সম্ভাব্য ফলাফলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া দলিলটি নিবন্ধন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

যে সকল ব্যক্তিকে দলিলের সম্পাদনকারী বলিয়া বিবেচনা করা হইবে

- (২) “দলিল সম্পাদনকারী ব্যক্তি” অভিব্যক্তি অর্থে এইরূপ কোন ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত মর্মে গণ্য হইবেন, যিনি-

(ক) কোন ঋণ পরিশোধ বা চুক্তি পূরণ করিবার জন্য জামিনদার হন এবং এইরূপ ক্ষমতাবলে কোন দলিলে স্বাক্ষর সংযুক্ত করেন;

(খ) কোন হস্তান্তরযোগ্য দলিল সত্যায়ন করেন;

(গ) কোন রসিদ বা দলিলে পৃষ্ঠাঙ্কিত অব্যাহতিপত্রে স্বাক্ষর করেন;

(ঘ) কেবল সাক্ষী হিসাবে নহে, বরং লেনদেনে তাহার সম্মতির নিদর্শনস্বরূপ কোন দলিলে সম্পাদনকারী হিসাবে স্বাক্ষর করেন, এমনকি যদিও তাহাকে দলিলের মূল অংশে সম্পাদনকারী হিসাবে বর্ণনা করা না হয়।

(৩) যদি কোন দলিলের সম্পাদনকারী ব্যক্তি স্বীকার করেন যে, তিনি উহা সম্পাদন করিয়াছেন কিন্তু পণের টাকার সাকুল্য বা অংশবিশেষের প্রাপ্তি অস্বীকারের সুযোগ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে এই কারণে দলিলটির নিবন্ধন অগ্রাহ্য করা যাইবে না, কিন্তু পণের টাকা প্রাপ্তি সংক্রান্ত অস্বীকৃতির বিষয় পৃষ্ঠাঙ্কনে উল্লেখ করিতে হইবে।

৪২ক। গ্রহণযোগ্যতার প্রত্যায়ন

যদি বিধি ২০ এ নির্দেশিত সকল বিবরণের বিষয়ে আইনের চাহিদা পূরণ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে পরিশিষ্ট-২ এর ১ নং ফরমে দলিলটিতে গ্রহণযোগ্যতার একটি প্রত্যায়ন পৃষ্ঠাঙ্কিত করিতে হইবে এবং উহা নিবন্ধকারী কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও তারিখযুক্ত হইতে হইবে।

৪৩। একাধিক ফর্দের দলিল

কোন দলিলে একাধিক ফর্দ থাকিলে, দাখিল গ্রহণের সময় প্রতিটি ফর্দ নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার সীলমোহর, স্বাক্ষর এবং তারিখযুক্ত হইতে হইবে।

৪৪। ফিস ও জরিমানা গ্রহণ

(১) কোন দলিলে বিধি ৪২ক এ বর্ণিত গ্রহণযোগ্যতার প্রত্যায়ন লিপিবদ্ধ করিবার পর, নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা নির্ধারিত তফিসল এবং ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) এ অধীন পরিশোধযোগ্য জরিমানা (যদি থাকে) গ্রহণ করিবেন, এবং দলিলে উক্ত প্রত্যায়নের সন্নিবন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং একই সঙ্গে ফি বহিতে প্রয়োজনীয় ভুক্তি লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) পরিশোধিত ফিস এবং জরিমানার পরিমাণ (যদি থাকে), ধারা ৫২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) অনুসারে পরিশিষ্ট-১ এর ৮ নং ফরমে প্রদত্ত রসিদে ভিন্ন ভিন্নভাবে পৃষ্ঠাঙ্কিত করিতে হইবে।

৪৫। পৃষ্ঠাঙ্কন লিপিবদ্ধ করিবার পদ্ধতি

(১) ধারা ৫২ এবং ধারা ৫৮ অনুসারে আবশ্যিক পৃষ্ঠাঙ্কনসমূহ যথাক্রমে পরিশিষ্ট-২ এর ফরম নং ৩ ও ফরম নং ৩ এ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

ধারা ৪১ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন উইল বা দত্তক গ্রহণের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, উহার পৃষ্ঠাঙ্কন পরিশিষ্ট-২ এর ১১ নং ফরমে সম্পন্ন করিতে হইবে।

রেজিস্ট্রার বা দেওয়ানি আদালত কর্তৃক, যে দলিল নিবন্ধনের জন্য গ্রহণের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, পৃষ্ঠাঙ্কন পরিশিষ্ট-২ এর ১২নং ফরমে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) ধারা ৫২, ৫৮ ও ৬০ এর অধীন বা অন্য কোন প্রকার পৃষ্ঠাঙ্কন লাল কালিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং কাল কালিতে স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে।

- (৩) সকল পৃষ্ঠাঙ্কন নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তাহার নিজ হস্তলিপিতে প্রস্তুত করিতে হইবে। কোন বিশেষক্ষেত্রে মহা-পরিদর্শক, নিবন্ধন কর্তৃক ভিন্নরূপ আদেশ প্রদান না করা পর্যন্ত সকল নিবন্ধন কার্যালয়ে পৃষ্ঠাঙ্কনের রীতিসিদ্ধ অংশের জন্য রাবারের সীলমোহর ব্যবহার করা যাইবে।

মহা-পরিদর্শক, নিবন্ধন নিবন্ধনকারী কর্মকর্তাকে এই মর্মে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন যাহাতে তিনি তাহার কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট এমন কোন করণিক বা সাব-রেজিস্ট্রারকে নিয়োগ করিতে পারেন, যাহার সাহায্যে পৃষ্ঠাঙ্কনসমূহ লিপিবদ্ধ করাইয়া লইতে পারেন বা যেক্ষেত্রে পৃষ্ঠাঙ্কন-সীল ব্যবহার করা হয়, সেইক্ষেত্রে শূন্যস্থানসমূহ পূরণ করাইয়া লইতে পারেন।

৪৬। সম্পাদনকারীগণকে সনাক্তকরণ

- (১) নিবন্ধনের জন্য দাখিলকৃত দলিলের সম্পাদনকারীগণের সহিত নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত না হইলে, তাহাদের পরিচিত নিশ্চিতকরণের জন্য উপস্থিত ক্ষেত্রে পাওয়া যায় এইরূপ কোন ব্যক্তিকেও উত্তম প্রমাণ সরবরাহ করিতে বলিবেন যিনি নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার নিকট পরিচিত অথবা দায়িত্বশীল বলিয়া প্রতীয়মান হয়।
- (২) নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা স্বয়ং এইম মর্মে সন্তুষ্ট হইবেন যে, সনাক্তকারী, যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে সনাক্ত করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেন, তিনি বাস্তবিকই তাহাদের সহিত পরিচিত, এবং সনাক্তকারীকে, তিনি যাহাকে সনাক্ত করিতে চাহেন তাহার নাম, এবং তিনি তাহাকে যে ব্যক্তি বলিয়া ঘোষণা করেন প্রকৃতই তিনি সেই ব্যক্তি কি না সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন।

৪৭। নিরক্ষর ব্যক্তির স্বাক্ষর

লিখিতে পারেন না এইরূপ কোন ব্যক্তি যদি কোন চিহ্ন দ্বারা বা কলম স্পর্শ করিয়া তাহার নাম দস্তখত করেন, তাহা হইলে তাহার নাম বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে মর্মে গণ্য করিতে হইবে এবং উক্ত ব্যক্তির নাম-লেখকও তাহার সম্মুখে চিহ্ন প্রদান করা বা কলম স্পর্শ করিবার সত্যায়ন স্বরূপ তাহার নিজ নাম স্বাক্ষর করিবেন।

৪৮। টিপছাপ

- (১) কোন দলিলের সম্পাদনকারী—

(ক) লিখিতে অসমর্থ, অথবা

(খ) নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার নিকট ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত না হইলে,

তিনি তাহার নাম দস্তখতের অতিরিক্ত (যদি তিনি লিখিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে বিধি ৪৭ এর অধীন নির্দেশিতরূপে) নিবন্ধনের জন্য আনীত দলিলটিতে এবং পরিশিষ্ট-১ এর ৪নং ফরমে রক্ষিত টিপছাপের বহিতেও বাম বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি সম্পাদনকারীর বাম বৃদ্ধাঙ্গুলি ত্রুটিযুক্ত বা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ডান বৃদ্ধাঙ্গুলি বা অন্য যে কান আঙ্গুল ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু সেইক্ষেত্রে, অথবা বসন্ত, কুষ্ঠ বা অন্য কোন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে, টিপের বহিতে টিপছাপের জন্য সংরক্ষিত স্থানে, এবং দলিলটিতে ব্যবহৃত, নির্দিষ্ট আঙ্গুলটির উল্লেখ করিয়া এবং সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে, কেন টিপ লওয়া গেলনা, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া একটি টীকা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। যেক্ষেত্রে কোন টিপ লওয়া হইবে না, সেইক্ষেত্রে বহিটিতে টিপ-ছাপের জন্য নির্দিষ্টকৃত স্থানে কোন ক্রমিক নম্বর প্রদান করিতে হইবে না। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে, টিপের বহি হইতে দলিলটিকে সনাক্তকরণের সুবিধার্থে বহিটির যে কলাম সম্পাদনকারী বা সনাক্তকারীর নাম ও স্বাক্ষরের জন্য নির্দিষ্টকৃত, উহা

এবং বহি নম্বর ও দলিল নম্বর লিপিবদ্ধ করিবার জন্য যে কলাম নির্দিষ্টকৃত, উহাও যথাযথভাবে পূরণ করিতে হইবে এবং অপর পক্ষেও অনুরূপ হইবে (vice-versa)।

- (২) টিপছাপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সঠিকভাবে প্রস্তুত সমতল টিনের প্লেটে গৃহীত ছাপার কালিতে সম্পাদনকারীর বাম বৃদ্ধাঙ্গুলির (অথবা, ক্ষেত্রমত অন্য আঙ্গুলের) স্বল্প আবর্তিত ছাপ দ্বারা উক্ত টিপ চিহ্ন তৈরী করিতে হইবে।
- (৩) টিপসহি রেজিস্ট্রারের প্রতিটি ছাপ নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা, এবং টিপগ্রহণকারী কর্মকর্তা কর্তৃক, কিংবা পর্দানশীন মহিলাদের ক্ষেত্রে, তাহাদের সনাক্তকারীগণ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত হইবে।
- (৪) একই ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত কতিপয় দলিল নিবন্ধনের জন্য গৃহীত হইলে, টিপের বহিতে প্রতিটি দলিলের ক্ষেত্রে পৃথক টিপ গ্রহণের প্রয়োজন নাই।
- (৫) ইতঃপূর্বে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা তাহার স্বীয় বিচার-বিবেচনায়, যেক্ষেত্রে অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তির পরিচিতির বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ বা সংশয়ের অবকাশ না থাকে, সেইক্ষেত্রে, যদি সম্পাদনকারী ব্যক্তিগতভাবে তাহার পরিচিত নাও হন, তথাপি উক্ত ব্যক্তির টিপগ্রহণ পরিহার করিতে পারেন, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে তন্মর্মে দলিলে একটি টীকা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।
- (৬) সম্পাদনকারীর অশিক্ষিত সনাক্তকারীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-পরিয়োজন সাপেক্ষে (mutatis mutandis), এই বিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

৪৯। টিপছাপ সংক্রান্ত অধিকতর বিধান

নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার সম্মুখে সম্পাদনকারীগণের অথবা তাহাদের সনাক্তকারীগণের টিপছাপ গ্রহণ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিধি ৪৮ এর উপ-বিধি (১) এ নির্ধারিত ছাপানো ফরমের বহিতে টিপছাপ গ্রহণ করা হইবে। বহিটিতে গৃহীত টিপের ক্রমিক এবং কমিশনের জন্য একটি পৃথক টিপছাপের বহি রাখিতে হইবে, যাহাতে “টিপছাপ গ্রহণকারী ব্যক্তির অনুস্বাক্ষর” ও “নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার অনুস্বাক্ষর” এই দুইটি কলামের মধ্যবর্তী স্থানে রাবারের সীলমোহরে “কমিশনারের স্বাক্ষর” শিরোনামে একটি কলাম তৈরি করিতে হইবে।

৫০। কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত দলিলের নিবন্ধন

- (১) যদি কোন দলিলে একাধিক সম্পাদনকারী থাকে এবং একাধিক সম্পাদনকারীর মধ্যে কেহ যদি উক্ত দলিলে সম্পাদন অস্বীকৃতি জানান, তবে যে ব্যক্তি দলিল সম্পাদন অস্বীকার করিবেন কেবল সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে দলিলটির রেজিস্ট্রি কার্য অগ্রাহ্য হইবে আর যাহারা সম্পাদন স্বীকার করিবেন তাহাদের ক্ষেত্রে দলিলটি রেজিস্ট্রিকৃত হইবে। আবার একাধিক সম্পাদনকারী কর্তৃক শুধু যাহারা হাজির হইয়া সম্পাদন স্বীকার করেন তাহাদের ক্ষেত্রে [***]^{৯৮} দলিলটি রেজিস্ট্রিকৃত হইবে এবং যাহারা সম্পাদন স্বীকারের জন্য হাজির হইবে না তাহাদের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি কার্য অগ্রাহ্য হইবে।

প্রতিনিধিগণের কর্তৃক সম্পাদন অস্বীকার

- (২) যেক্ষেত্রে মৃত সম্পাদনকারীর প্রতিনিধিগণের মধ্যে কর্তৃক সম্পাদন অস্বীকার করেন এবং অন্যরা স্বীকার করেন, সেইক্ষেত্রে ধারা ৭৩ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, দলিলটি নিবন্ধিত হইবে, এবং অন্যদের ক্ষেত্রে নিবন্ধন অগ্রাহ্য হইবে।

^{৯৮} “৫৮ ধারার অধীন পৃষ্ঠাঙ্কন লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং যাহারা উপস্থিত হন নাই তাহাদের ক্ষেত্রে দলিলটি নিবন্ধনের জন্য গ্রহণের নিমিত্ত বিধিবদ্ধ সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষমান রাখিতে হইবে। উক্ত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর” শব্দগুলি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে

৫১। [সম্পাদনের তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে সম্পাদনকারী হাজির হইতে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে কার্যক্রম]^{৪৩}

(১) যখন কোন দলিল ধারা ২৩ এর বিধান অনুসারে সম্পাদনের তারিখ হইতে [৩ (তিন) মাস]^{৪৪} সময়ের মধ্যে কোন সাব-রেজিস্ট্রার সমীপে রেজিস্ট্রির জন্য দাখিল করা সত্ত্বেও সম্পাদনকারী উক্ত [৩ (তিন) মাসের]^{৪৫} মধ্যে হাজির হইয়া সম্পাদন স্বীকার না করিলে সাব-রেজিস্ট্রার [৩ (তিন) মাস]^{৪৬} অন্তে যথারীতি দলিলটি রেজিস্ট্রিকার্য সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিবেন এক্ষেত্রে অগ্রাহ্যের কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং পক্ষ দলিল রেজিস্ট্রি অগ্রাহ্যের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ধারা ৭২ এর অধীনে রেজিস্ট্রার সমীপে আপীল দায়ের করিতে পারবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, সাব-রেজিস্ট্রার এইরূপ কোন আদেশ লিপিবদ্ধ করিবেন না, যদি এইরূপ দলিলের অধীন দাখিলকারী অথবা গ্রহীতা, উক্ত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে, ধারা ৩৬ এর অধীন সম্পাদনকারীর উপস্থিতি লাভের জন্য, অথবা তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ধারা ৩৮ এর অধীন কার্যক্রমের সূত্রপাত করিয়া থাকেন, তবে সেইক্ষেত্রে উক্ত মেয়াদ সমাপ্ত হইবার পর সাব-রেজিস্ট্রার এই বিষয়ে রেজিস্ট্রারের নিকট আদেশের জন্য প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ধারা ৭২ এর অধীন আপিলের ক্ষেত্রে, রেজিস্ট্রার দলিলটি নিবন্ধনের জন্য সাব-রেজিস্ট্রারকে কোন আদেশ প্রদান করিবেন না, যদি না সম্পাদনকারী রেজিস্ট্রারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, ধারা ১৭ক বা ধারা ২৩ এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সাব-রেজিস্ট্রারের সম্মুখে তাহার অনুপস্থিতি জরুরি প্রয়োজনে বা অপরিহার্য দুর্ঘটনাজনিত ছিল বলিয়া, কারণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যদি রেজিস্ট্রার এইরূপ কোন আদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশের বিধান অনুসারে জরিমানা আরোপ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর শর্তাংশে উল্লিখিত ক্ষেত্রে—

(ক) রেজিস্ট্রার, সাব-রেজিস্ট্রারের প্রতিবেদন পাওয়ার পর, দলিলটি ধারা ৩৬ অথবা ধারা ৩৮ এর অধীন গৃহীত কার্যক্রম নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষমান রাখিবার নির্দেশ প্রদান করিবে, তবে তাহা ধারা ১৭ক বা ধারা ২৩ এ নির্ধারিত সময়সীমা হইতে ৪ (চার) মাসের অধিক সময়ের জন্য নহে। যদি সম্পাদনকারী, সমন জারির পর অথবা নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রমত, কমিশনার তাহার আবাসস্থলে গমন করিবার পর, উপস্থিত হইতে অস্বীকার বা অবহেলা করেন, তাহা হইলে, সাব-রেজিস্ট্রার ধারা ৩৫ এর অধীন দলিলটি নিবন্ধন করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিবেন;

(খ) যদি সম্পাদনকারী ধারা ৩৬ এর অধীন সমন জারির ফলে হাজির হন বা ধারা ৩৮ এর অধীন পরীক্ষিত হন এবং সম্পাদন স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাহার স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধক্রমে তাহাকে ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশের বিধান অনুসারে তাহার হাজির হইতে বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া রেজিস্ট্রার বরাবর নির্দেশনা প্রার্থনা করিয়া একটি আবেদন দাখিল করিতে বলা হইবে। এইরূপ আবেদন প্রাপ্তির পর, সাব-রেজিস্ট্রার তাহার ইচ্ছানুরূপ মন্তব্যসহ উহা রেজিস্ট্রারের নিকট প্রেরণ করিয়া আদেশের অপেক্ষায় থাকিবেন;

^{৪৩} “ধারা ১৭ক বা ধারা ২৩ দ্বারা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পাদনকারীর হাজির হইতে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে গ্রহণীয় পদ্ধতি” শব্দগুলির পরিবর্তে “সম্পাদনের তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে সম্পাদনকারী হাজির হইতে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে কার্যক্রম” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

^{৪৪} “ত্রিশ দিন বা তিন মাস” শব্দগুলির পরিবর্তে “৩ (তিন) মাস” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

^{৪৫} প্রস্তাবিত

^{৪৬} প্রস্তাবিত

- (গ) রেজিস্ট্রার সম্পাদনকারীর হাজির হইবার বিলম্বের বিষয়ে প্রদর্শিত কারণ বিবেচনা করিয়া ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশের বিধান মতে নির্ধারিত জরিমানা পরিশোধ অন্তে দলিলটি নিবন্ধনের জন্য সাব-রেজিস্ট্রারকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন;
- (ঘ) যদি রেজিস্ট্রার বিলম্বের জন্য প্রদর্শিত কারণ মানিয়া লইতে অপরাগ হন, তাহা হইলে তিনি দলিলটির নিবন্ধীকরণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের জন্য সাব-রেজিস্ট্রারকে নির্দেশ প্রদান করিবেন;
- (ঙ) যদি সম্পাদনকারী বিলম্বের কারণ দর্শাইতে অস্বীকার করেন বা অসমর্থ হন, তাহা হইলে সাব-রেজিস্ট্রার এই বিষয়টিও বর্ণনা করিয়া রেজিস্ট্রারের নিকট আদেশের জন্য প্রেরণ করিবেন;
- (চ) দফা (ঙ)-তে বর্ণিত ক্ষেত্রে, রেজিস্ট্রার দলিলটির নিবন্ধীকরণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের জন্য সাব-রেজিস্ট্রারকে নির্দেশ প্রদান করিবেন;
- (ছ) সাব-রেজিস্ট্রারকে, দফা (ঘ) এবং (চ) এর অধীন রেজিস্ট্রারের আদেশ প্রাপ্তির পর, ধারা ১৭ক বা ধারা ২৩ এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পাদনকারীর হাজির না হওয়ার কারণে ধারা ৩৪ অনুসারে একটি অগ্রাহ্যের আদেশ লিপিবদ্ধ করিবেন।

[(৩) বিধি ৫১ এর উপবিধি (১) এর বিধানাবলী প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে রেজিস্ট্রারের সমীপে দাখিলকৃত দলিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে অবশ্য তাহার নিজস্ব আদেশের বিরুদ্ধে রেজিস্ট্রার বরাবর কোন আপীল রুজু করা যাইবে না।]^{৮৬}

৫২। [২৫ ধারার জরিমানা পরিশোধের পরবর্তী ৮ (আট) মাসের মধ্যে সম্পাদনকারী হাজির হইতে ব্যর্থতায় কার্যক্রম]^{৮৭}

(১) ধারা ২৫ এর বিধান মোতাবেক দলিল দাখিল করিবার জন্য সময় বর্ধিত করা সত্ত্বেও যদি সম্পাদনের তারিখ হইতে [৮ (আট) মাসের]^{৮৮} মধ্যে সম্পাদনকারী হাজির হইয়া সম্পাদন স্বীকার না করেন তবে উক্ত [৮ (আট) মাস]^{৮৯} সময়ান্তে সাব-রেজিস্ট্রার দলিলটি রেজিস্ট্রি কার্য অগ্রাহ্যকরণের আদেশ লিপিবদ্ধ করিবেন। সংশ্লিষ্ট পক্ষ প্রয়োজনবোধে দলিলের রেজিস্ট্রি কার্য অগ্রাহ্যের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রার বরাবর ধারা ৭২ এর অধীনে আপীল রুজু করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, সাব-রেজিস্ট্রার এইরূপ কোন আদেশ লিপিবদ্ধ করিবেন না, যদি এইরূপ দলিলের অধীন দাখিলকারী অথবা গ্রহীতা, উক্ত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে, ধারা ৩৬ এর অধীন সম্পাদনকারীর উপস্থিতি লাভের জন্য, অথবা তাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ধারা ৩৮ এর অধীন কার্যক্রমের সূত্রপাত করিয়া থাকেজন, তবে সেইক্ষেত্রে উক্ত মেয়াদ সমাপ্ত হইবার পর সাব-রেজিস্ট্রার এই বিষয়ে রেজিস্ট্রারের নিকট আদেশের জন্য প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর উল্লিখিত ধারা ৭২ এর অধীন আপিলের ক্ষেত্রে, রেজিস্ট্রার দলিলটি নিবন্ধনের জন্য সাব-রেজিস্ট্রারকে কোন আদেশ প্রদান করিবেন না, যদি না সম্পাদনকারী রেজিস্ট্রারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, ধারা ২৫ এর অধীন বর্ধিত সময়ের মধ্যে সাব-রেজিস্ট্রারের সম্মুখে তাহার অনুপস্থিতিত জরুরি প্রয়োজন বা অপরিহার্য দুর্ঘটনাজনিত কারণবশত ছিল বলিয়া প্রদর্শন করেন। যদি রেজিস্ট্রার এইরূপ কোন আদেশ প্রদান করেন, তাহা

^{৮৬} প্রস্তাবিত

^{৮৭} “জরিমানা প্রদানের পর এবং ধারা ২৫ দ্বারা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পাদনকারীর হাজির হইতে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে গ্রহণীয় পদ্ধতি” শব্দগুলির পরিবর্তে “২৫ ধারার জরিমানা পরিশোধের পরবর্তী ৮ (আট) মাসের মধ্যে সম্পাদনকারী হাজির হইতে ব্যর্থতায় কার্যক্রম” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

^{৮৮} “চার মাস” শব্দগুলির পরিবর্তে “৮ (আট) মাস” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

^{৮৯} প্রস্তাবিত

হইলে ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন ইতঃপূর্বে আরোপিত জরিমানার অতিরিক্ত ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশে উল্লিখিত নির্ধারিত জরিমানা আরোপ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর শর্তাংশে উল্লিখিত ক্ষেত্রে—

(ক) রেজিস্ট্রার, সাব-রেজিস্ট্রারের প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, দলিলটি ধারা ৩৬ অথবা ধারা ৩৮ এর অধীন গৃহীত কার্যক্রম নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষামান রাখিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন, তবে উহা ধারা ১৭ক বা ধারা ২৩ এর অধীন নির্ধারিত সময়সমী উত্তীর্ণ হওয়ার পর হইতে আট মাসের অধিক সময়ের জন্য নহে। যদি সম্পাদনকারী সমনজারির পর অতবা নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রমত, কমিশনার সম্পাদনকারীর আবাসস্থলে গমন করিবার পর, উপস্থিত হইতে অস্বীকার বা অবহেলা করেন, তাহা হইলে সাব-রেজিস্ট্রার, ধারা ৩৫ এর অধীন দলিলটি নিবন্ধন করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিবেন;

(খ) যদি সম্পাদনকারীর ধারা ৩৬ এর অধীন সমন জারির ফলে হাজির হন, বা ধারা ৩৮ এর অধীন পরীক্ষিত হন এবং সম্পাদন স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাহার স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং তাহাকে ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশের বিধান অনুসারে তাহার হাজির হইতে বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া একটি আবেদন দাখিল করিতে বলা হইবে। এইরূপ আবেদন প্রাপ্তির পর, সাব-রেজিস্ট্রার তাহার ইচ্ছানুরূপ মন্তব্যসহ উহা রেজিস্ট্রারের নিকট প্রেরণ করিয়া আদেশের অপেক্ষায় থাকিবেন;

(গ) রেজিস্ট্রার, সম্পাদনকারীর হাজির হইবার বিলম্বের জন্য প্রদর্শিত কারণ বিবেচনান্তে ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন ইতঃপূর্বে আরোপিত জরিমানার অতিরিক্ত, ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশ অনুসারে নির্ধারিত জরিমানা পরিশোধ অন্তে দলিলটি নিবন্ধনের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন;

(ঘ) যদি রেজিস্ট্রার বিলম্বের জন্য প্রদর্শিত কারণ গ্রহণ করিতে অপারগ হন, তাহা হইলে তিনি দলিলটি নিবন্ধীকরণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের জন্য সাব-রেজিস্ট্রারকে নির্দেশ প্রদান করিবেন;

(ঙ) যদি সম্পাদনকারী বিলম্বের কারণ দর্শাইতে অস্বীকার করেন বা অসমর্থ হন, তাহা হইলে সাব-রেজিস্ট্রার এই বিষয়টিও বর্ণনা করিয়া আদেশের জন্য রেজিস্ট্রারের নিকট প্রেরণ করিবেন;

(চ) দফা (ঙ)-তে বর্ণিত ক্ষেত্রে, রেজিস্ট্রার দলিলটির নিবন্ধকরণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের জন্য সাব-রেজিস্ট্রারকে নির্দেশ প্রদান করিবেন;

(ছ) সাব-রেজিস্ট্রার, দফা (ঘ) এবং (চ) অনুসারে রেজিস্ট্রারের আদেশ প্রাপ্তির পর, ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশের অধীন বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে সম্পাদনকারী হাজির না হওয়ার কারণে ধারা ৩৪ এর অধীন দলিলটিতে নিবন্ধন অগ্রাহ্যের আদেশ লিপিবদ্ধ করিবেন।

[(৪) ধারা ৫২ এর উপবিধি (১) এর বিধানাবলীর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে রেজিস্ট্রারের সমীপে দাখিলকৃত দলিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে অবশ্য তাহার নিজস্ব আদেশের বিরুদ্ধে রেজিস্ট্রার বরাবর কোন আপীল রুজু করা যাইবে না।]^{১০}

৫৩। উপস্থিত হইয়া সম্পাদন স্বীকার ইচ্ছাকৃত অস্বীকৃতি বা অবহেলা

সমন বৈধভাবে জারি হইয়াছে এবং সম্পাদনকারী নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত হইতে অস্বীকার বা অবহেলা করিয়াছেন বলিয়া নিশ্চিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা ধারা ৩৫ এর অধীন দলিল নিবন্ধন অস্বীকৃতির একটি আদেশ লিপিবদ্ধ করিবেন।

৫৪। বাংলাদেশের বাহিরে সম্পাদিত দলিলের ক্ষেত্রে বিধি ৫১ এর প্রয়োগ

- (১) ধারা ২৬ এ উল্লিখিত দলিলের ক্ষেত্রেও বিধি ৫১ এর দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে, কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম এই যে, উক্ত বিধির উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত মেয়াদ এবং ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশের অধীন বর্ধিত সময়, সম্পাদনের তারিখ হইতে নহে, বরং এইরূপ দলিলের বাংলাদেশে আগমনের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।
- (২) এইরূপ দলিল, কোন অবস্থাতেই, বাংলাদেশে ইহার আগমনের ৮ (আট) মাসের অধিক সময় অতিক্রান্তের পর নিবন্ধনের জন্য গৃহীত হইবে না।

৫৫। আংশিক বাংলাদেশে এবং আংশিক বাংলাদেশের বাহিরে সম্পাদিত দলিল সম্বন্ধে কাঁপ্রণালি

পক্ষগণের কাহারও দ্বারা বাংলাদেশে এবং কাহারও দ্বারা বাংলাদেশের বাহিরে সম্পাদিত দলিলের ক্ষেত্রে, দাখিলকারী পক্ষ ধারা ২৬ এর পরিবর্তে তাহার ইচ্ছামত ধারা ২৩ অথবা ধারা ২৫ এর অধীন অগ্রসর হইতে পারিবেন, এবং যদি তিনি এইরূপ করেন, তাহা হইলে উল্লিখিত ধারাসমূহের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

৫৬। [সম্পাদনের পরবর্তী ৪ (চার) মাসের অধিক সময়ের দলিল নিবন্ধনা]^{৫২}

- (১) যখন কোন দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে ৪ (চার) মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রার জন্য দাখিল করা না হয় কিংবা উক্ত সময়ান্তে সম্পাদন স্বীকার করা হয় তবে রেজিস্ট্রার উক্ত দলিল রেজিস্ট্রি করিতে আদেশ দিবেন এই অবস্থায়-

(ক) তিনি স্বয়ং ধারা ৭৮ এর অধীনে প্রণীত ও জারিকৃত ফি তালিকার দফা “জ” এ অতিরিক্ত ফি, এবং ধারা ২৫ এবং ধারা ৩৪ এর উপধারা (১) এর অধীন বিধান অনুযায়ী জরিমানা ফি আদায়ে, যেখানে যা প্রযোজ্য, রেজিস্ট্রি করিতে পারেন; বা

(খ) নির্ধারিত চারিমাস সময়ের মধ্যে যে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে প্রথমে দাখিল হওয়া উচিত ছিল, সেই অফিসের সাব-রেজিস্ট্রারকে দলিলটি প্রয়োজনীয় ফি ও জরিমানা আদায়ে রেজিস্ট্রি করিতে আদেশ দিবেন।^{৫৩}

^{৫২} “সম্পাদনের তারিখ হইতে ধারা ১৭ক বা ধারা ২৩ এর অধীন নির্ধারিত সময় অতিক্রান্তের পর দলিল নিবন্ধন” শব্দগুলির পরিবর্তে “সম্পাদনের পরবর্তী ৪ (চার) মাসের অধিক সময়ের দলিল নিবন্ধন” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

^{৫৩} “সম্পাদনের পর ধারা ১৭ক বা, ক্ষেত্রমত, ধারা ২৩ এর অধীন নির্ধারিত সময়সীমার অধিক সময় পর যখন কোন দলিল নিবন্ধনের জন্য দাখিল করা হয় বা উহার সম্পাদন স্বীকার করা হয়, এবং রেজিস্ট্রার যদি স্থির করেন যে, দলিলটি নিবন্ধনের জন্য গৃহীত হওয়া উচিত, তাহা হইলে, তিনি ধারা ২৫ এর অধীন বা, ক্ষেত্রমত, ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশের অধীন জরিমানা পরিশোধ অন্তে ধারা ১৭ক বা, ক্ষেত্রমত, ধারা ২৩ এর অধীন নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দলিলটি যে সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে দাখিল করা হইলে নিবন্ধন করা হইত, উহা নিবন্ধনের জন্য সেই সাব-রেজিস্ট্রারকে নির্দেশ প্রদান করিবেন” প্যারাটির পরিবর্তে “যখন কোন দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে ৪ (চার) মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রি জন্য দাখিল করা না হয় কিংবা উক্ত সময়ান্তে সম্পাদন স্বীকার করা হয় তবে রেজিস্ট্রার উক্ত দলিল রেজিস্ট্রি করিতে আদেশ দিবেন এই অবস্থায়- ক) তিনি স্বয়ং ধারা ৭৮ এর অধীনে প্রণীত ও জারিকৃত ফি তালিকার দফা “জ” এ অতিরিক্ত ফি, এবং ধারা ২৫ এবং ধারা ৩৪ এর উপধারা (১) এর অধীন বিধান অনুযায়ী জরিমানা ফি আদায়ে, যেখানে যা প্রযোজ্য, রেজিস্ট্রি করিতে পারেন; বা খ) নির্ধারিত চারিমাস সময়ের মধ্যে যে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে প্রথমে দাখিল হওয়া উচিত ছিল, সেই অফিসের সাব-রেজিস্ট্রারকে দলিলটি প্রয়োজনীয় ফি ও জরিমানা আদায়ে রেজিস্ট্রি করিতে আদেশ দিবেন” প্যারাটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

- (২) এইরূপ ক্ষেত্রে যে তারিখে রেজিস্ট্রারের নিকট তাহার সিদ্ধান্তে জন্য আবেদন দাখিল করা হইয়াছিল, সেই তারিখটিই দলিল দাখিলের তারিখ বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৭। নিবন্ধন অগ্রাহ্যের কারণ লিপিবদ্ধকরণ

- (১) যেক্ষেত্রে কোন নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা, ধারা ৭১ অথবা ধারা ৭৬ এর অধীন, কোন দলিলের নিবন্ধন অগ্রাহ্যের কারণ সংক্রান্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, সেইক্ষেত্রে বিবরণটি ২নং রেজিস্ট্রার বহিতে (পরিশিষ্ট-১, ফর্ম নং ২) তাহার নিজ হস্তলিপিতে, সম্পূর্ণরূপে এবং সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিতে হইবে।
- (২) যদি কারণসমূহের মধ্যে এইরূপ কোন ঘটনা অন্তর্ভুক্ত থাকে যে, কতিপয় সম্পাদনকারীর মধ্যে একজন আইনের শর্ত পূরণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহার নাম উল্লেখ করিতে হইবে; যদি নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা সম্পাদন স্বীকারকারী কোন পক্ষের পরিচিতির বিষয়ে সন্দেহান হন, তাহা হইলে তাহার সন্দেহের কারণ বর্ণনা করিতে হইবে।

নবম অধ্যায়

শপথ পাঠ পরিচালনা ও নথিভুক্তিকরণ

৫৮। কখন শপথ পাঠ করাইতে হইবে

নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার নিকট প্রদত্ত কোন মৌখিক বিবৃতির সত্যতা সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ না হইলে, তিনি ধারা ৬৩ এর অধীন তাহার উপর অর্পিত শপথ পাঠ করানোর স্ববিবেচনাধীন ক্ষমতা (discretion) প্রয়োগ করিবেন না।

৫৯। শপথ বা প্রতিজ্ঞার নিদর্শ

ধারা ৬৩ এর বিধানাবলি অনুযায়ী নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত শপথ বা প্রতিজ্ঞা, শপথ আইন, ১৮৭৩ (১৮৭৩ সনের ১০নং আইন) এর ধারা ৭ এর অধীন সাক্ষীগণের জন্য বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত, শপথ বা প্রতিজ্ঞা ৩নং পরিশিষ্টে পুনরুপস্থাপিত নিদর্শন অনুসারে পরিচালিত হইবে।

৬০। শপথ পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে

শপথপূর্বক প্রদত্ত বিবৃতি যে দলিল সম্পর্কিত উহাতে লিপিবদ্ধ করা হইবে না, তবে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তাহার নিজ হস্তলিপিতে পৃথক ফর্দে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে যাহা একটি গার্ড ফাইলে রক্ষিত হইবে, এবং বিবৃতিটি উক্তরূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে মর্মে দলিলটিতে একটি টীকা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

দশম অধ্যায়

নিবন্ধনের জন্য দলিল গ্রহণ-পরবর্তী পদ্ধতি

৬১। কখন দলিল নকল করা হইবে

কোন দলিলে সকল সম্পাদনকারী অথবা তাহাদের প্রতিনিধি, মনোনীত ব্যক্তি বা এজেন্ট, উপস্থিত হইয়া সম্পাদন স্বীকার করিলে ও আইনের অন্যান্য চাহিদা পূরণ হইলে, দলিলটি যথাযথ বহিতে নকল করা হইবে।

৬২। দ্বিলিপি, ত্রিলিপি ইত্যাদিসহ দাখিলকৃত দলিল নিবন্ধনের পদ্ধতি

[যেক্ষেত্রে একই দলিলের দুই বা ততোধিক প্রতিলিপি একই সঙ্গে নিবন্ধনের জন্য গৃহীত হয়, সেইক্ষেত্রে প্রতিটি প্রতিলিপি ফি-বহিতে ভিন্নভাবে নম্বরযুক্ত হইবে। প্রতিটি প্রতিলিপির উপর সকল পৃষ্ঠাঙ্কন লিখিতে হইবে।]

৬৩। ম্যাপ বা প্ল্যানের প্রতিলিপি সত্যায়িত হইতে হইবে

ধারা ২১ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন দলিলের সহিত সংযুক্তকরণের জন্য আবশ্যিক ম্যাপ বা প্ল্যানের প্রতিলিপিসমূহ অবিকল প্রতিলিপি মর্মে উক্তরূপ দলিল সম্পাদনকারী ব্যক্তি বা তাহার এজেন্টের স্বাক্ষর দ্বারা সত্যায়িত করিতে হইবে। দলিলে অন্তর্ভুক্ত মূল ম্যাপ বা প্ল্যানসমূহ, দলিল গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তারিখ ও সিলমোহর প্রদানপূর্বক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

৬৪। পুনঃ-নিবন্ধনের জন্য দাখিলকৃত দলিলে সংযুক্ত ম্যাপ বা প্লানে প্রতিলিপি

যেক্ষেত্রে ম্যাপ বা প্ল্যানসম্বলিত কোন দলিল ধারা ২৪ এর অধীন পুনঃ-নিবন্ধনের জন্য দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে, পক্ষগণকে ধারা ২১ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন ম্যাপ বা প্ল্যানের নূতন কোন প্রতিলিপি জমা দিতে হইবে না; তবে, নিবন্ধনকারী কর্মকর্তাকে পুনঃনিবন্ধনের সময় রেজিস্টার বহিতে দলিলটির প্রতিলিপির বিপরীতে এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতে হইবে যে, ইহাতে সংযুক্ত ম্যাপ বা প্ল্যান দলিলটি প্রথম দাখিলের সময় নথিভুক্ত ম্যাপ বা প্ল্যানের অভিন্ন প্রতিলিপি।

৬৫। দলিল পুনঃনিবন্ধন পদ্ধতি

পুনঃনিবন্ধনের জন্য দাখিলকৃত দলিলকে সার্বিকভাবে একটি নূতন দলিল হিসাবে বিবেচনা করিতে হইবে। ইহাকে ইহার পরিবর্তিত আকারে পুনঃনকল করিতে হইবে এবং সম্পূর্ণ ফিস আদায় করিতে হইবে। আবশ্যিকীয় নূতন পৃষ্ঠাঙ্কন সন্নিবেশনের জন্য যদি দলিলটির পশ্চাৎভাগে স্থান অপরিাপ্ত হয়, তাহা হইলে বিধি ৭২ এর বিধানমতে এক প্রস্থ পৃথক ফর্দে সেইগুলি লিখিত বা অনুবৃত (Continued) হইবে; প্রতিবার নিবন্ধনের সময় বিধি ৪২ এর অধীন গ্রহণযোগ্যতার প্রত্যয়নপত্র এবং সেইসঙ্গে কেবল নূতন পৃষ্ঠাঙ্কনসমূহ রেজিস্টার বহির বাম মার্জিনে নকল করিতে

^{১১} “যেক্ষেত্রে একই দলিলের দুই বা ততোধিক প্রতিলিপি একই সঙ্গে নিবন্ধনের জন্য গৃহীত হয়, সেইক্ষেত্রে প্রতিটি প্রতিলিপি ফি-বহি ও রেজিস্টারবহিতে ভিন্নভাবে নম্বরযুক্ত হইবে। প্রতিটি প্রতিলিপির উপর সকল পৃষ্ঠাঙ্কন লিখিতে হইবে, তবে দলিলসমূহ রেজিস্টারবহিতে একাধিকবার নকল করিবার প্রয়োজন হইবে না। দ্বিলিপি, ত্রিলিপি বা অন্যান্য নকলের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পৃষ্ঠাঙ্কনসমূহ (স্ট্যাম্প ভেডারের পৃষ্ঠাঙ্কনসহ) এবং কৈফিয়ত, যদি থাকে, তাহা হইলে উহা নকল করা হইবে। দলিলটি নকল করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট বহির সংরক্ষিত স্থানের কেন্দ্রস্থলে যে রেজিস্টারবহিতে মূল দলিল নকল করা হইয়াছে উহার নম্বর, বালাম এবং পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করিয়া নিম্নের নিদর্শে একটি টীকা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে: “.....নং মূল দলিল.....সনের.....নং বালামের.....নং পৃষ্ঠায় নকলকৃত” প্যারাটির পরিবর্তে “যেক্ষেত্রে একই দলিলের দুই বা ততোধিক প্রতিলিপি একই সঙ্গে নিবন্ধনের জন্য গৃহীত হয়, সেইক্ষেত্রে প্রতিটি প্রতিলিপি ফি-বহিতে ভিন্নভাবে নম্বরযুক্ত হইবে। প্রতিটি প্রতিলিপির উপর সকল পৃষ্ঠাঙ্কন লিখিতে হইবে” প্যারাটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

হইবে, ইতঃপূর্বে দলিলে লিখিত পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাঙ্কনসমূহ মূল দলিলে যেভাবে দৃশ্যমান হইবে, সেইভাবে লাল কালি দ্বারা প্রতিলিপির মূল অংশে নকল করিতে হইবে।

৬৬। অনুবাদ এবং প্রতিলিপি

- (১) ধারা ১৯ এবং ৬২ অনুযায়ী আবশ্যিক দলিলের অনুবাদ এবং প্রতিলিপি কার্টিজ কাগজে প্রস্তুত করিতে হইবে।
- (২) এইরূপ অনুবাদ এবং প্রতিলিপি একটি ভিন্ন নথিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে, এবং উক্ত নথিল ডান মার্জিনে বহির যে পৃষ্ঠা অনুবাদটি নকল করা হইয়াছে উহার উল্লেখ করিতে হইবে।
- (৩) উক্ত নথিটি যখন পর্যাপ্ত সংখ্যক অনুবাদ এবং প্রতিলিপি ধারণ করে এবং বালাম আকারে বাঁধানোর যোগ্য হয় তখন উহাকে, সময় সময়, বাঁধাই করিতে হইবে।
- (৪) অনুবাদ প্রস্তুত করা হইলে, যে রেজিস্টার বহিতে অনুবাদসমূহ নকল করা হইয়াছে উহার বাম মার্জিনে বিধি ৪২ক, বিধি ৪৫ এর উপ-বিধি (১) এবং ধারা ৬০ এ উল্লিখিত পৃষ্ঠাঙ্কনসমূহ এবং বিধি ৪৪ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন উল্লিখিত ভুক্তি নকল করিতে হইবে।

৬৭। [তুলনাকারী কর্তৃক রেজিস্টার বহিতে তাহাদের নাম স্বাক্ষরকরণ]^{৫৫}

[পৃষ্ঠাঙ্কনসমূহের পাঠকারী ও তুলনাকারীকেও একইরূপে অবিকল নকলের বাম মার্জিনে স্বাক্ষর ও তারিখ প্রদান করিতে হইবে।]^{৫৬}

৬৮। নিবন্ধনের চূড়ান্ত পৃষ্ঠাঙ্কন

কোন দলিল নকল করা হইলে এবং নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা বিধি ১৬ এর উপ-বিধি (২) এর বিধান অনুযায়ী রেজিস্টারবহিতে অবিকল নকলের প্রত্যয়নপত্রে স্বাক্ষর ও তারিখযুক্ত করিলে, উহাতে ধারা ৬০ এর অধীন আবশ্যিক পৃষ্ঠাঙ্কন পরিশিষ্ট-২ এর ৪নং ফরমে প্রস্তুত করিতে হইবে। অতঃপর দলিলটির নিবন্ধন কার্য সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৬৯। পঙ্ক্তি-মধ্যবর্তী লিখন, শূন্যস্থান, ঘষামাজা, পরিবর্তন এবং সংশোধনসমূহ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে

কোন দলিলের পঙ্ক্তির মধ্যবর্তী লিখন, শূন্যস্থান, ঘষামাজা এবং পরিবর্তনসমূহ তদনুসারে নকল করা হইবে না, বরং দলিলে যথাযথভাবে সত্যায়িত টীকা বা কৈফিয়ত আকারে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুসারে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক উহা টীকাযুক্ত হইতে হইবে।

^{৫৫} “নকলকারী এবং তুলনাকারী কর্তৃক রেজিস্টার বহিতে তাহাদের নাম স্বাক্ষরকরণ” শব্দগুলির পরিবর্তে “তুলনাকারী কর্তৃক রেজিস্টার বহিতে তাহাদের নাম স্বাক্ষরকরণ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

^{৫৬} “(১) রেজিস্টার বহির প্রতিটি দলিলের প্রতিলিপি, নকলকারী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা মূল দলিলের সহিত তুলনা করিতে হইবে। যখন কর্মচারীর সংখ্যা পর্যাপ্ত থাকে, তখন পাঠ করিবার কার্যটিও নকলকারী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন করাইতে হইবে। নকলকারী, পাঠকারী এবং তুলনাকারী বহিতে লিপিবদ্ধ প্রতিলিপিতে তাহাদের পূর্ণ নাম, পদবি ও তারিখসহ যথাক্রমে “নকলকারী”, “পাঠকারী” ও “তুলনাকারী” এই শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

(২) পৃষ্ঠাঙ্কনসমূহের নকলকারী, পাঠকারী ও তুলনাকারীকেও একইরূপে বাম মার্জিনে স্বাক্ষর ও তারিখ প্রদান করিতে হইবে” প্যারা দুইটির পরিবর্তে নিম্নোক্ত “পৃষ্ঠাঙ্কনসমূহের পাঠকারী ও তুলনাকারীকেও একইরূপে অবিকল নকলের বাম মার্জিনে স্বাক্ষর ও তারিখ প্রদান করিতে হইবে” প্যারাটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

৭০। অনুপযুক্ত বহিতে নকলকৃত দলিলের ক্ষেত্রে করণীয়

- (১) কোন দলিল ভুলক্রমে অনুপযুক্ত বহিতে নকল করা হইলে, রেজিস্ট্রারবহিতে ইতোমধ্যে লিপিবদ্ধ প্রত্যয়নপত্রের প্রতিলিপি এবং দলিলে প্রদত্ত পৃষ্ঠাঙ্কনসমূহ বাতিল করা হইবে না, বরং ধারা ৬৮ এর অধীন দলিলটি উহার যাবতীয় প্রত্যয়নপত্র এবং পৃষ্ঠাঙ্কনসহ অতিরিক্ত ব্যয় আরোপ ব্যতীত, উপযুক্ত বহিতে নকলকরণের জন্য, রেজিস্ট্রার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন। এইরূপে নকলকৃত দলিল যে বহিতে স্থানান্তরিত হইয়াছে সেই বহির শেষ পূর্ববর্তী দলিলটির বরাদ্দকৃত নম্বরটিতে “এস (S) বর্ণ সংযোজনক্রমে উহা নম্বরযুক্ত করিতে হইবে।
- (২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত অবস্থাদীনে যে বহিতে দলিলটি পুনঃনকল করা হইয়াছে, সেই বহির বাম মার্জিনে এবং সম্ভব হইলে, দলিলটিতেও পূর্বের প্রত্যয়নপত্রের নিম্নভাগে ধারা ৬০ এর অধীন নিম্নবর্ণিতভাবে প্রত্যয়নপত্র বা চূড়ান্ত প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিতে হইবে—

“.....রেজিস্ট্রারের.....তারিখের.....নং আদেশে.....‘এস’ নং দলিলরূপে.....নং বহির.....নং বালামের.....নং পৃষ্ঠায় পুনঃনিবন্ধন করা হইল।

(সীল)

নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর।”

- (৩) অধিকন্তু, এইরূপক্ষেত্রে, অনুপযুক্ত বহিতে প্রথম নকলের স্থানে ডান মার্জিনে, যথাযথ বহিতে নকলের বিষয়ে, একটি প্রসঙ্গ-নির্দেশ (cross-reference) লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।
- (৪) যদি নকল কার্যের ভুল, নিবন্ধন শেষে দলিলটি ফেরত প্রদানের পর প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে একই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, অনুপযুক্ত রেজিস্ট্রারবহির বালামে প্রতিলিপির মার্জিনে এবং উপযুক্ত বহির যে পৃষ্ঠায় মূল বিষয় পুনঃনকল করা হইয়াছে, সেই পৃষ্ঠায় একটি টীকা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

[***]

৭১। অনুপযুক্ত কার্যালয়ে দলির নিবন্ধিত বা নিবন্ধনের জন্য গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে করণীয় পদ্ধতি

- (১) যখন ভুলক্রমে কোন নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা ২৮ ধারায় বিধান লঙ্ঘন করিয়া স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন দলিল রেজিস্ট্রি করিবার পর ভুল ধরা পড়ে, তখন তিনি উক্ত দলিলের দাতা ও গ্রহীতাকে এই মর্মে উপদেশ দিবেন যে, তাহারা যেন উক্ত সম্পত্তি যে জেলায় অবস্থিত বলিয়া দলিলে সন্নিবেশিত হইয়াছে সেই জেলার রেজিস্ট্রারের নিকট হইতে ধারা ৬৮ এর অধীন নির্দেশ সংগ্রহ করেন, রেজিস্ট্রার তার অধীনস্থ সেই সাব-রেজিস্ট্রারকে নির্দেশটি প্রদান করিলে যাহার উপজেলায় উক্ত দলিলের বর্ণিত সম্পত্তি অবস্থিত রেজিস্ট্রার উক্ত সাব-রেজিস্ট্রারকে দলিলটি নতুনভাবে রেজিস্ট্রি করিতে নির্দেশ দিবেন।^{১১}

^{১১} “বিধি ৭০ এর উপধারা (৫)” বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে

^{১২} “যেক্ষেত্রে স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন দলিল অনবধানতাবশত ধারা ২৮ এর বিধান লঙ্ঘনক্রমে নিবন্ধিত হয়, বা নিবন্ধনের জন্য গৃহীত হয়, সেইক্ষেত্রে বিষয়টি অবগত হওয়ার অব্যবহিত পর নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা তাহার জেলার রেজিস্ট্রারকে উহা অবগত করাইবেন যাহাতে যে সাব-রেজিস্ট্রারের অধিক্ষেত্রে অধীন উক্ত সম্পত্তি অবস্থিত সেই কার্যালয়ে উহা নিবন্ধন করা যায়” শব্দগুলির পরিবর্তে “যখন ভুলক্রমে কোন নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা ২৮ ধারায় বিধান লঙ্ঘন করিয়া স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন দলিল রেজিস্ট্রি করিবার পর ভুল ধরা পড়ে, তখন তিনি উক্ত দলিলের দাতা ও গ্রহীতাকে এই মর্মে উপদেশ দিবেন যে, তাহারা যেন উক্ত সম্পত্তি যে জেলায় অবস্থিত বলিয়া দলিলে সন্নিবেশিত হইয়াছে সেই জেলার রেজিস্ট্রারের নিকট হইতে ধারা ৬৮ এর অধীন নির্দেশ সংগ্রহ করেন, রেজিস্ট্রার তার অধীনস্থ সেই সাব-রেজিস্ট্রারকে নির্দেশটি প্রদান করিলে যাহার উপজেলায় উক্ত দলিলের বর্ণিত সম্পত্তি অবস্থিত রেজিস্ট্রার উক্ত সাব-রেজিস্ট্রারকে দলিলটি পুনরায় রেজিস্ট্রি করিতে নির্দেশ দিবেন” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

(২) যখন এইরূপ নির্দেশনা সহকারে কোন দলিল পুনরায় রেজিস্ট্রেশনের জন্য ধারা ২৩-২৬ এর বর্ণিত সময়ের মধ্যে দাখিল করা হয়, তখন কোন প্রকার জরিমানা বা ফি ব্যতীত নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা রেজিস্ট্রি করিবেন। এইরূপ ক্ষেত্রে ধারা ৫৮ এর অধীন নতুনভাবে কোন পৃষ্ঠাঙ্কনের আবশ্যিকতা হইবে না। ধারা ৬০ এর অধীন নিহিত বিধান মোতাবেক পুনঃরেজিস্ট্রেশনের আদেশের সূত্র উল্লেখ করিতে হইবে। পৃষ্ঠাঙ্কনটি নিম্নের নমুনা মোতাবেক হইতে পারে-

“রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ১৬নং আইন) এর ধারা ৬৮ এর অধীন তারিখের রেজিস্ট্রারের আদেশে.....সনের.....সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ের.....নম্বর দলিল.....নম্বর বহির নম্বর.....বালামে পৃষ্ঠায় পুনরায় রেজিস্ট্রি করা হইল।”^{৯১}

৭২। ভিন্ন কাগজ পৃষ্ঠাঙ্কন প্রস্তুতকরণ

- (১) যদি প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠাঙ্কনের জন্য দলিলে কোন স্থান না থাকে, তাহা হইলে পক্ষগণ কর্তৃক সরবরাহকৃত, কার্টিজ কাগজের ভিন্ন ফর্দে, বা নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সরবরাহকৃত যন্ত্র-নির্মিত মিডিয়াম কাগজের এক-চতুর্থাংশ ফর্দে উহা লিখিত এবং দলিলের সহিত সংযুক্ত হইবে; একই সঙ্গে দলিলটিতে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি ব্যাখ্যামূলক টীকা প্রদান করিতে হইবে।
- (২) এইরূপে সংযুক্ত কাগজের প্রতিটি ফর্দে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার সিলমোহর থাকিবে এবং তাহার দ্বারা স্বাক্ষরিত ও তারিখযুক্ত হইবে।

৭৩। সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহৃতব্য দলিলাদির জন্য মুদ্রিত বা ছাপাঙ্কিত সাধারণ নমুনা ফরম সরবরাহ

- (১) কোন ব্যক্তি একই ধরনের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দলিল, যেমন ইজারা, চুক্তিপত্র, মুচলেকা, সালিমনামা বা প্রশংসাপত্র নিবন্ধনের প্রয়োজনবশত, এইরূপ দলিলের মুদ্রিত বা ছাপাঙ্কিত ফরম, ব্যবহারের জন্য আনীত হইবার পূর্বে পৃষ্ঠার পর্যায়ক্রমিক নম্বরযুক্ত অবস্থায় সুবিধাজনকভাবে বাঁধানো বালাম আকারে, যে কোন নিবন্ধন কার্যালয়ে জমা দিতে পারিবেন।
- (২) এই সকল ফরম যন্ত্র-নির্মিত মিডিয়াম আকারের কাগজে মুদ্রিত বা ছাপাঙ্কিত হইবে। ফরমের মূল অংশে এবং নিম্নভাগে নাম, টাকার পরিমাণ, আয়তন, সীমানা, এবং অন্যান্য আবশ্যিকীয় বিবরণাদি পূরণ করিবার জন্য জায়গা খালি রাখিতে হইবে। বাঁধাইয়ের জন্য বাম দিকে, এক ইঞ্চি পরিমিত, মার্জিন রাখিতে হইবে। অন্যান্য রেজিস্ট্রারবহির ন্যায় পৃষ্ঠাঙ্কন নকল করিবার জন্য কোন মার্জিন রাখিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু ফরমসমূহে, কাগজটির অনধিক অর্ধেক ফর্দের সমপরিমাণ জায়গা, পৃষ্ঠাঙ্কনসমূহ নকল করিবার জন্য, খালি রাখিতে হইবে।
- (৩) প্রত্যেক জমাকারীর জন্য একটি পৃথক বালামবহি সংরক্ষণ করা হইবে এবং উহার বহিঃপৃষ্ঠে তাহার নাম লিপিবদ্ধ করা হইবে। বালামটি নম্বরযুক্ত হইবে এবং ক্ষেত্রমত, অন্যান্য সকল বিষয়ে উহা ১ অথবা ৪নং রেজিস্ট্রারবহির বালামরূপে গণ্য হইবে।
- (৪) কোন দলিল, যাহা জমাকৃত কোন ফরমের যথাযথ প্রতিলিপি, উহা দাখিল করিবার পর এবং যাহা জমাদানকারীদের কাহারও দ্বারা, বা কাহারও অনুকূলে সম্পাদিত, তাহা উক্ত জমাকারীর জন্য সংরক্ষিত ফরমসমূহের বালামে নকল করা হইবে, অর্থাৎ পূর্বে জমাকৃত ফরমেরখালি জায়গাগুলি পূরণ করা হইবে যাহাতে উহা এইরূপ দলিলের একটি যথাযথ প্রতিলিপি হয়।

^{৯১} “বিধি ৭১ এর উপধারা (২), (৩), (৪), (৫) ও (৬)” এর পরিবর্তে “ধারা ৭১ এর উপধারা (২)” নতুনভাবে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

৭৪। পূর্ববর্তী কোন দলিলের ভ্রম সংশোধনকারী সম্পূরক দলিল

- (১) যেক্ষেত্রে কোন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনের জন্য গৃহীত দলিলে কোন ভ্রম বা ত্রুটির কারণে, এইরূপ ভ্রম বা ত্রুটি সংশোধন করিয়া কোন সম্পূরক দলিল নিবন্ধনের জন্য, উক্ত ভ্রম বা ত্রুটির প্রমাণস্বরূপ মূল দলিল বা অবিকল নকল সহযোগে, দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে যে রেজিস্ট্রার বহিতে মূল দলিল নিবন্ধন করা হইয়াছে তাহার মার্জিনে এইরূপ সংশোধনের বিষয়ে নিম্নবর্ণিত নমুনায় একটি টীকা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে:

“এই দলিলটি.....কার্যালয়ের.....সনের.....নং দলিলমূলে সংশোধন করা হইয়াছে।”

- (২) যে রেজিস্ট্রার বহিতে মূল দলিলটি নকল করা হইয়াছিল উহা যদি সদর রেকর্ডরুমে প্রেরিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে সাব-রেজিস্ট্রার কর্তৃক ভ্রম সংশোধনকারী দলিলটি নিবন্ধন করা হইয়াছে তিনি জেলা রেজিস্ট্রারকে তাহার নিজ স্বাক্ষরে সংশোধনী সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় টীকা যথাযথ রেজিস্ট্রার বহিতে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য অনুরোধ জানায়াইয়া পত্র লিখিবেন।

৭৫। নিবন্ধনের পর অবিলম্বে দলিল ফেরত প্রদান

- (১) নিবন্ধনের পর, দলিলসমূহ অবিলম্বে, দাখিলকারী বা উহা গ্রহণ করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কাহারও নিকট ফেরত প্রদান করিতে হইবে, এবং পক্ষগণ কর্তৃক ফেরত প্রদত্ত রসিদসমূহ উহাদের প্রতিপত্রের সহিত আঠা দিয়া আটকাইয়া রাখিতে হইবে।
- (২) ধারা ৫২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর অধীন মঞ্জুরকৃত রসিদে উল্লিখিত সম্ভাব্য তারিখে দলিলসমূহ ফেরত প্রদানের জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা গ্রহণ করিতে হইবে। যেক্ষেত্রে রসিদে উল্লিখিত তারিখে দলিলটি ফেরত প্রদানের জন্য প্রস্তুত না থাকে, সেইক্ষেত্রে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার নিকট রসিদটি পেশ করা হইলে, উল্লিখিত দিবসের ভুক্তিটি বাতিল করা হইবে এবং পরবর্তী সম্ভাব্য যে তারিখে দলিলটি প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার অনুস্বাক্ষরসহ উল্লেখ করিতে হইবে।

একাদশ অধ্যায়

দলিলের স্মারকলিপি ও নকল

৭৬। দলিলের স্মারকলিপি ও নকল প্রস্তুতকরণ

- (১) ধারা ৬৪ ও ৬৫ অনুযায়ী আবশ্যিক স্মারকলিপি পরিশিষ্ট ১ এর ৬নং ফরমে প্রস্তুত করিতে হইবে।
- (২) ধারা ৬৫ এ উল্লিখিত নকল ১, ৩ ও ৪ নং রেজিস্ট্রার বহির জন্য ব্যবহৃত একই আকার এবং প্রকারের কাগজে প্রস্তুত করিতে হইবে।

৭৭। অন্য জেলার জন্য স্মারকলিপি ও নকল

- (১) যেক্ষেত্রে ধারা ৬৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অন্য ভিন্ন কোন জেলার রেজিস্ট্রারের নিকট কোন দলিলের নকল প্রেরণ করা হয়, সেইক্ষেত্রে নকলটির সহিত উক্ত জেলার কোন সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের জন্য স্মারকলিপি প্রেরণের প্রয়োজন নাই। নকল গ্রহণকারী রেজিস্ট্রার তাহার নিজ কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্মারকলিপি প্রস্তুত করাইবেন এবং উহা তাহার অধীনস্থ সাব-রেজিস্ট্রারগণের নিকট প্রেরণ করিবেন।

- (২) ধারা ৬৪ এর অধীন স্মারকলিপিসমূহ, যাহার দ্বারা দলিলটি নিবন্ধিত হইয়াছে উক্ত নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এবং প্রেরিত হইবে।
- (৩) ধারা ৭ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন অধনন্ত যে সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয় রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে, সেই সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট ধারা ৬৪ বা ধারা ৬৫ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন স্মারকলিপি প্রেরণ করিবার প্রয়োজন নাই।
- (৪) রেজিস্ট্রার, সাধারণ আদেশ দ্বারা, নির্দেশ দিতে পারেন যে, যুগ্ম কার্যালয়সমূহের ক্ষেত্রে ধারা ৮৯ এর অধীন প্রেরিতব্য আদেশ, সার্টিফিকেট ও দলিলের নকল এবং ধারা ৬৪ এবং ধারা ৬৫ এর অধীন নকল এবং স্মারকলিপি, এইরূপ কোন একটি যুগ্ম কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।
- (৫) কোন দলিল দ্বিলিপি বা ত্রিলিপিসহ নিবন্ধন করা হইলে, ধারা ৬৪ এবং ধারা ৬৫ এর অধীন দ্বিলিপি বা ত্রিলিপির বিষয়ে কোন স্মারকলিপি বা নকল প্রেরণ করিতে হইবে না, তবে মূল দলিলের সহিত নিবন্ধিত প্রতিলিপির সংখ্যা মূল দলিল হইতে প্রস্তুতকৃত স্মারকলিপির শেষ কলামে লাল কালিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।
- (৬) যে জেলার ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য নহে, সেই জেলায় বিধি ৩১ এর অধীন নিবন্ধিত কোন দলিলের কোন বা স্মারকলিপি প্রেরণের প্রয়োজন নাই।

[***]

৭৯। স্মারকলিপি ও নকল প্রেরণের তারিখ লিপিবদ্ধকরণ

যে তারিখে কোন দলিলের স্মারকলিপি বা নকল প্রেরণ করা হয় তাহা যে বহিতে নকল করা হইয়াছে উহার ডান মার্জিনে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, এবং এই ভুক্তিটি নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত হইবে।

৮০। স্মারকলিপি এবং নকলের রসিদ

- (১) ধারা ৬৪ বা ধারা ৬৫ এর অধীন প্রেরিত প্রতিটি স্মারকলিপি বা দলিলের নকলের সহিত পরিশিষ্ট ১ এর ১২ নং ফরমে একটি রসিদ থাকিবে। গ্রহণকারী কর্মকর্তা উক্ত রসিদটি গ্রহণ করিবার পর স্বাক্ষর করিয়া অনতিবিলম্বে উহা ফেরত প্রদান করিবেন।
- (২) রসিদটি ফেরত প্রাপ্তিতে অহেতুক বিলম্ব ঘটিলে প্রেরণকারী কর্মকর্তা তাগিদপত্র প্রেরণ করিবেন এবং নকল ও স্মারকলিপি রেজিস্ট্রারের মন্তব্য কলামে তাগিদপত্র সম্পর্কে একটি টীকা লিপিবদ্ধ করিবেন।
- (৩) ফেরত প্রাপ্তির পর এইরূপ সকল রসিদ যে দলিল সংক্রান্ত, সেই দলিলের ক্রমিক নম্বর অনুসারে একটি ভিন্ন নথিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

^{৯৯} “বিধি ৭৮” বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে

দ্বাদশ অধ্যায়

সূচিসমূহ

৮১। ১, ২, ৩ ও ৪ নং সূচির ফরম

ধারা ৫ অনুযায়ী নির্ধারিত, ১, ২, ৩, ও ৪ নং সূচিসমূহ, যথাক্রমে, পরিশিষ্ট-১ এর ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬নং ফরমে প্রস্তুত করিতে হইবে।

৮২। সূচিসমূহ ইংরেজিতে এবং ভুক্তিসমূহ বর্ণানুক্রমিকভাবে প্রস্তুত করা হইবে

সকল সূচি ইংরেজিতে এবং উহার ভুক্তিসমূহ বর্ণানুক্রমিকভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে, যাহা প্রতিটি অক্ষরে অধীন কোন নাম ব্যঞ্জনবর্ণ (Consonant) দ্বারা শুরু হইলে, নামের প্রথম স্বরবর্ণ (Vowel) অনুসারে, এবং স্বরবর্ণ দিয়া শুরু হইলে দ্বিতীয় স্বরবর্ণ অনুসারে বিন্যাসক্রমে সজ্জিত করা হইবে।

৮৩। বানান

- (১) যে সকল দলিল সূচিবদ্ধ করিতে হইবে, সেইগুলি যদি ইংরেজি ভাষায় লিখিত বা সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্যক্তি ও স্থানের নাম দলিলে যেভাবে লিখিত হইয়াছে সূচিতেও একইভাবে বর্ণবিন্যাসক্রমে লিখিত হইবে।
- (২) দলিলসমূহ যদি মাতৃভাষায় লিখিত বা সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সূচিতে ব্যক্তি বা স্থানের নামসমূহ স্যার ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার (Sir WW Hunter) এর প্রতিবর্ণীকরণ (transliteration) পদ্ধতি অনুসারে বর্ণবিন্যাসক্রমে লিখিত হইবে হইবে।

৮৪। নামের সূচিকরণ

- (১) ইউরোপীয় নামের ক্ষেত্রে, বংশনামকে সূচি শব্দ হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।
- (২) বাংলা নামসমূহ, দলিলে যেভাবে রহিয়াছে, উহাদের প্রথম বর্ণ অনুসারে সূচিবদ্ধ করিতে হইবে, ইহা ছাড়া নামের প্রারম্ভে পদবিসমূহ, যথা সৈয়দ, শেখ ইত্যাদি থাকিলে, সূচিতে নামের সমাপ্তিতে প্রদর্শিত হইবে, এবং এইগুলি যেভাবে দলিলে লিখিত হইয়াছে সেই একইরূপে বর্ণান্তরিত হইবে।

৮৫। প্রতিনিধি, অভিভাবক ও এজেন্টের নাম সূচিকরণ

যখন কোন দলিল কোন ব্যক্তির প্রতিনিধি, অভিভাবক বা এজেন্টের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তখন উক্ত ব্যক্তির নাম এবং তাহার প্রতিনিধি, অভিভাবক বা এজেন্টের নাম সূচিবদ্ধ করিতে হইবে।

৮৬। ৩নং সূচিতে নির্দিষ্ট নামের জন্য ভিন্ন রঙের কালি

- (১) ধারা ৪২ এর অধীন সীরমোহরযুক্ত খাম গচ্ছিতকরণের সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের নাম ৩ নং সূচিবহিতে লিপিবদ্ধ করা হইবে না, তাহাদের নামের বর্ণানুক্রমিক সূচি ৫ নং রেজিস্টার বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, কিন্তু উইলকারীর মৃত্যুর পর উইলের বিষয়বস্তু ৩ নং রেজিস্টার বহিতে নকল কার্য সমাপনান্তে তাহার নাম উহাতে কাল কালিতে লিপিবদ্ধ করা হইবে।
- (২) ধারা ৫৫ এর উপ-ধারা (৪) এর বিধান অনুসারে, উইল বা দত্তক গ্রহণের ক্ষমতাপত্রের গ্রহীতাগণের নাম এবং পরিচিতি, যাহা, উইলকারী বা দাতার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সূচিভুক্ত হইবে না, উহা তথায় লাল কালিতে লিপিবদ্ধ হইবে।

৮৭। প্রত্যেক সম্পাদনকারী বা গ্রহীতা বা সম্পত্তির স্বতন্ত্র ভুক্তি

- (১) যখন কোন দলিলে দুই বা ততোধিক সম্পাদনকারী বা গ্রহীতা থাকে, তখন তাহাদের নাম পৃথকভাবে ১, ৩ বা, ক্ষেত্রমত, ৪ নং সূচিবহিতে লিপিবদ্ধ হইবে, উদাহরণস্বরূপ, ‘ক’, ‘খ’ এবং ‘গ’ তিন জন সম্পাদনকারী হইলে, সেইক্ষেত্রে তিনটি ভুক্তি হইবে, যথা: “ক ও অন্য দুইজন”, “খ ও অন্য দুইজন, এবং “গ ও অন্য দুইজন”।
 - (২) যেক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক সম্পত্তি একটি মাত্র দলিলে হস্তান্তরিত হয়, সেইক্ষেত্রে উহার পৃথকভাবে ২ নং সূচিবহিতে লিপিবদ্ধ হইবে, উদাহরণস্বরূপ, ‘ক’, ‘খ’ এবং ‘গ’ তিনটি মৌজা হইলে, সেইক্ষেত্রে তিনটি ভুক্তি হইবে, যথা: ‘ক ও অপর দুইটি’, ‘খ ও অপর দুইটি’ এবং ‘গ ও অপর দুইটি’:
- তবে শর্ত থাকে যে, অন্যবিধ এই যে সাব-রেজিস্ট্রার তাহার উপজেলায় অবস্থিত নহে এমন সম্পত্তি ২ নং সূচিপত্র বহিতে অন্তর্ভুক্ত করিবেন না, [তবে রেজিস্ট্রারের ক্ষেত্রে ধারা ৩০ এর উপধারা (১) এর অধীনে দলিলের সম্পত্তি তাহার এলাকায় অবস্থিত না হইলেও ধারা ৫৪ এর অধীনে সূচিপত্র প্রণয়ন করিতে হইবে]।
- (৩) [রেজিস্ট্রার ধারা ৩০ এর উপধারা (২) এর অধীনে যে সমস্ত দলিল রেজিস্ট্রি করিবেন এবং সেই সমস্ত দলিলের সম্পত্তি সম্পর্কে ২ নম্বর সূচিপত্র বহিতে প্রণয়ন করিবেন।]
 - (৪) ডাক নাম এবং প্রকৃত নামে পরিচিত সম্পাদনকারী বা গ্রহীতার নাম, সূচিবদ্ধ করিবার সময় প্রকৃত নাম এবং ডাক নাম উভয়ের প্রত্যেকটি উহাদের যথার্থ বর্ণানুক্রমিকভাবে সূচিবদ্ধ করিতে হইবে।

৮৮। নকল, স্মারকলিপি ও বয়নামার (Sale Certificate) সূচিকরণ

- (১) দলিলের নকল ও স্মারকলিপি এবং বিধি ৬ এ উল্লিখিত বয়নামা, দলিল ও আদেশের নকল মূল দলিলের ন্যায় একই নিয়মে সূচিবদ্ধ হইবে, তবে তৎসম্পর্কিত ভুক্তিসমূহ লাল কালিতে প্রস্তুত করিতে হইবে।
- (২) ১নং সূচিবহিতে ডিক্রিধারী, নিলামক্রেয়কারী ও ডিক্রির দেনাদারগণের নাম বায়নানামা দৃষ্টে সূচিবদ্ধ হইবে, এবং পক্ষগণের নাম স্মারকলিপি দৃষ্টে সূচিবদ্ধ করিতে হইবে।

৮৯। সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে ব্যবহারের জন্য সূচি ও নকলের বহি বাঁধাইকরণ

- (১) সকল নিবন্ধন কার্যালয়ে ১, ২ ও ৪ নং সূচিবহি বাঁধাইকৃত বালাম আকারে প্রস্তুত করিতে হইবে।
- (২) ৩নং সূচি আলগা ফর্দে প্রস্তুত করিতে হইবে এবং রেজিস্ট্রার, বৎসর অন্তে এই সকল ফর্দ প্রাপ্তির পর, উক্ত বৎসরের জন্য সদর কার্যালয়সহ জেলাস্থিত সকল কার্যালয়ের জন্য, উহাদিগকে একটি বহি আকারে বাঁধাই করিবেন। পৃষ্ঠাসমূহ পর্যায়ক্রমিকভাবে পুনঃসংখ্যায়ুক্ত করা হইবে এবং প্রতিটি কার্যালয়ের সূচির জন্য বরাদ্দকৃত পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রদর্শন করিয়া বহিটিতে মুখবন্ধসহ একটি সূচিপত্র সংযোজন করিতে হইবে। যেখানে সারা বৎসর ৩ নং বহিতে কোন নিবন্ধন হয় নাই, সেই সকল কার্যালয়ের নাম সূচিপত্রের নিম্নভাগে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৮৯ক। যে সকল সূচিবহি বিনষ্ট বা অস্পষ্ট হওয়ার উপক্রম হইয়াছে, সেইগুলি পুনঃ-নকলকরণের পদ্ধতি

- (১) ধারা ৫৫ এর উপ-ধারা (৭) এর শর্তানুযায়ী, যেক্ষেত্রে কোন সূচিবহি বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায়ুক্ত হয় অথবা সম্পূর্ণ বা আংশিক অস্পষ্ট হওয়ার উপক্রম হয় কিংবা যেক্ষেত্রে কোন বহির কোন পাতা বা উহার কোন অংশ ভঙ্গুর হওয়ার লক্ষণ দৃষ্ট হয় অথবা কোন ভুক্তি বা উহার অংশবিশেষ বিবর্ণ হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেইক্ষেত্রে জেলা

^{৯৯} প্রস্তাবিত

^{৯৯} প্রস্তাবিত

রেজিস্ট্রারের পূর্বানুমতিক্রমে, আক্রান্ত এই উভয় অংশ সমেত বহিটি তথায় লিপিবদ্ধ যাবতীয় ভুক্তিসহ এতদুদ্দেশ্যে খোলা একটি নতুন বহিতে পুনঃনকল করিতে হইবে।

(২) ভুক্তিসমূহ মূল সূচিবহিতে যে অবস্থায় আছে ঠিক সেইভাবে শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত পুনঃনকল করা হইবে এবং যথাযথভাবে তুলনা করা হইবে। নকলকারী এবং তুলনাকারী উভয়কেই স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে র বেতনভুক্ত সদস্য হইতে হইবে। নকলকারী এবং তুলনাকারী নতুন সূচিবহির পুনঃ নকলকৃত ভুক্তিসমূহে তাহাদের পদবি এবং তারিখসহ স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

(৩) ভুক্তিসমূহ মূল বহিতে যেভাবে আছে ঠিক সেইভাবে বিশ্বস্ততার সহিত পুনঃলিখিত হইবে এবং কোন হারানো বা অর্থোদ্ধারের অনুযোগী বর্ণ, শব্দ বা সংখ্যা অনুমান করিয়া পূরণ বা সরবরাহ করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রাসঙ্গিক মূল দলিল পাওয়া গেলে উহার বরাতে অথবা যথাযথ রেজিস্টারবহিতে সংশ্লিষ্ট নকলের বরাতে নির্ভুলভাবে নিরূপণ করা গেলে, হারানো বা অর্থোদ্ধারের অযোগ্য বর্ণ, শব্দ বা সংখ্যা পূরণ বা সরবরাহ করা যাইতে পারে।

(৪) যে সকল ক্ষেত্রে বিধি ৮৯ক এর উপ-বিধি (৩) এর শর্তাংশে বর্ণিত পদ্ধতিতে হারানো বা অর্থোদ্ধারের অনুযোগী অংশ সরবরাহ করা হয়, এবং অধিকন্তু যে সকল ক্ষেত্রে এইরূপ অংশ পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে সরবরাহ করা যায় নাই, এই উভয় ক্ষেত্রে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ভিন্ন কাগজের ফর্দে এইরূপ প্রতিটি ঘটনার বিষয় টীকা দ্বারা উল্লেখ করিতে হইবে, যাহা নতুন সূচিবহির সহিত গ্রথিত করিয়া রাখিতে হইবে। হারানো অথবা অর্থোদ্ধারের অনুযোগী বর্ণ, শব্দ বা সংখ্যা সরবরাহ করা হইলে লাল কলি দ্বারা নিম্নরেখাঙ্কিত করিতে হইবে।

(৫) মূল বহি হইতে সকল ভুক্তি পুনঃনকলকৃত হওয়ার পর, নকলকারী করণিক নতুন সূচিবহির প্রথম এবং শেষ পৃষ্ঠায় তাহার পূর্ণ স্বাক্ষর ও তারিখসহ এই মর্মে প্রত্যয়ন করিবেন যে, নতুন বহির সকল ভুক্তিসমূহ মূলবহির সূচিভুক্তিসমূহের অবিকল নকল। নকলকারী করণিক কর্তৃক প্রদত্ত এইরূপ প্রত্যয়নপত্র নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তাহার স্বাক্ষর ও তারিখযুক্ত সত্যায়িত হইবে। মূল সূচি বহি এবং নতুন সূচিবহি বরাতে সুবিধার্থে একই সঙ্গে রেকর্ডরুমে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৬) বিধি ৮৯ক এর উপ-বিধি (১) এর অধীন যেক্ষেত্রে একটি নতুন সূচিবহি খোলা হয়, সেইক্ষেত্রে ইহার জন্য চলতি তালিকাবহিতে একটি নতুন নম্বর বরাদ্দ করিতে হইবে। উহার মন্তব্যের কলামে যে মূল সূচিবহি হইতে ভুক্তিসমূহ নতুন সূচিবহিতে স্থানান্তরিত হইয়াছে, তাহার তালিকা নম্বর ইত্যাদি সংক্ষিপ্তভাবে লাল কালিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। নতুন সূচিবহির বিষয়েও যে তালিকাবহিতে মূল সূচিবহি তালিকাভুক্ত হইয়াছে তাহার মন্তব্যের কলামেও অনুরূপভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৭) সম্পূর্ণ বহিটি পুনঃলিখিত হওয়ার পর মূল সূচিবহি, অধিকন্তু নতুন সূচিবহির মলাটের উপরে এই বিষয়ে লাল কালিতে টীকাসহ লেবেল আটিয়া দিতে হইবে যে, একটির ভুক্তিসমূহ অপরটিতে পুনঃলিখিত হইয়াছে। উভয় বহির প্রথম এবং শেষ পৃষ্ঠায় নিম্নরূপ নমুনায় লাল কালিতে প্রতি-নির্দেশও প্রদান করিতে হইবে-

“.....কার্যালয়ের.....সনের.....নং তালিকাভুক্ত এই বহি যাহার বহি নং.....বালাম নং.....সন....., জেলা রেজিস্ট্রার, ...এর.....তারিখের.....নং স্মারকাদেশ.....কার্যালয়ের.....সনের.....নং তালিকাভুক্ত বহি যাহার বহি নং.....বালাম নং.....সন.....হইতে/মধ্যে পুনঃলিখিত হইয়াছে।”

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পাওয়ার অব অ্যাটর্নি সংক্রান্ত বিশেষ বিধানাবলি

৯০। পাওয়ার অব অ্যাটর্নির স্বীকৃতি ও প্রমাণীকরণ

- (১) পাওয়ার অব অ্যাটর্নি মূলে এই আইনের অধীন কার্য সম্পাদনের জন্য এজেন্টকে পাওয়ারদাতার পক্ষে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষমতা প্রদান না করা হইলে, উক্ত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি স্বীকৃতি পাইবে না।
- (২) কোন পাওয়ার অব অ্যাটর্নি, যদি পাওয়ারদাতা কর্তৃক বা তাহার অনুকূলে সম্পাদিত দলিল নিবন্ধনের জন্য দাখিলের, বা তাহার দ্বারা সম্পাদিত কোন দলিলের সম্পাদন স্বীকার করিবার, বা ধারা ৭৩ অনুসারে কোন আবেদনপত্র দাখিল করিবার ক্ষমতা ধারণ না করে বা পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত না করে, তাহা হইলে উহা ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর অধীন প্রমাণীকরণ করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা: পাওয়ার অব অ্যাটর্নিতে এজেন্টকে দলিল সম্পাদন ও নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হইলে উহা প্রমাণীকরণ করা যাইবে না।

৯১। পংক্তি-মধ্যবর্তী লিখন ইত্যাদির টীকা লিপিবদ্ধকরণ

- (১) নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা দ্বারা ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর অধীন প্রমাণীকৃত পাওয়ার অব অ্যাটর্নির সকল পংক্তি-মধ্যবর্তী লিখন, শূন্যস্থান, ঘষামাজা ও পরিবর্তনসমূহ, প্রমাণীকরণ করিবার সময় নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা দ্বারা একটি পাদটীকায় (Foot-note) সবিস্তারের বর্ণনা করিতে হইবে।
- (২) যেক্ষেত্রে এইরূপ পাওয়ার অব অ্যাটর্নিতে কোন পত্রের পংক্তি-মধ্যবর্তী লিখন, শূন্যস্থান, ঘষামাজা বা পরিবর্তন না থাকে, সেইক্ষেত্রে বিষয়টি নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত পাদটীকায় উল্লেখ করিতে হইবে।
- (৩) উক্ত পাদটীকা পরিশিষ্ট ১ এর ১৭ নং ফরমে রক্ষিত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি-বহিতে প্রত্যেক ক্ষেত্রে নকল করিতে হইবে।

৯২। পাওয়ার অব অ্যাটর্নি প্রমাণীকরণ

নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে পাওয়ার অব অ্যাটর্নির প্রমাণীকরণ করা হইবে—

- (অ) পাওয়ার অব অ্যাটর্নির সম্পাদনকারী হিসাবে দাতা নিবন্ধন কার্যালয়ে উপস্থিত হইলে, পরিশিষ্ট ২ এর ৮(ক) নং ফরমে;
- (আ) উপস্থিতি হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পাওয়ারদাতাকে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন পরিদর্শনে পরীক্ষা করিলে, পরিশিষ্ট ২ এর ৮ (খ) নং ফরমে; এবং
- (ই) পাওয়ারদাতা কমিশনে পরীক্ষিত হইলে, পরিশিষ্ট ২ এর ৭ নং ফরমে।

[***]

৯২ “বিধি ৯২ক” বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে

৯৩। কতিপয় ক্ষেত্রে পাওয়ার অব অ্যাটর্নির অনুবাদ নথিভুক্ত করিতে হইবে

যেক্ষেত্রে পাওয়ার অব অ্যাটর্নিটি জেলায় সাধারণভাবে ব্যবহৃত নহে এমন কোন ভাষায় লিখিত বা প্রমাণীকৃত হয় কিংবা লিখিত এবং প্রমাণীকৃত উভয়ই হইয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে সত্যায়নের জন্য দাখিলকৃত পাওয়ার অব অ্যাটর্নির দাখিলকারীকে; বা নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত কোন দলিলের সহিত বা দলিল-সম্পর্কিত সত্যায়িত কোন পাওয়ার অব অ্যাটর্নির এজেন্টরূপী দাখিলকারীকে ইংরেজি ভাষায় পাওয়ার অব অ্যাটর্নির বা প্রমাণীকরণ সম্পর্কিত পৃষ্ঠাঙ্কনের বা ক্ষেত্রমত, প্রমাণীকৃত পাওয়ার অব অ্যাটর্নির একটি অনুবাদ নথিভুক্ত করিতে হইবে যাহা দাখিলকারী কর্তৃক অবিকল অনুবাদ মর্মে প্রত্যায়িত এবং সত্যায়িত হইতে হইবে।

৯৪। প্রমাণীকৃত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি ব্যবহারকালে পৃষ্ঠাঙ্কন

- (১) যেক্ষেত্রে ধারা ৩২, ধারা ৩৪ বা ধারা ৭৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিবন্ধন কার্যালয়ে কোন প্রমাণীকৃত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি ব্যবহৃত হয়, সেইক্ষেত্রে পরিশিষ্ট-২ এর ৯ নং ফরমে উহাতে একটি পৃষ্ঠাঙ্কন লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, এবং দাখিলকারী পক্ষের নিকট উহা অবলিখে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।
- (২) সাধারণ পাওয়ার অব অ্যাটর্নির ক্ষেত্রে এইরূপ কোন পৃষ্ঠাঙ্কনের আবশ্যক হইবে না, এবং উহা, পরিদর্শন করিয়া দাখিলকারী পক্ষের নিকট ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

চতুর্দশ অধ্যায় উইল সম্পর্কিত কার্যপ্রণালি

৯৫। উইল জমা প্রদান

- (১) ধারা ৪২ এ বর্ণিত পদ্ধতি ব্যতীত কোন উইল গচ্ছিত রাখিবার জন্য গ্রহণ করা হইবে না, এবং কোন উইল ডাকঘরের মাধ্যমে পাওয়া গেলে ডাকটিকিটবিহীন খামে উহা প্রেরকের নিকট প্রেরণ প্রদান করিতে হইবে।
- (২) পরিশিষ্ট-১ এর ৮ নং ফরমের শিরোনামসমূহ, যথাসম্ভব, ধারা ৫২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর অধীন মঞ্জুরকৃত রসিদে পূরণ করা হইবে। ধারা ৪২ এর অধীন জমাকৃত যে কোন উইলের জন্য, রসিদে এই মর্মে একটি টীকা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে যে, উইলটি উক্ত ধারার অধীন গচ্ছিত রাখিবার জন্য গৃহীত হইয়াছে।
- (৩) কোন সিলমোহরযুক্ত খাম গচ্ছিত রাখিবার জন্য দাখিল করা হইলে পরিশিষ্ট-২ এর ১০ নং ফরমের পৃষ্ঠাঙ্কনটি খামের উপর লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। জমাদানকারীর নূতন ঠিকানা ধারা ৪৬ক এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সরবরাহ করা হইলে, উহা খামের উপর লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৯৬। ৫নং বহির ভুক্তিসমূহ

ধারা ৪৩ এবং ধারা ৪৬ক এর বিধানাবলির অধীন ৫ নং রেজিস্টার বহিতে লিপিবদ্ধ প্রতিটি ভুক্তি রেজিস্ট্রার কর্তৃক পূর্ণ স্বাক্ষর ও তারিখযুক্ত হইতে হইবে।

৯৭। উইলসমেত সিলমোহরযুক্ত খাম প্রত্যাহার

যেক্ষেত্রে উইলসমেত সিলমোহরযুক্ত কোন খাম ধারা ৪৪ এর অধীন প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয়, সেইক্ষেত্রে এই তথ্যটি ৫ নং রেজিস্ট্রার বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং যে ব্যক্তি খামটি প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন সেই ব্যক্তিসহ রেজিস্ট্রার কর্তৃক ভুক্তিটি স্বাক্ষরিত হইবে, এবং বিধি ৯৫ এর উপ-বিধি (২) এর উল্লিখিত রসিদটি উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক ফেরত প্রদান করিতে হইবে এবং উহা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে নথিভুক্ত করা হইবে।

৯৮। উইলসমেত সিলমোহরযুক্ত খাম উন্মুক্তকরণ

- (১) ধারা ৪৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন উইলসমেত সিলমোহরযুক্ত খাম উন্মুক্ত করা হইলে বিষয়টি ৫ নং রেজিস্টার বহিতে ঢাকা আকারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং রেজিস্ট্রার কর্তৃক উক্ত ঢাকা স্বাক্ষরযুক্ত হইবে।
- (২) যদি দেওয়ানি আদালতের আদেশে কোন খাম উন্মুক্ত করা হয়, তাহা হইলে বিষয়টি উক্ত ঢাকায় উল্লেখ করিতে হইবে।
- (৩) যেক্ষেত্রে ধারা ৪৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন উইলকারীর মনোনীত ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধির নিকট জমাকৃত উইলটি ফেরত প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে বিষয়টি ৫ নং রেজিস্টার বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং যে ব্যক্তির নিকট উইলটি অর্পণ করা হইয়াছে সেই ব্যক্তিসহ রেজিস্ট্রার কর্তৃক উক্ত ঢাকা স্বাক্ষরিত হইবে এবং বিধি ৯৫ এর উপ-বিধি (২) এর উল্লিখিত রসিদটি রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের নথিভুক্তির নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

৯৯। আদালতে প্রেরিত উইলের সহিত যে সকল দলিল সংযুক্ত করিতে হইবে

যেক্ষেত্রে ধারা ৪৬ এর অধীন কোন উইল আদালতে প্রেরণ করা হয়, সেইক্ষেত্রে উহার সহিত—

- (ক) খাম উন্মুক্তকরণের জন্য প্রযোজ্য ফিস এবং ৩নং রেজিস্টার বহিতে উইল নকলের জন্য ধার্যকৃত খরচ (যদি থাকে) সম্বলিত একটি স্মারকপত্র; এবং
- (খ) উক্ত আদালত কর্তৃক এই সকল ফি এবং খরচ ধার্যপূর্বক উহা যে রেজিস্ট্রার কর্তৃক উইলটি প্রেরিত হইতেছে তাহার নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ জ্ঞানপূর্বক একটি পত্র, সংযুক্ত করিতে হইবে।

৯৯ক। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সম্মুখে সিলমোহরযুক্ত খাম উন্মুক্তকরণ পদ্ধতি

- (১) ধারা ৪৬ক এর উপ-ধারা (৩) এর বিধানবলি অনুসারে কার্য সম্পাদনের জন্য, জেলা রেজিস্ট্রার, দেওয়ানী আদালতের বিচারক বা সহকারী জজ পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে মনোনয়ন দানের জন্য জেলা জজ বরাবর লিখিতভাবে অনুরোধ করিবেন। এইরূপে মনোনীত, বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সম্মুখে সিলমোহরযুক্ত খামটি উন্মুক্ত করা হইবে এবং পূর্বোল্লিখিত ধারায় সন্নিবিষ্ট অতিরিক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে।
- (২) ধারা ৪৬ক এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন যখন কোন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সম্মুখে সিলমোহরযুক্ত খাম উন্মুক্ত করা হয় এবং তৎপ্রতি অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুরোধে নিবন্ধন কার্য সম্পন্ন করা হয় অথবা যেক্ষেত্রে পূর্বোল্লিখিত ধারায় সন্নিবিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে উইলটির ধ্বংস সাধন কার্যকর হয়, সেইক্ষেত্রে বিষয়টি ৫ নং রেজিস্টার বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।
- (৩) ধারা ৪৬ক এর উপ-ধারা (৩) এর প্রথম বাক্যস্থিত, “অথবা অন্য কোন পন্থায় (or in any other manner) শব্দগুলি অর্থে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত করিবে, যথা:—

- (ক) রেজিস্ট্রারের মতে, যে সকল ব্যক্তিকে বিশেষ নোটিস দেওয়া প্রয়োজন তাহাদিগকে, রেজিস্টার্ড ডাকে নোটিস প্রেরণ করিতে হইবে এবং যে ব্যক্তি সিলমোহরযুক্ত খাম গচ্ছিতকরণের সময় উইলকারী বা তাহার এজেন্টের পরিচিত বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, তিনি এইরূপ ব্যক্তিগণের একজন হইতে পারেন;
- (খ) সরকারি গেজেটে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে হইবে;

- (গ) প্রচারের জন্য রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শন করিতে হইবে;
- (ঘ) উইল জমাদানকারী এবং তাহার মনোনীত ব্যক্তি যে ইউনিয়ন কাউন্সিল, থানা কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, ইউনিয়ন কমিটির এলাকায় বসবাস করেন, সেই এলাকার চেয়ারম্যানের নিকট ব্যাপক প্রচারণার জন্য একটি নোটিশ প্রেরণ করিতে হইবে;
- (ঙ) যে সাব-রেজিস্ট্রারের এলাকায় জমাদানকারী (Depositor) এবং তাহার মনোনীত ব্যক্তি (Nominee) বসবাস করেন তাহার (সাব-রেজিস্ট্রারের) নোটিশ-বোর্ডে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে হইবে।

১০০। উইলসমত সিলমোহরযুক্ত খামের মাসিক পরীক্ষাকরণ

ধারা ৪২ এর অধীন রেজিস্ট্রারের নিকট গচ্ছিত উইলসমত সিলমোহরযুক্ত খাম, বা অতঃপর বর্ণিত বিধান অনুযায়ী যেক্ষেত্রে এইগুলি বহিঃআচ্ছাদনের মধ্যে পুরিয়া রাখা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে এইরূপ বহিঃআচ্ছাদনসমূহ মাসিক ভিত্তিতে পরীক্ষা করিতে হইবে, এবং এইরূপ পরীক্ষায় প্রাপ্ত অবস্থা মহা-পরিদর্শক, নিবন্ধন যেরূপ নির্দেশ দিবেন, সেইরূপে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

যেক্ষেত্রে সিলমোহরযুক্ত খামসমূহ ক্ষতির লক্ষণ প্রকাশ করে, সেইক্ষেত্রে এইগুলি শক্ত বহিঃআচ্ছাদনের মধ্যে স্থানান্তরপূর্বক রেজিস্ট্রারের সম্মুখে সিলমোহরযুক্ত করা হইবে। এইরূপ পদক্ষেপের কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং মূল খামের উপরিভাগে সকল লিখিত বিষয় তারিখ সহকারে রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষরযুক্ত অবস্থায় উক্ত বহিঃআচ্ছাদনের উপর নকল করিতে হইবে। রেজিস্ট্রার যে কোন সময় বহিঃআচ্ছাদন উন্মুক্ত করিতে এবং নূতন আচ্ছাদনের মধ্যে পূর্বোক্তমতে পুনঃস্থানান্তর করিতে পারিবেন।

১০১। উইল বা দত্তকগ্রহণের ক্ষমতাপত্র প্রত্যাহার বা বাতিলকরণ

উইল বা দত্তকগ্রহণের ক্ষমতাপত্র প্রত্যাহার বা বাতিলকরণ ৩ নং রেজিস্ট্রার বহিতে নিবন্ধন করিতে হইবে।

১০২। নিবন্ধিত বা অগ্রাহ্যকৃত উইল ধ্বংস না করিয়া রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে জমা করিতে হইবে

সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে নিবন্ধিত বা নিবন্ধণ অগ্রাহ্যকৃত যে সকল উইল, ২ (দুই) বৎসরের অধিককাল যাবত দাবিবিহীন অবস্থায় থাকিবে, সেইগুলি নিরাপদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে প্রেরণ পূর্বক এই বিষয়ে ফিবহিতে মূলভুক্তির বিপরীতে একটি টীকা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। সদর কার্যালয়ের দাবীবিহীন উইলসহ এইভাবে স্থানান্তরিত সকল দলিল বিধি ৮ এ নির্ধারিত রেজিস্টারে (পরিশিষ্ট-১, ফরম নং ৫) লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। এইভাবে জমাকরণের পর দাবিবিহীন দলিলের বিবরণীতে এইরূপ উইল অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রয়োজন হইবে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সমন

১০৩। ধারা ৭৫ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন সমন

ধারা ৭৫ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন সমন, রেজিস্ট্রার কর্তৃক সরাসরি জারি করা হইবে, যিনি দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ এর প্রথম তফসিলের আদেশ ৫ ও ১৬ দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি, যতদূর প্রয়োগযোগ্য, অনুসরণ করিবেন।

১০৪। ধারা ৩৭ এর অধীন সমনের আবেদন

- (১) ধারা ৩৭ এর অধীন সমন জারি করাইবার জন্য নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার নিকট প্রত্যেক আবেদনের সহিত যে ব্যক্তির উপস্থিতি কামনা করা হইয়াছে, তাহার ব্যয় নির্বাহের প্রয়োজনীয় অর্থ এবং যে কর্মকর্তা বা আদালত সমন জারি করিবে তাহারা যে বিধি দ্বারা পরিচালিত সেই বিধি অনুসারে নির্ধারিত পিয়নের ফিস জমা দিতে হইবে।
- (২) সমন জারির জন্য এইরূপ কর্মকর্তা বা আদালতের প্রতি অনুরোধ ড্রাপনকালে, নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা উপ-বিধি (১) এর অধীন গৃহীত অর্থসহ সমনের দুই প্রস্থ খসড়া, উক্ত কর্মকর্তা বা আদালতের স্বাক্ষরের জন্য পেশ করিবেন।

১০৫। যেক্ষেত্রে সমনের সহিত অনুবাদ সংযুক্ত করিতে হইবে

যখনই এই অধ্যায়ে নির্দেশিত কোন সমন এমন কোন এলাকায় জারি করা হয়, যেখানে এমন স্থানীয় ভাষা প্রচলিত যাহা যে এলাকা হইতে সমনটি জারি করা হইয়াছে সেই এলাকার ভাষা হইতে ভিন্ন, তখন সমনটির সহিত একটি ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করিতে হইবে।

১০৬। ধারা ৩৭ এর অধীন জারিকৃত সমনে হাজির হওয়া

- (১) যদি ধারা ৩৭ এর অধীন জারিকৃত সমনটি এইরূপ কোন ব্যক্তি বরাবর সম্বোধিত হয় যিনি দলিলের সম্পাদনকারী হিসাবে কথিত ব্যক্তি, তাহা হইলে তাহাকে হয় ব্যক্তিগতভাবে অথবা যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্টের মাধ্যমে উপস্থিত হইতে হইবে।
- (২) যদি এইরূপ সমন এমন কোন ব্যক্তির বরাবর সম্বোধিত হয়, যাহার সাক্ষ্য অন্য কোন ঘটনা প্রমাণের জন্য আবশ্যিক হয়, তাহা হইলে তাহার ব্যক্তিগত উপস্থিতি আবশ্যিক হইবে।

১০৭। সমনের হাজির না হওয়ার ক্ষেত্রে পদ্ধতি

- (১) যদি কোন ব্যক্তি তাহার প্রতি ধারা ৩৭ এর অধীন জারিকৃত সমন যথাযথভাবে বিলি হওয়ার পর উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হন, বা উক্ত ধারার অধীন জারিকৃত সমন বিলি করা না যায়, তাহা হইলে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা (যেক্ষেত্রে তিনি সাব-রেজিস্ট্রার হন, সেইক্ষেত্রে রেজিস্ট্রারের প্রাক অনুমোদনক্রমে) উক্ত ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের জন্য, সমন জারিকারী কর্মকর্তা বা আদালতকে, আপাতত বলবৎ আইনের অধীন, এইরূপ অধিকতর ব্যবস্থা গ্রহণার্থে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন।
- (২) উক্তরূপ প্রতিটি তলবনামা (Requisition) যথাযথ ফিসসহ পেশ করিতে হইবে।

ষোড়শ অধ্যায়

বহি বা দলিলের প্রতিলিপি হইতে তথ্য সরবরাহকরণ

১০৮। তল্লাশ ও নকলের আবেদন

- (১) সূচি তল্লাশ করিবার বা নিবন্ধিত দলিলের নকল পরিদর্শন করিবার আবেদন, পরিশিষ্ট-১ এর ৩৬নং ফরম অনুযায়ী হইবে।
- (২) কোন দলিলের নকল বা কোন বহির কোন ভুক্তির নকলের আবেদন, পরিশিষ্ট-১ এর ৩৭নং ফরমে দাখিল করিতে হইবে।
- (৩) এইরূপ সকল আবেদনপত্র, গৃহীত হওয়ার পর, ধারাবাহিকভাবে নম্বরযুক্ত হইবে এবং তল্লাশ ও নকলের আবেদনের রেজিস্ট্রারে (পরিশিষ্ট-১, ফরম নং-১৮) নথিভুক্ত করিতে হইবে, প্রতিটি আবেদন বাবদ পরিশোধিত ফিস যথাযথ কলামে প্রদর্শন করিতে হইবে। যদি এইরূপ কোন আবেদনের ফিস মওকুফ করা হয়, তাহা হইলে বিষয়টি উক্ত কলামে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। পরিশোধিত ফিস বাবদ পরিশিষ্ট-১ এর ১৯ বা, ক্ষেত্রমত, ২০নং ফরমে একটি রসিদ প্রদান করিতে হইবে।
- (৪) কোন নিবন্ধিত দলিলের নকল আবশ্যিক হইলে,
 - (ক) যে সকল ক্ষেত্রে তল্লাশ এবং পরিদর্শনের জন্য কোন ফিস পরিশোধযোগ্য নহে, সেই সকল ক্ষেত্র ব্যতীত, যথাযথ সূচিবহি তল্লাশ এবং যে রেজিস্টার বহিতে দলিলটি নকল করা হইয়াছে সেই রেজিস্টার বহি পরিদর্শন, উভয় ক্ষেত্রে, নকলের জন্য আবেদন দাখিল করিবার পূর্বে তল্লাশ ও পরিদর্শনের জন্য আবেদন করিতে হইবে;
 - (খ) যে সকল ক্ষেত্রে তল্লাশ ফিস পরিশোধযোগ্য নহে, সেই সকল ক্ষেত্র ব্যতীত, রেজিস্টার বহির যে কোন ভুক্তি পরিদর্শনের জন্য, পূর্বে যথাযথ সূচিবহি তল্লাশের আবেদন করিতে হইবে।
- (৫) রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে জমাকৃত বহি হইতে নকল প্রাপ্তির জন্য সাব-রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে লিখিত আবেদন করিতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উহা অবিলম্বে রেজিস্ট্রারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।
- (৬) যেক্ষেত্রে উপ-বিধি (৫) এর অধীন নকলের জন্য রেজিস্ট্রারের নিকট আবেদন প্রেরণ করা হয়, সেইক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নকলের ফিস বা উহার প্রাপ্তি স্বীকারপত্র ইহার সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।
- (৭) রেজিস্ট্রারগণ আইনের অধীন রক্ষিত বহি হইতে যে পদ্ধতিতে তল্লাশের অনুমতি প্রদান ও নকল মঞ্জুর করিবেন, ১৯০৯ সনের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসের পূর্বে রক্ষিত বহির ক্ষেত্রও সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন।
- (৮) ধারা ৫৭ এর উপ-ধারা (২) ও (৩) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, বিভাগীয়ভাবে নির্ধারিত ভুক্তিসমূহের নকল, এবং ধারা ৭২ ও ধারা ৭৪ এর অধীন রেজিস্ট্রারের কার্যবিবরণী সংক্রান্ত যাবতীয় আবেদন ও কাগজাদি এবং নিবন্ধন কার্যালয়ে নথিভুক্ত অন্যান্য দলিল ও কাগজপত্রের ভুক্তিসমূহ পরিদর্শন ও নকলের জন্য ফিসের তালিকার দফা 'চ' ও 'ছ' এর অধীন ফিস পরিশোধান্তে যে কোন ব্যক্তিকে মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

১০৯। সরকারি কর্মকর্তাগণ কর্তৃক চাহিত তথ্য

- (১) কোন আদালত বা রাজস্ব কর্মকর্তার প্রয়োজনে নিবন্ধন কার্যালয়ের কর্মচারীগণের দ্বারা বহি তল্লাশী বা কোন দলিলের প্রতিলিপি প্রস্তুতকরণ যদি অপরিহার্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফিস সহযোগে যাচিত তথ্য তলব করিতে হইবে।
- (২) যাহাদের দ্বারা তল্লাশ করা যাইতে পারে তাহাদের বিষয়ে ধারা ৫৭ এ উল্লিখিত সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, সরকারি কর্মকর্তাগণ, নির্ধারিত ফিস পরিশোধ না করিয়া, প্রকৃত সরকারি কাজে সূচিবহি তল্লাশ এবং রেজিস্টারবহি পরিদর্শন করিতে পারিবেন। এই উপ-বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি কার্যালয় বা সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধান তাহার অধীনস্থ দায়িত্বশীল কোন কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাগণকে নিবন্ধন কার্যালয়ে এইরূপ নথিপত্র তল্লাশ এবং পরিদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিবেন।

১১০। আদালতে রেকর্ড উপস্থাপনের পদ্ধতি

- (১) যদি কোন আদালতে কোন রেজিস্টারবহি বা অন্য কোন নথি উপস্থাপনের করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত নিবন্ধন সংস্থাপনের কোন কর্মকর্তা দ্বারা উহা উপস্থাপন করিতে হইবে।
- (২) কোন নথি বা দলিল বেঙ্গল রেকর্ডস্ ম্যানুয়েল, ১৯৪৩ এর বিধি ১৯৭ ও উক্ত বিধির (১) নং টীকায়* লিপিবদ্ধ পদ্ধতিতে আদালতে উপস্থাপন করিতে হইবে।

আদালত কর্তৃক তলবকৃত দলিলের তল্লাশী বা নকলের ফিস

- (৩) আদালত হইতে প্রাপ্ত তল্লাশ বা নকল প্রস্তুতকরণ বা দলিল-সংশ্লিষ্ট কোন তলবপত্রের চাহিদা পূরণের পূর্বে, নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা ফিস প্রেরণের নিমিত্ত আদালত বরাবর পরিশোধযোগ্য ফিসের একটি স্মারকপত্র প্রেরণ করিবেন।

(দ্রষ্টব্য : ৫ ডি.এল.আর পৃঃ ৪৫৪)

সপ্তদশ অধ্যায়

সিলমোহর

১১১। সিলমোহরের জিম্মা ও বিনাশ সাধন

- (১) ধারা ১৫ এর অধীন নির্ধারিত সিলমোহরটি নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার ব্যক্তিগত জিম্মায় থাকিবে।
- (২) যে সিলমোহর ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে এবং নতুন সিলমোহর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে এবং স্থায়ীভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে এমন সিলমোহর জেলা রেজিস্ট্রারের সম্মুখে বিনষ্ট করিতে হইবে যিনি পরিশিষ্ট-১ এর ২৫ নং ফরমে রক্ষিত আসবাবপত্র জমার বহিতে বিনষ্টকরণের বিষয়ে একটি টীকা লিপিবদ্ধ করিবেন।

১১২। সিলমোহর প্রাপ্তিতে বিলম্বের ক্ষেত্রে পদ্ধতি

সাময়িকভাবে কোন নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা নির্ধারিত সিলমোহরবিহীন থাকা সত্ত্বেও নিবন্ধন কার্য যথারীতি অব্যাহত থাকিবে, এবং এইরূপ যে সকল দলিল নকল করা হইয়াছে সেইগুলি নিবন্ধনের প্রত্যয়ন সীলমোহরযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাহার জিম্মায় থাকিবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

কার্যালয়ের কার্যপ্রণালি

১১৩। দলিল দাখিলের সময়সূচি

জেলা সদর কর্মস্থলের অফিসে শুক্রবার ব্যতীত সপ্তাহের সকল দিবসে সকাল ৯.৩০ ঘটিকা হইতে বিকাল ১.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত [এবং সদর যুগ্ম অফিসসহ সাব-রেজিস্ট্রি অফিসমূহে সকাল ৯.৩০ ঘটিকা হইতে বিকাল ২.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত এবং বৃহস্পতিবার সকাল ৯.৩০ ঘটিকা হইতে বিকাল ১.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত সকল রেজিস্ট্রি অফিসে সাধারণভাবে রেজিস্ট্রির নিমিত্তে দলিল গ্রহণ করা হইবে।] রেজিস্ট্রি অফিসের লক্ষণীয় স্থানে নোটিশ টানাইয়া দলিল দাখিলের সময় সূচি জনসাধারণকে জ্ঞাত করাইতে হইবে।

১১৪। দলিল সম্পূর্ণকরণের দৈনিক বিজ্ঞপ্তি

সমাপ্তকৃত এবং ফেরত প্রদানের জন্য প্রস্তুত সর্বশেষ দলিলটির ক্রমিক নম্বর পরিশিষ্ট ১ এর ২১ নং ফরমে প্রত্যেক নিবন্ধন কার্যালয়ের বাহিরে কোন দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে দৈনিক প্রদর্শন করিতে হইবে।

১১৫। দলিল গ্রহণ ও ফেরত প্রদান

নিবন্ধনের জন্য দাখিলকৃত দলিল নিবন্ধনকারী কর্মকর্তাগণ স্বয়ং গ্রহণ করিবেন এবং বিধি ৭৫ এ উল্লিখিত বিধান অনুসারে নিবন্ধনকার্য সম্পন্ন হওয়ার পর ফেরত প্রদান করিবেন। কোন নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা স্বয়ং দলিল ফেরত দিতে অসমর্থ হইলে, তিনি একজন করণিক বা মোহরারকে তাহার সম্মুখে এই কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য কার্যালয়ের আদেশবহিতে লিখিত আদেশ দিতে পারিবেন। ধারা ৫২ এর অধীন রসিদ বিতরণের বিষয়েও এই একই নিয়ম অনুসরণ করিতে হইবে।

১১৬। তালিকার সহিত বহির তুলনাকরণ

যে কোন নিবন্ধন কার্যালয়ের দায়িত্বের পরিবর্তন হইলে, দায়িত্ব গ্রহণকারী কর্মকর্তা পরিশিষ্ট-১ এর ২২ নং ফরমে রক্ষিত তালিকাবহির সহিত কার্যালয়ে রক্ষিত বহিসমূহ তুলনা করিবেন, এবং তালিকা বহিতে যাচাই সংক্রান্ত একটি প্রত্যয়ন লিপিবদ্ধ করিবেন।

১১৭। ফিসাদি ফি বহি ও ক্যাশবহিতে লিখিত হইবে এবং ট্রেজারিতে পরিশোধ করিতে হইবে বা সোনালী ব্যাংকে জমা করিতে হইবে

- (১) এই আইনের অধীন আদায়কৃত যাবতীয় ফিস ও জরিমানা ফিবহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উপ-বিধি (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত বিধান অনুসারে ট্রেজারিতে প্রেরণ বা সোনালী ব্যাংকে জমা করিতে হইবে। বিধি ৭ এ নির্ধারিত নিয়মে সকল প্রাপ্তি ও খরচ ক্যাশবহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। নিবন্ধনকারী কর্মকর্তাগণ ট্রেজারিতে বা সোনালী ব্যাংকে পরিশোধ বা অন্যভাবে প্রকৃত প্রাপকের নিকট বিতরণ না হওয়া পর্যন্ত যাবতীয় নগদ অর্থের নিরাপত্তার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন।
- (২) এই আইনের অধীন আদায়কৃত ফিস এবং জরিমানাসমূহ সকল নিবন্ধন কার্যালয় কর্তৃক সোনালী ব্যাংকের শাখায় জমা করিতে হইবে এবং ব্যাংক এই বিষয়ে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত নিয়মে উহা ট্রেজারিতে প্রেরণ করিবে। এইরূপ জমা, ব্যাংকে চালানের মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে যাহাতে জমাকৃত টাকার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিবে।
- (৩) [জেলা ও মহকুমা অফিস ছাড়া অপরাপর অফিস যেখানে সোনালী ব্যাংকের কোন ব্রাঞ্চ নাই সেখান হইতে টাকা ১০.০০ বা ততোধিক হাতে জমা হওয়া মাত্র রেজিস্ট্রারকে সম্বোধন করিয়া পোস্ট অফিসের মানি অর্ডারযোগে ট্রেজারিতে পাঠাইতে হইবে। এইরূপে মানি অর্ডারযোগে প্রেরিত টাকার পূর্ণ বিবরণী কুপনে স্পষ্টভাবে লেখা থাকিবে।]^{১১}
- (৪) ট্রেজারি বিধি এস. আর ৪৩ এর টীকায়* বর্ণিত নিয়মের শর্ত সাপেক্ষে, ভিজিট এবং কমিশনের ভ্রমণভাতা বাবদ গৃহীত অর্থ ট্রেজারিতে জমা না করিয়া সরাসরি প্রাপ্যতার অধিকারী ব্যক্তিকে পরিশোধ করা যাইতে পারে।

১১৮। ছুটির দিবস

নিবন্ধন কার্যালয়ে পালনীয় ছুটির দিবসসমূহ পরিশিষ্ট-৪ এ উল্লিখিত ছুটি অনুসারে হইবে।

^{১১} প্রস্তাবিত

গবেষণা দল

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত (প্রধান গবেষক)

বিচারপতি কাজী এবাদুল হক

এ. কে. এম. জহির আহমেদ

অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ

ড. এ. কে. এম. হেলাল-উজ-জামান

টি. আই. এম. নুরুন নবী চৌধুরী

এ্যাডভোকেট কাওসার আহমেদ

অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত

আসমার ওসমান

গবেষণা সহযোগীবৃন্দ

এ্যাডভোকেট অলিউল ইসলাম

এ্যাডভোকেট আফরিন আহমেদ

এ্যাডভোকেট জহিরুল আলম

এ্যাডভোকেট ধীমান চন্দ্র মন্ডল

এ্যাডভোকেট ফারহানা খান

এ্যাডভোকেট ফারিহা তাবাসসুম সিমু

এ্যাডভোকেট মুজিবুল হক পাভেল

এ্যাডভোকেট মেরিনা সুলতানা

এ্যাডভোকেট শারমিন সুলতানা

এ্যাডভোকেট শেখ সাদী রহমান

ভূমি জরিপ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন



Human Development Research Centre

humane development through research and action

www.hdrc-bd.com

সহযোগিতায়

মানুষের জন্য

manusher jonno

promoting human rights and good governance

ঢাকা, জুলাই ২০১৬

সূচিপত্র

প্রেক্ষাপট	১
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন	৩
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ আইন (প্রস্তাবিত)	৪
প্রস্তাবনা: ভূমি জরিপ এবং সীমানা চিহ্নিতকরণের জন্য আইন	৪
প্রথম ভাগ: প্রারম্ভিক	৪
দ্বিতীয় ভাগ: জরিপ সম্পর্কিত	৫
তৃতীয় ভাগ: ক্ষয়, বৃদ্ধি, পূর্নগঠন এবং নতুন গঠন নির্ধারণ	৮
চতুর্থ ভাগ: সীমানা চিহ্নিতকরণ	৯
পঞ্চম ভাগ: সীমানা বিরোধ	১০
ষষ্ঠ ভাগ: খতিয়ান বা স্বত্বলিপি প্রণয়ন বা প্রস্তুতকরণ	১২
সপ্তম ভাগ: জোতের সংযুক্তকরণ, উপবিভাগকরণ এবং একত্রীকরণ	১৩
অষ্টম ভাগ: রেকর্ড অব রাইটস বা খতিয়ান সংরক্ষণ ও পরিমার্জন	১৩
নবম ভাগ: ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল ও ভূমি জরিপ আপিল ট্রাইব্যুনাল	১৬
দশম ভাগ: বিবিধ	১৮
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ প্রস্তাবিত বিধিমালা	২২
প্রথম অধ্যায়: প্রারম্ভিক	২২
দ্বিতীয় অধ্যায়: রেকর্ড অব রাইটস প্রণয়ন	২৩
তৃতীয় অধ্যায়: স্বত্বলিপি পূর্নবিবেচনা	২৮
চতুর্থ অধ্যায়: আপত্তি, আপীল এবং কার্যপ্রণালী	৩০
পঞ্চম অধ্যায়: রাজস্ব কর্মকর্তাদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি	৩১
ষষ্ঠ অধ্যায়: বিবিধ	৩৩

প্রেক্ষাপট

ভূমি সম্পদের জনক। বাংলাদেশের মানুষ ও অর্থনীতির বড় অংশ ভূমিনির্ভর। এদেশের উন্নয়নে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি অবিনশ্বর উৎপাদন ক্ষমতার অধিকারী; কর্মসংস্থান, খাদ্য, বাসস্থান ও আর্থিক নির্ভরতার এক বড় সহায়ক। ভূমির উপর অধিকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার পরিমাপক; ক্ষমতাকাঠামোর ভিত্তি ও জীবনযাত্রার অবস্থা নির্ণয়ের অন্যতম প্রধান সূচক। ভূমির উপযোগমূল্য যথেষ্ট, এর বাজারমূল্য ক্রমাগত বাড়ে। ভূমির কোন অবচয় নেই। ভূমির অধিকার আন্তঃপ্রজন্মগত বংশপরম্পরায় ভোগ্য।

প্রায় ১৬ কোটি মানুষের আমাদের এই দেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার। দেশের মোট ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ একর ভূমির ৬০ শতাংশ কৃষি জমি। প্রতিদিন কমছে দেশের আবাদী ভূমির পরিমাণ। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের সাথে ভূমিহীনতার সম্পর্ক নিবিড়। অথচ, এদেশের প্রায় ৫৯ শতাংশ খানা ভূমিহীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে—বিশেষ করে, কৃষির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর—ভূমিহীনতাই তাদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

ভূমির পরিমাণ সীমিত। জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়লেও ভূমির পরিমাণ বাড়ছে না—বাড়ছে ভূমির অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতা। সহিংসতা, ফটকা-ব্যবসা, দুর্নীতি, জবরদখল, প্রতারণা, ও প্রবঞ্চনার ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়তই—বাড়ছে ভূমিহীনের সংখ্যা, বলপূর্বক অভিবাসন, বৈষম্য ও দারিদ্র্য।

দেশে প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে ভূমি নিয়ে বিরোধ, দশকের পর দশক ধরে ভূমি-সংক্রান্ত চলমান আইনি জটিলতাগুলো চরম আকার ধারণ করেছে। এতে সর্বস্বান্ত হচ্ছে অনেক মানুষ, বাড়ছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। অন্যদিকে ভূমি প্রশাসনের অদক্ষতা, ভূমি রেজিস্ট্রেশন এবং ভূমি জরিপ কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা, নামজারীর ক্ষেত্রে জটিলতা, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ভূমি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল, খাস জমি বিতরণে অনিয়ম, জলমহাল, বালুমহাল ও চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অনিয়ম ও প্রায়োগিক সমস্যা ইত্যাদি দেশের অধিকাংশ মানুষকে ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

ভূমির অধিকার নিয়ে বিরোধ, শোষণ, দুর্নীতি, প্রতারণা ও দরিদ্র মানুষের সীমাহীন দুর্গতির পিছনে সূক্ষ্ম আইনি বিষয় ও জটিলতা বহুলাংশে দায়ী। বাংলাদেশে ভূমি সংশ্লিষ্ট আইনগুলো সেকেলে। অনেক আইন দরিদ্র-বান্ধব নয়; প্রান্তিক মানুষ ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনগুলো যথাযথও নয়। এমনকি কোনো কোনো আইন একে অন্যের সাথে সাংঘর্ষিক। বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগও নেই। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিতামূলক যে আইনি-কাঠামো প্রয়োজন তার অনুপস্থিতিও ব্যাপক। খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন; সর্বোপরি, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি প্রচলিত আইনগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে আনীত আইনের সংশোধনীগুলোও কাজিত লক্ষ্য পূরণ করেনি; এমনকি, অতি সাম্প্রতিক সংশোধনীগুলোও প্রায়োগিক দিক থেকে দরিদ্রবান্ধব এবং জনকল্যাণমুখী হয়ে উঠতে পারেনি। এটি সহজেই বোধগম্য যে, বর্তমানে প্রচলিত ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জটিল এবং অগোছালো অবস্থায় রয়েছে। আরো হতাশার ব্যাপার, প্রচলিত আইনগুলোর অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, দরিদ্রবান্ধব-নীতির অনুপস্থিতি এবং প্রায়োগিক সমস্যা অসংখ্য ভূমি বিরোধ ও ভূমি মামলার জন্ম দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব জটিলতার সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালীরাই শেষ পর্যন্ত ভূমির দখল নিয়ে নেয় আর দরিদ্র, প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো ভূমির অধিকার হারায়। তাই, ভূমি বিষয়ে সবগুলো আইনকে অধিকার-ভিত্তিক ও সুসমঞ্জস একটি কাঠামোর মধ্যে এনে প্রয়োজনীয় সংস্কার নিশ্চিত করতে না পারলে দরিদ্র, প্রান্তিক ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা কখনো সম্ভব নয়। কাজেই, সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে তথ্য-নির্ভর গবেষণার মাধ্যমে আইনি বিষয়গুলো এমনভাবে পুনঃনির্ধারণ করা উচিত যাতে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নে ‘বাদ পড়া’ জনগোষ্ঠীকে ‘অন্তর্ভুক্ত’ করা সম্ভব হয়।

এই সব বাস্তবতার অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’-এর সহযোগিতায় গবেষণা সংস্থা ‘হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)’ এ-বিষয়ে একটি নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করেছে। “বাংলাদেশের ভূমি আইন: একটি অধিকার-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও প্রস্তাবিত পরিবর্তন” শীর্ষক এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে প্রচলিত ভূমি আইনগুলোর কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ নতুন আইন প্রস্তাব করা। বাংলাদেশে প্রচলিত সব ভূমি আইন এবং ভূমি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র বিশ্লেষণ, দরিদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন ও নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমি আইনে বিদ্যমান অব্যবস্থাপনা, অপশাসন,

শোষণ-বঞ্চনামূলক প্রক্রিয়া ও কার্যবিধি সংক্রান্ত আইনি দিকগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে। শুধু আইনি পর্যালোচনা নয়, বরং ভূমি আইনের নানান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণায়। অধিকারভিত্তিক, প্রান্তিক ও দরিদ্র-বান্ধব এবং জেডার সংবেদনশীল এই গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন—প্রায় ২,৫০০ পৃষ্ঠার—ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবার সুবিধার্থে ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো পৃথক পৃথক খন্ডে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি খন্ড প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ এবং সুপারিশসহ (প্রস্তাবিত আইন বা সংশোধনীসহ) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণাভিত্তিক প্রকাশনা।

ইংরেজি ভাষায় রচিত সেই গবেষণাকর্মের প্রাসঙ্গিক আইনী টেক্সটসমূহ (ইংরেজিতে রচিত বিদ্যমান আইনসমূহ সহ) বাংলায় অনুবাদ করে একটি পৃথক প্রকাশনা করা হয়েছে। আলাদা আলাদা ২০টি খন্ডে অনূদিত এই প্রকাশনার বিষয়-ভিত্তিক প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনীসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপ:

১. পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
২. অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৩. ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৪. কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৫. বালুমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৬. চরের জমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৭. চিংড়িমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৮. দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৯. আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কিত আইন (বন আইনসহ): প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১০. জলমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১১. অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১২. পাথরমহাল সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৩. ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১৪. ভূমি রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৫. ভূমি জরিপ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৬. চা বাগানের ভূমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৭. ট্রাস্ট সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৮. ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৯. অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
২০. ওয়াক্ফ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী

এই গবেষণাপত্রটি উক্ত ২০ খন্ডের একটি।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন

ভূমি মানব জীবনের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। ভূমির বহুবিধ ব্যবহারের নানা ক্ষেত্রে মানুষ তার প্রয়োজনের তাগিদে জমি ক্রয়-বিক্রয় করে। উত্তরাধিকার সূত্রে একের কাছ থেকে জমি অন্যের কাছে হস্তান্তরিত হয়। নদী সিকন্তি ও পয়স্তু বা বিভিন্ন কারণে জমি খাস হয়। সরকার আবার এসব ভূমি বন্দোবস্ত দেয়। এভাবে নক্সার মাধ্যমে প্রতিনিয়তই মানুষের মালিকানা স্বত্ব পরিবর্তন হয়। এছাড়াও ভাগ-বাটোয়ারার দরুণ জমি জমা খণ্ড বিখণ্ড হয় এবং মালিকানার পরিবর্তন হয়। আর এ সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার ফলাফল জরিপকার্যের মাধ্যমে সরকার নথিভুক্ত করে।

মৌজা ভিত্তিক নক্সা এবং ভূমি মালিকানা সম্পর্কিত ভূমি রেকর্ড প্রস্তুত কার্যক্রমকে ভূমি জরিপ বলা হয়। জরিপের মাধ্যমে নতুন মৌজা নক্সা ও রেকর্ড প্রস্তুত করা হয়। দেশের প্রতিটি ভূমি খণ্ড জরিপ করে ইহার অবস্থান ও আয়তন সম্বলিত একটি নক্সা প্রস্তুত করা হয়। সুতরাং ভূমির ক্ষেত্রে জরিপ একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং সমন্বিত ব্যবস্থা।

এছাড়াও ভূমি অত্যন্ত মূল্যবান এবং এর মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, নক্সা, দাগ-খতিয়ান ইত্যাদি বিষয়গুলো অধিকাংশ মানুষের কাছে অত্যন্ত জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়। কোন জমি কোন জমার অন্তর্গত, কোন জমিতে প্রজার কি স্বত্ব প্রভৃতি নিয়ে প্রায়ই বিবাদ দেখা যায়। যার ফলে মামলা মোকদ্দমার উদ্ভব হয়। আমাদের দেশে প্রায় ৮০ ভাগ দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলাই ভূমি সংশ্লিষ্ট। তাই গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিবেচনায় ভূমি জরিপ আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও সমীচীন।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ আইন (প্রস্তাবিত)

প্রস্তাবনা

ভূমি জরিপ এবং সীমানা চিহ্নিতকরণের জন্য আইন

যেহেতু ভূমি রেকর্ড ও জরিপ এর সহিত সম্পর্কিত আইন সংকলনের উদ্দেশ্যে ভূসম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করা, ভূসম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ রোধ এবং ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির অসুবিধা দূর করিবার জন্য ভূমি জরিপ করা এবং সীমানা পৃথককরণের জন্য চিহ্ন স্থাপন করা সমীচীন;

সেহেতু নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:

প্রথম ভাগ

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

- (১) এই আইন “ভূমি রেকর্ড ও জরিপ আইন” নামে অভিহিত হইবে।
- (২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রসারিত হইবে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে আইনটি কার্যকর হইবে।
- (৩) অন্য আইনে যাহা কিছুই কার্যকর থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানসমূহ জরিপ সম্পর্কিত অন্যান্য আইনগুলির উপর প্রাধান্য পাবে।

২। ব্যাখ্যা-দফা

প্রসঙ্গ বা বিষয়ের পরিপন্থী যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনে-

- (১) “ডেপুটি কমিশনার” বলিতে এই আইনে জেলার জরিপ কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনার অথবা অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারকে অন্তর্ভুক্ত করিবে;
- (২) “মৌজা” বলিতে প্রত্যেক গ্রাম, পাড়া, টোলা এবং উপজেলা, মৌজা বা গ্রামের অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করিবে;
- (৩) “ভোগদখলকারী” বলিতে কৃষক এবং জোতের জমি দাবিকারী অন্যান্য ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করিবে;
- (৪) “ধারা” অর্থ এই আইনের ধারা;
- (৫) “রাজস্ব কর্মকর্তা” বলিতে জরিপ পরিচালনা করা প্রত্যেক রাজস্ব কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে;
- (৬) “জরিপ” অন্তর্ভুক্ত করিবে সীমানা চিহ্নিতকরণ, নদীর তীরবর্তী ক্ষয় নিশ্চিতকরণ অথবা নদী বৃদ্ধি, গঠন, পুনর্গঠন এবং জরিপের সহিত সংযুক্ত ও সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম।

দ্বিতীয় ভাগ জরীপ সম্পর্কিত

৩। সরকার জরিপের আদেশ দিতে পারিবে

সরকার যখন সঙ্গত মনে করিবেন, তখন কোন জেলায় বা জেলার কোন অংশের ভূমি জরিপের জন্য নির্দেশ দিবেন এবং যে সমস্ত এলাকায় জরিপ হইবে সে সমস্ত এলাকার উপজেলা, মৌজা অথবা মাঠের সীমানা চিহ্নিত করিতে হইবে।

৪। সরকার জরিপ কার্যের জন্য ডেপুটি কমিশনার নিয়োগ করিতে পারিবেন

পূর্ববর্তী ধারায় বর্ণিত কোন জরিপ কার্যের জন্য বা এই আইনে বর্ণিত অন্য কোন প্রকার জরিপের জন্য, সরকার প্রত্যেক জেলায় সার্ভে-ইন-চার্জ হিসাবে একজন ডেপুটি কমিশনার নিয়োগ করিবেন যিনি ভূমি জরিপ ও রেকর্ড অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-এর যে কোন বা সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

এবং সরকার আরো এক বা একাধিক অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (জরিপ) নিয়োগ করিতে পারিবেন যিনি এই আইনের অধীনে জরিপ সম্পর্কিত সমস্ত কার্যের জন্য ডেপুটি কমিশনারের সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

এবং সরকার জরিপ ও জরিপ সম্পর্কিত কার্যক্রমের জন্য ডেপুটি কমিশনারের অধীনে স্থায়ী হিসাবে প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

৫। ডেপুটি কমিশনার ভূমিতে প্রবেশ করিতে পারিবেন

উপরে বর্ণিত ঘোষণাপত্র জারি করিবার পর ডেপুটি কমিশনার ও তাহার অধীনস্থ যে কোন ব্যক্তি উক্তরূপ ভূমিতে প্রবেশ করিতে এবং ভূমি জরিপ ও সীমানা চিহ্নিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্য এবং অনুসন্ধান করিতে পারিবেন।

৬। ডেপুটি কমিশনার বিশেষ নোটিশ জারি করিতে পারিবে

ডেপুটি কমিশনার বিশেষ নোটিশ দিয়া কোন ব্যক্তিকে তাহার বা তাহার অধীনস্থ কোন কর্মকর্তার সমক্ষে উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে হাজির হইবার নির্দেশ দিতে পারিবেন। তবে এইরূপ হাজিরের তারিখ হইতে কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন পূর্বে নোটিশ দিতে হইবে এবং যে কোন ব্যক্তিকে এইরূপ নোটিশ প্রদত্ত হইলে তিনি নোটিশে বর্ণিত মতে আইনত হাজির হইতে বাধ্য এবং ধারা ৫ এ বর্ণিত যে কোন তথ্য তাহার যতদূর জানা আছে তাহা ব্যক্ত করিবে।

৭। সীমানা পরিষ্কার করিতে ডেপুটি কমিশনারের ভোগ-দখলকারীদের প্রয়োজন হইতে পারে

ডেপুটি কমিশনার অথবা ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক অনুমোদনকৃত অন্য কোন জরিপ কর্মকর্তা বিশেষ নোটিশ দ্বারা কোন জমির ভোগ-দখলকারীদেরকে জঙ্গল কাটিয়া, বেড়া বা দণ্ডায়মান ফসল সরিয়ে সীমানা রেখা পরিষ্কার করিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

৮। ক্ষতিপূরণ

পূর্ববর্তী ধারায় বর্ণিত আদেশ মতে কোন সীমানা পরিষ্কার করিবার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করা হইলে, ডেপুটি কমিশনার যে সকল গাছ, জঙ্গল, বেড়া ও দণ্ডায়মান ফসল অপসারণ করা হইয়াছে উহার মূল্য হিসাব করিয়া ক্ষতিপূরণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উহার মালিককে উক্ত আদেশ বাস্তবায়নের যাবতীয় খরচাসহ পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিবেন। কমিটির তত্ত্বাবধানের অধীনে বিধি দ্বারা ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও প্রদানের সময় নির্ধারণ করা হইবে।

৯। আমিন অথবা জরিপ কর্মকর্তা নক্সা বা কাগজপত্র দস্তখত করিতে লোকদেরকে ডাকিয়া আনিবেন

যখন কোন গ্রাম বা এলাকার সীমানা চিহ্নিতকরণ শেষ হইবে, তখন আমিন বা অন্য কোন জরিপ কর্মকর্তা, উহার নক্সা বা কাগজপত্র ডেপুটি কমিশনারের নিকট পাঠানোর পূর্বে,

যাহাদের উপস্থিতি প্রয়োজন এমন সমস্ত ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করিয়া নোটিশের মাধ্যমে বা স্থানীয় পত্রিকার মাধ্যমে নোটিশ প্রচার করিয়া বা স্থানীয় ভূমি কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রচার করিয়া বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের মাধ্যমে বা মাইকিং করিয়া দিতে হইবে এবং তাহা গ্রামের বা এলাকার সুবিধাজনক প্রকাশ্য স্থানে লটকাইতে হইবে,

যাহাতে তাহারা নোটিশ প্রকাশের ৩ (তিন) দিনের মধ্যে গ্রাম বা এলাকার সীমারেখা সম্পর্কে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হইলে তাহা সঠিকভাবে প্রস্তুত করিবার জন্য সহায়তা করিতে পারে এবং তাহারা নক্সা পরিদর্শন করিয়া সীমানা চিহ্নিতকরণ সম্পর্কে কোন অভিমত ব্যক্ত করিলে তাহা শুনানী পূর্বক নক্সায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনিয়া তাহাদের দর্শানো মতে সীমানা রেখা অঙ্কন করিতে হইবে;

এবং যাহাদেরকে এইভাবে উপস্থিত থাকিবার জন্য তলব করা হইবে, তাহারা অবশ্যই প্রয়োজন অনুযায়ী আমিন বা জরিপ কর্মকর্তার সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে এবং তলবে বর্ণিত কাগজপত্র পরিদর্শন করিতে বাধ্য থাকিবে।

১০। নক্সা প্রাপ্তির পর ডেপুটি কমিশনার তাহার কার্যালয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করিবেন

ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয়ে নক্সা প্রাপ্তির পর ডেপুটি কমিশনার তাহার নিজের কার্যালয় বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যেরূপ মনে করিবেন প্রজ্ঞাপন জারি করিবেন বা স্থানীয় পত্রিকার মাধ্যমে নোটিশ প্রচার করিয়া বা স্থানীয় ভূমি কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রচার করিয়া বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের মাধ্যমেও উক্ত বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করিতে পারিবেন, জরিপের উদ্দেশ্যে ডেপুটি কমিশনার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চূড়ান্তভাবে সীমানা চিহ্নিতকরণ শেষ করিবার পর কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে আপত্তিকারীকে ৬ (ছয়) সপ্তাহের মধ্যে উক্ত আপত্তি দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ দিবেন।

এবং এইরূপ সমন দেওয়া কোন ব্যক্তি যদি হাজির হইতে এবং নক্সা ও কাগজপত্রে স্বাক্ষর করিতে ব্যর্থ হয় বা তাহার আপত্তির লিখিত বিবরণ দাখিল করিতে না পারে তাহা হইলে ডেপুটি কমিশনার জরিপ ও এই আইনের উদ্দেশ্যে নক্সা ও কাগজপত্র চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য অগ্রসর হইবেন।

ডেপুটি কমিশনার যখন বিশেষ নোটিশ ইস্যু করিবেন

যখন ডেপুটি কমিশনারের বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ থাকিবে যে, (কোন ব্যক্তির বা তাহার প্রতিনিধির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট না থাকায় জরিপ কর্মকর্তার প্রয়োজন অনুযায়ী পূর্ববর্তী ধারায় বর্ণিত স্থানে কেহ হাজির হইয়া নক্সা

দেখে নাই বা কাগজপত্র স্বাক্ষর করে নাই) অন্য যে কোন আত্মহী ব্যক্তি কোন সীমানা নিয়ে বা উক্ত কাগজপত্র নিয়ে কোন আপত্তি করিবার মত হইয়া থাকে,

তখন ডেপুটি কমিশনার বিশেষ নোটিশ দিয়া স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নোটিশ প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে নোটিশে বর্ণিত স্থানে হাজির হইয়া সীমানা চিহ্নিত নক্সা দেখিতে ও কাগজপত্রে স্বাক্ষর করিতে বলিবেন এবং তাহাদের নক্সা বা কাগজপত্রে আপত্তি থাকিলে উক্ত নক্সা বা কাগজপত্র শুদ্ধ করিবার জন্য তাহা লিখিতভাবে কমিশনারের নিকট জ্ঞাত করিবেন।

যদি কোন এজেন্ট বা প্রতিনিধি প্রতিলিপিগুলি তৈরির জন্য খরচ জমা দেয়, তাহা হইলে ডেপুটি কমিশনার উক্ত প্রতিলিপিগুলি প্রস্তুত করিবার জন্য নির্দেশ দিবেন

তবে শর্ত থাকে যে, বর্ণিত সময়ের মধ্যে যদি কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি নক্সা ও কাগজপত্রের প্রতিলিপি লইবার জন্য খরচা দাখিল করে, তবে ডেপুটি কমিশনার প্রার্থিত মতে নক্সা ও কাগজের প্রতিলিপি প্রদানের জন্য আদেশ দিবেন এবং ইহা প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে লিখিত অভিযোগ দিতে পারিবে।

আপত্তি উত্থাপিত হইলে প্রক্রিয়া

এই ধারায় বর্ণিত মতে কোন লিখিত আপত্তি দাখিল করিলে ডেপুটি কমিশনার সঙ্গত মনে করিলে তিনি পুনরায় অনুসন্ধানের নির্দেশ দিবেন অথবা যাহা প্রয়োজনীয় মনে করিবেন তদ্রূপ আদেশ দিবেন এবং অনুসন্ধানের পর যদি উক্ত আপত্তি ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা হইলে আপত্তিকারীর নিকট হইতে অনুসন্ধানের যাবতীয় খরচ আদায়ের নির্দেশ দিবেন।

প্রত্যেক ধাপের সময়সীমা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১১। নির্ধারিত সময়ের পর কোন ব্যক্তি আপত্তি করিলে পরবর্তী আপত্তির জন্য আবার অনুসন্ধানের খরচা জমা দিতে হইবে

পূর্ববর্তী ধারার বিশেষ নোটিশ ও বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কেহ নক্সা দেখিতে ও কাগজপত্রে স্বাক্ষর করিতে ব্যর্থ হইলে বা লিখিত আপত্তি দিতে না পারিলে ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক নক্সা ও কাগজপত্র চূড়ান্ত অনুমোদনের পূর্বে যে কোন সময় উহা করিতে পারিবে। তাহার আপত্তির প্রেক্ষিতে পুনরায় অনুসন্ধান প্রয়োজন হইলে কালেক্টর তাহাকে প্রয়োজনীয় খরচা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিবেন।

এবং, ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সে ব্যক্তি খরচা জমা দিতে ব্যর্থ হইলে, এই আইনের উদ্দেশ্যে সর্বতোভাবে ধরিয়া নেওয়া হইবে যে, তিনি নক্সা ও কাগজপত্রের বিশুদ্ধতা স্বীকার করিয়াছেন।

যদি কোন অনুসন্ধানের খরচা জমা দেওয়া হয় তাহা হইলে ডেপুটি কমিশনার এইরূপ আপত্তিকারীর খরচে পুনরায় অনুসন্ধান করিতে পারিবেন এবং ডেপুটি কমিশনার যদি আপত্তি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে না করেন, তাহা হইলে আপত্তিকারীর জমাকৃত খরচা অপেক্ষা বেশি খরচা হইয়াছে বলিয়া মনে করিলে তাহা আদায়ের জন্য ডেপুটি কমিশনারই আদেশ দিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত সময়ের পরে কেহ আপত্তি করিয়া থাকিলে যাহা তাহাকে পরবর্তী আপত্তির পূর্বে জমা দিতে হইত তা কোন অবস্থাতেই ফেরত পাওয়া যাইবে না।

তৃতীয় ভাগ

ক্ষয়, বৃদ্ধি, পূর্নগঠন এবং নতুন গঠন নির্ধারণ

১২। সরকার নদীর ক্ষয়, বৃদ্ধি ও নতুন গঠন নির্ধারণে জরিপের আদেশ দিতে পারে

সরকার, প্রয়োজন মনে করিলে, কোন জেলা, জেলার অংশ বা কোন নির্দিষ্ট এলাকার নদী ক্ষয় বা নদীর বৃদ্ধি, পূর্নগঠন বা নতুন গঠন চিহ্নিত করিবার জন্য জরিপ করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৩। ডেপুটি কমিশনার ভূমিতে প্রবেশের পূর্বে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিবেন

(১) ধারা ১২ এর অধীন জরিপ এর জন্য কোন জমিতে প্রবেশের পূর্বে, ডেপুটি কমিশনার মৌজা অনুযায়ী ঘোষণা পত্র দ্বারা উক্ত গ্রাম এবং জমির বাসিন্দাদের উক্ত নদী সংক্রান্ত জমিতে প্রয়োজনীয় ক্ষয়, বৃদ্ধি, নতুন গঠন, বা পূর্নগঠন চিহ্নিত করিবার জন্য ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত সময় ও স্থানে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও তথ্য প্রদানের জন্য ডেপুটি কমিশনার বা তাহার পক্ষে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তার সম্মুখে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দিবেন।

(২) উক্ত ঘোষণাপত্র, জরিপকৃত জমি যে স্থানে অবস্থিত সেই এলাকাধীন উপজেলা ভূমি অফিস, থানা এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস বা ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোন স্থানে ডাকের মাধ্যমে প্রেরণ করিতে হইবে।

১৪। ভূমিতে প্রবেশ, ইত্যাদি

এই ভাগের অধীন কোন জরিপ সম্পন্ন করিবার জন্য ধারা ৫, ৬, ৭, ৮, এবং ৯ এর বিধানসমূহ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে দ্বিতীয় ভাগ এর অধীন জরিপের ন্যায় প্রযোজ্য হইবে।

১৫। নতুন জরিপ নক্সা, ইত্যাদি এর উপর ভিত্তি করিয়া পয়স্তা সীমানা অঙ্কন

ধারা ১৩ অনুযায়ী ঘোষণাপত্র জারী করিবার পর উক্ত জরিপ দ্বারা নদীর তীরবর্তী ক্ষয় চিহ্নিত করিবার পর এতদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত আমিন বা জরিপ কর্মকর্তা জরিপ মানচিত্রে উক্ত পয়স্তা সংক্রান্ত জরিপ অঙ্কন করিবেন এবং স্বাক্ষরসহ উক্ত মানচিত্র ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র ডেপুটি কমিশনার এর নিকট প্রেরণ করিবেন; এবং উক্ত জরিপ কার্যে নিয়োজিত আমিন বা অন্য কর্মকর্তা উক্ত সীমানা নির্ধারণ কাগজপত্রসহ অন্যান্য কাগজপত্র ডেপুটি কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবে।

১৬। নক্সা অথবা ট্রাভার্স শীট গ্রহণ করিয়া ডেপুটি কমিশনারের অভিযোগ বা আপত্তি গ্রহণ

(১) পয়স্তা সীমানা বা ক্ষয়, বৃদ্ধি, গঠন সংক্রান্ত জরিপ মানচিত্র গ্রহণ করিবার পর ডেপুটি কমিশনার তাহার অফিস এবং সুবিধাজনক অন্যান্য স্থানে নোটিশ জারি করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে এই মর্মে অবহিত করিবেন যে উক্ত জরিপ সংক্রান্ত বিষয় অনুসন্ধানের জন্য উন্মুক্ত এবং কারো কোন আপত্তি থাকিলে তিনি উক্ত নোটিশ জারির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপত্তি দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) যদি কোন আপত্তি দায়ের করা হয় তাহা হইলে ডেপুটি কমিশনার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শ্রবণ করিয়া এবং প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করিয়া প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিবেন।

(৩) উপধারা (২) এর অধীন আপত্তি নিষ্পত্তি সাপেক্ষে অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন আপত্তি দাখিল না করিলে ডেপুটি কমিশনার উক্ত পয়স্তা সীমানা সংক্রান্ত মানচিত্র নিশ্চিত করিবেন এবং উহা সাক্ষ্য দিবে যে উক্ত মানচিত্র সঠিক এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত জরিপ সংক্রান্ত সার্টিফিকেট ইস্যু করিবেন।

চতুর্থ ভাগ সীমানা চিহ্নিতকরণ

১৭। ডেপুটি কমিশনার অস্থায়ী সীমানা চিহ্ন নির্মাণ করিতে পারিবেন

ডেপুটি কমিশনার জরিপকৃত ভূমিতে এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয় সংখ্যক এবং পদ্ধতিতে অস্থায়ী সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করিতে পারিবেন;

এবং জরিপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বা বিরোধীয় ভূমিতে চূড়ান্ত আদেশ না হওয়া পর্যন্ত বা স্থায়ী সীমানা প্রাচীর নির্মাণ না করা পর্যন্ত উক্ত অস্থায়ী সীমানা প্রাচীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উক্ত জমিতে অবস্থানরত ব্যক্তিকে আদেশ দিতে পারিবেন।

১৮। ডেপুটি কমিশনার স্থায়ী সীমানা চিহ্ন নির্মাণ করিতে পারিবেন এবং সীমানা চিহ্ন নির্দিষ্টকরণ ও তাহার খরচ সংক্রান্ত হিসাব করিবেন

ডেপুটি কমিশনার, এই আইনের অধীন জরিপকৃত ভূমিতে মৌজা অনুযায়ী চিহ্নিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত ভূমিতে স্থায়ী সীমানা চিহ্ন নির্মাণ করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, ডেপুটি কমিশনার উক্ত স্থায়ী সীমানা চিহ্ন নির্মাণের ৭ (সাত) দিন পূর্বে সীমানা চিহ্নিতকরণ এবং তাহার খরচ সংক্রান্ত হিসাব, সকলের জ্ঞাতার্থে, তাহার কার্যালয় এবং অন্যান্য সুবিধাজনক স্থানে প্রেরণ করিবেন।

পঞ্চম ভাগ সীমানা বিরোধ

১৯। সীমানা বিরোধের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া

যদি ডেপুটি কমিশনার এই আইনের বিধান অনুসারে জরিপের সময় অবহিত হন যে কোথাও সীমানা বিরোধ রহিয়াছে তাহা হইলে তিনি উক্ত সীমানা প্রয়োজন অনুযায়ী তদন্ত করিয়া উহা নিষ্পত্তি করিবেন।

২০। সীমানা নির্ধারণের ধরন

ডেপুটি কমিশনার প্রকৃত দখল অনুসারে সীমানা নির্ধারণ করিয়া সীমানা চিহ্ন স্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন;

ডেপুটি কমিশনারের আদেশে বল প্রয়োগ

এবং এই ধারার অধীনে ডেপুটি কমিশনারের আদেশ যতক্ষণ পর্যন্ত না উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিবর্তিত হয়, ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত সীমানা অনুসারে দেওয়ানী আদালত কর্তৃক ভূমির দখল সংক্রান্ত বিষয় ঘোষণা বাতিল না করা পর্যন্ত উহা বহাল থাকিবে।

২১। বিরোধপূর্ণ ভূমির দখল নিতে ডেপুটি কমিশনারের ক্ষমতা

প্রয়োজনীয় তদন্তের পর ডেপুটি কমিশনার যদি এই ধারার অধীনে নির্ধারণ করা না যায় যে কোন পক্ষ প্রকৃত দখলে আছে তাহা হইলে ডেপুটি কমিশনার জরিপ বিধিমালা অনুযায়ী বিরোধপূর্ণ ভূমি দখলে নিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত কোন পক্ষ দখল প্রমাণ না করিতে পারিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা দখলে রাখিবেন।

২২। সালিসে প্রেরণের ক্ষমতা

২১ ধারার অধীনে কোন সীমানা বিরোধ মীমাংসার জন্য ডেপুটি কমিশনার যদি সালিসের নিকট প্রেরণ প্রয়োজন মনে করেন তাহা হইলে পক্ষগণের সম্মতিক্রমে সালিসের নিকট বিরোধ হওয়ার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রেরণ করিতে পারিবেন।

বিরোধপূর্ণ সীমানা নির্ধারণে সালিসের ক্ষেত্রে ২০০১ সনের সালিস আইন এর পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

২৩। আদালত অথবা রাজস্ব-জরিপ কর্তৃক পূর্বে নির্ধারিত সীমানার উপর রিলে

১৯ ধারায় উল্লিখিত কোন বিরোধ যদি আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নষ্টায় বাস্তবায়ন করা হইয়া থাকে এবং এই সম্পর্কে কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট বিধি মোতাবেক আপত্তি না করিয়া থাকে তাহা হইলে ডেপুটি কমিশনার উল্লিখিত সীমানা সরাইয়া ভূমিতে রিলে করিয়া দিবেন এবং এই রিলে করিবার কারণে কোন পক্ষের দখল ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীনে ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক সীমানা রেকর্ড ও রিলে করিবার কারণে কোন পক্ষ কর্তৃক যে কোন ভূমি দখল করা এবং প্রকৃত দখল অনুসারে সীমানা রেকর্ড ও নির্ধারণ করাতে কোন প্রভাব পড়িবে না

ডেপুটি কমিশনার পক্ষগণের সম্মতিতে দখলের অবস্থান হইতে সরিয়া আসিতে পারে

তবে আবশ্যিক হইলে এবং পক্ষগণ আপোষে সম্মত হইলে প্রকৃত দখলের অবস্থান হইতে এবং নতুন সীমানা নির্ধারণ করিতে ডেপুটি কমিশনারকে কিছুটা সরিয়া আসিতে এই ধারার কোন কিছুই বিধি-নিষেধ আরোপ

করিবে না এবং ডেপুটি কমিশনারের নিকট এই মর্মে আবির্ভূত হয় যে, এইখানে নতুন সীমানা আনয়ন করিতে কোন আপত্তি থাকিবে না।

তবে এইরকম সরিয়া আসার প্রত্যেক ক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনারের কার্যক্রমের রেকর্ডে তাহার কারণ লিপিবদ্ধ থাকিবে।

২৪। আদালত অথবা জরিপ কর্তৃক নির্ধারিত সীমানা বিরোধ বা সন্দেহের ক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনারের ক্ষমতা

কোন সময় যদি ডেপুটি কমিশনার এই মর্মে অবহিত হন যে, কোন সীমানা সম্পর্কে বিরোধ বা সন্দেহ রহিয়াছে যাহা সম্পর্কে ইতোপূর্বে-

- (ক) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক সিদ্ধান্ত দেওয়া হইয়াছে;
- (খ) পূর্বের জরিপের সময় যে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করিয়া নক্সা অঙ্কন করা হইয়াছে এবং সে সম্পর্কে কোন আপত্তি করা হয় নাই; এবং
- (গ) যাহা এই আইনের অধীনে জরিপ করিয়া নক্সায় বসানো হইয়াছে,

তাহা হইলে ডেপুটি কমিশনার যে কোন কারণে উপযুক্ত মনে করিলে উক্ত সীমানা এই আইনের ২৩ ধারা অনুসারে রিলে করিয়া দিতে পারিবেন।

এবং উক্ত তদন্ত বা জরিপ ৫ ধারা মোতাবেক কার্যক্রম বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐ ধারা অনুসারে অনুসন্ধান ও জরিপের জন্য ডেপুটি কমিশনার যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

২৫। কতিপয় ক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনার সীমানা চিহ্ন নির্মাণ করিয়া দিতে পারে

বিবাদের ক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত সীমানা এবং এই আইনের অধীন অথবা জরিপ কর্মকর্তা কর্তৃক সরবারহকৃত কোন সীমানা আদালতের আদেশ বলে নির্ধারিত সীমানা বলিয়া গণ্য হইবে,

এবং ডেপুটি কমিশনারকে এই মর্মে নোটিশ করা হইবে যে, যখন কোন উপযুক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন সীমানা নির্ধারণ করা হইয়াছে, তখন ডেপুটি কমিশনার উপযুক্ত খরচাসহ এবং এই আইনের বিধানাবলীর অধীনে প্রয়োজন মনে করিলে যতদূর সম্ভব স্থায়ীভাবে সীমানা চিহ্ন নির্মাণ করিয়া দিবেন।

ষষ্ঠ ভাগ

খতিয়ান বা স্বত্বলিপি প্রণয়ন বা প্রস্তুতকরণ

২৬। খতিয়ান বা স্বত্বলিপি প্রণয়ন বা প্রস্তুতকরণ

(১) সরকার, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মাধ্যমে ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক কোন জেলায়, জেলার অংশে বা স্থানীয় এলাকায় এই মর্মে আদেশ জারি করিতে পারিবেন যে-

(ক) উক্ত জেলা, জেলার অংশ অথবা স্থানীয় এলাকার জন্য খতিয়ান প্রস্তুত করিতে হইবে; অথবা

(খ) সরকার কর্তৃক প্রণয়নকৃত বিধি এবং এই ভাগের বিধানসমূহ অনুযায়ী উক্ত জেলা, জেলার অংশ বা স্থানীয় এলাকার জন্য খতিয়ান রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক পরিমার্জন করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী আদেশের সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তিকে ঐ আদেশ যথাযথভাবে প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া চূড়ান্ত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে।

২৭। খতিয়ানে যে সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ থাকিবে

যখন ২৬ ধারার অধীন কোন আদেশ প্রদান করা হয় তখন ঐ আদেশ অনুযায়ী প্রণয়নকৃত বা পরিমার্জিত রাজস্ব নির্ধারিত বিবরণসমূহ লিপিবদ্ধ করিবেন।

২৮। খতিয়ানের খসড়া ও চূড়ান্ত প্রকাশ

(১) ২৭ ধারায় বর্ণিত বিবরণসমূহ অন্তর্ভুক্ত করিবার নিমিত্তে একটি খতিয়ান প্রণয়ন করা হইলে অথবা পরিমার্জন করা হইলে, রাজস্ব কর্মকর্তা প্রত্যেক ভূমি মালিকদের খসড়া খতিয়ানের অনুলিপি সরবরাহ করিবেন ও উহার প্রাপ্তি নিশ্চিত করিবেন এবং প্রস্তুতকৃত বা পরিমার্জিত উক্ত খসড়া খতিয়ান প্রকাশ করিবেন এবং উক্ত প্রকাশিত খসড়া খতিয়ান সম্পর্কে তথ্য দিতে স্থানীয় পত্রিকা অথবা স্থানীয় ভূমি অফিসের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবেন অথবা খসড়া খতিয়ান সম্পর্কে জানাইবার জন্য তাহা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় টেলিকাস্ট করিবেন এবং প্রকাশ করিবার সময় যাহা কিছু অন্তর্ভুক্ত করা যাইত অথবা বাদ দেওয়া হইয়াছে সেই সম্বন্ধে আপত্তি গ্রহণ ও বিবেচনা করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী দায়েরকৃত আপত্তির প্রেক্ষিতে রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এইরূপ নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত নিয়মে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপীল দায়ের করিতে পারিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে এইরূপ সকল আপত্তি এবং আপীল সরকার কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী বিবেচিত এবং নিষ্পত্তি হইয়াছে সেক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা চূড়ান্তভাবে খতিয়ান প্রস্তুত করিবেন এবং নির্ধারিত নিয়মে ঐ খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং ঐ প্রকাশ এই ভাগ অনুসারে খতিয়ান প্রস্তুত ও পরিমার্জনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) যখন উপ-ধারা (৩) অধীন একটি খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয় সেক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যে রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রাজস্ব কর্মকর্তা উহার চূড়ান্ত প্রকাশনা এবং ইহার তারিখ উল্লেখ করিয়া একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন এবং তিনি উহাতে তারিখ ও পদবীসহ নাম স্বাক্ষর করিবেন।

সপ্তম ভাগ

জোতের সংযুক্তকরণ, উপবিভাগকরণ এবং একত্রীকরণ

২৯। একই গ্রামের রায়তের জোতের সংযুক্তকরণ

একই গ্রামের একই রায়তের যদি পৃথক একাধিক ভূখণ্ড থাকে, তাহা হইলে উক্ত ভূখণ্ডগুলি কিংবা উহার কতিপয় যদি পৃথক রায়তের অধীন হয়, তাহা হইলে উক্ত ভূখণ্ডগুলি রাজস্ব কর্মকর্তাও আদেশক্রমে একই রায়তে সংযুক্ত করা যাইবে।

৩০। জোতের উপবিভাগ ও উহাতে বিধি-নিষেধ

(১) এই অংশের ভিন্ন কিছু থাকা সত্ত্বেও, রাজস্ব কর্মকর্তা-

- (ক) ২৯ ধারা অনুযায়ী প্রজাস্বত্বের সংযুক্তির উদ্দেশ্যে, হয় স্থায়ী উদ্যোগে না হয় এই উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক সহ-শরীক রায়ত কর্তৃক তাহার নিকট আবেদনক্রমে; বা
- (খ) খাজনা বণ্টনের জন্য যৌথ প্রজাস্বত্বের উপবিভাগের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক সহ-শরীক কর্তৃক তাহার নিকট আবেদনক্রমে, সহ-শরীক রায়তের মধ্যে যৌথ প্রজাস্বত্বের উপবিভাগ এবং উহার বকেয়া খাজনাসহ, যদি থাকে তদকর্তৃক যথাযথ ও ন্যায্যসঙ্গত বিবেচিত খাজনার বণ্টনের জন্য লিখিত আদেশ দ্বারা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ঐরূপ আদেশ প্রদান করা হইবে না যদি সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বিগকে উপস্থিত হওয়ার এবং এই ব্যাপারে শুনানীর জন্য যুক্তিসঙ্গত নোটিশ প্রদান করা না হয়:

- (২) একটি যৌথ জোতকে উপবিভাগ করিয়া যখন উপ-ধারা (১) অনুযায়ী আদেশ প্রদান করা হয়, তখন ঐ উপবিভাগ মাঠে চিহ্নিত হইতে পারে এবং ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে ম্যাপে প্রদর্শিত হইতে পারে।

অষ্টম ভাগ

রেকর্ড অব রাইটস বা খতিয়ান সংরক্ষণ ও পরিমার্জন

৩১। খতিয়ান সংরক্ষণ

এই আইনের অধীন ডেপুটি কমিশনার প্রস্তুত অথবা পুনঃপরীক্ষিত খতিয়ান নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিবেন, অথবা প্রকৃত ভুল শুদ্ধ করিয়া ও উহাতে নিম্নলিখিত হেতুতে পরিবর্তনগুলি অন্তর্ভুক্ত করিবেন-

- (ক) হস্তান্তর অথবা উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে নামজারী;
- (খ) জোত ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগকরণ, একত্রীকরণ বা সংযুক্তকরণ;
- (গ) সরকার কর্তৃক ক্রয় করা ভূমি অথবা জোতের নতুন বন্দোবস্ত; এবং
- (ঘ) ভূমি পরিত্যাগ অথবা সিকস্তি অথবা অধিগ্রহণজনিত কারণে খাজনা মওকুফ।

৩২। উত্তরাধিকার বলবৎ হওয়ার ক্ষেত্রে খতিয়ানের সংশোধন

প্রস্তুতকৃত, স্বাক্ষরিত ও রেজিস্ট্রিকৃত বণ্টননামা দলিল উপস্থাপন করা হইলে রাজস্ব কর্মকর্তা তৎমর্মে খতিয়ান সংশোধন করিবেন।

৩৩। রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক রিভিউ

- (১) রাজস্ব কর্মকর্তা, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষের আবেদনক্রমে অথবা স্বীয় উদ্যোগে তাহার নিজের প্রদত্ত বা তাহার পূর্ববর্তী কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইনের এই অংশের পেশকৃত যে কোন আদেশ রিভিউ করিতে পারেন এবং এইরূপ কোন আদেশ রিভিউ করিতে গিয়া এইরূপ আদেশকে পরিবর্তন, খণ্ডন বা সংশোধন বা বহাল রাখিতে পারেন:

তবে শর্ত থাকে যে,

- (ক) এইরূপ আদেশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে একটি আদেশের রিভিউর জন্য আবেদন করা না হইলে অথবা যখন এইরূপ আবেদন ৩০ (ত্রিশ) দিন অতিবাহিত হইবার পর দাখিল করা হয় তখন উক্ত সময়ের মধ্যে আবেদন না করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল রাজস্ব কর্মকর্তাকে আবেদনকারী সন্তুষ্ট না করিতে পারিলে গ্রহণ করা যাইবে না;
- (খ) যদি এইরূপ আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল করা হইয়া থাকে অথবা উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট এইরূপ আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশনের আবেদন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ আদেশ রিভিউ গ্রহণ করা যাইবে না; এবং
- (গ) উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষদেরকে শুনানী করিবার জন্য হাজির হইবার জন্য যুক্তিসঙ্গত নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত রিভিউতে একটি আদেশ সংশোধন বা পরিবর্তন করা যাইবে না।
- (২) রিভিউর আবেদন নাকচ করিয়া অথবা রিভিউতে পূর্ববর্তী কোন আদেশ বহাল রাখিয়া আদেশ দেওয়া হইলে তৎবিরুদ্ধে কোন আপীল চলিবে না।

৩৪। রেকর্ড অব রাইটস বা খতিয়ান সংশোধনের পদ্ধতি

- (১) রাজস্ব কর্মকর্তা নামজারী করিবার জন্য আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর খতিয়ানের নামজারী করিবার জন্য নথি খুলিবেন এবং নামজারীর জন্য জোত-এর সকল সহ-শরীক রায়তের উপর নোটিশ জারি করিবেন।
- (২) এতদউদ্দেশ্যে আপত্তির জন্য রাজস্ব কর্মকর্তা একটি তারিখ নির্ধারণ করিবেন। যদি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কোন আপত্তি উত্থাপিত না হয়, তাহা হইলে রাজস্ব কর্মকর্তা তদনুসারে খতিয়ান সংশোধন করিবেন।
- (৩) যদি জোত-এর কোন সহ-শরীক রায়ত কর্তৃক আপত্তি দাখিল করা হয়, তাহা হইলে রাজস্ব কর্মকর্তা উভয় পক্ষকে শুনানীর জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করিবেন এবং শুনানীর পরে কারণ লিপিবদ্ধকরতঃ আদেশ প্রদান করিবেন এবং তদনুসারে খতিয়ান সংশোধন করা হইবে।

৩৫। রেকর্ড অব রাইটস বা খতিয়ান পরিমার্জন বা সংশোধন

- (১) সরকার যদি কোন ক্ষেত্রে উপযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে কোন জেলা, জেলার অংশ অথবা স্থানীয় এলাকার খতিয়ান সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রণয়ন অথবা পুনঃপরীক্ষণ করিবার নির্দেশ প্রদান করিয়া আদেশ দিতে পারেন।
- (২) সাধারণভাবে উপরোল্লিখিত ক্ষমতার ক্ষতিসাধন না করিয়া সরকার বিশেষভাবে নিম্নলিখিত যে কোনটি সম্বন্ধে আদেশ প্রদান করিতে পারেন, যথা-
- (ক) যেক্ষেত্রে মোট মালিকগণের অর্ধেকের কম নয় এরূপ আদেশ প্রদানের নিমিত্তে দরখাস্ত করিয়াছে;
- (খ) যেক্ষেত্রে মালিকগণের মধ্যে বিরাজমান অথবা উদ্ভিত হইতে পারে এমন সাংঘাতিক ধরনের বিবাদ মীমাংসার জন্য; এবং
- (গ) যেক্ষেত্রে কোন জেলা অথবা জেলার অংশ অথবা স্থানীয় এলাকার খাজনা নির্ধারণ করা পর্যায়ে আছে।
- (৩) উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত কোন আদেশ সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত হইলে বিজ্ঞপ্তিটি উক্ত আদেশ যথাযথভাবে প্রদানের চূড়ান্ত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে।

- (৪) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ কোন আদেশ প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত আদেশ অনুযায়ী প্রণয়নকৃত অথবা পুনঃপরীক্ষিত খতিয়ানে ঐ সকল বিবরণসমূহ রেকর্ড করিবেন যেইগুলি নিরূপণ করা হইবে।
- (৫) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত বিবরণসমূহ ধারণ অথবা অন্তর্ভুক্তির জন্য খতিয়ান প্রণয়ন বা পুনঃপরীক্ষণ করা হয় সেক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা নির্ধারিত নিয়মে প্রণয়নকৃত অথবা পুনঃপরীক্ষিত খতিয়ানের খসড়া নির্ধারিত সময়ের জন্য প্রকাশ করিবেন এবং উক্ত প্রকাশের সময় কোন কিছু অন্তর্ভুক্ত হওয়া বা বাদ পড়া সম্বন্ধে আপত্তিসমূহ গ্রহণ ও বিবেচনা করিবেন।
- (৬) যখন ঐরূপ সমস্ত আপত্তি এবং আপীলের বিবেচনা ও নিষ্পত্তি এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী সম্পন্ন হয় তখন রাজস্ব কর্মকর্তা চূড়ান্তভাবে রেকর্ড প্রণয়ন করিবেন এবং নির্ধারিত নিয়মে উহা চূড়ান্তভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা এবং এই ধারা অনুযায়ী রেকর্ড সঠিকভাবে প্রণয়ন এবং পুনঃপরীক্ষণ করা হইয়াছে মর্মে উক্ত প্রকাশ চূড়ান্ত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে।
- (৭) যেক্ষেত্রে একটি খতিয়ান উপ-ধারা (৬) এ চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইয়াকে সেইক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যে রাজস্ব কর্মকর্তা ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর- এর পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঐ চূড়ান্ত প্রকাশ এবং উহার তারিখের বিষয় উল্লেখ করিয়া একটি সার্টিফিকেট দিবেন এবং উহাতে তাহার নাম অফিসের পদবীসহ স্বাক্ষর ও তারিখ দিবেন।

৩৬। রেকর্ড অব রাইটস বা খতিয়ান এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে অনুমান

৩৫ ধারা অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত ও পরিমার্জনকৃত প্রতিটি খতিয়ান এর লিখন উহাতে বর্ণিত বিষয়ের এইরূপ লিখনের সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে এবং অশুদ্ধ বলিয়া সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত শুদ্ধ বলিয়া অনুমান করিতে হইবে।

৩৭। দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ারে বাধা

- (১) যখন ৩৫ ধারার (১) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী কোন এলাকার খতিয়ান প্রস্তুতকরণের বা পরিমার্জনের নির্দেশ দিয়া আদেশ দেওয়া হয়, তখন কোন দেওয়ানী আদালত খাজনা পরিবর্তনের বা কোন প্রজাস্বত্বের বিষয়ে রায়তের মর্যাদা নির্ধারণের জন্য কোন মোকদ্দম বা আবেদন গ্রহণ করিবেন না এবং এইরূপ আদেশের পর যদি এইরূপ এলাকার এইরূপ কোন মোকদ্দমা বা আবেদন বিচারাধীন থাকে, তাহা আর চলিবে না এবং বাতিল হইবে এবং উক্ত তারিখের পরে কোন মোকদ্দমার কোন রায়, ডিক্রি বা আদেশ দেওয়া হয় বা আবেদনের কোন আদেশ দেওয়া হয় তাহা অকার্যকরী হইবে এবং কোন বৈধ ফল হইবে না।
- (২) এই ভাগ অনুযায়ী খতিয়ান বা স্বত্বলিপি প্রস্তুত ও পরিমার্জনের কোন নির্দেশ দিয়া আদেশ দেওয়া হইলে বা এইরূপ খতিয়ান বা স্বত্বলিপি বা উহার অংশবিশেষ প্রস্তুতকরণ, প্রকাশন, স্বাক্ষরকরণ বা তসদিকরণ সম্পর্কে দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা বা আবেদন দাখিল করা যাইবে না এবং যদি এইরূপ কোন মোকদ্দমা বা আবেদন দেওয়ানী আদালতে বিচারাধীন থাকে তাহা আর চলিবে না তাহা বাতিল হইবে এবং যদি এইরূপ কোন মোকদ্দমায় কোন রায়, ডিক্রি বা আদেশ দেওয়া হয় অথবা এইরূপ আবেদনের কোন আদেশ দেওয়া হয় তাহা অকার্যকর হইবে এবং কোন বৈধ ফল হইবে না।

নবম ভাগ

ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল ও ভূমি জরিপ আপিল ট্রাইব্যুনাল

৩৮। ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল

- (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ৩৫ ধারা অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত সর্বশেষ সংশোধিত খতিয়ান বা স্বত্বলিপি প্রকাশনা হইতে উদ্ধৃত মোকদমাসমূহ নিষ্পত্তির জন্য যতসংখ্যক প্রয়োজন ততসংখ্যক ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করিতে পারিবে।
- (২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারভুক্ত এলাকা নির্ধারণ এবং পরিবর্তন করিতে পারিবে।
- (৩) সরকার সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শ করিয়া যুগ্ম জেলা জজগণের মধ্যে হইতে ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনালে বিচারক নিয়োগ করিবেন।
- (৪) ৩৫ ধারা অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত সর্বশেষ সংশোধিত খতিয়ান বা স্বত্বলিপির চূড়ান্ত প্রকাশনা হইতে উদ্ধৃত মোকদমাসমূহ ছাড়া অন্য কোন মোকদমা ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনালের নিকট দাখিল করা যাইবে না।
- (৫) এই ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল স্থাপিত হওয়ার পূর্বে ৩৫ ধারা অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত সর্বশেষ সংশোধিত খতিয়ান বা স্বত্বলিপির চূড়ান্ত প্রকাশনা হইতে উদ্ধৃত কোন মোকদমা কোন দেওয়ানী আদালতে দাখিল করা হইলে উক্ত মোকদমা এই ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যতশীঘ্র সম্ভব এই ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত হইবে।
- (৬) উপ-ধারা (৭) এর বিধান সাপেক্ষে, ৩৫ ধারা অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত সর্বশেষ সংশোধিত খতিয়ান বা স্বত্বলিপির চূড়ান্ত প্রকাশে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি উক্ত খতিয়ান বা স্বত্বলিপি প্রকাশিত হওয়ার এক বৎসরের মধ্যে অথবা ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল স্থাপিত হওয়ার তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে, যাহা পণ্ডে ঘটবে, অনুরূপ ট্রাইব্যুনালে মোকদমা দাখিল করিতে পারিবেন।
- (৭) যদি ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল বাদী কর্তৃক প্রদত্ত দেওয়ানী মোকদমা দাখিলের বিলম্বের কারণসমূহে সম্ভূত হন তাহা হইলে উপ-ধারা (৬) এ বর্ণিত মেয়াদ শেষ হওয়ার পরবর্তী এক বৎসরের মধ্যে মোকদমা গ্রহণ করা যাইতে পারে।
- (৮) ট্রাইব্যুনাল তর্কিত খতিয়ান বা স্বত্বলিপি ভুল মর্মে ঘোষণা দিতে এখতিয়ারবান হইবেন এবং অধিকন্তু ট্রাইব্যুনাল ইহার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রেকর্ড সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে আদেশ দিতে পারিবে এবং অন্য কোন প্রয়োজনীয় আদেশও দিতে পারিবে।

৩৯। ভূমি জরিপ আপীল ট্রাইব্যুনাল

- (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ততসংখ্যক ভূমি জরিপ আপীল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করিতে পারিবে যতসংখ্যক ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনালসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত রায়, ডিক্রি অথবা আদেশের বিরুদ্ধে উদ্ধৃত আপীল শুনানীর জন্য প্রয়োজন হইবে।
- (২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন ভূমি জরিপ আপীল ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারভুক্ত এলাকা (স্থানীয় অধিক্ষেত্র) নির্ধারণ এবং পরিবর্তন করিতে পারিবে।
- (৩) সরকার সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকগণের মধ্য হইতে ভূমি জরিপ আপীল ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিয়োগ করিবে।
- (৪) ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনালের রায়, ডিক্রি ও আদেশ হইতে উদ্ধৃত আপীল ব্যতীত অন্য কোন আপীল ভূমি জরিপ আপীল ট্রাইব্যুনালে দায়ের করা যাইবে না।

(৫) উপ-ধারা (৬) এর বিধান সাপেক্ষে ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনালের রায়, ডিক্রি ও আদেশে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি উক্ত রায়, ডিক্রি বা আদেশ প্রদানের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে ভূমি জরিপ আপীল ট্রাইব্যুনালের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৫) এ বর্ণিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও একটি আপীল পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে গ্রহণ করা যাইতে পারে যদি ভূমি জরিপ আপীল ট্রাইব্যুনাল আপীলকারী কর্তৃক দেখানো বিলম্বের কারণে সম্ভব হন।

৪০। আপীল বিভাগে আপীল দায়ের

ভূমি জরিপ আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায়, ডিক্রি ও আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে আপীল দায়ের করা যাইবে কেবল তখনই যখন আপীল বিভাগ আপীল করিবার অনুমতি প্রদান করিবেন।

৪১। ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ও পদ্ধতি

(১) মোকদ্দমা অথবা আপীল নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল অথবা ক্ষেত্র বিশেষে ভূমি জরিপ আপীল ট্রাইব্যুনাল নিম্নলিখিত বিষয়ে এই আইনের বিধানের সহিত বা এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালার সহিত যতদূর অসামঞ্জস্য না হয় ততদূর দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫ নং আইন) এর বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হইবে, যথা:

- (ক) কোন ব্যক্তির উপর সমন জারি, তাহার উপস্থিতি ও তাহাকে পরীক্ষাকরণ;
- (খ) কোন দলিল আবিষ্কার ও দাখিলের নির্দেশ;
- (গ) এফিডেভিড বা হলফনামা এর মাধ্যমে সাক্ষ্য প্রদান;
- (ঘ) কোন অফিস হইতে সরকারি রেকর্ড অথবা উহার কপি বা অনুলিপি তলবকরণ;
- (ঙ) সাক্ষী অথবা দলিল পরীক্ষার জন্য কমিশন ইস্যুকরণ; এবং
- (চ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন বিষয়াদি।

(২) ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল অথবা ভূমি জরিপ আপীল ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম দণ্ড বিধি (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ১৯৩ ধারায় বর্ণিত বিচারিক কার্যক্রম হিসাবে পরিগণিত হইবে।

(৩) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থান বা স্থানসমূহে ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল বা ভূমি জরিপ আপীল ট্রাইব্যুনাল বসিবে।

(৪) ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল বা ভূমি জরিপ আপীল ট্রাইব্যুনাল এর বিচারক ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল বা ভূমি জরিপ আপীল ট্রাইব্যুনালের কার্যাবলী পালনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন (গ্রহণ) করিতে পারিবেন।

(৫) ভূমি জরিপ আপীল ট্রাইব্যুনাল স্বইদ্যোগে বা দাখিলকৃত কোন দরখাস্তের ভিত্তিতে লিখিত আদেশ দ্বারা কোন মোকদ্দমা যে কোন স্তরে ইহার অধিক্ষেত্রের মধ্যে এক ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল হইতে অন্য কোন ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনালের নিকট স্থানান্তর করিতে পারিবেন।

৪২। ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত ও আদেশ চূড়ান্ত

ভূমি জরিপ আপীল ট্রাইব্যুনাল এবং ক্ষেত্রবিশেষে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের সিদ্ধান্ত ও আদেশ সাপেক্ষে ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত ও আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৪৩। দেওয়ানী আদালতের অধিক্ষেত্রের প্রতিবন্ধকতা

৩৫ ধারা অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত সর্বশেষ সংশোধিত খতিয়ান বা স্বত্বলিপি চূড়ান্ত প্রকাশ হইতে উদ্ভূত কোন মোকদ্দমা কোন দেওয়ানী আদালতে দায়ের করা যাইবে না যাহার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে ৩৮ ধারা অনুযায়ী একটি ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা হয়।

৪৪। ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি বাতিল করিবার ক্ষমতা

সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে কোন সময় ৩৮ ধারায় স্থাপিত ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল এবং ৩৯ ধারা অনুযায়ী স্থাপিত কোন ভূমি জরিপ আপীল ট্রাইব্যুনাল যে কোন সময় রদ করিতে পারিবে এবং একই প্রজ্ঞাপনে সরকার উক্ত রদকালীন সময়ে ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল অথবা ভূমি জরিপ আপীল ট্রাইব্যুনাল-এ বিচারাধীন মোকদ্দমা, আপীল অথবা অন্য কোন কার্যধারাসমূহ কোন আদালতে স্থানান্তরিত হইবে এবং নিষ্পত্তিকৃত হইবে তাহাও নির্ধারণ করিবে।

৪৫। এই ভাগের প্রাধান্য

এই আইনে বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে বিপরীত যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই ভাগের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৪৬। এই আইন অনুযায়ী আপীল, রিভিশন ও রিভিউ- এর আবেদনের জন্য তামাদির সময়সীমা গণনা

- (১) ১৯০৮ সনের তামাদি আইন (১৯০৮ সনের ৯ নং আইন)- এর ৬, ৭, ৮ ও ৯ ধারা এবং ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (২) এবং এই আইনের পঞ্চম ভাগ অনুযায়ী আনীত সকল মোকদ্দমা, আপীল এবং আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এবং পূর্ববর্তী আইনের অবশিষ্ট বিধানাবলী উক্ত ভাগ অনুযায়ী আনীত সকল মোকদ্দমা, আপীল ও আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।
- (২) পঞ্চম ভাগে বর্ণিত সকল মোকদ্দমা, আপীল ও আবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়ের করিতে হইবে, তামাদির নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়ের না হইলে ঐরূপ দায়েরকৃত মোকদ্দমা, আপীল ও আবেদন খারিজ হইয়া যাইবে যদিও তামাদির বিষয় ওজর করা হয় নাই।

দশম ভাগ

বিবিধ

৪৭। নোটিশ জারি

এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক কোন ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত নোটিশ জারি করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে-

- (১) প্রাপকের নিকট বা তাহার প্রতিনিধি অথবা প্রাপকের বাড়ীর প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া নোটিশ জারি করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।
- (২) প্রাপক যেখানে সচরাচর বসবাস করে অথবা যেখানে প্রাপক জানে যে সে কোথায় বসবাস করে সেইখানে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নোটিশ জারি করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।
- (৩) মোবাইলে বার্তা প্রেরণ, ই-মেইলের মাধ্যমে বার্তা প্রেরণ এবং অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কিত ব্যবস্থার মাধ্যমেও প্রাপকের নিকট নোটিশ জারি করা যাইতে পারে।

৪৮। ডেপুটি কমিশনারের সাক্ষী হাজির করিবার ক্ষমতা

অত্র আইনের অধীনে কোন তদন্তের উদ্দেশ্যে ডেপুটি কমিশনার, এই আইন কর্তৃক অর্পিত অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, সাক্ষীগণকে এবং কোন সম্পত্তি সমন করিতে ও উপস্থিত হইতে বা দলিল-দস্তাবেজ দাখিল করিতে বাধ্য করিতে ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধি অনুযায়ী এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কোন দেওয়ানী আদালতে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৪৯। নোটিশের রিকুইজিশন বা প্রয়োজন অনুসারে হাজির হইতে ব্যর্থতার জন্য প্রতিদিন জরিমানা

এই আইনের ৬ ধারার অধীনে বিশেষ নোটিশের রিকুইজিশন বা প্রয়োজন অনুসারে যদি কোন ব্যক্তি হাজির হইতে ব্যর্থ হয় অথবা এই আইনের পঞ্চম ভাগের অধীনে কোন তদন্তের উদ্দেশ্যে যদি কোন নোটিশ জারি করা হয়, তাহা হইলে ডেপুটি কমিশনার সঙ্গত মনে করিয়া দৈনিক ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার নীচে নহে এমন জরিমানা ধার্য করিতে পারিবেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না রিকুইজিশন সম্পন্ন হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত জরিমানা দিতে হইবে এবং ডেপুটি কমিশনার সময় সময় জরিমানা হার কমানো বা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন যদি না আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলে তাহা হইলে উক্ত আদেশকৃত জরিমানা দেওয়া স্থগিত থাকিবে: তবে শর্ত থাকে যে, যখন দৈনিক জরিমানার পরিমাণ ১০০০০/- (দশ হাজার) টাকার বেশি হইবে তখন উক্ত জরিমানার বিষয়টি ডেপুটি কমিশনার তাহা বিভাগীয় কমিশনারকে অবহিত করিবেন এবং বিভাগীয় কমিশনারের কর্তৃত্ব ছাড়া আর কোন জরিমানার আদেশ দেওয়া যাইবে না।

৫০। সীমানা-চিহ্ন সরাইয়া বা মুছিয়া ফেলিবার দণ্ড

দণ্ড বিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ৪৩৪ ধারা অনুযায়ী সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সীমানা চিহ্নিত নয় এমন কোন সীমানা চিহ্ন কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বিনষ্ট, অপসারণ, অথবা ধ্বংস করিলে ডেপুটি কমিশনার প্রত্যেকটি চিহ্নের জন্য ১০০০০/- (দশ হাজার) টাকার নীচে নহে এমন টাকা জরিমানা করিবার আদেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত চিহ্ন বহাল, স্থাপন ও মেরামতের দায়িত্ব পালন করিতে আদেশ দিতে পারিবেন।

৫১। ডেপুটি কমিশনার আদায়কৃত জরিমানা টাকা হইতে কিছু অংশ সংবাদদাতাকে দিতে পারেন

ডেপুটি কমিশনার পূর্ববর্তী ধারা ৪৯ ও ৫০ এর অধীন আদায়কৃত জরিমানার টাকা হইতে কিছু অংশ বিশেষ যে ব্যক্তি সীমানা চিহ্ন বিনষ্ট, অপসারণ ও ধ্বংস সম্পর্কে সংবাদ দিবে তাহাকে দিতে পারেন।

৫২। জরিমানার লেভী বা ধার্য বা আরোপ

৪৯, ৫০ ও ৫১ ধারার জরিমানা ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ সনের ৩৮৬, ৩৮৭ ও ৩৮৯ ধারা অনুযায়ী লেভীর মাধ্যমে আদায় করা যাইবে এবং এই লেভীর টাকা বকেয়া খাজনা ১৯১৩ সনের সরকারি পাওনা আদায় আইন এর অধীনে সরকারি পাওনা আদায় হিসাবে আদায় করা যাইবে।

৫৩। যখন সীমানা চিহ্ন মুছিয়া ফেলিবার ব্যক্তিকে খুঁজিয়া পাওয়া না যায় তখন ডেপুটি কমিশনার উক্ত সীমানা মেরামত বা স্থাপন করিয়া দিতে পারিবেন

যদি সীমানা চিহ্ন বিনষ্টকারী, অপসারণকারী বা ধ্বংসকারীকে খুঁজিয়া পাওয়া বা চিহ্নিত করা না যায় অথবা যদি বিনষ্টকারীকে চিহ্নিত করা যায় কিন্তু তাহার পক্ষে উক্ত জরিমানা দেওয়ার সামর্থ্য না থাকে তাহা হইলে ডেপুটি কমিশনার উক্ত সীমানা চিহ্ন মেরামত বা স্থাপন করিয়া দিবেন এবং মেরামতকৃত ব্যয় সরকার বহন করিবে।

৫৪। প্রত্যেকটি খরচের প্রাপ্যতা সরকারি পাওনা আদায় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে

এই আইনের বিধানসমূহের অধীনে প্রত্যেকটি খরচ ডেপুটি কমিশনারের প্রাপ্য হইবে এবং ইহা সরকারি পাওনা আদায় হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

৫৫। বিচারিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও আদেশের বিরুদ্ধে আপীল

৫৮ ও ৫৯ ধারা বিধান ব্যতীত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইনের অধীনে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল অধিকার হিসাবে আদায় করা যাইবে না; কিন্তু

এই আইনের অধীনে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার এর বিচারিক কার্যক্রম ও আদেশসমূহ ডেপুটি কমিশনার তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন;

ডেপুটি কমিশনার এর বিচারিক কার্যক্রম ও আদেশসমূহ বিভাগীয় কমিশনার তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন; এবং

সকল কর্মকর্তা এর বিচারিক কার্যক্রম ও আদেশসমূহ সরকার তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

সরকার কমিশনারের কার্যক্রম সীমিত করিতে পারে

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের অধীনে যে কোন জরিপ কার্যক্রমের সময় সরকার এই মর্মে আদেশ দিতে পারিবেন যে, ধারা ৫৫ এর অধীনে আপীলের সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত বিষয়ে কমিশনারের কার্যক্রম সীমিত হইবে এবং সরকার ডেপুটি কমিশনার ও তাহার অধীনস্থ কর্মকর্তাবৃন্দের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের সাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

৫৬। অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারের কতিপয় আদেশের বিরুদ্ধে আপীল

অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারের নিম্নলিখিত প্রত্যেকটি আদেশের বিরুদ্ধে এক মাসের মধ্যে ডেপুটি কমিশনারের নিকট আপীল করা যাইবে-

- (ক) ধারা ৮ এর অধীন ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ;
- (খ) সীমানা-বিরোধ মীমাংসাকরণ; এবং
- (গ) এই আইনের অধীনে জরিমানা আরোপ।

৫৭। ডেপুটি কমিশনারের কতিপয় আদেশের বিরুদ্ধে আপীল

ডেপুটি কমিশনারের নিম্নলিখিত প্রত্যেকটি আদেশের বিরুদ্ধে এক মাসের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল করা যাইবে-

- (ক) ধারা ৮ এর অধীন ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ;
- (খ) সীমানা-বিরোধ মীমাংসাকরণ; এবং
- (গ) এই আইনের অধীনে যে কোন ব্যক্তির উপর ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার অধিক পরিমাণ জরিমানা আরোপ।

তবে শর্ত থাকে যে, জরিপের ক্ষেত্রে দফা (ক), (খ) ও (গ) এর অধীনে আদেশের বিরুদ্ধে ডেপুটি কমিশনার অথবা কমিশনার কর্তৃক আপীলের আদেশ কখনোই তাহার অধীনস্থ সকল কর্মকর্তাবৃন্দের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল আদেশকে বুঝাইবে না।

৫৮। আপীলের ক্ষেত্রে খরচের আদেশ

কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনার কোন পক্ষের আপীলের খরচ প্রদান সম্পর্কে যথাযোগ্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৫৯। কতিপয় ক্ষেত্রে প্রথমে আপীল না করিয়া মোকদ্দমা দায়ের করা যাইবে না

সীমানা বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে ৫৬ বা ৫৭ ধারার অধীনে আপীল না করিয়া অথবা যদি না মোকদ্দমাটি কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা পাগল বা অপদার্থ এর উপর পাস হয় তাহা হইলে কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনারের অধীনে মোকদ্দমা দায়ের করা যাইবে না

৬০। সরকারের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

এই আইনে পরিপন্থী যাহা কিছুই থাকুক না কেন সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে-

এই অধীনে কোন ভূমির জরিপের ক্ষেত্রে কোন তথ্য রেকর্ড করিবার জন্য ও সংরক্ষণ করিবার জন্য এবং কোন নক্সা ও রেজিস্টার প্রণয়নের জন্য;

এবং এই আইনের অধীনে সকল বিচারিক কার্যক্রমের রেগুলেশন প্রণয়নের জন্য ও জরিপ সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় যথার্থভাবে সম্পাদন করিবার জন্য।

উক্ত বিধির অধীনে তথ্য সংগ্রহের জন্য আদেশকৃত সমস্ত তদন্ত কার্যক্রম ধারা ৫ অনুযায়ী তদন্ত করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ডেপুটি কমিশনার উক্ত ধারা অনুযায়ী তদন্ত কার্যক্রমের ন্যায় সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৬১। সাক্ষীগণের উপস্থিতি ও দলিল দাখিল করিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা

অত্র আইনের অধীনে কোন তদন্তের উদ্দেশ্যে রাজস্ব কর্মকর্তা সাক্ষীগণকে অথবা কোন সম্পত্তি, মধ্যস্থত্ব, জোত অথবা ভূমিতে স্বার্থবান এমন কোন ব্যক্তিকে সমন করিতে ও উপস্থিত হইতে বা দলিল-দস্তাবেজ দাখিল করিতে বাধ্য করিতে ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধি অনুযায়ী এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কোন দেওয়ানী আদালতে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৬২। তদন্তের দরখাস্তের জন্য ফি

অত্র আইন অনুযায়ী খতিয়ান বা স্বত্বলিপি প্রণয়ন অথবা পুনঃপরীক্ষাকরণ বা পরিমার্জনের সময় নতুন করিয়া তদন্তের দরখাস্তের সহিত নির্ধারিত ফি জমা দিতে হইবে।

৬৩। ডিজিটাল জরিপ

জরিপ বা রিভিশনাল জরিপের উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হইবে।

৬৪। রহিতকরণ

এই আইন কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জরীপ আইন, ১৮৭৫ রহিত হইয়া যাইবে। উক্ত রহিতকরণ আইন এর বিধানসমূহের অধীনে যে সমস্ত কার্যক্রম নেওয়া হইয়াছে ও যে সমস্ত প্রক্রিয়া শুরু করা হইয়াছে তাহা বৈধ থাকিবে এবং স্থগিত কার্যক্রমগুলিও চলিতে থাকিবে।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ প্রস্তাবিত বিধিমালা

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

এই বিধিমালা ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিধিমালা, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

২। ব্যাখ্যা

বিষয়বস্তু বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী অন্য কিছু না থাকিলে এই আইনে—

- (১) “আইন” বলিতে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ আইনকে বুঝাইবে;
- (২) “ধারা” হইল এই আইনের ধারা;
- (৩) “রাজস্ব কর্মকর্তা” বলিতে ভূমি জরিপ বা রিভিশনাল জরিপ কার্যে নিয়োজিত কোন ক্যাডার কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, রাজস্ব ডেপুটি কালেক্টর, সহকারি কমিশনার (ভূমি), এবং ভূমি জরিপ ও রিভিশনাল জরিপ সম্পর্কিত অন্যান্য নন-ক্যাডার কর্মকর্তাকে বুঝাইবে;
- (৪) “মহাপরিচালক” বলিতে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে বুঝাইবে।

৩। সাধারণ নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধান

এই বিধি দ্বারা অন্য কিছু নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই আইনের অধীনে রাজস্ব কর্মকর্তা তাহার উপর আরোপিত দায়িত্ব পালনে গৃহীত সকল মামলা এবং আদেশ, সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান সাপেক্ষ হইবে এবং প্রত্যেক রাজস্ব কর্মকর্তা এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে, সরকার দ্বারা ঘোষিত তিনি যে, রাজস্ব কর্মকর্তার অধস্তন তাহার নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান সাপেক্ষ হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রেকর্ড অব রাইটস প্রণয়ন/প্রস্তুতকরণ

৪। রেকর্ড-অব-রাইটস প্রণয়ন/প্রস্তুতকরণ বা পুনঃপরীক্ষার পদ্ধতি

রাজস্ব কর্মকর্তা যখন কোন জেলা বা জেলার কোন অংশের রেকর্ড অব রাইটস প্রণয়ন বা পুনঃপরীক্ষনের আদেশ প্রাপ্ত হইবেন, তিনি বিধি নির্দেশিত পন্থায় রেকর্ড অব রাইটস প্রণয়ন ও পুনঃপরীক্ষণ করিবেন এবং এ কাজ নিম্নলিখিত ধাপে করিবেন:

- (ক) ট্রান্সার্স সার্ভে (অনুপ্রস্থ জরিপ)/ ডিজিটাল জরিপ;
- (খ) প্রাথমিক রেকর্ড লেখা বা (খানাপুরী);
- (গ) এ্যাটেস্টেশন/ তসদিক;
- (ঘ) খসড়া রেকর্ড প্রকাশ;
- (ঙ) আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ;
- (চ) আপীল নিষ্পত্তিকরণ;
- (ছ) চূড়ান্ত রেকর্ড প্রস্তুতকরণ;
- (জ) চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশ।

৫। জরিপ ইউনিট

- (১) কার্যধারায় অবশ্যই প্রতিটি গ্রামের জন্য একটি বড় স্কেল মানচিত্র প্রস্তুত করা হইবে যেখানে, জরিপ ও রেকর্ড ইউনিট অনুযায়ী রাস্তা, নদী, রেলওয়ে এবং অন্যান্য দৃশ্যমান উপাদান, যেমন বসতবাড়ি ও অন্যান্য ক্ষেত্র চিহ্নিত থাকিবে।
- (২) যদি পূর্ববর্তী জরিপে, গ্রামের মানচিত্রের বাহিরে সীমানার মধ্যে রহিয়াছে এমন এলাকা জরিপ ও রেকর্ড একক হিসাবে অনুপযুক্ত হয়, রাজস্ব কর্মকর্তা তাহা নির্ধারণ করিবেন। যতদূর সম্ভব স্থানীয় কর্মকর্তাদের মতামতের ভিত্তিতে জরিপ ও রেকর্ড ইউনিট হিসাবে এলাকা চিহ্নিত করিয়া, তিনি যে নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাদের অধস্তন তাহার বা তাহাদের মাধ্যমে প্রস্তাব আকারে মহাপরিচালকের নিকট জমা দিবেন। মহাপরিচালক দ্বারা অনুমোদিত হইলে, তাহা একটি গ্রামের জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন ও সংশোধনের ইউনিট হিসাবে ঘোষিত ও গৃহীত হইবে।

৬। সীমানা চিহ্ন নির্মাণ

যেখানে তিনটি গ্রামের সীমানা মিলিত হইয়াছে সেখানে স্থায়ী প্রকৃতির সীমানা চিহ্ন নির্মাণ করিতে হইবে। এছাড়াও রাজস্ব কর্মকর্তার মতে যদি, অন্য কোন স্থানে সীমানা নির্ধারণ প্রয়োজনীয় হয় তবে সেই সব স্থানেও সীমানা চিহ্ন নির্মাণ করিতে হইবে।

৭। প্রারম্ভিক জরিপ-লিখন

এই প্রক্রিয়ায় এবং নিম্নোক্ত দুই ধাপে খসড়া জরিপ প্রণয়ন করিতে হইবে। খসড়া জরিপ খসড়া খতিয়ানে উল্লিখিত অধিকারের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে। সাধারণত ভূমির অধিকারী (মালিক), মালিক, জমির মালিক বা অকৃষি জমির মালিক হিসাবে আত্মী প্রতিটি ব্যক্তির বা যৌথভাবে ব্যক্তিদের প্রতি দলের জন্য একটি পৃথক খসড়া খতিয়ান প্রণয়ন করিতে হইবে। এই পর্যায়ে সব ধরনের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইবে। এই পর্যায়ে, গ্রামের ফিল্ডগুলির ত্রমিক নং অনুযায়ী একটি মাঠ পর্যায়ের সূচক বা খসড়া প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ফিল্ডসূচক খসড়া রেকর্ডের অংশ হইবে না। জমির মালিকানার অংশ সংক্রান্ত কোন বিরোধ থাকিলে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকৃত দখলের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিতে গৃহীত হইবে।

৮। স্থানীয় ব্যাখ্যা

যখন কোন এলাকার ভূমি প্রাথমিক ভূমি জরিপে অন্তর্ভুক্ত ও লিপিবদ্ধ করা হয়, যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বা তাহাদের প্রতিনিধিদের নামে খসড়া খতিয়ান খোলা হইয়াছে রাজস্ব কর্মকর্তা বা কানুনগো তাহাদের নামে প্রতিটি খসড়া খতিয়ানের একটি প্রতিলিপি প্রস্তুত করিবেন। প্রতিটি খসড়া খতিয়ান গ্রামের মানচিত্রের সহিত রাজস্ব কর্মকর্তা বা কানুনগো দ্বারা পরীক্ষা করা হইবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যাখ্যা করিবেন অথবা কানুনগো প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মানচিত্র, খসড়া খতিয়ান ও খসড়া জরিপ সংশোধন করিবেন। প্রাথমিক রেকর্ড লেখার পর্যায়ে অন্যান্য বিষয়াবলী এ্যাটেষ্টেশন পর্যায় পর্যন্ত স্থগিত করা হইবে।

৯। ভূমি এটেস্টেশন ও বরাদ্দ

জমির মালিক কর্তৃক খসড়া খতিয়ান পর্যালোচনার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়ার পর এই পর্যায়ের কার্যক্রম চালু হইবে। প্রতিটি গ্রামের অবস্থান/মনোযোগ একটি সুবিধাজনক স্থান বা কাছাকাছি একটি গ্রামে গ্রহণ করা হইবে। এটেস্টেশন শুরুর অন্তত এক মাস পূর্বে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে নির্দিষ্ট দিনে জমির মালিককে তাহাদের খসড়া খতিয়ানের কপি নিয়া রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট উপস্থিত হইতে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। এই প্রজ্ঞাপনে আরো নির্দেশ দেওয়া হইবে যে, প্রজ্ঞাপন জারির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তাহাদের আয়ত্ত্বাধীন সকল ভূমি এবং যে সকল ভূমি তাহারা আয়ত্ত্ব করিতে চায় তাহার বিস্তারিত বিবৃতি জমা দিতে হইবে। বিশেষ ক্ষেত্রে, বিবৃতি জমা দেওয়ার নির্ধারিত সময় শেষ হইলে ও সংশ্লিষ্ট খসড়া খতিয়ানের এটেস্টেশন শুরুর পূর্ব পর্যন্ত উক্তরূপ বিবৃতি জমা দিতে পারিবেন। যখন এইরূপ বিবৃতি যথার্থভাবে গৃহীত হইবে, রাজস্ব কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট জমির মালিকের নামে সম্পূরক খান্দা (Khanda) খসড়া খতিয়ান খুলিবেন এবং প্রধান খসড়া খতিয়ানে যে ভূমি তাহারা আয়ত্ত্বাধীন রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তাহাদের হস্তান্তর করিবেন। যদি উক্তরূপ কোন বিবৃতি যথার্থভাবে পাওয়া না যায় তাহা হইলে রাজস্ব কর্মকর্তা নিজে এটেস্টেশনের সময় পূর্বোক্ত সংশ্লিষ্ট জমির মালিকের নামে যে পরিমাণ জমি বরাদ্দ দেওয়া গ্রহণযোগ্য সেই পরিমাণ জমি হস্তান্তর করিয়া সম্পূরক খান্দা (Khanda) খসড়া খতিয়ান খুলিবেন। রাজস্ব কর্মকর্তা নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের জমির খান্দা খসড়া খতিয়ান খুলিবেন—

প্রথমত, তাহাদের বসতবাড়ি বা দালানের জন্য ব্যবহৃত ভূমি।

দ্বিতীয়ত, চাষকৃত এবং চাষযোগ্য ভূমি জলাশয়কেও অন্তর্ভুক্ত করিবে, ভূমি বরাদ্দ দেওয়ার সময় রাজস্ব কর্মকর্তা কোন জমি সুবিধাদির ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

তৃতীয়ত, খালি অকৃষি ভূমি।

প্রত্যেক ব্যক্তির উপস্থিতিতে রাজস্ব কর্মকর্তা তাহার খসড়া খতিয়ান পরীক্ষা করিবেন, সকল গুরুত্বপূর্ণ তালিকা পড়িবেন, প্রয়োজন হইলে সংশোধন করিবেন এবং সকল ক্ষেত্রে খসড়া খতিয়ান সম্পূর্ণ কি না তাহা দেখবেন। জমির মালিকানা সংক্রান্ত বা জমির মালিকানায় কোন স্বত্ব সংক্রান্ত বিরোধ রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে দখলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হইবে। অতপর রাজস্ব কর্মকর্তা অফিসে রক্ষিত খসড়া খতিয়ানের কপিতে স্বাক্ষর করিবেন ও তারিখ লিখিবেন এবং জমির মালিক যদি তাহার খসড়া খতিয়ান দাখিল করে, রাজস্ব কর্মকর্তা তাহার অফিসের রক্ষিত অনুরূপ সত্যায়িত কপি এবং জমির মালিক বা তাহার প্রতিনিধি কর্তৃক দাখিল করা কপি সত্যায়ন করিবেন। যখন রাজস্ব কর্মকর্তা একটি গ্রামের সকল খসড়া খতিয়ান সত্যায়ন করিবেন, তিনি এই মর্মে একটি আনুষ্ঠানিক কার্যধারা লিপিবদ্ধ করিবেন।

১০। রেকর্ডের বিবরণ

যখন কোন জেলা বা জেলার কোন অংশে বা কোন স্থানীয় এলাকায় রেকর্ড অব রাইটস পুনঃনিরীক্ষনের আদেশ হইবে তখন যে সকল বিষয় রেকর্ড করা হইবে তাহা অন্যান্য বিষয়াবলী ছাড়া বা অতিরিক্তস্বরূপ নিম্নলিখিত কিছু বা সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিবেন। যেমন:

(ক) জমির মালিক বা মালিকদের নাম, বাবার নাম এবং ঠিকানা।

(খ) জমির অবস্থান, শ্রেণি, পরিমাণ এবং মালিক বা মালিকগণ কর্তৃক এক বা অধিক সীমানা।

(গ) প্রত্যেক জমির মালিকের অধিকার এবং দায় সম্পর্কে:

(অ) জমির মালিক কর্তৃক কৃষি কাজের উদ্দেশ্যে নদী, ঝিল, পুকুর বা কুয়া অথবা অন্য কোন উৎস হইতে পানি সরবরাহ করা।

(আ) জমির মালিক কর্তৃক চাষের জন্য পানি সরবরাহ নিশ্চিত করিতে অথবা বন্যার পানির প্লাবন প্রতিরোধে যন্ত্রপাতি মেরামত ও সংরক্ষণ করা, এ সকল যন্ত্রপাতি তাহার জমির সীমানার মধ্যে বা বাইরে যেখানেই হোক।

(ঘ) কোন অধিকার বা রাস্তা বা জমির সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য সুখাদিকার যাহার জন্য রেকর্ড অব রাইটস পুনঃনিরীক্ষণ করা হইতেছে।

১১। কার্যের ধাপ

সাধারণত নিম্নবর্ণিত স্তরে কার্য হইয়া থাকে, যথা:

(ক) ট্রাভার্স সার্ভে/ ডিজিটাল সার্ভে;

(খ) ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে/ তফসিলভুক্ত জরিপ;

(গ) সীমানা চিহ্ন নির্মাণ;

(ঘ) প্রাথমিক জরিপ প্রস্তুতকরণ (খানাপুরী);

(ঙ) স্থানীয় ব্যাখ্যা (বুঝারাত);

(চ) এটেস্টেশন;

- (ছ) খসড়া খতিয়ানের প্রকাশ;
- (জ) আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ;
- (ঝ) আপীল দায়ের ও নিষ্পত্তিকরণ;
- (এ৩) চূড়ান্ত রেকর্ড প্রস্তুতকরণ ও প্রকাশ।

তবে শর্ত থাকে যে, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগের মহাপরিচালকের অনুমতিক্রমে, যদি মামলার ঘটনা বিবেচনার প্রয়োজন হয় তবে, উপরিউক্ত প্রথম ছয়টি বা ইহার যে কোনটি বাদ দেওয়া বা নতুন স্তর যোগ করা যাইতে পারে।

১২। এটেষ্টেশন পর্যন্ত কার্যের পদ্ধতি

ভূমি রেকর্ড ও সার্ভে বিভাগের মহাপরিচালক কর্তৃক সময়ে সময়ে পরিবর্তনকৃত, ভূমি রেকর্ড ও সার্ভে বিভাগের পরিচালক কর্তৃক বিধি এবং নির্দেশনা অনুযায়ী অথবা কোন জেলা বা জেলার কোন অংশবিশেষ বা কোন স্থানীয় এলাকার জন্য সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও সার্ভে বিভাগ বা রাজস্ব কর্মকর্তা এইরূপ অন্য কোন নির্দেশ দিয়ে থাকলে, সেই অনুযায়ী এটেষ্টেশনের স্তর পর্যন্ত কাজসমূহ সম্পন্ন করিতে হইবে।

১৩। এটেষ্টেশন পদ্ধতি

এ কাজে নিয়োজিত ক্যাডার কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও অভিযোজনের পরে এটেষ্টেশনের জন্য নিয়োগকৃত হইবেন এবং সংশ্লিষ্ট গ্রামের স্থানীয় গণ্যমান্য বা জনপ্রতিনিধি অথবা প্রয়োজন হইলে পুলিশের সহযোগিতায় এটেষ্টেশনের কাজ সম্পন্ন করিবেন। এ কাজে নিয়োজিত ক্যাডার কর্মকর্তাকে রাজস্ব কর্মকর্তা বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৪। খসড়া রেকর্ড অব রাইটস প্রকাশ

এটেষ্টেশন সম্পন্ন হওয়ার পর, রাজস্ব কর্মকর্তা এক মাসের কম নহে এমন সময়ের মধ্যে বিনা খরচে সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য যে স্থান উপযুক্ত মনে করিবেন সেখানে খসড়া রেকর্ড অব রাইটস লটকাইয়া প্রকাশ করিবেন। তৎপূর্বে প্রত্যেক গ্রামে যেখানে খসড়া রেকর্ড অব রাইটস প্রকাশ করা হইবে, সেই গ্রামের মালিক ও প্রজাদের এবং জেলা প্রশাসকের স্থানীয় প্রতিনিধিদের পরিদর্শনের জন্য খোলা থাকিবে এবং আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ মর্মে ঘোষণা করিতে হইবে। ঘোষণাপত্রে যাহাই থাকুক না কেন, রাজস্ব কর্মকর্তা খসড়া রেকর্ড অব রাইটস পরিদর্শন ও আপত্তি দাখিলের জন্য সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। স্থানীয় সীমার বাইরে থাকা জমির মালিকদের জন্য খসড়া রেকর্ড অব রাইটস ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হইবে।

১৫। খসড়া খতিয়ান বিতরণের স্থান

মাঠ জরিপের পর, প্রাথমিক রেকর্ড এটেষ্টেশনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট গ্রামের জমির মালিককে পূর্ব নির্ধারিত দিনে বিতরণ করা হইবে এবং জরিপ কর্মচারী কর্তৃক প্রাথমিক রেকর্ডে যদি কোন ভুল থাকে, রাজস্ব কর্মকর্তা সেই রেকর্ড পুনঃসংগ্রহ করিবেন এবং যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সংশোধন করিয়া জমির মালিককে পুনরায় যথাযথভাবে বিতরণ করিবেন।

১৬। জরিপ সনাক্তকরণ

কোন এলাকার জরিপ অথবা রিভিশনাল জরিপ সনাক্ত করিবার জন্য, জরিপ বা রিভিশনাল সার্ভে বা জরিপ শুরু বৎসর রেকর্ড অব রাইটস-এ উল্লেখ করিতে হইবে এবং ইহা পূর্বের বা অন্যান্য সকল সার্ভে বা জরিপ হইতে আলাদা করিবার জন্য, রেকর্ড অব রাইটস কাগজপত্রের সর্বশেষ রঙ বিভিন্ন হইতে পারিবে।

১৭। রেকর্ড অব রাইটস প্রকাশের পূর্বে প্রতারণামূলক প্রবেশাধিকার সংশোধন

চূড়ান্ত স্বত্বলিপি প্রকাশের পূর্বে রাজস্ব কর্মকর্তা যদি দরখাস্ত বা প্রবেশাধিকার সংশোধনের অফিসিয়াল প্রতিবেদন হইতে দেখেন, প্রতারণামূলকভাবে স্বত্বলিপি সংগ্রহ করা হইয়াছে, রাজস্ব কর্মকর্তা যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ অনুসন্ধান এবং আলোচনার পর প্রতারণামূলক প্রবেশাধিকার কর্তনের নির্দেশ দিবেন, এবং তাহার এইরূপ কাজের আপীল করা যাইবে না। একই সঙ্গে রাজস্ব কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট পক্ষকে শুনানীর পর ভবিষ্যতে উদ্ধৃতির উদ্দেশ্যে একটি আনুষ্ঠানিক কার্যধারা গ্রহণের পর সঠিক এন্ট্রি করিবেন।

১৮। রেকর্ড অব রাইটস চূড়ান্ত প্রকাশের পূর্বে সুস্পষ্ট করণিক ত্রুটি সংশোধন

স্বত্বলিপি চূড়ান্ত প্রকাশের পূর্বে রাজস্ব কর্মকর্তার ত্রুটি সংশোধন, উদাহরণস্বরূপ, আঙ্কিক বা করণিক ত্রুটি সংশোধনের সহজাত ক্ষমতা থাকিবে। রাজস্ব কর্মকর্তা তাহার অধস্তন যে কোন রাজস্ব কর্মকর্তাকে এই ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারবেন।

১৯। চূড়ান্ত রেকর্ড প্রস্তুতকরণ

যখন সব আপত্তি ও আপীল নিষ্পত্তি হইবে এবং যখন আপত্তির প্রেক্ষিতে, খসড়া স্বত্বলিপি সংশোধন করা হইবে তখন, রাজস্ব কর্মকর্তা চূড়ান্ত রেকর্ড প্রস্তুতকরণের জন্য অগ্রসর হইবেন। চূড়ান্ত রেকর্ড উপরে বর্ণিত মতে, খসড়া রেকর্ডের সহিত মিল রাখিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে এবং খতিয়ানের ক্রমিকের নমুনা থাকিবে যাহা খতিয়ানের খসড়া স্বত্বলিপির নমুনায় ব্যবহৃত হইয়াছিল তদরূপ হইবে। সরকারের সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ অনুযায়ী চূড়ান্ত রেকর্ড ছাপানো পাণ্ডুলিপি আকারে প্রস্তুত করা হইবে।

২০। চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশ

রাজস্ব কর্মকর্তা যেখানে সুবিধাজনক বলিয়া মনে করিবেন এমন স্থানে চূড়ান্ত রেকর্ড অব রাইটস ৩০ (ত্রিশ) দিনের কম নহে, এমন সময়ের জন্য বিনা খরচে সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য লটকাইয়া প্রকাশ করিবেন এবং ওয়েবসাইটে দিয়া দিবেন। তৎপূর্বে, যে স্থানে এবং যে সময়ের জন্য কোন গ্রামের চূড়ান্ত স্বত্বলিপি জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে, তাহা অবহিত করিয়া জমির মালিককে একটি প্রজ্ঞাপন জারী করিতে হইবে।

২১। চূড়ান্ত প্রকাশের পর ভুল সংশোধন

স্বত্বলিপি চূড়ান্ত প্রকাশের পর, যদি কোন মুদ্রণ বা করণিক ভুল পরিলক্ষিত হয়, তবে ডেপুটি কমিশনার উক্ত স্বত্বলিপি পুনরায় মুদ্রণ এবং বিতরণের ব্যবস্থা করিবেন।

২২। চূড়ান্ত প্রকাশনার সার্টিফিকেট

- (১) যখন কোন স্বত্বলিপি চূড়ান্ত প্রকাশ করা হয়, রাজস্ব কর্মকর্তা এইরূপ চূড়ান্ত প্রকাশের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এইরূপ চূড়ান্ত প্রকাশের তথ্য উহার তারিখ উল্লেখপূর্বক সার্টিফিকেট দিবেন এবং তারিখ ও তাহার অফিসের পদবীসহ নাম স্বাক্ষর করিবেন।

- (২) সরকার অফিসিয়াল গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা কোন নির্দিষ্ট এলাকার প্রত্যেক গ্রামের অন্তর্ভুক্ত এইরূপ এলাকার স্বত্বলিপি চূড়ান্ত প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা দিবেন এবং বিজ্ঞপ্তি এইরূপ চূড়ান্ত প্রকাশনার চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।

২৩। রেকর্ড অব রাইটস বিশুদ্ধতার অনুমান

- (১) যেখানে স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে সেখানে উক্ত প্রকাশই যথার্থ পরিমার্জিত রেকর্ডের সাক্ষ্য।
- (২) চূড়ান্ত প্রকাশিত স্বত্বলিপির লিখন উহাতে বর্ণিত বিষয়ের সাক্ষ্য এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত সাক্ষ্য দ্বারা উহা অশুদ্ধ বলিয়া প্রমাণ করা হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিশুদ্ধ বলিয়া অনুমান করিতে হইবে।

২৪। রেকর্ড অব রাইটস মুদ্রণ

স্বত্বলিপি মুদ্রণের জন্য উচ্চ মানের টেকসই কাগজ ব্যবহার করিতে হইবে এবং স্থায়ী মুদ্রণের ক্ষেত্রে, উচ্চমানের টেকসই কাগজ সরবরাহ করার মাধ্যমে সাদৃশ্য বজায় রাখা ও মান নিশ্চিত করিবার ক্ষেত্রে স্থানীয় মুদ্রণের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে উচ্চমানের টেকসই কাগজ সরবরাহ করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

রেকর্ড অব রাইটস-এর রিভিশন বা পুনর্বিবেচনা

২৫। রাজস্ব কর্মকর্তার কর্তব্য

- (১) মালিক বা এই আইনের অধীনে এতদুশ্যে রাজস্ব কর্মকর্তাকে যদি প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয় তবে তিনি স্বত্বলিপি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিতে পারিবেন। অন্যথায় এই উদ্দেশ্যে যে কর্মকর্তাকে এই ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে, তাহার নিকট রেকর্ড অব রাইটস প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের প্রস্তাব পাঠাইতে পারিবেন:

- (ক) জমির উত্তরাধিকারী কর্তৃক রিপোর্ট বা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে যখন উত্তরাধিকারের ফলে নামজারী অনুমোদন করা হয়;
- (খ) যখন স্থানান্তরের ফলে স্থানান্তরের নোটিশ প্রাপ্তির উপর নামজারী হয়;
- (গ) যখন বিভিন্ন আইনের বিধান মোতাবেক সরকারের নিকট কোন জমি ন্যাস্ত হয় বা নিষ্পত্তি হয়;
- (ঘ) যখন জমির নতুন বন্দোবস্ত (Settlement) হয়;
- (ঙ) যখন আইনের বিধান মোতাবেক কোন জমির মালিক জমি পুনরায় দখল করিতে বা জমি আয়ত্তে রাখিতে অধিকারী হন;
- (চ) যখন আদালত হইতে অগ্রক্রয়ের আদেশ গৃহীত হয়;
- (ছ) যখন খন্ডিত জমি একীভূত করা হয় বা একটি হোল্ডিং-এ বিভক্ত করা হয় বা একটি হোল্ডিং-এ একটি সহ-অংশীদার জমির মালিক স্বার্থ স্থানান্তর করা হয়;

(জ) যখন জোত বা হোল্ডিং একত্রীকরণের একটি প্রকল্প চূড়ান্ত নিশ্চিত করা হয়; এবং

(ঝ) যখন অন্য কোন কারণে রেকর্ড অব রাইটস সংশোধন প্রয়োজন হয়।

(২) এই বিধির অধীনে কোন রিপোর্ট পাঠানোর আগে রাজস্ব কর্মকর্তা এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিজে সন্তুষ্ট হইবেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন সেইরূপ তদন্ত ও সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন।

২৬। রাজস্ব কর্মকর্তার উপর অর্পিত ক্ষমতা

যখন কোন জেলা, জেলার কোন অংশে বা স্থানীয় কোন এলাকায় স্বত্বলিপি পুনঃনিরীক্ষণের জন্য একজন রাজস্ব কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়, এইরূপ প্রত্যেক কর্মকর্তা—

(ক) এই অধ্যায়ের অধীনে কার্যক্রম পরিচালনায় তিনি নিজের হাতে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবেন যেক্ষেত্রে আপীল অনুমোদন হয়, সেইক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ অনুযায়ী মামলা বিচারের পদ্ধতি অনুসৃত হইবে; এবং

(খ) যে সকল এলাকায় ভূমির জরিপ এবং সীমানা নির্ধারণ এবং মানচিত্র প্রস্তুতের আদেশ হইয়াছে এমন এলাকাসহ অন্য যে কোন এলাকায় প্রবেশ করিতে পারিবেন।

২৭। রাজস্ব কর্মকর্তার উপর অর্পিত অধিকতর ক্ষমতা

মামলা বিচারের জন্য নিয়োগকৃত রাজস্ব কর্মকর্তা ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধি অনুযায়ী আদালতে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

২৮। উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তার কর্তব্য

(১) উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা তার এলাকায় (রেকর্ড অব রাইটস আপাত করণিক ভুল) জমির মালিকানার সকল পরিবর্তন, সিকন্তি, পয়ন্তি এবং ভূমির পুনঃগঠন অনাবাদী জমির বিবরণ ইত্যাদির সকল ক্ষেত্রে তাহার নিকটবর্তী উচ্চপদস্থ রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদনের জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী থাকিবেন। তিনি আইনের যে কোন বিধান লংঘনের ক্ষেত্রে অবিলম্বে রাজস্ব কর্মকর্তার মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন।

(২) উত্তরাধিকার বা উইলের ক্ষেত্রে, প্রতিবেদনে সকল উত্তরাধিকারীর নাম এবং ঠিকানা এবং তাহাদের নির্ধারিত অংশ এবং মৃত ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য উত্তরাধিকার আইনের বিধান বা উইলের শর্তানুযায়ী স্বার্থের প্রকৃতি, ক্ষেত্রমতে, তাহাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হোল্ডিং বা হোল্ডিংস এর বিবরণ থাকিবে। এছাড়াও উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জমি যদি উত্তরাধিকারীর দখলযোগ্য হয় প্রতিবেদনে তাহারও উল্লেখ থাকিবে।

(৩) সিকন্তি, পয়ন্তি এবং ভূমি পুনঃগঠনের ক্ষেত্রে প্রতিবেদনে ভূমির প্রকৃতি, ক্ষেত্র এবং অবস্থান এবং ভূমি পুনঃগঠন ও পরিবৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে হোল্ডিংসের সাথে সম্পর্কিত তাহার খতিয়ান নম্বর এবং ক্ষেত্রমতে, সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিক যে ভূমি দখলে রাখতে অধিকারী তার বর্ণনা থাকিতে হইবে।

(৪) স্বত্বলিপিতে আপাত করণিক ভুলের ক্ষেত্রে, প্রতিবেদনে যে হোল্ডিং এর মৌজা এবং খতিয়ান নম্বর সম্পর্কিত ভুল হইয়াছে তাহার বিবরণ থাকিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

আপত্তি, আপীল ও কার্যপ্রণালী

২৯। আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ

আপত্তি দাখিলের জন্য অলিখিত ফরম বিনামূল্যে সরবরাহ করা হইবে এবং যথাসম্ভব সকল আপত্তি উক্তরূপ ফরমে করিতে হইবে। রাজস্ব কর্মকর্তার মতে যাহারা প্রকৃতপক্ষে আগ্রহী এইরূপ সকল ব্যক্তিদের উপর জারির জন্য মূল আপত্তির সহিত উহার এক বা একাধিক কপি দাখিল করিতে হইবে। রাজস্ব কর্মকর্তা আপত্তিকারীসহ এইরূপ সকল আগ্রহী ব্যক্তিকে আপত্তি শুনানীর তারিখ ও স্থান অবগত করিয়া নোটিশ দিবেন এবং আপত্তিকারী ব্যক্তীত প্রত্যেক ব্যক্তি নোটিশের সহিত আপত্তির একটি কপি দিবেন। জমি দখল বা মালিকানা বা উহার কোন স্বার্থ সম্পর্কিত আপত্তি রাজস্ব কর্মকর্তা সংক্ষিপ্ত আকারে নিষ্পত্তি করিবেন। নথিতে গৃহীত সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত সার এবং সিদ্ধান্তের পিছনে নিহিত কারণের সারগর্ভ উদ্ধৃতি থাকিবে। প্রকৃত আগ্রহী পক্ষবৃন্দ বা তাহাদের প্রতিনিধির অনুপস্থিতিতে কোন আপত্তি নিষ্পত্তি করা যাইবে না, যদি না রাজস্ব কর্মকর্তা সন্তুষ্ট হন যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের উপর যথাযথভাবে নোটিশ জারি করা হইয়াছে বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবার যুক্তি রহিয়াছে।

৩০। বিরোধ রুজু করিবার কর্মচারী

রাজস্ব কর্মকর্তা আপত্তিকারীকে আপত্তি ফর্ম পূরণ ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্যের জন্য অফিসের কর্মী প্রেরণ করিবেন। রাজস্ব কর্মকর্তার অফিস আপত্তি গ্রহণ করিয়া, প্রাপ্তি নথি প্রদান করিবেন এবং শুনানীর জন্য তারিখ নির্ধারণ করিবেন।

৩১। আপীল রুজুকরণ

- (১) প্রত্যেকটি আপীল লিখিত হইবে এবং যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইতেছে উহার সইমোহরকৃত নকল সংযুক্ত করিতে হইবে। DG (ডিরেক্টর জেনারেল) কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত পরোয়ানা ফি বাবদ কোর্ট ফি স্ট্যাম্প আকারে দিতে হইবে।
- (২) এইরূপ প্রতিটি আপীল, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট, আপীলযোগ্য আদেশের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে দায়ের করিতে হইবে।
- (৩) এইরূপ কোন আপীলের চূড়ান্ত আদেশ দিবার পূর্বে আপীল কর্মকর্তা পক্ষবৃন্দকে শুনানীর সুযোগ দিবেন এবং কার্যক্রমে তাহার সিদ্ধান্তের যুক্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করিবেন।

৩২। আপত্তি দায়ের

ক্যাডার কর্মকর্তা কর্তৃক এটেষ্টেশন সম্পন্ন হওয়ার পর, ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক নিয়োজিত নির্দিষ্ট আপত্তি কর্মকর্তার নিকট জমির মালিক আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন, এবং দাখিলকৃত আপত্তির আদেশ দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, আদেশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (জরিপ) এর নিকট উক্তরূপ আদেশের বিরুদ্ধে, আদেশের কপিসহ আপীল রুজু করিতে পারিবেন। অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (জরিপ) এবং ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক নিয়োগকৃত আপীল কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নোটিশের বা অন্য কোনভাবে অবগত করিবেন এবং ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপত্তি বা আপীল মীমাংসা করিবেন।

৩৩। আপীল বোর্ড

ডেপুটি কমিশনার, অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (জরিপ) -কে প্রধান করিয়া সর্বোচ্চ ২ (দুই) সদস্য বিশিষ্ট আপীল শুনানী বোর্ড গঠন করিবেন এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগের মহাপরিচালকের সহিত আলোচনা করিয়া আপীল মীমাংসার সময়সীমা নির্ধারণ করিবেন। আপীল বোর্ড কর্তৃক আপীল মীমাংসার পর নথিসমূহ চূড়ান্ত প্রকাশনার জন্য তৈরি করা হইবে।

৩৪। কর্মকর্তাদের অন্যান্য ক্ষমতা

অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার পর্যাণ্ত কারণ দেখিয়ে যে কোন এটেষ্টেশন কর্মকর্তাকে পরিবর্তন করিতে পারিবেন এবং আপত্তি শ্রবণকারী কর্মকর্তার নিকট হইতে আপত্তি উঠাইয়া নিতে পারিবেন এবং অন্য কোন কর্মকর্তাকে আপত্তি নিষ্পত্তির আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন। আপীল পর্যায়ে, ডেপুটি কমিশনার সম্ভূষ্ট হইয়া, আপীল শুনানী বোর্ডের যে কোন সদস্য পরিবর্তন করিতে পারেন এবং ভূমি জরিপ ও সার্ভে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক একটি জেলা হইতে যে কোন আপীল উঠাইয়া নিতে পারবেন, এবং মীমাংসার জন্য অন্য কোন আপীল শুনানী বোর্ডের নিকট হস্তান্তর করিতে পারবেন, এবং আপীল মীমাংসার সময়সীমা নির্ধারণ করিতে পারবেন।

৩৫। আপত্তি ও আপীল রুজুর করিবার জন্য সহায়তা

সরকারের পক্ষে ডেপুটি কমিশনার জমির মালিককে আপত্তি রুজুর সহায়তা প্রদান করিবার জন্য অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ বা প্রেরণ করিবেন

পঞ্চম অধ্যায়

রাজস্ব কর্মকর্তাদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি

৩৬। অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (জরিপ) নিয়োগ

প্রয়োজন অনুযায়ী, এক বা একাধিক ডেপুটি কমিশনার (জরিপ) পদ বা পদগুলি তৈরি করা হইবে এবং উপযুক্ত বিসিএস (BCS) প্রশাসন ক্যাডার (অব) কর্মকর্তাদের প্রত্যেক জেলায় ডেপুটি কমিশনারের অধীনে নিয়োগ করা হইবে, এবং উক্ত পদে যোগদান করিবার পূর্বে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত জরিপ কোর্স সম্পূর্ণ করিতে হইবে।

৩৭। স্থায়ী কর্মচারী

প্রত্যেক জেলার জেলা প্রশাসকের অধীনে কর্মীদের একটি স্থায়ী সেটআপ শুধু জরিপ কার্যের জন্য নিয়োগ করা হইবে এবং আধুনিক জরিপ কার্যের জন্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে হইবে। জমির মালিকের আবেদনক্রমে কিছু সময়ের জন্য তাহারা জমির পরিমাণ সীমানা চিহ্নিতকরণ বা সীমানা নির্ধারণের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন যখন জেলা প্রশাসক কর্তৃক বা তাহার পক্ষে, জমির মালিক দ্বারা এই কার্যের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান করা হইবে।

৩৮। জরিপ কর্মচারীবৃন্দ নিয়োগ

সরকার প্রত্যেক জেলার জন্য জেলা প্রশাসকের অধীনে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (জরিপ) নিয়োগ করিবেন এবং আপত্তি শুনানী ও এটেষ্টেশনের জন্য ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগ করিবেন। ভূমি রেকর্ড ও

সার্ভে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডেপুটি কমিশনারের সাহায্যে স্থায়ী জরিপ কর্মচারি নির্ধারণ এবং জেলা পর্যায়ে নিয়োগ এবং নিয়োগ বিধিমালা তৈরি বা অনুরূপ সংশোধন করিবেন।

৩৯। জরিপ কর্মচারীবৃন্দের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা

জরিপ কর্মচারিবৃন্দ নিয়োগের পর, জেলা পর্যায়ে, ডিজিটাল জরিপসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হইবে, ক্যাডার সার্ভিসের নিয়োজিত কর্মকর্তাগণকে উক্ত পদে যোগদান করিবার পূর্বে জরিপ সম্পর্কিত কতিপয় প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করিতে হইবে।

৪০। রেকর্ড অব রাইটস সংরক্ষণের কার্যে নিয়োজিত কর্মকর্তার কর্তব্য

- (১) রেকর্ড অব রাইটস সংরক্ষণের কার্যে নিয়োজিত কর্মকর্তাকে যে সমস্ত পরিবর্তন আনয়ন করিতে বলা হইয়াছে, তিনি তাহা অবিলম্বে বাস্তবায়ন করিবেন।
- (২) রেকর্ড অব রাইটস এর কোন পরিবর্তন আনয়নের পূর্বে, যে প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে, কর্মকর্তা যত্নসহকারে তাহা পরীক্ষা করিবেন, এবং তিনি নিজে বিশ্বস্ততা মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, এই উদ্দেশ্যে ভূমি প্রশাসন বোর্ড যেরূপ নির্দেশ দিবেন অনুরূপ পদ্ধতি এবং কার্যক্রম নিতে পারিবেন।
- (৩) কর্মকর্তা কর্তৃক রেকর্ড অব রাইটস এর প্রতিটি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাহার স্বাক্ষর ও তারিখ এবং যে দলিলের ভিত্তিতে পরিবর্তন করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ থাকিতে হইবে।
- (৪) যখন কোন জমি সরকারের উপর ন্যস্ত হয় বা সরকার দখলে আসে উহাকে খাস খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং এইরূপ জমি সমুদয় বা আংশিকভাবে বিদ্যমান কোন জোতের হইলে উক্ত জোতটি সংশোধন বা বাতিল বা ক্ষেত্রবিশেষে যাহা প্রয়োজন তাহাই করিতে হইবে।
- (৫) যখন কোন জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় নতুন প্রজার নামে একটি নতুন খতিয়ান খুলিতে হইবে অথবা মালিকানা বুনিয়াদে পূর্ব হতেই যদি তাহার নামে খতিয়ান থাকে তবে এইরূপ খতিয়ানের প্রয়োজনীয় সংযোজন বা পরিবর্তন করিতে হইবে এবং তাহাকে এইরূপ পরিবর্তনকৃত নতুন খতিয়ানের কপি বিনা খরচে প্রদান করিতে হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় বিবিধ

৪১। একটি জোত মহকুমার জন্য আবেদন

(১) একটি জোতের মহকুমার জন্য আবেদনের উল্লিখিত বিষয়সমূহ—

- (ক) জোতের বর্ণনা
- (খ) মহকুমার জন্য আবেদনপত্রে ভূমির আয়তন এবং প্লট নম্বরের সহিত যে মানচিত্রে উক্ত হোল্ডিংসের প্লট বা প্লটগুলো দেখা যায় তাহা সংযুক্ত করিতে হইবে।
- (গ) উক্ত মহকুমা যে জোত বা হোল্ডিং এ অবস্থিত তার জেএল (JL) নম্বরসহ থানা বা মৌজার নাম।
- (ঘ) ঠিকানাসহ আবেদনকারীর নাম এবং হোল্ডিং-এ তাহার অংশের পরিমাণ এবং উক্ত অংশ অনুযায়ী তাহার দখলকৃত প্লট বা প্লটের নাম।
- (ঙ) জোতের অন্যান্য সহঅংশীদার জমির মালিকের নাম এবং ঠিকানা, জোতে তাহাদের প্রত্যেকের দখলে থাকা অংশের প্লট বা প্লট নম্বর এবং তার পরিমাণ।

(২) মূল আবেদনপত্রের সহিত সহঅংশীদার আবেদনকারীকে একই জোতের অন্যান্য সকল অংশীদারকে পাঠানোর জন্য অনুরূপ আরো আবেদনপত্র পূরণ করিতে হইবে।

(৩) একটি জোতে মহকুমার জন্য আবেদনপত্র পাওয়ার পর, রাজস্ব কর্মকর্তা আবেদনপত্রের উপর শুনানীর জন্য তারিখ ও জায়গা অবহিত করিবেন, আবেদনকারী ও সহঅংশীদার জমির মালিকদের নোটিশ প্রদান করিবেন, এবং আবেদনকারী ছাড়া সহঅংশীদারদের (যদি থাকে) আপত্তি দায়েরের জন্য ডাকিবেন, যে জোতের মহকুমার জন্য আবেদন করা হইয়াছে তাহার উপর রাজস্ব কর্মকর্তা সকল সহঅংশীদার বা তাহাদের প্রতিনিধিদের শুনানীর সুযোগ দিবেন, প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র এবং নথি গ্রহণ করিবেন, যদি কেউ দখলে থাকে দখল সম্পর্কে সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন এবং মহকুমার জন্য আবেদনপত্র মঞ্জুর বা বাতিল করিবেন। এই কার্যধারার নথিতে গৃহীত সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্তসার এবং সিদ্ধান্তের পিছনে নিহিত কারণ উল্লেখ করিবেন। রাজস্ব কর্মকর্তা যদি না এই মর্মে সন্তুষ্ট হইবেন যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপর নোটিশ যথাযথভাবে জারি করা হইয়াছে, তবে সহঅংশীদার বা তাহাদের প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে কোন আবেদনপত্র নিষ্পত্তি করা হইবে না।

(৪) যখন একটি যৌথ জোতের মহকুমার জন্য আদেশ হয়, রাজস্ব কর্মকর্তা মহকুমার সীমানা নির্ধারণ করিবেন, উক্ত খণ্ডের বাটা নম্বর বরাদ্দ করিয়া প্রয়োজন হইলে ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে মানচিত্র প্রদর্শন করিবেন এবং তাহার স্বাক্ষর ও অফিসিয়াল সীলের অধীনে প্লটের স্বাভাবিক সূচক এবং রেকর্ড অব রাইটস সংশোধন করিবেন। যথাযথ নোটিশ প্রদানপূর্বক আগ্রহী সকল পক্ষের উপস্থিতিতে জমির এইরূপ সীমানা নির্ধারণ করা হইবে।

৪২। জোত একত্রীকরণ

(১) জোত একত্রীকরণের জন্য আবেদন বিধিমালাতে সংযুক্ত নির্ধারিত ফর্মে করিতে হইবে।

(২) রাজস্ব কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় মনে করিলে জোত একত্রীকরণের তদন্তকার্য প্রাসঙ্গিক রেকর্ড অব রাইটস এর রেফারেন্স নিয়ে এবং স্থানীয়ভাবে করা যাইতে পারে। যখন রাজস্ব কর্মকর্তা অনুরূপ স্থানীয় তদন্তের সিদ্ধান্ত নিবেন তিনি ঢোল পিটাইয়া অথবা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উক্ত গ্রামে পূর্বে নোটিশ দিবেন, এবং উক্ত গ্রামে

যাহার জমি আছে এইরূপ জমির মালিককে তদন্তের সময়, তাহাদের কোন আপত্তি বা পরামর্শ থাকিলে লিখিত আকারে তাহা গ্রহণ করিবেন।

(৩) উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করিবে যে,

(ক) যখন সরকার কোন বিশেষ এলাকার জোত একত্রীকরণ বাস্তবায়ন করিবার জন্য, সেটেলমেন্ট কর্মকর্তাকে ঐ এলাকার ভূমি একত্রীকরণের নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং

(খ) অন্যান্য সকল এলাকার ক্ষেত্রে উক্ত জেলার জেলা প্রশাসক এইরূপ আদেশ প্রদান করেন।

(৪) একত্রীকরণের জন্য সর্বসম্মত পদ্ধতি পরীক্ষা করিতে রাজস্ব কর্মকর্তা নীতিমালা গ্রহণ করিবেন।

(৫) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণে অথবা কোন দায়ভার বা স্বার্থ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা কোন জমির বাজার মূল্য নির্ধারণ করিবেন এবং এইক্ষেত্রে ভূমির সহিত সংযুক্ত গাছ বা অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিবেন। ইহা ছাড়াও এই বিষয়ে উপদেষ্টা কমিটির (যদি থাকে) প্রস্তাব বিবেচনা করিবেন।

(৬) একত্রীকরণের জন্য ভূমি বিভাগ প্রস্তুতকরণে রাজস্ব কর্মকর্তা জমির মালিকের জন্য প্রস্তাবিত ভূমি ব্লক মঞ্জুর করিবার ক্ষেত্রে তাহার বসতবাড়ি এবং প্রস্তাবিত ভূমি ব্লক এই দুইয়ের মাঝের দূরত্ব এবং সেচ, পানি নিষ্কাশন ও পরিবহন সুবিধাদি বিবেচনা করিবেন।

(৭) যখন সরকার কোন এলাকার জোত একত্রীকরণের জন্য আদেশ প্রদান করেন, রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত এলাকার সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য একটি ঘোষণা প্রদান করিবেন। এইরূপ ঘোষণা ঢোল পিটিয়ে বা অন্য কোন উপায়ে দিবেন এবং সংশ্লিষ্ট মৌজার ঘোষণার একটি কপি জনসমাগম হয় এইরূপ জায়গায়, স্থানীয় বাজার, সরকারি অফিসে, ইউনিয়ন পরিষদের অফিসে ও অন্যান্য একীভূত এলাকার সংশ্লিষ্ট মৌজার কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দিবেন। রাজস্ব কর্মকর্তা ঐ একই ঘোষণায় খসড়া তালিকা প্রকাশের পূর্বে বা পরবর্তীকালে যে কোন সময় উক্তরূপ কোন সাধারণ নোটিশ প্রকাশের মাধ্যমে, নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে যে ইউনিয়ন পরিষদের অধিক্ষেত্রের মধ্যে উক্ত ভূমি অবস্থিত, সেই ইউনিয়ন পরিষদের কার্যালয়ে, ঐ এলাকায় ভূমির সহিত সম্পৃক্ত সকল সুবিধাভোগীকে তাহাদের নিজ নিজ দাবি লিখিত আকারে রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট জমা দিতে বলিবেন।

(৮) যে সকল ব্যক্তিবর্গের উক্ত এলাকায় ভূমি আছে বা এলাকার উন্নয়নে যাহাদের আগ্রহ আছে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এমন প্রতিনিধিত্বমূলক বেসরকারী ব্যক্তিদের নিয়া একটি উপদেষ্টা কমিটি নিয়োগ করিতে হইবে। এই কমিটির সদস্য সংখ্যা ৫ (পাঁচ) এর অধিক হইবে না।

(৯) জোত একত্রীকরণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার সময়, রাজস্ব কর্মকর্তা স্বপ্রণোদিত হইয়া বা আবেদনের প্রেক্ষিতে রেকর্ড অব রাইটস এর বা মানচিত্রের যে কোন প্রবেশাধিকার সংশোধন করিতে পারিবেন, যদি তিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, সরল বিশ্বাসে এই সকল এন্ট্রি করা হইয়াছে বা উত্তরাধিকার বা জমির মালিকের স্বার্থ হস্তান্তরের ফলে এইরূপ প্রবেশাধিকার প্রয়োজনীয় হয়।

(১০) রাজস্ব কর্মকর্তা জোত একত্রীকরণের খসড়া তালিকা প্রকাশ করিবেন, জনসাধারণের পরিদর্শনের লক্ষ্যে, এক মাসের কম নয় এমন সময়ের জন্য, সুবিধাজনক কোন স্থানে উহা লটকাইয়া প্রকাশ করিবেন। তৎপূর্বে, যে স্থানে সে সময়ের জন্য খসড়া জনসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে, তাহা

জানিবার জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবেন এবং শেষের দিন আপত্তি দাখিল করা হইবে। বিজ্ঞপ্তিতে যাহাই থাকুক না কেন রাজস্ব কর্মকর্তা খসড়া পরিদর্শন এবং আপত্তি দাখিল করিবার সময় বাড়াইতে পারিবেন। আপত্তি নিষ্পত্তির পূর্বে রাজস্ব কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট পক্ষকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিবেন।

(১১) যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইবে, সেই আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে জেলার ডেপুটি কমিশনার (জেলা প্রশাসকের) নিকট আপীল দায়ের করিতে হইবে। দ্বিতীয় আপীল আপীলযোগ্য আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে দায়ের করিতে হইবে। এইরূপ প্রত্যেক আপীল এবং দ্বিতীয় আপীল, আপীল এবং দ্বিতীয় আপীল দায়ের করিবার কারণ বর্ণনা করিবেন এবং আদেশের নকল সংযুক্ত করিতে হইবে।

(১২) যখন মূল হোল্ডিং বা জোত হইতে নতুন কোন জোতে অধিকার হস্তান্তর করা হয় রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট এইরূপ দলিল দাখিল করা হইলে তিনি নিজের সরকারি সীলের অধীনে অধিকার হস্তান্তরের বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিবেন। খতিয়ান প্রস্তুতের সময় অধিকার হস্তান্তরের অনুরূপ বিষয়টি উল্লেখ করা হইবে।

(১৩) একত্রীকরণ কার্যক্রমের খরচ মূল্যায়নে নিম্নলিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে—

- (ক) রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক বিশেষভাবে প্রদেয় কর্মচারীদের বেতন এবং ভাতা যদি থাকে;
- (খ) এই প্রকল্পের সহিত সম্পর্কিত রাজস্ব কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মচারীর যাতায়াত খরচ এবং দৈনিক ভাতা;
- (গ) সীমানা নির্ধারণী খরচ;
- (ঘ) নোটিশ পাঠানো এবং খসড়া কর্মপদ্ধতি প্রকাশ, বিজ্ঞপ্তি এবং এই প্রকল্পের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ;
- (ঙ) অন্যান্য প্রকৃত আনুষঙ্গিক খরচ। এই প্রকল্পের অধীনে মোট খরচ প্রতিটি দলের জন্য বরাদ্দকৃত জমি অনুপাতে বণ্টিত হইবে এবং রাজস্ব কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে তাহাদের বণ্টিত খরচ এক মাস সময়ের মধ্যে প্রদান করিবার জন্য নোটিশ প্রদান করিবেন। অন্যথায়, খরচাদি সরকারি পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

৪৩। ওয়েবসাইটে সার্ভের হাল

সার্ভে এবং রিভিশনাল সার্ভের প্রতিটি স্তর সময়ে সময়ে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে। যাহাতে এলাকা বা এলাকার বাইরে থেকেও জমির মালিকগণ সার্ভে অফিসে যাওয়া ছাড়াই সার্ভে সম্পর্কে অবহিত হইতে পারেন।

৪৪। ওয়েবসাইটে প্রজ্ঞাপন

সার্ভে এবং রিভিশনাল সার্ভে সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন ওয়েবসাইটে এবং স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৪৫। মহাপরিচালকের ক্ষমতা

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সার্ভে এবং রিভিশনাল সার্ভে নির্বাহী প্রধান হইবেন এবং তিনি রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পাদনীয় সার্ভে এবং রিভিশনাল সার্ভের যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারবেন।

৪৬। রেকর্ড অব রাইটস বিতরণ

প্রয়োজনানুযায়ী খতিয়ান পূর্ণমুদ্রণের পর খতিয়ানের একটি কপির সহিত যে গ্রামের মানচিত্রে উক্ত ভূমি অবস্থিত তাহার একটি কপি বিনামূল্যে যে ব্যক্তির নামে খতিয়ান খোলা হইয়াছে, তাহাকে বিতরণ করিতে হইবে।

৪৭। অন্যদের নিকট হইতে সাহায্য

সার্ভের যে কোন পর্যায়ে, রাজস্ব কর্মকর্তা প্রয়োজন মনে করিলে জনপ্রতিনিধি, পুলিশ অথবা অন্যান্য বিভাগ হইতে সাহায্য চাইতে পারিবেন।

৪৮। ডেপুটি কমিশনারের ক্ষমতা

এই আইনে অধীনে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক রাজস্ব কর্মকর্তাকে সকল দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিয়া তিনি সকল দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

৪৯। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের উপর ন্যাস্ত ক্ষমতা

এই আইনের অধীনে সকল কার্যক্রম বাংলাদেশের ভূমি রেকর্ড ও সার্ভে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীন থাকিবে এবং তিনি রাজস্ব কর্মকর্তা এবং সেটেলমেন্ট কর্মকর্তার সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারবেন।

গবেষণা দল

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত (প্রধান গবেষক)
বিচারপতি কাজী এবাদুল হক
এ. কে. এম. জহির আহমেদ
অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ
ড. এ. কে. এম. হেলাল-উজ-জামান
টি. আই. এম. নুরুন নবী চৌধুরী
এ্যাডভোকেট কাওসার আহমেদ
অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত
আসমার ওসমান

গবেষণা সহযোগীবৃন্দ

এ্যাডভোকেট অলিউল ইসলাম
এ্যাডভোকেট আফরিন আহমেদ
এ্যাডভোকেট জহিরুল আলম
এ্যাডভোকেট ধীমান চন্দ্র মন্ডল
এ্যাডভোকেট ফারহানা খান
এ্যাডভোকেট ফারিহা তাবাস্‌সুম সিমু
এ্যাডভোকেট মুজিবুল হক পাভেল
এ্যাডভোকেট মেরিনা সুলতানা
এ্যাডভোকেট শারমিন সুলতানা
এ্যাডভোকেট শেখ সাদী রহমান

চা বাগানের ভূমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন



Human Development Research Centre

humane development through research and action

www.hdrc-bd.com

সহযোগিতায়

মানুষের জন্য

manusher jonno

promoting human rights and good governance

ঢাকা, জুলাই ২০১৬

সূচীপত্র

শ্রেণীপত্র	১
চা বাগানের ভূমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন	৩
চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত সম্পর্কিত প্রস্তাবিত নীতিমালা	৪
১। ভূমিকা	৪
২। প্রবর্তন ও রহিতকরণ	৪
৩। সংজ্ঞা	৪
৪। চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন	৫
৫। চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির কার্যাবলী	৬
৬। চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত জেলা কমিটি গঠন	৬
৭। চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত জেলা কমিটির কার্যাবলী	৭
৮। আইনের নীতির প্রাধান্য	৭
৯। আবেদন করার যোগ্যতা	৭
১০। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আবেদনকারীদের তালিকা	৭
১১। বাছাই প্রক্রিয়া	৮
১২। বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া	৮
১৩। ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া	৯
১৪। বিবিধ	১০

প্রেক্ষাপট

ভূমি সম্পদের জনক। বাংলাদেশের মানুষ ও অর্থনীতির বড় অংশ ভূমিনির্ভর। এদেশের উন্নয়নে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি অবিনশ্বর উৎপাদন ক্ষমতার অধিকারী; কর্মসংস্থান, খাদ্য, বাসস্থান ও আর্থিক নির্ভরতার এক বড় সহায়ক। ভূমির উপর অধিকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার পরিমাপক; ক্ষমতাকাঠামোর ভিত্তি ও জীবনযাত্রার অবস্থা নির্ণয়ের অন্যতম প্রধান সূচক। ভূমির উপযোগমূল্য যথেষ্ট, এর বাজারমূল্য ক্রমাগত বাড়ে। ভূমির কোন অবচয় নেই। ভূমির অধিকার আন্তঃপ্রজন্মগত বংশপরম্পরায় ভোগ্য।

প্রায় ১৬ কোটি মানুষের আমাদের এই দেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার। দেশের মোট ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ একর ভূমির ৬০ শতাংশ কৃষি জমি। প্রতিদিন কমছে দেশের আবাদী ভূমির পরিমাণ। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের সাথে ভূমিহীনতার সম্পর্ক নিবিড়। অথচ, এদেশের প্রায় ৫৯ শতাংশ খানা ভূমিহীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে—বিশেষ করে, কৃষির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর—ভূমিহীনতাই তাদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

ভূমির পরিমাণ সীমিত। জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়লেও ভূমির পরিমাণ বাড়ছে না—বাড়ছে ভূমির অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতা। সহিংসতা, ফটকা-ব্যবসা, দুর্নীতি, জবরদখল, প্রতারণা, ও প্রবঞ্চনার ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়তই—বাড়ছে ভূমিহীনের সংখ্যা, বলপূর্বক অভিবাসন, বৈষম্য ও দারিদ্র্য।

দেশে প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে ভূমি নিয়ে বিরোধ, দশকের পর দশক ধরে ভূমি-সংক্রান্ত চলমান আইনি জটিলতাগুলো চরম আকার ধারণ করেছে। এতে সর্বস্বান্ত হচ্ছে অনেক মানুষ, বাড়ছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। অন্যদিকে ভূমি প্রশাসনের অদক্ষতা, ভূমি রেজিস্ট্রেশন এবং ভূমি জরিপ কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা, নামজারীর ক্ষেত্রে জটিলতা, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ভূমি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল, খাস জমি বিতরণে অনিয়ম, জলমহাল, বালুমহাল ও চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অনিয়ম ও প্রায়োগিক সমস্যা ইত্যাদি দেশের অধিকাংশ মানুষকে ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

ভূমির অধিকার নিয়ে বিরোধ, শোষণ, দুর্নীতি, প্রতারণা ও দরিদ্র মানুষের সীমাহীন দুর্গতির পিছনে সূক্ষ্ম আইনি বিষয় ও জটিলতা বহুলাংশে দায়ী। বাংলাদেশে ভূমি সংশ্লিষ্ট আইনগুলো সেকেলে। অনেক আইন দরিদ্র-বান্ধব নয়; প্রান্তিক মানুষ ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনগুলো যথাযথও নয়। এমনকি কোনো কোনো আইন একে অন্যের সাথে সাংঘর্ষিক। বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগও নেই। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিতামূলক যে আইনি-কাঠামো প্রয়োজন তার অনুপস্থিতিও ব্যাপক। খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন; সর্বোপরি, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি প্রচলিত আইনগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে আনীত আইনের সংশোধনীগুলোও কাজিত লক্ষ্য পূরণ করেনি; এমনকি, অতি সাম্প্রতিক সংশোধনীগুলোও প্রায়োগিক দিক থেকে দরিদ্রবান্ধব এবং জনকল্যাণমুখী হয়ে উঠতে পারেনি। এটি সহজেই বোধগম্য যে, বর্তমানে প্রচলিত ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জটিল এবং অগোছালো অবস্থায় রয়েছে। আরো হতাশার ব্যাপার, প্রচলিত আইনগুলোর অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, দরিদ্রবান্ধব-নীতির অনুপস্থিতি এবং প্রায়োগিক সমস্যা অসংখ্য ভূমি বিরোধ ও ভূমি মামলার জন্ম দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব জটিলতার সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালীরাই শেষ পর্যন্ত ভূমির দখল নিয়ে নেয় আর দরিদ্র, প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো ভূমির অধিকার হারায়। তাই, ভূমি বিষয়ে সবগুলো আইনকে অধিকার-ভিত্তিক ও সুসমঞ্জস একটি কাঠামোর মধ্যে এনে প্রয়োজনীয় সংস্কার নিশ্চিত করতে না পারলে দরিদ্র, প্রান্তিক ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা কখনো সম্ভব নয়। কাজেই, সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে তথ্য-নির্ভর গবেষণার মাধ্যমে আইনি বিষয়গুলো এমনভাবে পুনঃনির্ধারণ করা উচিত যাতে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নে ‘বাদ পড়া’ জনগোষ্ঠীকে ‘অন্তর্ভুক্ত’ করা সম্ভব হয়।

এই সব বাস্তবতার অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’-এর সহযোগিতায় গবেষণা সংস্থা ‘হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)’ এ-বিষয়ে একটি নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করেছে। “বাংলাদেশের ভূমি আইন: একটি অধিকার-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও প্রস্তাবিত পরিবর্তন” শীর্ষক এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে প্রচলিত ভূমি আইনগুলোর কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ নতুন আইন প্রস্তাব করা। বাংলাদেশে প্রচলিত সব ভূমি আইন এবং ভূমি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র বিশ্লেষণ, দরিদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন ও নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমি আইনে বিদ্যমান অব্যবস্থাপনা, অপশাসন, শোষণ-বঞ্চনামূলক প্রক্রিয়া ও কার্যবিধি সংক্রান্ত আইনি দিকগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে। শুধু আইনি পর্যালোচনা নয়, বরং ভূমি আইনের নানান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণায়। অধিকারভিত্তিক, প্রান্তিক ও দরিদ্র-বান্ধব এবং

জেন্ডার সংবেদনশীল এই গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন—প্রায় ২,৫০০ পৃষ্ঠার—ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবার সুবিধার্থে ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো পৃথক পৃথক খন্ডে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি খন্ড প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ এবং সুপারিশসহ (প্রস্তাবিত আইন বা সংশোধনীসহ) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণাভিত্তিক প্রকাশনা।

ইংরেজি ভাষায় রচিত সেই গবেষণাকর্মের প্রাসঙ্গিক আইনী টেক্সটসমূহ (ইংরেজিতে রচিত বিদ্যমান আইনসমূহ সহ) বাংলায় অনুবাদ করে একটি পৃথক প্রকাশনা করা হয়েছে। আলাদা আলাদা ২০টি খন্ডে অনূদিত এই প্রকাশনার বিষয়-ভিত্তিক প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনীসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপ:

১. পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
২. অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৩. ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৪. কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৫. বালুমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৬. চরের জমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৭. চিংড়িমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৮. দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৯. আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কিত আইন (বন আইনসহ): প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১০. জলমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১১. অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১২. পাথরমহাল সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৩. ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১৪. ভূমি রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৫. ভূমি জরিপ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৬. চা বাগানের ভূমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৭. ট্রাস্ট সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৮. ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৯. অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
২০. ওয়াকফ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী

এই গবেষণাপত্রটি উক্ত ২০টি খন্ডের একটি।

চা বাগানের ভূমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন

বাংলাদেশে ১৮৪০ সালে চট্টগ্রামে প্রথম চা চাষ শুরু হয়। প্রথম চা চাষের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, এদেশের জলবায়ু চা চাষের জন্য খুবই উপযোগী। এরপর ১৮৫৪ সালে সিলেটের মালনিছড়াতে প্রথম চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভাবনাময় পণ্য হওয়ার কারণে ১৮৫৭ সালে ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে চা উৎপাদন শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১৬৩টি চা বাগান আছে যার আয়তন প্রায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৮২০ হেক্টর। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে বিশেষ করে সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বেশি চা উৎপন্ন হয়। বর্তমানে দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলাতেও চা চাষ হচ্ছে। বাংলাদেশের মোট জিডিপিতে চা বাগানের অবদান ০.৮১%। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ চা শিল্পের উপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল যার মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার শ্রমিক আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীভুক্ত। এই খাতে ১ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের সরাসরি কর্মসংস্থান হয়েছে যা মোট শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের ৩.৩%। চা রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রতিবছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

চা বাগান সম্পর্কিত আইনসমূহ তথা ১৯৭৭ সালের চা অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ সালের বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ ফাণ্ড অধ্যাদেশ এবং জাতীয় চা নীতিতে চাষের ভূমি নিয়ে তেমন কোন বিধান রাখা হয়নি। ভূমি মন্ত্রণালয় ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের অধীন চা চাষের ভূমি বন্দোবস্ত দিয়ে থাকে। কিন্তু পর্যালোচনা করে দেখা গেছে এ আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান (ভাগ-৪) বর্তমানে অকার্যকর। উল্লেখ্য যে, পরিবেশ, মৎস্য সম্পদ, পানি, জলমহাল, কৃষি খাসজমি, অকৃষি খাসজমি, চিংড়িমহাল, লবণমহাল ইত্যাদি বিষয়ে সরকারি নীতিমালা থাকলেও চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোন নীতিমালা নেই।

বর্তমানে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে চা বাগানের ভূমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়। কিন্তু বন্দোবস্তের মেয়াদান্তে তা নবায়ন করা হচ্ছে কি না সেটা তত্ত্বাবধান করা হয় না। ফলে বন্দোবস্তগ্রহীতা উক্ত ভূমির মালিক হিসেবে তা ভোগ করতে থাকে। একজন আবেদনকারী চা বাগান করার জন্য কতটুকু ভূমি বন্দোবস্ত পাবেন এ বিষয়ে কোন বিধান নেই। চা বাগানের সকল শ্রেণীর জমির একর প্রতি বার্ষিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হারে ইজারা মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে যা ২০১৫ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় এ পরিমাণ মূল্য খুবই নগণ্য। চা বাগানের জমির শ্রেণী নির্ধারণের ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয় না। অন্যান্য সমস্যাবলীর মধ্যে রয়েছে অন্য উদ্দেশ্যে চা বাগানের জমির ব্যবহার। অর্থাৎ ইজারাগ্রহীতার চা বাগানের জন্য ইজারা গ্রহণের পর অন্য চাষীদের নিকট উক্ত ভূমি সাব-লীজ দিয়ে দেয়। এতে ভূমিটি চা চাষের উপযোগীতা হারায়। চা বাগানের ভূমি উন্নয়ন করার হারও নির্দিষ্ট নয় যা অনেক জটিলতার সৃষ্টি করে। এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে চা বাগানের ভূমি ইজারা সংক্রান্ত পরিপত্রসমূহ, চা বাগান সংক্রান্ত আইনসমূহ পর্যালোচনা করে একটি দরিদ্রবান্ধব, নারীবান্ধব ও জনকল্যাণমুখী নীতি প্রস্তাব করা হয়েছে যেখানে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে জাতীয় কমিটি ও জেলা কমিটি গঠনের প্রস্তাবের পাশাপাশি উল্লিখিত জটিলতাসমূহসহ অন্যান্য জটিলতা নিরসনের জন্য বিধান অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রস্তাবিত নীতিটি বাস্তবায়িত হলে চা শিল্পের অভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহ আংশিক হলেও দূরীকরণ সম্ভব হবে।

চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত সম্পর্কিত প্রস্তাবিত নীতিমালা

১। ভূমিকা

বাংলাদেশের চা শিল্প শুধু প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেই সহায়তা করে না, ব্যাপক কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি করে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন পূরণেও চা শিল্প কার্যকর ভূমিকা পালন করে। প্রায় এক লক্ষ নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী যেখানে প্রায় ৪৯% মহিলা, এদের কর্মসংস্থান এবং এদের উপর নির্ভরশীল প্রায় চার লক্ষ মানুষের সামাজিক পুনর্বাসনে চা শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়াও চা শিল্পের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়াদি তথা চা রপ্তানি, কারখানায় উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ, স্থানীয় বাজার ব্যবস্থাপনা, যানবাহন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রায় সাত লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। চা শিল্প থেকে সরকার প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য হারে বিভিন্ন প্রকারের কর পেয়ে থাকে। এছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চা শিল্পে দায়বদ্ধ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। পাহাড়ি এলাকার মাটি সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন ও বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য রক্ষায় চা বাগান ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। সংশ্লিষ্ট এলাকার পাখি এবং অন্যান্য প্রাণীর জন্য নিরাপদ এবং অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে চা বাগান ভূমিকা রাখে।

চা বাগানের ভূমি বন্দোবস্ত এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জটিলতা রয়েছে। চা বাগানের ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান, বন্দোবস্তকৃত ভূমির নবায়ন এবং চা চাষের ভূমির ব্যবহার সমস্যাসংকুল ও জটিল। *চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা নেই।* ভূমি মন্ত্রণালয় জারীকৃত কতিপয় পরিপত্রের মাধ্যমে চা বাগানের ভূমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়ে থাকে। এ-প্রেক্ষিতে, চা বাগানের ভূমির যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি গণমুখী নীতিমালা প্রণয়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঐ নীতিমালার অধীনে, চা চাষের জন্য বন্দোবস্তযোগ্য জমি সেই সব সংশ্লিষ্ট জেলার উপযুক্ত দরখাস্তকারীদের জন্য নির্দিষ্ট করা হবে।

২। প্রবর্তন ও রহিতকরণ

- (ক) এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।
- (খ) চা বাগানের ভূমি ইজারা সংক্রান্ত ইতিপূর্বে জারীকৃত সকল আদেশ, প্রজ্ঞাপন, স্মারক, নীতিমালা এ নীতি কার্যকর হওয়ার পর রহিত হবে।
- (গ) এ নীতি কার্যকর হওয়ার পূর্বে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী প্রদত্ত চা বাগানের সকল বন্দোবস্ত এ নীতি কার্যকর হওয়ার পরেও বৈধ থাকবে।

৩। সংজ্ঞা

- (ক) এস্টেট (Estate)

চা অধ্যাদেশের ২(ঘ) ধারার বিধান অনুসারে, এস্টেট বলতে একটি চা এস্টেটকে (Tea Estate) বুঝাবে এবং একটি চা বাগান বা চা বাগানের অংশকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

- (খ) চা

১৯৭৭ সালের চা অধ্যাদেশে চা গাছের আইনি সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। উক্ত অধ্যাদেশের ২ (১) ধারা অনুসারে ‘চা’ হিসেবে পরিচিত ক্যামেলিয়া গাছের ক্যামেলিয়া সিনোসিস পাতা থেকে উৎপন্ন দ্রব্যকে চা বুঝাবে এবং তা উক্ত গাছের সবচেয়ে কচি পাতা এবং সবুজ চা কেও অন্তর্ভুক্ত করবে কিন্তু চা বর্জ্য এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

(গ) চা বোর্ড

চা বোর্ড বলতে চা ১৯৭৭ সালের চা অধ্যাদেশের ৩-ধারা অনুসারে গঠিত “বাংলাদেশ চা বোর্ড ” কে বুঝাবে।

(ঘ) চা চাষের ভূমি

চা চাষের ভূমি বলতে যে দাগের ভূমিতে চাষের চাষ করা হয় তাকে বুঝাবে।

নীতি নির্ধারণী কার্যক্রম গ্রহণ, চা চাষের ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান এবং চা চাষের ভূমি সময়ে সময়ে তত্ত্বাবধানের জন্য একটি জাতীয় কমিটি এবং চা চাষের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য জেলা পর্যায়েও এ মর্মে কমিটি গঠন করা হবে। এসব কমিটির গঠন এবং কার্যক্রম/ দায়িত্ব হবে নিম্নরূপ:

৪। চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন

চেয়ারম্যান

(১) মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়;

ভাইস-চেয়ারম্যান

(২) প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়;

সদস্যগণ

- (৩) জাতীয় সংসদের ঢাকা বিভাগের আসনসমূহ থেকে স্পীকার কর্তৃক মনোনীত একজন সংসদ সদস্য;
- (৪) জাতীয় সংসদের চট্টগ্রাম বিভাগের আসনসমূহ থেকে স্পীকার কর্তৃক মনোনীত একজন সংসদ সদস্য;
- (৫-৭) জাতীয় সংসদের সিলেট বিভাগের আসনসমূহ থেকে স্পীকার কর্তৃক মনোনীত তিন জন সংসদ সদস্য;
- (৮) জাতীয় সংসদের রংপুর বিভাগের আসনসমূহ থেকে স্পীকার কর্তৃক মনোনীত একজন সংসদ সদস্য;
- (৯) স্পীকার কর্তৃক মনোনীত জাতীয় সংসদের একজন মহিলা সদস্য;
- (১০) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়;
- (১১) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অথবা তার একজন প্রতিনিধি (যার পদমর্যাদা যুগ্মসচিব-এর নিচে হবে না);
- (১২) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় অথবা তার একজন প্রতিনিধি (যার পদমর্যাদা যুগ্মসচিব-এর নিচে হবে না);
- (১৩) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অথবা তার একজন প্রতিনিধি (যার পদমর্যাদা যুগ্মসচিব-এর নিচে হবে না);
- (১৪) সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় অথবা তার একজন প্রতিনিধি (যার পদমর্যাদা যুগ্মসচিব-এর নিচে হবে না);
- (১৫) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় অথবা তার একজন প্রতিনিধি (যার পদমর্যাদা যুগ্মসচিব-এর নিচে হবে না);
- (১৬) চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড;
- (১৭) মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর;
- (১৮) চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড;
- (১৯) যুগ্মসচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয় (সদস্য সচিব)।

৫। চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির কার্যাবলী

কমিটির নির্দিষ্ট কার্যাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে

- (১) চা বাগানের ভূমি ইজারা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- (২) চা বাগানের ভূমি ইজারা প্রদান প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের চা বাগানের ভূমি ইজারা, ইজারার মেয়াদ নবায়ন, চা বাগানের মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধসহ অন্যান্য বিরোধের নিষ্পত্তিকরণ;
- (৩) ছোট আকারের চা বাগানকে জনপ্রিয় করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- (৪) এ খাতের উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় এবং বিদেশী ঋণের ব্যবস্থা করা;
- (৫) জেলা কমিটি কর্তৃক পেশকৃত পরিদর্শন রিপোর্টের মূল্যায়ন এবং চেয়ারম্যান অথবা মনোনীত কোন সদস্য কর্তৃক যুক্তিসঙ্গত সময়ে চা বাগান পরিদর্শনের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;
- (৬) অবৈধ দখলদারদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের কাছ থেকে চা বাগান উদ্ধারের বিষয়টি তদারকিকরণ;
- (৭) প্রতি ৬ (ছয়) মাসে অন্তত একবার কমিটির সভার আয়োজন করা।

চেয়ারম্যানসহ কমিটির ৯ (নয়) জন সদস্য উপস্থিত থাকলে তা কোরাম হিসেবে গণ্য করা।

৬। চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত জেলা কমিটির গঠন

উপদেষ্টা: ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলার একজন সংসদ সদস্য জেলা কমিটির উপদেষ্টা হবেন।

- (১) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রশাসক ----- চেয়ারম্যান
- (২) জেলা প্রশাসক ----- ভাইস চেয়ারম্যান
- (৩) পুলিশ সুপার ----- সদস্য
- (৪) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ----- সদস্য
- (৫) সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ----- সদস্য
- (৬) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ডেপুটি পরিচালক ----- সদস্য
- (৭) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ----- সদস্য
- (৮) জাতীয় মহিলা পরিষদের জেলা পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি ----- সদস্য
- (৯) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন চা-এস্টেট (Tea Estate) মালিক ----- সদস্য
- (১০-১১) ----- ‘বাংলাদেশ চা শ্রমিক সমিতি’ কর্তৃক মনোনীত চা শ্রমিকদের ২ (দুই) জন প্রতিনিধি ----- সদস্য
- (১২) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, ----- সদস্য সচিব

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত জেলা কমিটি মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট, পঞ্চগড়, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলাসহ পর্যায়ক্রমে সরকার কর্তৃক ঘোষিত অন্যান্য জেলায় গঠিত হবে।

৭। চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত জেলা কমিটির কার্যাবলী

জেলা কমিটির কার্যাবলীর মধ্যে থাকবে:

- (১) চা বাগানের ভূমি যথাযথ প্রক্রিয়ায় ইজারা প্রদান এবং সময়মত ইজারার মেয়াদ নবায়ন নিশ্চিতকরণ;
- (২) চা বাগানের উপযোগী ভূমিতে প্রকৃতই চা বাগান করা হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- (৩) চা বাগানের উপযোগী ভূমি চিহ্নিত করার নিমিত্তে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জরিপ পরিচালনা করা;
- (৪) চা বাগানের ভূমি বন্টনের ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে তা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা;
- (৫) ইজারার শর্ত ভঙ্গ করলে ইজারা গ্রহীতাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা;
- (৬) ইজারা গ্রহীতা কারণ দর্শানোর নোটিশের উপযুক্ত জবাব দিতে না পারলে ইজারা বাতিল করা; এবং
- (৭) প্রতি ২ (দুই) মাসে অন্তত একবার কমিটির সভার আয়োজন করা।

চেয়ারম্যানসহ কমিটির ৫ (পাঁচ) জন সদস্য উপস্থিত থাকলে তা কোরাম হিসেবে গণ্য করা।

৮। আইনের/নীতির প্রাধান্য

এ নীতিমালায় উল্লিখিত কমিটিগুলো অতি দ্রুত গঠন করতে হবে। পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করতে বিলম্ব হলে জেলা কমিটি তার প্রাথমিক কাজ শুরু করতে পারবে, তবে ভূমি বন্দোবস্তের প্রস্তাব অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে।

৯। আবেদন করার যোগ্যতা

একজন আবেদনকারীকে নিম্নলিখিত শর্তগুলো পূরণ করতে হবে—

- (১) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত পরিমাণ ভূমির মালিক হতে হবে;
- (২) বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;
- (৩) আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হতে হবে;
- (৪) ক্ষুদ্র আয়ের আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ছোট আকারের চা বাগানের জন্য ঋণ সুবিধা থাকতে হবে; এবং
- (৫) একই পরিবার থেকে একাধিক আবেদন করা যাবে না।

১০। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আবেদনকারীদের তালিকা

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আবেদনকারীদের তালিকা তৈরি করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে—

- (ক) ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যার কারিগরি দক্ষতা এবং যথার্থ ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা আছে;
- (খ) ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যার চা বাগান সম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান আছে; এবং
- (গ) ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যার কমপক্ষে ১০০ (একশত) বিঘা জমি আছে।

যেখানে যেখানে প্রযোজ্য, প্রত্যেক জেলার জেলা কমিটি চা বাগানের জন্য উপযোগী ভূমি চিহ্নিত করবে। উক্ত চিহ্নিতকরণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ভূমির প্রাথমিক তালিকা ব্যাপকভিত্তিতে প্রকাশ করবে এবং বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য দরখাস্ত আহবান করবে।

প্রকাশিত ভূমির প্রাথমিক তালিকা সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকলে তা তালিকা প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জেলা কমিটির কাছে দাখিল করতে হবে। আপত্তি গ্রহণের তারিখ থেকে পরবর্তী ২০ (বিশ) দিনের মধ্যে জেলা কমিটি শুনানীর মাধ্যমে উক্ত আপত্তির নিষ্পত্তি করবে এবং চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবে।

জেলা কমিটির সিদ্ধান্তে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংস্কৃত হলে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জাতীয় কমিটির কাছে আপীল করতে পারবে। জাতীয় কমিটি উক্ত আপীল গ্রহণের তারিখ থেকে পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে শুনানীর মাধ্যমে আপীলটির নিষ্পত্তি করবে এবং এ ক্ষেত্রে জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১১। বাছাই প্রক্রিয়া

- (ক) জেলা কমিটির সভায় আবেদনপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাছাই করা হবে। কমিটি চাইলে বাছাই-এর সময় আবেদনকারীকে উপস্থিত থাকতে হবে।
- (খ) প্রাথমিকভাবে বাছাইয়ের পর কমিটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে বাছাই প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করবে। আবেদনকারীর ঠিকানা যাচাই-এর জন্য আবেদনকারীকে জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি দাখিল করতে হবে।
- (গ) স্বামী এবং স্ত্রীর নামে যৌথভাবে ভূমি বন্দোবস্ত দেয়া হবে এবং একই পরিবারে একাধিক বন্দোবস্ত দেয়া হবে না।
- (ঘ) কোন দরখাস্তকারীকে পরবর্তীকালে ভূমির পর্যাণ্ডতা অনুসারে উল্লিখিত নির্দিষ্ট শ্রেণীর ভূমির অতিরিক্ত ভূমি বরাদ্দ দেয়া হবে না।
- (ঙ) বন্দোবস্তের ১৫ (পনের) বছরের মধ্যে উত্তরাধিকার ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভূমি হস্তান্তর করা যাবে না।
- (চ) জেলা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকলে তা পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জাতীয় কমিটির কাছে দাখিল করতে হবে এবং জাতীয় কমিটি উক্ত আপত্তি গ্রহণের তারিখ থেকে পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উক্ত আপত্তি নিষ্পত্তি করবে এবং এ ক্ষেত্রে জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১২। বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া

- (ক) চা বাগানের ভূমি বন্দোবস্তের প্রত্যেক ক্ষেত্রে, জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট ভূমির তথ্য রেকর্ড এবং ইজারা মূল্য নির্ধারণ করে বন্দোবস্তের প্রস্তাবটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করবেন।
- (খ) সেলামীর পরিমাণ একর প্রতি ৫০০/- (পাঁচশত) টাকার কম হবে না।
- (গ) চা বাগানের ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখা হবে।

১৩। ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া

- (১) চা বাগানের কোন ভূমি ইজারা চুক্তির আওতায় না থাকলে তা ইজারা চুক্তির আওতায় আনতে হবে। সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, এবং বাংলাদেশ চা বোর্ডের যৌথ প্রচেষ্টায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
- (২) চা চাষের ভূমির বন্দোবস্তের মেয়াদ নবায়নের ক্ষেত্রে কঠোর পর্যবেক্ষণ অপরিহার্য। চা চাষের ভূমির মালিকানা নিয়ে সৃষ্ট বিরোধের শান্তিপূর্ণ সামাধানের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এবং বাংলাদেশ চা বোর্ডের যৌথ উদ্যোগ প্রয়োজন।
- (৩) যদি সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক, ভূমি মন্ত্রণালয়, এবং বাংলাদেশ চা বোর্ডের যৌথ প্রচেষ্টা যদি মালিকানা সম্পর্কিত বিরোধের নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হয় তাহলে জেলা প্রশাসক ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে উক্ত ভূমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা করবেন; এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ চা বোর্ডের কোন বিকল্প সুপারিশ থাকলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- (৪) ইজারা চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে ইজারা চুক্তি বাতিল করা হবে। তবে ইজারা চুক্তি বাতিল করার পূর্বে ইজারা গ্রহীতাকে এই মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হবে। ইজারা গ্রহীতা কারণ দর্শাতে না পারলে অথবা সন্তোষজনক কারণ দর্শাতে ব্যর্থ হলে তার ইজারা চুক্তি বাতিল করা হবে।
- (৫) যদি কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা কোম্পানি চা চাষের জন্য ৬০/১০০ (ষাট/একশত) বিঘা মালিকানার অধিক ভূমি ক্রয় করে তবে অতিরিক্ত ভূমি [৬০/১০০ (ষাট/একশত) বিঘার অতিরিক্ত ভূমি] বন্দোবস্ত হিসেবে গ্রহণ করা হবে। ভূমি মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
- (৬) ভূমির ধরনের উপর ভিত্তি করে ইজারার মেয়াদ নির্ধারণ করতে হবে; এক মেয়াদের অবসানের পর মেয়াদ নবায়নের ক্ষেত্রে চা বাগানের অবস্থা বিবেচনা করে ইজারার মেয়াদ পুনঃনির্ধারণ করা হবে।
- (৭) চা বাগানের ভূমির সাব-ইজারা (Sub-Lease) নিষিদ্ধ করা। ক্ষেত জমির (চা বাগানের ভূমির নিচু এলাকা) আলাদা ইজারা দেয়া নিষিদ্ধ করা। এ বিষয়টি তদারকির জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক এবং বাংলাদেশ চা বোর্ডের প্রতিনিধিকে চা বাগান পরিদর্শনের অনুমতি দিতে হবে। আইনগত কোন শর্ত ভঙ্গ হয়েছে পরিলক্ষিত হলে ইজারা চুক্তি বাতিল করা হবে।
- (৮) ইজারাকৃত ভূমি চা বাগান ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না; অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হলে সাব-ইজারার (Sub-Lease) প্রয়োগযোগ্য নিয়মানুসারে ইজারা বাতিল করা হবে।
- (৯) চা বাগানের ভূমি সংক্রান্ত ইজারার ফি হবে ২০০/- (দুইশত) টাকা।
- (১০) সারা দেশে ক্ষুদ্র আকারে চা বাগান করাকে উৎসাহিত করতে হবে এবং এ জন্য অর্থায়ন, প্রশিক্ষণ, ঋণ এবং অন্যান্য সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- (১১) চা বাগানের ভূমিতে অন্যান্য শস্য/বৃক্ষ বিশেষ করে আনারস, লেবু, ইউক্যালিপটাস ইত্যাদির চাষাবাদ যা চা বাগানের জন্য ক্ষতিকর সেসব শস্য/বৃক্ষ চাষাবাদ করা যাবে না।
- (১২) চা বাগানের ভূমি অবৈধ দখলদারদের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য জেলা প্রশাসক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৪। বিবিধ

- (১) বন্দোবস্ত দেয়া ভূমির তালিকা বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ব্যক্তির নামসহ নোটিশ আকারে সকল সরকারি, আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জেলা পরিষদের নোটিশ বোর্ডে লটকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- (২) কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতানৈক্যের উৎপত্তি হলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে; বিভক্ত মতের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের নির্ণায়ক ভোট (Casting Vote) দেয়ার ক্ষমতা থাকবে।
- (৩) যদি কোন আবেদনকারী আবেদনপত্রে অসত্য অথবা ভুল তথ্য প্রদান করে তবে তার আবেদনপত্র সাথে সাথে বাতিল বলে গণ্য হবে।
- (৪) আবেদনপত্র বাতিলের সুনির্দিষ্ট কারণ রেকর্ড করা হবে এবং আবেদনকারীকে তা জানিয়ে দেয়া হবে।
- (৫) যদি কমিটির কোন সদস্য পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তার সদস্যপদ স্থগিত অথবা বাতিল করে নতুন সদস্য নিয়োগের জন্যে বিষয়টি তার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হবে।
- (৬) কমিটির কোন সদস্যপদ শূন্য থাকলেও বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া চলতে থাকবে।
- (৭) কমিটির প্রত্যেক সদস্য অন্য সদস্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন।
- (৮) চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি প্রয়োজনবোধে এ নীতির কোন বিধান পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারবে।
- (৯) এ নীতির আওতায় কোন এলাকার ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে কোন গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হলে;

ক. জেলা প্রশাসক লিখিতভাবে বিষয়টি জাতীয় কমিটির সদস্য সচিবকে অবহিত করবেন,

খ. সদস্য সচিব বিষয়টি জাতীয় কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবেন।

গবেষণা দল

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত (প্রধান গবেষক)
বিচারপতি কাজী এবাদুল হক
এ. কে. এম. জহির আহমেদ
অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ
ড. এ. কে. এম. হেলাল-উজ-জামান
টি. আই. এম. নুরন নবী চৌধুরী
এ্যাডভোকেট কাওসার আহমেদ
অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত
আসমার ওসমান

গবেষণা সহযোগীবৃন্দ

এ্যাডভোকেট অলিউল ইসলাম
এ্যাডভোকেট আফরিন আহমেদ
এ্যাডভোকেট জহিরুল আলম
এ্যাডভোকেট ধীমান চন্দ্র মন্ডল
এ্যাডভোকেট ফারহানা খান
এ্যাডভোকেট ফারিহা তাবাসসুম সিমু
এ্যাডভোকেট মুজিবুল হক পাভেল
এ্যাডভোকেট মেরিনা সুলতানা
এ্যাডভোকেট শারমিন সুলতানা
এ্যাডভোকেট শেখ সাদী রহমান

ড্রাস্ট সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী



Human Development Research Centre

humane development through research and action

www.hdrc-bd.com

সহযোগিতায়

মানুষের জন্য

manusher jonno

promoting human rights and good governance

ঢাকা, জুলাই ২০১৬

সুচিপত্র

প্রেক্ষাপট	১
ট্রাস্ট সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী	৩
ট্রাস্ট আইন, ২০১৪	৫
প্রস্তাবনা	৫
প্রথম অধ্যায়: প্রারম্ভিক	৬
দ্বিতীয় অধ্যায়: ট্রাস্টসমূহের-কমিশনার কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ এবং কমিটি গঠন	৭-১০
তৃতীয় অধ্যায়: কমিশনার ও কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী	১১-১৭
চতুর্থ অধ্যায়: ট্রাস্ট সৃষ্টি	১৮-২১
পঞ্চম অধ্যায়: ট্রাস্টীর কর্তব্য ও দায়িত্ব	২২-২৯
ষষ্ঠ অধ্যায়: ট্রাস্টীর অধিকার ও ক্ষমতা	৩০-৩৩
সপ্তম অধ্যায়: ট্রাস্টীদের অক্ষমতা	৩৪-৩৫
অষ্টম অধ্যায়: লাভভোগীদের অধিকার ও দায়িত্ব	৩৬-৪১
নবম অধ্যায়: ট্রাস্টীর অফিস বাতিল	৪২-৪৪
দশম অধ্যায়: ট্রাস্টের বিলোপ	৪৫
একাদশ অধ্যায়: ট্রাস্টের ক্ষেত্রে কতিপয় দায়বদ্ধতা	৪৬-৫০

প্রেক্ষাপট

ভূমি সম্পদের জনক। বাংলাদেশের মানুষ ও অর্থনীতির বড় অংশ ভূমিনির্ভর। এদেশের উন্নয়নে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি অবিনশ্বর উৎপাদন ক্ষমতার অধিকারী; কর্মসংস্থান, খাদ্য, বাসস্থান ও আর্থিক নির্ভরতার এক বড় সহায়ক। ভূমির উপর অধিকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার পরিমাপক; ক্ষমতাকাঠামোর ভিত্তি ও জীবনযাত্রার অবস্থা নির্ণয়ের অন্যতম প্রধান সূচক। ভূমির উপযোগমূল্য যথেষ্ট, এর বাজারমূল্য ক্রমাগত বাড়ে। ভূমির কোন অবচয় নেই। ভূমির অধিকার আন্তঃপ্রজন্মগত বংশপরম্পরায় ভোগ্য।

প্রায় ১৬ কোটি মানুষের আমাদের এই দেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার। দেশের মোট ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ একর ভূমির ৬০ শতাংশ কৃষি জমি। প্রতিদিন কমছে দেশের আবাদী ভূমির পরিমাণ। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের সাথে ভূমিহীনতার সম্পর্ক নিবিড়। অথচ, এদেশের প্রায় ৫৯ শতাংশ খানা ভূমিহীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে—বিশেষ করে, কৃষির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর—ভূমিহীনতাই তাদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

ভূমির পরিমাণ সীমিত। জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়লেও ভূমির পরিমাণ বাড়ছে না—বাড়ছে ভূমির অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতা। সহিংসতা, ফটকা-ব্যবসা, দুর্নীতি, জবরদখল, প্রতারণা, ও প্রবঞ্চনার ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়তই—বাড়ছে ভূমিহীনের সংখ্যা, বলপূর্বক অভিবাসন, বৈষম্য ও দারিদ্র্য।

দেশে প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে ভূমি নিয়ে বিরোধ, দশকের পর দশক ধরে ভূমি-সংক্রান্ত চলমান আইনি জটিলতাগুলো চরম আকার ধারণ করেছে। এতে সর্বস্বান্ত হচ্ছে অনেক মানুষ, বাড়ছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। অন্যদিকে ভূমি প্রশাসনের অদক্ষতা, ভূমি রেজিস্ট্রেশন এবং ভূমি জরিপ কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা, নামজারীর ক্ষেত্রে জটিলতা, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ভূমি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল, খাস জমি বিতরণে অনিয়ম, জলমহাল, বালুমহাল ও চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অনিয়ম ও প্রায়োগিক সমস্যা ইত্যাদি দেশের অধিকাংশ মানুষকে ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

ভূমির অধিকার নিয়ে বিরোধ, শোষণ, দুর্নীতি, প্রতারণা ও দরিদ্র মানুষের সীমাহীন দুর্গতির পিছনে সূক্ষ্ম আইনি বিষয় ও জটিলতা বহুলাংশে দায়ী। বাংলাদেশে ভূমি সংশ্লিষ্ট আইনগুলো সেকেলে। অনেক আইন দরিদ্র-বান্ধব নয়; প্রান্তিক মানুষ ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনগুলো যথাযথও নয়। এমনকি কোনো কোনো আইন একে অন্যের সাথে সাংঘর্ষিক। বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগও নেই। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিতামূলক যে আইনি-কাঠামো প্রয়োজন তার অনুপস্থিতিও ব্যাপক। খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন; সর্বোপরি, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি প্রচলিত আইনগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে আনীত আইনের সংশোধনীগুলোও কাজ্জিত লক্ষ্য পূরণ করেনি; এমনকি, অতি সাম্প্রতিক সংশোধনীগুলোও প্রায়োগিক দিক থেকে দরিদ্রবান্ধব এবং জনকল্যাণমুখী হয়ে উঠতে পারেনি। এটি সহজেই বোধগম্য যে, বর্তমানে প্রচলিত ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জটিল এবং অগোছালো অবস্থায় রয়েছে। আরো হতাশার ব্যাপার, প্রচলিত আইনগুলোর অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, দরিদ্রবান্ধব-নীতির অনুপস্থিতি এবং প্রায়োগিক সমস্যা অসংখ্য ভূমি বিরোধ ও ভূমি মামলার জন্ম দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব জটিলতার সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালীরাই শেষ পর্যন্ত ভূমির দখল নিয়ে নেয় আর দরিদ্র, প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো ভূমির অধিকার হারায়। তাই, ভূমি বিষয়ে সবগুলো আইনকে অধিকার-ভিত্তিক ও সুসমঞ্জস একটি কাঠামোর মধ্যে এনে প্রয়োজনীয় সংস্কার নিশ্চিত করতে না পারলে দরিদ্র, প্রান্তিক ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা কখনো সম্ভব নয়। কাজেই, সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে তথ্য-নির্ভর গবেষণার মাধ্যমে আইনি বিষয়গুলো এমনভাবে পুনঃনির্ধারণ করা উচিত যাতে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নে ‘বাদ পড়া’ জনগোষ্ঠীকে ‘অন্তর্ভুক্ত’ করা সম্ভব হয়।

এই সব বাস্তবতার অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’-এর সহযোগিতায় গবেষণা সংস্থা ‘হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)’ এ-বিষয়ে একটি নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করেছে। “বাংলাদেশের ভূমি আইন: একটি অধিকার-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও প্রস্তাবিত পরিবর্তন” শীর্ষক এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে প্রচলিত ভূমি আইনগুলোর কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ নতুন আইন প্রস্তাব করা। বাংলাদেশে প্রচলিত সব ভূমি আইন এবং ভূমি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র বিশ্লেষণ, দরিদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন ও নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমি আইনে বিদ্যমান অব্যবস্থাপনা, অপশাসন, শোষণ-বঞ্চনামূলক প্রক্রিয়া ও কার্যবিধি সংক্রান্ত আইনি দিকগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে। শুধু আইনি পর্যালোচনা নয়, বরং ভূমি আইনের নানান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণায়। অধিকারভিত্তিক, প্রান্তিক ও দরিদ্র-বান্ধব এবং জেডার সংবেদনশীল এই গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন—প্রায় ২,৫০০ পৃষ্ঠার—ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবার সুবিধার্থে ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো পৃথক পৃথক খন্ডে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি খন্ড প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ এবং সুপারিশসহ (প্রস্তাবিত আইন বা সংশোধনিসহ) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণাভিত্তিক প্রকাশনা।

ইংরেজি ভাষায় রচিত সেই গবেষণাকর্মের প্রাসঙ্গিক আইনী টেক্সটসমূহ (ইংরেজিতে রচিত বিদ্যমান আইনসমূহসহ) বাংলায় অনুবাদ করে একটি পৃথক প্রকাশনা করা হয়েছে। আলাদা আলাদা ২০টি খন্ডে অনূদিত এই প্রকাশনার বিষয়-ভিত্তিক প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনিসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপ:

১. পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
২. অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৩. ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৪. কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৫. বালুমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৬. চরের জমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৭. চিংড়িমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৮. দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৯. আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কিত আইন (বন আইনসহ): প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১০. জলমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১১. অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১২. পাথরমহাল সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৩. ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১৪. ভূমি রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৫. ভূমি জরিপ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৬. চা বাগানের ভূমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৭. ট্রাস্ট সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৮. ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৯. অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
২০. ওয়াক্ফ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী

এই গবেষণাপত্রটি উক্ত ২০ খন্ডের একটি।

ট্রাস্ট সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী

ট্রাস্ট আইন ইংরেজি আইনতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কর্ম সাফল্য। Equity Court-এর যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে, ট্রাস্ট সম্পর্কীয় আইন এগুলোর মধ্যে অন্যতম। ন্যায়পরায়ণতা আইনের উপর যত কর্ম সাফল্য রয়েছে তার মধ্যে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের ফল স্বরূপ ট্রাস্ট আইনের উদ্ভব এবং এর বিস্তার। গণতন্ত্রের মাতৃভূমি গ্রেট ব্রিটেন থেকে উৎসারিত ট্রাস্ট আইন শুধু বাংলাদেশেই নয় বিশ্বের বিভিন্ন আইন পদ্ধতিতে এটি বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলছে।

সাধারণভাবে ট্রাস্ট বলতে ন্যায়বিচার সাপেক্ষে ট্রাস্টী নামক ব্যক্তি যদি কোন নির্দিষ্ট সম্পত্তি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপকারের জন্য এমন একটি সম্পর্কের সৃষ্টি করে, যাতে বাস্তব ফল ট্রাস্টীর পরিবর্তে লাভভোগীর বা আমানতের উদ্দেশ্যে সাধিত হয়। ট্রাস্ট সৃষ্টির মাধ্যমে ট্রাস্ট দাতার ইচ্ছা তথা লাভভোগীদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। সর্বোপরি, ট্রাস্ট সম্পত্তির সংরক্ষণ ও লাভভোগীদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য একজন ট্রাস্টীকে নিয়োগ করা হয় যিনি ট্রাস্ট দলিল মোতাবেক তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পন্ন করেন। ফলে, ট্রাস্টী কর্তৃক এরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য লঙ্ঘন ট্রাস্ট ভঙ্গের বা বিশ্বাস ভঙ্গের সামিল।

ইংল্যান্ডের চ্যাপেরী আদালতের বিজ্ঞ চ্যাপেলরগণ কর্তৃক সৃষ্ট বিধিবিধান অনুযায়ী ১৮৮২ সালে এই উপমহাদেশে বিধিবদ্ধ Trust Act পাস হয় এবং বর্তমানে বাংলাদেশে ঐ আইনই বলবৎ আছে। এ আইনের মধ্যে কিছু বিষয়ে অস্পষ্টতা ও ত্রুটি রয়েছে। যেমন:

- ১৮৮২ সালের আইনের শুরুতেই ট্রাস্ট শব্দটিকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় নাই। কারণ সুসংজ্ঞায়িত ট্রাস্ট আইন ছাড়া ট্রাস্ট ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আইনজীবী, ট্রাস্টী, সুবিধাভোগী এবং তৃতীয় পক্ষ খুব কমই আইন ও নজীর সম্পর্কে জানতে পারে।
- ট্রাস্ট সম্পর্কিত অস্পষ্টতা, মতবিরোধ এমনকি ট্রাস্ট সম্পর্কিত নিরবতা আইনজীবী, ট্রাস্টী, সুবিধাভোগী এবং তৃতীয় পক্ষকে সমস্যায় ফেলে দেয়।
- ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট কোন প্রশাসনিক কমিটির কথাও এ আইনে উল্লেখ নেই।
- ট্রাস্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার কোন সুস্পষ্ট বিধান এ আইনে উল্লেখ নেই।

বিদ্যমান সমস্যা সমাধানকল্পে ও বাস্তব সম্মত একটি আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে ট্রাস্ট আইন সংশোধন করা প্রয়োজনীয় ও সমীচীন। সেই লক্ষ্যে ট্রাস্ট আইন, ২০১৪ বাংলাদেশের ট্রাস্ট সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন এর ক্ষেত্রে সংগঠিত, সমন্বিত ও সহজবোধ্যভাবে তৈরি ও ব্যবহারের জন্য একটি আদর্শ আইন। এ আইন সব ধরনের ট্রাস্টকে সংজ্ঞায়িত ও সুসংহত করে। ট্রাস্ট আইন, ২০১৪ প্রস্তাব করা হয়েছে— একটি সংক্ষিপ্ত, নমনীয় এবং সহজলভ্য ট্রাস্ট ব্যবহারের জন্য। ট্রাস্ট আইন, ২০১৪ ব্যতীত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ট্রাস্ট সম্পর্কিত বিভিন্ন আইনের উপর আস্থা রাখা অপরিহার্য। আইনটি অনেক বিষয়কে নির্দেশ করে যা ট্রাস্ট সম্পর্কিত বিরোধ বা অস্পষ্টতার কারণ। উপরোক্ত ত্রুটিসমূহের আলোকে প্রস্তাবিত সংশোধনীতে নিম্নরূপ সুপারিশসমূহ করা হয়েছে:

- এ আইনটি সংশোধন করে একটি নতুন প্রশাসনিক কাঠামো গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে যা দ্বারা দেশের সকল ধরনের ট্রাস্টের উপর নজরদারী করা যাবে।

- এ আইন অনুযায়ী একজন ট্রাস্ট কমিশনার থাকবে যার পদমর্যাদা উপসচিব বা জেলা জজ-এর নিচে নয়। সরকার প্রয়োজন মনে করলে ডেপুটি কমিশনার বা সহকারী কমিশনার নিয়োগের প্রস্তাবও করা হয়েছে।
- সংশোধিত আইনে একটি ট্রাস্ট পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।
- এ কমিটি ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট হবে যার চেয়ারম্যানসহ ছয়জন সদস্য হবে সমাজের বিশিষ্ট নাগরিক, তিনজন সদস্য হবে বিভিন্ন ট্রাস্ট এর সাথে জড়িত ট্রাস্টী, ট্রাস্ট কমিশনার কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করবেন।
- ডেপুটি কমিশনার এই কমিটির অধীনস্থ অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (রাজস্ব) জেলার এখতিয়াধীন সকল ট্রাস্ট পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং কমিটিকে পাক্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।
- অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (রাজস্ব) কমিটির সুপারিশ ও সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ডেপুটি কমিশনারের পরামর্শক্রমে ট্রাস্ট সম্পর্কিত সকল বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তিনি ট্রাস্ট অফিস পরিদর্শন করবেন এবং পরিদর্শন সম্পর্কিত সকল তথ্য কমিটিকে প্রেরণ করবেন।
- এই প্রস্তাবিত সংশোধনীতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, কমিটি, ট্রাস্টী বা আইনগত কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার অবর্তমানে ঘোষণা করবেন যে, ট্রাস্টের কি পরিমাণ আয় বা সম্পদ ট্রাস্টের বিষয়বস্তুতে কিভাবে বণ্টন করা হবে। ট্রাস্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে ইহার স্কীম এমনভাবে নিষ্পত্তি, পরিবর্তন বা বিবেচনা করবেন যেন তা ট্রাস্ট দলিল বা ট্রাস্ট দাতার ইচ্ছার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ না হয় এবং সেই সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব পরিচালনা করবেন যা এই আইনের দ্বারা তাহাদের উপর সরাসরি অর্পণ করা হইয়াছে। এবং
- কমিশনার ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কাজ করবেন।

ট্রাস্ট আইন, [২০১৪]^১

ট্রাস্ট ও ট্রাস্ট সম্পর্কিত আইনের সংজ্ঞায়ন ও সংশোধনের জন্য প্রণীত আইন

প্রস্তাবনা

যেহেতু ট্রাস্ট ও ট্রাস্ট সম্পর্কিত আইনের সংজ্ঞায়ন ও সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় সেইহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

এই আইন ২০১৩ সালের “ট্রাস্ট আইন” নামে অভিহিত হইবে এবং ইহা ২০১৩ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে বলবৎ হইবে।

স্থানীয় সীমা: ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে। কিন্তু এখানে বিধৃত কোন কিছুই ওয়াক্ফ সম্পর্কিত মুসলিম আইনের বিধিমালাকে অথবা কোন প্রথাগত বা ব্যক্তিগত আইন দ্বারা নির্ধারিত অবিভক্ত [হিন্দু] পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কে প্রভাবিত করিবে না অথবা সর্বজনীন বা ব্যক্তিগত ধর্মীয় বা দাতব্য অনুদান অথবা যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে বিতরণের জন্য গৃহীত প্রাইজ ট্রাস্টের উপর প্রযোজ্য হইবে না এবং এই আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিধৃত কোন কিছুই উল্লিখিত তারিখের পূর্বে সৃষ্ট ট্রাস্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

[২।] ব্যাখ্যা অনুচ্ছেদ

(ক) “ট্রাস্ট” হইল সম্পত্তির মালিকানার সহিত সংযুক্ত দায়িত্ব এবং যাহা অন্যের বা মালিক ও অন্যান্যের উপকারার্থে মালিকের উপর অর্পিত ও মালিক কর্তৃক গৃহীত অথবা তৎকর্তৃক ঘোষিত ও গৃহীত আস্থা হইতে উদ্ভূত; আস্থা স্থাপনকারী বা ঘোষণাকারীকে “ট্রাস্ট প্রবর্তক” বলে; আস্থা গ্রহণকারীকে বলা হয় “ট্রাস্টী”; যাহার উপকারের জন্য আস্থা গ্রহণ করা হয় তাহাকে বলা হয় “লাভভোগী”; ট্রাস্টের বিষয়বস্তুকে “ট্রাস্ট-সম্পত্তি” বা “ট্রাস্ট-ধন” বলে; “কল্যাণকর স্বত্ব” বা “স্বত্বভোগীর স্বত্ব” হইল ট্রাস্ট সম্পত্তির মালিক হিসাবে ট্রাস্টীর বিপক্ষে তাহার অধিকার এবং যে দলিল (যদি থাকে) দ্বারা ট্রাস্ট ঘোষণা করা হয় সেই দলিলকে বলা হয় “ট্রাস্টের দলিল”; সাময়িকভাবে প্রচলিত কোন আইন দ্বারা ট্রাস্টের উপর আরোপিত কোন কর্তব্য ভঙ্গকে বলা হয় “ট্রাস্ট ভঙ্গ”।

১৯৭২ সনের ৯নং আইনের সংজ্ঞায় বর্ণিত

(খ) এবং এই আইনে বিষয়বস্তু বা প্রসঙ্গের বিপরীত কোন কিছু না থাকিলে, “আগ্রহী ব্যক্তি” বলিতে সরকারী ট্রাস্টের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তি, “নিবন্ধীকৃত” বলিতে সাময়িকভাবে প্রচলিত আইনের অধীন দলিল নিবন্ধন বুঝাইবে। কোন ব্যক্তি কোন ঘটনা সম্পর্কে “নোটিশ” পাইয়াছে বলিতে বুঝাইবে যে, সে সত্যিকারভাবে সেই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হইয়াছে অথবা তাহার পক্ষে অনুসন্ধান লওয়া হইতে ইচ্ছাকৃত নিবৃত্তি বা স্পষ্ট অবহেলা না থাকিলে যাহা সে জানিতে পারিত অথবা ১৯৭২ সালের চুক্তি আইনের ২২৯ ধারায় উল্লিখিত ঘটনার আওতায় ঘটনা সম্পর্কিত তথ্য তাহাকে দেওয়া হইয়াছে অথবা তাহার এজেন্ট উহা গ্রহণ করিয়াছে এবং যে সমস্ত শব্দ এখানে ব্যবহার করা হইয়াছে এবং ১৯৭২ সালের চুক্তি আইনে যাহার ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে সেই সমস্ত অর্থ এই আইন দ্বারা আরোপ করা হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে।

[“কমিশনার”]^৪ বলিতে ধারা-৩ এর অধীনে নিয়োগকৃত ট্রাস্টের কমিশনারকে বুঝাইবে;

[“কমিটি”]^৫ বলিতে ধারা-১৫ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্ট পর্যবেক্ষণ কমিটিকে বুঝাইবে;

[“জেলা ডেপুটি কমিশনার”]^৬ বলিতে জেলা অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

^৪ প্রস্তাবিত

^৫ ধারা-২ নতুনভাবে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইল

^৬ প্রস্তাবিত

^৭ প্রস্তাবিত

[দ্বিতীয় অধ্যায়

ট্রাস্টসমূহের কমিশনার, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ এবং কমিটি গঠন

৩। কমিশনার নিয়োগ

- (১) সরকার বাংলাদেশের জন্য একজন কমিশনার নিয়োগ করিবেন। যিনি কোনভাবেই উপ-সচিব অথবা জেলা জজের পদমর্যাদার নীচে হইবেন না এবং অনুরূপ নিয়োগ সরকারী গেজেট আকারে প্রকাশিত হইবে।
- (২) কমিশনার সাধারণত ৩ (তিন) বৎসরের জন্য নিয়োগ প্রাপ্ত হইবেন এবং পুনঃনিয়োগের জন্যও যোগ্য হইবেন।

৪। কমিশনারের চাকুরীর শর্তাবলী

এই আইনের বিধানসমূহের শর্তে, কমিশনারের অফিস সংস্থা, বেতন ও চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারিত থাকিবে এবং সরকার কর্তৃক বেতন পরিশোধিত হইবে।

৫। কমিশনারের অপসারণ

যদি কোন সময় সরকারের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কমিশনার তাহার পদের জন্য নিজেকে অনুপযুক্ত বলিয়া দেখাইয়াছেন, অথবা তিনি অসদাচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন অথবা তাহার কর্তব্যে অবহেলা করিয়াছেন যাহার জন্য তাহাকে অপসারণ করা উচিত। তাহা হইলে সরকার সরকারি প্রজ্ঞাপনের দ্বারা ঘোষণা করিতে পারেন যে, উক্ত কমিশনার তাহার পদ ধারণ করা হইতে ক্ষান্ত হইবেন।

৬। কমিশনার সরকারি কর্মকর্তা

দণ্ডবিধি, ১৮৬০ সনের ধারা ২১-এর অর্থানুসারে কমিশনারকে একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসাবে মনে করিতে হইবে।

৭। কমিশনার একক সংস্থা হইবেন

ট্রাস্ট পর্যবেক্ষণ কমিটি নামে একটি সংস্থা হইবে এবং তদানুযায়ী তাহার চিরস্থায়ী উত্তরাধিকার এবং একটি সরকারি সীলমোহর থাকিবে এবং উক্ত নামে তিনি মামলা করিতে পারিবেন এবং তাহার নামে মামলা করা যাইবে।

৮। কমিশনারের অফিস বা কার্যালয়

কমিশনারের কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

৯। ডেপুটি কমিশনার ও সহকারী কমিশনার নিয়োগ

সরকার কমিশনারের সহিত পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডেপুটি কমিশনার ও সহকারী কমিশনার নিয়োগ করিতে পারিবেন।

১০। ডেপুটি কমিশনার ও সহকারী কমিশনারের পারিশ্রমিক

ডেপুটি কমিশনার ও সহকারী কমিশনারগণের পারিশ্রমিক ও চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এবং পরিশোধিত হইবে।

১১। কমিশনারের সংখ্যা ও বেতন

অত্র আইনে উদ্দেশ্যে কমিশনার অন্যান্য যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ প্রয়োজন মনে করেন তাহাদের সংখ্যা, পদ ও গ্রেড এবং তাহাদের প্রত্যেককে প্রদেয় বেতন, ফি, ভাতার-পরিমাণ ও প্রকৃতি কমিটি এবং সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে কমিশনার সময়ে সময়ে নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

১২। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাবলী

১১ ধারায় উল্লিখিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাবলী যেরূপ বিধি দ্বারা নির্দিষ্ট করিতে হইবে সেইরূপ হইবে।

১৩। নিয়োগ প্রভৃতি ক্ষমতা কমিশনারের উপর ন্যস্ত

১১ ধারায় উল্লিখিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও ছুটি মঞ্জুরীর ক্ষমতা ও অসদাচরণের জন্য তাহাদের পদাবনতি ছাটাই, সাময়িক কর্মচ্যুতি, অথবা রীতিমত বরখাস্ত করিবার ক্ষমতা কমিশনারের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

তবে শর্ত এই যে, অনুরূপ কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাহাদেরকে পদাবনত, সাময়িকভাবে বরখাস্ত বা রীতিমত বরখাস্ত করা হইলে তাহারা কমিটির নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং এতদবিষয়ে কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪। ভ্রমণ ভাতা

কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, সহকারী কমিশনার এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এই আইনের অধীনে তাহাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য কোন স্থানে ভ্রমণ করিলে তজ্জন্য তাহাদিগকে কমিটি সময়ে সময়ে যেরূপ ন্যায্যসঙ্গত ভ্রমণ ভাতা নির্ধারণ করিবেন সেই হারে তাহাদিগকে ভাতা দেওয়া হইবে।

১৫। ট্রাস্ট পর্যবেক্ষণ কমিটি স্থাপনা

অত্র আইনের ধারা অনুসারে ট্রাস্ট প্রশাসন এবং উহার তহবিল সঠিকভাবে পরিচালনা এবং পর্যবেক্ষণ করিতে সরকার ট্রাস্ট পর্যবেক্ষণ কমিটি নামে একটি কমিটি স্থাপন/প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন।

১৬। ট্রাস্ট পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন:

সরকার কর্তৃক গঠিত ১১ (এগার) জন সদস্যদের মধ্যে ১ (এক) জন চেয়ারম্যান এবং ৬ (ছয়) জন সদস্য নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন বিশিষ্ট পরিচিত ও সম্মানিত নাগরিক এবং ৩ (তিন) জন নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন বিভিন্ন ট্রাস্টের ট্রাস্টীগণের মধ্য হইতে এবং ট্রাস্ট কমিশনার কমিটির সদস্য সচিব হিসাবে কাজ করিবেন। তবে শর্ত এই যে, কমপক্ষে একজন সদস্য হইবেন নারী যিনি বিশিষ্ট পরিচিত, শ্রদ্ধেয় ও দয়ালু বাংলাদেশের নাগরিক।

ব্যাখ্যা:

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বাংলাদেশ সম্প্রদায়ভুক্ত বিশিষ্ট পরিচিত, শ্রদ্ধেয় এবং দয়ালু নাগরিক হিসাবে পরিগণিত হইবেন:

- (ক) বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির যেকোন অনুষদের, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আইন অনুষদের অধ্যাপক; উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।
- (খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সচিবগণ;
- (গ) অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজগণ;
- (ঘ) সরকারি কলেজগুলির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষগণ;
- (২) কমিটির সদস্য নিযুক্ত হওয়ার পর সদস্যগণের নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

১৭। চেয়ারম্যান ও সদস্যদের কার্যকাল

- (১) চেয়ারম্যান স্বীয়পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য বহাল থাকিবেন।

কমিটির প্রত্যেক সদস্য ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন, এবং যদি অন্যভাবে যোগ্যতা সম্পন্ন হন তাহা হইলে তাহার কার্যকালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেও পুনরায় নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন।

- (২) কমিটির চেয়ারম্যান এবং সদস্যের মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও উক্ত শূন্য পদে অন্য কাহাকেও নিয়োগ না করা পর্যন্ত তিনি সেই পদে বহাল থাকিবেন।
- (৩) ট্রাস্টী হিসাবে কোন সদস্যকে কমিটির সদস্য নিয়োগ করা হইলে তিনি যদি ট্রাস্টী না থাকেন অথবা ট্রাস্টী পদ হইতে পদত্যাগ করেন তাহা হইলে সরকার সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাহার পদ শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

১৮। সদস্যদের অপসারণ

- (১) সরকার সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কমিটির চেয়ারম্যান এবং যে কোন সদস্যকে অপসারণ করিতে পারিবেন, যদি তিনি—
- (ক) কমিটির চেয়ারম্যান এবং সদস্য হিসাবে কাজ করিতে অপারগতা প্রকাশ করেন বা কাজ করিতে অক্ষম হইয়া পড়েন;
- (খ) দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হন;
- (গ) ফৌজদারী আদালত কর্তৃক কোন অপরাধের দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছেন বা হন বা ঐরূপ বিষয়ে কোন আদেশ পাইয়াছেন বা প্রাপ্ত হন, এবং ঐরূপ আদেশ যদি সরকারের নিকট কমিটির চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসাবে তাহার কার্য পরিচালনা করা অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়; অথবা
- (ঘ) কমিটির বিনা অনুমতিতে কমিটির তিনটি সভায় উপস্থিতি অনুপস্থিত থাকেন।
- (২) অনুরূপভাবে অপসারিত কোন সদস্যের ক্ষেত্রে সরকার এইরূপ একটি সময় নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবেন যাহার মধ্যে উক্ত অপসারিত ব্যক্তি পুনরায় নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

১৯। সদস্যদের পদত্যাগ

সরকারকে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে কমিটির চেয়ারম্যান অথবা সদস্য পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং উক্ত পদত্যাগপত্র গৃহীত হইলে তাহার পদ শূন্য হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২০। নৈমিত্তিক পদশূন্যতা

যখন কমিটির চেয়ারম্যান বা সদস্যের পদ ১৭ ধারার (৩) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী শূন্য ঘোষিত হয় অথবা ১৮ ধারার অধীনে তাহার অপসারণ কিংবা ১৯ ধারার অধীনে পদত্যাগ অথবা মৃত্যুর কারণে শূন্য হয় তখন ১৬ ধারার পদ্ধতিতে তাহার স্থলে একজন নতুন সদস্য নিয়োগ করা হইবে এবং উক্ত সদস্য ততদিন পদে বহাল থাকিবেন, যতদিন তিনি যে সদস্যের স্থলাভিষিক্ত হইলেন সেই সদস্য অনুরূপ শূন্যতা না ঘটিলে পদে বহাল থাকার অধিকারী হইতেন। তবে শর্ত থাকে যে, কমিটির কোন কার্যই শুধু এই কারণে অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না যে, উক্ত কাজ সম্পাদনকালে কমিটির সদস্য সংখ্যা ১৬ ধারায় উল্লিখিত সদস্য সংখ্যা অপেক্ষা কম ছিল।

২১। কমিটির সভার কোরাম এবং সভাপতি

- (১) কমিটির সভা পরিচালনার নিমিত্তে সভার কোরাম গঠনে অন্ততঃপক্ষে ৬ (ছয়) জন সদস্যকে উপস্থিত থাকিতে হইবে এবং কোরাম পূরণে ব্যর্থ হইলে, চেয়ারম্যান প্রাথমিকভাবে সভা মূলতবী করিবেন এবং প্রত্যেক সদস্যদেরকে নোটিশ দেওয়ার মাধ্যমে সভার জন্য একটি নতুন সময়সূচি ঘোষণা করিবেন।
- (২) কমিটির সকল সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত/একমত হওয়া প্রয়োজন। কোন মতভেদের ক্ষেত্রে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হইবে।
- (৩) চেয়ারম্যান, অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে কমিটির সভায় উপস্থিত একজন সদস্যকে বাছাই করিলে তিনি কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং সমসংখ্যক ভোটের সকল ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান অথবা সদস্যের একটি দ্বিতীয় বা কাস্টিং ভোট থাকিবে।

২২। সদস্যগণের ভ্রমণ ভাতা:

এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের জন্য সভায় উপস্থিত হইতে হইলে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত ন্যূনসঙ্গত হারে সংশ্লিষ্ট কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে ভাতা প্রদান করিতে হইবে।^১

^১ দ্বিতীয় অধ্যায়ের সব “ধারা” নতুনভাবে প্রস্তাব করা হইয়াছে

তৃতীয় অধ্যায় কমিশনার ও কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

২৩। কমিশনারের সাধারণ ক্ষমতা ও কার্যাবলী

এই আইনের বিধানাবলী এবং প্রণীত বিধিসমূহের শর্তে কমিশনারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে—

- (ক) ট্রাস্ট ও ট্রাস্ট-সম্পত্তির প্রকৃতি ও আকার সম্বন্ধে তদন্ত করা ও স্থির করা এবং সময়ে সময়ে ট্রাস্টীগণের নিকট হইতে হিসাব বিবরণী ও তথ্য তলব করা;
- (খ) যে উদ্দেশ্যে এবং যে শ্রেণীর লোকের উপকারার্থে ট্রাস্ট সৃষ্টি করা হইয়াছিল অথবা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা ছিল, সেই উদ্দেশ্যে ট্রাস্ট-সম্পত্তি এবং উহা হইতে অর্জিত আয় নির্বাহ করা হইতেছে কি না তা নিশ্চিত করা;
- (গ) যথাযথভাবে ট্রাস্ট প্রশাসন পরিচালনায় নির্দেশ দেওয়া;
- (ঘ) এই আইনের অধীন তিনি কোন ট্রাস্টের ভার গ্রহণ করিলে কিংবা এই আইনের অধীন নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা, অথবা কর্মচারীদের মাধ্যমে অথবা তাহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিগণের দ্বারা উহা নিজে পরিচালনা করিবেন বা করাইবেন এবং এই জাতীয় সম্পত্তি যথাযথ নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;
- (ঙ) ট্রাস্ট-দলিলে পারিশ্রমিকের বিধান না থাকিলে কোন ট্রাস্টী বা একের অধিক ট্রাস্টীর (ট্রাস্ট ব্যবস্থাপক) বেতন নির্ধারণ করা;
- (চ) তাহার (ট্রাস্টীর) অধীনে কর্মরত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ট্রাস্টের গঠন এবং নিবন্ধনসহ সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা;
- (ছ) বর্তমানে বলবৎ কোন আইন অনুযায়ী কোন ট্রাস্ট-সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হইলে উহার জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত টাকা তিনি নিজে কিংবা নির্দেশ দান করিয়া ট্রাস্টী কর্তৃক যথাযথ বিনিয়োগ করা; এবং
- (জ) সাধারণত ট্রাস্ট যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় কার্য পরিচালনা করিবেন।

২৪। কমিটির সাধারণ ক্ষমতা ও কার্যাবলী

এই আইনের বিধানাবলীসমূহের শর্তে কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলীতে নিম্নলিখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত হইবে—

- (ক) ট্রাস্টী অথবা যে কোন বৈধ কর্তৃপক্ষের নির্দেশের অনুপস্থিতিতে ট্রাস্ট-সম্পত্তির আয়ের কোন অংশ বা অন্য সম্পত্তি ট্রাস্টের কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বণ্টন করা হইবে তাহা ঘোষণা করা; ট্রাস্টের যে কোন উদ্ধৃত আয় কিভাবে ব্যবহৃত হইবে তাহা ঘোষণা করা;
- (খ) কমিশনারের অফিসে হিসাব নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য চিঠি অনুযায়ী অডিট ফার্মসমূহে নিয়োগ করা;

- (গ) ট্রাস্ট দলিলের শর্তাবলীর সহিত অথবা ট্রাস্ট দলিল প্রণেতার ইচ্ছার সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে যথাযথভাবে ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য কর্মসূচিসমূহ যোজন, পরিবর্তন, অথবা পুনঃপরীক্ষা করা; এবং
- (ঘ) এই আইনের দ্বারা বা অধীনে কমিটির উপর ব্যক্তভাবে প্রদত্ত বা অর্পিত অন্য কোন ক্ষমতা ও কার্যাবলী প্রয়োগ ও সম্পাদনা করা।

২৫। কমিশনার এবং কমিটি ট্রাস্টের উদ্দেশ্য সম্পাদন করিবেন, কিন্তু কমিশনার অচল বিধানসমূহ সংশোধন করিতে পারিবেন

এই আইনের অধীন ট্রাস্ট সম্পর্কে তাহাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার এবং কর্তব্য পালন করিবার সময় কমিশনার এবং কমিটি ট্রাস্ট সম্পর্কিত যে কোন প্রথা বা রীতি ট্রাস্ট সৃষ্টিকারীর নির্দেশনানুযায়ী কার্যকর করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাস্ট অথবা সুবিধাভোগীদের উন্নতি বিধানকল্পে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বা সময়ের সহিত চলিতে অক্ষম ট্রাস্ট দলিলের অপ্রচলিত, অকার্যকর বিধান কমিটি সংশোধন/পুনর্বিবেচনা করিতে পারিবে।

২৬। কমিটির সিদ্ধান্ত ইত্যাদির ক্ষেত্রে কমিশনারের ক্ষমতা

- (১) কমিটির সকল সিদ্ধান্ত এবং ব্যবস্থাপনা কমিশনার প্রদত্ত আদেশানুসারে কার্যকর হইবে।
- (২) এই আইন অথবা বিধিসমূহের দ্বারা বা অধীনে কমিটির উপর প্রদত্ত বা অর্পিত যে কোন ক্ষমতা এবং দায়িত্বসমূহ প্রয়োগ এবং সম্পাদনের জন্য সময়ে সময়ে কমিটি কমিশনারকে ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

২৭। ডেপুটি কমিশনার ও সহকারী কমিশনারগণের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

এই আইন অথবা বিধিসমূহের অধীনে যে সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা কমিশনার পালন ও প্রয়োগ করিতে অধিকারী, সেই একইরূপ দায়িত্ব ও ক্ষমতা, সরকার ও কমিশনারের নিয়ন্ত্রণাধীন শর্তে ডেপুটি কমিশনার ও সহকারী কমিশনার তাহা পালন ও প্রয়োগ করিতে পারিবেন, যাহা সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে কমিশনার সরকারি গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশ করিবেন।

২৮। কতিপয় ক্ষেত্রে ট্রাস্টীয় অপসারণ এবং বিশ্বাসভঙ্গের জন্য তাহার দায়-দায়িত্ব

- (১) এই আইনের যে কোন স্থানে অথবা বর্তমান বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, কমিশনার স্বেচ্ছায় অথবা অন্য কোন ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাস্টীকে অপসারণ করিতে পারেন।
 - (ক) বিশ্বাস ভঙ্গ, অব্যবস্থাপনা, অবৈধ কার্যকলাপ অথবা অবৈধ আত্মসাতের জন্য;
 - (খ) ট্রাস্টীর কোন কাজের দরুন ট্রাস্ট সম্পত্তির ক্ষতি হইলে অথবা যথাযথ ট্রাস্ট ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ বা সংরক্ষণে প্রভাব পড়িলে; অথবা
 - (গ) যদি বর্তমানের ট্রাস্টী অনুপযুক্ত, অযোগ্য অমনোযোগী অথবা অন্য কোনভাবে অবাঞ্ছিত দৃষ্ট হয়:

তবে শর্ত এই যে, তাহাকে শুনানীর সুযোগ না দিয়া কোন ট্রাস্টীকে অপসারণের এইরূপ আদেশ দেওয়া যাইবে না।

- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ট্রাস্টী এইরূপ আদেশ জানিবার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে এইরূপ আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত এই যে, (৪) উপ-ধারার অধীন নিযুক্ত নতুন ট্রাস্টীর নিকট ট্রাস্টের দায়িত্ব তুলিয়া না দেওয়া পর্যন্ত (১) উপ-ধারার প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না।

- (৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী জেলা জজ প্রদত্ত আপীলের আদেশের বিরুদ্ধে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে হাইকোর্টে রিভিশন দায়ের করা যাইবে, হাইকোর্টের আদেশই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

- (৪) যখন কোন ট্রাস্টী অপসারিত হন বা পদত্যাগ করেন ও তাহা গৃহীত হয় অথবা মৃত্যুবরণ করেন, সেক্ষেত্রে কমিশনার একজন নতুন ট্রাস্টী নিয়োগ করিবেন এবং কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে বিদায়ী ট্রাস্টী নতুন ট্রাস্টীর নিকট ট্রাস্ট সম্পত্তির ক্যাশ ও সকল কাগজপত্রসহ ট্রাস্ট সম্পত্তি ও উহার ব্যবস্থাপনা বুঝাইয়া দিবেন।

- (৫) যদি কোন বিদায়ী ট্রাস্টী ব্যর্থ হন বা উপ-ধারা (৪) এর বিধান অনুযায়ী ক্যাশ ও কাগজপত্রসহ ট্রাস্ট সম্পত্তির দায়িত্ব ও ব্যবস্থাপনা নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ট্রাস্টীর নিকট বুঝাইয়া দিতে অঙ্গীকার করেন তাহা হইলে যে জেলায় ট্রাস্ট সম্পত্তি বিদ্যমান বা যে জেলায় ট্রাস্ট সম্পত্তির মুখ্য অংশ বিদ্যমান সেই জেলার ডেপুটি কমিশনারের নিকট নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ট্রাস্টী অথবা কমিশনার আবেদন করিবেন, ডেপুটি কমিশনার যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করা সমীচীন বলিয়া মনে করিবেন ততটুকু প্রয়োগ করিয়া বিদায়ী ট্রাস্টীকে ট্রাস্ট সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করিবেন ও ট্রাস্ট সম্পত্তির ক্যাশ ও কাগজপত্রসহ দখল নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ট্রাস্টী বা কমিশনার, যেরূপ প্রয়োজ্য, তাহার নিকট বুঝাইয়া দিবেন।

- (৬) যখন কোন ট্রাস্টী বিশ্বাস ভঙ্গ করেন অথবা ট্রাস্ট সম্পত্তির ক্ষতি করিয়া কোন কাজ করেন, তখন তিনি ট্রাস্ট সম্পত্তির অথবা উহার স্বত্ব ভোগীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবার জন্য দায়ী থাকিবেন।

২৯। ট্রাস্ট দলিলের মধ্যে ট্রাস্ট সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কমিশনারের ক্ষমতা

এই আইনের অন্য কোন স্থানে বা বর্তমান বলবৎ অন্য যে কোন আইনে বা ট্রাস্ট-দলিলে বা কোন চুক্তিপত্রে যাহাই থাকুক না কেন কমিশনার প্রয়োজন মনে করিলে কমিটির অনুমোদনক্রমে ট্রাস্টের উন্নতি ও সুবিধার জন্য ট্রাস্ট সম্পত্তির যে কোন অংশ বিক্রয়, বন্ধক, বিনিময় বা ইজারার মাধ্যমে হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

৩০। কমিশনার ট্রাস্ট-সম্পত্তি গ্রহণ করিতে পারেন

- (১) এই আইনের অন্যত্র বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনের বা কোন আদালতের কোন ডিক্রি বা আদেশে অথবা কোন দলিল বা দস্তাবেজে যাহাই থাকুক না কেন, কমিশনার কমিটির অনুমোদনক্রমে সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উদাহরণস্বরূপ যেক্ষেত্রে ট্রাস্টীদের মধ্যে ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা বা অব্যবস্থাপনার মধ্যে কোন সিদ্ধান্ত এবং তর্কের জন্ম হয় সেইক্ষেত্রে কোন ট্রাস্ট অথবা ট্রাস্ট-সম্পত্তির প্রশাসন, নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন।

- (২) উপ-ধারা (১) মোতাবেক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর যথাশীঘ্র সম্ভব কমিশনার ট্রাস্ট-সম্পত্তির এবং তৎসংক্রান্ত টাকা ও যাবতীয় কাগজপত্র নির্ধারিত তারিখেই অর্পণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট ট্রাস্ট-সম্পত্তির

ট্রাস্টীর প্রতি নোটিশ জারি করাইবেন এবং ট্রাস্টী যদি নির্ধারিত সময়ে তাহা বুঝাইয়া দিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে কমিশনার যেখানে ট্রাস্ট-সম্পত্তি অথবা ট্রাস্ট সম্পত্তির মুখ্য অংশ অবস্থিত জেলার ডেপুটি কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন, যিনি (ডেপুটি কমিশনার) ট্রাস্টীকে প্রয়োজনে বল প্রয়োগ করিয়া উচ্ছেদ করিয়া ট্রাস্ট-সম্পত্তির দখল কমিশনারের নিকট অর্পণ করিবেন।

- (৩) উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুযায়ী গৃহীত ট্রাস্ট সম্পত্তি কমিশনার তাহার অধস্তন কোন কর্মকর্তা অথবা একজন প্রতিনিধি অথবা ট্রাস্টী অথবা যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহা হইলে পরিচালনা কমিটি নিয়োগ করিয়া পরিচালনা করিতে পারিবেন।
- (৪) (৩) উপ-ধারার বিধানাবলীর অধীনে ব্যবস্থাপনা কমিটি নিযুক্ত হইলে উহার সদস্যগণের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ট্রাস্ট-সম্পত্তির ট্রাস্টী, ব্যবস্থাপক, যদি থাকেন এবং উপজেলায়, ডেপুটি কমিশনার বা তাহার প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত হইবেন এবং কমিটির সদস্যগণের মধ্য হইতে কমিশনার কর্তৃক নিয়োগকৃত অনুরূপ প্রত্যেকটি কমিটির চেয়ারম্যান ও সাদৃশ্য নিযুক্ত হইবেন।
- (৫) উপ-ধারার (১) অধীন কমিশনার কর্তৃক গৃহীত কোন ট্রাস্ট-সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার জন্য (৩) উপ-ধারার অধীন নিযুক্ত কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি বা ব্যবস্থাপনা কমিটি কমিশনারের অনুমোদন সাপেক্ষে যতদূর সম্ভব ট্রাস্ট সৃষ্টিকারীর ইচ্ছার সহিত এবং ট্রাস্টের শর্তাবলীর সহিত সম্পাদনা রাখিয়া এবং এই আইনের বিধানাবলী অনুসারে পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন। তবে এই পরিকল্পনা কমিশনারের অনুমোদন সাপেক্ষে হইতে হইবে এবং তিনি প্রয়োজন মনে করিলে এই পরিকল্পনা বা কর্মসূচি সংশোধন করিতে পারিবেন।
- (৬) কমিশনার (১) উপ-ধারার অধীন গৃহীত কোন ট্রাস্ট সম্পত্তির ক্ষেত্রে তৎকর্তৃক একটি পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন এবং প্রশাসন ও তদউদ্দেশ্যে তাহার ব্যবস্থাপনা খরচসহ উক্ত সম্পত্তির আয় ও ব্যয়ের হিসাব রাখিবেন এবং কমিশনার কর্তৃক তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন ও ব্যবস্থাপনাধীন অনুরূপ সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রাপ্ত ও আদায়কৃত সকল অর্থ ট্রাস্ট তহবিলে জমা হইবে।

৩১। কমিশনারের আদেশ অথবা বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে দরখাস্ত ও আপীল

- (১) উক্ত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা যদি ট্রাস্টী/ট্রাস্টীগণ সংক্ষুব্ধ হন, তাহা হইলে এইরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের অথবা অনুরূপ আদেশ প্রদানের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে, উক্ত ট্রাস্ট সম্পত্তি বা উহার অংশ বিশেষের উপর এখতিয়ার সম্পন্ন জেলা জজের নিকট এই মর্মে ঘোষণা প্রদানের জন্য আবেদন পেশ করিতে পারিবেন যে,
- (ক) উক্ত সম্পত্তি ট্রাস্ট সম্পত্তি নহে, অথবা
- (খ) সম্পত্তিটির আবেদনে বর্ণিত সীমায় ট্রাস্ট-সম্পত্তি, এবং
- (গ) যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়া কমিশনার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছে বিধায় উক্ত বিজ্ঞপ্তি বাতিল হইবে।

তবে শর্ত হইল যে, (২) উপ-ধারার অধীনে যতক্ষণ না আবেদনকারী কমিশনারকে দায়িত্ব অর্পণ করিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত জেলা জজ কোন আবেদনই আমলে নিবেন না।

- (২) জেলা জজ পক্ষগণের বক্তব্য শুনবার পর যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ আদেশ দান করিতে পারিবেন। অথবা তিনি যদি মনে করেন যে, উক্ত আবেদন অযথা বিরক্তি বা বিলম্ব করিবার উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে তাহা হইলে তিনি কোন সাক্ষীকে হাজির হইতে বা কোন দলিল পেশ করিতে বাধ্য করিবার জন্য বা পরোয়ানা ইস্যু করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন এবং আবেদনটি সরাসরি খারিজ করিয়া দিতে পারিবেন।

(৩) (২) উপ-ধারার অধীনে জেলা জজের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ যে কোন ব্যক্তি অনুরূপ সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদানের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৪) জেলা জজের সিদ্ধান্ত, অথবা আপীলের ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩২। অধীনস্থ কর্মকর্তা, অথবা অন্যান্যদের মাধ্যমে ক্ষমতা প্রয়োগ

এই উদ্দেশ্যে প্রণীত কোন বিধির শর্ত সাপেক্ষে, কমিশনার অত্র আইন দ্বারা তাহার উপর ন্যস্ত ক্ষমতার যে কোনটি সংশ্লিষ্ট ট্রাস্ট সম্পত্তি যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলার সেই জেলার অধীনস্থ কর্মকর্তার মাধ্যমে অথবা তাহার দ্বারা এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং তাহার কোন ক্ষমতা সময়ে সময়ে অনুরূপ অধীনস্থ কর্মকর্তা বা উপরিউক্ত অন্যান্য ব্যক্তিকে অর্পণ করিতে পারিবেন এবং যে কোন সময় এইরূপ প্রতিনিধি নিয়োগ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

৩৩। হিসাব নিরীক্ষা অথবা তদন্তের জন্য দরখাস্ত

ট্রাস্টের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তি ট্রাস্টের প্রশাসন সম্পর্কে তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য অথবা ট্রাস্টের হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য হলফনামা দ্বারা সমর্থিত দরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং কমিশনার উক্ত দরখাস্ত পাওয়ার পর হলফনামায় বর্ণিত তথ্যাদির সত্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইয়া যদি তাহার বিশ্বাস করিবার মত যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে পরিচালিত হইতেছে না তাহা হইলে তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার জন্য যে আবেদন করিবার জন্য যে আবেদন করা হইবে তাহা অনুরূপ আবেদনের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের অধিককাল পূর্ববর্তী কোন সময়ের হিসাব সম্পর্কে করা যাইবে না এবং তাহাছাড়া বিরক্তি উৎপাদক কোন দরখাস্তও করা যাইবে না।

৩৪। এই আইনের অধীন হিসাব-নিরীক্ষা ও তদন্তের ক্ষেত্রে কমিশনারের ক্ষমতা

(১) ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধির অধীনে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতার অনুরূপ অত্র আইনের অধীনে কোন তদন্তের উদ্দেশ্যে কমিশনার সমনজারী, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাক্ষীগণকে হাজির হইতে বাধ্য করিবার, তাহাদেরকে পরীক্ষা করিবার, দলিলপত্র দাখিলের জন্য বাধ্য করিবার এবং সাক্ষীদের পরীক্ষার করিবার জন্য কমিশন ইস্যু করিবার ক্ষমতার অধিকারী থাকিবেন।

(২) কমিশনার দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারার বিধান অনুযায়ী একজন সরকারি কর্মচারী এবং ১৮৯৮ সনের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯৫ ধারা ও ৩৫ অধ্যায়ের বিধান অনুযায়ী দেওয়ানী আদালত হিসাবে গণ্য হইবেন।

৩৫। অব্যবস্থাপনা হইতে ট্রাস্টকে রক্ষাকরণ

অত্র আইনের ৩৪ ধারা মোতাবেক তদন্তকার্য অনুষ্ঠানের পর কমিশনার যদি মনে করেন যে, ট্রাস্ট-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় এমন অব্যবস্থাপনা হইয়াছে যাহার ফলে উক্ত ট্রাস্ট-সম্পত্তির অথবা উহার স্বার্থভোগীদের স্বার্থ রক্ষার্থে উহার উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান প্রয়োজন, তাহা হইলে ৩৩ ধারার বিধানানুসারে নিজে উহার পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে পারিবেন অথবা তিনি যেরূপ

উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উক্ত ট্রাস্ট সম্পত্তি এই আইনের কোন বিধানাবলীর আওতাভুক্ত করিতে পারিবেন।

৩৬। নির্দেশনার জন্য ট্রাস্টীর আবেদনের ক্ষমতা

(১) যে কোন ট্রাস্টী ট্রাস্ট সম্পত্তি বা উহার ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসন সংক্রান্ত কোন প্রশ্নে বা ট্রাস্ট-দলিলের কোন বিষয়ের ব্যাখ্যাকরণের জন্য কমিশনারের নিকট তাহার মতামত, উপদেশ বা নির্দেশের জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং কমিশনার উক্ত বিষয়াদি সম্পর্কে তাহার অভিমত, উপদেশ বা নির্দেশ দিবেন।

তবে শর্ত এই যে, কমিশনার যদি যথোপযুক্তভাবে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটির নিষ্পত্তি করিতে না পারেন, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট এখতিয়ারভুক্ত এলাকার জেলা জজের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করিতে পারিবেন এবং অতঃপর ট্রাস্টী যদি অনুরূপ আদালতে আবেদন করেন তবে আদালত উপ-ধারা (২) ও (৩) অনুযায়ী উক্ত ব্যাপারে অভিমত, উপদেশ বা নির্দেশ দিবেন।

(২) (১) উপ-ধারা মোতাবেক আবেদন পাওয়ার পর কমিশনার অবিলম্বে উহার উপর তাহার অভিমত, পরামর্শ বা নির্দেশদান করিবেন, অথবা দরখাস্তের শুনানীর জন্য তারিখ নির্ধারণ করিবেন, এবং উহার একটি অনুলিপি ও তৎসহ উক্ত নির্ধারিত তারিখ সম্পর্কে ট্রাস্টের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের উপর নোটিশ জারী করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

অথবা তিনি যেকোন উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ তথ্য প্রকাশ করিবেন।

(৩) (২) উপ-ধারার অধীন নির্ধারিত কোন তারিখে অথবা শুনানী মূলতবী থাকিলে পরবর্তী যে কোন তারিখে কমিশনার তাহার অভিমত, উপদেশ বা নির্দেশ প্রদানের পূর্বে দরখাস্ত সম্পর্কে উপস্থিত সকল ব্যক্তিদের বক্তব্য পেশ করিবার জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দান করিবেন।

(৪) প্রত্যেক ট্রাস্টী, যিনি কমিশনার বা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত মতামত, পরামর্শ বা নির্দেশ মতে কর্ম পরিচালনা করিতেছেন, ধরিয়া নেওয়া হইবে যে তাহার নিকট দামিনী দরখাস্তের বিষয়বস্তু তিনি যতদূর সম্ভব তাহার দায়িত্ব অনুযায়ী সম্ভব করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি ট্রাস্টী উক্তরূপ মতামত, উপদেশ বা নির্দেশ/মতামত বা আদেশ প্রত্যারণা অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে সত্য গোপন করিয়া আনিয়াছেন বলিয়া দোষী সাব্যস্ত হন তাহা হইলে ঐরূপ মতামত, উপদেশ বা নির্দেশ/মতামত বা আদেশ অনুযায়ী কাজ করিয়াছেন বলিয়া তিনি কোনরূপ দায়মুক্তী পাইবেন না।

৩৭। সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টি

সরকার বা যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রাপ্য খাজনা, দর এবং কর পরিশোধের জন্য বিধান প্রণয়নের জন্য কমিশনার যেকোন উপযুক্ত মনে করেন ট্রাস্ট-সম্পত্তির আয় হইতে তিনি একটি সংরক্ষিত তহবিল গঠন ও সংরক্ষণের নির্দেশ দান করিতে পারিবেন না।

৩৮। ট্রাস্টীর বাকী ফেলা দেনা পরিশোধের ক্ষমতা

(১) সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর, খাজনা এবং দর প্রদান করিতে কোন ট্রাস্টী অস্বীকার করিলে অথবা প্রদান না করিলে সেক্ষেত্রে কমিশনার ট্রাস্ট তহবিল হইতে তাহা পরিশোধ করিতে পারিবেন এবং

পরবর্তীকালে ট্রাস্ট সম্পত্তি হইতে আদায়ের জন্য কার্য ধারা গ্রহণ করিবেন এবং ট্রাস্টীর নিকট পাওনার উপর শতকরা সাড়ে বারো টাকা হারে ক্ষতিপূরণও আদায় করিতে পারিবেন।

(২) (১) উপ-ধারার অধীন প্রাপ্য যে কোন অর্থ ১৯১৩ সনের সরকারি পাওনা আদায় আইনের অধীন সরকারি পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৩৯। কতিপয় ক্ষেত্রে ট্রাস্টী নিয়োগের ক্ষমতা

কোন ট্রাস্টে ট্রাস্টী না থাকিলে, অথবা কমিশনারের বিবেচনায় ট্রাস্ট-দলিলের শর্তানুসারে ট্রাস্টী নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকিলে, অথবা ট্রাস্টী পদের উত্তরাধিকারী ব্যক্তি নাবালক, মস্তিষ্ক বিকৃতি অথবা কোন আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হয় সেখানে কমিশনার উপযুক্ত মনে করিলে ট্রাস্ট-সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে নোটিশ দিয়া কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একজন ট্রাস্টী নিয়োগ করিতে পারিবেন। অনুরূপ নিয়োগ দ্বারা সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে জেলা জজের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন এবং জেলা জজের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪০। সরকারি ট্রাস্টী নিয়োগ

এই আইনের বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে অথবা যে কোন দলিলে বা দস্তাবেজে যাহাই বলা থাকুক না কেন ট্রাস্ট সম্পত্তি এবং উহার সহিত সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনবোধে ট্রাস্ট কমিশনার কমিটির অনুমোদনক্রমে পারিশ্রমিক ও অন্যান্য বিষয়ে যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ শর্তাবলী সাপেক্ষে সরকারি ট্রাস্টী নিয়োগ করিতে পারিবেন।

৪১। রেকর্ড পরিদর্শন ও উহার নকল মঞ্জুরী

(১) কমিশনার নির্ধারিত ফি এবং শর্তাধীনে তাহার অফিসের কার্যবিবরণী অথবা অন্যান্য রেকর্ড পরিদর্শন ও উহাদের নকল সংগ্রহের অনুমতি প্রদান করিতে পারেন। নকলসমূহ কমিশনার কর্তৃক অথবা তদুদ্দেশ্যে কমিশনার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক ১৮৭২ সনের ৭৬ ধারায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যায়িত হইবে।

(২) ট্রাস্টের যে কোন সুবিধাভোগী কমিশনারের অনুমতিক্রমে ট্রাস্ট সংক্রান্ত কার্যবিবরণী বা অন্যান্য রেকর্ড পরিদর্শন করিতে এবং উহাদের অনুলিপি/নকল সংগ্রহ করায় অধিকারী হইবেন।

(৩) কমিশনার তাহার নিজ বিবেচনা মতে কোন আগন্তুককে ট্রাস্ট সংক্রান্ত কার্যবিবরণী অথবা অন্যান্য রেকর্ডসমূহ পরিদর্শন ও উহাদের অনুলিপি/নকল সংগ্রহের অনুমতি প্রদান করিতে পারেন।

৪২। কোন কার্য-সম্পাদনের জন্য সময়সীমা বর্ধিতকরণ

অত্র আইন দ্বারা বা উহার অধীনে যে কাজ করা প্রয়োজন বা করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পাদন করিবার জন্য সময়সীমা কমিশনার সময়ে সময়ে বর্ধিত করিতে পারিবেন।

• তৃতীয় অধ্যায়ের সব “ধারা” নতুনভাবে প্রস্তাব করা হইয়াছে

চতুর্থ অধ্যায়

ট্রাস্ট সৃষ্টি

৪৩। আইন সম্মত উদ্দেশ্যে

যে কোন আইন সম্মত উদ্দেশ্যে ট্রাস্ট সৃষ্টি করা যাইবে। ট্রাস্টের উদ্দেশ্য আইনসম্মত হইবে যদি না উহা (ক) আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়। অথবা (খ) এমন প্রকৃতির হয় যে, যদি অনুমোদন দেয়া হয়, তাহা হইলে উহা অন্য যে কোন বিধানকে বিফল করিয়া দিতে পারে অথবা (গ) প্রতারণাপূর্ণ হয়, অথবা (ঘ) অন্যের শরীর বা সম্পত্তির অনিষ্ট বা অনিষ্টের সহিত জড়িত থাকে। অথবা (ঙ) নৈতিকতা বিরোধী বা সরকারি নীতি বিরোধী বলিয়া আদালত মনে করে। অথবা (চ) উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করিতে অসম্ভব হয়। ট্রাস্টের উদ্দেশ্য আইন সম্মত নয় তাহা বাতিল। এবং কোন ট্রাস্ট যদি দুইটি উদ্দেশ্যে করা হয়, যাহার মধ্যে একটির উদ্দেশ্য আইনসম্মত এবং অপরটি আইনসম্মত না হয়, এবং উদ্দেশ্য দুইটিকে যদি পরস্পর হইতে পৃথক করা না যায়, তাহা হইলে সমগ্র ট্রাস্টই বাতিল হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা: এই ধারায় “আইন” বলিতে, ট্রাস্ট সম্পত্তি যেখানে স্থাবর সম্পত্তি বিদেশে অবস্থিত সেখানে সেই দেশের আইন প্রযোজ্য হইবে।

উদাহরণ

- (ক) ‘ক’ ট্রাস্টের মাধ্যমে ‘খ’ কে এই উদ্দেশ্যে সম্পত্তি প্রদান করে যে, সে উক্ত সম্পত্তির মুনাফা দ্বারা কুড়াইয়া খাওয়া অজ্ঞাত পরিচয় নারী শিশুকে বেশ্যা হিসাবে প্রশিক্ষিত করিবার কাজে ব্যয় করিবে। এই ট্রাস্ট বাতিল।
- (খ) ‘ক’ উইল করিয়া এই উদ্দেশ্যে ‘খ’ কে ট্রাস্টের মাধ্যমে সম্পত্তি প্রদান করে যে, সে উক্ত সম্পত্তি চোরা কারবারের ব্যবসা পরিচালনার কাজে নিয়োজিত করিবে এবং উহা হইতে অর্জিত মুনাফা দ্বারা ‘ক’ এর সন্তান-সন্ততি প্রতিপালন করিবে। এই ট্রাস্ট বাতিল।
- (গ) দেউলিয়া অবস্থায় থাকার সময় ‘ক’ তাহার সম্পত্তি তাহার জীবিত থাকাকালের জন্য এবং তাহার মৃত্যুর পর ‘খ’-এর জন্য ‘খ’-এর নিকট ট্রাস্টের মাধ্যমে হস্তান্তর করে। ‘ক’-কে দেউলিয়া ঘোষণা করা হইল। ঋণদাতার বিপক্ষে ‘ক’-এর জন্য ট্রাস্ট অসিদ্ধ হইবে।

৪৪। স্থাবর সম্পত্তির ট্রাস্ট:

স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে কোন ট্রাস্টই বৈধ মর্মে ঘোষিত হইবে না যদি না তাহা ইচ্ছাপত্র ব্যতীত ট্রাস্ট প্রবর্তক বা ট্রাস্টী কর্তৃক লিখিত, দস্তখতকৃত ও নিবন্ধনকৃত না হয় অথবা ট্রাস্ট প্রবর্তক বা ট্রাস্টী কর্তৃক উইল (ইচ্ছাপত্র) দ্বারা না হইয়া থাকে।

অস্থাবর সম্পত্তি ট্রাস্ট:

উপরোল্লিখিতভাবে ঘোষণা করা না হইলে, অথবা সম্পত্তির মালিকানা ট্রাস্টীর নিকট স্থানান্তর করা না হইলে অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন ট্রাস্ট বৈধ হইবে না। কোন প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যে এই বিধানগুলি প্রয়োগ করা হইলে উহা কার্যকর হইবে না।

৪৫। ট্রাস্ট সৃষ্টি

৪৪ ধারার বিধান সাপেক্ষে, একটা ট্রাস্ট সৃষ্টি হয় তখন, যখন ট্রাস্ট প্রবর্তক (ক) তাহার পক্ষ হইতে ট্রাস্ট সৃষ্টির ইচ্ছা (খ) ট্রাস্টের উদ্দেশ্য, (গ) লাভভোগী, এবং (ঘ) ট্রাস্ট সম্পত্তি, সম্পর্কে যুক্তিযুক্ত নিশ্চয়তার

সহিত কোন কথা বা কাজের দ্বারা নির্দেশ প্রদান করেন এবং (উইল করিয়া ট্রাস্ট ঘোষণা করা না হইলে অথবা ট্রাস্ট প্রবর্তক নিজেই ট্রাস্টী না হইলে) ট্রাস্টীর নিকট ট্রাস্ট-সম্পত্তি হস্তান্তর করেন।

উদাহরণ

- (ক) ‘ক’ পূর্ণ আস্থা পোষণ করিয়া তাহার নির্দিষ্ট সম্পত্তি ‘খ’ কে উইল করিয়া দেয় যে, সে ‘গ’-এর কল্যাণে উহা ব্যবহার করিবে। ‘ক’ এবং ‘গ’ এর মধ্যে ট্রাস্ট সৃষ্টি হইল।
- (খ) ‘ক’ তাহার নির্দিষ্ট সম্পত্তি এই আশা পোষণ করিয়া ‘খ’-কে উইল করিয়া দেয় সে পরিবারের কাজে উহার ব্যবহার অব্যাহত রাখিবে। এই কাজের মাধ্যমে কোন ট্রাস্ট সৃষ্টি হইল না, কারণ ইহাতে যুক্তিযুক্ত নিশ্চয়তা দ্বারা লাভভোগীদের নির্দিষ্ট করিয়া হয় নাই।
- (গ) ‘ক’ তাহার নির্দিষ্ট সম্পত্তি ‘খ’-কে এই মর্মে অনুরোধ করিয়া উইল করিয়া দেয় যে, সে ‘গ’ এর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যাহাদের যোগ্য বলিয়া মনে করিবে তাহাদের মধ্যে উক্ত সম্পত্তি বিতরণ করিয়া দিবে। এই কাজ দ্বারা ট্রাস্ট সৃষ্টি হইল না, কারণ ইহাতে যুক্তিযুক্ত নিশ্চয়তা দ্বারা লাভভোগীদের নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই।
- (ঘ) ‘ক’ তাহার নির্দিষ্ট সম্পত্তি এই ইচ্ছা পোষণ করিয়া ‘খ’-কে উইল করিয়া দেয় যে, সে উক্ত সম্পত্তির অধিকাংশই ‘গ’-এর সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবে। এই কাজ দ্বারা ট্রাস্ট সৃষ্টি হইল না, কারণ যথেষ্ট নিশ্চয়তার সহিত ট্রাস্ট সম্পত্তির সুবিধাভোগীদের নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই।
- (ঙ) ‘ক’ এই শর্তে ‘খ’ কে একটি দোকান এবং ব্যবসায়ের মালামাল উইল করিয়া দেয় যে, সে ‘ক’ এর ঋণ পরিশোধ করিবে এবং ‘গ’-কে উত্তরাধিকার প্রদান করিবেন। ইহা হইল একটি শর্ত, ইহা ক-এর ঋণদাতা এবং গ এর মধ্যে ট্রাস্ট নয়।

৪৬। কে ট্রাস্ট সৃষ্টি করিতে পারে

ট্রাস্ট সৃষ্টি করা যাইবে—

- (ক) চুক্তি করিবার যোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তি দ্বারা; এবং
- (খ) কোন অপ্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা বা তাহার পক্ষে আদিম এখতিয়ারের প্রধান দেওয়ানী আদালতের অনুমতি দ্বারা;

কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে ঘটনা ও ইহার ব্যক্তি সম্পর্কিত সাময়িকভাবে প্রচলিত আইন এবং যাহার দ্বারা ট্রাস্ট প্রবর্তক ট্রাস্ট সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারে; সেই আইনের অধীন হইবে।

৪৭। ট্রাস্টের বিষয়

ট্রাস্টের বিষয়বস্তু অবশ্যই লাভভোগীর নিকট হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি হইতে হইবে। বিদ্যমান ট্রাস্টের অধীন ইহা শুধু লাভজনক এইরূপ স্বার্থ হইবে না।

৪৮। কে লাভভোগী হইতে পারে

সম্পত্তি ধারণ করিতে সমর্থ এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই লাভভোগী হইতে পারে।

লাভভোগীর ত্যাগ

ট্রাস্টের অধীনে কোন প্রস্তাবিত সুবিধাভোগী ট্রাস্টীকে সম্বোধন করিয়া অথবা কোন দাবী ট্রাস্টের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ মর্মে প্রতিস্থাপন (setting up) করিয়া দাবী পরিত্যাগ করিতে পারেন।

৪৯। কে ট্রাস্টী হইতে পারে

সম্পত্তি ধারণ করিবার যোগ্য এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই ট্রাস্টী হইতে পারে; তবে, সুবিবেচনা প্রয়োগ করিবার সহিত সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি চুক্তি করার যোগ্য না হইলে সে উহা কার্যকর করিতে পারিবে না, কোন ব্যক্তিই ট্রাস্ট গ্রহণে বাধ্য নয়।

৫০। কেউ ট্রাস্ট গ্রহণে বাধ্য নয়

কোন ব্যক্তিই ট্রাস্ট গ্রহণে বাধ্য নয়।

৫১। ট্রাস্ট গ্রহণ

যুক্তিগ্রাহ্য নিশ্চয়তাসহ, ট্রাস্টীয় কোন কথা বা কার্যের দ্বারা ট্রাস্ট গ্রহণের ইঙ্গিত থাকিলে ট্রাস্ট গৃহীত হইবে।

৫২। ট্রাস্টের দাবীত্যাগ

ট্রাস্ট গ্রহণের পরিবর্তে অভিপ্রেত ট্রাস্টী যুক্তিগ্রাহ্য সময়ের মধ্যে ট্রাস্টের দাবী ত্যাগ করিতে পারে এবং অনুরূপ দাবী ত্যাগ তাহার উপর ট্রাস্ট-সম্পত্তির দায়িত্ব ন্যস্ত করাকে বারিত করিবে।

[একজন নিয়োগকৃত ট্রাস্টী, যে তাহার পদে বিষয়ে সচেতন হওয়ার পর যুক্তিযুক্ত সময়ে ট্রাস্টীর পদ গ্রহণ করিল না। সেই ব্যক্তি ট্রাস্টীশীপ দাবী ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।]

দুই বা ততোধিক সহ-ট্রাস্টীর মধ্যে একজন দাবী ত্যাগ করিলে অপর এক বা একাধিক ব্যক্তির উপর ট্রাস্ট-সম্পত্তি ন্যস্ত হইবে এবং ট্রাস্ট সৃষ্টির তারিখ হইতে তিনি বা তাহারা একমাত্র একক বা একাধিক ট্রাস্টী হিসাবে গণ্য হইবে।

[‘যুক্তিযুক্ত সময় বলিতে ট্রাস্ট সৃষ্টির তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত সময়কে বুঝাইবে।’]

১ প্রস্তাবিত

২ প্রস্তাবিত

ব্যাখ্যা:

উদাহরণ:

- (ক) ‘ক’ তাহার ট্রাস্টী হিসাবে ‘ঘ’-এর জন্য ‘খ’ এবং ‘গ’-কে নির্দিষ্ট সম্পত্তি উইল করিয়া দেয়। ‘খ’ এবং ‘গ’ ‘ক’ এর উইল প্রমাণ করিল। ইহা ট্রাস্ট গ্রহণ, এবং ‘ঘ’-এর জন্য ‘খ’ এবং ‘গ’ ট্রাস্ট হিসাবে সম্পত্তি রাখিল।
- (খ) ‘ক’ তাহার নির্দিষ্ট সম্পত্তি ‘খ’-এর নিকট ট্রাস্টের মাধ্যমে হস্তান্তর করিল যে, সে উহা বিক্রয় করিয়া লাভের অর্থ দিয়া ‘ক’-এর ঋণ পরিশোধ করিবে। ‘খ’ ট্রাস্ট গ্রহণ করিয়া সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দেয় ‘খ’ এর ক্ষেত্রে বলা যায় ‘ক’-এর ঋণদাতাদের আয়ের জন্য ট্রাস্ট করা হইয়াছে।
- (গ) নির্দিষ্ট ট্রাস্ট সমূহের উপর ‘ক’ ১০০০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ‘খ’-কে উইল করিয়া, তাহাকে অছি নিয়োগ করেন। ‘খ’ সাধারণ সম্পত্তি হইতে ১০০০০০/- (এক লক্ষ) টাকা পৃথক করিয়া নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য রাখিয়া দিল। ইহা ট্রাস্ট গ্রহণ।

পঞ্চম অধ্যায়

ট্রাস্টীর কর্তব্য ও দায়িত্ব

৫৩। ট্রাস্টীকে ট্রাস্ট কার্যকারী করিতে হইবে

ট্রাস্টীর পদ গ্রহণের পর, ট্রাস্টী এই আইনের শর্ত ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী এবং লাভ ভোগীর স্বার্থ অনুযায়ী সরল বিশ্বাসে ট্রাস্ট পরিচালনা করিবে। সে অথবা তিনি (ট্রাস্টী) ট্রাস্টের সকল তথ্য অর্থাৎ ট্রাস্টের গঠন, নিবন্ধন এবং কার্যক্রম কমিশনারকে জানাইবে।^{১১}

ট্রাস্টের উদ্দেশ্য পূরণ করিতে এবং চুক্তি করিবার যোগ্য সকল লাভভোগীর সম্মতিক্রমে সংশোধন ব্যতীত ট্রাস্ট সৃষ্টির সময় ট্রাস্ট প্রবর্তকের নির্দেশ পালন করিতে ট্রাস্টী বাধ্য থাকিবে।

লাভভোগী চুক্তি সম্পাদন করিবার অযোগ্য হইলে, [যেই এলাকায় সম্পত্তি অবস্থিত অর্থাৎ যেইখানে সমস্ত ট্রাস্ট-সম্পত্তি অথবা ট্রাস্ট-সম্পত্তির একটি বড় অংশে শুনানী অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে সেই জেলার জেলা আদালত অথবা পারিবারিক আদালতে,^{১২} এই ধারার উদ্দেশ্যে, তাহার সম্মতি দিতে পারিবেন।

কোন নির্দেশ পালন অবাস্তব, অবৈধ বা লাভভোগীর জন্য দৃশ্যত ক্ষতিকর হইলে এই ধারার কোন কিছুই ট্রাস্টীকে পালন করিতে বলা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

ব্যাখ্যা:

বিপরীত কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করা না হইলে ঋণ পরিশোধের জন্য ট্রাস্টের উদ্দেশ্য হইবে (ক) ট্রাস্ট প্রবর্তকের শুধু বর্তমান ঋণ পরিশোধ এবং ট্রাস্ট দলিল সম্পাদনের তারিখে যাহা আদায় করা যাইবে অথবা অনুরূপ দলিল উইল হইলে তাহার মৃত্যুর তারিখে, এবং (খ) সুদহীন ঋণের ক্ষেত্রে সুদ ছাড়াই অনুরূপ অর্থ পরিশোধ।

উদাহরণ:

(ক) ট্রাস্টী ‘ক’ কে পাবলিক নিলামে নির্দিষ্ট জমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইল। ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে সে উক্ত জমি বিক্রয় করিতে পারে না।

(খ) ‘প’ ‘ফ’ এবং ‘ব’-এর জন্য নির্দিষ্ট জমির ট্রাস্টী ‘ক’-কে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকায়

‘খ’-এর নিকট বিক্রয় করিবার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। ‘প’ ‘ফ’ এবং ‘ব’ চুক্তি করিবার যোগ্য হওয়ায় সম্মতি প্রদান করে যে, ‘ক’ উক্ত জমি ‘গ’-এর নিকট কম টাকায় বিক্রয় করিতে পারে। সেই মোতাবেক ‘ক’ জমি বিক্রয় করিতে পারে।

(গ) ‘খ’ এবং তাহার সন্তান-সন্ততির ট্রাস্টী ‘ক’-কে ট্রাস্ট প্রবর্তক ‘খ’-এর অনুরোধক্রমে তাহার স্বামী ‘গ’-এর নিকট তাহার নিরাপত্তা বন্ডের উপর ট্রাস্ট-সম্পত্তি ধার দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া। ‘গ’ দেউলিয়া হইয়া যায় এবং ‘খ’-কে ঋণ দেওয়ার অনুরোধ জানায়। ‘ক’ ঋণ দিতে অস্বীকার করিতে পারে।

৫৪। ট্রাস্টীকে ট্রাস্ট সম্পত্তি সম্পর্কে অবহিত হইতে হইবে

ট্রাস্ট সম্পত্তির প্রকৃতি ও অবস্থা সম্পর্কে যত শীঘ্র সম্ভব, নিজেকে অবহিত করিতে, প্রয়োজন হইলে ট্রাস্ট সম্পত্তির হস্তান্তর নিজে গ্রহণ করিতে, এবং (ট্রাস্টের দলিলের বিধানসাপেক্ষে) অপরিপূর্ণ বা অনিশ্চিত জামানতের উপর বিনিয়োগকৃত ট্রাস্ট অর্থ প্রাপ্ত হইতে ট্রাস্টী বাধ্য।

^{১১} প্রস্তাবিত

^{১২} প্রস্তাবিত

উদাহরণ:

- (ক) ট্রাস্ট সম্পত্তি হল একটি ঋণ। ট্রাস্ট-দলিলে ট্রাস্টীকে অনুরূপ অনাদায়ী ঋণ ছাড়িয়া দেওয়ার কোন বিবেচনামূলক ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ট্রাস্টীর কর্তব্য হইল অযথা দেরি না করিয়া ঋণ আদায় করা।
- (খ) ২ (দুই) জন সহ-ট্রাস্টীর মধ্যে একজনের নিকট ট্রাস্ট-সম্পত্তির অর্থ আছে। ট্রাস্ট-দলিলে কোন বিবেচনামূলক ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। অন্যসহ ট্রাস্টী অবশ্যই প্রথমজনকে ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য টাকা রাখিবার অনুমতি দিবেন না।

৫৫। ট্রাস্টীকে ট্রাস্ট-সম্পত্তির স্বত্ব রক্ষা করিতে হইবে

সকল ধরনের মামলা-মোকদ্দমা চালাইতে এবং প্রতিরোধ করিতে এবং (ট্রাস্ট দলিলের বিধানসাপেক্ষে) ট্রাস্ট-সম্পত্তির সংরক্ষণ এবং উহার স্বত্ব নিশ্চিতকরণ বা রক্ষণের জন্য উহার প্রকৃতি এবং পরিমাণ অথবা মূল্য অনুযায়ী যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ যুক্তিযুক্তভাবে প্রয়োজনীয় ট্রাস্টী তাহা করিতে বাধ্য।

উদাহরণ:

স্বাবর সম্পত্তির ট্রাস্ট সম্পত্তি ট্রাস্ট প্রবর্তককে নিবন্ধীকৃত নয় এমন দলিল দ্বারা প্রদান করা হইয়াছে। ১৯০৮ সনের রেজিস্ট্রেশন আইন-এর বিধানসাপেক্ষে ট্রাস্টীর কর্তব্য হইল দলিল নিবন্ধীকরণের ব্যবস্থা করা।

৫৬। লাভভোগীর প্রতিকূল কোন স্বত্বট্রাস্টী উপস্থাপনা করিবে না:

ট্রাস্টী ট্রাস্ট-সম্পত্তিতে নিজে বা অন্যের জন্য লাভভোগীর স্বার্থের প্রতিকূল কোন স্বত্ব উপস্থাপন বা উপস্থাপনে অবশ্যই সাহায্য করিবে না।

৫৭। ট্রাস্টীর নিকট হইতে দাবীকৃত সতর্কতা

একজন সাধারণ পরিণামদর্শী ব্যক্তি তাহার নিজের সম্পত্তি যেভাবে দেখাশোনা করে একজন ট্রাস্টী ও সেইরকম সতর্কতার সহিত ট্রাস্ট সম্পত্তি দেখাশোনা করিতে বাধ্য, এবং বিপরীত কোন চুক্তি না থাকিলে ট্রাস্টী অনুরূপভাবে দেখাশোনা করিলে ট্রাস্ট সম্পত্তির ক্ষতি, ধ্বংস বা অবনমনের জন্য সে দায়ী হইবে না।

উদাহরণ:

- (ক) চট্টগ্রামে বসবাসরত ‘ক’ হইল ঢাকায় বসবাসরত ‘খ’-এর ট্রাস্টী। ট্রাস্টীর অনুকূলে জনৈক সন্দেহাতীত ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত বিলসমূহ ঢাকায় আদায়যোগ্য ‘খ’-এর ট্রাস্ট তহবিলে ‘ক’ প্রেরণ করিল। বিলসমূহ প্রত্যাখ্যাত হইলো। ক্ষতিপূরণের জন্য ‘ক’ বাধ্য নয়।
- (খ) ইজারা সম্পত্তির ট্রাস্টী ‘ক’ বিশ্বস্ত ব্যাংকার ‘খ’-এর নিকট ট্রাস্টের হিসাবে ভাড়া দেওয়ার জন্য ভাড়াটিয়াকে নির্দেশ দেয় সেই মোতাবেক ‘খ’-এর নিকট ভাড়া প্রদান করা এবং শুধু টাকা না চাওয়া পর্যন্ত ‘ক’ ‘খ’-এর নিকট উক্ত টাকা রাখিয়া দেয় টাকা তুলিয়া লওয়ার পূর্বে ‘খ’ দেউলিয়া হইয়া পড়ে। ‘খ’ দেউলিয়া অবস্থার মধ্যে আছে ‘ক’-এর ইহা বিশ্বাস করিবার কোন কারণ না থাকায় ‘ক’ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য বাধ্য নয়।
- (গ) ‘খ’ এর দুইটি ঋণের ট্রাস্টী ‘ক’ সরল বিশ্বাসে এবং ‘খ’-এর স্বার্থে করা হইতেছে বলিয়া যুক্তিযুক্তভাবে বিশ্বাস করিয়া একটি ঋণ মোচন করিয়া অপর ঋণের সহিত উহা একত্রিত করিয়া দেয়। এইজন্য ‘খ’-এর কোন ক্ষতি হইলে ‘ক’ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয়।

- (ঘ) ট্রাস্টী ‘ক’-কে ট্রাস্ট-সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় করিবার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং সে উহা বিক্রয় করে। কিন্তু সে বিক্রয়ে বিভ্রাট প্রদান করে না এবং অন্যভাবে প্রতিযোগিতা আহবানে সে যুক্তিযুক্ত কর্মতৎপরতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়। তাই কাজের ফলে লাভভোগীর ক্ষতিপূরণের জন্য ‘ক’ বাধ্য।
- (ঙ) ‘খ’-এর ট্রাস্টী ‘ক’ তাহার ট্রাস্ট কার্যকরী করিবার জন্য ট্রাস্ট-সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দেয় কিন্তু নিজের দিক হইতে যথাযথ কর্মতৎপরতার অভাবে সে খরিদা-অর্থের অংশবিশেষ গ্রহণে ব্যর্থ হয়। এই কাজের ফলে ‘খ’-এর ক্ষতি হইয়াছে ‘ক’ তাহা পূরণ করিতে বাধ্য।
- (চ) ‘খ’-এর বীমা পলিসির ট্রাস্টী ‘ক’-এর নিকট প্রিমিয়াম পরিশোধের টাকা আছে। ‘ক’ প্রিমিয়াম প্রদানে অবহেলা করে এবং ইহার ফলে পলিসি বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। ‘খ’-এর ক্ষতিপূরণের জন্য ‘ক’ বাধ্য।
- (ছ) ‘খ’ এবং ‘গ’-কে ট্রাস্টী হিসাবে ‘ক’ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উইল করিয়া দেয় এবং ‘ক’ অর্থ বিনিয়োগ করিয়াছে এমন একটি ফার্মে তাহাদিগকে ব্যক্তিগত জামানতে ট্রাস্ট-ধন অব্যাহত রাখিবার অনুমতি দেয়। ‘ক’ মৃত্যুবরণ করে এবং ফার্মে পরিবর্তন সাধিত হয়। ‘খ’ এবং ‘গ’ অবশ্যই নতুন ফার্মের অর্থ ব্যক্তিগত জামানতের উপর অব্যাহত থাকিবার অনুমতি দিবে না।
- (জ) ‘খ’-এর ট্রাস্টী ‘ক’ এককভাবে ট্রাস্ট কার্যকরী করিবার জন্য সহ-ট্রাস্টী ‘গ’-কে অনুমতি দেয়। ‘গ’ ট্রাস্ট-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে প্রয়োগ করে। ‘খ’-এর ক্ষতির জন্য ‘ক’ ব্যক্তিগতভাবে জবাবদিহি করিবে।

৫৮। পচনশীল সম্পত্তির রূপান্তর

যেক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে সম্পত্তির একাধিক ব্যক্তির উপকারে ট্রাস্ট সৃষ্টি করা হয় এবং যেক্ষেত্রে ট্রাস্ট ক্ষীয়মান প্রকৃতির অথবা ভবিষ্যৎ বা উত্তরাধিকার স্বার্থ-সম্পর্কিত সেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট দলিল হইতে বিপরীত কোন অভিপ্রায় অনুমিত না হইলে ট্রাস্টী ঐ সম্পত্তিকে স্থায়ী এবং অবিলম্বে লাভজনক বৈশিষ্ট্যে রূপান্তর করিতে বাধ্য।

উদাহরণ

- (ক) ‘গ’ এর জন্য তাহার জীবদশায় এবং তাহার মৃত্যুর পর ‘ঘ’ এর জন্য এবং ‘ঘ’ এর মৃত্যুর পর ‘ঙ’ এর জন্য ‘ক’ তাহার সকল সম্পত্তি ট্রাস্টের মাধ্যমে ‘খ’ কে উইল করিয়া দেয়। ‘ক’ এর ইচ্ছাপত্র (উইল) অনুযায়ী তাহার সম্পত্তি হইলো তাহার ইজারাকৃত তিনটি বাড়ী এবং ঐ তিনটি বাড়ী কিভাবে ভোগ দখল হইবে তাহা উইলে উল্লেখ নাই। ‘খ’ এর উচিত বাড়ীগুলি বিক্রয় করা এবং ৬২ ধারার বিধান মোতাবেক বিক্রিত অর্থ বিনিয়োগ করা।
- (খ) ‘গ’-এর জন্য তাহার জীবদশায় এবং তাহার মৃত্যুর পর ‘ঘ’-এর জন্য এবং ‘ঘ’-এর মৃত্যুর ‘ঙ’-এর জন্য ‘ক’ তাহার চতুর্থামের তিনটি ইজারাকৃত বাড়ি এবং উহাতে রক্ষিত সকল আসবাবপত্র ট্রাস্টের মাধ্যমে ‘খ’-কে উইল করিয়া দেয়। বাড়ি এবং আসবাবপত্র কিভাবে ভোগ দখল হইবে তাহা ইচ্ছাপত্রে (উইল) স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে ‘খ’-এর উচিত উহা বিক্রয় না করা।

৫৯। ট্রাস্টীকে নিরপেক্ষ হইতে হইবে

যেক্ষেত্রে লাভভোগীর সংখ্যা একের অধিক সেইক্ষেত্রে ট্রাস্টী নিরপেক্ষ হইতে বাধ্য এবং তিনি অবশ্যই একজনের সুবিধার জন্য অন্যের ক্ষতি করিয়া ট্রাস্ট কার্যকরী করিবেন না।

যেক্ষেত্রে ট্রাস্টীর সুবিবেচনামূলক ক্ষমতা আছে সেইক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত এবং সরল বিশ্বাসে অনুরূপ সুবিবেচনার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতে এই ধারার কোন কিছুই আদালতকে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

উদাহরণ:

‘খ’ ‘গ’ এবং ‘ঘ’-এর ট্রাস্টী ‘ক’-কে ট্রাস্ট-সম্পত্তি বিনিয়োগ করিবার একাধিক সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্যে একটি বাছিয়া লওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এই সকল পদ্ধতির মধ্যে ‘ক’-সরল বিশ্বাসে একটি বাছিয়া নেয়। এই পছন্দের কারণে ‘খ’- ‘গ’ এবং ‘ঘ’ এর আপেক্ষিক অধিকার পরিবর্তিত হইলে ও আদালত উহাতে হস্তক্ষেপ করিবে না।

৬০। ট্রাস্টীকে ক্ষতি প্রতিহত করিতে হইবে

যেক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উপকারের জন্য ট্রাস্ট সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে একজনের অধিকারে ট্রাস্ট সম্পত্তি থাকার সময় সে যদি ট্রাস্ট সম্পত্তির জন্য ধ্বংসাত্মক বা স্থায়ীভাবে ক্ষতিকর কোন কাজ করে বা করার হুমকি দেয় তাহা হইলে সেইক্ষেত্রে অনুরূপ কাজ প্রতিহত করার জন্য ট্রাস্টী পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য।

৬১। হিসাব ও তথ্য

ট্রাস্টী (ক) ট্রাস্ট সম্পত্তির স্পষ্ট এবং যথার্থ হিসাব রাখিতে, এবং (খ) লাভভোগীর অনুরোধক্রমে সকল যুক্তিযুক্ত সময়ে অর্থের পরিমাণ এবং ট্রাস্ট-সম্পত্তির অবস্থা সম্পর্কিত পূর্ণ এবং যথার্থ তথ্য প্রদান করিতে বাধ্য।

ট্রাস্টী কর্তৃক নিয়োগকৃত নিরীক্ষা প্রত্যেক বৎসর ট্রাস্টের হিসাব নিরীক্ষণ করিবেন।^{১১}

৬২। ট্রাস্ট ধন বিনিয়োগ

[বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন,]^{১২} যেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট-সম্পত্তি অর্থ এবং ট্রাস্টের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে বা খুব তাড়াতাড়ি উহা প্রয়োগ করা না গেলে ট্রাস্টী উক্ত অর্থ (ট্রাস্ট-দলিলে সন্নিবেশিত কোন নির্দেশ সাপেক্ষে) নিম্নলিখিত জামানতে, অন্য কোন উপায়ে নয়, বিনিয়োগ করিতে বাধ্য:

(ক) সরকারের অঙ্গীকারপত্র, ঋণপত্র, স্টক বা অন্যান্য জামানত;

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক পূর্ণ এবং শর্তহীনভাবে নিশ্চিত মূল জামানত এবং উহার সুদ এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে সরকারের জামানত বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) স্টক বা কোম্পানির ঋণপত্র বা শেয়ার বা উহার সুদ, যাহা সরকার কর্তৃক নিশ্চিত হইতে হইবে;

(ঘ) কোন [***]^{১৩} আইনের কর্তৃত্বের অধীন অথবা কোন পৌর কর্তৃপক্ষ বা পোর্ট ট্রাস্ট বা নগর উন্নয়ন ট্রাস্টের পক্ষে অর্থের জন্য ইস্যুকৃত ঋণপত্র বা অন্যান্য জামানত;

(ঙ) [১৯৯১ সালের ব্যাংক কোম্পানীজ আইনের অধীনে নিয়ন্ত্রিত বুকস্ দ্বারা স্থায়ী আমানত রক্ষিত];^{১৪}

(চ) [ব্যাংক অথবা সঞ্চয় বিভাগ অথবা ডাকঘরের মাধ্যমে সঞ্চয়পত্র ইস্যু করা হয়];^{১৫}

[(ছ) ট্রাস্ট দলিল দ্বারা অথবা ইহার পক্ষে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত যে কোন বিধি দ্বারা স্পষ্টভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যে কোন জামানতের উপর];^{১৬}

^{১১} প্রস্তাবিত

^{১২} প্রস্তাবিত

^{১৩} প্রস্তাবিত আইনে ‘বাংলাদেশ’ শব্দটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে

^{১৪} ‘বাংলাদেশে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তির প্রথম বন্ধকের উপর শর্ত হইল যে, উক্ত সম্পত্তি কয়েক বৎসরের জন্য ইজারাকৃত নয় এবং সম্পত্তির মূল বন্ধকি অর্থের এক-তৃতীয়াংশের অথবা দালান হইলে অর্থকের বেশী নয়; অথবা’ বাক্যগুলি বিলুপ্ত করিয়া ‘১৯৯১ সালের ব্যাংক কোম্পানীজ আইনের অধীনে নিয়ন্ত্রিত বুকস্ দ্বারা স্থায়ী আমানত রক্ষিত’ বাক্যটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৫} ‘ট্রাস্ট-দলিল দ্বারা অথবা ইহার পক্ষে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত যেকোন বিধি দ্বারা স্পষ্টভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যেকোন জামানতের উপর’ বাক্যটির বিলুপ্ত করিয়া ‘ব্যাংক অথবা সঞ্চয় বিভাগ অথবা ডাক ঘরের মাধ্যমে সঞ্চয়পত্র ইস্যু করা হয়’ বাক্যটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য ব্যক্তি আছে এবং যে তাহার জীবদ্দশায় ট্রাস্ট-সম্পত্তির আয় গ্রহণের অধিকার লাভের যোগ্য সেইক্ষেত্রে অথবা কোন সম্পত্তির জন্য তাহার লিখিত সম্মতি ব্যতীত অনুচ্ছেদ ‘ঘ’ ও ‘ঙ’ এবং ‘চ’-তে বর্ণিত বা উল্লিখিত কোন জামানতের উপর বিনিয়োগ করা যাইবে না।

৬৩। অধিক মূল্যে পরিশোধ্য স্টক ক্রয়ের ক্ষমতা

জামানত পরিশোধ্য এবং উহারমূল্য পরিশোধ্য মূল্যের অধিক হওয়া সত্ত্বেও ট্রাস্টী ৬২ ধারায় উল্লিখিত বা বর্ণিত যে কোন জামানতে অর্থ বিনিয়োগ করিতে পারে:

তবে শর্ত থাকে যে, ক্রয়ের তারিখের ১৫ (পনের) বৎসরের মধ্যে সমহারে অথবা অন্য কোন নির্ধারিত হারে পুনরায় ক্রয়যোগ্য ৬২ ধারার অনুচ্ছেদ ‘গ’ এবং ‘ঘ’-তে উল্লিখিত বা বর্ণিত কোন জামানত পরিশোধ্য মূল্যের বেশী মূল্যে ট্রাস্টী ক্রয় না করিতে পারে অথবা ট্রাস্টী উপরোক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বা বর্ণিত সমহারে বা অন্য কোন নির্ধারিত হারে পুনরায় ক্রয়যোগ্য অনুরূপ কোন জামানত সমহারের বা অন্য কোন নির্ধারিত হারের শতকরা পনের ভাগের বেশী মূল্যে ক্রয় না করিতে পারে।

(২) এই ধারা মোতাবেক ক্রয়কৃত কোন পরিশোধ্য স্টক, তহবিল বা জামানত বিমোচন না হওয়া পর্যন্ত ট্রাস্টী রাখিয়া দিতে পারে।

৬৪। সরকারের সঞ্চয় ব্যাংকের জমা

সরকারের সঞ্চয় ব্যাংকে [৩,০০,০০০/- (তিন লাখ)]^{১০} টাকার বেশি ট্রাস্ট-বিল জমা না হইলে ৬২ ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

৬৫। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিক্রয় করিবার নির্দেশের প্রেক্ষিতে ট্রাস্টী কর্তৃক বিক্রয়

যেক্ষেত্রে ট্রাস্টী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিক্রয় করার নির্দেশ পাওয়ার পর অনুরূপ সময় বৃদ্ধি করে, সেইক্ষেত্রে সময় বৃদ্ধি [কমিটি]^{১১} কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে ট্রাস্টী এবং লাভভোগীর মধ্যে প্রমাণের দায়িত্ব এই যে, ট্রাস্টীর উপর অর্পিত সময় বৃদ্ধি দ্বারা লাভভোগীর অনিষ্ট করা হয় নাই।

উদাহরণ:

‘ক’ ‘খ’- কে এই নির্দেশ দিয়া তাহার সম্পত্তি উইল করিয়া দেয় যে, সুবিধাজনক ক্ষিপ্ততায় ও ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে সে উহা বিক্রয় করিবে এবং বিক্রীত অর্থ ‘গ’-এর উপকারে ব্যবহার করিবে। যুক্তিসঙ্গত সুবিবেচনা প্রয়োগ করিয়া ‘খ’ ৬ (ছয়) বছরের জন্য বিক্রয় স্থগিত রাখে। এই বিক্রয় অবৈধ হয় নাই। কিন্তু ‘গ’ অভিযোগ করে যে, স্থগিত করিবার কারণে সে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য ‘খ’- এর বিরুদ্ধে [অভিযোগ দায়ের]^{১২} করে। অনুরূপ অভিযোগের ক্ষেত্রে ‘গ’ যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই তাহা প্রমাণের দায়িত্ব ‘খ’-এর।

৬৬। বিশ্বাস ভঙ্গের দায়িত্ব

যেক্ষেত্রে ট্রাস্টী ট্রাস্ট ভঙ্গ করে সেইক্ষেত্রে সে ট্রাস্ট সম্পত্তি বা লাভভোগীর ক্ষতিপূরণে বাধ্য যদি না লাভভোগী প্রতারণা করিয়া ট্রাস্টীকে ট্রাস্ট ভঙ্গের জন্য প্রলুব্ধ করে অথবা চুক্তি করিবার যোগ্য লাভভোগী জোরপূর্বক বা অবৈধ প্রভাব না খাটাইয়া তাহার উপর দায়িত্ব চাপাইয়া ট্রাস্ট ভঙ্গে সম্মত হয় অথবা ঘটনার বিবরণ ও ট্রাস্টীর বিরুদ্ধে তাহার অধিকার সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল হইয়া পরবর্তীকালে উহাতে মৌন সম্মতি প্রদান করে।

^{১০} প্রস্তাবিত

^{১১} ‘৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা’ বিলুপ্ত করিয়া ‘৩০০০০০/- (তিন লাখ) টাকা’ প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২} ‘আদিম এখতিয়ারের প্রধান দেওয়ানী আদালত’ শব্দগুলি বিলুপ্ত করিয়া ‘কমিটি’ শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৩} ‘মামলা দায়ের’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘অভিযোগ দায়ের’ শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ট্রাস্ট ভঙ্গকারী ট্রাস্টী নিম্নলিখিত ঘটনা ছাড়া সুদ প্রদানে বাধ্য নয়:

- (ক) যেক্ষেত্রে সে প্রকৃতই সুদ গ্রহণ করিয়াছে;
- (খ) যেক্ষেত্রে লাভভোগীকে ট্রাস্ট-ধন-প্রদানে অহেতুক বিলম্বের কারণে ট্রাস্ট ভঙ্গ হইয়াছে;
- (গ) যেক্ষেত্রে ট্রাস্টীর সুদ গ্রহণ করা উচিত ছিল, কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই;
- (ঘ) যেক্ষেত্রে সে সুদ গ্রহণ করিয়াছে মর্মে নিরপেক্ষভাবে অনুমানযোগ্য হইবে। ঘটনা (ক) এর ক্ষেত্রে তিনি সুদ গ্রহণ করিবার বিষয়ে সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিবেন এবং ঘটনা (খ), (গ) ও (ঘ) এর ক্ষেত্রে আদালত ভিন্নরূপ আদেশ না দিলে তিনি বার্ষিক শতকরা ছয় টাকা হারে সুদ প্রদান করিবেন।
- (ঙ) যেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট ধন বিনিয়োগ এবং উহার সুদ বা লভ্যাংশ সঞ্চয়ের ব্যর্থতার কারণে ট্রাস্ট ভঙ্গ হইয়াছে সেইক্ষেত্রে সে একই হারে চক্রবৃদ্ধি সুদের (অর্ধ-বার্ষিক হিসাবে) হিসাব দিতে বাধ্য;
- (চ) যেইক্ষেত্রে বাণিজ্য বা ব্যবসায়ে ট্রাস্ট-সম্পত্তি বা উহার লভ্যাংশ নিয়োগ ট্রাস্ট ভঙ্গ হইয়াছে সেইক্ষেত্রে লাভভোগীর ইচ্ছানুযায়ী সে একই হারে চক্রবৃদ্ধি সুদের (অর্ধ-বার্ষিক হিসাবে) অথবা অনুরূপ নিয়োগ দ্বারা অর্জিত নীট লভ্যাংশের হিসাব দিতে বাধ্য।

উদাহরণ

- (ক) একজন ট্রাস্ট অনাদায়ী ট্রাস্ট-সম্পত্তি অনুপযুক্তভাবে ফেলিয়া রাখে এবং পরবর্তীকালে ইহার ক্ষতি হয়; সে ক্ষতি হওয়া সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী কিন্তু উহার সুদ প্রদানের জন্য দায়ী নয়।
- (খ) ট্রাস্টের মাধ্যমে ‘ক’ একটি বাড়ী বিক্রয় এবং বিক্রিত অর্থ ‘গ’-কে প্রদানের জন্য ‘খ’-কে উইল করিয়া দেয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া ‘খ’ বাড়িটি বিক্রয় করিতে অবহেলা করে এবং ইহার ফলে বাড়িটি ক্রমেই খারাপ হইয়া যায় এবং বাজার মূল্য কম হইয়া যায়। এই ক্ষতির জন্য ‘খ’ ‘গ’-এর নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য।
- (গ) একজন ট্রাস্টী ৬২ ধারার বিধান মোতাবেক ট্রাস্ট-ধন বিনিয়োগে অথবা উহা লাভভোগীকে প্রদানে অযৌক্তিকভাবে বিলম্ব করিবার জন্য দোষী হয়। ট্রাস্টী বিলম্বের সময়কালের জন্য উহার উপর সুদ প্রদানের জন্য দায়ী।
- (ঘ) ৬২ ধারার ‘ক’ ‘খ’, ‘গ’ অথবা ‘ঘ’ অনুচ্ছেদে বর্ণিত যে কোন একটি জামানতে ট্রাস্ট-ধন বিনিয়োগ করা ট্রাস্টীর কর্তব্য। কিন্তু তাহা না করিয়া সে নিজের কাছে টাকা রাখিয়া দেয়। লাভভোগীর ইচ্ছানুযায়ী সে মূল অর্থের পরিমাণ এবং সুদ অথবা বিনিয়োগ করিবার সময় ট্রাস্ট-ধন দিয়া ক্রয়যোগ্য অনুরূপ জামানতের পরিমাণ এবং মধ্যবর্তীকালীন লভ্যাংশ এবং উহার সুদের জন্য দায়ী
- (ঙ) ট্রাস্ট-দলিলে ট্রাস্টীকে ট্রাস্ট-ধন অনুরূপ কোন জামানত বা স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকের উপর বিনিয়োগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু ট্রাস্টী ইহার কোনটিই করে না। সে মূল অর্থ ও সুদের জন্য দায়ী।
- (চ) ট্রাস্ট-দলিলে ট্রাস্টীকে অনুরূপ জামানতে ট্রাস্ট-ধন বিনিয়োগ এবং উহার লভ্যাংশ সঞ্চয় করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ট্রাস্টী এই নির্দেশ অমান্য করে। লাভভোগীর ইচ্ছানুযায়ী মূল অর্থের পরিমাণ এবং চক্রবৃদ্ধির হারে সুদ অথবা বিনিয়োগ করিবার সময় ট্রাস্ট-সম্পত্তি দিয়া অনুরূপ যে জামানত ক্রয় করা যাইত তাহার পরিমাণসহ মধ্যবর্তীকালীন লভ্যাংশের যথার্থ বিনিয়োগে যে পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হইত তাহার জন্য সেই দায়ী।
- (ছ) ৬২ ধারার ‘ক’, ‘খ’, ‘গ’ এবং ‘ঘ’ অংশে বর্ণিত যে কোন একটি জামানতে ট্রাস্ট সম্পত্তি বিনিয়োগ করা আছে। ট্রাস্ট দলিলের শর্তে অনুমোদন করা হয় নাই এমন কতিপয় ট্রাস্টী উদ্দেশ্যে অনুরূপ জামানত

বিক্রয় করিয়া দেয়। লাভভোগীর ইচ্ছানুযায়ী সে মধ্যবর্তীকালীন লভ্যাংশ ও উহার সুদসহ জামানত পরিশোধ অথবা সুদসহ বিক্রিত অর্থের সন্তোষজনক কৈফিয়তের জন্য দায়ী।

(জ) ট্রাস্ট-সম্পত্তি হইল ভূমি। ট্রাস্টী ট্রাস্ট উপেক্ষা করিয়া বিশেষ বিবেচনায় একজন ক্রেতার নিকট জমি বিক্রয় করে। লাভভোগীর ইচ্ছানুযায়ী ট্রাস্টী একই ধরনের ট্রাস্টের নিষ্পত্তিযোগ্য সমমূল্যের অন্য জমি ক্রয় করিতে অথবা সুদসহ বিক্রিত অর্থের জন্য দায়ী।

৬৭। ট্রাস্টিকে কাটাকাটি করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না

ট্রাস্ট সম্পত্তির একাংশের ক্ষেত্রে ট্রাস্ট ভঙ্গের কারণে ক্ষতির জন্য দায়ী ট্রাস্টী অন্য ট্রাস্টীর মাধ্যমে ট্রাস্ট সম্পত্তির অপর অংশের অর্জিত লাভের ক্ষেত্রে কোনরূপ পাল্টা দাবী করিতে পারিবেন না।

৬৮। পূর্বগামীর ক্রটির জন্য দায়িত্ব নাই

যেক্ষেত্রে ট্রাস্টী অন্যের উত্তরাধিকারী হয়, সেইক্ষেত্রে সে তাহার পূর্বগামীর কাজ বা ক্রটির জন্য দায়ী নয়।

৬৯। সহ-ট্রাস্টীর ক্রটির জন্য দায়িত্ব নাই

ধারা ৫৫ এবং ৫৭ এর বিধানসাপেক্ষে একজন ট্রাস্টী তাহার সহ-ট্রাস্টীর ট্রাস্ট ভঙ্গের জন্য দায়ী নয়:

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাস্ট-দলিলে বিপরীত কোন প্রকাশ্য ঘোষণা না থাকিলে ট্রাস্টী নিম্নলিখিত কাজের জন্য দায়ী হইবে;

(ক) যেক্ষেত্রে ট্রাস্টী ট্রাস্ট-সম্পত্তির যথার্থ প্রয়োগ লক্ষ্য না করিয়া উহা তাহার সহ-ট্রাস্টীর নিকট হস্তান্তর করিয়াছে;

(খ) যেক্ষেত্রে সে তাহার সহ-ট্রাস্টীকে ট্রাস্ট সম্পত্তি গ্রহণের অনুমতি দিয়াছে এবং সহ-ট্রাস্টীর ট্রাস্ট-সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে উপযুক্ত তদন্ত করিতে ব্যর্থ হইয়াছে অথবা ঘটনার প্রেক্ষিতে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে যে সময়ের প্রয়োজন তাহার অধিক সময় সে তাহাকে উহা রাখিবার অনুমতি দিয়াছে;

(গ) যেক্ষেত্রে সহ-ট্রাস্টীর ট্রাস্ট ভঙ্গের ইচ্ছা বা ট্রাস্ট ভঙ্গ সম্পর্কে সে অবহিত হইয়াছে এবং কার্যকরভাবে সে উহা গোপন রাখিয়াছে অথবা লাভ ভোগীর স্বার্থ রক্ষার্থে সে যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই।

সাদৃশ্যের জন্য সংযুক্ত হওয়া

কোন সহ-ট্রাস্টী ট্রাস্ট সম্পত্তি গ্রহণের রসিদে দস্তখত করিয়া যুক্ত হন, এবং তিনি যদি প্রমাণ করেন যে, তিনি উক্ত সম্পত্তি গ্রহণ করেন নাই, তাহা হইলে শুধু দস্তখত করিয়াছেন এই কারণে সহ-ট্রাস্টী কর্তৃক সম্পত্তির ক্ষতি বা অপব্যবহারের জন্য তিনি দায়ী হইবেন না।

উদাহরণ:

‘ক’ নির্দিষ্ট সম্পত্তি ‘খ’ এবং ‘গ’ কে উইল করিয়া তাহাদিগকে উহা বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ ‘খ’ এর স্বার্থে বিনিয়োগ করিতে নির্দেশ দেয়। সেই মোতাবেক ‘খ’ এবং ‘গ’ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দেয় এবং অর্জিত অর্থ ‘খ’ গ্রহণ করে এবং উহা নিজের নিকট রাখিয়া দেয়। ‘গ’ ২ (দুই) বৎসর যাবত এই ব্যাপারে কোন মনোযোগ দেয় না এবং অতঃপর সে ‘খ’ কে উক্ত অর্থ বিনিয়োগ করিতে বলে। ‘খ’ তাহা করিতে অসমর্থ হয়, সে দেউলিয়া হইয়া পড়ে এবং অর্জিত অর্থ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ‘গ’-কে সেই পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য করা যাইবে।

৭০। সহ-ট্রাস্টীদের স্বতন্ত্র দায়িত্ব

সহ-ট্রাস্টীগণ যুক্তভাবে ট্রাস্ট ভঙ্গ করিলে অথবা তাহাদের মধ্যে একজন তাহার অবহেলার জন্য অন্যজনের ট্রাস্ট ভঙ্গের কারণ হইলে অনুরূপ ট্রাস্ট ভঙ্গের জন্য সমগ্র ক্ষতির ব্যাপারে তাহারা প্রত্যেকেই লাভভোগীর নিকট দায়ী হইবে।

ট্রাস্টীদের মধ্যে একজন যদি অন্যজন অপেক্ষা কম অপরাধী হয় এবং তাহাকে যদি যাহা ক্ষতি হইয়াছে তাহা ফেরত দিতে হয় তাহা হইলে কম অপরাধী ট্রাস্টী শেষোক্ত জনকে অথবা তাহার আইনগত প্রতিনিধিকে তৎকর্তৃক গৃহীত সম্পদের পরিমাণের ভিত্তিতে অনুরূপ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করিতে পারে এবং সকলেই যদি সমান অপরাধী হয় এবং যে কোন এক বা একাধিক ট্রাস্টীকে যদি যাহা ক্ষতি হইয়াছে তাহা ফেরত দিতে হয় তাহা হইলে তিনি তাহার অন্যজনকে তাহাদের অংশ প্রদানে বাধ্য করিতে পারে।

এই ধারার কোন কিছুই প্রতারণার দায়ে দোষী একজন ট্রাস্টীকে অন্যকে ক্ষতিপূরণে অংশগ্রহণ করিতে বাধ্য করিবার জন্য মামলা করিবার অধিকার প্রদান করে না।

৭১। লাভভোগী কর্তৃক হস্তান্তরের নোটিশ ব্যতীত হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ট্রাস্টীর দায়িত্ব

কোন লাভভোগীর স্বার্থ অন্য ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা হইলে এবং ন্যস্ত করিবার নোটিশ না পাইয়া ট্রাস্টী যদি অনুরূপভাবে ন্যস্ত করা না হইলে যে ব্যক্তি ট্রাস্ট-সম্পত্তি পাওয়ার অধিকারী হইতেন তাহাকে উহা প্রদান বা হস্তান্তর করিয়া থাকে তাহা হইলে অনুরূপভাবে প্রদত্ত বা হস্তান্তরিত সম্পত্তির জন্য ট্রাস্টী দায়ী হইবে না।

৭২। সরকারের নিকট লাভভোগীর স্বার্থ বাজেয়াপ্ত হইলে ট্রাস্টীর দায়িত্ব

সরকারের নিকট লাভভোগীর স্বার্থ বাজেয়াপ্ত বা বৈধ বিচার নিষ্পত্তির দ্বারা রোয়েদাদ দেওয়া হইলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকার নির্দেশিত পদ্ধতিতে ট্রাস্টী অনুরূপ ব্যক্তির উপকারে অনুরূপ স্বার্থের আওতা মোতাবেক ট্রাস্ট-সম্পত্তি রাখিতে বাধ্য।

৭৩। ট্রাস্টীর ক্ষতিপূরণ

ট্রাস্ট-দলিল এবং ৬৭ এবং ৭০ ধারার বিধানসাপেক্ষে ট্রাস্টীদের যথাক্রমে অনুরূপ অর্থ, স্টক, তহবিল ও জামানতের ব্যাপারে অভিযুক্ত করা যাইবে যাহা তাহারা প্রকৃতই গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে একজনের জন্য অন্যজনকে অথবা কোন ব্যাংকার, দালাল বা ট্রাস্ট-সম্পত্তি ন্যস্ত করা হইতে পারে এমন অন্য কোন ব্যক্তির জন্য অথবা কোন স্টক, তহবিল বা জামানতের অপরাধগুণতা বা ঘাটতির জন্য অথবা স্বেচ্ছামূলক নয় এমন অন্য কোন ক্ষতির জন্য তাহাদের জবাবাদিহি করিতে হইবে না।

৭৪। প্রশাসনিক ব্যয়

একটি ট্রাস্ট প্রশাসনে, ট্রাস্টী শুধুমাত্র ট্রাস্ট সম্পত্তি, ট্রাস্টের উদ্দেশ্য এবং ট্রাস্টীয় দক্ষতা সম্পর্কিত বিষয়ে যুক্তিযুক্তভাবে ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবে।^{১০}

^{১০} প্রস্তাবিত

ষষ্ঠ অধ্যায়

ট্রাস্টীর অধিকার ও ক্ষমতা

৭৫। স্বত্ব-দলিলে অধিকার

ট্রাস্ট-দলিল এবং ট্রাস্ট-সম্পত্তির স্বত্ব সম্পর্কিত সকল দলিল, যদি থাকে, ট্রাস্টী তাহার নিজের অধিকারে রাখার অধিকারী।

৭৬। ব্যয় ফেরত পাওয়ার অধিকার

প্রত্যেক ট্রাস্টী ট্রাস্ট কার্যকরী করিবার অথবা ট্রাস্ট-সম্পত্তির মঙ্গল বা সংরক্ষণ অথবা লাভভোগীর ভরণপোষণ বা রক্ষার জন্য যথার্থভাবে যাহা ব্যয় হইয়াছে তাহা ট্রাস্ট সম্পত্তি হইতে প্রদান বা খরচ মিটাইতে পারে এবং নিজে দিয়া থাকিলে গ্রহণ করিতে পারে।

এই ধরনের কোন ব্যয় যদি সে নিজের পকেট হইতে প্রদান করে তাহা হইলে অনুরূপ ব্যয় ও উহার সুদ সে ট্রাস্ট-সম্পত্তির উপর প্রথমে চার্জরূপে ধার্য করিতে পারে। কিন্তু এই ব্যয় ([ব্যবস্থাপনা কমিটির]^{১০} অনুমোদনক্রমে ব্যয় নির্বাহ করা না হইলে) কেবল পূর্বেই অনুরূপ ব্যয় ও সুদ প্রদান ট্রাস্ট সম্পত্তির বিক্রয় নিষেধ করিয়া বলবৎ করা যাইবে।

ট্রাস্ট সম্পত্তিতে ঘাটতি পড়িলে ট্রাস্টী যে লাভভোগীর পক্ষে কাজ করিয়াছে এবং যাহার প্রকাশ্য বা পরোক্ষ অনুরোধে সে অর্থ প্রদান করিয়াছে তাহার নিকট হইতে ব্যক্তিগতভাবে সে অনুরূপ ব্যয়ের পরিমাণ ফেরত পাওয়ার অধিকারী।

ভুলে বেশি অর্থ প্রদানে ফেরত পাওয়ার অধিকার

যেক্ষেত্রে ট্রাস্টী ভুল করিয়া লাভভোগীকে বেশী অর্থ প্রদান করিয়াছে সেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট সম্পত্তিতে লাভভোগীর স্বত্ব হইতে সে উহা ফেরত লইতে পারে। অনুরূপ স্বত্বে যদি ঘাটতি পড়ে তাহা হইলে ট্রাস্টী যে পরিমাণ অর্থ বেশি প্রদান করিয়াছে সেই পরিমাণ অর্থ লাভভোগীর নিকট হইতে ব্যক্তিগতভাবে ফেরত পাওয়ার অধিকারী।

৭৭। ট্রাস্ট ভঙ্গ দ্বারা লাকারী ব্যক্তির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের অধিকারী

ট্রাস্টী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি ট্রাস্ট ভঙ্গের সুযোগ হইতে লাভবান হইলে ট্রাস্ট ভঙ্গের কারণে অনুরূপ ব্যক্তি সত্যিকারভাবে যে পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছে সেই পরিমাণ অর্থ সে অবশ্যই ট্রাস্টীকে ক্ষতিপূরণ দিবে, এবং সেই ব্যক্তি লাভভোগী হইলে অনুরূপ পরিমাণ অর্থের উপর ট্রাস্টী তাহার সুদ ধার্য করিবে।

যে ট্রাস্টী ট্রাস্ট ভঙ্গ করিয়া প্রতারণার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে, এই ধারার কোন কিছুর দ্বারা সেই ট্রাস্টী ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী বলিয়া গণ্য হইবে না।

৭৮। হিসাব নিষ্পত্তির অধিকার

ট্রাস্টীর কর্তব্য সম্পূর্ণ হইয়া গেলে সে তাহার ট্রাস্ট সম্পত্তির প্রশাসনের সকল হিসাব পরীক্ষা ও নিষ্পত্তি করাইবার অধিকারী; এবং যেইক্ষেত্রে ট্রাস্টের অধীন লাভভোগীর কোন পাওনা নাই সেইক্ষেত্রে তিনি লিখিত স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকারী।

^{১০} 'আদিম এখতিয়ারের প্রধান দেওয়ানী আদালত' শব্দগুলির পরিবর্তে 'ব্যবস্থাপনা কমিটি' শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৭৯। ট্রাস্টীর সাধারণ কর্তৃত্ব

এই আইন এবং ট্রাস্টী-দলিল দ্বারা প্রকাশ্যভাবে অর্পিত ক্ষমতাসহ এবং অনুরূপ দলিলে উল্লিখিত বিধি-নিষেধ, যদি থাকে, সাপেক্ষে এবং ৫৯ ধারার বিধান মোতাবেক ট্রাস্টী সম্পত্তি আদায়, সংরক্ষণ বা লাভের জন্য এবং চুক্তি করার অযোগ্য লাভভোগীর রক্ষণাবেক্ষণ বা ভরণপোষণের জন্য ট্রাস্টী যুক্তিযুক্ত ও যথার্থ সকল কার্য করিতে পারে।

[কমিটি]র অনুমতি ছাড়া কোন ট্রাস্ট ইজারা কার্যকরী হওয়ার তারিখ হইতে ২১ (একুশ) বৎসরের বেশি সময়ের জন্য ট্রাস্ট-সম্পত্তির ইজারা দিতে পারিবে না অথবা যুক্তিযুক্তভাবে যে ভাড়া পাওয়া যাইতে পারে তেমন সর্বোত্তম বার্ষিক ভাড়া নির্দিষ্ট না করিয়া ভাড়া দেওয়া যাইবে না।

৮০। ব্যক্তিগত চুক্তি অথবা সাধারণ নিলামে আংশিকভাবে বিক্রয় করিবার ক্ষমতা

যেক্ষেত্রে কোন ট্রাস্টীকে ট্রাস্ট সম্পত্তি বিক্রয় করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট দলিলে অন্য কোন কিছু নির্দেশ না থাকিলে সে পূর্বেই দাম নির্ধারণ করিয়া বা না করিয়া সাধারণ নিলাম বা ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে এবং একসাথে অথবা প্রচুর পরিমাণে এবং এক সময়ে অথবা বিভিন্ন সময়ে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারে।

৮১। বিশেষ ব্যবস্থায় বিক্রয়ের ক্ষমতা ক্রয় এবং পুনঃবিক্রয়ের ক্ষমতা

কোন ট্রাস্টী অনুরূপ বিক্রয় কার্য সমাধা করিবার সময় বিক্রয় বা বিক্রয় চুক্তির যে কোন অবস্থা তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত মনে হইলে সে স্বত্ব বা স্বত্বের সাক্ষ্য-প্রমাণ বা অন্য কোন যুক্তিগ্রাহ্য শর্ত উহাতে সংযোজন করিতে পারে এবং নিলাম দ্বারা বিক্রয় করা হইতেছে এমন কোন সম্পত্তি বা উহার অংশ বিশেষ সে ক্রয় করিতে পারে এবং অনুরূপভাবে ক্রীত কোন সম্পত্তি বিক্রয় বা পুনঃবিক্রয়ের চুক্তি বাতিল বা পরিবর্তন করিতে পারে অথবা এই কাজের জন্য কোন ক্ষতির ব্যাপারে লাভভোগীর নিকট দায়ী না হইয়া বাতিলকৃত চুক্তির সম্পত্তি বিক্রয় বা পুনঃবিক্রয় করিতে পারে।

ট্রাস্ট-সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত সময়

যেক্ষেত্রে ট্রাস্টীকে ট্রাস্ট-সম্পত্তি বিক্রয় বা সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ট্রাস্ট-ধন বিনিয়োগ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে সেইক্ষেত্রে বিক্রয় বা ক্রয় কার্যকরী করিবার জন্য সময়ের ব্যাপারে সে তাহার যুক্তিগ্রাহ্য স্ববিবেচনা প্রয়োগ করিতে পারে।

উদাহরণ

(ক) ‘ক’ তাহার সম্পত্তি ‘খ’-কে উইল করিয়া সুবিধাজনক দ্রুততার সহিত উহা বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ-‘গ’ কে প্রদান করিবার নির্দেশ দেয়। ইহা দ্বারা তাত্ক্ষণিক বিক্রয়ের আদেশ প্রদান বুঝায় না।

(খ) ‘ক’ তাহার সম্পত্তি ‘খ’-কে উইল করিয়া এই নির্দেশ দেয় যে, সে যেন তাহা উপযুক্ত বিবেচনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় ও পদ্ধতিতে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ ‘গ’-এর উপকারে বিনিয়োগ করে। ইহা দ্বারা তাহার ‘গ’ এর মধ্যে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিক্রয় স্থগিত রাখিতে ‘খ’-কে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই।

৮২। সমর্পণ করিবার অধিকার

অনুরূপ কোন বিক্রয় সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে ট্রাস্টীর সমর্পণ করিবার অথবা প্রয়োজনমত পদ্ধতিতে বিক্রীত সম্পত্তি অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

“আদিম এখতিয়ারের প্রধান দেওয়ানী আদালত” শব্দগুলির পরিবর্তে ‘কমিটি’ শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৮৩। বিনিয়োগ পরিবর্তন করাইবার ক্ষমতা

ট্রাস্টী তাহার ইচ্ছানুযায়ী কোন জামানতে বিনিয়োগকৃত ট্রাস্ট সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার আদেশ দিতে এবং ৬২ ধারার বর্ণিত বা উল্লিখিত যে কোন জামানতে উহা বিনিয়োগ করিতে পারে এবং সময় সময় অন্যের জন্য এই ধরনের অনুরূপ কোন বিনিয়োগের পরিবর্তন করিতে পারে।

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে চুক্তি করিবার যোগ্য এবং সেই সময় তাহার জীবদ্দশায় ট্রাস্ট সম্পত্তির আয় গ্রহণ করিবার অধিকারী কোন ব্যক্তি আছে সেইক্ষেত্রে অথবা কোন বৃহত্তর সম্পত্তির জন্য তাহার লিখিত সম্পত্তি ব্যতীত বিনিয়োগের অনুরূপ কোন পরিবর্তন করা যাইবে না।

৮৪। অপ্রাপ্তবয়স্কদের ভরণ পোষণের জন্য তাহাদের সম্পত্তি ব্যবহারের ক্ষমতা

যেক্ষেত্রে কোন অপ্রাপ্তবয়স্কের জন্য ট্রাস্টকৃত সম্পত্তি ট্রাস্টীর অধিকারে থাকে সেইক্ষেত্রে অনুরূপ ট্রাস্টী তাহার অধিকারে যে সম্পত্তি আছে উহার আয়ের সমগ্র বা অংশ বিশেষ তাহার বিবেচনা অনুযায়ী অনুরূপ অপ্রাপ্তবয়স্কের অভিভাবকগণকে (যদি থাকে) প্রদান করিতে পারে অথবা অন্যকোনভাবে তাহার ভরণ-পোষণ বা শিক্ষা বা জীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য অথবা তাহার ধর্মীয় প্রার্থনা, বিবাহ বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কাজের জন্য যুক্তিযুক্ত ব্যয় করিতে পারে; এবং যে সম্পত্তি হইতে আয় জমা করা হইয়াছে সেই সম্পত্তির চূড়ান্ত অধিকারী ব্যক্তির উপকারের জন্য অনুরূপ ট্রাস্টী ৫৯ ধারায় বর্ণিত বা উল্লিখিত যে কোন জামানত হইতে মাঝে মাঝে অর্জিত আয় ও অবিশেষাংশ আয় বিনিয়োগ করিয়া চক্রবৃদ্ধি সুদের মাধ্যমে অনুরূপ আয় জমা করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ ট্রাস্টী যেকোন সময় উপযুক্ত বিবেচনা করিলে অনুরূপ জমার সমগ্র বা অংশ বিশেষ এমনভাবে ব্যবহার করিতে পারে যেন উহা চলতি বৎসর হইতে উদ্ধৃত আয়েরই অংশবিশেষ।

যেক্ষেত্রে ট্রাস্ট-সম্পত্তির আয় অপ্রাপ্তবয়স্কদের ভরণপোষণের বা শিক্ষা বা জীবনের উৎকর্ষ সাধন অথবা ধর্মীয় প্রার্থনা, বিবাহ বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রয়োজনীয় যুক্তিযুক্ত ব্যয়ের জন্য অপরিাপ্ত সেইক্ষেত্রে ট্রাস্টী [কমিটি]-র অনুমতিক্রমে, অন্য কোনভাবে নয়, অনুরূপ সম্পত্তির সমগ্র বা অংশবিশেষ অনুরূপ ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, উৎকর্ষ সাধন বা খরচের জন্য ব্যবহার করিতে পারে।

এই ধারার কোন কিছুই বর্তমানে প্রচলিত ব্যক্তি এবং অপ্রাপ্তবয়স্কের সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন স্থানীয় আইনের বিধানসমূহকে প্রভাবিত করিবে বলিয়া গণ্য হইবে না।

৮৫। রশিদ প্রদানের ক্ষমতা

কোন ট্রাস্ট বা ক্ষমতা দ্বারা বা উহা কার্যকর করিবার সময় ট্রাস্টীগণ বা যে কোন ট্রাস্টী তাহাদের বা তাহার নিকট প্রদানযোগ্য হস্তান্তরযোগ্য বা অর্পণযোগ্য কোন অর্থ, জামানত বা অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির জন্য লিখিতভাবে রশিদ প্রদান করিতে পারে এবং প্রতারণার অনুপস্থিতিতে ঐ রশিদ, যাহা প্রদান, হস্তান্তর বা অর্পণ করা হয় তৎসম্পর্কের অর্থ প্রদানকারী ব্যক্তিকে ঋণমুক্ত করিবে। অথবা তাহাকে উহাদের প্রয়োগ দেখিবার ব্যাপারে মুক্তি দিবে অথবা ক্ষতির জন্য দায়ী করিবে না।

৮৬। আপোষ, ইত্যাদি করিবার ক্ষমতা

২ (দুই) বা ততোধিক ট্রাস্টী একসঙ্গে কাজ করিবার সময় যদি উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে তাহা হইলে তাহারা:

^{১১} 'আদিম এখতিয়ারের প্রধান দেওয়ানী আদালত' শব্দগুলির পরিবর্তে 'কমিটি' শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

- (ক) দাবীকৃত যে কোন সম্পত্তির সংযোজন অথবা ঋণের জন্য যে কোন চুক্তি বা জামানত গ্রহণ করিতে পারে;
- (খ) কোন ঋণ পরিশোধের জন্য যে কোন সময় অনুমোদন করিতে পারে;
- (গ) ট্রাস্ট সম্পর্কিত কোন ঋণ হিসাব, দাবী বা বস্তুর ব্যাপারে মিটমাট, আপোস, পরিত্যাগ, মধ্যস্থতার জন্য পেশ বা অন্য কোনভাবে উহা নিষ্পত্তি করিতে পারে; এবং
- (ঘ) উপরোক্ত যে কোন উদ্দেশ্যের জন্য সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত কোন কার্য বা বস্তু দ্বারা সংঘটিত কোন ক্ষতির জন্য দায়ী না হইয়া তাহাদের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া গণ্য হইলে তাহারা চুক্তি বা অব্যাহতির দলিল বা অন্য বিষয়ে আবদ্ধ হইতে, চুক্তি কার্যকরী করিতে পারে।

একই সঙ্গে কার্যকরত ২ (দুই) বা ততোধিক ট্রাস্টীর উপর এই ধারা মোতাবেক অর্পিত ক্ষমতা ট্রাস্ট দলিল দ্বারা, যদি থাকে, ট্রাস্ট এবং উহার ক্ষমতা কার্যকরী করিবার জন্য একজন একক ট্রাস্টীকে ক্ষমতা দান করা হইলে কার্যরত একজন একক ট্রাস্টী উহা প্রয়োগ করিতে পারে।

ট্রাস্ট-দলিলে, যদি থাকে, সেক্ষেত্রে বিপরীত কোন ইচ্ছা যতদূর সম্ভব প্রকাশ না পাইলেই কেবল এই ধারা প্রয়োগ করা যায় এবং উক্ত দলিলের শর্তাদি ও উহাতে সন্নিবেশিত বিধানাবলীর শর্তসাপেক্ষে উহা কার্যকরী হইবে।

এই আইন বলবৎ হওয়ার পর সৃষ্ট ট্রাস্টের ক্ষেত্রেই কেবল এই ধারা প্রযোজ্য।

৮৭। একাধিক ট্রাস্টীর মধ্যে একজন দাবী ত্যাগ করিলে বা মৃত্যুবরণ করিলে একাধিক ট্রাস্টীর প্রতি ক্ষমতা

কোন ট্রাস্ট সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য একাধিক ট্রাস্টীকে কর্তৃত্ব দেওয়া হইলে এবং উহাদের মধ্যে একজন দাবী ত্যাগ করিলে বা মৃত্যুবরণ করিলে ট্রাস্ট-দলিলের শর্তাদি হইতে যদি ইহা প্রতীয়মান না হয় যে অবশিষ্ট ট্রাস্টীর সংখ্যার চেয়ে বেশী সংখ্যক ট্রাস্টী দ্বারা ক্ষমতা কার্যকরী করিতে হইবে তাহা হইলে অবিচ্ছিন্ন ট্রাস্টীগণ দ্বারা সেই ক্ষমতা কার্যকরী করা হইবে।

৮৮। ডিক্রী দ্বারা ট্রাস্টীর ক্ষমতা সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ

কোন ট্রাস্ট কার্যকরী করিবার জন্য কোন মামলায় ডিক্রী জারি করা হইলে অনুরূপ ডিক্রীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ছাড়া অথবা যে আদালত ডিক্রী প্রদান করিয়াছেন সেই আদালতের অনুমতি অথবা ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল বিচারাধীন থাকিলে আপীল আদালতের অনুমতি অথবা ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল বিচারাধীন থাকিলে আপীল আদালতের অনুমতি ব্যতীত ট্রাস্টী তাহার অন্য কোন ক্ষমতা কার্যকরী করিতে পারে না।

সপ্তম অধ্যায়

ট্রাস্টীদের অক্ষমতা

৮৯। গ্রহণের পর ট্রাস্টী দাবী ত্যাগ করিতে পারিবে না

ট্রাস্ট গ্রহণের ট্রাস্টী (ক) [কমিটি]^{১১}র অনুমতি, অথবা (খ) লাভভোগী চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য হইলে তাহার সম্মতি, অথবা (গ) ট্রাস্ট-দলিলের বিশেষ ক্ষমতা ছাড়া উহা পরিত্যাগ করিতে পারিবে না।

৯০। ট্রাস্টী ক্ষমতাপ্রাপ্ত করিতে পারে না

ট্রাস্টী কোন সহ-ট্রাস্টী বা কোন আগন্তকের নিকট (ক) ট্রাস্ট-দলিলে বিধান না থাকিলে সহ-ট্রাস্টী, অথবা (খ) ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া না হইলে, অথবা (গ) ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রয়োজন না হইলে, অথবা (ঘ) চুক্তি করিবার যোগ্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত সম্মতি না দিলে তাহার কার্য বা কোন কর্তব্য অর্পণ করিতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা: এই ধারার অর্থের আওতায় কোন কার্য করিবার জন্য এটর্নি বা বদলি নিয়োগ শুধু কার্যনির্বাহক সম্পর্কিত এবং ইহার সহিত কোন স্বাধীন সুবিবেচনা জড়িত থাকে না বলিয়া উহা ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয়।

উদাহরণ

(ক) ‘খ’ এবং ‘গ’-কে ‘ক’ তাহার নির্দিষ্ট সম্পত্তি নির্দিষ্ট ট্রাস্টের মাধ্যমে উইল করিয়া দেয় যে, ‘খ’ এবং ‘গ’ অথবা তাহাদের মধ্যে জীবিত ব্যক্তি অথবা অনুরূপ জীবিত ব্যক্তির স্বত্বপূর্ণ ব্যক্তি উহা কার্যকরী করিবে। ‘খ’ মারা যায়। ‘ক’-এর ইচ্ছানুযায়ী ‘গ’ ট্রাস্ট মোতাবেক ট্রাস্ট-সম্পত্তি ‘ঘ’ এবং ‘ঙ’-কে উইল করিয়া দিতে পারে।

(খ) বিক্রয় করিবার ক্ষমতাসহ ‘ক’ একটা নির্দিষ্ট সম্পত্তির ট্রাস্টী। ‘ক’ বিক্রয় কার্যকরী করিবার জন্য একজন নিলামদার নিয়োগ করিতে পারে।

(গ) ‘ক’ মাসিক ভাড়ায় প্রদত্ত ৫০টি বাড়ি ‘খ’-কে উইল করিয়া দেয় যে, সে উহার ভাড়া সংগ্রহ করিয়া ‘গ’-কে প্রদান করিবে। ভাড়া সংগ্রহের জন্য ‘খ’ একজন যোগ্য লোককে নিয়োগ করিতে পারে।

৯১। সহট্রাস্টীগণ এককভাবে কাজ করিতে পারিবে না

যেক্ষেত্রে একের অধিক ট্রাস্টী আছে, সেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট-দলিলে অন্য কোন বিধান না থাকিলে ট্রাস্ট বাস্তবায়নে সকলকে অবশ্যই একযোগে কাজ করিতে হইবে।

৯২। সুবিবেচনামূলক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ

কোন ট্রাস্টী তাহার উপর অর্পিত সুবিবেচনামূলক ক্ষমতা যুক্তিযুক্তভাবে এবং সরল বিশ্বাসে প্রয়োগ না করিলে [কমিটি]^{১২} অনুরূপ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন।

৯৩। ট্রাস্টী তাহার সেবার জন্য চার্জ করিতে পারিবে না

ট্রাস্ট-দলিলে সন্নিবেশিত নির্দেশের বিপরীত অথবা লাভভোগীর সহিত সম্পাদিত চুক্তির বিপরীত অথবা ট্রাস্ট গ্রহণের সময় [কমিটি]^{১৩}র ব্যক্ত নির্দেশ না থাকিলে ট্রাস্ট কার্যকর করিবার জন্য কষ্ট স্বীকার, দক্ষতা এবং সময়ের অপচয়ের জন্য ট্রাস্টীর কোন সম্মানী গ্রহণের অধিকার নাই।

^{১১} ‘আদিম এখতিয়ারের প্রধান দেওয়ানী আদালত’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘কমিটি’ শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২} ‘আদিম এখতিয়ারের প্রধান দেওয়ানী আদালত’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘কমিটি’ শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

এই ধারার কোন কিছুই কোন সরকারি ট্রাস্টী, [কমিশনার-জেনারেল,]^{১০} সরকারি কিউরেটর বা প্রশাসনের সনদধারী কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৯৪। ট্রাস্টী নিজের লাভের জন্য ট্রাস্ট-সম্পত্তি ব্যবহার করিতে পারিবে না

ট্রাস্টী তাহার নিজস্ব লাভের জন্য অথবা ট্রাস্টের সহিত সম্পর্কযুক্ত নয় এমন কোন উদ্দেশ্যে ট্রাস্ট-সম্পত্তি ব্যবহার করিতে বা উহার ব্যবস্থাপনা করিতে পারিবে না।

৯৫। ট্রাস্টী বা তাহার এজেন্ট বিক্রয়ের জন্য ট্রাস্ট-সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিবে না

ট্রাস্ট সম্পত্তি বিক্রয় করিবার কর্তব্য যে ট্রাস্টীর এবং বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অনুরূপ ট্রাস্টী কর্তৃক নিযুক্ত কোন এজেন্ট নিজের জন্য বা তৃতীয় কোন ব্যক্তি এজেন্ট হিসাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারে না বা উহাতে তাহারা কোন স্বার্থ রাখিতে পারে না।

৯৬। অনুমতি না লইয়া ট্রাস্টী লাভভোগীর স্বার্থ ক্রয় করিতে পারিবে না

কোন ট্রাস্টী এবং সাম্প্রতিককালে আর ট্রাস্টী নেই এমন কোন ব্যক্তি [কমিটি]^{১১}র অনুমতি ছাড়া ট্রাস্ট-সম্পত্তি বা উহার কোন অংশ ক্রয় করিতে পারে না বা উহার বন্ধকগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা হইতে পারে না; এবং প্রস্তাবিত ক্রয়, বন্ধক বা ইজারা যদি দৃশ্যত: লাভভোগীর পক্ষে সুবিধাজনক না হয় তাহা হইলে অনুরূপ অনুমতি প্রদান করা হইবে না।

ক্রয়ের জন্য ট্রাস্টী

এবং কোন ট্রাস্টী যাহার কর্তব্য হইল লাভভোগীর জন্য নির্দিষ্ট কোন সম্পত্তি ক্রয় বা বন্ধক বা ইজারা গ্রহণ করা, সেই ট্রাস্টী নিজের জন্য উহা বা উহার কোন অংশ ক্রয় করিতে অথবা বন্ধক বা ইজারা বা উহার কোন অংশ বা ইজারা গ্রহণ করিতে পারিবে না।

৯৭। সহ-ট্রাস্টীরা বিনিয়োগ করিতে পারিবে না

বন্ধক বা ব্যক্তিগত জামানত দ্বারা বিনিয়োগ করিবার কর্তব্য যে ট্রাস্টীর বা সহ-ট্রাস্টীর, তাহারা উহা নিজের বা যে কোন একজন সহ-ট্রাস্টীর জন্য বন্ধক বা ব্যক্তিগত জামানতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে না।

^{১০} ‘আদিম এখতিয়ারের প্রধান দেওয়ানী আদালত’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘কমিটি’ শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১} ‘অ্যাডমিনিস্ট্রেটর-জেনারেল’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘কমিশনার-জেনারেল’ শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২} ‘আদিম এখতিয়ারের প্রধান দেওয়ানী আদালত’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘কমিটি’ শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায় লাভভোগীদের অধিকার ও দায়িত্ব

৯৮। ভাড়া দেওয়ার ও লাভ করিবার অধিকার

ট্রাস্ট-দলিলের শর্তসাপেক্ষে লাভভোগীর ট্রাস্ট-সম্পত্তি ভাড়া দেওয়ার এবং উহা হইতে লাভ করিবার অধিকার আছে।

৯৯। ট্রাস্ট নির্দিষ্টভাবে কার্যকরী করিবার অধিকার

ট্রাস্ট প্রবর্তকের অভিপ্রায়, লাভভোগীর স্বার্থ যতদূর বিস্তৃত ততদূর পর্যন্ত, নির্দিষ্টভাবে কার্যকরী করিবার অধিকার লাভভোগীর আছে।

দখল হস্তান্তর করিবার অধিকার

এবং যেক্ষেত্রে একজন লাভভোগী আছে এবং যাহার চুক্তি করার যোগ্যতা আছে অথবা যেক্ষেত্রে একাধিক লাভভোগী আছে এবং যাহাদের চুক্তি করিবার যোগ্যতা আছে এবং যাহাদের একই রকম মনোবাসনা আছে, সেইক্ষেত্রে সে বা তাহারা ট্রাস্টীকে তাহারা বা তাহাদের নিকট অথবা তাহার বা তাহাদের নির্দেশিত ব্যক্তির নিকট ট্রাস্ট-সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার কথা বলিতে পারে।

কোন বিবাহিত মহিলার কল্যাণে সম্পত্তি হস্তান্তর বা উইল করা হইলে, যাহাতে সে তাহার কল্যাণমূলক স্বার্থ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। এই ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের কোন কিছুই তাহার বিবাহের সময় অনুরূপ সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

উদাহরণ

(ক) ‘ক’-এর বয়স ২৪ (চব্বিশ) বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নির্দিষ্ট সরকারি জামানত ট্রাস্টীকে ট্রাস্ট করিয়া দেওয়া হয় যেন উহার সুদ সঞ্চিত হইতে পারে এবং অতঃপর মোট অর্থ তাহাকে হস্তান্তর করিবার কথা বলা হয়। ‘ক’ সাবালক হওয়ার পর ট্রাস্ট-সম্পত্তিতে বিশেষভাবে মনোযোগী হইলে সে ট্রাস্টীকে উহা অবিলম্বে তাহার নিকট হস্তান্তর করিবার কথা বলিতে পারে।

(খ) ‘খ’-এর জন্য বার্ষিক বৃত্তি ক্রয়ের জন্য ট্রাস্টীকে ১০০০০/- (দশ হাজার) টাকা ট্রাস্টের মাধ্যমে ‘ক’ উইল করিয়া দেয়, ‘খ’ বয়োঃপ্রাপ্ত হইলে এবং অন্য কোনভাবে চুক্তি করিবার যোগ্য হইলে সে ১০০০০/- (দশ হাজার) টাকা দাবী করিতে পারে।

(গ) ‘ক’ নির্দিষ্ট সম্পত্তি ‘খ’-এর নিকট হস্তান্তর করে এবং উহা ‘গ’-এর কল্যাণে বিনিয়োগ বা বিক্রয় করিবার নির্দেশ দেয়। ‘গ’ চুক্তি করিবার যোগ্য, ‘গ’ উক্ত সম্পত্তি মূল বৈশিষ্ট্য ফিরাইয়া লওয়ার ব্যাপারে পছন্দ করিতে পারে।

১০০। তদন্ত করিবার এবং ট্রাস্ট হিসাবের কপি ইত্যাদি লওয়ার অধিকার

ট্রাস্টী এবং ট্রাস্ট নোটিশ দ্বারা তাহার অধীন দাবীকারী সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে ট্রাস্ট-দলিল, ট্রাস্ট-দলিল সম্পর্কিত স্বত্ব দলিল, ট্রাস্ট-সম্পত্তির হিসাব এবং যাহার দ্বারা উহা সমর্থিত হইয়াছে এমন ভাউচার (যদি থাকে), এবং যেসব মামলা পেশ করা হইয়াছে এবং ট্রাস্টীর কর্তব্য পালনের লক্ষ্যে তাহার পরিচালনার জন্য যে মতামত লওয়া হইয়াছে উহা তদন্ত করিবার এবং উহার কপি লওয়ার অধিকার লাভভোগীর আছে।

১০১। লাভজনক স্বার্থ হস্তান্তরের অধিকার

চুক্তি করিবার যোগ্য লাভভোগী তাহার স্বার্থ হস্তান্তর করিতে পারে। তবে উহা পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং আওতা এবং যাহার মাধ্যমে সে অনুরূপ স্বার্থ হস্তান্তর করিতে পারে তৎসম্পর্কিত প্রচলিত আইনের শর্তসাপেক্ষে হইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, লাভজনক স্বার্থ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিবার ক্ষমতা নাই এমন কোন বিবাহিতা মহিলার কল্যাণে সম্পত্তি হস্তান্তর বা উইল করা হইলে এই ধারার কোন কিছুই তাহার বিবাহের সময় অনুরূপ স্বার্থ হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না।

১০২। ট্রাস্টী কার্যকরী করিবার জন্য আবেদনের অধিকার

যেক্ষেত্রে কোন ট্রাস্টীকে নিয়োগ করা হয় নাই অথবা সকল ট্রাস্টী মারা গিয়াছে, ট্রাস্ট প্রত্যাখ্যান করিয়াছে অথবা ট্রাস্টীর দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে অথবা যেক্ষেত্রে অন্য কোন কারণে ট্রাস্টী কর্তৃক ট্রাস্ট কার্যকরী করা আবাস্তব বা কার্যকরী করা সম্ভব নয় সেইক্ষেত্রে লাভভোগী ট্রাস্ট কার্যকরী করিবার জন্য [আবেদন করিতে পারে]^{১১} এবং একজন ট্রাস্টী বা নতুন ট্রাস্টী নিয়োগ না করা পর্যন্ত সম্ভব হইলে [কমিটি]^{১২} ট্রাস্ট কার্যকর করিতে পারেন।

১০৩। যথাযোগ্য ট্রাস্টী লাভের অধিকার

ট্রাস্ট-সম্পত্তি যথাযথভাবে নিরাপত্তায় রাখিবার এবং রক্ষা করিবার যথোপযুক্ত সংখ্যক ব্যক্তি কর্তৃক উহা পরিচালিত হওয়ার অধিকার (ট্রাস্ট-দলিলের শর্তসাপেক্ষে) লাভভোগীর আছে।

ব্যাখ্যা-১: এই ধারার অধীনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ যথোপযুক্ত নয়:

বিদেশে স্থায়ী ব্যক্তি, বিদেশী শত্রু, লাভভোগীর স্বার্থের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, দেউলিয়া অবস্থায় পতিত ব্যক্তি, এবং লাভভোগীর ব্যক্তি আইন দ্বারা অন্য কোনভাবে সমর্থিত না হইলে, বিবাহিত মহিলা এবং শিশু।

ব্যাখ্যা-২: ট্রাস্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে অর্থ প্রাপ্তি এবং উহার জিম্মার সহিত জড়িত থাকিলে ট্রাস্টীর সংখ্যা কমপক্ষে দুইজন হইতে হইবে।

উদাহরণ

(ক) কতিপয় লাভভোগীর মধ্যে একজন ‘ক’ প্রমাণ করে যে, ট্রাস্টী ‘খ’ ট্রাস্ট-সম্পত্তির অংশবিশেষ অনুপযুক্তভাবে বিক্রয় করিয়াছে অথবা ‘খ’-এর দেউলিয়ার কারণের তাহার নিকট সম্পত্তি ঝুঁকির মধ্যে রহিয়াছে অথবা সে ট্রাস্টী হিসাবে কাজ করিবার অনুপযোগী ‘ক’ ট্রাস্ট-সম্পত্তির জন্য একজন রিসিভার পাইতে পারে।

(খ) ‘গ’-এর জন্য ‘ক’ নির্দিষ্ট অলংকার ‘খ’ -কে ট্রাস্টের মাধ্যমে উইল করিয়া দেয়। ‘ক’-এর জীবিতাবস্থায় ‘খ’ মারা যায়, অতঃপর ‘ক’ মারা যায়। ‘গ’ তাহার জন্য একজন ট্রাস্টীর নিকট সম্পত্তিটি সমর্পণ দাবী করিবার অধিকার হইবে।

^{১১} ‘মামলা দায়ের করিতে পারে’ শব্দগুলি বিলুপ্ত করিয়া ‘আবেদন করিতে পারে’ শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২} ‘আদিম এখতিয়ারের প্রধান দেওয়ানী আদালত’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘কমিটি’ শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

- (গ) ‘খ’-এর জন্য ‘ক’ নির্দিষ্ট সম্পত্তি চারজন ট্রাস্টীর নিকট ট্রাস্ট করিয়া সমর্পণ করে। ইহার মধ্যে তিনজন ট্রাস্টী মারা যায়। ‘খ’ মৃত ৩ (তিন) জন ট্রাস্টীর স্থলে নতুন তিনজন ট্রাস্টী নিয়োগের জন্য [আবেদন করিতে পারে।]^{১০৪}
- (ঘ) ‘খ’-এর জন্য ট্রাস্টের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সম্পত্তি ‘ক’ ৩ (তিন) জন ট্রাস্টীর নিকট সমর্পণ করে। সব ট্রাস্টীই তাহাদের দাবী ত্যাগ করে। ‘খ’ দাবী ত্যাগকারী ট্রাস্টীদের স্থলে নতুন তিনজন ট্রাস্টী নিয়োগের জন্য [আবেদন করিতে পারে।]^{১০৫}
- (ঙ) ‘খ’-এর জন্য ট্রাস্টী ‘ক’ কাজ করিতে অস্বীকার করে অথবা স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার জন্য বাংলাদেশের বাহিরে যায় অথবা তাহাকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয় অথবা তাহার ঋণদাতাদের সহিত আপোষ করে অথবা ট্রাস্ট ভঙ্গের জন্য একজন সহ-ট্রাস্টীকে অনুমতি দেয়। ‘ক’-কে বরখাস্ত করিবার জন্য এবং তাহার স্থলে নতুন একজন ট্রাস্টী নিয়োগ করিবার জন্য ‘খ’ [আবেদন করিতে পারে।]^{১০৬}

১০৪। কর্তব্য সম্পাদনে বাধ্য করিবার অধিকার

লাভভোগী তাহার ট্রাস্টীকে তাহার কর্তব্যের কোন নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনে বাধ্য করিবার এবং যে কোন সম্ভাব্য বা স্থিরকৃত ট্রাস্টভঙ্গের কাজ হইতে নিবৃত্ত করিবার অধিকারী।

উদাহরণ

- (ক) ‘ক’ ‘খ’-এর সহিত এই মর্মে চুক্তি করে যে, সে ‘গ’-এর কল্যাণে প্রতিমাসে ‘খ’-কে ১০০/- (একশত) টাকা প্রদান করিবে। ‘খ’ এই মর্ম ঘোষণা করিয়া একখানিপত্র লেখে এবং স্বাক্ষর করে যে, সে ‘গ’-এর জন্য ট্রাস্ট হিসাবে অনুরূপভাবে প্রদানযোগ্য অর্থ নিজের অধিকারে রাখিবে। চুক্তি মোতাবেক ‘ক’ অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হয়। ‘গ’ যথার্থ ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে ‘খ’-এর নামে চুক্তির উপর ‘গ’-কে আবেদন করিবার অনুমতি প্রদানের জন্য ‘খ’-কে বাধ্য করিতে পারে।
- (খ) নির্দিষ্ট জমির ট্রাস্টী ‘ক’ উহা বিক্রয় করিয়া বিক্রিত অর্থ ‘খ’ এবং ‘গ’-কে সমান ভাগে ভাগ করিয়া দেওয়ার অধিকারী। ‘ক’ উক্ত জমি অদূরদর্শীভাবে বিক্রয় করিবার উপক্রম করে। ‘খ’ তাহার নিজের এবং ‘গ’-এর পক্ষে ‘ক’-কে বিক্রয় করা হইতে নিবৃত্ত করিতে নিষেধাজ্ঞার জন্য মামলা দায়ের করিতে পারে।

১০৫। ট্রাস্টী কর্তৃক বেআইনীভাবে ক্রয়

যেক্ষেত্রে ট্রাস্টী বেআইনীভাবে ট্রাস্ট সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছে সেইক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তি ট্রাস্টের শর্তসাপেক্ষে ঘোষণা করিবার অথবা ট্রাস্টী কর্তৃক উহা পুনরায় হস্তান্তর করিবার অধিকার লাভভোগীর আছে যদি উহা তাহার নিকট অবিক্রীত অবস্থায় থাকে অথবা যদি কোন ব্যক্তি ট্রাস্টের নোটিশ প্রদান করিয়া তাহার নিকট হইতে উহা ক্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু অনুরূপ ক্ষেত্রে লাভভোগীকে অবশ্যই ট্রাস্টী ক্রয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করিয়াছে তাহা সুদসহ ফেরত দিতে হইবে এবং উক্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথার্থভাবে সে অন্যান্য যে অর্থ (যদি থাকে) খরচ করিয়াছে, তাহাও লাভভোগীকে ফেরত দিতে হইবে; এবং ট্রাস্টী বা ক্রেতাকে অবশ্যই (ক) সম্পত্তির নীট লাভের হিসাব দিতে হইবে, (খ) সে যদি সত্যিকারভাবে সম্পত্তির দখলে থাকে তাহা হইলে তাহাকে ভোগ দখলের খাজনা দিতে হইবে, এবং (গ) ট্রাস্টী বা ক্রেতার কোন কার্য বা ক্রটির জন্য সম্পত্তি খারাপ হইয়া গেলে ক্রয় অর্থের সমানুপাতিক অংশ বাদ দেওয়ার অনুমতি লাভভোগীকে দিতে হইবে।

এই ধারার কোন কিছুই—

^{১০৪} ‘মামলা দায়ের করিতে পারে’ শব্দগুলি বিলুপ্ত করিয়া ‘আবেদন করিতে পারে’ শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৫} ‘মামলা দায়ের করিতে পারে’ শব্দগুলি বিলুপ্ত করিয়া ‘আবেদন করিতে পারে’ শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০৬} ‘মামলা দায়ের করিতে পারে’ শব্দগুলি বিলুপ্ত করিয়া ‘আবেদন করিতে পারে’ শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

- (ক) সম্পত্তি ট্রাস্টের শর্তসাপেক্ষে বা পুনরায় হস্তান্তরের ঘোষণা দেওয়ার মামলা দায়ের করিবার পূর্বে সরল বিশ্বাসে ইজারাদার বা অন্য কাহারও অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত করে না; অথবা
- (খ) যেক্ষেত্রে চুক্তি করিবার যোগ্য লাভ ভোগী বল প্রয়োগ বা অন্যায় প্রভাব ছাড়া নিজেই ঘটনার বিবরণ জানিয়া এবং ট্রাস্টীর পক্ষে তাহার অধিকার সম্পর্কে জ্ঞাত হইয়া ট্রাস্টীর নিকট বিক্রয় অনুমোদন করিয়াছে সেইক্ষেত্রে লাভভোগীকে সম্পত্তি ট্রাস্টের শর্ত সাপেক্ষে বা পুনরায় হস্তান্তর করিবার ঘোষণা দেওয়ার অধিকারী করে না।

১০৬। তৃতীয় পক্ষের নিকট ট্রাস্ট সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইলে উহা অনুসরণের অধিকার; ঐ সবার মধ্যে যেটি রূপান্তরিত হইয়াছে

যেক্ষেত্রে ট্রাস্টের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণভাবে ট্রাস্ট সম্পত্তি তৃতীয় পক্ষের হাতে আসে সেইক্ষেত্রে লাভভোগী তাহাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিতে পারে অথবা এই মর্মে ঘোষণা দেওয়ার জন্য মামলা দায়ের করিতে পারে যে, উক্ত সম্পত্তি ট্রাস্টের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

যেক্ষেত্রে ট্রাস্টী ট্রাস্ট-সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছে এবং উহা হইতে যে অর্থ বা অন্যান্য সম্পত্তি সে লাভ করিয়াছে তাহা তাহার নিকট অথবা তাহার বৈধ প্রতিনিধির নিকট অথবা উত্তরদায়ক গ্রাহকের (লিগাটি) নিকট সন্ধান করা যাইতে পারে এবং সেইক্ষেত্রে মূল ট্রাস্ট সম্পত্তির বিষয়ে লাভভোগীর যে অধিকার ছিল, বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার একইরকম অধিকার আছে।

উদাহরণ

- (ক) ‘ক’ ১০০০০/- (দশ হাজার) টাকার জন্য ‘খ’-এর ট্রাস্টী নির্দিষ্ট জমি ক্রয়ের জন্য অন্যায়ভাবে ১০০০০/ (দশ হাজার) বিনিয়োগ করে। ‘খ’ উক্ত জমির অধিকারী।
- (খ) ট্রাস্টী ‘ক’ নিজস্ব কিছু অর্থ এবং খ-এর জন্য ট্রাস্ট সম্পর্কিত বিষয়ের কিছু অর্থ দ্বারা অন্যায়ভাবে নিজের নামে জমি ক্রয় করে। ট্রাস্ট-ধনের যে পরিমাণ অর্থ জমিতে অন্যায়ভাবে নিয়োগ করা হইয়াছে সেই পরিমাণ অর্থের জন্য ‘খ’ উসূল পাওয়ার অধিকারী।

১০৭। যাহাদের নিকট হস্তান্তর করা হয় এমন কতিপয় ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণ

১০৬ ধারায় উল্লিখিত কোন কিছুই হস্তান্তরিত ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে লাভভোগী কোন কিছুই অধিকারী হইবে না:

- (ক) ট্রাস্টের বিষয়াটি না জানার কারণে যিনি সরল বিশ্বাসে সম্পত্তি খরিদের পণ প্রদান করিয়াছিলেন বা যখন দলিলাদি সম্পাদিত হইয়াছিল, বা;
- (খ) অনুরূপ কোন হস্তান্তরিত ব্যক্তির নিকট হইতে পণ এর বিনিময়ে হস্তান্তরিত ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত সম্পত্তি।
- এই ধারার আওতায় ট্রাস্ট-সম্পত্তি ক্রোককারী ও ক্রয়কারী পণ্যের বিনিময়ে রায় প্রাপ্ত পাওনাদার হস্তান্তরিত ব্যক্তি নয়।

১০৬ ধারায় উল্লিখিত কোন কিছুই প্রকৃত ধারকের নিকট যে অর্থ পত্রমুদ্রা এবং হস্তান্তরযোগ্য দলিল আছে। যাহা প্রচলনের জন্য পাস করা হইয়াছে, তাহার উপর প্রয়োগযোগ্য হইবে না অথবা ১৮৭২ সনের চুক্তি আইনের ১০৮ ধারার উপর কার্যকর হইবে না অথবা ঋণ বা কার্যকর হস্তান্তর করা হইয়াছে এমন কোন ব্যক্তির দায়িত্বের উপর কার্যকর হইবে না।

১০৮। ট্রাস্টী কর্তৃক অন্যায়ভাবে রূপান্তরিত ট্রাস্ট-সম্পত্তি অর্জন

যেক্ষেত্রে ট্রাস্টী অন্যায়ভাবে ট্রাস্ট-সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তর করে এবং পরবর্তীকালে নিজেই উক্ত সম্পত্তির মালিক হয়, সেইক্ষেত্রে যাহাদের নিকট মধ্যবর্তীকালীন হস্তান্তর করা হইয়াছে তাহাদের পক্ষে সরল বিশ্বাস থাকা এবং পণ দেওয়া এবং জ্ঞাত না থাকা সত্ত্বেও সম্পত্তি পুনরায় ট্রাস্টের আওতাভুক্ত হয়।

১০৯। মিশ্রিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে অধিকার

যেক্ষেত্রে ট্রাস্টী অন্যায়ভাবে নিজের সম্পত্তির সহিত ট্রাস্ট সম্পত্তি মিশ্রিত করিয়াছে, সেইক্ষেত্রে লাভভোগী তাহার পাওনার দাবী সমগ্র তহবিলের উপর উসূল লাভ করিবার অধিকারী।

১১০। অংশীদারিত্বের উদ্দেশ্যে ট্রাস্ট-সম্পত্তিতে অংশীদার ট্রাস্টী কর্তৃক অন্যায়ভাবে নিয়োগ

একজন ট্রাস্টী, যিনি অংশীদারত্ব, তিনি যদি অন্যায়ভাবে ট্রাস্ট সম্পত্তি ব্যবসায় অথবা অংশীদারি হিসাবে ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে উক্তরূপ ট্রাস্ট ভঙ্গের বিষয়ে পূর্বে জ্ঞাত না হইয়া থাকিলে অন্য অংশীদার, সুবিধাভোগীর (beneficiary) নিকট ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন না।

অংশীদারগণ উক্তরূপ ট্রাস্ট ভঙ্গের বিষয়ে পূর্ব হইতেই জ্ঞাত থাকিলে প্রত্যেকেই একক ও যৌথভাবে দায়ী হইবেন।

উদাহরণ:

(ক) ‘ক’ এবং ‘খ’ অংশীদার। মৃত্যুর পূর্বে ‘ক’ তাহার সম্পত্তি ‘গ’-এর জন্য ‘খ’-কে ট্রাস্টের মাধ্যমে উইল করিয়া যায় এবং ‘খ’-কে সে তাহার একমাত্র নির্বাহক নিযুক্ত করে। ‘খ’ অংশীদারিত্বের বিষয় বিলোপ না করিয়া সকল সম্পদ ব্যবসায়ে রাখিয়া দেয়। মূলধনে ‘ক’-এর অংশ হইতে কত লাভ হইয়াছে তাহার হিসাব দেওয়ার জন্য একজন অংশীদার হিসাবে ‘গ’ তাহাকে বাধ্য করিতে পারে। ‘ক’-এর সম্পদ অনুপযুক্তভাবে নিয়োগ করিবার জন্য ‘খ’-কে ‘গ’-এর নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে।

(খ) ‘ক’-একজন ব্যবসায়ী। সে তাহার সম্পত্তি ‘গ’-এর জন্য ট্রাস্টের মাধ্যমে ‘খ’ কে উইল করিয়া দেয় এবং ‘খ’-কে তাহার একমাত্র নির্বাহক নিযুক্ত করিবার পর মৃত্যুবরণ করে। ‘খ’-একই ব্যবসায়ে ব’ এবং ‘ঙ’-এর সহিত অংশীদারিত্বে যোগ দেয় এবং ‘ক’-এর সম্পদ অংশীদারি ব্যবসায়ে নিয়োগ করে। ‘খ’ ‘গ’-এর দাবীর বিরুদ্ধে ‘ব’ এবং ‘ঙ’-দের ক্ষতিপূরণ দেয় এখানে ‘ব’ এবং ‘ঙ’ একক ও যৌথভাবে ‘খ’ এর সহিত ‘গ’-এর নিকট দায়ী। কারণ ‘খ’ কর্তৃক সংঘটিত ট্রাস্ট ভঙ্গের ব্যাপারে তাহারা জানিয়া-শুনিয়া উহার পক্ষ হইয়াছে।

১১১। ট্রাস্ট-ভঙ্গে জড়িত লাভভোগীর দায়িত্ব

যেক্ষেত্রে একাধিক লাভভোগীর মধ্যে একজন—

(ক) ট্রাস্ট ভঙ্গ করিবার কার্যে যোগ দেয়; অথবা

(খ) অপর লাভভোগীদের সম্মতি ছাড়াই জানিয়া শুনিয়া উহা হইতে সুযোগ গ্রহণ করে; অথবা

(গ) সংঘটিত ট্রাস্ট ভঙ্গ অথবা ট্রাস্ট ভঙ্গ করিবার অভিপ্রায় সম্পর্কে জ্ঞাত আছে এবং উহা গোপন রাখে বা যুক্তিগ্রাহ্য সময়ের মধ্যে অপর লাভভোগীদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে; অথবা

(ঘ) ট্রাস্টীকে প্রতারণা করিয়া তাহাকে ট্রাস্ট ভঙ্গে প্রলুব্ধ করিয়াছে, সেইক্ষেত্রে তাহার এবং তাহার নিকট দাবীকারী ব্যক্তি (যাহারা ট্রাস্ট ভঙ্গের বিষয় জ্ঞাত না থাকিয়া পণ প্রদান করিয়া সম্পত্তি নিয়াছে তাহারা ব্যতীত) সকলের প্রাপ্য লাভ জন্ম থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য লাভভোগীদের ক্ষতিপূরণ করা না হয়।

যখন কোন বিবাহিতা মহিলার মঙ্গলের জন্য সম্পত্তি হস্তান্তর বা উইল করা হয় এবং যেহেতু লাভভোগী স্বার্থ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিবার ক্ষমতা তাহার নাই, সেইহেতু তাহার বিবাহ বলবৎ থাকাকালে এই ধারার কোন কিছুই উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

১১২। লাভভোগীর হস্তান্তরিত ব্যক্তির অধিকার ও দায়িত্ব

লাভভোগী যাহাদের নিকট তাহার স্বার্থ হস্তান্তর করে তাহাদের প্রত্যেকের হস্তান্তরের তারিখ হইতে লাভভোগীর অনুরূপ দায় সাপেক্ষে অধিকার আছে।

নবম অধ্যায় ট্রাস্টীর অফিস শূন্য

১১৩। কিভাবে অফিস শূন্য হয়

ট্রাস্টী মৃত্যুবরণ করিলে অথবা তাহাকে বরখাস্ত করা হইলে ট্রাস্টীর অফিস শূন্য হয়।

১১৪। ট্রাস্টীর বরখাস্ত:

কেবল নিম্নলিখিত কারণে ট্রাস্টীকে বরখাস্ত করা যাইতে পারে:

- (ক) ট্রাস্ট বিলোপ করিয়া;
- (খ) ট্রাস্টের অধীন তাহার কর্তব্য সম্পূর্ণ করিয়া;
- (গ) ট্রাস্টের-দলিল দ্বারা নির্ধারিত কোন উপায় অবলম্বন করিয়া;
- (ঘ) তাহার পরিবর্তে এই আইনের অধীন একজন নতুন ট্রাস্টী নিয়োগ করিয়া;
- (ঙ) তাহার এবং লাভভোগীর সম্মতি গ্রহণ করিয়া, অথবা যেক্ষেত্রে একাধিক লাভভোগী আছে সেইক্ষেত্রে সকল লাভভোগী চুক্তি করিবার যোগ্য হইলে, অথবা
- (চ) এই আইনের অধীন [কমিটি]^{১১৩}তে তাহার বরখাস্তের আবেদন জানানো হইলে [কমিটি]^{১১৪} কর্তৃক;
- [(ছ) ট্রাস্টীকে অযোগ্য অথবা অপসারণ করিয়া;]^{১১৫}
- [(জ) ট্রাস্টীর মৃত্যুতে;]^{১১৬}
- [(ঝ) ট্রাস্টীর পদ খালি থাকুক না থাকুক অথবা পূর্ণ থাকুক, কমিটি ট্রাস্ট প্রশাসনের জন্য যখনই প্রয়োজন মনে করিবে তখনই একজন অতিরিক্ত ট্রাস্টী নিয়োগ করিতে পারে।]^{১১৭}

১১৫। ট্রাস্ট হইতে বরখাস্তের আবেদন

৫৩ ধারার বিধানাবলী সত্ত্বেও প্রত্যেক ট্রাস্টী তাহার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য [কমিটি]^{১১৮}র নিকট আবেদন করিতে পারে; এবং [কমিটি]^{১১৯} যদি মনে করেন যে, অনুরূপ অব্যাহতির অনুকূলে যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে কমিটি তাহাকে সেই মোতাবেক অব্যাহতি দিতে পারেন এবং তাহার খরচপত্র ট্রাস্ট-সম্পত্তি হইতে মিটাইবার নির্দেশ দিতে পারে। কিন্তু যেক্ষেত্রে অনুরূপ কোন কারণ নাই সেইক্ষেত্রে কমিটি তাহার পরিবর্তে যোগ্য একজন লোক না পাওয়া পর্যন্ত তাহাকে অব্যাহতি দিবেন না।

১১৬। মৃত্যু ইত্যাদির প্রেক্ষিতে নতুন ট্রাস্টী নিয়োগ

যখনই কোন নিযুক্ত ট্রাস্টী তাহার দাবী ত্যাগ করে অথবা মূল বা তৎপরিবর্তিত কোন ট্রাস্টী মারা যায় অথবা অব্যাহতভাবে ৬ (ছয়) মাসকাল বাংলাদেশে অনুস্থিত থাকে, অথবা বিদেশে বসবাস করিবার উদ্দেশ্যে

^{১১৩} 'আদালত' শব্দটির পরিবর্তে 'কমিটি' শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৪} 'আদালত' শব্দটির পরিবর্তে 'কমিটি' শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৫} প্রস্তাবিত

^{১১৬} প্রস্তাবিত

^{১১৭} প্রস্তাবিত

^{১১৮} 'আদিম এখতিয়ারের প্রধান দেওয়ানী আদালত' শব্দগুলির পরিবর্তে 'কমিটি' শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১৯} 'আদালত' শব্দটির পরিবর্তে 'কমিটি' শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

বাংলাদেশ ত্যাগ করে অথবা তাহাকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয় অথবা সে যদি ট্রাস্টের দায়িত্ব পালন হইতে অব্যাহতি পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, অথবা [কমিটি]-র বিবেচনায় সে যদি অযোগ্য হইয়া পড়ে অথবা ট্রাস্টের কার্য করিতে ব্যক্তিগতভাবে অসমর্থ হইয়া পড়ে অথবা অসঙ্গতিপূর্ণ কোন ট্রাস্ট গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার স্থলে একজন নতুন ট্রাস্টী নিয়োগ করা যাইতে পারে—

(ক) ট্রাস্ট-দলিল (যদি থাকে) দ্বারা এই উদ্দেশ্যে মনোনীত কোন ব্যক্তিকে, অথবা;

(খ) যদি অনুরূপ কোন ব্যক্তি না থাকে বা যদি অনুরূপ ব্যক্তি কাজ করিতে সমর্থ ও ইচ্ছুক না থাকে তাহা হইলে ট্রাস্ট সৃষ্টিকারী, যদি সে বাঁচিয়া থাকে এবং চুক্তি করিবার যোগ্য হয় অথবা জীবিত বা ধারাবাহিক ট্রাস্ট বা সাময়িক ট্রাস্টী, জীবিত বা ধারাবাহিক ট্রাস্টী বা সাময়িক ট্রাস্টী, জীবিত বা ধারাবাহিক ট্রাস্টীর আইনগত প্রতিনিধি অথবা ([কমিটি]-র সম্মতি লইয়া) অবসরপ্রাপ্ত ট্রাস্টীগণ, যদি তাহারা একই সাথে অবসর গ্রহণ করিয়া থাকেন, অথবা (একই রকম সম্মতি লইয়া) সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত ট্রাস্টী।

অনুরূপ প্রত্যেকটি নিযুক্ত নিয়োগ প্রদানকারীর সহস্ত লিখিত হইতে হইবে।

একজন নতুন ট্রাস্টী নিয়োগ করিবার পর ট্রাস্টীর এই সংখ্যা বাড়িয়া যাইতে পারে।

[কমিটি]-র আদেশ এবং নিয়োগযোগ্য ব্যক্তির সম্মতি লইয়া এই ধারার অধীন সরকারি ট্রাস্টী নিয়োগ করা যাইতে পারে; যে কোন ক্ষেত্রে মাত্র একজন ট্রাস্টী একমাত্র ট্রাস্টী হইবে।

এই ধারায় বিধানাবলী একজন মৃত ট্রাস্টীসহ উইলকারীর পূর্বে মৃত উইলের মাধ্যমে মনোনীত ট্রাস্টী সম্পর্কিত এবং ধারাবাহিক ট্রাস্টীর মধ্যে ক্ষমতা কার্যকরী করণের প্রাপ্ত ট্রাস্টী সম্পর্কিত।

১১৭। কমিটি কতৃক নিয়োগ

যখন অনুরূপ কোন শূন্যতা বা অযোগ্যতা দেখা দেয় এবং ১১৬ ধারার অধীন নতুন ট্রাস্টী নিয়োগ অসাধ্য হইয়া পড়ে তখন লাভভোগী এক বা একাধিক ট্রাস্টী বা এক বা একাধিক নতুন ট্রাস্টী নিযুক্তির জন্য [কমিটি]-র নিকট আবেদন করিতে পারে এবং [কমিটি]-সেই মোতাবেক একজন ট্রাস্টী বা একজন নতুন ট্রাস্টী বা ট্রাস্টীগণ নিয়োগ করিতে পারে।

নতুন ট্রাস্টী নির্বাচন বিধিমালা

নতুন ট্রাস্টী নিযুক্তির সময় [কমিটি]-^{১০} নিম্নলিখিত বিষয়ে বিবেচনা করিবেন

(ক) ট্রাস্ট-দলিল হইতে অনুমিত বা প্রকাশ্য ট্রাস্ট সৃষ্টিকারীর ইচ্ছা, (খ) নতুন ট্রাস্টী নিয়োগ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির যদি কোন ইচ্ছা থাকে; (গ) ট্রাস্ট বাস্তবায়নে নিযুক্তি সহায়ক হইবে না বাধার সৃষ্টি করিবে, এই প্রশ্ন; এবং (ঘ) যেক্ষেত্রে একের অধিক লাভভোগী আছে সেইক্ষেত্রে সকল লাভভোগীর স্বার্থ।

^{১০} ‘আদিম এখতিয়ারের প্রধান দেওয়ানী আদালত’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘কমিটি’ শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১} ‘আদালত’ শব্দটির পরিবর্তে ‘কমিটি’ শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২} ‘আদালত’ শব্দটির পরিবর্তে ‘কমিটি’ শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৩} ‘আদিম এখতিয়ারের প্রধান দেওয়ানী আদালত’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘কমিটি’ শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৪} ‘আদালত’ শব্দটির পরিবর্তে ‘কমিটি’ শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৫} ‘আদালত’ শব্দটির পরিবর্তে ‘কমিটি’ শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

১১৮। [পূর্বের ট্রাস্টী কর্তৃক সম্পত্তি হস্তান্তর

- (ক) যতক্ষণ পর্যন্ত একজন সহ-ট্রাস্টী অফিসে উপস্থিত না থাকেন বা কমিটি অনুরূপ কোন আদেশ প্রদান না করেন, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ট্রাস্ট সম্পত্তি পরবর্তী ট্রাস্টী বা উক্ত সম্পত্তিতে স্বত্বাধিকারী কোন ব্যক্তিকে হস্তান্তর করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত পদত্যাগী বা অপসারিত ট্রাস্টী ট্রাস্ট সম্পত্তি রক্ষা করিবেন।
- (খ) পদত্যাগে অথবা অপসারিত ট্রাস্টী তাহার দখলে থাকা ট্রাস্ট-সম্পত্তি দ্রুত কার্যকরভাবে তাহার সহ-ট্রাস্টী, উত্তরাধিকারী ট্রাস্টী অথবা ইহাতে স্বত্বাধিকারী অন্য কোন ব্যক্তিকে হস্তান্তর করিবে।^{৯০}

১১৯। নতুন ট্রাস্টীর নিকট ট্রাস্ট সম্পত্তি ন্যস্ত

ধারা ১১৬ অথবা ১১৭-এর অধীন যখন কোন নতুন ট্রাস্টী বা ট্রাস্টীগণ নিয়োগ করা হয় তখন জীবিত বা ধারাবাহিক ট্রাস্টীগণ অথবা ট্রাস্টী, অথবা কোন ট্রাস্টীর আইনগত প্রতিনিধির নিকট সাময়িকভাবে ন্যস্ত সকল ট্রাস্ট-সম্পত্তি অনুরূপ নতুন ট্রাস্টী অথবা ট্রাস্টীগণের নিকট জীবিত বা ধারাবাহিক ট্রাস্টীগণ বা ট্রাস্টীর সহিত, যাহাই প্রযোজ্য, একক বা যৌথভাবে ন্যস্ত হইবে।

নতুন ট্রাস্টীর ক্ষমতা

এই আইন পাস হওয়ার পূর্বে বা পরে অনুরূপভাবে নিযুক্ত প্রত্যেক নতুন ট্রাস্টী বা ট্রাস্টীগণ এবং কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত প্রত্যেক ট্রাস্টীর একই রকম ক্ষমতা, কর্তৃক ও স্ববিচেনামূলক ক্ষমতা থাকিবে এবং ট্রাস্ট সৃষ্টিকারী কর্তৃক মনোনীত ট্রাস্টী বা ট্রাস্টীগণের মত সকল ক্ষেত্রে কার্য করিবেন।

১২০। ট্রাস্ট টিকিয়া থাকা

সহ-ট্রাস্টীগণের মধ্যে একজন মারা গেলে বা একজনকে বরখাস্ত করা হইলে ট্রাস্ট টিকিয়া থাকে এবং ট্রাস্ট-দলিলে অন্য কিছু প্রকাশ্যে ঘোষণা করা না হইলে ট্রাস্ট-সম্পত্তি অন্যদের নিকট হস্তান্তরিত হইয়া যায়।

দশম অধ্যায় ট্রাস্টের বিলোপ

১২১। ট্রাস্ট কিভাবে বিলুপ্ত হয়

ট্রাস্ট বিলুপ্ত হয় যখন—

- (ক) ইহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হয়;
- (খ) ইহার উদ্দেশ্য অবৈধ হইয়া পড়ে;
- (গ) ট্রাস্ট-সম্পত্তি বিনাশ বা অন্য কোনভাবে ইহার উদ্দেশ্যে পূর্ণতা অসম্ভব হইয়া পড়ে;
- (ঘ) বাতিলযোগ্য ট্রাস্ট প্রকাশ্যে বাতিল করা হয়।

১২২। ট্রাস্ট প্রত্যাহারকরণ

উইল দ্বারা সৃষ্ট ট্রাস্ট উইলকারীর ইচ্ছানুযায়ী প্রত্যাহার বাতিল করা যাইতে পারে। অন্য কোনভাবে সৃষ্ট ট্রাস্ট কেবল প্রত্যাহার বাতিল করা যাইতে পারে যেক্ষেত্রে—

- (ক) সকল লাভভোগী চুক্তি করিবার যোগ্য সেইক্ষেত্রে তাহাদের সম্মতি দ্বারা;
- (খ) ট্রাস্ট উইলবিহীন দলিল বলিয়া বা মুখের কথা বলিয়া ঘোষিত সেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট সৃষ্টিকারীর জন্য প্রকাশ্য সংরক্ষিত প্রত্যাহার বাতিল করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া; অথবা
- (গ) ট্রাস্ট শুধু ট্রাস্ট সৃষ্টিকারীর ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য এবং যাহা ঋণদাতাগণকে জ্ঞাত করানো হয় নাই, সেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট সৃষ্টিকারীর ইচ্ছানুযায়ী।

উদাহরণ

‘ক’ ট্রাস্টের মাধ্যমে তাহার সম্পত্তি ‘খ’-কে প্রদান করে যেন ‘খ’ উহা বিক্রয় করিয়া লভ্যাংশ দিয়া ‘ক’-এর ঋণদাতার দাবী পরিশোধ করে। ‘ক’ ট্রাস্ট প্রত্যাহার/বাতিল করিবার কোন ক্ষমতা সংরক্ষণ করে না। ঋণদাতাগণের সহিত যোগাযোগ করা না হইলে ‘ক’ ট্রাস্ট প্রত্যাহার/বাতিল করিতে পারে। কিন্তু ঋণদাতাগণ যদি এই ব্যবস্থার পক্ষ হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাহাদের সম্মতি ব্যতীত ট্রাস্ট প্রত্যাহার/বাতিল করা যায় না।

১২৩। ট্রাস্টী যাহা যথার্থভাবে সম্পাদন করিয়াছে তাহা বিফল করিবার জন্য প্রত্যাহার/বাতিল করা যায় না

ট্রাস্ট বাস্তবায়নে ট্রাস্টী যাহা যথার্থভাবে করিয়াছে তাহা বিফল করিবার জন্য ট্রাস্ট সৃষ্টিকারী ট্রাস্ট প্রত্যাহার/বাতিল করিতে পারে না।

একাদশ অধ্যায়

ট্রাস্টের ক্ষেত্রে কতিপয় দায়বদ্ধতা

১২৪। ট্রাস্টের ক্ষেত্রে কতিপয় দায়বদ্ধতাসম্পর্কিত

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ট্রাস্টের প্রকৃতিতে কর্তব্যের সৃষ্টি হয়।

১২৫। যেক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয় না যে হস্তান্তরকারী লাভভোগীর স্বার্থ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন

যেক্ষেত্রে [অকৃষি]^{৯৯} সম্পত্তির মালিক উহা হস্তান্তর বা উইল করে এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলির সহিত যদি প্রতীয়মান না হয় যে, সে উহার সহিত লাভভোগীর স্বার্থ-ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, তাহা হইলে হস্তান্তরিত বা উত্তরাধিকারী অবশ্যই মালিক বা তাহার আইনগত প্রতিনিধির কল্যাণে অনুরূপ সম্পত্তি ধারণ করিবে।

উদাহরণ

(ক) ‘ক’ তাহার [অকৃষি ভূমি]^{৯৯} কোন পণ ছাড়াই ‘খ’ কে প্রদান করে এবং উহার কোন অংশের জন্য কোন ট্রাস্ট ঘোষণা করে না। যে পরিস্থিতিতে হস্তান্তর কার্য সম্পাদিত হইয়াছে তাহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ইহা অনুমান করা যায় না, ‘ক’ উক্ত ভূমিতে তাহার লাভভোগীর স্বার্থ হস্তান্তর করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। ‘খ’ ‘ক’-এর কল্যাণে ভূমি ধারণ করে।

(খ) ‘ক’ তাহার কতিপয় মজুত তহবিল তাহার এবং ‘খ’-এর যুগ্ম নামে হস্তান্তর করে। যে পরিস্থিতিতে এই হস্তান্তর করা হয় তাহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া উহা অনুমান করা যায় না যে, ‘ক’ তাহার জীবিতকালে মজুদ মালে তাহার লাভভোগীর স্বত্ব হস্তান্তর করিয়াছে। ‘ক’ এবং ‘খ’ ‘ক’-এর জীবিতকালে তাহার কল্যাণে মজুত তহবিল ধারণ করে।

(গ) ‘ক’ তাহার স্ত্রী ‘খ’-কে কতিপয় ভূমি উপহার হিসাবে প্রদান করে। ‘ক’-এর অনুকূলে কোন ট্রাস্ট সম্পাদন ছাড়াই ‘ক’-এর স্ত্রী উক্ত লাভভোগীর স্বত্ব গ্রহণ করে। এই ঘটনা হইতে অনুমান করা যায় যে, এই উপহার ‘খ’-এর কল্যাণে প্রদত্ত।

১২৬। একজন কর্তৃক প্রদত্ত পণের জন্য অন্যের নিকট হস্তান্তর

যেক্ষেত্রে একজন কর্তৃক প্রদত্ত বা সরবরাহকৃত পণের জন্য অন্যের নিকট [অকৃষি]^{৯৯} সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয় এবং প্রতীয়মান হয় যে, অনুরূপ অন্য ব্যক্তি হস্তান্তরিত ব্যক্তির কল্যাণে পণ প্রদান বা সরবরাহ করে নাই তাহা হইলে হস্তান্তরিত ব্যক্তি অবশ্যই পণ প্রদান বা সরবরাহকারী ব্যক্তির কল্যাণে সম্পত্তি নিজের কাছে রাখিবেন।

১২৭। বাস্তবায়নের অযোগ্য ট্রাস্ট অথবা ট্রাস্ট সম্পত্তি নিঃশেষ না করিয়া ট্রাস্ট বাস্তবায়ন

যেক্ষেত্রে ট্রাস্ট বাস্তবায়নের অযোগ্য অথবা যেক্ষেত্রে ট্রাস্ট সম্পত্তি নিঃশেষ না করিয়া ট্রাস্ট সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হইয়াছে সেইক্ষেত্রে ট্রাস্টী বিপরীত কোন নির্দেশের অনুপস্থিতিতে ট্রাস্ট সৃষ্টিকারী অথবা তাহার আইনগত প্রতিনিধির কল্যাণে ট্রাস্ট-সম্পত্তি অথবা উহার অনিঃশেষিত সম্পত্তি অবশ্যই ধারণ করিবে।

উদাহরণ:

(ক) ‘ক’ কতিপয় সম্পত্তি ‘ক’-কে প্রদান করে-‘ট্রাস্ট করিয়া’এবং কোন ট্রাস্ট ঘোষণা করা হয় নাই; অথবা ট্রাস্ট করিয়া যাহা পরে ঘোষণা করা হইবে এবং অনুরূপ কোন ঘোষণা কখনও দেওয়া হয় নাই; অথবা

^{৯৯} প্রস্তাবিত

^{৯৯} প্রস্তাবিত

^{৯৯} প্রস্তাবিত

ট্রাস্ট করিয়া যাহা বাস্তবায়নের জন্য খুবই অস্পষ্ট; অথবা ট্রাস্ট করিয়া যাহা কার্যকরী হওয়ার অনুপযুক্ত; অথবা ‘গ’-এর জন্য ট্রাস্ট করিয়া এবং ‘গ’ ট্রাস্টের আওতায় তাহার স্বত্ব বাতিল করে-এই ঘটনাগুলিতে ‘ক’-এর কল্যাণে ‘খ’ সম্পত্তি ধারণ করিবে।

- (খ) ‘ক’ ট্রাস্ট করিয়া শতকরা ৪ ভাগ ১০০০০/- (দশ হাজার) টাকা ‘খ’-কে প্রদান করে যেন ‘গ’-কে তাহার জীবিতকালে টাকার সুদ প্রদান করে। ‘ক’ মারা গেল এবং তারপর ‘গ’ মারা গেল। ‘ক’-এর আইনগত প্রতিনিধির কল্যাণে ‘খ’ উক্ত তহবিল ধারণ করিবে।
- (গ) ‘ক’ ট্রাস্ট করিয়া ‘খ’-কে জমি প্রদান করে যেন সে উহা বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থের অর্ধেক নির্দিষ্ট দাতব্য কার্যের জন্য এবং বাকি অংশ একটি মূর্তির উপাসনা চালু রাখিবার জন্য ব্যয় করে। ‘খ’ জমি বিক্রয় করে কিন্তু দাতব্য কার্যের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ ব্যয় হয় এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থের বাকি অংশের সবটুকু উপাসনা অব্যাহত রাখিবার জন্য ব্যয় হয় না। ‘ক’ বা তাহার আইনগত প্রতিনিধির কল্যাণে ‘খ’ বিক্রয়লব্ধ অর্থের প্রথম অংশ এবং দ্বিতীয় অংশের অবশিষ্ট অংশ ধারণ করিবে।
- (ঘ) ‘ক’ ‘খ’-কে ১০০০০/- (দশ হাজার) টাকা উইল করিয়া দেয় যেন সে উহা দ্বারা জমি ক্রয় করে এবং যে উদ্দেশ্যে জমি ক্রয় করা হয় তাহা বাস্তবায়নে পুরোপুরি বা আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়। ‘ক’-এর আইনগত প্রতিনিধির কল্যাণে ‘খ’ উক্ত অর্থের অখরচকৃত সুদ বা ক্রয় করা হইয়া থাকিলে ক্রীত জমি ধারণ করিবে।

১২৮। অবৈধ উদ্দেশ্যে হস্তান্তর

যেক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিক অবৈধ উদ্দেশ্যে অন্যের নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর করে এবং অনুরূপ উদ্দেশ্য যদি বাস্তবায়িত না হয় অথবা হস্তান্তরকারী হস্তান্তরিত ব্যক্তির মত দোষী না হয় অথবা হস্তান্তরিত ব্যক্তির নিকট সম্পত্তি রাখিয়া দেওয়ার অনুমতির ফল যদি আইনের বিধানকে হেয় করিয়া দেয় তাহা হইলে হস্তান্তরকারীর কল্যাণে হস্তান্তরিত ব্যক্তি অবশ্যই সম্পত্তি নিজের কাছে রাখিবেন।

১২৯। অবৈধ উদ্দেশ্যে উইল

যেক্ষেত্রে উইলকারী ট্রাস্টের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সম্পত্তি উইল করিয়া দেয় এবং উইলের অবস্থাদৃষ্টে ট্রাস্টের উদ্দেশ্য অবৈধ বলিয়া গণ্য হয় অথবা উইলকারীর জীবিতকালে উইলসূত্রে প্রাপক তাহার সহিত একমত হইয়া অবৈধ উদ্দেশ্যে সম্পত্তি ব্যবহার করে সেইক্ষেত্রে উইল সূত্রে প্রাপক অবশ্যই উইলকারীর আইনগত উত্তরাধিকারীর স্বার্থে সেই সম্পত্তি নিজের কাছে রাখিবেন।

যেক্ষেত্রে উইল বাতিলকরণ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আটকানো হয়

যেক্ষেত্রে সম্পত্তি উইল করা হইয়াছে এবং উইল বাতিলকরণ/প্রত্যাহারকরণ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আটকানো হইয়াছে সেইক্ষেত্রে উইলসূত্রে প্রাপক অবশ্যই উইলকারীর আইনগত প্রতিনিধির কল্যাণে সম্পত্তি নিজের নিকট রাখিবেন।

১৩০। রহিতযোগ্য চুক্তি মোতাবেক হস্তান্তর

যেক্ষেত্রে রহিতযোগ্য চুক্তি মোতাবেক সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয় অথবা প্রতারণা বা ভুল করিয়া উহা করিতে প্রলুব্ধ করা হয় সেইক্ষেত্রে হস্তান্তরকারী এই সম্পর্কিত তথ্য অবগত হওয়ার পর অবশ্যই হস্তান্তরিত ব্যক্তির কল্যাণে সম্পত্তি ধারণ করিবে, শর্ত হইল, সত্যিকারভাবে প্রদত্ত পারিশ্রমিক হস্তান্তরিত ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবে।

১৩১। দেনাদার ঋণদাতার প্রতিনিধি হইলে

যেক্ষেত্রে দেনাদার তাহার ঋণদাতার নির্বাহক বা অন্যান্য আইনগত প্রতিনিধি হয়, সেইক্ষেত্রে সে অবশ্যই উহার সহিত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কল্যাণে ঋণ ধারণ করিবে।

১৩২। জিম্মাদারী দ্বারা অর্জিত সুবিধা

যেক্ষেত্রে কোন ট্রাস্টী, নির্বাহক; অংশীদার এজেন্ট, কোম্পানীর পরিচালক, আইনগত উপদেষ্টা বা অন্যান্য ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার্থে জিম্মাদারী ধরণের চুক্তিতে আবদ্ধ হয় সেইক্ষেত্রে সে তাহার নিজের বৈশিষ্ট্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া যে কোন ধরনের আর্থিক সুবিধা লাভ করে অথবা যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি অনুরূপভাবে চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া অবস্থার শিকারে এমন কোন লেনদেনে জড়িত হইয়া পড়ে যাহাতে তাহারা স্বার্থ অনুরূপ অন্য কোন ব্যক্তির স্বার্থের চাইতে প্রতিকূল হয় বা হইতে পারে সেইক্ষেত্রে সে অর্জিত সুবিধা অবশ্যই অনুরূপ অন্য ব্যক্তির কল্যাণে ধারণ করিবে।

উদাহরণ

- (ক) নির্বাহক 'ক' উত্তরদায়-গ্রাহক 'খ'-এর নিকট হইতে উইলের অধীনে তাহারদাবী কমমূল্যে ক্রয় করে। 'ক' অবশ্যই 'খ'-এর কল্যাণে দাম ও দরের মধ্যকার পার্থক্য ধারণ করিবে।
- (খ) ট্রাস্টী 'ক' তাহার নিজের ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ট্রাস্ট-সম্পত্তি ব্যবহার করে। এই ব্যবহার হইতে অর্জিত মুনাফা 'ক' অবশ্যই তাহার লাভ ভোগীর জন্য ধারণ করিবে।
- (গ) ট্রাস্টী 'ক' তাহার উত্তরাধিকারীর অভিপ্রায় মোতাবেক ট্রাস্ট হইতে অবসর গ্রহণ করে এবং উত্তরাধিকারী তাহাকে কিছু পরিমাণ অর্থ প্রদান করে। 'ক' অনুরূপ অর্থ তাহার লাভভোগীর কল্যাণে ধারণ করিবে।
- (ঘ) একজন অংশীদার 'ক' অংশীদারিত্বের তহবিল হইতে নিজের নামে জমি ক্রয় করে। অংশীদারিত্বের কল্যাণে 'ক' অনুরূপ জমি ধারণ করিবে।
- (ঙ) অংশীদার 'ক' তাহার নিজের এবং তাহার সহ-অংশীদারদের পক্ষ হইতে তাহাকে ১০০০০০/- (এক লাখ) টাকা প্রদান করিবার জন্য ইজারাদাতাদের সহিত লীজের শর্তের চুক্তির ব্যাপারে গোপনে আলোচনা করিবার জন্য একজনকে নিয়োগ করে। 'ক'-এই পরিমাণ টাকা অংশীদারিত্বের কল্যাণে ধারণ করিবে।
- (চ) 'ক' ও 'খ' অংশীদার। 'ক' মারা গেল। অংশীদারিত্ব গোটানোর পরিবর্তে 'খ' সম্পদ ব্যবসায়ে, রাখিয়া দেয়। 'খ'-কে অবশ্যই মূলধনে 'ক'-এর অংশ হইতে অর্জিত মুনাফার ব্যাপারে 'ক'-এর আইনগত প্রতিনিধির নিকট জবাব দিতে হইবে।
- (ছ) 'ক' একজন এজেন্ট হিসাবে 'খ'-এর জন্য লীজ লওয়ার জন্য নিয়োজিত হইয়া নিজের জন্য লীজ গ্রহণ করে। 'ক'-কে 'খ'-এর কল্যাণে লীজ ধারণ করিতে হইবে।
- (জ) অভিভাবক 'ক' তাহার তত্ত্বাবধানাধীন ব্যক্তি 'খ'-এর দায় সম্পত্তি কম মূল্যে ক্রয় করে। 'ক' 'খ'-এর কল্যাণে এইভাবে ক্রীত দায় ধারণ করিবে এবং সে যাহা সত্যিকারভাবে প্রদান করিয়াছে তাহার জন্যই কেবল তাহাকে খরচ দেওয়ার জন্য বলিতে পারিবে।

১৩৩। অবৈধ প্রভাবের মাধ্যমে অর্জিত সুবিধা

যেক্ষেত্রে অন্যের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া অবৈধ প্রভাবের মাধ্যমে কোন সুবিধা অর্জন করা হয় সেইক্ষেত্রে কোন মূল্য ছাড়াই অথবা অনুরূপ প্রভাব খাটানো হইয়াছে বলিয়া নোটিশ দেওয়ার পর অনুরূপ সুবিধা অর্জনকারী ব্যক্তিকে অবশ্যই যাহার স্বার্থকে ক্ষতি করা হইয়াছে তাহার কল্যাণে অর্জিত সুবিধা ধারণ করিতে হইবে।

১৩৪। যোগ্য মালিক কর্তৃক অর্জিত সুবিধা

যেক্ষেত্রে আজীবন ভাড়াটিয়া, সহ-মালিক, যাহার নিকট বন্ধক রাখা হয় অথবা কোন সম্পত্তির যোগ্য মালিক তাহার নিজের মর্যাদার সুযোগ গ্রহণ করিয়া সম্পত্তি স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অপর ব্যক্তিবর্গের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া সুযোগ লাভ করে, অথবা যেক্ষেত্রে অনুরূপ কোন মালিক অনুরূপ সম্পত্তিতে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতিনিধিত্ব করিয়া কোন সুবিধা লাভ করে, সেইক্ষেত্রে সে অর্জিত সুবিধা অবশ্যই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির কল্যাণে ধারণ করিবে; শর্ত হইল এই সুবিধা লাভের জন্য অনুরূপ ব্যক্তিবর্গ তাহাদের অংশের জন্য প্রকৃত পক্ষে যাহা খরচ করিয়াছে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে এবং যথার্থরূপে চুক্তিকৃত দায়-দায়িত্বের বিপক্ষে একই ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

উদাহরণ:

- (ক) লীজকৃত সম্পত্তির আজীবন ভাড়াটিয়া ‘ক’ তাহার নিজের নামে এবং তাহার নিজের কল্যাণে লীজ নবায়ন করে। পুরাতন লীজের যেসব ব্যক্তি স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ছিল তাহাদের কল্যাণে ‘ক’ নবায়নকৃত লীজ ধারণ করিবে।
- (খ) একটি হিন্দু পরিবারের একটি গ্রাম আছে। পরিবারের একজন সদস্য সরকারকে নজরানা দিয়া গ্রামের ইনামদার হিসাবে তাহার নাম অন্তর্ভুক্ত করে। ‘ক’ তাহার নিজের এবং অন্যান্য সদস্যদের কল্যাণে গ্রামটি ধারণ করিবে।
- (গ) ‘ক’ ‘খ’-এর নিকট সম্পত্তি বন্ধক দেয় এবং ‘খ’ উহার অধিকার স্বত্ব গ্রহণ করে। ‘খ’ সম্পত্তি বিক্রয় করাইবার লক্ষ্যে এবং নিজে উহা ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে সরকারের খাজনা বাকি ফেলিয়া রাখে। সেই মোতাবেক ‘খ’-এর নিকট জমি বিক্রয় করা হয়। বন্ধকের উপর প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ এবং যাহার নিকট বন্ধক দেওয়া হইয়াছে তৎকর্তৃক খরচকৃত প্রকৃত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিবার শর্তে ‘খ’ ‘ক’-এর কল্যাণে সম্পত্তি ধারণ করিবে।

১৩৫। বলবৎ চুক্তির নোটিশ দিয়া অর্জিত সম্পত্তি

যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি এই মর্মে নোটিশ দিয়া সম্পত্তি অর্জন করে যে, অন্য ব্যক্তি সম্পত্তির ক্ষতি করিয়া বলবৎ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, যাহার জন্য নির্দিষ্ট কার্যব্যবস্থা করা যাইতে পারে, সেইক্ষেত্রে চুক্তি কার্যকরী করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবশ্যই তাহাদের কল্যাণের জন্য সম্পত্তি ধারণ করিতে হইবে।

১৩৬। ট্রাস্টের মাধ্যমে ধারণকৃত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি কর্তৃক ক্রয়

কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট লাভভোগীদের জন্য ট্রাস্ট করা হইবে এমন সম্পত্তি ক্রয় করিবার চুক্তি করে এবং সেই অনুসারে সম্পত্তি ক্রয় করে সেইক্ষেত্রে সে চুক্তি কার্যকর করিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবশ্যই তাহাদের কল্যাণের জন্য সম্পত্তি ধারণ করিবে।

১৩৭। একাধিক খাতকের মধ্যে একজন কর্তৃক গোপনে সুবিধা আদায়

যেক্ষেত্রে খাতকরা তাহাদের নিকট প্রাপ্য ঋণ আপোষে মিটাইয়া ফেলে এবং তাহাদের একজন ঋণদাতার সহিত গোপন যোগসাজসে তাহার সহ-খাতকের উপর অবৈধ সুবিধা লাভ করে সেইক্ষেত্রে তাহাকে অর্জিত সুবিধা অনুরূপ খাতকদের কল্যাণে ধারণ করিতে হইবে।

১৩৮। প্রকাশ্যে ব্যক্ত করা হয় নাই এমন গঠনমূলক ট্রাস্ট

উপরোক্ত ধারাগুলির আওতায় আসে নাই এমন কোন ঘটনা, যেক্ষেত্রে কোন ট্রাস্ট হয় নাই, অথচ সম্পত্তির অধিকারী ব্যক্তির উহাতে সামগ্রিক কল্যাণমূলক স্বার্থ নাই, সেইক্ষেত্রে তাহাকে অবশ্যই অনুরূপ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট

ব্যক্তিবর্গের অথবা উহার অবিশিষ্টাংশের (যাহা প্রযোজ্য) ন্যায্য দাবী মিটানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সম্পত্তি ধারণ করিতে হইবে।

উদাহরণ:

- (ক) নির্বাহক ‘ক’ উইলকারী ‘খ’-এর ঋণ পরিশোধ না করিয়া সম্পদ উত্তরদায়-গ্রাহকদের মধ্যে বিলি করিয়া দেয়। উত্তরদায় গ্রাহকরা তাহাদের ন্যায্য দাবী পূরণ করিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিলিকৃত সম্পদ ‘খ’-এর খাতকদের কল্যাণে ধারণ করিবে।
- (খ) ‘ক’ ভুলবশত ‘খ’-এর জন্য একজন ট্রাস্টী হইয়া ট্রাস্টের আবরণে নির্দিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে। অনুরূপ অর্থের হিসাব দিতে ‘খ’ তাহাকে বাধ্য করিতে পারে।
- (গ) ‘ক’ ‘খ’-কে ১০০০০০/- (এক লাখ) টাকা দান করে এবং ‘খ’ সম্মতিক্রমে যেকোন সময় ১০০০০/- (দশ হাজার) টাকার দান বাতিল করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। এই ১০০০০/- (দশ হাজার) টাকার দান বাতিল এবং ‘খ’ উক্ত অর্থ ‘ক’-এর কল্যাণে ধারণ করিবে।

১৩৯। বাধ্য ব্যক্তির কর্তব্য, দায়িত্ব এবং অসমর্থতা

এই অধ্যায়ের উপরোক্ত যে কোন ধারা মোতাবেক সম্পত্তি ধারণকৃত কোন ব্যক্তি যতদূর সম্ভব একই রকম কর্তব্য পালন করিবে এবং যতদূর সম্ভব একই রকম দায়িত্ব ও অসমর্থতার শর্তাধীন থাকিবে যেন সে যে ব্যক্তির কল্যাণে সম্পত্তি ধারণ করে সেই ব্যক্তির সম্পত্তির তিনি ট্রাস্টী:

তবে শর্ত হইল যে, (ক) যেক্ষেত্রে সে যথার্থভাবে সম্পত্তি চাষাবাদ বা বাণিজ্য বা ব্যবসায়ে নিয়োগ করে সেইক্ষেত্রে যে চাষাবাদ বা বাণিজ্য বা ব্যবসায়ে তাহার কষ্ট, দক্ষতা ও সময় অপচয়ের জন্য যুক্তিগ্রাহী সম্মানী লাভ করিবার অধিকারী; এবং (খ) যেক্ষেত্রে সে কোন ব্যক্তির সাথে চুক্তির শর্তানুযায়ী সম্পত্তি ধারণ করে এবং যাহার কল্যাণে সে সম্পত্তি ধারণ করে অথবা এমন কোন ব্যক্তির চুক্তি সম্পাদন করে যাহার মাধ্যমে অনুরূপ ব্যক্তি দাবী করে, সেইক্ষেত্রে সে [কমিটি]-র অনুমতি ছাড়াই উক্ত সম্পত্তি বা উহার অংশ-বিশেষ ক্রয় করিতে বা ইজারা গ্রহীতা হইতে অথবা বন্ধক গ্রহীতা হইতে পারে।

১৪০। প্রকৃত ক্রেতার অধিকার সংরক্ষণ

এই অধ্যায়ে যাহা অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে তাহার কোন কিছুই বিবেচনার জন্য সরল-বিশ্বাসে হস্তান্তরকারীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবে না অথবা সাময়িকভাবে বলবৎ কোন আইনের ওজরে কোন বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করিবে না।

১৪১। রহিতকরণ

এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে The Trust Act, 1882 এতদ্বারা রহিত করা হইবে এবং উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত Act-এর অধীনকৃত কোন কার্যক্রম বা কার্যের ধারা এই Act-এর অধীনে বৈধ হইবে বা কার্যের ধারা অব্যাহত থাকিবে বলিয়া গণ্য হইবে।

“আদালত” শব্দটির পরিবর্তে ‘কমিটি’ শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

গবেষণা দল

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত (প্রধান গবেষক)

বিচারপতি কাজী এবাদুল হক

এ. কে. এম. জহির আহমেদ

অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ

ড. এ. কে. এম. হেলাল-উজ-জামান

টি. আই. এম. নুরুন নবী চৌধুরী

এ্যাডভোকেট কাওসার আহমেদ

অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত

আসমার ওসমান

গবেষণা সহযোগীবৃন্দ

এ্যাডভোকেট অলিউল ইসলাম

এ্যাডভোকেট আফরিন আহমেদ

এ্যাডভোকেট জহিরুল আলম

এ্যাডভোকেট ধীমান চন্দ্র মন্ডল

এ্যাডভোকেট ফারহানা খান

এ্যাডভোকেট ফারিহা তাবাস্সুম সিমু

এ্যাডভোকেট মুজিবুল হক পাভেল

এ্যাডভোকেট মেরিনা সুলতানা

এ্যাডভোকেট শারমিন সুলতানা

এ্যাডভোকেট শেখ সাদী রহমান

ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন



Human Development Research Centre

humane development through research and action

www.hdrc-bd.com

সহযোগিতায়

মানুষের জন্য

manusher jonno

promoting human rights and good governance

ঢাকা, জুলাই ২০১৬

সূচিপত্র

শ্রেষ্ঠাপট	১
কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবহার সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন	৩
কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত আইন	৪
১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, আওতা ও আরম্ভ	৪
২। সংজ্ঞা	৪
৩। আইনের প্রাধান্য	৬
৪। কৃষি জমি সংরক্ষণ	৬
৫। সিক্তি (Diluvian) পয়স্টি (Alluvian)	৭
৬। সাধারণতমহাল সংরক্ষণ	৭
৭। সাধারণতমহাল ব্যতীত অন্যান্য ভূমি সংরক্ষণ	৮
৮। ভূমি জোনিং	৮
৯। অধিগ্রহণ	৮
১০। ভূমি জোনিং ম্যাপ	৯
১১। ভূমি জোনিং ম্যাপের আবেদনপত্র এবং পরিমার্জন	৯
১২। কমিটি	৯
১৩। ভূমির শ্রেণি বা ধরণ চিহ্নিতকরণ	৯
১৪। অপরাধ বিচার ও শাস্তি	১০
১৫। ভূমি জোনিং পুনঃচালুকরণ	১০
১৬। নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা	১০
১৭। সচেতনতা বৃদ্ধিজনিত কার্য	১১
১৮। বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা	১১
১৯। দ্ব্যর্থবোধকতা নিরসনে সরকারের সংরক্ষিত ক্ষমতা	১১
২০। সংরক্ষণ	১১
২১। বিদেশি বিনিয়োগ, জরুরি প্রয়োজন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় এই আইন কার্যকর হইবে না	১১
প্রস্তাবিত কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহার বিধিমালা	১২
১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	১২
২। সংজ্ঞা	১২
৩। জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটি	১২
৪। ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়ন কমিটি	১৩
৫। জেলা ভূমি জোনিং এবং ভূমি ব্যবহার কমিটি	১৪
৬। উপজেলা ভূমি জোনিং এবং ভূমি ব্যবহার কমিটি	১৫
৭। ইউনিয়ন ভূমি জোনিং ও ভূমি ব্যবহার কমিটি	১৭
৮। ভূমির প্রকৃতি চিহ্নিতকরণ	১৭
৯। স্বল্প মূল্যে আবাসন	১৭
১০। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা	১৭
১১। দায়মুক্তি	১৮
১২। ভূমি জোনিং ম্যাপ সম্পর্কে অভিমত	১৮
১৩। জোনিং ডাটাবেস বা উপাত্তভিত্তিক	১৮
১৪। ভূমি জোনিং মানদণ্ড	১৮

প্রেক্ষাপট

ভূমি সম্পদের জনক। বাংলাদেশের মানুষ ও অর্থনীতির বড় অংশ ভূমিনির্ভর। এদেশের উন্নয়নে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি অবিনশ্বর উৎপাদন ক্ষমতার অধিকারী; কর্মসংস্থান, খাদ্য, বাসস্থান ও আর্থিক নির্ভরতার এক বড় সহায়ক। ভূমির উপর অধিকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার পরিমাপক; ক্ষমতাকাঠামোর ভিত্তি ও জীবনযাত্রার অবস্থা নির্ণয়ের অন্যতম প্রধান সূচক। ভূমির উপযোগমূল্য যথেষ্ট, এর বাজারমূল্য ক্রমাগত বাড়ে। ভূমির কোন অবচয় নেই। ভূমির অধিকার আন্তঃজনগত বংশপরম্পরায় ভোগ্য।

প্রায় ১৬ কোটি মানুষের আমাদের এই দেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার। দেশের মোট ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ একর ভূমির ৬০ শতাংশ কৃষি জমি। প্রতিদিন কমছে দেশের আবাদী ভূমির পরিমাণ। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের সাথে ভূমিহীনতার সম্পর্ক নিবিড়। অথচ, এদেশের প্রায় ৫৯ শতাংশ খানা ভূমিহীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে—বিশেষ করে, কৃষির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর—ভূমিহীনতাই তাদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

ভূমির পরিমাণ সীমিত। জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়লেও ভূমির পরিমাণ বাড়ছে না—বাড়ছে ভূমির অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতা। সহিংসতা, ফটকা-ব্যবসা, দুর্নীতি, জবরদখল, প্রতারণা, ও প্রবঞ্চনার ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়তই—বাড়ছে ভূমিহীনের সংখ্যা, বলপূর্বক অভিবাসন, বৈষম্য ও দারিদ্র্য।

দেশে প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে ভূমি নিয়ে বিরোধ, দশকের পর দশক ধরে ভূমি-সংক্রান্ত চলমান আইনি জটিলতাগুলো চরম আকার ধারণ করেছে। এতে সর্বস্বান্ত হচ্ছে অনেক মানুষ, বাড়ছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। অন্যদিকে ভূমি প্রশাসনের অদক্ষতা, ভূমি রেজিস্ট্রেশন এবং ভূমি জরিপ কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা, নামজারীর ক্ষেত্রে জটিলতা, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ভূমি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল, খাস জমি বিতরণে অনিয়ম, জলমহাল, বালুমহাল ও চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অনিয়ম ও প্রায়োগিক সমস্যা ইত্যাদি দেশের অধিকাংশ মানুষকে ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

ভূমির অধিকার নিয়ে বিরোধ, শোষণ, দুর্নীতি, প্রতারণা ও দরিদ্র মানুষের সীমাহীন দুর্গতির পিছনে সূক্ষ্ম আইনি বিষয় ও জটিলতা বহুলাংশে দায়ী। বাংলাদেশে ভূমি সংশ্লিষ্ট আইনগুলো সেকেলে। অনেক আইন দরিদ্র-বান্ধব নয়; প্রান্তিক মানুষ ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনগুলো যথাযথও নয়। এমনকি কোনো কোনো আইন একে অন্যের সাথে সাংঘর্ষিক। বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগও নেই। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিতামূলক যে আইনি-কাঠামো প্রয়োজন তার অনুপস্থিতিও ব্যাপক। খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন; সর্বোপরি, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি প্রচলিত আইনগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে আনীত আইনের সংশোধনীগুলোও কাজিত লক্ষ্য পূরণ করেনি; এমনকি, অতি সাম্প্রতিক সংশোধনীগুলোও প্রায়োগিক দিক থেকে দরিদ্রবান্ধব এবং জনকল্যাণমুখী হয়ে উঠতে পারেনি। এটি সহজেই বোধগম্য যে, বর্তমানে প্রচলিত ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জটিল এবং অগোছালো অবস্থায় রয়েছে। আরো হতাশার ব্যাপার, প্রচলিত আইনগুলোর অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, দরিদ্রবান্ধব-নীতির অনুপস্থিতি এবং প্রায়োগিক সমস্যা অসংখ্য ভূমি বিরোধ ও ভূমি মামলার জন্ম দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব জটিলতার সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালীরাই শেষ পর্যন্ত ভূমির দখল নিয়ে নেয় আর দরিদ্র, প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো ভূমির অধিকার হারায়। তাই, ভূমি বিষয়ে সবগুলো আইনকে অধিকার-ভিত্তিক ও সুসমঞ্জস একটি কাঠামোর মধ্যে এনে প্রয়োজনীয় সংস্কার নিশ্চিত করতে না পারলে দরিদ্র, প্রান্তিক ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা কখনো সম্ভব নয়। কাজেই, সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে তথ্য-নির্ভর গবেষণার মাধ্যমে আইনি বিষয়গুলো এমনভাবে পুনঃনির্ধারণ করা উচিত যাতে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নে ‘বাদ পড়া’ জনগোষ্ঠীকে ‘অন্তর্ভুক্ত’ করা সম্ভব হয়।

এই সব বাস্তবতার অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’-এর সহযোগিতায় গবেষণা সংস্থা ‘হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)’ এ-বিষয়ে একটি নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করেছে। “বাংলাদেশের ভূমি আইন: একটি অধিকার-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও প্রস্তাবিত পরিবর্তন” শীর্ষক এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে প্রচলিত ভূমি আইনগুলোর কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ নতুন আইন প্রস্তাব করা। বাংলাদেশে প্রচলিত সব ভূমি আইন এবং ভূমি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র বিশ্লেষণ, দরিদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন ও নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমি আইনে বিদ্যমান অব্যবস্থাপনা, অপশাসন, শোষণ-বঞ্চনামূলক প্রক্রিয়া ও কার্যবিধি সংক্রান্ত আইনি দিকগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে। শুধু আইনি পর্যালোচনা নয়, বরং ভূমি আইনের নানান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণায়। অধিকারভিত্তিক, প্রান্তিক ও দরিদ্র-বান্ধব এবং

জেন্ডার সংবেদনশীল এই গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন—প্রায় ২,৫০০ পৃষ্ঠার—ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবার সুবিধার্থে ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো পৃথক পৃথক খন্ডে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি খন্ড প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ এবং সুপারিশসহ (প্রস্তাবিত আইন বা সংশোধনীসহ) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণাভিত্তিক প্রকাশনা।

ইংরেজি ভাষায় রচিত সেই গবেষণাকর্মের প্রাসঙ্গিক আইনী টেক্সটসমূহ (ইংরেজিতে রচিত বিদ্যমান আইনসমূহ সহ) বাংলায় অনুবাদ করে একটি পৃথক প্রকাশনা করা হয়েছে। আলাদা আলাদা ২০টি খন্ডে অনূদিত এই প্রকাশনার বিষয়-ভিত্তিক প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনীসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপ:

১. পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
২. অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৩. ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৪. কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৫. বালুমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৬. চরের জমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৭. চিংড়িমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৮. দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৯. আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কিত আইন (বন আইনসহ): প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১০. জলমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১১. অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১২. পাথরমহাল সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৩. ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১৪. ভূমি রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৫. ভূমি জরিপ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৬. চা বাগানের ভূমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৭. ট্রাস্ট সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৮. ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৯. অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
২০. ওয়াক্ফ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী

এই গবেষণাপত্রটি উক্ত ২০ খন্ডের একটি।

কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবহার সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং শিল্পোন্নয়নের চালিকা শক্তি হচ্ছে কৃষি উন্নয়ন আর কৃষি উন্নয়নের প্রধান শর্ত হচ্ছে ভূমির যথাযথ ব্যবহার। অতীত কালের বিবর্তনে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ এবং অপরিবর্তিত নগরায়ন ও শিল্পোন্নয়নের ফলে এদেশের কৃষি ভূমি প্রতিনিয়ত হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে মোট আবাদি জমির পরিমাণ ছিল ২ কোটি ২ লক্ষ একর যা ১৯৯৭ সালে কমে দাড়িয়েছে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ একরে। কৃষি ভূমির ক্রমহ্রাসমান এ ধারা বর্তমানে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে খাদ্য উৎপাদনসহ জাতীয় অর্থনীতি মারাত্মক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। আবহমানকালের সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলার চিরচেনা সেইরূপ আজ প্রায় বিলুপ্তের পথে। তাই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা এবং পরিবর্তিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি ব্যবহার এবং ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে খাস জমি বণ্টন কার্যক্রমের সমন্বয়ের মাধ্যমে কৃষি ভূমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পূর্ণাঙ্গ কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহার আইন বাস্তবায়ন করা হলে দেশের কৃষি ভূমি সংরক্ষণ এবং প্রকৃত কৃষকের হাতে কৃষি ভূমি বণ্টন করা সম্ভব হবে।

এই লক্ষ্যে সরকার ২০০১ সালে জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। ২০০১ সালে প্রণীত এ নীতিমালায় কিছু বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অসম্পূর্ণতা রয়েছে। যার ফলে কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের বিষয়ে অপরিষ্কারতা ও অস্পষ্টতা থাকায় এ নীতিমালা কাজে লাগানো লক্ষ্য পূরণ করতে পারছে না। যেমন:

- এ নীতিমালায় আবাসন, চরাঞ্চল, জলাভূমি, শিল্প, বাণিজ্য সব ধরনের ভূমি ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। যা কৃষি ভূমির অপ্রতুলতা ও এর সংরক্ষণের বিশেষ গুরুত্ব প্রকাশ করে না।
- এ নীতিমালায় শুধু জাতীয় ভূমি ব্যবহারের কমিটি গঠনের কথা বলা আছে কিন্তু কমিটির কার্যাবলী সম্পর্কে কোন নীতিমালা নেই। এছাড়াও এ নীতিমালায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি।
- সর্বোপরি এ নীতিমালা কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুসংজ্ঞায়িত করেনি।

তাই সরকার কর্তৃক প্রণীত ২০০১ সালের জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা অনেকাংশেই অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

এ প্রেক্ষিতে কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ে সূষ্ঠা নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অপরিহার্য। আর এ উদ্দেশ্যকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত আইন প্রস্তাব করা হল। প্রস্তাবিত এ আইন জাতীয় কমিটি থেকে ইউনিয়ন কমিটির মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করবে। এ আইনে, কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটি ও কমিটির কার্যাবলী প্রস্তাব করা ছাড়াও বিধিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। ধারা-৪-এ প্রস্তাব করা হয়েছে: যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত জমির ধরনের কোন পরিবর্তন আনা যাবে না। কৃষি ভূমি সর্বদা শুধু কৃষিকাজের জন্য ব্যবহার ও সংরক্ষণ করতে হবে।

এছাড়াও প্রস্তাবিত এই আইনে সমস্ত নীতিনির্ধারণী স্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি নারীবান্ধব, দরিদ্রবান্ধব ও জনকল্যাণমুখী ব্যাপকভিত্তিক আইন প্রস্তাবের পাশাপাশি বিদ্যমান জটিলতাসমূহ নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধানসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত একটি পূর্ণাঙ্গ আইন প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত এ আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হলে কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত জটিলতা অনেকাংশে নিরসন করা যাবে।

কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহার আইন

আমাদের দেশের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে অপরিকল্পিত বাসগৃহ নির্মাণ, উন্নয়ন কাজে ভূমি ব্যবহার, শিল্প, কারখানা, রাস্তাঘাট, মহাসড়ক ইত্যাদি নির্মাণ কাজে ভূমি ব্যবহার করা হইতেছে। ভূমি ব্যবহারের প্রকৃতি ও ধরন ক্রমাগত পরিবর্তন হইতেছে, আর ভূমির এইরূপ ব্যবহারের ফলে দেশের খাদ্য উৎপাদন মারাত্মক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হইতেছে। এছাড়াও দেশের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে কৃষি ভূমি, বনাঞ্চল, পাহাড়, টিলা শ্রেণির ভূমি, জলাশয় ধ্বংসের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশও নষ্ট হইতেছে। সুতরাং, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করিবার জন্য, ভূমির শ্রেণি ও প্রকৃতি নির্ধারণের লক্ষ্যে একটি অভিন্ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অপরিকল্পিত আবাসন, শিল্পকারখানা, রাস্তা বা মহাসড়ক নির্মাণ বন্ধ করিতে আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন ও সমীচীন।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, আওতা ও আরম্ভ

এই আইন কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহার আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে। সরকারি গেজেটে প্রকাশিত নির্ধারিত তারিখ হইতে এই আইন কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা

বিষয়বস্তু বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই আইনে—

(১) “কৃষি” বলিতে বুঝাইবে এবং অন্তর্ভুক্ত করিবে, মানুষের জীবন ধারণের জন্য খাদ্য এবং অন্যান্য পণ্য ব্যবহারের জন্য উদ্ভিদ, প্রাণি এবং অন্যান্য জীবনক্রম চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণনের বিজ্ঞান বা অনুশীলন।

(২) “কৃষি জমি” বলিতে বুঝাইবে কৃষি কাজ করা হয় এমন জমি।

(৩) “কৃষি নির্ভর বা কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প” বলিতে এমন শিল্প বুঝাইবে যাহা কাঁচামালের জন্য কৃষি পণ্যের উপর নির্ভরশীল।

ব্যাখ্যা: এই উপধারায় “কৃষি প্রক্রিয়াকরণ” বলিতে, কৃষি হইতে জুস, পেপ্ট, জ্যাম, জেলি, সস, আচার, কমলালেবুর আচার, পাস্তুরায়ন, বেকিং, পটেটো চিপস, চিংড়ি বা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা অন্যান্য কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বা স্ফোয়াশ করাকে বুঝাইবে।

(৪) “অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ” বলিতে এই আইনের বিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় বা ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে।

(৫) “এওয়াজ বা বিনিময়” বলিতে বুঝাইবে দুইজন ব্যক্তি পারস্পারিক সমঝোতার মাধ্যমে অর্থ ব্যতীত যে কোন জিনিসের মালিকানার বিনিময়ে অপর একটি জিনিসের মালিকানা হস্তান্তর করা। বিনিময়ের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে পারে বিক্রয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তর ব্যতীত অন্য কোন প্রক্রিয়ায় সম্পত্তি হস্তান্তর করা।

(৬) “বালুমহাল” বলিতে ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক বিশেষভাবে ঘোষিত ঐ সকল খোলা জায়গা বা নদী তীরবর্তী ভূমিকে বুঝাইবে যেখানে, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখিয়া উত্তোলনযোগ্য বালু বা মাটি সংরক্ষিত আছে।

(৭) “চিংড়িমহাল” বলিতে বুঝাইবে ও অন্তর্ভুক্ত করিবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৩০ মার্চ, ১৯৯২ তারিখে ঘোষিত চিংড়িমহাল বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুযায়ী সরকার কর্তৃক ঘোষিত চিংড়ি চাষের এলাকা।

(৮) “কালেক্টর” বলিতে ১৯৫০ সালের ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত হইবে। (ইষ্ট বেঙ্গল আইন নং ২৮, ১৯৫১)

- (৯) “কমিটি” বলিতে এই আইন অনুযায়ী গঠিত কমিটি বুঝাইবে, যেমন: জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটি, ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ কমিটি, জেলা ভূমি জোনিং ও ব্যবহার কমিটি, উপজেলা ভূমি জোনিং ও ভূমি ব্যবহার কমিটি, ইউনিয়ন ভূমি জোনিং ও ব্যবহার কমিটি।
- (১০) “কমিশনার” বলিতে ১৯৫০ সালের ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত হইবে। (ইষ্ট বেঙ্গল আইন নং ২৮, ১৯৫১)
- (১১) “চাষী” বলিতে সেই সব ব্যক্তিকে বুঝাইবে যাহারা নিজের বা বর্গাকৃত ভূমি নিম্নোক্তভাবে চাষ করে:
- (ক) চাষী নিজ পরিশ্রম দ্বারা; বা
 - (খ) তাহার পরিবারের কোন সদস্যের শ্রম দ্বারা; বা
 - (গ) ভাড়া করা শ্রমিকদের শ্রম দ্বারা; বা
 - (ঘ) তাহার নিজের শ্রম সম্পূর্ণ করিবার জন্য মজুরিতে নিযুক্ত কোন শ্রমিকের শ্রম দ্বারা।
- (১২) “ডেপুটি কমিশনার” বলিতে ১৯৫০ সালের ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত হইবে। (ইষ্ট বেঙ্গল আইন নং ২৮, ১৯৫১)
- (১৩) “এস্টেট” বলিতে ১৯৫০ সালের ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত হইবে। (ইষ্ট বেঙ্গল আইন নং ২৮, ১৯৫১)
- (১৪) “বনাঞ্চল” বলিতে ১৯২৭ সালের বন আইন অনুযায়ী সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং সরকার কর্তৃক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ঘোষিত বনাঞ্চলকে বুঝাইবে।
- (১৫) “সরকার” বলিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে।
- (১৬) “হোল্ডিং” বলিতে একজন ভাড়াটে প্রজা (মালিক) দ্বারা অনুষ্ঠিত পৃথক প্রজাস্বত্ব বিষয়ক একখন্ড, বহুখন্ড বা ভূমির অবিভক্ত অংশকে বুঝাইবে।
- (১৭) “বাসগৃহ” বলিতে ১৯৫০ সালের ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত হইবে। (ইষ্ট বেঙ্গল আইন নং ২৮, ১৯৫১)
- (১৮) “খাসজমি” বলিতে ১৯৫০ সালের ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত হইবে। (ইষ্ট বেঙ্গল আইন নং ২৮, ১৯৫১)
- (১৯) “ভূমি” বলিতে আবাদী, অনাবাদী, অথবা বছরের যে কোন সময় পানিতে ভরিয়া থাকে এইরূপ জমি এবং জমি হইতে উদ্ভূত সকল সুবিধা, সকল উন্মুক্ত বা বদ্ধ মৎস্য খামার, ঘরবাড়ি বা দালান-কোঠা এবং মাটির সঙ্গে সংলগ্ন অন্যান্য দ্রব্য অথবা মাটির সঙ্গে সংলগ্ন যে কোন দ্রব্যের সহিত স্থায়ীভাবে সংঘবদ্ধ দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত করিবে কিন্তু কোন সাগর বা উপসাগরকে নহে।
- (২০) “ভূমিহীন” পরিবার বলিতে কৃষির উপর নির্ভরশীল ঐ সকল পরিবার অন্তর্ভুক্ত করিবে যাহাদের কোন বসতবাড়ি বা আবাদী জমি নাই অথবা, কৃষির উপর নির্ভরশীল ঐ সকল পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করিবে যাহাদের ১০ শতাংশ পর্যন্ত বসত বাড়ি আছে কিন্তু কোন আবাদী জমি নাই।
- (২১) “ভূমি জোনিং” বলিতে এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে জমি বর্তমান ব্যবহার উপযুক্ততা এবং বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ঘোষিত নির্দিষ্ট ভূমি অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।
- (২২) “ভূমি জোনিং ম্যাপ” বলিতে ভূমির বর্তমান ব্যবহার, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং উপযুক্ততার ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত ম্যাপ।

- (২৩) “অকৃষি প্রজা” অর্থ একজন প্রজা যাহার জমি দখলে রাখার উদ্দেশ্যে কৃষি বা উদ্যানতত্ত্ব বিদ্যার সাথে সম্পর্কিত নহে তবে, যে ব্যক্তি চিরস্থায়ী ইজারা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ইজারা সূত্রে ভূমির উপর নির্মিত দালান-কোঠা ও সংলগ্ন প্রয়োজনীয় জমি দখলে রাখে সে ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।
- (২৪) “বিধি” বলিতে এই আইনের উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।
- (২৫) “রাজস্ব কর্মকর্তা” বলিতে ১৯৫০ সালের ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত হইবে। (ইষ্ট বেঙ্গল আইন নং ২৮, ১৯৫১)।
- (২৬) “সায়রাতমহাল” বলিতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বিভিন্ন রাজস্ব ভূমি অন্তর্ভুক্ত হইবে, যেখান হইতে ভূমি উন্নয়ন কর ব্যতীত অন্য সকল কর গৃহীত হইবে, এবং যাহা জলাশয়, বালুমহাল, পাথরমহাল, হাট-বাজার, খেয়াঘাট, ফেরীঘাট, বাগানমহাল, খরমহাল ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।
- (২৭) “চা বাগান” বলিতে একক ব্যবস্থাপনায় এক খণ্ড বা বহুখণ্ড জমির সমন্বয়ে অন্তর্ভুক্ত করিবে।
- (২৮) “গ্রাম” অর্থ সরকার কর্তৃক বা সরকার দ্বারা পরিচালিত কোন জরিপে, একটি অঞ্চল পৃথক গ্রাম হিসাবে সীমানা চিহ্নিত, জারিকৃত ও রেকর্ডকৃত এলাকা এবং যেখানে এই ধরনের কোন জরিপ করা হয় নাই সেই এলাকায় রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদনক্রমে কালেক্টর কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ জারির মাধ্যমে গ্রাম বলিয়া ঘোষিত এলাকা অন্তর্ভুক্ত হইবে।
- (২৯) “জলমহাল” বলিতে, এমন উন্মুক্ত বা বদ্ধ জলাশয়কে বুঝাইবে যেখানে বৎসরের একটি সময় বা সারা বৎসর জলমগ্ন থাকে এবং যাহা হাওর-বাওর, বিল, ঝিল, পুকুর, ডোবা, হ্রদ, দীঘি, খাল, নদী, সাগর ইত্যাদি নামে পরিচিত হইবে। বদ্ধ জলমহালের নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকিবে এবং উন্মুক্ত জলমহালের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকিবে না।

৩। আইনের প্রাধান্য

ভূমি ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা অথবা ভূমি জোনিং ম্যাপ প্রস্তুত সংক্রান্ত এই আইনের কোন বিধান অন্য কোন প্রচলিত আইনের সহিত সাংঘর্ষিক হইলে, এই আইনের বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৪। কৃষি জমি সংরক্ষণ

- (১) বাংলাদেশের কৃষি ভূমি এই আইনের বিধান অনুযায়ী সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত কোন অবস্থাতে ভূমি ব্যবহারের প্রকৃতি পরিবর্তনযোগ্য নহে।

(ক) কোন কৃষি জমি যাহা, অনাবাদী, একফসলী বা বহুফসলী যাহাই হোক না কেন অকৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাইবে না।

শর্ত থাকে যে, কৃষি জমিতে বনায়ন, কৃষিজ খামার, কৃষিজ বা কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন, কৃষি ভূমির প্রকৃতি পরিবর্তন বলিয়া গণ্য হইবে না।

(খ) কৃষি জমি ধ্বংস করিয়া কোন বসতবাড়ি, শিল্প-কারখানা, ইটভাটা, মহাসড়ক, হাট-বাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন অকৃষিজ অবকাঠামো তৈরি করা যাইবে না।

(গ) কোন শিল্প কারখানা, সরকারি-বেসরকারি অফিস, বাসস্থান, হাট বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভূমির উল্লম্ব বিস্তার-এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে এবং উক্তরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এই আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন করিতে হইবে।

(ঘ) কোন অবস্থাতেই চাষযোগ্য উর্বর একফসলী বা বহুফসলী কোন জমিতে কোন ধরনের অবকাঠামো নির্মাণের অনুমতি গৃহীত হইবে না।

(ঙ) উন্নয়ন পরিকল্পনা, বাসভবন, শিল্পকারখানা বা অন্য কোন অবকাঠামো সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ভূমি জোনিং ম্যাপ অনুযায়ী করিতে হইবে, অথবা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা ভূমি জরিপ ও ভূমি খতিয়ান শাখা কর্তৃক সর্বশেষ প্রস্তুতকৃত ভূমি ম্যাপ অনুযায়ী করিতে হইবে এবং অনুরূপ বিধান অনুর্বর কৃষি ভূমির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

(চ) ভূমিহীন মানুষ শুধু ইজারা বা খাসজমি দখল পাইবার অধিকারী হইবে। যাহাই হোক না কেন, কৃষি খাসজমি কৃষি ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা হইবে না।

শর্ত থাকে যে, খাসজমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কবরস্থান, শ্মশানঘাট, রাস্তাঘাট, মহাসড়ক এবং রেলওয়ে হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কবরস্থান, শ্মশানঘাট, রাস্তাঘাট, মহাসড়ক ও রেলওয়ে এবং অনুরূপ উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত ভূমি পাওয়া না যায়।

(২) অকৃষি জমি সংরক্ষণ:

(ক) ভৌগোলিক অবস্থান বা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সরকার কর্তৃক বনভূমি, টিলা, শ্রেণি জমি জলাশয়, জলমহাল, চা বাগান, ফল বাগান, রাবার বাগান এবং অন্য কোন বিশেষ বাগান বলিয়া পরিচিত ভূমিতে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত, ভৌগোলিক কাঠামো পরিবর্তন করিয়া বা জলাশয় ভরাট করিয়া বা পাহাড় কাটিয়া কোন আবাসিক এলাকা বা শিল্পাঞ্চল নির্মাণ করা যাইবে না।

(খ) অধিগ্রহণকৃত জমির অপচয় এবং অপব্যবহার রোধকল্পে ন্যূনতম পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করিতে হইবে।

(গ) ভূমি অপচয় রোধ করিতে, সরকারি বা বেসরকারি অফিস, শিল্পকারখানা বা যে কোন অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে, পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে একই জমিতে একের অধিক প্রতিষ্ঠানকে সহাবস্থানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।

৫। সিকস্তি (Diluvian), পয়স্তি (Alluvian)

সিকস্তি ও পয়স্তি ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ধারা ৮৬ ও ৮৭ এর বিধানানুযায়ী পরিচালিত হইবে।

শর্ত থাকে যে, ভূমি জোনিং সিকস্তি ও পয়স্তি ভূমির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

৬। সায়রাতমহাল সংরক্ষণ

(১) নদী, পুকুর, জলাশয়, বিল, বাওর, ঝিল, বা যে কোন সায়রাতমহালের বৈশিষ্ট্য, ধরন ও প্রকৃতি পরিবর্তন করা যাইবে না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্য কোন উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীয়মান না হইলে, সরকার অনুমোদিত ভূমি জোনিং শুধু মাছ ধরা বা পানি সরবরাহ কাজে সংরক্ষিত হইবে। এক্ষেত্রে ভূমি জোনিং ম্যাপ অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) যদি না, অন্য কোন উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয় হাট-বাজার, বালুমহাল, পাথরমহাল, বাগানমহাল, এবং অন্যান্য সায়রাতমহালের প্রকৃতি ও ধরন পরিবর্তন করা যাইবে না।

(৩) যে সকল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ স্বল্প পরিমাণ কৃষি জমির মালিক (৩ বা ৫ শতাংশ), ক্ষেত্র বিশেষে তিনি বা তাহারা ইহা বাসস্থান হিসাবে ব্যবহার করিবার জন্য, এই আইনের বিধান অনুযায়ী, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে, ভূমি জোনিং ম্যাপে বাসস্থানের জন্য অনুমোদিত জায়গার মালিকের জমির সহিত এওয়াজ বা বিনিময় করিতে পারিবেন।

৭। সাধারণতমহাল ব্যতীত অন্যান্য ভূমি সংরক্ষণ

সাধারণতমহাল ব্যতীত বনভূমি, পাহাড়-টিলা, জনসাধারণের ব্যবহৃত ভূমি, যেমন: খেলার মাঠ, সড়ক, রেলওয়ে এবং এর সংলগ্ন জমির প্রকৃতি পরিবর্তন করা যাইবে না।

শর্ত থাকে যে, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমোদন সাপেক্ষে যতদূর সম্ভব আধুনিক ভূমি জোনিং ম্যাপ অনুযায়ী বনাঞ্চল এবং পাহাড়ী ভূমি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা যাইবে।

৮। ভূমি জোনিং

(১) ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করিবার জন্য কৃষি, মৎস্য, পশু, বনায়ন, চিংড়ি চাষ, শিল্পাঞ্চলের উন্নয়ন, পর্যটন শিল্প উন্নয়ন, পরিবেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং ভূমির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করিয়া প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করিতে, ভূমির অন্তর্নিহিত সক্ষমতা ও উপযুক্ততার সফল ব্যবস্থাপনার জন্যে সরকার সারাদেশে ডিজিটাল ভূমি জোনিং বাস্তবায়ন করিয়াছে।

(২) ডিজিটাল ভূমি জোনিং ম্যাপ সরকারের একটি পরিকল্পনা যাহার মাধ্যমে জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকর ও বাস্তবায়ন করা হইবে।

(৩) প্রধানত নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমি সর্বাধিক ব্যবহার করা হইয়া থাকে—

ক) কৃষি;

খ) আবাসন;

গ) নদী, সেচ ও নিষ্কাশন, নালা, পুকুর, জলমহাল;

ঘ) বনাঞ্চল;

ঙ) রাস্তাঘাট, মহাসড়ক, রেলওয়ে;

চ) হাট-বাজার, বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান;

ছ) চা, রাবার ও উদ্যান (হার্টিকালচার) এলাকা;

জ) উপকূলীয় অঞ্চল;

ঝ) পর্যটন এলাকা;

ঞ) চরাঞ্চল, পরিবেশগতভাবে বিপন্ন এলাকা; ও

ট) অন্যান্য

(৪) প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণের অপরিহার্যতা বিবেচনা করিয়া, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য বাসস্থান সুনির্দিষ্টকরণ, শিল্পাঞ্চল, চিংড়ি চাষ এবং জাহাজ মেরামত শিল্পের জন্য সুনির্দিষ্ট অঞ্চল করিতে হইবে এবং উপরোক্ত উদ্দেশ্যে কোন অবকাঠামো নির্মাণে, এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

৯। অধিগ্রহণ

ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অনুযায়ী জমি চিহ্নিত করিয়া ভূমি জোনিং ম্যাপের মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণ করিবেন।

১০। ভূমি জোনিং ম্যাপ

- (১) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা এবং মৌজা সমূহের স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে ভূমির প্রকৃত ব্যবহার, উপযুক্ততা ও প্রাচুর্যতা বিবেচনা করিয়া ডিজিটাল ভূমি জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন করিবেন।
- (২) বাংলাদেশে অবস্থিত সকল ভূমির ডিজিটাল ভূমি জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন করিতে হইবে, গ্রামাঞ্চলের জন্য মৌজা ও ইউনিয়ন ভিত্তিক এবং পৌর এলাকার জন্য ওয়ার্ড ভিত্তিক ভূমির ডিজিটাল ম্যাপ প্রণয়ন করিতে হইবে।

১১। ভূমি জোনিং ম্যাপের আবেদনপত্র এবং পরিমার্জন

- (১) ডিজিটাল ভূমি জোনিং ম্যাপ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর তাহা সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এবং শর্ত পালন ব্যতিরেকে পরিবর্তন করা যাইবে না।
- (২) ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমির ডিজিটাল ভূমি জোনিং ম্যাপ অনুমোদন করিবে এবং মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পর সাধারণত তাহা পরিবর্তন বা সংশোধন যোগ্য হইবে না। যাহাই হোক, বিদ্যমান কমিটির সুপারিশক্রমে নিম্নোক্তক্ষেত্রে পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হইবে:
 - (ক) বৃহৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিচালনার সুবিধার্থে এই ধারায় বৃহৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা বলিতে সরকার কর্তৃক বৃহৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা হিসাবে সময়ে সময়ে ঘোষিত পরিকল্পনাকে বুঝাইবে এবং অন্তর্ভুক্ত করিবে।
 - (খ) যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধের জন্য খুবই যুক্তযুক্ত হয় বা নদীর গতিপথ বা বনাঞ্চল সম্প্রসারণ বা সাধারণতমহালের জন্য প্রয়োজনীয় হয়।
 - (গ) ভূমি জোনিং ম্যাপ প্রণয়নে করণিক বা সরল বিশ্বাসে ভুল সংগঠিত হইলে।
 - (ঘ) ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহীত হইলে।
- (৩) সকল মৌজা, ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের জন্য ভূমি জোনিং ম্যাপ প্রস্তুত হইবে এবং তাহা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইবে।

১২। কমিটি

- (১) ভূমি জোনিং ও ব্যবহার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কমিটি থাকিবে:
 - (ক) জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটি,
 - (খ) ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ কমিটি,
 - (গ) জেলা ভূমি অঞ্চল ও ভূমি ব্যবহার কমিটি,
 - (ঘ) উপজেলা ভূমি অঞ্চল ও ভূমি ব্যবহার কমিটি,
 - (ঙ) ইউনিয়ন ভূমি অঞ্চল ও ভূমি ব্যবহার কমিটি।
- (২) ধারা-১২, উপধারা- ১ এ বর্ণিত কমিটির গঠনতন্ত্র, কার্যক্রম এবং কার্যপদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৩। ভূমির শ্রেণি বা ধরণ চিহ্নিতকরণ

সরকার সংশ্লিষ্ট কমিটি এবং স্থানীয় কর্মকর্তাদের সহায়তায় মালিকানা নির্বিশেষে, খতিয়ান নম্বর অনুযায়ী, বর্তমান জমির শ্রেণি ও বৈশিষ্ট্য (ভূমি কৃষি, অকৃষি, বাণিজ্যিক, আবাসন বা জলাশয় কি না) প্লট আকারে চিহ্নিত করিবেন।

১৪। অপরাধ বিচার ও শাস্তি

- (১) নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যদি কোন ব্যক্তি বা সংস্থা এই আইনের ধারা-৫ এর উপধারা-১, ২ এবং ধারা-১১ এর উপধারা-১ লংঘন করে বা সংস্থার নির্বাহী কর্মকর্তাগণ লংঘনের সহায়তা প্রদান করে তবে সেই ব্যক্তি, বা সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মকর্তা যিনি ঐরূপ সহায়তা প্রদান করিয়াছেন তিনি ২ (দুই) বছর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা ১০০০০০/- (দশলক্ষ) টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
- (২) এই আইনের অধীনে অপরাধসমূহ আমলযোগ্য জামিনযোগ্য এবং আপোসযোগ্য হইবে এবং সহকারী ভূমি কমিশনারের অনুমতিক্রমে সহকারী ভূমি অফিসার স্থানীয় থানায় এফআইআর (FIR) বা প্রাথমিক তথ্য বিবরণী দাখিল করিতে পারিবেন অথবা অধিক্ষেত্র সম্পন্ন প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।
- (৩) এই আইনের অপরাধসমূহ সাধারণত প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচারযোগ্য হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, জরুরি প্রয়োজনে ডেপুটি কমিশনার বা উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপধারা-১ এ বর্ণিত বিধানাবলী ভঙ্গ প্রতিহত করিবার ক্ষেত্রে একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবেন।
- (৪) যদি কোন সরকারি কর্মকর্তা ঐরূপ তথ্য প্রাপ্ত হন যে, কোন ব্যক্তি ভূমি জোনিং ভঙ্গ করিয়াছে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি সহকারী ভূমি কর্মকর্তাকে এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে অবহিত করিবেন।
- (৫) বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ভূমি জোনিং ম্যাপ ভঙ্গের ক্ষেত্রে, অপরাধীকে দণ্ডের পাশাপাশি ভূমি জোনিং ম্যাপ অনুসরণ করিতে এবং ভূমি জোনিং ম্যাপ ভঙ্গ করিয়া কোন স্থাপনা নির্মিত হইয়া থাকিলে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

১৫। ভূমি জোনিং পুনঃচালুকরণ

- (১) বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, বিদ্যমান ভূমির শ্রেণি বিন্যাস ভূমি জোনিং ম্যাপ বা কমিটির সিদ্ধান্ত লংঘন করিয়া কোন ব্যক্তি কোন অবকাঠামো নির্মাণ করিলে বা কৃষি ভূমিকে আবাসিক এলাকায় বা বসতিভিত্তিক রূপান্তর করিলে ডেপুটি কমিশনার বা ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা Government and Local Authority Lands and Buildings (Recovery of Possession) Ordinance, 1970 (Ordinance XXIV of 1970) -এর অধীনে ভূমি জোনিং ম্যাপ পুনঃচালুকরণের জন্য যে কোন অবকাঠামো ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবেন,

শর্ত থাকে যে, ধারা-১৫ তে উল্লেখিত ক্ষমতা ধারা-১৪ এর উপধারা-১ এর ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করিবে না।

- (২) উপধারা-১ অনুযায়ী কোন পদক্ষেপ নিলে উক্ত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কোন আদালতে মামলা বা অন্য কোন আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যাইবে না।

১৬। নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা

- (১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় গ্রামাঞ্চলে স্বল্প খরচে বাসগৃহ নির্মাণের বিধি প্রণয়ন করিবে যাহাতে ভূমি ব্যবহারের উল্লম্ব বিস্তার বজায় রাখা সম্ভব হয়।
- (২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে একই ভবনে বিভিন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহার করিবার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করিতে হইবে।
- (৩) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়কে প্রতিটি ভবনের একটি অর্থনৈতিক উপযোগিতা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করিতে হইবে।

- (৪) কেবিনেট পরিষদকে এমন বিধিমালা প্রণয়ন করিতে হইবে যাহাতে, যোগাযোগ, সম্প্রচার নেটওয়ার্কিং এ ব্যবহৃত ভবনসমূহ ফিসহ বা ফি ছাড়া বহুমুখী কাজে ব্যবহার করা যায়।
- (৫) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালকে চা বাগান ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করিতে হইবে।

১৭। সচেতনতা বৃদ্ধিজনিত কার্য

ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ কমিটি জনসাধারণের মধ্যে ভূমির অঞ্চল ভিত্তিক নকশা প্রণয়ন, ভূমি ব্যবহার ও সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৮। বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা

সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১৯। দ্ব্যর্থবোধকতা নিরোসনে সরকারের সংরক্ষিত ক্ষমতা

এই আইনের বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যদি কোন দ্ব্যর্থবোধকতা বা অস্পষ্টতা দেখা যায় তবে সরকার বিষয়টি বর্ণনা করিবেন বা বর্তমানে বলবৎ অন্যান্য আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

২০। সংরক্ষণ

কৃষি ভূমি সংরক্ষণ এবং ভূমি ব্যবহার অধ্যাদেশ, ১৯৮২ সালের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

শর্ত থাকে যে, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এর ধারা-১৪ ও ধারা-১৫ এর অধীনে কোন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

২১। বিদেশি বিনিয়োগ, জরুরি প্রয়োজন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় এই আইন কার্যকর হইবে না

বিদেশি বিনিয়োগ, জরুরি প্রয়োজন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না।

ব্যাখ্যা ১: এই ধারায় “বিদেশি বিনিয়োগ” বলিতে বিদেশি কোন নাগরিক বা বাংলাদেশে অবস্থিত কোন কোম্পানি কর্তৃক বাংলাদেশের শিল্প খাতে আমদানিকৃত মেশিনারি ও যন্ত্রপাতি বা সরকার দ্বারা বিদেশি বিনিয়োগের অনুমোদিত অনুরূপ উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করাকে বুঝাইবে।

ব্যাখ্যা ২: এই ধারায় “সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ” বলিতে, বিদেশি নাগরিক বা কর্পোরেশন বা স্বতন্ত্র নাগরিক কর্তৃক জাতীয় সীমানার মধ্যে চালু কোম্পানির মূলধনকে বুঝাইবে।

ব্যাখ্যা ৩: এই ধারায় “জরুরি প্রয়োজন” বলিতে সরকার বা ডেপুটি কমিশনার বা সরকার বা ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা বন্যা নিয়ন্ত্রণে, জলাধার নির্মাণ সেচের জন্য খাল খনন, খনিজ সম্পদ বা অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের জন্য খনন কাজ, নদী ভাঙ্গন ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য পদক্ষেপসমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ব্যাখ্যা ৪: এই ধারায় “উন্নয়ন পরিকল্পনা” বলিতে শহর উন্নয়ন আইন, ১৯৫৩ এর অধ্যায়-৩ এর অধীনে কার্যক্রমকে বুঝাইবে।

প্রস্তাবিত কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহার বিধিমালা

নং. এসঅরও -----কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহার আইন, ২০১৪ এর ধারা-১৪ অনুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগের সুবিধার্থে সরকার নিম্নবর্ণিত বিধিমালা প্রণয়ন করিবেন।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

এই বিধিমালা কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহার বিধিমালা হিসেবে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা

এই বিধিমালায় বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে

(ক) “ফর্ম” বলিতে এই বিধিতে সংযুক্ত ফর্মকে বুঝাইবে।

(খ) “আইন” বলিতে ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহার আইনকে বুঝাইবে।

(গ) “ধারা” বলিতে উক্ত আইনের ধারাসমূহকে বুঝাইবে।

৩। জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটি

- (১) কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি আইনের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের নিমিত্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটি গঠন করা যাইতে পারে:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	-----	সভাপতি
অর্থ মন্ত্রী	-----	সদস্য
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী	-----	সদস্য
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী	-----	সদস্য
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী	-----	সদস্য
ভূমি মন্ত্রী	-----	সদস্য
শিক্ষা মন্ত্রী	-----	সদস্য
পানিসম্পদ মন্ত্রী	-----	সদস্য
শিল্প মন্ত্রী	-----	সদস্য
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী	-----	সদস্য
কৃষি মন্ত্রী	-----	সদস্য
খাদ্য মন্ত্রী	-----	সদস্য
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রী	-----	সদস্য
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী	-----	সদস্য
রেল মন্ত্রী	-----	সদস্য
পরিবেশ ও বন মন্ত্রী	-----	সদস্য
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী	-----	সদস্য

সংস্কৃতি মন্ত্রী -----	সদস্য
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রী -----	সদস্য
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী -----	সদস্য
পরিকল্পনা মন্ত্রী -----	সদস্য
সচিব, মন্ত্রী পরিষদ -----	সদস্য
সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় -----	সদস্য
ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ একজন এনজিও প্রতিনিধি -----	সদস্য
সভাপতি, এফবিসিসিআই -----	সদস্য
সভাপতি, জাতীয় মহিলা সংস্থা -----	সদস্য
সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়-----	সদস্য সচিব

(২) জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

- ভূমি ব্যবহার ও ভূমি জোনিং নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করিবেন।
- ভূমি ব্যবহার ও ভূমি জোনিং সম্পর্কিত সুপারিশমালা প্রণয়ন করিবেন।
- স্বল্প খরচে আবাসন নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করিবেন।
- বছরে অন্তত দুইবার সভা আয়োজন করিবেন। একবার পরিকল্পনা এবং নির্দেশনা প্রদানের জন্য, অন্যবার নির্দেশনার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য।

৪। ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়ন কমিটি

- এই আইনের অধীনে কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহার নীতির সূষ্ঠ বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যে মাননীয় ভূমি মন্ত্রীর সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত সদস্য সমন্বয়ে একটি ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হইবে:

ভূমি মন্ত্রী -----	চেয়ারম্যান
সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় -----	সদস্য
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় -----	সদস্য
সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় -----	সদস্য
সচিব রেল মন্ত্রণালয়-----	সদস্য
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় -----	সদস্য
সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় -----	সদস্য
সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় -----	সদস্য
সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় -----	সদস্য
সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় -----	সদস্য
সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় -----	সদস্য
সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় -----	সদস্য
সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়-----	সদস্য

সচিব, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়-----	সদস্য
চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড-----	সদস্য
মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-----	সদস্য
মহাপরিচালক, ভূমি জরিপ ও রেকর্ড অধিদপ্তর-----	সদস্য
সকল বিভাগীয় কমিশনার-----	সদস্য
চেয়ারম্যান (রাজউক)-----	সদস্য
চেয়ারম্যান, জাতীয় গ্রহায়ন কর্তৃপক্ষ-----	সদস্য
চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-----	সদস্য
চেয়ারম্যান, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-----	সদস্য
ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ একজন এনজিও প্রতিনিধি-----	সদস্য
যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়-----	সদস্য সচিব

ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে। কমিটি প্রয়োজনবোধে যে কোন ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অস্ট (মনোনীত) করিতে এবং সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবেন।

(২) ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়ন কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়ন কমিটি নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন:

- জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটি কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা এবং নির্দেশনা সঠিকভাবে অনুসরণ করিবেন।
- জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করিবেন।
- ভূমি জোনিং এবং ভূমি ম্যাপিং কার্যক্রম বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করিবেন।
- ভূমি ম্যাপিং, জোনিং এবং ব্যবহার সংক্রান্ত সমস্যা চিহ্নিত করিয়া যথাযথ সমাধানের পদক্ষেপ নিবেন।
- এই আইনানুযায়ী কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহারসহ সমগ্র দেশের ভূমি প্রকৃতি নির্ণয়ের কাজে সময়ে সময়ে অন্যান্য কমিটিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবেন।
- এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে অন্যান্য সকল কার্য পরিচালনা করিবেন।

৫। জেলা ভূমি জোনিং এবং ভূমি ব্যবহার কমিটি

- জেলা কাউন্সিলের প্রশাসক/ চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত সদস্য সমন্বয়ে একটি জেলা ভূমি জোনিং এবং ভূমি ব্যবহার কমিটি গঠন করিতে হইবে:

প্রশাসক/চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ-----	চেয়ারম্যান
ডেপুটি কমিশনার-----	ভাইস চেয়ারম্যান
চেয়ারম্যান, সকল উপজেলা পরিষদ-----	সদস্য
আঞ্চলিক সংস্থাপন কর্মকর্তা অথবা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-----	সদস্য
পুলিশ সুপার-----	সদস্য
সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ, (জেলা ভূমি জোনিং এবং ভূমি ব্যবহার কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত)-----	সদস্য
অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (রাজস্ব)-----	সদস্য
নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-----	সদস্য

নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও মহাসড়ক-----	সদস্য
নির্বাহী প্রকৌশলী (LGED) -----	সদস্য
ডেপুটি পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর -----	সদস্য
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা -----	সদস্য
জেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা -----	সদস্য
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা -----	সদস্য
জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা -----	সদস্য
বিভাগীয় পরিবেশ কর্মকর্তা -----	সদস্য
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (যদি থাকে) -----	সদস্য
ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এনজিও প্রতিনিধি (জেলা ভূমি জোনিং ও ভূমি ব্যবহার কমিটি দ্বারা নির্বাচিত) ---	সদস্য
রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (RDC) -----	সদস্য সচিব

(২) জেলা ভূমি জোনিং এবং ভূমি ব্যবহার কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

জেলা ভূমি জোনিং এবং ভূমি ব্যবহার কমিটির কাজ হল:

- (ক) ডিজিটাল ভূমি ম্যাপিং, জোনিং এবং ব্যবহার সংক্রান্ত সরকারি দলিল তৈরি করিবেন।
- (খ) উপজেলা পর্যায়ে ডিজিটাল ভূমি জোনিং ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নসহ ডিজিটাল ভূমি জোনিং ম্যাপ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবেন।
- (গ) উপজেলা কমিটির কাজ তত্ত্বাবধান করিবেন।
- (ঘ) উপজেলা কমিটি কোন অনিয়ম করিলে আইনত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
- (ঙ) উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্তে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপীল আবেদন শুনিবেন।
- (চ) উপজেলা পর্যায়ে ভূমি জোনিং ও ভূমি ম্যাপিং কার্যাবলী সফল করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।
- (ছ) ডিজিটাল ভূমি জোনিং সম্পর্কে বিভিন্ন সভা, কর্মশালা, সেমিনার, ট্রেনিং আয়োজন করিবেন।
- (জ) ভূমি জোনিং ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করিবেন।
- (ঝ) প্রতি ২ (দুই) মাসে অন্তত একবার সভা আয়োজন করিবেন।
- (ঞ) ডিজিটাল ভূমি ম্যাপিং, জোনিং এবং ব্যবহারের অগ্রগতি বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়কে প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে।

৬। উপজেলা ভূমি জোনিং এবং ভূমি ব্যবহার কমিটি

- (১) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত সদস্য সমন্বয়ে উপজেলা ভূমি জোনিং এবং ভূমি ব্যবহার কমিটি গঠিত হইবে:

চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ -----	চেয়ারম্যান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (UNO)-----	ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা-----	সদস্য
উপজেলা প্রকৌশলী, (LEGD)-----	সদস্য

উপজেলা সংস্থাপন কর্মকর্তা (যদি থাকে) -----	সদস্য
উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা -----	সদস্য
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা -----	সদস্য
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা -----	সদস্য
উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা -----	সদস্য
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা -----	সদস্য
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা -----	সদস্য
কলেজের একজন অধ্যক্ষ (মাননীয় সংসদ সদস্যের সহিত পরামর্শক্রমে উপজেলা ভূমি জোনিং ও ভূমি ব্যবহার কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত) -----	সদস্য
পৌরসভার মেয়র -----	সদস্য
প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার -----	সদস্য
ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এইরূপ এনজিও -----	সদস্য
প্রতিনিধি (মাননীয় সংসদ সদস্যের সহিত পরামর্শক্রমে উপজেলা ভূমি জোনিং এবং ভূমি ব্যবহার কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত) -----	সদস্য
সহকারি কমিশনার (ভূমি) -----	সদস্য সচিব

সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্য কমিটির উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) উপজেলা ভূমি জোনিং ও ভূমি ব্যবহার কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

- (ক) এই আইনের অধীনে, ভূমি জোনিং ম্যাপ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষি ভূমি সংরক্ষণ এবং ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়ন করা।
- (খ) জেলা ভূমি জোনিং এবং ভূমি ব্যবহার কমিটির নির্দেশানুসারে ভূমি ম্যাপিং, জোনিং এবং ব্যবহার সংক্রান্ত ব্যাপক প্রচারণার লক্ষ্যে যথার্থ পদক্ষেপ নেওয়া।
- (গ) জেলা ভূমি অঞ্চল ও ভূমি ব্যবহার কমিটির সহিত আলোচনা করিয়া যে ব্যক্তি বা সংস্থা ভূমি জোনিং বা ভূমি ম্যাপ প্রণয়ন করিবেন তাহাকে যথার্থ সাহায্য প্রদান করিবেন।
- (ঘ) বিধি-৭ (২), (৩) অনুযায়ী ইউনিয়ন কমিটির কাছে আবেদন করিলে তাহা গ্রহণ করিবেন অথবা, সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন।
- (ঙ) আবেদনপত্র গ্রহণ করিয়া তাহা পরীক্ষা ও আবেদনকারীর বক্তব্য শ্রবণ করিয়া সদস্য সচিব তৎপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।
- (চ) ভূমি ব্যবহারের ধরন তত্ত্বাবধান করা, ভূমি জোনিং এবং ভূমি ব্যবহার আইন লংঘন করা হইলে, এই বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণ করিবেন, ২০১২ সালের আইন অনুসারে কৃষি ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।
- (ছ) ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত সংঘাত নিরসনে রেজুলেশন প্রণয়ন করিবেন।

শর্ত থাকে যে, যদি কোন ব্যক্তি উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্তে সংশ্লিষ্ট হয় তবে সেই ব্যক্তি জেলা কমিটির নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

আরো শর্ত থাকে যে, উপজেলা কমিটি তাহাদের যে কোন সিদ্ধান্ত উপদেষ্টাকে জানানইবেন কিন্তু কোন সভা আয়োজনের ক্ষেত্রে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হইবে না।

৭। ইউনিয়ন ভূমি জোনিং ও ভূমি ব্যবহার কমিটি

(১) ইউনিয়ন ভূমি জোনিং ও ভূমি ব্যবহার কমিটি নিম্ন লিখিতভাবে গঠিত হইবে:

চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ ----- চেয়ারম্যান
উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তা (কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক নির্বাচিত) ----- সদস্য
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক নির্বাচিত) ----- সদস্য
ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য (সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্বাচিত) ----- সদস্য
সহকারি ভূমি কর্মকর্তা ----- সদস্য সচিব

(২) উপজেলা ভূমি জোনিং ও ভূমি ব্যবহার কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

উপজেলা ভূমি জোনিং ও ভূমি ব্যবহার কমিটির কাজ নিম্নরূপ:

- (ক) উপজেলা কমিটির নির্দেশনা অনুসারে মালিকানা নির্বিশেষে ভূমি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করিবেন। এই ভূমি চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে ভূমি প্লট নং বা খতিয়ান নম্বর অনুযায়ী ভূমির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করিবেন।
- (খ) আবেদনপত্র পরীক্ষার পর উপজেলা কমিটির নিকট সুপারিশমালা প্রেরণ করিবেন। আবেদনপত্রের গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করিয়া, উপজেলা কমিটি প্রয়োজনবোধে কৃষি ভূমিতে বাসগৃহ নির্মাণের অনুমতি প্রদান করিবেন।
- (গ) যদি কোন ব্যক্তির ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন করা প্রয়োজন হয়, তবে এই সম্পর্কে আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন এবং উপজেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন।
- (ঘ) উপজেলা কমিটির অনুমতিক্রমে নতুন সদস্য কো-অপ্ট (মনোনয়ন) করিবেন।

শর্ত থাকে যে, যদি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের কোন ব্যক্তির, এইরূপে বাসগৃহ নির্মাণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে যাহা কৃষি ভূমি ধ্বংস করা ব্যতীত সম্ভব নয় তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি তাহার আবেদনের গ্রহণযোগ্যতা বিচারের জন্য ইউনিয়ন কমিটির নিকট আবেদন করিতে পারবেন।

৮। ভূমির প্রকৃতি চিহ্নিতকরণ

সরকার সংশ্লিষ্ট কমিটি এবং স্থানীয় কর্মকর্তাদের সহায়তায় মালিকানা নির্বিশেষে, খতিয়ান নম্বর অনুযায়ী, বর্তমান জমির শ্রেণি ও বৈশিষ্ট্য (ভূমি কৃষি, অকৃষি, বাণিজ্যিক, আবাসন বা জলাশয় কি না) প্লট আকারে চিহ্নিত করিবেন।

৯। স্বল্প মূল্যে আবাসন

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় গ্রামাঞ্চলে স্বল্প খরচে বহুতল ভবন নির্মাণের সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন। স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগ এইক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করিবে। ইহা ছাড়াও বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হইবে।

১০। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা

একই উদ্দেশ্যে ভূমি ব্যবহার কমানোর জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে একই স্থান বা ভবনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে, একই কাঠামো অন্যান্য প্রাসঙ্গিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়া ভূমির উল্লম্ব বিস্তার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করিতে হইবে।

১১। দায়মুক্তি

যদি কোন সরকারি কর্মকর্তা এই আইনের কোন বিধান ভঙ্গ করে, তাহা হইলে তিনি দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী দণ্ডপ্রাপ্ত হইবেন।

শর্ত থাকে যে, সরল বিশ্বাসে এই আইন বা এই আইনের অধীনে প্রণীত কোন আদেশ বা নিয়ম অনুসারে কৃত কার্যের জন্য, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা রুজু বা অন্যান্য কার্যধারা গ্রহণ করা হইবে না এবং এই আইনের অধীনে সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, সরকারের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কোন আদালত এইরূপ কোন মামলা আমলে নিবেন না।

ব্যাখ্যা: সরল বিশ্বাসে কৃত কার্য বলিতে বুঝায় যথার্থ যত্ন ও মনোযোগ দিয়ে করা কার্য।

১২। ভূমি জোনিং ম্যাপ সম্পর্কে অভিমত

- (১) ডিজিটাল ভূমি জোনিং ম্যাপ প্রণয়নে, মাঠ পর্যায়ে ভূমির বর্তমান ব্যবহার ও প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথমিক তথ্য সংগ্রহ, মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ, উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সঠিক ডিজিটাল এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে হইবে এবং ইহা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পাদন করিতে হইবে। এই প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগ্রহ ও ভূমি জোনিং ম্যাপ প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনারের অফিসের ভূমি অধিগ্রহণ শাখা এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমি অফিসসমূহ প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করিবেন।
- (২) সকল ডিজিটাল ভূমি জোনিং ম্যাপ নির্ভুলভাবে এবং রঙিনাকারে ছাপানো হইবে এবং ইহা সকলের জন্য প্রতিবেদন আকারে এবং ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত থাকিবে। ম্যাপ প্রস্তুতের পাশাপাশি কর্তৃপক্ষ স্থানীয় পর্যায়ে হইতে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে জনগণের প্রয়োজনীয় অভিমত এবং তথ্যসহ প্রতিবেদন তৈরি করিবেন।

১৩। জোনিং ডাটাবেস বা উপাত্তভিত্তিক

ভূমি জোনিং ম্যাপ প্রণয়নের পাশাপাশি ভূমির মৌলিক তথ্য সম্বলিত একটি তথ্যভাণ্ডার থাকিবে। যাহা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে হালনাগাদ করা হইবে। যাহা সরকারি বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হইবে।

১৪। ভূমি জোনিং মানদণ্ড

বিভিন্ন ভূমি অঞ্চল সনাক্ত করিতে, কিছু মৌলিক মানদণ্ড ভূমি ব্যবহারের উপযুক্ততা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। নিম্নলিখিত মানদণ্ড ভূমি জোনিং ঘোষণার জন্য পেশ করা হইয়াছে:

- (ক) শস্য উপযোগীতা স্থিতিমাপ (প্যারামিটার) অর্থাৎ জমির লবণাক্ততা, পিএইচ (PH), উপাদানের ভিত্তিতে মাটির ধরন।
- (খ) ফসলাধিক্য।
- (গ) মহাসড়ক বা রেললাইনের উভয় পাশ দিয়ে ১ (এক) কিলোমিটার এবং উপজেলা হইতে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত ২০০-২৫০ মিটার উঁচু ভূমি বুকিং লাঘবকারী (Buffering) জায়গা হিসাবে রাখিতে হইবে।
- (ঘ) ইউনিয়নের ৬০ শতাংশের বেশি ভূমি, ভূমি অঞ্চল ঘোষণার জন্য ভূমি জোনিং ম্যাপের আওতাভুক্ত করিতে হইবে।
- (ঙ) অপেক্ষাকৃত অনূর্বর উঁচু ভূমি নগরায়ণ ও বাণিজ্যিক কার্যে ব্যবহার করিতে হইবে।
- (চ) জটিলতা নিরসনে মিশ্র জোনিং মনোনীত করা যাইতে পারে।
- (ছ) সদ্য জাগরিত ভূমি বনভূমির জন্য রাখা হইবে।
- (জ) বিদ্যমান ভূমির প্রধান উপযোগিতা ও জনগণের চাহিদা বিবেচনায় বিশেষত, মৎস্য, লবণ, পর্যটন, জাহাজ ভাঙ্গা কাজে ভূমি জোনিং নির্ধারণে ECAs এর অগ্রাধিকার দিতে হইবে।
- (ঝ) টেকসই ভূমি জোনিং এর জন্য সামাজিক এবং পরিবেশগত দিক বিবেচনা করিতে হইবে।
- (ঞ) ভূমি জোনিং এবং প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু নমনীয়তা বিবেচনা করা যাইতে পারে।
- (ট) মৎস্য চাষের জন্য জলাশয় এবং নিচু ভূমি সংরক্ষণ করা যাইতে পারে।

গবেষণা দল

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত (প্রধান গবেষক)
বিচারপতি কাজী এবাদুল হক
এ. কে. এম. জহির আহমেদ
অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ
ড. এ. কে. এম. হেলাল-উজ-জামান
টি. আই. এম. নুরন নবী চৌধুরী
এ্যাডভোকেট কাওসার আহমেদ
অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত
আসমার ওসমান

গবেষণা সহযোগীবৃন্দ

এ্যাডভোকেট অলিউল ইসলাম
এ্যাডভোকেট আফরিন আহমেদ
এ্যাডভোকেট জহিরুল আলম
এ্যাডভোকেট ধীমান চন্দ্র মন্ডল
এ্যাডভোকেট ফারহানা খান
এ্যাডভোকেট ফারিহা তাবাসসুম সিমু
এ্যাডভোকেট মুজিবুল হক পাভেল
এ্যাডভোকেট মেরিনা সুলতানা
এ্যাডভোকেট শারমিন সুলতানা
এ্যাডভোকেট শেখ সাদী রহমান

অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন: প্রস্তুত সংশোধনী



Human Development Research Centre

humane development through research and action

www.hdrc-bd.com

সহযোগিতায়

মানুষের জন্য

manusher jonno

promoting human rights and good governance

ঢাকা, জুলাই ২০১৬

সূচিপত্র

প্রেক্ষাপট	১
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী	৩
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ).....	৫
সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	৫
সংজ্ঞা	৫
আইনের প্রাধান্য	৭
দেওয়ানী কার্যবিধির সীমিত প্রয়োগ	৭
মালিক, প্রমুখের নিকট প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণ এবং ইহার ফলাফল	৭
কতিপয় সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্তি নিষিদ্ধ	৮
অর্পিত সম্পত্তির দাবীতে নতুন মামলা দায়ের বা দাবী উত্থাপন নিষিদ্ধ	৮
অর্পিত সম্পত্তির হস্তান্তর নিষিদ্ধ	৯
অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশ	৯
অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তি সংক্রান্ত বিধান	৯
জেলা কমিটি	১১
বিভাগীয় কমিটি	১২
কেন্দ্রীয় কমিটি	১২
কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১৩
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বা অবমুক্তির আবেদন, রেজিস্ট্রি, রায় ও ডিক্রির অনুলিপি	১৩
ডিক্রী বাস্তবায়ন	১৫
অবমুক্তির সিদ্ধান্তের আইনগত প্রকৃতি	১৬
অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলার abatement, কার্যধারা বন্ধ ও ট্রাইব্যুনালে দাবী উত্থাপন	১৬
অস্থায়ী ইজারা প্রদত্ত অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত বিধান	১৭
প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি সম্পর্কিত বিধান	১৭
ট্রাইব্যুনাল স্থাপন ও উহার গঠন	১৮
ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার	১৯
আপীল	১৯
আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন	২০
আপীল ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার	২০
বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন ও এখতিয়ার	২১
ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল, ইত্যাদির কার্যপদ্ধতি	২১
একতরফা শুনানী ও একতরফা খারিজ সম্পর্কিত বিশেষ বিধান	২১
সাক্ষ্য গ্রহণ, সাক্ষীর উপস্থিতি ও দলিল উপস্থাপন নিশ্চিতকরণ	২২
বিধানের অপরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে কমিটি, ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল অথবা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনালের বিশেষ এখতিয়ার	২২
অ-দাবীকৃত সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধান	২২

ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার	২৩
অর্পিত সম্পত্তি বাবদ ক্ষতিপূরণ বা অন্যবিধ দাবী নিষিদ্ধ	২৩
সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ	২৩
বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	২৪
বিচারিক কার্যক্রম	২৪
অপরাধ ও দণ্ড	২৪
রহিতকরণ	২৪

প্রেক্ষাপট

ভূমি সম্পদের জনক। বাংলাদেশের মানুষ ও অর্থনীতির বড় অংশ ভূমিনির্ভর। এদেশের উন্নয়নে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি অবিশ্বুর উৎপাদন ক্ষমতার অধিকারী; কর্মসংস্থান, খাদ্য, বাসস্থান ও আর্থিক নির্ভরতার এক বড় সহায়ক। ভূমির উপর অধিকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার পরিমাপক; ক্ষমতাকাঠামোর ভিত্তি ও জীবনযাত্রার অবস্থা নির্ণয়ের অন্যতম প্রধান সূচক। ভূমির উপযোগমূল্য যথেষ্ট, এর বাজারমূল্য ক্রমাগত বাড়ে। ভূমির কোন অবচয় নেই। ভূমির অধিকার আন্তঃজনগত বংশপরম্পরায় ভোগ্য।

প্রায় ১৬ কোটি মানুষের আমাদের এই দেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার। দেশের মোট ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ একর ভূমির ৬০ শতাংশ কৃষি জমি। প্রতিদিন কমছে দেশের আবাদী ভূমির পরিমাণ। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের সাথে ভূমিহীনতার সম্পর্ক নিবিড়। অথচ, এদেশের প্রায় ৫৯ শতাংশ খানা ভূমিহীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ করে, কৃষির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর ভূমিহীনতাই তাদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

ভূমির পরিমাণ সীমিত। জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়লেও ভূমির পরিমাণ বাড়ছে না বাড়ছে ভূমির অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতা। সহিংসতা, ফটকা-ব্যবসা, দুর্নীতি, জবরদখল, প্রতারণা, ও প্রবঞ্চনার ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়তই বাড়ছে ভূমিহীনের সংখ্যা, বলপূর্বক অভিবাসন, বৈষম্য ও দারিদ্র্য।

দেশে প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে ভূমি নিয়ে বিরোধ, দশকের পর দশক ধরে ভূমি-সংক্রান্ত চলমান আইনি জটিলতাগুলো চরম আকার ধারণ করেছে। এতে সর্বস্বান্ত হচ্ছে অনেক মানুষ, বাড়ছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। অন্যদিকে ভূমি প্রশাসনের অদক্ষতা, ভূমি রেজিস্ট্রেশন এবং ভূমি জরিপ কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা, নামজারীর ক্ষেত্রে জটিলতা, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ভূমি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল, খাস জমি বিতরণে অনিয়ম, জলমহাল, বালুমহাল ও চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অনিয়ম ও প্রায়োগিক সমস্যা ইত্যাদি দেশের অধিকাংশ মানুষকে ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

ভূমির অধিকার নিয়ে বিরোধ, শোষণ, দুর্নীতি, প্রতারণা ও দরিদ্র মানুষের সীমাহীন দুর্গতির পিছনে সূক্ষ্ম আইনি বিষয় ও জটিলতা বহুলাংশে দায়ী। বাংলাদেশে ভূমি সংশ্লিষ্ট আইনগুলো সেকেলে। অনেক আইন দরিদ্র-বান্ধব নয়; প্রান্তিক মানুষ ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনগুলো যথাযথও নয়। এমনকি কোনো কোনো আইন একে অন্যের সাথে সাংঘর্ষিক। বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগও নেই। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিতামূলক যে আইনি-কাঠামো প্রয়োজন তার অনুপস্থিতিও ব্যাপক। খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন; সর্বোপরি, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি প্রচলিত আইনগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে আনীত আইনের সংশোধনীগুলোও কাজিত লক্ষ্য পূরণ করেনি; এমনকি, অতি সাম্প্রতিক সংশোধনীগুলোও প্রায়োগিক দিক থেকে দরিদ্রবান্ধব এবং জনকল্যাণমুখী হয়ে উঠতে পারেনি। এটি সহজেই বোধগম্য যে, বর্তমানে প্রচলিত ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জটিল এবং অগোছালো অবস্থায় রয়েছে। আরো হতাশার ব্যাপার, প্রচলিত আইনগুলোর অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, দরিদ্রবান্ধব-নীতির অনুপস্থিতি এবং প্রায়োগিক সমস্যা অসংখ্য ভূমি বিরোধ ও ভূমি মামলার জন্ম দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব জটিলতার সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালীরাই শেষ পর্যন্ত ভূমির দখল নিয়ে নেয় আর দরিদ্র, প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো ভূমির অধিকার হারায়। তাই, ভূমি বিষয়ে সবগুলো আইনকে অধিকার-ভিত্তিক ও সুসমঞ্জস একটি কাঠামোর মধ্যে এনে প্রয়োজনীয় সংস্কার নিশ্চিত করতে না পারলে দরিদ্র, প্রান্তিক ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা কখনো সম্ভব নয়। কাজেই, সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে তথ্য-নির্ভর গবেষণার মাধ্যমে আইনি বিষয়গুলো এমনভাবে পুনঃনির্ধারণ করা উচিত যাতে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নে ‘বাদ পড়া’ জনগোষ্ঠীকে ‘অন্তর্ভুক্ত’ করা সম্ভব হয়।

এই সব বাস্তবতার অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’-এর সহযোগিতায় গবেষণা সংস্থা ‘হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)’ এ-বিষয়ে একটি নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করেছে। “বাংলাদেশের ভূমি আইন: একটি অধিকার-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও প্রস্তাবিত পরিবর্তন” শীর্ষক এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে প্রচলিত ভূমি আইনগুলোর কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ নতুন আইন প্রস্তাব করা। বাংলাদেশে প্রচলিত সব ভূমি আইন এবং ভূমি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র বিশ্লেষণ, দরিদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন ও নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমি আইনে বিদ্যমান অব্যবস্থাপনা, অপশাসন, শোষণ-বঞ্চনামূলক প্রক্রিয়া ও কার্যবিধি সংক্রান্ত আইনি দিকগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে। শুধু আইনি পর্যালোচনা নয়, বরং ভূমি আইনের নানান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণায়। অধিকারভিত্তিক, প্রান্তিক ও দরিদ্র-বান্ধব এবং জেডার সংবেদনশীল এই গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন প্রায় ২,৫০০ পৃষ্ঠার ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবার সুবিধার্থে ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো পৃথক পৃথক খন্ডে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি খন্ড প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ এবং সুপারিশসহ (প্রস্তাবিত আইন বা সংশোধনীসহ) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণাভিত্তিক প্রকাশনা।

ইংরেজি ভাষায় রচিত সেই গবেষণাকর্মের প্রাসঙ্গিক আইনী টেক্সটসমূহ (ইংরেজিতে রচিত বিদ্যমান আইনসমূহসহ) বাংলায় অনুবাদ করে একটি পৃথক প্রকাশনা করা হয়েছে। আলাদা আলাদা ২০টি খন্ডে অনূদিত এই প্রকাশনার বিষয়-ভিত্তিক প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনীসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপ:

১. পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
২. অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৩. ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৪. কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৫. বালুমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৬. চরের জমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৭. চিংড়িমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৮. দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৯. আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কিত আইন (বন আইনসহ): প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১০. জলমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১১. অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১২. পাথরমহাল সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৩. ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১৪. ভূমি রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৫. ভূমি জরিপ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৬. চা বাগানের ভূমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৭. ট্রাস্ট সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৮. ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৯. অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
২০. ওয়াক্ফ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী

এই গবেষণাপত্রটি উক্ত ২০ খন্ডের একটি।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী

জাতি ধর্ম নির্বিশেষে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা এই উপমহাদেশের জনগোষ্ঠীর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু পারস্পরিক সহাবস্থানের এই পরিবেশ ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ নীতির কারণে দিন দিন প্রশমিত হতে থাকে। যার ফলে হিন্দু মুসলমানের এই সম্পর্ক বাধাগ্রস্ত হয় এবং তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে হিন্দু সম্প্রদায় ভারতে স্থানান্তরিত হতে শুরু করে। বেশীর ভাগ স্থানান্তরই দুই ভাগে প্রথমে ১৯৪৭ সালের পর পরই এবং পরবর্তীকালে ১৯৬৫ সালে সংঘটিত হয়েছিল। ভারতে স্থানান্তরের সময় হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক পরিত্যক্ত সম্পত্তিই প্রথমে ‘শত্রু সম্পত্তি’ এবং পরবর্তীকালে ‘অর্পিত সম্পত্তি’ নামে অভিহিত হয়। ঐ সময়ে এরূপ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মারাত্মক প্রশাসনিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। উক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার নামে প্রবর্তিত কালো আইনসমূহ মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল করাকেই বৈধতা দিয়েছে, ফলে স্থানান্তরিত হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পত্তিও ধীরে ধীরে হাত ছাড়া হয়ে গেছে অবৈধ দখলদারদের কাছে।

স্বাধীনতায়ুদ্ধের পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্পিত সম্পত্তির ভবিষ্যতও বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু ২০০১ সালের পূর্ব পর্যন্ত অর্পিত সম্পত্তির যথাযথ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যৌক্তিক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ২০০১ সালে “অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১” প্রবর্তিত হওয়ার মধ্য দিয়ে সকল শ্রেণীর অর্পিত সম্পত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সঠিক পদক্ষেপ গৃহীত হলেও পরবর্তী রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের ফলে ২০১১ সাল পর্যন্ত এটি আলোর মুখ দেখেনি। ২০১১ সালের ২৯ নভেম্বর “অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১১” প্রণয়নের মাধ্যমে “অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১” এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন করে বাংলাদেশে অবস্থানরত অর্পিত সম্পত্তির প্রকৃত মালিকদের তাদের প্রাপ্য সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ আইনের উদ্দেশ্যকে ফলপ্রসূ করতে পরবর্তীকালে আরও কিছু সংশোধন আনয়ন করা হলেও বেশ কিছু সমস্যা এখনো বিদ্যমান রয়েছে যা আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণের পথে অন্তরায় এবং যার ফলে সাধারণ মানুষ বিনা কারণে হয়রানির শিকার হচ্ছে। নানাবিধ সমস্যার মধ্যে নিম্নরূপ ত্রুটিসমূহ উল্লেখ করা হল:

- ✓ “অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১” এর ধারা ২(ড) তে প্রদত্ত মালিকানার সংজ্ঞায় যে কোন উপায়ে সম্পত্তির দখলদারকে মালিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ফলে এ সংজ্ঞা অনুসারে বেআইনীভাবে দখলদার ব্যক্তি ও মালিক যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।
- ✓ “অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১” এর ধারা ২৮ তে অর্পিত সম্পত্তি বাবদ ক্ষতিপূরণ বা অন্যবিধ দাবী নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যথোপযুক্ত কারণ ছাড়াই কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত হলে এবং প্রকৃত মালিক দখলচ্যুত হলে তার কর্তৃক ক্ষতিপূরণের দাবী উত্থাপনে এই ধারাটি একটি বড় বাধা।

উপরোক্ত ত্রুটিসমূহের আলোকে প্রস্তাবিত সংশোধনীতে নিম্নরূপ সুপারিশসমূহ করা হয়েছে:

- ✓ “অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১” এর ২(ড) ধারা অনুসারে মালিকানার সংজ্ঞায় যে কোন উপায়ে সম্পত্তির দখলদারকে মালিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিবর্তে প্রস্তাবিত আইনে শুধু আইনগত উপায়ে সম্পত্তির দখলদারকে মালিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

- ✓ “অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১” এর ধারা ২৮ তে অর্পিত সম্পত্তি বাবদ ক্ষতিপূরণ বা অন্যবিধ দাবী নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যথোপযুক্ত কারণ ছাড়াই কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত হলে এবং প্রকৃত মালিক দখলচ্যুত হলে উক্ত ব্যক্তিকে দখলচ্যুত থাকার সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা প্রাপ্তির অধিকার প্রস্তাবিত আইনে প্রদান করা হয়েছে।

মহৎ লক্ষ্যে প্রণীত এ আইনটি সমগ্র জাতির দায়মুক্তির লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রস্তাবিত সংশোধনীসমূহ গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত আইনের ত্রুটিসমূহ দূর করে শুধু ধর্মীয় বিভাজনের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন গোষ্ঠীর সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল সম্পূর্ণ বন্ধ হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)

অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত কতিপয় সম্পত্তি বাংলাদেশী মূল মালিক বা তাহার বাংলাদেশী উত্তরাধিকারী বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর বাংলাদেশী স্বার্থাধিকারী (Successor-in-interest) এর নিকট প্রত্যর্পণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত কতিপয় সম্পত্তি বাংলাদেশী মূল মালিক বা তাহার বাংলাদেশী উত্তরাধিকারী বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর বাংলাদেশী স্বার্থাধিকারী (Successor-in-interest) এর নিকট প্রত্যর্পণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

এই আইন অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) “অর্পিত সম্পত্তি” অর্থ অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে সরকারে ন্যস্ত সম্পত্তি;

(খ) “অর্পিত সম্পত্তি আইন” অর্থ-

(অ) Defence of Pakistan Ordinance, ১৯৬৫ (Ord. No. XXIII of ১৯৬৫) (যাহা ১৬/০২/১৯৬৯ইং তারিখ পর্যন্ত কার্যকর ছিল);

(আ) উক্ত Ordinance No. XXIII of ১৯৬৫ এর অধীনে প্রণীত Defence of Pakistan Rules, ১৯৬৫ এবং উক্ত Rules এর অধীন প্রদত্ত আদেশের যতটুকু দফা (উ) তে উল্লিখিত Act বলে হেফাজতকৃত;

(ই) Enemy Property (Continuance of Emergency Provisions) Ordinance, ১৯৬৯ (Ord. No. I of ১৯৬৯) (যাহা Act XLV of ১৯৭৪ দ্বারা রহিত);

(ঈ) Bangladesh (Vesting of Property and Assets) Order, ১৯৭২ (PO No. 29 of ১৯৭২) এর যতটুকু উপ-দফা (অ), (আ) এবং (ই)-তে উল্লিখিত Ordinance এবং Rules এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়;

(উ) Enemy Property (Continuance of Emergency Provisions) (Repeal) Act, ১৯৭৪ (XLV of ১৯৭৪); এবং

(ঊ) Vested and Non-resident Property (Administration) Act, ১৯৭৪ (XLVI of ১৯৭৪) (যাহা Ord. No. XCII of ১৯৭৬ দ্বারা রহিত) এর যতটুকু উপ-দফা (অ), (আ) এবং (ই)-তে উল্লিখিত Ordinance এবং Rules এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়;

- (গ) “অস্থায়ী ইজারা” অর্থ, অকৃষি জমির ক্ষেত্রে, ১২ (বার) বৎসরের কম মেয়াদী ইজারা এবং কৃষি জমির ক্ষেত্রে, ১৫ (পনের) বৎসরের কম মেয়াদী ইজারা;
- (ঘ) “আপীল ট্রাইব্যুনাল” অর্থ ধারা ১৯ এর অধীনে স্থাপিত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপীল ট্রাইব্যুনাল;
- (ঘঘ) “কমিটি” অর্থ ধারা ৯খ, ৯খখ এবং ৯গ এর অধীন গঠিত যথাক্রমে জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি বা কেন্দ্রীয় কমিটি;
- (ঙ) “জেলা প্রশাসক” বলিতে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কর্মকর্তা ও অন্তর্ভুক্ত;
- (চ) “ট্রাইব্যুনাল” অর্থ ধারা ১৬ এর অধীনে স্থাপিত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল;
- (ছ) “ডিক্রী” অর্থ ধারা ১০ (চ), ধারা ১৮ (৬) এবং ধারা ২০ক এর অধীনে যথাক্রমে ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ডিক্রী;
- (জ) “তত্ত্বাবধায়ক” অর্থ অর্পিত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার জন্য অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীন নিযুক্ত Custodian, Additional Custodian, Deputy Custodian or Assistant Custodian;
- (ঝ) “দেওয়ানী কার্যবিধি” অর্থ Code of Civil Procedure, ১৯০৮ (Act V of ১৯০৮);
- (ঞ) “প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি” অর্থ অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে এইরূপ সম্পত্তির মধ্যে-
- (অ) যাহা এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে সরকারের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে ছিল; বা
- (আ) যাহা “প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি” অর্থাৎ দেবোত্তর সম্পত্তি, মঠ, শ্মশান, সমাধিক্ষেত্র বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বা জনকল্যাণের উদ্দেশ্য ব্যক্তি উদ্যোগে সৃষ্ট ট্রাস্ট সম্পত্তি এবং যাহা এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে সরকারের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে ছিল;
- ব্যাখ্যা- ধারা ৬ এর দফা (ক) হইতে (চ) তে উল্লিখিত কোন সম্পত্তি উক্তরূপ প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি বা প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে না-তবে উক্ত ধারার দফা (চ) এর শর্তাংশে উল্লিখিত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে;
- (ট) “অর্পিত সম্পত্তির তালিকা” অর্থ ধারা ৯ এর অধীনে প্রকাশিত অর্পিত সম্পত্তির তালিকা;
- (টট) “বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল” অর্থ ধারা ২০ক এর অধীন গঠিত বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল;
- (ঠ) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি;
- (ড) “মালিক” অর্থ যে ব্যক্তির সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত হইয়াছে সেই মূল মালিক বা তাহার উত্তরাধিকারী, বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী (Successor in interest), বা তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের উত্তরাধিকারসূত্রে এমন সহ-অংশীদার যিনি বা যাহারা ইজারা গ্রহণ দ্বারা বা অন্য কোন আইনগতভাবে সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন (Co-sharer in possession by lease or in any form) যদি উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারী বা স্বার্থাধিকারী (Successor in interest) বা উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-অংশীদার (Co-sharer in possession by lease or in any form) বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা হন;

(ঢ) অর্পিত সম্পত্তি বা প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি বা প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তির ক্ষেত্রে, “সরকারের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে” অর্থ সরকারের সরাসরি দখলে বা সরকার প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারা বা ভাড়া বা অনুমতিসূত্রে সরকারের পরোক্ষ দখলে বা নিয়ন্ত্রণে, বা এই আইন প্রবর্তনের তারিখে বা তৎপূর্বে উক্তরূপ অস্থায়ী ইজারা, ভাড়া বা অনুমতির মেয়াদ শেষ হইয়া থাকিলে, উহার নবায়ন হইয়া থাকুক বা না থাকুক উক্ত সম্পত্তি;

(গ) “স্থায়ী ইজারা” বলিতে নিম্ন বর্ণিত ইজারা অন্তর্ভুক্ত-

(অ) ৯৯ (নিরানব্বই) বৎসর মেয়াদী ইজারা;

(আ) অকৃষি জমির ক্ষেত্রে, ১২ (বার) বৎসর মেয়াদী বা তদুর্ধ্ব মেয়াদী ইজারা যাহা Non-Agricultural Tenancy Act, ১৯৪৯ (E. B. Act XXIII of ১৯৪৯) এর section ৮ এর অধীনে উক্ত মেয়াদের পর স্থায়ী ইজারায় রূপান্তরিত হয়; এবং

(ই) কৃষি জমির ক্ষেত্রে, ১৫ (পনের) বৎসর বা তদুর্ধ্ব মেয়াদী এমন ইজারা যাহা সংশ্লিষ্ট ইজারা দলিল বলে উক্ত মেয়াদ শেষে স্থায়ী ইজারায় রূপান্তরিত হয়।

(ত) “ক তফসিল” অর্থ এই ধারার দফা (এ৩) তে বর্ণিত সম্পত্তি;

(থ) “খ তফসিল” অর্থ এই ধারার দফা (ক) তে বর্ণিত সম্পত্তি এবং কোন তালিকা মূলে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে ঘোষিত হইয়াছে বা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বা চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত জরিপে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে রেকর্ডভুক্ত হইয়াছে কিন্তু ‘ক’ তফসিলের অন্তর্ভুক্ত নয় এইরূপ সম্পত্তি;

(দ) “তফসিল” অর্থ এই আইনের অধীন সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশিত ‘ক’ ও ‘খ’ তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি তালিকা।

(ধ) “সরকার” অর্থ গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়, তবে ধারা ১৬, ১৮, ১৯ ও ২০ক এর ক্ষেত্রে সরকার অর্থে গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগকে বুঝাইবে।

৩। আইনের প্রাধান্য

আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। দেওয়ানী কার্যবিধির সীমিত প্রয়োগ

এই আইনের অধীন কোন কার্যধারায় দেওয়ানী কার্যবিধির নিম্ন বর্ণিত বিধানাবলী ব্যতীত অন্য কোন বিধান প্রযোজ্য হইবে না, যথা:

(ক) এই আইনে বা বিধিতে কোন বিষয়ে দেওয়ানী কার্যবিধির কোন বিধান যতটুকু প্রযোজ্য মর্মে বিধান করা হয় ততটুকু; এবং

(খ) উক্ত কার্যবিধির ১১ ধারা।

৫। মালিক, প্রমুখের নিকট প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণ এবং ইহার ফলাফল

(১) এই আইনের বিধানাবলী অনুসারে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি উহার মালিকের নিকট বা, ক্ষেত্রমত, প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি ধারা ১৫ অনুসারে সেবায়ত বা মোহন্ত বা পরিচালনা কমিটির নিকট,

প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যর্পণ করা হইবে; এবং উক্তরূপে প্রত্যর্পিত সম্পত্তির উপর সরকারের স্বত্ত্ব, স্বার্থ, অধিকার ও সকল দায়-দায়িত্ব বিলুপ্ত হইবে, তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তিতে সরকার বা সরকারের অনুমোদিত দখলদার সরকারের অনুমতিসহ কোন স্থাপনা নির্মাণ করিয়া থাকিলে বা উহাতে কোন অস্থাবর (movable) সম্পত্তি থাকিলে সরকার বা ক্ষেত্রমত উক্ত দখলদার তাহা সরাইয়া লইতে পারিবেন।

(২) কোন অর্পিত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হইয়া থাকিলে উক্ত সম্পত্তির বিপরীতে জমা থাকা ক্ষতিপূরণের টাকা উহার মালিককে এই আইনের বিধানাবলী অনুসারে প্রদান করা হইবে।

(৩) এই আইনের অধীনে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি কৃষি ভূমি হইলে উহা প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে Land Reforms Ordinance, ১৯৮৪ (X of ১৯৮৪) এবং তদধীনে প্রণীত বিধিমালা প্রযোজ্য হইবে।

৬। কতিপয় সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্তি নিষিদ্ধ

অর্পিত সম্পত্তির তালিকায় নিম্ন বর্ণিত সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না, যথা:-

- (ক) কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি নহে মর্মে এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে যথাযথ আদালত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়া থাকিলে সেই সম্পত্তি;
- (খ) এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে যে কোন সময় তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক অর্পিত সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্ত করা হইয়াছে এইরূপ কোন সম্পত্তি;
- (গ) সরকার কর্তৃক কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা অন্য কোন সংগঠন বা কোন ব্যক্তির নিকট স্থায়ীভাবে হস্তান্তরিত বা স্থায়ী ইজারা প্রদত্ত অর্পিত সম্পত্তি;
- (ঘ) কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থার নিকট ন্যস্ত এমন অর্পিত সম্পত্তি যাহা শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং উহার আওতাধীন সকল সম্পদ এবং এইরূপ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক উক্ত প্রতিষ্ঠান বা উহার আওতাধীন সম্পদ বা উহার কোন অংশ বিশেষ হস্তান্তর করিয়া থাকিলে সেই হস্তান্তরিত সম্পত্তি;
- (ঙ) এমন অর্পিত সম্পত্তি যাহা কোন কোম্পানীর শেয়ার বা অন্য কোন প্রকারের সিকিউরিটি;
- (চ) জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ কোন অর্পিত সম্পত্তি;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির বিপরীতে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থ জমা থাকিলে উক্ত সম্পত্তির অধিগ্রহণ-পূর্ব মালিককে বা তাহার উত্তরাধিকারী বা স্বার্থাধিকারীকে ক্ষতিপূরণের অর্থ এই আইনের বিধান অনুসারে প্রদান করা হইবে যদি উক্ত মালিক বা উত্তরাধিকারী বা স্বার্থাধিকারী বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা হন।

৭। অর্পিত সম্পত্তির দাবীতে নতুন মামলা দায়ের বা দাবী উত্থাপন নিষিদ্ধ

(১) এই আইন প্রবর্তনের পর কোন ব্যক্তি কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্তি যোগ্য নহে মর্মে বা উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি নহে মর্মে কোন আদালতে মামলা দায়ের করিতে বা এইরূপ সম্পত্তি অবমুক্তির জন্য তত্ত্বাবধায়কের নিকট কোন দাবী উত্থাপন করিতে বা উহার ব্যাপারে নামজারীর জন্য কোন রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট কোন আবেদন করিতে পারিবে না।

(২) এইরূপ মামলা দায়ের বা দাবী উত্থাপন বা আবেদন করা হইলে আদালত বা ক্ষেত্রমত তত্ত্বাবধায়ক উক্ত দাবী বা রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত আবেদন সরাসরি নাকচ করিবেন।

৮। অর্পিত সম্পত্তির হস্তান্তর নিষিদ্ধ

এই আইনের অধীন অবমুক্তি বা প্রত্যর্পণ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে কোন ব্যক্তি অর্পিত সম্পত্তি বিক্রয়, দান বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করিতে বা বন্ধক রাখিতে পারিবে না এবং উক্তরূপ বিক্রয়, দান, অন্যবিধ হস্তান্তর বা বন্ধক বাতিল ও ফলবিহীন হইবে।

৯। অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশ

(১) [২৩.০৩.১৯৭৪ তারিখে প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী সরকার এই ধারার বিধান অনুসারে অর্পিত সম্পত্তির জেলাওয়ারী তালিকা প্রস্তুত করিয়া সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করিবে।]

সরকার উপজেলাওয়ারী অথবা থানাওয়ারী বা জেলাওয়ারী তালিকা গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করিবে।

[***]

(২) উক্ত তালিকায় মৌজা-ওয়ারী (ক) ও (খ) তফসিলে বর্ণিত অর্পিত সম্পত্তির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ (যেমন: উক্ত সম্পত্তির প্রকৃতি, উক্ত সম্পত্তি জমি হইলে খতিয়ান নম্বর (সাবেক ও হাল) ও দাগ নম্বর (সাবেক ও হাল), পরিমাণ, ইত্যাদি) তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৩) প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তির ব্যাপারে উপ-ধারা (২) অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উক্ত তালিকায় আলাদাভাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(৪) জনস্বার্থে অধিগ্রহণকৃত অর্পিত সম্পত্তির বিপরীতে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থ জমা থাকিলে উপ-ধারা (২) অনুসারে উক্ত সম্পত্তির বিবরণ, অধিগ্রহণের তারিখ এবং জমাকৃত অর্থের পরিমাণ উক্ত তালিকায় আলাদাভাবে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৫) উক্ত তালিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সরকার-

(ক) জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এতদ্বিষয়ে রেডিও, টেলিভিশন এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবে;

(খ) প্রত্যেক জেলা প্রশাসকের (DCs) কার্যালয়ে উক্ত তালিকার পর্যাপ্ত কপি সরবরাহ করিবে, যাহাতে আগ্রহী যে কোন ব্যক্তি উহার নির্ধারিত মূল্যে সংগ্রহ করিতে পারেন।

(৬) এই ধারার অধীনে ‘ক’ ও ‘খ’ তফসিলে বর্ণিত এবং গেজেটে প্রকাশিত সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নহে এমন কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে না এবং উহাতে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে সরকারের কোন স্বত্ত্ব, স্বার্থ, অধিকার বা দায়-দায়িত্ব থাকিবে না।

৯ক। অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তি সংক্রান্ত বিধান

(১) ধারা ৯ এর অধীনে গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রকাশিত ‘খ’ তফসিলে বর্ণিত অর্পিত সম্পত্তির মালিকানা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাবী করিলে তিনি তাহার দাবীর সমর্থনে সকল কাগজপত্র ও প্রমাণাদিসহ গেজেট বিজ্ঞপ্তির ৩০০

“অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১১ কার্যকর হইবার ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে সরকার এই ধারার বিধান অনুযায়ী ‘ক’ ও ‘খ’ তফসিলে বর্ণিত অর্পিত সম্পত্তির মৌজাভিত্তিক উপজেলা বা থানা বা জেলাওয়ারী তালিকা প্রস্তুত করিয়া সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করিবে:” বাক্যটির পরিবর্তে “২৩.০৩.১৯৭৪ তারিখে প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী সরকার এই ধারার বিধান অনুসারে অর্পিত সম্পত্তির জেলাওয়ারী তালিকা প্রস্তুত করিয়া সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করিবে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

“তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে তালিকা প্রস্তুত করিয়া সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা সম্ভব না হইলে, সরকার সুনির্দিষ্ট কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে তালিকা প্রস্তুত করিয়া সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করিবে। (১ক) উপ-ধারা (১) এর অধীন অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশের তারিখ অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এই আইন কার্যকর হইবার পর, সরকার, জনস্বার্থে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অনধিক ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশ করিবে।” বাক্যগুলি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

(তিনশত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির সভাপতির বরাবরে অথবা ট্রাইব্যুনালে উক্ত সম্পত্তির অবমুক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, যে সম্পত্তি নিয়া ট্রাইব্যুনালে আবেদন পেশ করা হইবে সেই সম্পত্তি নিয়া কমিটিতে আবেদন করা যাইবে না। একই সম্পত্তি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ট্রাইব্যুনাল ও কমিটিতে আবেদন পেশ করা হইলে সেইক্ষেত্রে কমিটি আবেদন বা আবেদনসমূহ নিষ্পত্তির জন্য ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করিবেন।

(১ক) উপ-ধারা ১ এর অধীন আবেদন দায়ের করার সময় সীমা অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এই আইন কার্যকর হইবার পর ৩১শে মার্চ, ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত জেলা কমিটিতে আবেদন দায়ের করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে আবেদন প্রাপ্তির ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে জেলা কমিটি আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই করিবে, আবেদনকারীদের শুনানী গ্রহণ করিবে এতদসংক্রান্ত সকল কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করিবে। প্রয়োজনবোধে কমিটি স্বয়ং বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরেজমিনে তদন্তকরিবে; এবং তৎপ্রেক্ষিতে লিখিত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব না হইলে, জেলা কমিটি কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং তৎসম্পর্কে সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত বর্ধিত ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যেও যদি আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে জেলা কমিটি উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য সর্বশেষ আরো ৬০ (ষাট) দিন সময় বর্ধিত করিতে পারিবে এবং এইরূপ সময় বর্ধিতকরণ সম্পর্কে মাননীয় [সুপ্রীমকোর্টকে] লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৩) কমিটির সিদ্ধান্ত লিখিত হইবে এবং উহাতে নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদি থাকিবে:

(ক) আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণ (যদি থাকে) এর দাবী এবং সরকারের বক্তব্য (যদি থাকে), এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা;

(খ) [দাবীকৃত সম্পত্তির তালিকার উপর সিদ্ধান্ত];

(গ) আবেদনপত্র নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পেশ করা হইয়াছে কি না;

(ঘ) আবেদনকারী দাবীকৃত সম্পত্তির মালিক কি না;

(ঙ) আবেদনকারী এবং দাবীকৃত সম্পত্তির গেজেটে প্রকাশিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত মালিক Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) Order, ১৯৭২ (PO No. ১৪৯ of ১৯৭২) অনুসারে বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা কি না;

(চ) দফা (ক) হইতে (ঙ) তে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে উপস্থাপিত সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নসহ সিদ্ধান্তের কারণ;

(ছ) সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ সম্বলিত আদেশ।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন জেলা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ যে কোন পক্ষ অনধিক ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বিভাগীয় কমিটির নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

• “সরকার” শব্দটির পরিবর্তে “সুপ্রীমকোর্ট” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

• “দাবীকৃত সম্পত্তি গেজেটে প্রকাশিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে কি না তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত” শব্দগুলির পরিবর্তে “দাবীকৃত সম্পত্তির তালিকার উপর সিদ্ধান্ত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রাপ্ত আপীল আবেদনসমূহ প্রাপ্তির পর বিভাগীয় কমিটি যাচাই-বাছাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে যথাযথ শুনানির মাধ্যমে ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব না হইলে, বিভাগীয় কমিটি কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং তদসম্পর্কে সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

তবে আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত বর্ধিত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যেও যদি সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে বিভাগীয় কমিটি উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সর্বশেষ আরো ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় নিতে পারিবে এবং তদসম্পর্কেও সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন দায়েরকৃত আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

(৬ক) বিভাগীয় কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ যে কোন পক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন এবং আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

(৭) এই ধারায় নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে জেলা কমিটি বা, ক্ষেত্রমত বিভাগীয় কমিটি কোন আবেদনপত্র বা, ক্ষেত্রমত, আপীল নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে, উহা সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং সরকার, জনস্বার্থে, আবেদনের সংখ্যা, আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি, ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে আবেদনপত্র বা, ক্ষেত্রমত, আপীল নিষ্পত্তির সময়সীমা অনধিক ৩০০ (তিনশত) দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৮) কমিটির সকল সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গৃহীত হইবে, কমিটির সভাপতি ভোটে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকিবে, যদি কমিটি সমান ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় তাহলে সভাপতি নির্ণায়ক ভোট (casting vote) প্রদান করিবেন। যদি উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যা সকল সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের কম হয় তাহা হইলে সভাপতি দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত সভা স্থগিত রাখিবেন। কমিটি বলিতে জেলা, বিভাগীয় এবং কেন্দ্রীয় কমিটিকে বুঝাইবে।

৯খ। জেলা কমিটি

(১) নিম্ন বর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে জেলা কমিটি গঠিত হইবে, যথা:

(ক) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) জেলা রেজিস্ট্রার;

(গ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা পরিচালনাকারী একজন আইনজীবী;

(ঘ) ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক ২ (দুই) জন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি যাহাদের মধ্যে একজন অবশ্যই সংশ্লিষ্ট জেলার স্বার্থ সংশ্লিষ্টগণের (Stake holder) মধ্য হইতে হইবে; এবং

(ঙ) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি), যিনি উহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(১ক) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, জনস্বার্থে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন জেলায় দায়েরকৃত আবেদনের সংখ্যা বিবেচনাক্রমে, প্রয়োজন অনুযায়ী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর সমমর্যাদা সম্পন্ন অন্য কোন কর্মকর্তাকে সভাপতি করে উক্ত জেলায় কর্মরত প্রথম

শ্রেণির কর্মকর্তা, আইনজীবী ও ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি সমন্বয়ে উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত অতিরিক্ত এক বা একাধিক কমিটি গঠন বা পুনর্গঠন করিতে পারিবে।

(২) ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন স্থানীয় সংসদ-সদস্য জেলা কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।

৯খখ। বিভাগীয় কমিটি

নিম্ন বর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে বিভাগীয় কমিটি গঠিত হইবে, যথা:

- (ক) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;
- (খ) উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার;
- (গ) বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত দেওয়ানী প্রকৃতির মামলা পরিচালনার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন আইনজীবী;
- (ঘ) ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত ০১ (এক) জন স্থানীয় সমাজ সেবক; এবং
- (ঙ) বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত একজন সহকারী কমিশনার, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

৯গ। কেন্দ্রীয় কমিটি

(১) নিম্ন বর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হইবে, যথা:

- (ক) চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;
- (খ) অ্যাটর্নী জেনারেল কর্তৃক মনোনীত ডেপুটি অ্যাটর্নী জেনারেল পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;
- (গ) ভূমি সংস্কার বোর্ডের সদস্য পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন প্রতিনিধি;
- (ঘ) ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন কর্তৃক মনোনীত জেলা রেজিস্ট্রার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন প্রতিনিধি;
- (ঙ) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট একজন উপ-সচিব;
- (চ) ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক ২ (দুই) জন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি যাহাদের মধ্যে একজন অবশ্যই স্বার্থ সংশ্লিষ্টগণের (Stake holder) মধ্য হইতে হইবে; এবং
- (ছ) যুগ্মসচিব (আইন), ভূমি মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) ভূমি মন্ত্রী এবং ভূমি প্রতিমন্ত্রী কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।

(৩) ধারা ৯ক এর উপ-ধারা (৬ক) অনুযায়ী দায়েরকৃত আপীল আবেদনপত্রসমূহ প্রাপ্তির পর কেন্দ্রীয় কমিটি উহা যাচাই-বাছাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে যথাযথ শুনানীর মাধ্যমে ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব না হইলে, কেন্দ্রীয় কমিটি কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং তৎসম্পর্কে সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

তবে আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত বর্ধিত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যেও যদি সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় কমিটি উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সর্বশেষ আরো ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় নিতে পারিবে এবং তদসম্পর্কেও সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে কেন্দ্রীয় কমিটি সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং সরকার, জনস্বার্থে, আবেদনের সংখ্যা, আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি, ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে আবেদন নিষ্পত্তির সময়সীমা অনধিক ৩০০ (তিনশত) দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৫) এই আইন কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট দাখিলকৃত অনিষ্পন্ন আপীল আবেদনপত্রসমূহ অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিটির নিকট নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(৬) কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৯ঘ। কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বা আপীলের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপীল দায়ের না হইলে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসক, সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে।

১০। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বা অবমুক্তির আবেদন, রেজিস্ট্রি, রায় ও ডিক্রির অনুলিপি

(১) ধারা ৯ এর অধীন গেজেটে প্রকাশিত ‘ক’ তফসিলভুক্ত অর্পিত সম্পত্তির মালিক উক্ত সম্পত্তি তাহার অনুকূলে প্রত্যর্পণের জন্য, উক্ত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশের ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে, ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং আবেদনের সহিত তাহার দাবীর সমর্থনে সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করিবেন।

(১ক) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন দায়ের করার সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এই আইন কার্যকর হইবার পর ৩০শে জুন [২০১৪] সাল পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালে আবেদনপত্র দায়ের করা যাইবে।

(২) ধারা ৯ (৪) অনুযায়ী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন অধিগ্রহণকৃত অর্পিত সম্পত্তির বিপরীতে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের দাবীদার উপ-ধারা (১) অনুসারে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করিবেন এবং আবেদনের সমর্থনে সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করিবেন; তবে এই আবেদনে তিনি জমাকৃত অর্থ বাবদ কোন সুদ দাবী করিবার অধিকারীও হইবেন না।

(৩) প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণের জন্য কোন ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন না, বরং উহা প্রত্যর্পণের জন্য ১৫ ধারা অনুযায়ী উক্ত ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তি জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং কোন ব্যক্তি দাবী করেন যে, ধারা ৬ অনুসারে উক্ত সম্পত্তি উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্তি যোগ্য নহে, তাহা হইলে তিনি উক্ত তালিকা হইতে উক্ত সম্পত্তি অবমুক্তির জন্য উপ-ধারা (৪) এর অধীনে ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(৪) প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় ধারা ৬ তে উল্লিখিত কোন সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিলে সংশ্লিষ্ট স্বার্থবান ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালের নিকট উক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্তির জন্য উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করিতে পারিবেন এবং দাবীর সমর্থনে সকল কাগজপত্র আবেদনের সহিত সংযুক্ত করিবেন।

“২০১৩” এর পরিবর্তে “২০১৪” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

(৫) প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বা অবমুক্তির জন্য ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপিত সকল আবেদন একটি স্বতন্ত্র রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং যে সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বা অবমুক্তির জন্য আবেদন করা হয় উহার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট আবেদন বা আবেদনপত্রসমূহকে নম্বরযুক্ত করিয়া উহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৬) এই ধারার অধীনে আবেদন প্রাপ্তির পর ট্রাইব্যুনাল-

(ক) অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত আবেদন এই আইন অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য কি না এবং আবেদনের সমর্থনে আপাতদৃষ্টে পর্যাপ্ত কাগজপত্র দাখিল করা হইয়াছে কি না তত্বে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিবে;

(খ) আবেদনপত্রটি গ্রহণযোগ্য হইলে সরকারের পক্ষে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসককে নোটিশ দিবে;

(গ) উপস্থাপিত আবেদনপত্র বা আবেদনপত্রসমূহ (যদি থাকে) ও সরকারের কোন বক্তব্য থাকিলে তত্বে সম্পর্কে উভয় পক্ষকে শুনানীর সুযোগ দিবে; এবং

(ঘ) ট্রাইব্যুনালের বিবেচনায় কোন বিষয় অনুসন্ধানের প্রয়োজন থাকিলে তত্বে সম্পর্কে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে যে কোন বিচার বিভাগীয় বা কোন সরকারি কর্মকর্তা বা তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে এই অনুসন্ধানের নির্দেশ দিতে এবং সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধান প্রতিবেদন বিবেচনান্তে রায় প্রদান করিতে পারিবে।

(৭) এই আইনের অধীনে কোন আবেদন প্রাপ্তির ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল উহার রায় প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন অনিবার্য কারণে উক্ত মেয়াদের মধ্যে কোন আবেদন নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে, ট্রাইব্যুনাল কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি করিতে পারিবে;

আরও শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত বর্ধিত সময়ের মধ্যেও যদি যুক্তিসঙ্গত কোন কারণে কোন আবেদন নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আবেদনটি নিষ্পত্তির জন্য সর্বশেষ আরো ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৭ক) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন কার্যকর হইবার পর, কোন ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (৭) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোন আবেদন নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে উহা সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং সরকার, জনস্বার্থে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উক্ত ট্রাইব্যুনালের মামলার সংখ্যা, আঞ্চলিক এখতিয়ার ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে এই ধারার অধীন আবেদন নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৮) ট্রাইব্যুনালের রায় লিখিত হইবে এবং উহাতে নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদি থাকিবে:

(ক) আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণ (যদি থাকে) এর দাবী এবং সরকারের বক্তব্য, (যদি থাকে), এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা;

(খ) [সরকার কর্তৃক] অধিগ্রহণকৃত দাবীকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে উহার বিপরীতে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে কি না তত্বে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত;

(গ) আবেদন উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে ট্রাইব্যুনালে পেশ করা হইয়াছে কি না;

(ঘ) কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণের বা ক্ষেত্রমত উপরোক্ত ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির আবেদন করা হইলে আবেদনকারী-

- (অ) তাহার দাবীকৃত সম্পত্তি বা ক্ষেত্রমত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির প্রকৃত মালিক বা মালিকের উত্তরাধিকারী অথবা মালিকের স্বার্থাধিকারী বা তাহার উত্তরাধিকারী কি না তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত; এবং
- (আ) দাবীকৃত সম্পত্তির গেজেটে প্রকাশিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত মালিক Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) Order, 1972 (P.O. No. 149 of 1972) অনুসারে বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা কি না তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত।
- (ঙ) উপ-ধারা (৩) এর অধীনে কোন আবেদন থাকিলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য তালিকা হইতে অবমুক্ত করা হইবে কি না তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত;
- (চ) উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহের ব্যাপারে উপস্থাপিত সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নসহ সিদ্ধান্তের কারণ;
- (ছ) আবেদনকৃত প্রত্যর্পণ, ক্ষতিপূরণ বা অবমুক্তির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ সম্বলিত আদেশ।
- (৯) এই ধারার অধীনে ট্রাইব্যুনাল প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বা অধিগ্রহণকৃত অর্পিত সম্পত্তির বিপরীতে জমাকৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান বা উহাকে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্তির আবেদন মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিয়া রায় প্রদান করিলে, রায় প্রদানের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে, উক্ত রায় ভিত্তিক একটি ডিক্রী প্রস্তুত করিবে।
- (১০) [***]
- (ক) রায় ঘোষণার অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আগ্রহী পক্ষ উক্ত রায়ের ও ডিক্রীর অনুলিপির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং অনুলিপি সরবরাহের ব্যাপারে ট্রাইব্যুনালের কোন নির্দেশ (যদি থাকে) পালন সাপেক্ষে, আবেদনকারীকে ট্রাইব্যুনাল পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত অনুলিপি সরবরাহ করিবে;
- (খ) অন্য যে কোন আদেশের অনুলিপির জন্য যে কোন আগ্রহী পক্ষ যে কোন সময় আবেদন করিতে পারিবে এবং ট্রাইব্যুনাল, এইরূপ অনুলিপির ব্যাপারে ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ (যদি থাকে) পালন সাপেক্ষে, অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল উক্ত অনুলিপি সরবরাহ করিবে।

১১। ডিক্রী বাস্তবায়ন

- (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, ট্রাইব্যুনাল উহার ডিক্রী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে, ডিক্রী প্রস্তুত হওয়ার [৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের পূর্বে কিন্তু ৬০ (ষাট) দিনের পরে নয়,] রায় ও ডিক্রীর অনুলিপি জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবে এবং জেলা প্রশাসক এই ধারা অনুযায়ী উক্ত ডিক্রী বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
- (২) ডিক্রীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন আপীল শুনানীর জন্য আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত হইলে উক্ত ডিক্রীর বাস্তবায়ন স্থগিত থাকিবে।
- (৩) কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণের ডিক্রী থাকিলে এবং উহা সরকারের সরাসরি দখলে থাকিলে জেলা প্রশাসক উহার দখল অবিলম্বে ডিক্রী প্রাপককে এবং অধিগ্রহণকৃত অর্পিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে জমাকৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ ডিক্রী প্রাপককে প্রদান করিবেন।
- (৪) ডিক্রীকৃত সম্পত্তি অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দখলে থাকিলে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জেলা প্রশাসক-

১. “এই ধারার অধীনে ট্রাইব্যুনালের” শব্দগুলি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

২. “৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিন পর” শব্দগুলির পরিবর্তে “৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের পূর্বে কিন্তু ৬০ (ষাট) দিনের পরে নয়” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

(ক) অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের নোটিশ দিয়া দখল পরিত্যাগের নির্দেশ দিবেন এবং তদানুসারে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দখল পরিত্যাগ করিলে ডিক্রী প্রাপককে দখল বুঝাইয়া দিবেন; এবং

(খ) নোটিশ অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দখল পরিত্যাগ না করিলে পুলিশ ফোর্সের সহায়তায় প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এবং ক্ষেত্রমত কোন স্থাপনা অপসারণ করিয়া পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে দখলদারকে উচ্ছেদক্রমে ডিক্রী প্রাপককে দখল বুঝাইয়া দিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৩) বা (৪) অনুযায়ী ডিক্রী প্রাপককে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির দখল বুঝাইয়া দেওয়া হইলে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির প্রত্যর্পণ সম্পন্ন হইবে।

(৬) উপ-ধারা (৩) বা (৪) অনুসারে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির দখল বুঝাইয়া দেওয়ার পর জেলা প্রশাসক-

(ক) ততসম্পর্কে ট্রাইব্যুনালের নিকট একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন; এবং

(খ) সংশ্লিষ্ট রাজস্ব অফিসে ডিক্রীকৃত সম্পত্তি বাবদ রক্ষিত রেকর্ড অব রাইটস্ পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশোধনপূর্বক উহাতে ডিক্রী প্রাপকের নাম অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করিবেন, এবং উক্তরূপে সংশোধিত রেকর্ড অব রাইটস্ এর অনুলিপি তাহাকে প্রদান করিবেন।

(৭) কোন প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি বা উহার অংশবিশেষ অবিভক্ত বা অবিভাজ্য অবস্থায় থাকিলে জেলা প্রশাসক বিষয়টি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য, প্রয়োজ্যক্ষেত্রে খসড়া নক্সাসহ, একটি প্রতিবেদন ও এতদ্বিষয়ে কোন সুপারিশসহ, (যদি থাকে), একটি প্রতিবেদন ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং এইরূপ প্রতিবেদন উপ-ধারা (১) এর অধীনে ডিক্রীর অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৮) উপ-ধারা (৭) এর অধীনে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ট্রাইব্যুনাল ডিক্রীকৃত সম্পত্তির দখল বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য উহার বিবেচনামত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ দিতে পারিবে এবং তদানুসাৎ জেলা প্রশাসক পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া উপ-ধারা (৪) ও (৬) অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন এবং এতদ্বিষয়ে একটি প্রতিবেদন ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করিবেন।

১২। অবমুক্তির সিদ্ধান্তের আইনগত প্রকৃতি

এই আইনের অধীনে কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্তির সিদ্ধান্ত প্রদান করা হইলে-

(ক) উক্ত সম্পত্তি ধারা ৬ তে উল্লিখিত প্রকারের সম্পত্তি হওয়ার বিষয়ে চূড়ান্ত হইবে; এবং

(খ) যে ব্যক্তির আবেদনে অবমুক্তি সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় তাহার স্বত্ব বা দখল বা অন্য কোন অধিকার উক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা ঘোষণা বা বহাল করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না;

(গ) অন্য কোন আইনের অধীন উক্ত সম্পত্তির ব্যাপারে আবেদনকারী বা অন্য কোন ব্যক্তির বৈধ অধিকার থাকিলে তাহা ক্ষুণ্ণ হইবে না।

১৩। অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলার abatement, কার্যধারা বন্ধ ও ট্রাইব্যুনালে দাবী উত্থাপন

(১) [অর্পিত সম্পত্তির তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখে যদি দেওয়ানী মামলা অনিষ্পন্ন থাকে যাহাতে সম্পত্তিতে স্বত্ব দাবীর মাধ্যমে আবেদন করা হইয়াছে, অথবা যদি তত্ত্বাবধায়কের নিকট এমন কোন কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকে যাহাতে উক্ত সম্পত্তিকে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্তির আবেদন করা হইয়াছে,] তাহা হইলে-

(ক) অর্পিত সম্পত্তির তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখে উক্ত মামলায় উক্ত সম্পত্তি ততটুকু জড়িত ততটুকু বাবদ মামলাটি আপনা আপনি বাতিল/কমানো (abated) হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) এইরূপ abatement এর জন্য সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক আনুষ্ঠানিক আদেশ প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকিবে না, এবং উক্ত তারিখের পর এইরূপ সম্পত্তির বিষয়ে আদালত প্রদত্ত কোন আদেশ (আনুষ্ঠানিক abatement আদেশ ব্যতীত) এর কার্যকরতা থাকিবে না;

(গ) উক্ত তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখে তত্ত্বাবধায়ক উক্ত কার্যধারা কার্যক্রম বন্ধ করিবেন এবং উক্ত তারিখের পর এইরূপ সম্পত্তির বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রদত্ত আদেশ (কার্যক্রম বন্ধকরণের আদেশ ব্যতীত) এর কার্যকারিতা থাকিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সম্পত্তির মালিক উহা প্রত্যর্পণের জন্য বা উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে ধারা ৬ প্রযোজ্য হইলে সংশ্লিষ্ট স্বার্থবান ব্যক্তি উহা অর্পিত সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্তির জন্য বা জনস্বার্থে অধিগ্রহণকৃত অর্পিত সম্পত্তির বিপরীতে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের জন্য কমিটি বা ট্রাইব্যুনালের নিকট এবং কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি হইলে উক্ত ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তি জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) এইরূপ আবেদন উপস্থাপন ও নিষ্পত্তির ও সংশ্লিষ্ট ডিক্রী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ধারা [*] ১০, ১১ এবং ক্ষেত্রমত ধারা ১৫ এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

[(৪) মামলার abatement ঐ সম্পত্তিসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যাহা আদালতের ডিক্রীর মাধ্যমে অবমুক্ত হইয়াছে এবং যাহা সম্পর্কে আপীল, রিভিউ অথবা রিভিশন চলমান রহিয়াছে।]

১৪। অস্থায়ী ইজারা প্রদত্ত অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত বিধান

(১) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সম্পত্তি জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে এবং তিনি প্রচলিত আইন অনুযায়ী উহা ইজারা প্রদান করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ইজারা প্রদত্ত সম্পত্তির দখল প্রত্যর্পণের জন্য ট্রাইব্যুনালের ডিক্রী থাকিলে, তদানুযায়ী ডিক্রী প্রাপককে ধারা ১১ তে বর্ণিত পদ্ধতিতে উক্ত সম্পত্তির দখল বুঝাইয়া দিতে হইবে।

১৫। প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি সম্পর্কিত বিধান

(১) কোন প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি দেবোত্তর সম্পত্তি হইলে উহার সেবায়ত, বা উহা মঠ হইলে উহার মোহন্ত, বা উহা শ্মশান বা সমাধিক্ষেত্র বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান হইলে বা জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি উদ্যোগে সৃষ্ট ট্রাস্ট বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হইলে উহার পরিচালনা কমিটি [(এই প্রতিষ্ঠানগুলি রক্ষা করিবার জন্য/চালানোর জন্য কমিটিগুলি যে নামেই অভিহিত হউক)] এর কোন সদস্য, বা ট্রাস্টী বা এইরূপ সেবায়ত বা মোহন্ত বা কমিটি না থাকিলে, সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের কোন স্থানীয় নাগরিক, উক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের জন্য অর্পিত সম্পত্তির তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশের ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক উপ-ধারা (৪) এর বিধান সাপেক্ষে-

* “ধারা ৯ক” বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

* প্রস্তাবিত

* বন্ধনীতে “যে নামেই অভিহিত হউক” শব্দগুলির পরিবর্তে “এই প্রতিষ্ঠানগুলি রক্ষা করিবার জন্য/চালানোর জন্য কমিটিগুলি যে নামেই অভিহিত হউক” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

- (ক) দেবোত্তর সম্পত্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারী তাহার দাবীমতে সেবায়িত বা মোহস্ত কি না এবং বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা কি না তাহা নির্ধারণ করিয়া উক্ত সেবায়িত বা মোহস্তের নিকট, উক্ত সম্পত্তির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ধারা ১১ এর উপ-ধারা (৩), (৪) এবং (৫) এর বিধানাবলী যতদূর সম্ভব অনুসরণক্রমে, উক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিবেন; এবং
- (খ) উক্ত সম্পত্তির কোন সেবায়িত বা মোহস্ত না থাকিলে, বা উহা শ্মশান, সমাধিক্ষেত্র বা ধর্মীয় বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান হইলে, উহার ব্যবস্থাপনা ও যথাযথ পরিচালনার উদ্দেশ্যে, স্থানীয় সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের অনধিক ৫ (পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করিয়া এই কমিটির নিকট উক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে পারিবেন।
- (৩) কোন প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তির ব্যাপারে উপ-ধারা (১) এর অধীনে একাধিক ব্যক্তি আবেদন করিলে জেলা প্রশাসক এইরূপ আবেদন একযোগে নিষ্পত্তি করিবেন এবং এই ব্যাপারে উপ-ধারা (২) অনুযায়ী সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন, এইরূপ সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন এবং এই ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।
- (৪) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সম্পত্তি বা উহার কোন অংশ বিশেষ ধারা ৬ অনুসারে অর্পিত সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্তির যোগ্য নহে বিধায় উহা অবমুক্তির জন্য কোন ব্যক্তি ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৩) বা (৪) এর অধীনে ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন করিলে জেলা প্রশাসক-
- (ক) উপ-ধারা (২) এর অধীন কার্যক্রম স্থগিত রাখিবেন; এবং
- (খ) উক্ত আবেদনের ব্যাপারে এই আইনের অধীনে প্রদত্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
- ১৬। ট্রাইব্যুনাল স্থাপন ও উহার গঠন**
- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সাধারণভাবে প্রতিটি জেলার জন্য একটি বা প্রয়োজনবোধে একাধিক জেলার জন্য একটি ট্রাইব্যুনাল বা একটি জেলার জন্য অতিরিক্ত ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করিতে পারিবে; এই ট্রাইব্যুনাল অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল নামে অভিহিত হইবে
- (২) কোন জেলার জন্য একাধিক ট্রাইব্যুনাল স্থাপিত হইলে,-
- (ক) ট্রাইব্যুনাল স্থাপনকারী প্রজ্ঞাপনে সরকার নির্দিষ্ট করিয়া দিবে যে, উহাতে উল্লিখিত ট্রাইব্যুনাল সকল আবেদন পেশ করা হইবে; এবং
- (খ) উক্ত ট্রাইব্যুনাল তৎকর্তৃক শুনানীর জন্য গৃহীত আবেদনসমূহের মধ্যে যে কোন আবেদন নিষ্পত্তির জন্য অতিরিক্ত ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করিতে পারিবে।
- (৩) ট্রাইব্যুনাল যে জেলার জন্য স্থাপিত হয় সেই জেলা সদরে এবং একাধিক জেলার জন্য স্থাপিত ট্রাইব্যুনাল সরকার কর্তৃক নির্ধারিত জেলা সদরে উহার কাজকর্ম পরিচালনা করিবে।
- (৪) [জেলা জজ অথবা অতিরিক্ত জেলা জজ] পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় একজন কর্মকর্তা সমন্বয়ে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবে এবং সরকার ট্রাইব্যুনাল বা অতিরিক্ত ট্রাইব্যুনালের বিচারককে ট্রাইব্যুনালের জন্য এককভাবে বা তাহার সাধারণ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে উক্ত ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিয়োগ করিতে পারিবে।

“অতিরিক্ত জেলা জজ বা যুগ্ম জেলা জজ বা সিনিয়র সহকারী জজ” শব্দগুলির পরিবর্তে “জেলা জজ অথবা অতিরিক্ত জেলা জজ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

(৪ক) সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উপ-ধারা (৪) এর অধীন ট্রাইব্যুনাল গঠন সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপনে সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের আঞ্চলিক অধিক্ষেত্র (Territorial Jurisdiction) নির্ধারণ করিয়া দিবে;

১৭। ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার

ট্রাইব্যুনাল-

- (ক) ধারা ৯ক এর উপ-ধারা (১) বা ধারা ১০ এর অধীনে পেশকৃত আবেদন এই আইন অনুসারে নিষ্পত্তি এবং এই আইনে প্রদত্ত অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ ব্যতীত অন্য কোন মামলা নিষ্পত্তি বা অন্য কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে না;
- (খ) কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না থাকিলে উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে পেশকৃত আবেদন শুনানীর জন্য গ্রহণ করিবে না, বরং উহা সরাসরি নাকচ করিয়া দিবে;
- (গ) অর্পিত সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন সম্পত্তির ব্যাপারে ধারা ১০ অনুসারে উক্ত ধারার উপ-ধারা (৮) তে উল্লিখিত প্রশ্নে বা উক্ত প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে উহার সহিত সরাসরি জড়িত প্রশ্নে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে; এবং অন্য কোন প্রশ্নে বা বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে না;
- (ঘ) উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন সম্পত্তির ব্যাপারে একাধিক ব্যক্তি আবেদন করিলে এইরূপ আবেদন একযোগে শুনানী করিবে এবং প্রয়োজনবোধে একটি ডিক্রীর মাধ্যমে উহাদিগকে নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

১৮। আপীল

- (১) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তসমূহের বিরুদ্ধে শুধু আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করা যাইবে; ট্রাইব্যুনালের অন্য কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল ট্রাইব্যুনালে বা অন্য কোন আদালতে বা কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত সিদ্ধান্তের বৈধতা, যথার্থতা বা সঠিকতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না, এবং তাহা করা হইলে আপীল ট্রাইব্যুনাল বা উক্ত অন্য আদালত বা কর্তৃপক্ষ সরাসরি নাকচ করিয়া দিবে।
- (২) ট্রাইব্যুনালের নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল ট্রাইব্যুনালে আবেদনকারী বা প্রতিপক্ষ আপীল দায়ের করিতে পারিবেন:
 - (ক) ধারা ৯ক এর উপ-ধারা (১) বা ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এর অধীনে কোন আবেদন শুনানীর জন্য গ্রহণ না করিয়া সরাসরি নাকচের সিদ্ধান্ত;
 - (খ) একতরফা বা দোতরফা শুনানী অস্ত্রে ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীনে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বা ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়ার আবেদন মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিয়া প্রদত্ত [ডিক্রী];
 - (গ) একতরফা বা দোতরফা শুনানী অস্ত্রে ধারা ৯ক এর উপ-ধারা (১) বা ধারা ১০ (৩) এর অধীনে উপস্থাপিত অবমুক্তকরণের আবেদন মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিয়া প্রদত্ত [ডিক্রী]।

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারায় উল্লিখিত ট্রাইব্যুনালের [ডিক্রী]-র পূর্বে প্রদত্ত এমন অন্তর্বর্তী আদেশের ব্যাপারে আপীলে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে যাহার ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল উক্ত [ডিক্রী]- প্রদান করিয়াছে।

» “রায়” শব্দটির পরিবর্তে “ডিক্রী” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

» “রায়” শব্দটির পরিবর্তে “ডিক্রী” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

» “সিদ্ধান্ত বা রায়” শব্দটির পরিবর্তে “ডিক্রী” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

» “সিদ্ধান্ত বা রায়” শব্দটির পরিবর্তে “ডিক্রী” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

- (৩) ট্রাইব্যুনালে কোন আবেদন ধারা ২৩ (৩) এর অধীনে খারিজ করিলে সেই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা যাইবে না।
- (৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত [ডিক্রী]^১ প্রদানের ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করিতে হইবে এবং এই সময়সীমা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে Limitation Act, 1908 (IX of 1908) এর Section 5 প্রযোজ্য হইবে না।
- (৫) আপীল ট্রাইব্যুনাল উভয় পক্ষকে শুনানীর সুযোগ প্রদান পূর্বক আপীল দায়েরের ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে উহার [ডিক্রী]^২ প্রদান করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন অনিবার্য কারণে উক্ত মেয়াদের মধ্যে কোন আপীল নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে, আপীল ট্রাইব্যুনাল কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আপীল নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

তবে আরও শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত বর্ধিত সময়ের মধ্যেও যদি যুক্তিসঙ্গত কোন কারণে কোন আপীল নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে আপীল ট্রাইব্যুনাল উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আবেদনটি নিষ্পত্তির জন্য সর্বশেষ আরো ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় বর্ধিত করিতে পারিবে।

- (৬) কোন পক্ষকে শুনানী অন্তে আপীল ট্রাইব্যুনাল আপীল মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদান করিলে উহার ভিত্তিতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে একটি ডিক্রী প্রস্তুত করিবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে উক্ত [***]^৩ ডিক্রির অনুলিপি ট্রাইব্যুনাল ও জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবে।

১৯। আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন

- (১) এই আইনের অধীনে আপীলসমূহ এককভাবে নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক জেলায় এক বা একাধিক আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবে এবং একাধিক আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠনের ক্ষেত্রে, উহার স্থানীয় অধিক্ষেত্র নির্ধারণ করিয়া দিবে; এই আপীল ট্রাইব্যুনাল অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপীল ট্রাইব্যুনাল নামে অভিহিত হইবে।

- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত আপীল ট্রাইব্যুনাল প্রত্যেক জেলা সদরে উহার কার্যক্রম পরিচালনা করিবে;

- (৩) সরকার জেলা জজ বা জেলা জজ পদমর্যাদার অন্য কোন বিচারককে আপীল ট্রাইব্যুনালে বিচারক নিয়োগ করিবে।

২০। আপীল ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার

- (১) এই আইনের অধীনে দায়েরকৃত আপীলে উত্থাপিত তথ্যগত প্রশ্ন (question of fact) এবং আইনগত প্রশ্ন (question of law) আপীল ট্রাইব্যুনাল উহার সিদ্ধান্ত প্রদানসহ আপীলকৃত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে রহিত করিতে ও ক্ষেত্রমত অনুমোদন (confirm) করিতে বা উহা সংশোধন করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ১০ (৮) এ উল্লিখিত বিষয় এবং ট্রাইব্যুনালের রায় বা সিদ্ধান্তের বৈধতা ও যথার্থতা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আপীল ট্রাইব্যুনাল সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে না।

- (২) আপীল নিষ্পত্তির সুবিধার্থে আপীল ট্রাইব্যুনাল এমন অতিরিক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবে যাহা আপীলের বিষয়বস্তুর সহিত সরাসরি সম্পর্কযুক্ত এবং যাহা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সিদ্ধান্ত প্রদানের পরে উদ্ভূত হইয়াছে।

^১ “সিদ্ধান্ত বা রায়” শব্দটির পরিবর্তে “ডিক্রী” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^২ “রায়” শব্দটির পরিবর্তে “ডিক্রী” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^৩ “রায় ও” বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

(৩) আপীল ট্রাইব্যুনাল কোন আপীলে উত্থাপিত প্রশ্ন পুনঃশুনানী বা পুনঃসিদ্ধান্তের জন্য ট্রাইব্যুনালে ফেরত (remand) দিবে না, বরং নথিভুক্ত কাগজপত্র এবং সাক্ষ্যের ভিত্তিতে উহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাইব্যুনাল কোন আবেদন শুনানীর জন্য গ্রহণ না করিয়া সরাসরি নাকচ করিয়া থাকিলে এবং আপীল ট্রাইব্যুনাল উক্ত সিদ্ধান্ত রহিত করিলে আবেদনটির উপর শুনানীর জন্য আপীল ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দিতে পারিবে।

[তবে আরোও শর্ত থাকে যে, ট্রাইব্যুনাল কোন আবেদন শুনানীর জন্য গ্রহণ না করিয়া সরাসরি নাকচ করিয়া থাকিলে আবেদনটির উপর শুনানীর জন্য আপীল ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ দেওয়ার কর্তৃত্ব থাকিবে।]^{১১}

(৪) একই সম্পত্তির ব্যাপারে একাধিক আপীল দায়ের হইলে আপীল ট্রাইব্যুনাল একযোগে ঐ সকল আপীল শুনানীর নিষ্পত্তি করিবে এবং প্রয়োজনবোধে একটি রায় দ্বারা উহাদিগকে নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

২০ক। বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন ও এখতিয়ার

(১) এই আইনের অধীন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ইতিমধ্যে নিষ্পত্তিকৃত মামলার আপীল আবেদনসমূহ নিষ্পত্তির জন্য সরকার [বিভাগীয় সদরে কর্মরত]^{১২} জেলা জজ বা জেলা জজ পদমর্যাদার বিচারকের সমন্বয়ে বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাইব্যুনালের রায় প্রদানকারী বিচারক সমন্বয়ে বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল উহার নিকট উপস্থাপিত তথ্যগত বিষয় (Question of fact) ও আইনগত বিষয়ে (Question of law) রায় প্রদানের ক্ষেত্রে ধারা ২০ এ উল্লিখিত এখতিয়ার প্রয়োগ করিতে পারিবে।

২২। ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল, ইত্যাদির কার্যপদ্ধতি

(১) ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল এর সকল শুনানী প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হইবে এবং উহার রায় প্রকাশ্যে ঘোষিত হইবে।

(২) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে, এবং এইরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারে উহার কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(৩) আপীল ট্রাইব্যুনাল অথবা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল উহার নিকট উপস্থাপিত তথ্যগত বিষয় (Question of fact) ও আইনগত বিষয়ে (Question of law) যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উহার রায় চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২৩। একতরফা শুনানী ও একতরফা খারিজ সম্পর্কিত বিশেষ বিধান

(১) একতরফাভাবে কোন পক্ষকে শুনানী অস্ত্রে কোন আবেদন বা আপীল মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করার ক্ষেত্রে কমিটি, ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল [***]^{১৩} উল্লিখিত বিষয়ে, সঠিকতা ও যথাযথতা সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত [***]^{১৪} প্রদান করিবে।

^{১১} প্রস্তাবিত

^{১২} “৭ (সাত) টি বিভাগীয় সদরে কর্মরত” শব্দগুলির পরিবর্তে “বিভাগীয় সদরে কর্মরত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৩} “বা ক্ষেত্রমত বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল” শব্দগুলি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৪} “বা ক্ষেত্রমত রায়” শব্দগুলি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

- (২) [ক্ষেত্রমত একতরফা শুনানীর কোন আদেশ মঞ্জুর হইলে পুনঃশুনানী অথবা প্রত্যর্পণ অনুমোদন দেওয়া হইবে না।]^{১০}
- (৩) [একতরফা শুনানীর সময় আবেদনকারী হাজির হইতে ব্যর্থ হইলে আপীলটি খারিজ হইয়া যাইবে।]^{১১}
- (৪) [***]^{১২} প্রদত্ত খারিজ আদেশ একবারের বেশী রহিতক্রমে উক্ত আবেদন বা আপীল পুনর্বহাল করা যাইবে না।

২৪। সাক্ষ্য গ্রহণ, সাক্ষীর উপস্থিতি ও দলিল উপস্থাপন নিশ্চিতকরণ

- (১) এই আইনের অধীনে পেশকৃত আবেদন বা দাবী বা আপীলের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত সাক্ষীর বক্তব্যের সারাংশ কমিটি বা ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল লিপিবদ্ধ করিবে।
- (২) কমিটি, ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য বা উপস্থিতি কিংবা কোন দলিল অনুসন্ধান বা উপস্থাপনের প্রয়োজন হইলে, উক্ত উপস্থিতি, অনুসন্ধান বা উপস্থাপন নিশ্চিত করিবার জন্য দেওয়ানী কার্যবিধির এর বিধান অনুসারে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কোন দেওয়ানী আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে কমিটি, ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।
- (৩) কোন আবেদন বা আপীল নিষ্পত্তির জন্য যে কোন ব্যক্তিকে হাজির হওয়ার বা প্রয়োজনীয় কোন দলিল বা কাগজপত্র কোন ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতে থাকিলে উহা উপস্থাপনের জন্য কমিটি, ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল উক্ত ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশ পালনে উক্ত ব্যক্তি বাধ্য থাকিবে।

২৫। বিধানের অপরিপাক্যতার ক্ষেত্রে কমিটি, ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল অথবা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনালের বিশেষ এখতিয়ার

এই আইনের অধীন কোন আবেদন বা আপীল নিষ্পত্তির ব্যাপারে এই আইন বা বিধিতে পর্যাণ্ড বিধান নাই বলিয়া মনে করিলে কমিটি, ট্রাইব্যুনাল, বা আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতিতে উহার বিবেচনামত ন্যায় বিচারের জন্য সহায়ক হয় এইরূপ যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ ও সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবে।

২৬। অ-দাবীকৃত সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধান

- (১) এই আইনের অধীন আবেদনের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করা না হইলে বা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপীল দায়ের করা না হইলে বা আপীলে দাবী প্রমাণিত না হইলে সংশ্লিষ্ট অর্পিত সম্পত্তি সরকারি সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত সরকারি সম্পত্তি সরকার বিক্রয় বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর বা সরকারের বিবেচনামতে যে কোনভাবে ব্যবহার বা নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

^{১০} “কমিটি, ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনালে কোন আবেদন বা আপীল একতরফাভাবে কোন পক্ষকে শুনানীঅন্তে মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করা হইলে একবারের বেশী উক্ত আবেদন বা আপীল পুনর্বহাল বা একতরফা আদেশ রহিতক্রমে পুনঃশুনানী করা যাইবে না” বাক্যটির পরিবর্তে “ক্ষেত্রমত একতরফা শুনানীর কোন আদেশ মঞ্জুর হইলে পুনঃশুনানী অথবা প্রত্যর্পণ অনুমোদন দেওয়া হইবে না” বাক্যটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১} “ধারা ৯ক এর উপ-ধারা (১) বা ধারা ১০ এর অধীনে পেশকৃত কোন আবেদন, ধারা ৯খ, ধারা ৯গ বা ধারা ১৮ এর অধীনে দায়েরকৃত কোন আপীল শুনানীর সময় আবেদনকারী বা আপীলকারী উপস্থিত না থাকিলে এবং অন্য কোন পক্ষ শুনানীতে আগ্রহী না হইলে আবেদন বা আপীল খারিজ হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক রায় প্রদানের প্রয়োজন হইবে না” বাক্যটির পরিবর্তে “একতরফা শুনানীর সময় আবেদনকারী হাজির হইতে ব্যর্থ হইলে আপীলটি খারিজ হইয়া যাইবে” বাক্যটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২} “উপ-ধারা (৩) এর অধীনে” শব্দগুলি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

[(৩) জেলা প্রশাসক উক্ত উদ্দেশ্যে আবেদন দাখিলের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে গেজেট, খতিয়ান এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিলপত্র সরবরাহ নিশ্চিত করিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবেন।]]^{৯৯}

২৭। ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার

(১) এই আইনের ধারা ২৬ এর অধীনে ‘ক’ তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় বা স্থায়ী ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে, উক্ত সম্পত্তি যে হোল্ডিং/খতিয়ানভুক্ত সেই হোল্ডিং/খতিয়ানের যিনি [*]^{১০০} সহ-অংশীদার (co-sharer), তিনি অগ্রাধিকার পাইবেন এবং এইরূপ সহ-অংশীদার না থাকিলে যিনি [*]^{১০০} ইজারাসূত্রে ভোগ দখলভুক্ত ছিলেন তিনি অগ্রাধিকার পাইবেন।

(২) এই আইনের ধারা ২৬ এর অধীনে ‘খ’ তফসিলে বর্ণিত সরকারি সম্পত্তি সরকার কর্তৃক বিক্রয় বা স্থায়ী ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে যিনি বিক্রয়ের বা ইজারার অব্যবহিতপূর্বে ভোগদখলে ছিলেন তিনি দখলকালীন সময়ের জন্য প্রযোজ্য ক্ষতিপূরণ প্রদান সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাইবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এবং (২) এর অধীনে ক্রয়কৃত সম্পত্তি কৃষি জমি হইলে উহার ক্ষেত্রে Land Reforms Ordinance, 1984 (X of 1984) এবং তদ্বীন প্রণীত অধ্যাদেশ/বিধি প্রযোজ্য হইবে।

২৮। [অর্পিত সম্পত্তি বাবদ ক্ষতিপূরণ বা অন্যবিধ দাবী নিষিদ্ধ

এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত কোন সম্পত্তি উক্তরূপে তালিকাভুক্ত হওয়ার কারণে, বা অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে বা এই আইনের অধীনে প্রত্যর্পণ বা অবমুক্তি বা নিষ্পত্তি বা ততসম্পর্কে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে, সম্পত্তি হইতে সরকার কর্তৃক গৃহীত আয় বা মুনাফার জন্য, অথবা সরকার কর্তৃক বন্দোবস্ত অথবা ইজারা অথবা অনুমোদনের ফলে সম্পত্তি হইতে কোন ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত আয় বা মুনাফার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করার অধিকার সংক্ষুব্ধ পক্ষের থাকিবে; এবং যদি কোন ব্যক্তি কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত দাবি উত্থাপন করেন, তাহা হইলে আদালত বা কর্তৃপক্ষ সুবিধাভোগীকে চিহ্নিত করিবেন, অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা নির্ধারণ করিবেন এবং সংক্ষুব্ধ পক্ষকে প্রদানের আদেশ দিবেন।]]^{১০১}

২৯। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ

অর্পিত সম্পত্তি আইন বা এই আইন বা বিধির অধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তজ্জন্য সরকার, ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল, এইসব ট্রাইব্যুনালের কোন বিচারক বা সরকারের কোন কর্মকর্তা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী, ফৌজদারী বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

^{৯৯} প্রস্তাবিত

^{১০০} “উত্তরাধিকার সূত্রে” শব্দটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০১} “বিক্রয়ের পূর্বে” শব্দদ্বয় বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১০২} “এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত কোন সম্পত্তি উক্তরূপে তালিকাভুক্ত হওয়ার কারণে, বা অর্পিত সম্পত্তি আইন বা এই আইনের অধীনে প্রত্যর্পণ বা অবমুক্তি বা নিষ্পত্তি বা ততসম্পর্কে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে, কোন ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি বাবদ কোন ক্ষতিপূরণ, বা উক্ত সম্পত্তি হইতে সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত কোন আয় বা সুবিধা, বা সরকার কর্তৃক উক্ত সম্পত্তির নিষ্পত্তি বা সরকার প্রদত্ত ইজারা বা অনুমতিসূত্রে কোন ব্যক্তি কর্তৃক উহা হইতে প্রাপ্ত আয় বা সুবিধা বাবদ কোন ক্ষতিপূরণ বা অনুরূপ কোন দাবী করিতে পারিবেন না; এবং কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট এইরূপ দাবী করা হইলে উক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষ উক্ত দাবী সরাসরি নাকচ করিয়া দিবে” এর পরিবর্তে “এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত কোন সম্পত্তি উক্তরূপে তালিকাভুক্ত হওয়ার কারণে, বা অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে বা এই আইনের অধীনে প্রত্যর্পণ বা অবমুক্তি বা নিষ্পত্তি বা ততসম্পর্কে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে, সম্পত্তি হইতে সরকার কর্তৃক গৃহীত আয় বা মুনাফার জন্য, অথবা সরকার কর্তৃক বন্দোবস্ত অথবা ইজারা অথবা অনুমোদনের ফলে সম্পত্তি হইতে কোন ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত আয় বা মুনাফার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করার অধিকার সংক্ষুব্ধ পক্ষের থাকিবে; এবং যদি কোন ব্যক্তি কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত দাবি উত্থাপন করেন, তাহা হইলে আদালত বা কর্তৃপক্ষ সুবিধাভোগীকে চিহ্নিত করিবেন, অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা নির্ধারণ করিবেন এবং সংক্ষুব্ধ পক্ষকে প্রদানের আদেশ দিবেন” বাক্যগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৩০। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) দিনের মধ্যে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩১। বিচারিক কার্যক্রম

এই আইনের অধীনে ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল, বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল, জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি বা কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫নং আইন) এর ধারা ২২৮ এবং ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫নং আইন) এ উল্লিখিত বিচারিক কার্যক্রম (Judicial Proceeding) বলিয়া গণ্য হইবে।

৩২। অপরাধ ও দণ্ড

কোন ব্যক্তি-

(ক) জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি, ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল এর সম্মুখে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আবেদন বা আপীল করিলে, বা লিখিত বা মৌখিকভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে বা নিজের সঠিক পরিচয় গোপন করতঃ অন্য ব্যক্তির পরিচয়ে আবেদন বা বক্তব্য পেশ বা সাক্ষ্য প্রদান বা কোন দাবী উপস্থাপন করিলে;

(খ) ইচ্ছাকৃতভাবে জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি, ট্রাইব্যুনাল, বা আপীল ট্রাইব্যুনাল, বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল এ কোন জাল বা মিথ্যা দলিল উপস্থাপন করিলে; বা

(গ) জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি, ট্রাইব্যুনাল, বা আপীল ট্রাইব্যুনাল, বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল এর কোন নির্দেশ বা ডিক্রী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসক প্রদত্ত নির্দেশ লঙ্ঘন করিলে;

তিনি অনধিক ৭ (সাত) বছরের কারাদণ্ডে বা অনধিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৩৩। রহিতকরণ

(১) এতদ্বারা Enemy Property (Continuance of Emergency Provisions) (Repeal) Act, 1974 (XLV of 1974) রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, কোন প্রত্যর্পণযোগ্য জমি সরকারের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকাকালে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট উক্ত সম্পত্তি বাবদ কোন পাওনা অপরিশোধিত থাকিলে উহা সরকারি পাওনা (Public demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে এবং আদায়কৃত অর্থ বা সম্পদ প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে জমা হইবে।

গবেষণা দল

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত (প্রধান গবেষক)

বিচারপতি কাজী এবাদুল হক

এ. কে. এম. জহির আহমেদ

অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ

ড. এ. কে. এম. হেলাল-উজ-জামান

টি. আই. এম. নুরুন নবী চৌধুরী

এ্যাডভোকেট কাওসার আহমেদ

অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত

আসমার ওসমান

গবেষণা সহযোগীবৃন্দ

এ্যাডভোকেট অলিউল ইসলাম

এ্যাডভোকেট আফরিন আহমেদ

এ্যাডভোকেট জহিরুল আলম

এ্যাডভোকেট ধীমান চন্দ্র মন্ডল

এ্যাডভোকেট ফারহানা খান

এ্যাডভোকেট ফারিহা তাবাসসুম সিমু

এ্যাডভোকেট মুজিবুল হক পাভেল

এ্যাডভোকেট মেরিনা সুলতানা

এ্যাডভোকেট শারমিন সুলতানা

এ্যাডভোকেট শেখ সাদী রহমান

ওয়াক্ফ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী



Human Development Research Centre

humane development through research and action

www.hdrc-bd.com

সহযোগিতায়

মানুষের জন্য
manusher jonno

promoting human rights and good governance

ঢাকা, জুলাই ২০১৬

সূচিপত্র

প্রেক্ষাপট	১
ওয়ার্ক সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী	৩
বাংলাদেশ ওয়ার্ক আইন	৫
প্রথম অধ্যায়: প্রারম্ভিক	৫
দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রশাসক, ওয়ার্ক কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের নিয়োগ, এবং ওয়ার্ক প্রশাসক, কমিটি গঠন ওয়ার্ক প্রশাসক	৭
তৃতীয় অধ্যায়: প্রশাসক এবং উপদেষ্টা কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী	১৩
চতুর্থ অধ্যায়: ওয়ার্কফের তালিকাভুক্তি	২০
পঞ্চম অধ্যায়: ওয়ার্কফের হিসাব	২২
ষষ্ঠ অধ্যায়: ওয়ার্ক সম্পত্তি হস্তান্তর	২৪
সপ্তম অধ্যায়: মুতাওয়ালী	২৫
অষ্টম অধ্যায়: অর্থায়ন	২৮
নবম অধ্যায়: বিচারিক কার্যাবলী	৩১
দশম অধ্যায়: ওয়ার্ক ট্রাইব্যুনাল	৩৪
একাদশ অধ্যায়: বিবিধ	৩৫
দ্বাদশ অধ্যায়: বিধি ও উপ-বিধি	৩৬
দ্বাদশ অধ্যায়: রহিতকরণ এবং হেফাজত	৩৭
প্রস্তাবিত আইন	৩৮
ওয়ার্ক সম্পত্তির হস্তান্তর ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণকল্পে বিশেষ বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত প্রস্তাবিত আইন	৩৮
ওয়ার্ক (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান প্রস্তাবিত আইন, ২০১৩	৩৯
ধারা-১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন:	৩৯
ধারা-২। সংজ্ঞা	৩৯
ধারা-৩। আইনের প্রাধান্য	৩৯
ধারা-৪। হস্তান্তর পদ্ধতি	৩৯
ধারা-৫। সম্পত্তি হস্তান্তরে সাধারণ সীমাবদ্ধতা	৪০
ধারা-৬। হস্তান্তরলব্ধ অর্থ ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা	৪০
ধারা-৭। মুতাওয়ালী বা ওয়ার্ক প্রশাসক কর্তৃক হস্তান্তর	৪০
ধারা-৮। হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে বিশেষ কমিটি	৪০
ধারা-৯। বিশেষ কমিটির কার্যাবলী ও ক্ষমতা	৪১
ধারা-১০। বিশেষ কমিটির সভা	৪১
ধারা-১১। সদস্যদের ভ্রমণভাতা	৪১
ধারা-১২। সদস্যদের পদত্যাগ	৪২
ধারা-১৩। অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তর	৪২
ধারা-১৪। হস্তান্তরের ক্ষেত্রে দরপত্র আহবানের বাধ্যবাধকতা	৪২
ধারা-১৫। উন্নয়নের জন্য অর্থায়নের পদ্ধতি	৪৩
ধারা-১৬। স্থায়ী উদ্যোগে ওয়ার্ক সম্পত্তির উন্নয়ন	৪৩
ধারা-১৭। ওয়ার্ক প্রশাসকের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ	৪৩
ধারা-১৮। অপরাধ	৪৪
ধারা-১৯। তদন্ত ও বিচার পদ্ধতি	৪৪
ধারা-২০। অ-আমলযোগ্য ও জামিনযোগ্য অপরাধ	৪৪
ধারা-২১। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ ও বিচার	৪৪
ধারা-২২। বার্ষিক প্রতিবেদন	৪৪

ধারা-২৩। অস্পষ্টতা দূরীকরণ	৪৪
ধারা-২৪। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	৪৫
ধারা-২৫। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা	৪৫
ধারা-২৬। তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা	৪৫
ধারা-২৭। আইনের ইংরেজি পাঠ	৪৫
তফসিল	৪৫

প্রেক্ষাপট

ভূমি সম্পদের জনক। বাংলাদেশের মানুষ ও অর্থনীতির বড় অংশ ভূমিনির্ভর। এদেশের উন্নয়নে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি অবিভক্ত উৎপাদন ক্ষমতার অধিকারী; কর্মসংস্থান, খাদ্য, বাসস্থান ও আর্থিক নির্ভরতার এক বড় সহায়ক। ভূমির উপর অধিকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার পরিমাপক; ক্ষমতাকাঠামোর ভিত্তি ও জীবনযাত্রার অবস্থা নির্ণয়ের অন্যতম প্রধান সূচক। ভূমির উপযোগমূল্য যথেষ্ট, এর বাজারমূল্য ক্রমাগত বাড়ে। ভূমির কোন অবচয় নেই। ভূমির অধিকার আন্তঃপ্রজন্মগত বংশপরম্পরায় ভোগ্য।

প্রায় ১৬ কোটি মানুষের আমাদের এই দেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার। দেশের মোট ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ একর ভূমির ৬০ শতাংশ কৃষি জমি। প্রতিদিন কমছে দেশের আবাদী ভূমির পরিমাণ। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের সাথে ভূমিহীনতার সম্পর্ক নিবিড়। অথচ, এদেশের প্রায় ৫৯ শতাংশ খানা ভূমিহীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে—বিশেষ করে, কৃষির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর—ভূমিহীনতাই তাদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

ভূমির পরিমাণ সীমিত। জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়লেও ভূমির পরিমাণ বাড়ছে না—বাড়ছে ভূমির অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতা। সহিংসতা, ফটকা-ব্যবসা, দুর্নীতি, জবরদখল, প্রতারণা, ও প্রবঞ্চনার ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়তই—বাড়ছে ভূমিহীনের সংখ্যা, বলপূর্বক অভিবাসন, বৈষম্য ও দারিদ্র্য।

দেশে প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে ভূমি নিয়ে বিরোধ, দশকের পর দশক ধরে ভূমি-সংক্রান্ত চলমান আইনি জটিলতাগুলো চরম আকার ধারণ করেছে। এতে সর্বস্বান্ত হচ্ছে অনেক মানুষ, বাড়ছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। অন্যদিকে ভূমি প্রশাসনের অদক্ষতা, ভূমি রেজিস্ট্রেশন এবং ভূমি জরিপ কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা, নামজারীর ক্ষেত্রে জটিলতা, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ভূমি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল, খাস জমি বিতরণে অনিয়ম, জলমহাল, বালুমহাল ও চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অনিয়ম ও প্রায়োগিক সমস্যা ইত্যাদি দেশের অধিকাংশ মানুষকে ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

ভূমির অধিকার নিয়ে বিরোধ, শোষণ, দুর্নীতি, প্রতারণা ও দরিদ্র মানুষের সীমাহীন দুর্গতির পিছনে সূক্ষ্ম আইনি বিষয় ও জটিলতা বহুলাংশে দায়ী। বাংলাদেশে ভূমি সংশ্লিষ্ট আইনগুলো সেকেলে। অনেক আইন দরিদ্র-বান্ধব নয়; প্রান্তিক মানুষ ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনগুলো যথাযথও নয়। এমনকি কোনো কোনো আইন একে অন্যের সাথে সাংঘর্ষিক। বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগও নেই। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিতামূলক যে আইনি-কাঠামো প্রয়োজন তার অনুপস্থিতিও ব্যাপক। খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন; সর্বোপরি, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি প্রচলিত আইনগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে আনীত আইনের সংশোধনীগুলোও কাজিত লক্ষ্য পূরণ করেনি; এমনকি, অতি সাম্প্রতিক সংশোধনীগুলোও প্রায়োগিক দিক থেকে দরিদ্রবান্ধব এবং জনকল্যাণমুখী হয়ে উঠতে পারেনি। এটি সহজেই বোধগম্য যে, বর্তমানে প্রচলিত ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জটিল এবং অগোছালো অবস্থায় রয়েছে। আরো হতাশার ব্যাপার, প্রচলিত আইনগুলোর অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, দরিদ্রবান্ধব-নীতির অনুপস্থিতি এবং প্রায়োগিক সমস্যা অসংখ্য ভূমি বিরোধ ও ভূমি মামলার জন্ম দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব জটিলতার সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালীরাই শেষ পর্যন্ত ভূমির দখল নিয়ে নেয় আর দরিদ্র, প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো ভূমির অধিকার হারায়। তাই, ভূমি বিষয়ে সবগুলো আইনকে অধিকার-ভিত্তিক ও সুসমঞ্জস একটি কাঠামোর মধ্যে এনে প্রয়োজনীয় সংস্কার নিশ্চিত করতে না পারলে দরিদ্র, প্রান্তিক ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা কখনো সম্ভব নয়। কাজেই, সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে তথ্য-নির্ভর গবেষণার মাধ্যমে আইনি বিষয়গুলো এমনভাবে পুনঃনির্ধারণ করা উচিত যাতে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নে ‘বাদ পড়া’ জনগোষ্ঠীকে ‘অন্তর্ভুক্ত’ করা সম্ভব হয়।

এই সব বাস্তবতার অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’-এর সহযোগিতায় গবেষণা সংস্থা ‘হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)’ এ-বিষয়ে একটি নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করেছে। “বাংলাদেশের ভূমি আইন: একটি অধিকার-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও প্রস্তাবিত পরিবর্তন” শীর্ষক এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে প্রচলিত ভূমি আইনগুলোর কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ নতুন আইন প্রস্তাব করা। বাংলাদেশে প্রচলিত সব ভূমি আইন এবং ভূমি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র বিশ্লেষণ, দরিদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন ও নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমি আইনে বিদ্যমান অব্যবস্থাপনা, অপশাসন, শোষণ-বঞ্চনামূলক প্রক্রিয়া ও কার্যবিধি সংক্রান্ত আইনি দিকগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে। শুধু আইনি পর্যালোচনা নয়, বরং ভূমি আইনের নানান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণায়। অধিকারভিত্তিক, প্রান্তিক ও দরিদ্র-বান্ধব এবং জেডার সংবেদনশীল এই গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন—প্রায় ২,৫০০ পৃষ্ঠার—ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবার সুবিধার্থে ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো পৃথক পৃথক খন্ডে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি খন্ড প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ এবং সুপারিশসহ (প্রস্তাবিত আইন বা সংশোধনীসহ) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণাভিত্তিক প্রকাশনা।

ইংরেজি ভাষায় রচিত সেই গবেষণাকর্মের প্রাসঙ্গিক আইনী টেক্সটসমূহ (ইংরেজিতে রচিত বিদ্যমান আইনসমূহসহ) বাংলায় অনুবাদ করে একটি পৃথক প্রকাশনা করা হয়েছে। আলাদা আলাদা ২০টি খন্ডে অনূদিত এই প্রকাশনার বিষয়-ভিত্তিক প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনীসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপ:

১. পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
২. অধিগ্রহণ ও লুকুমদখল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৩. ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
৪. কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৫. বালুমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৬. চরের জমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৭. চিংড়িমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
৮. দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
৯. আদিবাসীদের ভূমি সম্পর্কিত আইন (বন আইনসহ): প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১০. জলমহাল সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১১. অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১২. পাথরমহাল সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৩. ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী
১৪. ভূমি রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৫. ভূমি জরিপ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৬. চা বাগানের ভূমি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৭. ট্রাস্ট সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
১৮. ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রস্তাবিত আইন
১৯. অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত সংশোধনী
২০. ওয়াক্ফ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী

এই গবেষণাপত্রটি উক্ত ২০ খন্ডের একটি।

ওয়াক্ফ সম্পর্কিত আইন: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী

ইসলামী আইন অনুযায়ী ওয়াক্ফের অর্থ কোন মুসলমান কর্তৃক চিরস্থায়ীভাবে কোন সম্পত্তি ধর্মীয়, দাতব্য বা পূণ্যের কাজে উৎসর্গ করা। লিখিত ও রেজিস্ট্রীকৃত দলিল, মৌখিক দলিল ও দীর্ঘকাল ব্যবহারের ভিত্তিতে কোন সম্পত্তি ওয়াক্ফে পরিণত হয়।

ওয়াক্ফ দুই প্রকার; জনসাধারণের ওয়াক্ফ এবং ব্যক্তিগত ওয়াক্ফ। ওয়াক্ফ করার সাথে সাথে আল্লাহর উপর মালিকানা বর্তায়। মুতাওয়াল্লী পরিচালনার অধিকার প্রাপ্ত হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরব দেশে কোন ওয়াক্ফ ছিল না। ওয়াক্ফ হাদিসের মাধ্যমে জন্মলাভ করে।

সম্পত্তি ওয়াক্ফের মাধ্যমে ধর্মীয়, দানশীল এবং জনকল্যাণমূলক কাজ করা যায়। কোন মুসলমান যদি ধর্মীয়, দাতব্য বা পবিত্র উদ্দেশ্যে তার সম্পত্তি চিরস্থায়ীভাবে উৎসর্গ করে নিজের স্বত্ত্ব বিলোপ করে এবং উক্ত স্বত্ত্ব আল্লাহর সমীপে সমর্পণ করে তবে ইসলামী আইন অনুযায়ী ওয়াক্ফ হিসেবে গণ্য হবে। যিনি ওয়াক্ফ করেন তাকে ওয়াক্ফি বলে। ওয়াক্ফ লিখিত দলিল বা মৌখিকভাবে করা যায়। তবে ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হতে হবে। কোম্পানির শেয়ার, প্রমিসরি নোট কিংবা নগদ অর্থ ওয়াক্ফ করা যায়। সাবালক ও সুস্থতা সম্পন্ন ব্যক্তি ওয়াক্ফ করতে পারে।

ওয়াক্ফ-ই-লিল্লাহ

পরকালে শান্তির আশায় পূণ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় ও সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির সম্পূর্ণ স্বত্ত্ব দান করা আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলে তাকে ওয়াক্ফ-ই-লিল্লাহ বলে। ওয়াক্ফ-ই-লিল্লাহ এর সম্পত্তির আয়ের অর্ধাংশের বেশি সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়। ওয়াক্ফ-ই-লিল্লাহ জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত সম্পত্তি।

ওয়াক্ফ-আল-আওলাদ

কোন সম্পত্তির মালিক তার সম্পত্তি নির্দিষ্ট অংশ ধর্মীয় সৎকাজ বা জনহিতকর কাজের জন্য ব্যয় করার উদ্দেশ্যে দলিলের মাধ্যমে উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি দান করলে তাকে ওয়াক্ফ-আল-আওলাদ বলে। ওয়াক্ফ-আল-আওলাদে সম্পত্তির আয়ের অর্ধাংশের কম ধর্মীয় কাজে ব্যয় হয়। বাকি অংশ উত্তরাধিকারীদের কল্যাণে ব্যয় হয়। মোতাওয়াল্লী ওয়াক্ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপক।

মুতাওয়াল্লী

ওয়াক্ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার জন্য যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয় তাকে মুতাওয়াল্লী বলে। মুতাওয়াল্লী ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করেন। কোন সুস্থ সবল ব্যক্তিকে মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করা যায়। ওয়াক্ফি ইচ্ছা করলে তার সন্তান সন্ততি, উত্তরাধিকারী বা অন্য কাউকে মুতাওয়াল্লী নিয়োগ দিতে পারে। মুতাওয়াল্লী ৩ (তিন) বছরের উর্ধ্বকাল কৃষি জমি ইজারা দিতে পারে না। ওয়াক্ফ প্রশাসকের পূর্বানুমতি ছাড়া ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারে না।

বাংলাদেশে মোট ৬০৬১০৭.২৩২ একর ওয়াক্ফ সম্পত্তি আছে। সম্প্রতিক জরিপে দেখা যায় বাংলাদেশে ১৪০০ ওয়াক্ফ সম্পত্তি ওয়াক্ফ প্রশাসকের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানের আয় থেকে মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ, কবরস্থান, এতিমখানা, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং ধর্মীয় উৎসব পরিচালিত হয়ে আসছে। ওয়াক্ফ প্রশাসন বর্তমানে ১৫০০ মসজিদ, ৭০০ মাদ্রাসা, ১০০ এতিমখানা, ৫টি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং নওমসুলিমদের জন্য কল্যাণ তহবিল পরিচালনা করছে।

১৯১৩ সালে ওয়াক্ফ বৈধকরণের জন্য ওয়াক্ফ ভ্যালিডিটি আইন জারি করা হয়। ১৯৩৪ সালে বঙ্গীয় ওয়াক্ফ আইন জারি করে ওয়াক্ফ সম্পত্তির তদারকি ও ব্যবস্থাপনা করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৬২ সালে ওয়াক্ফ অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। বর্তমানে এই আইনের মাধ্যমে ওয়াক্ফ সম্পত্তি পরিচালিত হয়। ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন এর জন্য ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ জারি করা হয়েছে। ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীন ওয়াক্ফ প্রশাসকের একটি অফিস আছে। এ ছাড়াও পরিচালনা কমিটি গঠন ও ওয়াক্ফ তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের ভূমিকা আছে।

কিন্তু ১৯৬২ সালে ওয়াক্ফ অর্ডিন্যান্স জারি এবং ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ এর আলোচনা করে দেখা গেছে দুটি আইনেই রয়েছে সংবিধান এবং অন্যান্য প্রচলিত আইনের সাথে অসামঞ্জস্যতা, আইনের দ্ব্যর্থবোধকতা, প্রায়োগিক সমস্যা যা আইনটির সঠিক বাস্তবায়নে নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। ওয়াক্ফ কমিটি গঠনে যেমন রয়েছে সমস্যা তেমন রয়েছে ওয়াক্ফ নিবন্ধনে সমস্যা। ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তরে ব্যাপক অনিয়ম হয়। তাই এই বিষয়গুলোতে পরিবর্তন করতে ১৯৬২ সালে ওয়াক্ফ অর্ডিন্যান্স জারি এবং ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ এর আইনের ধারার পরিবর্তনে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। যেমন:

- ✓ প্রস্তাবিত আইনে নতুন করে কিছু শব্দের সংজ্ঞা প্রস্তাব করা হয়েছে।
- ✓ প্রস্তাবিত আইনে কমিটির সদস্যদের মেয়াদ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- ✓ প্রস্তাবিত আইনে জেলা কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- ✓ প্রস্তাবিত আইনে উপদেষ্টা কমিটি থাকার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- ✓ প্রস্তাবিত আইনে ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম কি হবে তাও প্রস্তাব করা হয়েছে এবং
- ✓ এছাড়া অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংশোধন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এবং
- ✓ ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ আইনটিকে নতুনভাবে প্রস্তাব করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ওয়াক্ফ আইন (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ)

বাংলাদেশ ওয়াক্ফ সম্পত্তি সমূহের প্রশাসন এবং পরিচালনা সম্পর্কিত আইন একত্রিকরণ ও সংশোধনকল্পে আইন।

যেহেতু বাংলাদেশ ওয়াক্ফ সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন একত্রিকরণ ও সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এই আইন নিম্নোক্তরূপে প্রণীত হইল:

প্রথম অধ্যায় প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি এবং প্রারম্ভ

- (১) এই আইন “ওয়াক্ফ আইন” নামে অভিহিত হইবে।
- (২) ইহা বাংলাদেশের সর্বত্র প্রযোজ্য হইবে।
- (৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না হইলে এই আইন-

- (১) “প্রশাসক” অর্থ ৬ ধারার অধীনে নিযুক্ত ওয়াক্ফ প্রশাসক এবং উপ-প্রশাসকও এর অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (২) “স্বত্বভোগী” অর্থ ওয়াক্ফ হইতে কোন আর্থিক বা অন্যান্য বাস্তব সুবিধা পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তি এবং স্বত্বভাগী বলিতে অনুরূপ কোন সুবিধা পাওয়ার অধিকারী কোন প্রতিষ্ঠান, যেমন- মসজিদ, মাজার, দরগাহ, খানকাহ স্কুল, মাদ্রাসা ঈদগাহ বা কবরস্থানকেও বুঝাইবে।
- (৩) “সুবিধাদি” বলিতে যাহা একজন সুবিধাভোগী ওয়াক্ফ দলিল বা কোন এলাকার প্রথার অধীনে কোন আর্থিক বা বস্তুগত সুবিধা ভোগ করিবার অধিকার রাখে তবে কোন মুতাওয়াল্লী শুধু মুতাওয়াল্লী হওয়ার কারণেই যে কোন সুবিধাদি দাবী করিবার অধিকারী হইবেন না;
- (৪) “কমিটি” বলিতে ১৮ এবং ২৬ ধারা মতে গঠিত কমিটিকে বুঝাইবে;
- (৫) “ডেপুটি কমিশনার” বলিতে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার এবং সহকারী কমিশনারও এর অন্তর্ভুক্ত হইবেন;
- (৬) “তালিকাভুক্তি” বলিতে ৫৪ ধারামতে কোন ওয়াক্ফ তালিকাভুক্তকরণকে বুঝাইবে;
- (৭) “মুতাওয়াল্লী” বলিতে যে ব্যক্তি মৌখিকভাবে অথবা যেই দলিল কিংবা সাধনপত্র দ্বারা ওয়াক্ফ সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহার দ্বারা নিযুক্ত হইয়াছে অথবা কোন ক্ষমতাবান কর্তৃপক্ষ মুতাওয়াল্লী হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছে তাহাকেও বুঝাইবে: তাহাতে নায়েব মুতাওয়াল্লী এবং মুতাওয়াল্লী কর্তৃক নিযুক্ত অথবা মুতাওয়াল্লী কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ মুতাওয়াল্লীর অভিভাবক এবং যে ব্যক্তি বা কমিটি বর্তমানে কোন ওয়াক্ফ সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা অথবা প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করিতেছেন তাহাকেও বুঝাইবে।

ব্যাখ্যা: দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ এর বিধানাবলীর অধীনে, বা ধারা ১৪৫ বা ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৪৬ ধারার অধীনে নিযুক্ত একজন রিসিভার, বা আপাতত: বলবৎ কোন আইনের বিধানের অধীনে যে ওয়াক্ফ সম্পত্তি পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা করিতেছেন, এই আইনের উদ্দেশ্যে তাহাকেও মুতাওয়াল্লী বলিয়া গণ্য করা হইবে;

- (৮) “খরচা বাদে লভ্য আয়” বলিতে একটি ওয়াক্ফের আয় যাহা নির্ধারিত বিধানসমূহ অনুসারে সময়ে সময়ে স্থির করা হয়।
- (৯) “ওয়াক্ফে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি” বলিতে কোন স্বত্বভোগী এবং যে কোন ব্যক্তির উপাসনা করিবার অধিকার আছে, অথবা যাহাদের মসজিদে, ঈদগাহে, ইমাম বাড়ায়, দরগাহে মাকবারা অথবা ওয়াক্ফের সহিত জড়িত ধর্মীয় কোন প্রতিষ্ঠানে কোন ধর্ম সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে, অথবা ওয়াক্ফের অধীন কোন ধর্মীয় অথবা দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ করিবার অধিকার আছে তাহারাও এর অন্তর্ভুক্ত হইবে।
- (১০) “ওয়াক্ফে আগম্ভক” বলিতে দফা (৯) অনুসারে বর্ণিত ওয়াক্ফে স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে।
- (১১) “[ট্রাইব্যুনাল” বলিতে ওয়াক্ফ আইনের ৯৪ ধারার অধীনে প্রতিষ্ঠিত ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনালকে বুঝাইবে।]
- (১২) “ওয়াক্ফ” বলিতে ইসলাম ধর্মীয় কোন ব্যক্তির দ্বারা স্থাবর কিংবা অস্থাবর সম্পত্তি মুসলিম আইনে স্বীকৃত যে কোন ধার্মিক, ধর্মসম্বন্ধীয় অথবা দাতব্য উদ্দেশ্যে চিরতরে উৎসর্গ করাকে বুঝাইবে এবং ইহাতে অমুসলমান ব্যক্তি কর্তৃক পূর্ব বর্ণিত উদ্দেশ্যে অপর যে কোন দানকেও বুঝাইবে, তবে ট্রাস্ট আইন, ১৮৮২-এর অধীনে সৃষ্ট কোন ট্রাস্টকে অন্তর্ভুক্ত করিবে না।
- ব্যাখ্যা:** যখন ওয়াক্ফের নীট লাভ আয়ের ৫০% ভাগের বেশী কেবল ধর্মীয় ও দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়, তখন উক্ত ওয়াক্ফ ১৯৪৯ সালের অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইনের (১) উপ-ধারার (ঙ) দফার তাৎপর্যধীনে জনকল্যাণমূলক ওয়াক্ফরূপে গণ্য হইবে।
- (১৩) “ওয়াক্ফ দলিল” বলিতে যে দলিল বা সাধনপত্র দ্বারা কোন ওয়াক্ফ সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং ইহাতে আরো অন্তর্ভুক্ত হইবে পরবর্তীকালে যে কোন বৈধ দলিল অথবা সাধনপত্র যাহা দ্বারা মূল উৎসর্গের কোন শর্ত পরিবর্তন করা হইয়াছে।
- (১৪) “ওয়াক্ফ সম্পত্তি” বলিতে ওয়াক্ফ দলিল কর্তৃক ঘোষিত কিংবা ব্যবহৃত ও ওয়াক্ফ হিসাবে দখলকৃত সম্পত্তিকে বুঝাইবে এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে যে কোন ধরনের সম্পত্তি যাহা ওয়াক্ফ সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ টাকা অথবা উক্ত সম্পত্তির পরিবর্তে অথবা উহা হইতে অর্জিত আয় এবং যাবতীয় দান অথবা ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে যাহা চাঁদা দেওয়া হইয়াছে তাহাও অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং
- (১৫) “ওয়াক্ফি” বলিতে যে ব্যক্তি ওয়াক্ফ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাকে বুঝাইবে।

৩। প্রয়োগ

এই আইন শুরু হওয়ার পূর্বে বা পরে সৃষ্ট হউক না কেন বাংলাদেশে অবস্থিত সকল ওয়াক্ফে এবং সম্পত্তির যে কোন অংশে এই আইন প্রযোজ্য হইবে।

৪। ওয়াক্ফসমূহের এই আইনের প্রয়োগ হইতে রেহাই দেওয়ার ক্ষমতা

সরকারের পূর্ব অনুমোদন এবং সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধানসমূহ সাপেক্ষে ওয়াক্ফ প্রশাসক এই আইনের যাবতীয় অথবা যে কোন বিধান হইতে সরকারি ব্যবস্থাপনা কিংবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে যে কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তিকে রেহাই দিতে পারিবেন।

৫। ওয়াক্ফ সম্পত্তির জরিপ

- (১) এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে যে সকল ওয়াক্ফ সম্পত্তি বর্তমানে ছিল সে সকল সম্পত্তি নির্ধারিত বিধি অনুযায়ী ওয়াক্ফ প্রশাসক জরিপ পরিচালনা করাইবেন এবং তিনি এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক এইরূপ লোক নিয়োগ করিতে পারিবেন যাহারা জরিপ শেষে বিধি দ্বারা যেরূপ বিবরণ নির্দিষ্ট করা হইবে সেইরূপ বিবরণ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন প্রশাসকের নিকট পেশ করিবেন।
- (২) (১) উপ-ধারার অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্ত হইয়া প্রশাসক ওয়াক্ফ তালিকাভুক্তির জন্য এই আইনের চতুর্থ পরিচ্ছেদের অধীন তাহার নিকট যে ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইবে তাহা গ্রহণ করিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রশাসক, ওয়াক্ফ কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের নিয়োগ, এবং ওয়াক্ফ প্রশাসক, কমিটি গঠন

ওয়াক্ফ প্রশাসক

৬। প্রশাসক নিয়োগ

- (১) [সরকার বাংলাদেশ ওয়াক্ফ এর জন্য একজন ওয়াক্ফ প্রশাসক নিয়োগ করিবেন, যিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত উপ-সচিব অথবা অতিরিক্ত জেলাজজের পদমর্যাদার নীচে হইবেন না, এমন ব্যক্তিকে প্রশাসক বলা হইবে।]
- (২) বিধি দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতার অধিকারী না হইলে এবং মুসলিম না হইলে কোন ব্যক্তিকে প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ করা যাইবে না।
- (৩) সাধারণত একজন প্রশাসক ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য নিয়োজিত হইবেন এবং পুনঃনিয়োগের জন্য যোগ্য থাকিবেন।

৭। প্রশাসকের চাকুরীর শর্তাবলী

এই আইনের বিধানসমূহের শর্তে, প্রশাসকের বেতন এবং চাকুরীর শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৮। প্রশাসককে অপসারণ

যদি কোন সময় সরকারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, প্রশাসক তাহার পদের জন্য নিজেকে অনুপযুক্ত বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, অথবা তিনি অসদাচারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন, অথবা তাহার কর্তব্যে অবহেলা করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি তাহার পদ হইতে অপসারিত হইতে পারেন।

৯। প্রশাসক সরকারি কর্মচারী হইবেন

[দন্ড বিধি, ১৮৬০ সনের ধারা ২১ এর অর্থানুসারে একজন প্রশাসককে সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য করা হইবে।]

১ “সরকার বাংলাদেশের জন্য একজন প্রশাসক নিয়োগ করিবেন” শব্দগুলির পরিবর্তে “সরকার বাংলাদেশের জন্য একজন ওয়াক্ফ প্রশাসক নিয়োগ করিবেন, যিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত উপ-সচিব অথবা অতিরিক্ত জেলা জজের পদমর্যাদার নীচে হইবেন না, এমন ব্যক্তিকে প্রশাসক বলা হইবে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

২ “১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধির (১৯০৮ সনের ৫ নং আইনের) অর্থানুসারে একজন প্রশাসককে সরকারী অফিসার হিসাবে গণ্য করা হইবে” শব্দগুলির পরিবর্তে “দন্ড বিধি, ১৮৬০ সনের ধারা ২১ এর অর্থানুসারে একজন প্রশাসককে সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য করা হইবে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

১০। প্রশাসকের নামে মামলা করিতে বা তাহার বিরুদ্ধে মামলা করা যাইবে

“বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসক”-এর চিরস্থায়ী উত্তরাধিকার থাকিবে এবং ঐ নামে একটি কার্যালয়ের সীলমোহর থাকিবে এবং উক্ত নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন ও তাহার নামে মামলা দায়ের করা যাইবে।

১১। প্রশাসকের দফতর

প্রশাসকের দফতর ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

১২। উপসহকারী এবং সহকারী প্রশাসক নিয়োগ

সরকার প্রশাসকের সহিত পরামর্শক্রমে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-প্রশাসক ও সহকারী প্রশাসক নিয়োগ করিতে পারিবেন।

১৩। উপ-প্রশাসক ও সহকারী প্রশাসকের বেতন

উপ-প্রশাসক ও সহকারী প্রশাসকগণের বেতন ও চাকুরীর শর্তাবলী যেরূপ বিধি দ্বারা নির্দিষ্ট করা হইবে সেইরূপ নির্ধারিত হইবে।

অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

১৪। কর্মচারীর সংখ্যা এবং পারিশ্রমিক

এই আইনের উদ্দেশ্যে সরকারের পূর্বানুমতি নিয়ে প্রশাসক সময়ে সময়ে অন্যান্য যে সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদেরকে নিয়োগ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন তাহাদের সংখ্যা, পদবী এবং গ্রেড এবং তাহাদের প্রত্যেককে প্রদেয় বেতন ও বেতনের প্রকৃতি, ফিস এবং ভাতাসমূহ নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

১৫। অফিসার ও কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাবলী

১৪ ধারায় উল্লিখিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৬। নিয়োগ, ইত্যাদির ক্ষমতা প্রশাসকের উপর ন্যস্ত

১৪ ধারায় উল্লিখিত অন্যান্য কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও ছুটি মঞ্জুর করিবার এবং অসদাচারণের জন্য পদাবনতি, তাহাদেরকে চাকুরী হইতে সাময়িক কর্মচ্যুতি অথবা পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা প্রশাসকের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের [প্রতি মাসে বেতন ১৫০০/- (একহাজার পাঁচশত) টাকার উপরে গ্রহণ] যাহারা প্রশাসক কর্তৃক পদাবনত, সাময়িক কর্মচ্যুতি অথবা পদচ্যুত হয়, তাহারা সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবে এবং এতদ্বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৭। ভ্রমণ ভাতা

এই আইনের অধীনে প্রশাসক, উপ-প্রশাসক ও সহকারী প্রশাসক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তাহাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য কোন স্থানে ভ্রমণ করিলে তজ্জন্য তাহাদেরকে সরকার সময়ে সময়ে যেরূপ ন্যায় সঙ্গত ভ্রমণভাতা নির্ধারণ করিবেন সেই হারে তাহাদেরকে ভাতা দেওয়া হইবে।

১৮। ওয়াক্ফ^৪[উপদেষ্টা] কমিটি প্রতিষ্ঠা

প্রশাসককে ওয়াক্ফ এবং এর তহবিল সঠিকভাবে পরিচালনা করিতে এবং এই আইন অনুসারে তাহার ক্ষমতা ও কর্তব্য প্রয়োগ ও সম্পন্ন করিতে সহায়তা করিবার ও উপদেশ দেওয়ার জন্য সরকার একটি কমিটি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন যাহা ওয়াক্ফ [উপদেষ্টা] কমিটি নামে অভিহিত হইবে।

১৯।^৫[উপদেষ্টা] কমিটি গঠন

(১) [চেয়ারম্যানসহ ১১ (এগার) জন সদস্য যাহার মধ্যে ৬ (ছয়) জন হইবেন বিশিষ্ট নাগরিকদের মধ্য হইতে এবং বাকি ৩ (তিন) জন সদস্য ওয়াক্ফ এর মুতাওয়াল্লীর মধ্যে হইতে যাহাদের মধ্যে একজন শিয়া সম্প্রদায়ের মুতাওয়াল্লী হইবেন, এবং ২ (দুই) জন সুন্নি সম্প্রদায়ের মুতাওয়াল্লী হইবেন, এবং প্রশাসক কমিটির সদস্য-সচিব হইবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, সম্ভ্রান্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নাগরিকদের মধ্য হইতে অন্তত একজন মহিলাকে সদস্য করা হইবে।

ব্যাখ্যা:

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট এবং শ্রদ্ধেয় নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হইবে:

(অ) বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অনুষদের বিশেষ করিয়া আইন অনুষদের অধ্যাপক অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর অধ্যাপক;

(আ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সচিব;

(ই) অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ;

(ঈ) সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ;

(ঋ) আলিয়া মাদ্রাসার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ।

(২) নিয়োগের সময় সরকার, সরকারি গেজেটে কমিটির সদস্যদের নাম প্রকাশ করিবেন।]

২০। সদস্যদের কার্যকাল

৴(১) সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ সাধারণত ৬ (ছয়) বৎসর হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান, সদস্য-সচিব এবং মুতাওয়াল্লী মধ্য হইতে নিযুক্ত ৩ (তিন) জন সদস্য ছাড়া অবশিষ্ট প্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত ৩ (তিন) জন ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে নিযুক্ত হইবেন এবং বাকি ৩ (তিন) জন ৬ (ছয়) বৎসর মেয়াদে এবং প্রথম ৩ (তিন) জন নিয়োগপ্রাপ্তদের ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এই ৩ (তিন) সদস্য নিয়োগ করা হইবে ৩ (তিন) বৎসরের জন্য নয় বরং ৬ (ছয়) বৎসরের জন্য।

(২) চেয়ারম্যানের সহিত পরামর্শ করিয়া সদস্য-সচিব হিসাবে ওয়াক্ফ প্রশাসক এজেন্ডাসহ ১৫ (পনের) দিনের নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে বছরে অন্তত ৪ (চার) বার কমিটির সভা আহ্বান করিবেন।

^৪ প্রস্তাবিত

^৫ প্রস্তাবিত

^৬ প্রস্তাবিত

^৭ “ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২ এর ধারা ২০” এর পরিবর্তে “নিম্নরূপ ওয়াক্ফ আইনের ১৯ ধারা” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^৮ “ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২ এর ধারা ২১ উপ-ধারা (১), (২) ও (৩)” এর পরিবর্তে “নিম্নরূপ ওয়াক্ফ আইনের ধারা ২০ উপ-ধারা (১), (২) ও (৩)” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

(৩) যদি কোন মুতাওয়াল্লী, যিনি মুতাওয়াল্লীরূপে কমিটির সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন, আর মুতাওয়াল্লী না থাকেন তবে সরকার সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা তাহার স্থান শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য মুতাওয়াল্লীগণের মধ্য হইতে একজনকে খালি পদে মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করিবে যাহার সদস্যপদ শূন্য হইয়াছে।]

২১। সদস্যবৃন্দের অপসারণ

- (১) সরকার সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা কমিটির যে কোন সদস্যকে অপসারণ করিতে পারিবেন, যদি তিনি-
- (ক) [শারীরিক অথবা মানসিক অক্ষমতার কারণে] কমিটির সদস্যরূপে কাজ করিতে অসম্মতি জানান বা অক্ষম হন;
 - (খ) [উপযুক্ত আদালত কর্তৃক] দেউলিয়া ঘোষিত হন;
 - (গ) এইরূপ কোন অপসারণে দোষী সাব্যস্ত হন বা [উপযুক্ত আদালত কর্তৃক] এইরূপ কোন আদেশ পালনে বাধ্য হন, যাহা সরকারের মতে তাহাকে উক্ত কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করিবার অযোগ্য প্রতিপন্ন করে; অথবা
 - (ঘ) কমিটির বিনা অনুমতিতে কমিটির তিনটি উপর্যুপরি বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন।
- (২) অনুরূপভাবে অপসারিত কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সরকার এইরূপভাবে অপসারিত কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সরকার এইরূপ মেয়াদ নির্দিষ্ট করিতে পারিবেন যাহার মধ্যে উক্ত ব্যক্তি পুনরায় নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

২২। সদস্যদের পদত্যাগ

কমিটির কোন সদস্য সরকারের নিকট লিখিত নোটিশ দিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং উক্ত পদত্যাগপত্র গৃহীত হইলে তাহার পদ শূন্য হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২৩। নৈমিত্তিক পদরিক্তি

২০ ধারার (৩) উপ-ধারা অনুসারে কোন সদস্যের পদ শূন্য বলিয়া ঘোষণা করা হইলে, অথবা ২১ ধারা মতে তাহাকে অপসারণের দরুন ঐ পদ খালি হইলে, অথবা তিনি ২২ ধারা মতে ইস্তফা দিলে, অথবা তাহার মৃত্যু হইলে ১৯ ধারা অনুসারে তাহার স্থলে একজন নতুন সদস্য নিয়োগ করা হইবে এবং উক্ত সদস্য পূর্বকার সদস্যের পদ এইভাবে খালি না হইলে, তাহার কার্যকালের মেয়াদ পর্যন্ত কার্যকর থাকিবেন।

তবে শর্ত এই যে, কমিটির কোন কার্য কেবল এই কারণে অসিদ্ধ হইবে না যে কমিটির এইরূপে কার্য পরিচালনাকালীন সদস্যের সংখ্যা ১৯ ধারায় উল্লিখিত কমিটির সদস্য সংখ্যা হইতে কম ছিল।

২৪। কমিটির সভায় কোরাম এবং সভাপতি

[(১) কমিটির সভায় কোরাম গঠনের জন্য কমপক্ষে কমিটির ৬ (ছয়) জন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে এবং কোরাম পূর্ণ না হইলে চেয়ারম্যান সভা স্থগিত করিয়া সংশ্লিষ্ট সদস্যদেরকে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পরবর্তীকালে সভার তারিখ নোটিশের মাধ্যমে জানাইয়া দিবেন এবং অনুরূপ মূলতবি সভার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কোরাম হওয়ার প্রয়োজন নেই।]

(২) [চেয়ারম্যানের] অনুপস্থিতিতে কমিটির সভায় উপস্থিত একজন সদস্যকে নির্বাচিত করিলে তিনি কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন যাহার সমসংখ্যক ভোটের সকল ক্ষেত্রে একটি দ্বিতীয় বা কাস্টিং ভোট থাকিবে।

^১ প্রস্তাবিত

^২ প্রস্তাবিত

^৩ প্রস্তাবিত

^৪ “ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২ এর ধারা ২৫ উপ-ধারা (১)” এর পরিবর্তে “নিম্নরূপ ওয়াক্ফ আইনের ধারা ২৪ উপ-ধারা (১)” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^৫ “প্রশাসক” শব্দটির পরিবর্তে “চেয়ারম্যান” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

১৪[২৫। সদস্যদের ভ্রমণভাতা

এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের জন্য সভায় উপস্থিত হইলে এবং তাহার কর্তব্য সম্পাদনের জন্য ভ্রমণ করিতে হইলে ওয়াক্ফ প্রশাসকের সুপারিশক্রমে সরকার সময়ে সময়ে নির্ধারিত ন্যায়সঙ্গত হারে সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে ভাতা প্রদান করিতে হইবে।]

১৫[জেলা ওয়াক্ফ কমিটি

২৬। জেলা ওয়াক্ফ কমিটি প্রতিষ্ঠা

এই আইন অনুসারে জেলার ওয়াক্ফ ও তাহাদের তহবিল সঠিকভাবে পরিচালনা করিতে এবং জেলা ওয়াক্ফ কমিটি যাহাতে তাহার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে পারেন সেইজন্য প্রশাসক এবং ওয়াক্ফ উপদেষ্টা কমিটির কাজে সহায়তা ও পরামর্শ দানের উদ্দেশ্যে সরকার প্রতিটি জেলায় একটি ওয়াক্ফ কমিটি গঠন করিবে যাহাকে বলা হইবে “জেলা ওয়াক্ফ কমিটি”।

২৭। জেলা কমিটির গঠন

জেলা কমিটি গঠিত হইবে, নিম্নোক্তরূপে-

আহ্বায়ক

(ক) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক

এবং

সদস্যবৃন্দ

(খ) সংশ্লিষ্ট জেলা ইসলামী ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক;

(গ) স্থানীয় সরকার ও জেলা ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী;

(ঘ) জেলার সমাজকল্যাণ উপপরিচালক;

(ঙ) একটি প্রশিক্ষিত ইমাম বা ইসলামী শরিয়ার উপর ভাল দখল আছে এমন একজন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ;

(চ) ওয়াক্ফ প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন মুতাওয়াল্লী; এবং

সদস্য সচিব

(ছ) জেলা ওয়াক্ফ পরিদর্শক।

২৮। সদস্য অপসারণ

ওয়াক্ফ উপদেষ্টা কমিটির আদেশ কর্তৃক জেলা কমিটির যে কোন বেসরকারি/অনানুষ্ঠানিক সদস্যকে অপসারণ করিতে পারিবেন, যদি তিনি-

(ক) শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতার কারণে কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করিতে অসম্মতি জানান বা অক্ষম হন;

(খ) উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন;

“ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২ এর ধারা ২৬” এর পরিবর্তে “নিম্নরূপ ওয়াক্ফ আইনের ধারা ২৫” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

“প্রস্তাবিত।

(গ) এইরূপ কোন অপসারণে দোষী সাব্যস্ত হন বা উপযুক্ত আদালত কর্তৃক এইরূপ কোন আদেশ পালনে বাধ্য হন, যাহা ওয়ার্ফ উপদেষ্টা কমিটির মতে তাকে জেলা কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করিবার অযোগ্য প্রতিপন্ন করে।

২৯। সদস্যদের পদত্যাগ

জেলা কমিটির কোন বেসরকারি সদস্য ওয়ার্ফ উপদেষ্টা কমিটির নিকট লিখিত নোটিশ দিয়া পদত্যাগ করিতে পারেন। অতঃপর ওয়ার্ফ উপদেষ্টা কমিটি উক্ত পদত্যাগ গ্রহণ করিলে ঐ সদস্য তাহার পদ খালি করিয়াছেন বলিয়া বিবেচনা করা হইবে।

৩০। নৈমিত্তিক পদরিক্তি

কোন বেসরকারি সদস্য এর পদ শূন্য হইলে, অথবা ২৮ ধারা মতে তাকে অপসারণের দরুন ঐ পদ খালি হইলে, অথবা তিনি ২৯ ধারা মতে ইস্তফা দিলে, অথবা তাহার মৃত্যু হইলে ২৭ ধারা অনুসারে তাহার স্থলে একজন নতুন সদস্য নিয়োগ করা হইবে এবং উক্ত সদস্য পূর্বকার সদস্যের পদ এইভাবে খালি না হইলে, তাহার কার্যকালের মেয়াদ পর্যন্ত কার্যকর থাকিবেন।

তবে শর্ত এই যে, কমিটির কোন কার্য কেবল এই কারণে অসিদ্ধ হইবে না যে কমিটির এইরূপে কার্য পরিচালনাকালীন সদস্যের সংখ্যা ২৭ ধারায় উল্লিখিত কমিটির সদস্য সংখ্যা হইতে কম ছিল।

৩১। জেলা কমিটির সভায় কোরাম এবং সভাপতি

- (১) আহ্বায়কের সহিত আলোচনা করিয়া সদস্য-সচিব এজেন্ডাসহ ৭ (সাত) দিনের নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে বৎসরে অন্তত ৩ (তিন) বার কমিটির সভা আহ্বান করিবেন।
- (২) জেলা কমিটির সভায় কোরাম গঠনের জন্য কমপক্ষে কমিটির ৪ (চার) জন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে। কোরাম পূরণে ব্যর্থ হইলে সদস্যদের নোটিশের মাধ্যমে পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের জন্য বৈঠক মুলতবি হইবে এবং মুলতবি সভায় কার্যক্রমের জন্য কোরামের প্রয়োজন হইবে না।
- (৩) আহ্বায়ক হিসাবে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, অথবা, তাহার অনুপস্থিতিতে কমিটির সভায় উপস্থিত একজন সদস্যকে নির্বাচন করিলে তিনি কমিটির প্রত্যেক সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং সকল সম-ভোটের ক্ষেত্রে তাহার দ্বিতীয় অথবা কাস্টিং ভোট প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৩২। সদস্যদের ভ্রমণভাতা

এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের জন্য সভায় উপস্থিত হইলে এবং তাহার কর্তব্য সম্পাদনের জন্য ভ্রমণ করিতে হইলে ওয়ার্ফ প্রশাসকের সুপারিশক্রমে সরকার সময়ে সময়ে নির্ধারিত ন্যায়সঙ্গত হারে সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে ভাতা প্রদান করিতে হইবে।

৩৩। জেলা কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

এই আইনের বিধান এবং বিধিমালা সাপেক্ষে, জেলা কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিম্নোক্ত কার্যকে অন্তর্ভুক্ত করিবে:

- (ক) ওয়ার্ফ তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন গ্রহণ;
- (খ) কোন প্রশাসককে ওয়ার্ফ সম্পত্তি অব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অবহিতকরণ; এবং
- (গ) স্পষ্টভাবে প্রদত্ত এই আইনের কর্তৃক বা অধীন অথবা ওয়ার্ফ উপদেষ্টা কমিটির মাধ্যমে কমিটির উপর আরোপিত অন্যান্য ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পাদন।]

তৃতীয় অধ্যায় প্রশাসক এবং উপদেষ্টা কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

৩৪। প্রশাসকের সাধারণ ক্ষমতা ও কার্যাবলী

এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধানসমূহ সাপেক্ষে প্রশাসকের ক্ষমতা এবং কার্যাবলী নিম্নলিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে-

- (ক) ওয়াক্ফ এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তির প্রকৃতি এবং আকার সম্বন্ধে তদন্ত ও স্থির করা এবং সময়ে সময়ে মুতাওয়াল্লীগণ হইতে হিসাব বিবরণী ও তথ্য তলব করা;
- (খ) যে উদ্দেশ্যে এবং যাহাদের উপকারার্থে ওয়াক্ফ সৃষ্টি করা হয়েছিল, অথবা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা ছিল সেই উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ সম্পত্তি এবং তাহা হইতে অর্জিত আয় নির্বাহ করা হইতেছে কি না তাহা সুনিশ্চিত করা;
- (গ) যথাযথ ওয়াক্ফ প্রশাসনের জন্য নির্দেশ দান করা;
- [(ঘ) যেখানে মুতাওয়াল্লী অফিস, ৩৯ ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীন শূন্য হইয়াছে বা মুতাওয়াল্লীর কোন কার্যক্রম নেই তখন সেখানে ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনা কমিটি একটি কমিটি গঠন করিবেন যেখানে সদস্যদের সংখ্যা ৬ (ছয়) জনের কম নয় এবং ৯ (নয়) জনের অধিক নয় এবং যেখানে কোন ওয়াক্ফ পরিচালনার সুবিধাভোগীদের হইতে এক তৃতীয়াংশ সদস্য নিয়োগ করিবেন এবং এই আইন অনুযায়ী তিনি কোন ওয়াক্ফের ভার গ্রহণ করিলে তিনি স্বয়ং কিংবা তাহার দ্বারা অনুমোদিত কোন ব্যক্তিগণের দ্বারা তাহা পরিচালনা করিবেন বা করাইবেন এবং এই জাতীয় সম্পত্তি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন];
- [(ঙ) ওয়াক্ফ সম্পত্তি হইতে আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধির যে কোন নির্দেশনা দেওয়ার অবদান ও সুবিধাভোগীদের ভাতা, ব্যবস্থাপনা কমিটির আশ্রয়ক অথবা মুতাওয়াল্লীর বেতন পুনঃনির্ধারণ এবং ওয়াক্ফ দলিলে বেতনের বিধান না থাকিলে মুতাওয়াল্লীর বেতন নির্ধারণ];
- (চ) বর্তমানে প্রচলিত কোন আইন অনুযায়ী কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি আহরণ করা হইলে এর দরুন ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত টাকা তিনি স্বয়ং কিংবা নির্দেশ দান করিয়া মুতাওয়াল্লী কর্তৃক যথাযথভাবে একই রকম উদ্দেশ্যে (যদি সম্ভব হয়) বিনিয়োগ করা; এবং
- (ছ) সাধারণত এমন ধরনের কাজ সম্পাদন করিবেন যাহা ওয়াক্ফ যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হইতে পারে।

৩৫। উপদেষ্টা কমিটির সাধারণ ক্ষমতা ও কার্যাবলী

- (১) এই আইনের বিধানাবলী এবং ইহার অধীনে প্রণীত বিধিসমূহের শর্তে উপদেষ্টা কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলীর নিম্নলিখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত হইবে-
- (ক) ওয়াক্ফ অথবা যে কোন বৈধ কর্তৃপক্ষের নির্দেশের অনুপস্থিতিতে ওয়াক্ফ সম্পত্তি আয়ের কোন অংশ ওয়াক্ফের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বন্টন করা হইবে তাহা ঘোষণা করা;
- (খ) কিভাবে ওয়াক্ফের বাড়তি আয় কাজে লাগানো যায় তাহা ঘোষণা করা;

“ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২ এর ধারা ২৭ দফা (ঘ)” এর পরিবর্তে “নিম্নরূপ ওয়াক্ফ আইনের ধারা ৩৪ দফা (ঘ)” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

“ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২ এর ধারা ২৭ দফা (ঙ)” এর পরিবর্তে “নিম্নরূপ ওয়াক্ফ আইনের ধারা ৩৪ দফা (ঙ)” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

প্রস্তাবিত

(গ) ওয়াক্ফ দলিলের শর্তাবলীর সহিত অথবা ওয়াক্ফের ইচ্ছার সহিত অসমঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে এইরূপ বিষয়াদি যথাযথভাবে পরিচালনা করিবার জন্য কর্মসূচিসমূহ যোজন, পরিবর্তন অথবা পুনঃপরীক্ষা করা; এবং

(ঘ) এই আইনের দ্বারা বা অধীনে ব্যক্তভাবে প্রদত্ত বা অপিত অন্য কোন ক্ষমতা ও কার্যাবলী প্রয়োগ ও সম্পাদনা করা।

২(ক) উপদেষ্টা কমিটি এই মর্মে সন্তুষ্ট হইবে যে, কোথাও কোন জমি, যাহা একটি ওয়াক্ফ সম্পত্তি, যাহার উন্নয়ন সম্ভব, যেমন শপিং সেন্টার, বাজার, আবাসিক ফ্ল্যাট এবং এই রকম কোন কিছু, এইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়াক্ফের মৃতওয়াল্লীর উপর নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তাহাকে প্রয়োজনীয় নোটিশ দিতে পারেন, কিন্তু যাহা ৬০ (ষাট) দিনের কম নয়, এই রকম উন্নয়ন কাজ তিনি চালাইতে ইচ্ছুক কি না।

(খ) উত্তর বিবেচনাক্রমে, যদি থাকে, উপ-ধারা ২(ক) এর অধীনে, নোটিশ প্রাপ্তির পর উপদেষ্টা কমিটি এই মর্মে সন্তুষ্ট হইবে যে, মৃতওয়াল্লী নোটিশ মোতাবেক কার্যকর করিতে ইচ্ছুক না বা নির্বাহ করিতে সক্ষম না, ইহা সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সম্পত্তি গ্রহণ করিতে পারে, কোন ভবন বা কাঠামো খালি করিতে পারে যাহা উপদেষ্টা কমিটির মতে কাজ সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজনীয় এবং ওয়াক্ফ তহবিল হইতে বা ওয়াক্ফ সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা হইতে উত্থাপিত হইতে পারে, যাহা এই ধারার অধীন কমিটি যথাযোগ্য সব খরচ এবং সুদসহ, অনুরূপ সময় পর্যন্ত সম্পত্তি পরিচালনার জন্য দরকার, তেমন কাজ করিতে এবং সম্পত্তির উপর যথাযোগ্য অন্যান্য বৈধ পরিবর্তন, রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যয়, সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয় হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিটির সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত গড় বার্ষিক আয়ের পরিমাণ বছরে সংশ্লিষ্ট ওয়াক্ফ এর মৃতওয়াল্লীকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিবে;

(গ) উপ-ধারা ২(খ) তে সন্নিবেশিত সব খরচ, উন্নত সম্পত্তির আয় হইতে সমন্বয় করিবার পর, উন্নত সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট ওয়াক্ফের মৃতওয়াল্লীর নিকট হস্তান্তর করা হইবে।]

৩৬। প্রশাসক এবং [উপদেষ্টা]^{২০} কমিটি ওয়াক্ফের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করিবেন, কিন্তু প্রশাসক অচল বিধানসমূহ পুনঃপরীক্ষা করিতে পারিবেন

এই আইনের অধীন ওয়াক্ফ সম্পর্কে তাহাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার এবং কর্তব্য পালন করিবার সময় প্রশাসক এবং কমিটি ওয়াক্ফ সম্পর্কিত যে কোন প্রথা বা রীতি মুসলিম আইনের অধীনে কার্যকর করিবেন।

তবে শর্ত এই যে, স্বত্বভোগীদের স্বার্থে ওয়াক্ফের উদ্দেশ্যে অগ্রবর্তী করিবারকালে ওয়াক্ফ দলিলের যে সকল বিধান সময়ের কোন এক বিন্দুর দিকে যাওয়ার জন্য বা পরিবর্তিত অবস্থার জন্য অকার্যকর হয় বা কার্যকর অসম্ভব হইয়া পড়ে তাহা কমিটি পুনঃপরীক্ষা করিতে পারিবে।

৩৭। প্রশাসক কর্তৃক^{২১}[উপদেষ্টা] কমিটির ক্ষমতা প্রয়োগ

(১) [উপদেষ্টা] কমিটির সকল কার্য ও সিদ্ধান্তসমূহ প্রশাসকের আদেশের দ্বারা কার্যকর করা হইবে।

(২) এই আইন দ্বারা বা অধীনে কমিটিকে প্রদত্ত বা আরোপিত যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবার জন্য কমিটি সময়ে সময়ে প্রশাসককে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

***]

^{২০} প্রস্তাবিত

^{২১} প্রস্তাবিত

^{২২} প্রস্তাবিত

^{২৩} প্রস্তাবিত

^{২৪} “উপ-ধারা (৩)” বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৩৮। উপ-প্রশাসক এবং সহকারী প্রশাসকগণের ক্ষমতা এবং কার্যাবলী

সরকার এবং প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে উপ-প্রশাসক এবং সহকারী প্রশাসকগণ এই আইন অনুসারে সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে প্রশাসক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে কর্তব্য অর্পণ করেন বা নির্দিষ্ট করে দেন তাহা উপ-প্রশাসক এবং সহকারী প্রশাসক সম্পাদন করিতে পারিবেন।

৩৯। কতিপয় ক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লীকে অপসারণ এবং বিশ্বাস ভঙ্গের জন্য তাহার দায়-দায়িত্ব

(১) এই আইনে অথবা বর্তমানে প্রচলিত অন্য কোন আইনের বিধানে বলবত থাকা সত্ত্বেও প্রশাসক স্বেচ্ছায়, অথবা যে কোন ব্যক্তির দরখাস্তের উপর একজন মুতাওয়াল্লীকে নিয়া বর্ণিত কারণসমূহের দরুন অপসারণ করিতে পারেন, যদি কোন মুতাওয়াল্লী-

(ক) বিশ্বাস ভঙ্গ করিবার, অবৈধ কার্যকলাপের অথবা অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিবার জন্য; অথবা

(খ) কোন কার্যের দরুন ওয়াক্ফ সম্পত্তির কোন ক্ষতিসাধন করা, অথবা যথাযথ কার্য-পরিচালনা করায় ওয়াক্ফ নিয়ন্ত্রণ অথবা সংরক্ষণে হানি করা; অথবা

“(গ) এই আইনের ধারা ৬৯ এর অধীন বা একটি উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অন্য কোন আইনের অধীনে যে কোন অপরাধের জন্য মুতাওয়াল্লী একাধিকবার দন্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে এবং ৬ (ছয়) মাসের বেশি সময়ের জন্য কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইলে এবং এই ধরনের অপরাধ নৈতিক স্থলন জনিত বা দেউলিয়া বা অপ্রকৃতিস্থ ঘোষণা হিসাবে করিলে,] অথবা

(ঘ) যদি বর্তমানের মুতাওয়াল্লী অনুপযুক্ত, অদক্ষ, অমনোযোগী, অথবা অন্য প্রকারে অবাঞ্ছিত বলিয়া বিবেচিত হন।

তবে শর্ত এই যে, কোন মুতাওয়াল্লী এইভাবে অপসারণ করিবার আদেশ দেওয়ার আগে তাকে নিজের বক্তব্য রাখিবার সুযোগ দিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুসারে প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র মুতাওয়াল্লীকে তাহার ভার বুঝাইয়া না দেওয়া পর্যন্ত তাহার কোন আপিল গ্রহণ করা হইবে না।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আপিলের আদেশের বিরুদ্ধে উক্ত আদেশের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে পুনঃবীক্ষণ করা যাইবে, এবং এই বিষয়ে হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

“(৪) কোন মুতাওয়াল্লী মৃত্যুবরণ করিলে অথবা অপসারণ করা হইলে, অথবা মুতাওয়াল্লী পদত্যাগ করিলে এবং তাহার পদত্যাগপত্র গৃহীত হইলে, প্রশাসক স্থানীয় প্রথা ও রীতি অথবা ওয়াক্ফ দলিলের নির্দেশ অনুসারে তাহার স্থলে একজন নুতন মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করিতে পারিবেন যাহার নিকট কোন ওয়াক্ফ দলিলের অনুপস্থিতিতে প্রশাসক ধারা ৩৪ দফা (ঘ) এর অধীনে ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে অথবা বিদায়ী মুতাওয়াল্লী প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নগদ অর্থ তদসম্পর্কিত যাবতীয় কাগজপত্রসহ ওয়াক্ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও দখল হস্তান্তর করিবেন।]

(৫) উপ-ধারা (৪) অধীনে যদি ব্যবস্থাপনা কমিটি অথবা বিদায়ী মুতাওয়াল্লী নগদ অর্থ তদসম্পর্কিত যাবতীয় কাগজপত্রসহ ওয়াক্ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও দখল উত্তরাধিকারী মুতাওয়াল্লীর নিকট হস্তান্তর করিতে ব্যর্থ হন অথবা অস্বীকার করেন তাহা হইলে উত্তরাধিকারী মুতাওয়াল্লী অথবা প্রশাসক ডেপুটি কমিশনারের নিকট

“ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২ এর ধারা ৩২দফা (গ)” এর পরিবর্তে “নিম্নরূপ ওয়াক্ফ আইনের ধারা ৩৯ দফা (গ)” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

“ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২ এর ধারা ৩২উপ-ধারা (৪)” এর পরিবর্তে “নিম্নরূপ ওয়াক্ফ আইনের ধারা ৩৯ উপ-ধারা (৪)” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

আবেদন করিতে পারিবেন, যিনি ব্যবস্থাপনা কমিটি অথবা বিদায়ী মুতাওয়াল্লীকে উচ্ছেদ করিবেন এবং নগদ অর্থ তদসম্পর্কিত যাবতীয় কাগজপত্রসহ ওয়াক্ফ সম্পত্তির দখল উত্তরাধিকারী মুতাওয়াল্লী অথবা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করিবেন।

- (৬) যখন কোন মুতাওয়াল্লী বিশ্বাস ভঙ্গ করেন, অথবা ওয়াক্ফ সম্পত্তির ক্ষতিসাধনমূলক কোন কাজ করেন, তখন তাহাকে ওয়াক্ফ সম্পত্তির অথবা এর স্বত্বভোগীদের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য দায়ী থাকিবেন।

৪০। ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে প্রশাসকের ক্ষমতা

এই আইনের অন্য কোন স্থানে বা বর্তমানে প্রচলিত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন অথবা কোন ওয়াক্ফ দলিলে কিংবা কোন চুক্তিপত্রে বিপরীত কোন বিধান থাকা সত্ত্বেও প্রশাসক সরকার ও কমিটির পূর্ব অনুমোদনক্রমে ওয়াক্ফের উন্নতি ও সুবিধার জন্য ওয়াক্ফ সম্পত্তির যে কোন অংশ বিক্রয়, বন্ধক, বিনিময় বা ইজারার মাধ্যমে হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

৪১। বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রশাসক ওয়াক্ফ সম্পত্তির কার্যভার গ্রহণ করিতে পারিবেন

- (১) এই আইনের অন্য কোন স্থানে অথবা বর্তমানে প্রচলিত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অথবা কোন আদালতের ডিক্রি বা আদেশ, অথবা কোন দলিল দস্তাবেজে কোন বিধান থাকিলেও [যদি উপদেষ্টা কমিটি ওয়াক্ফের উন্নতি ও সুবিধার জন্য প্রয়োজন মনে করে] তাহা হইলে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রশাসক ওয়াক্ফের অন্তর্গত সেই সম্পত্তি যাহাতে মন্দির, বেদী, দরগাহ, ইমামবাড়া, অথবা অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত উহাদের পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন।

[তবে শর্ত থাকে যে, ক্ষেত্রমত ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক অথবা মুতাওয়াল্লীর রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসনিক ধারণা এবং অনুরূপ একটি আদেশ দানের পূর্বে প্রস্তাবিত কর্মের বিরুদ্ধে শুনানীর সুযোগ দেওয়া হইবে।]

- (২) (১) উপ-ধারামতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর যতশীঘ্র সম্ভব প্রশাসক ওয়াক্ফ সম্পত্তির দখল এবং তদসংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র নির্ধারিত তারিখেই অর্পণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়াক্ফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লীর প্রতি নোটিশ জারি করিবেন এবং যদি মুতাওয়াল্লী নির্ধারিত তারিখে তাহা অর্পণ করিতে ব্যর্থ হইলে প্রশাসক ডেপুটি কমিশনারের নিকট আবেদন করিবেন এবং সেই অনুযায়ী ডেপুটি কমিশনার উক্ত মুতাওয়াল্লীকে উৎখাত করিবেন এবং প্রশাসককে ওয়াক্ফ সম্পত্তির দখল বুঝাইয়া দিবেন।

- (৩) উপ-ধারা (১) অনুসারে তাহার দ্বারা গৃহীত ওয়াক্ফ সম্পত্তি প্রশাসক তাহার অধস্তন কোন অফিসার, অথবা কোন প্রতিনিধির অথবা সরকারি মুতাওয়াল্লীর মাধ্যমে বা তিনি প্রয়োজন মনে করিলে মন্দির, মঠ, দরগাহ, ইমামবাড়া, অথবা অপরাপর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একটি নির্বাহী সমিতি নিয়োগ করিয়া উহা পরিচালনা করাইতে পারিবেন।

- (৪) উপ-ধারা (৩) অনুসারে ব্যবস্থাপনা কমিটি নিযুক্ত হইলে সংশ্লিষ্ট ওয়াক্ফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী, ব্যবস্থাপক, অথবা প্রকৃত দানশীল (যদি থাকেন) এবং ডেপুটি কমিশনার অথবা তাহার প্রতিনিধি উক্ত কমিটির সদস্য হইবেন এবং এইরূপ প্রত্যেক কমিটির চেয়ারম্যান ও সম্পাদক উক্ত কমিটির সদস্যগণ হইতে প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

- (৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রশাসক কর্তৃক গৃহীত কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার জন্য উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিযুক্ত অফিসার, অথবা প্রতিনিধি, অথবা সরকারি মুতাওয়াল্লী অথবা ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রশাসকের অনুমোদন সাপেক্ষে যতদূর সম্ভব ওয়াক্ফের ইচ্ছার সহিত এবং ওয়াক্ফের শর্তাবলীর সহিত সম্পাদনা রাখিয়া এবং এই আইনের বিধানাবলী অনুসারে অনুরূপ ওয়াক্ফ সম্পত্তির উন্নতির জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন যাহা প্রশাসক তাহার বিবেচনানুযায়ী রূপান্তরিত করিতে পারিবেন।

^{১০} প্রস্তাবিত

^{১১} প্রস্তাবিত

(৬) (১) উপ-ধারার অধীন প্রশাসক তৎকর্তৃক একটি সমস্ত ওয়াক্ফ সম্পত্তির পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন এবং প্রশাসন ও তদুদ্দেশ্যে তাহার সংস্থাপন খরচসহ উক্ত সম্পত্তির আয় ও ব্যয়ের হিসাব রাখিবেন এবং প্রশাসক কর্তৃক তাহার নিয়ন্ত্রনাধীন ও ব্যবস্থাপনাধীন অনুরূপ সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রাপ্ত ও আদায়কৃত সকল অর্থ ওয়াক্ফ তহবিলে জমা হইবে।

৪২। প্রশাসকের আদেশ বা বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে দরখাস্ত এবং আপিল

(১) মুতাওয়াল্লী অথবা যে সম্পত্তি সম্পর্কে ৪১ ধারার (১) উপ-ধারার অধীন বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে দাবিদার কোন ব্যক্তি অনুরূপ বিজ্ঞপ্তির দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বা অনুরূপ আদেশ প্রদানের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে, উক্ত ওয়াক্ফ সম্পত্তি বা এর অংশ বিশেষের উপর এখতিয়ার সম্পন্ন ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনালের নিকট এই মর্মে ঘোষণা প্রদানের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন যে-

(ক) উক্ত সম্পত্তি ওয়াক্ফ সম্পত্তি নয়; বা

(খ) উক্ত সম্পত্তি ওয়াক্ফ সম্পত্তি, তবে তাহা আবেদনে বর্ণিত সীমার অন্তর্গত।

(২) ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল পক্ষগণের বক্তব্য শুন্য পর যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ দান করিতে পারিবেন, অথবা তিনি যদি মনে করেন যে উক্ত আবেদন অযথা বিরক্তি ও বিলম্বের উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে তবে তিনি কোন সাক্ষীকে হাজির হইতে বা কোন দলিল পেশ করিতে বাধ্য করিবার জন্য কোন পরওয়ানা ইস্যু করিয়া তাহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং আবেদন সংক্ষিপ্তভাবে খারিজ করিয়া দিতে পারিবেন।

(৩) (২) উপ-ধারার অধীনে «[ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনালের] সিদ্ধান্তের দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি অনুরূপ আদেশ প্রদানের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৪) «[ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনালের] সিদ্ধান্ত, কিংবা আপিলের ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৩। ডেপুটি কমিশনার অথবা অপরাপরগণের মাধ্যমে ক্ষমতা প্রয়োগ

এই উদ্দেশ্যে প্রণীত কোন বিধির শর্ত সাপেক্ষে এই আইন বলে প্রশাসক তাহার উপর ন্যস্ত ক্ষমতার যে কোন সংশ্লিষ্ট ওয়াক্ফ সম্পত্তি যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলার ডেপুটি কমিশনারের মাধ্যমে অথবা তাহার দ্বারা এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং তাহার কোন ক্ষমতা সময়ে সময়ে অনুরূপ ডেপুটি কমিশনার বা উপরিউক্ত অন্যান্য ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে অর্পণ করিতে পারিবেন এবং যে কোন সময় এইরূপ প্রতিনিধি নিয়োগ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

৪৪। অনুসন্ধান অথবা হিসাব নিরীক্ষা করিবার জন্য দরখাস্ত

যে কোন ওয়াক্ফে কোন ব্যক্তির স্বার্থ থাকিলে তিনি ওয়াক্ফের পরিচালনা অথবা এর পরীক্ষা ও নিরীক্ষা করিবার ব্যাপারে একটি হলফনামার দ্বারা সমর্থিত দরখাস্ত প্রশাসকের নিকট দাখিল করিতে পারিবেন; এবং প্রশাসক উক্ত দরখাস্ত পাওয়ার পর এবং উহাতে বর্ণিত তথ্যসমূহের সত্যতা সম্বন্ধে যদি উহা বিশ্বাস করিবার ন্যায়সঙ্গত কারণ দেখেন যে ওয়াক্ফের সম্পত্তি সঠিকভাবে পরিচালনা করা হইতেছে না, তাহা হইলে তিনি উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

তবে শর্ত এই যে, হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরখাস্ত উক্ত দরখাস্ত দাখিল করিবার সময় হইতে ৩ (তিন) বৎসরের অধিককাল সময়ের আগেকার সময়ে দাখিল করা যাইবে না।

৯ “জেলা জজ” শব্দটির পরিবর্তে “ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

১০ “জেলা জজ” শব্দটির পরিবর্তে “ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৪৫। এই আইনের অধীন প্রশাসকের তদন্তের ক্ষমতা

- (১) ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধির অধীনে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতার অনুরূপ অত্র আইনের অধীনে কোন তদন্তের উদ্দেশ্যে প্রশাসক সমন জারি ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাক্ষীগণকে হাজির হইতে বাধ্য করিবার, তাহাদেরকে পরীক্ষা করিবার, দলিলপত্র দাখিলের জন্য বাধ্য করিবার এবং সাক্ষীগণের পরীক্ষার জন্য কমিশন ইস্যু করিবার ক্ষমতার অধিকারী হইবে।
- (২) প্রশাসক দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারার উদ্দেশ্যে একজন সরকারি কর্মচারী এবং ১৮৯৮ সনের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯৫ ধারা ও ৩৫ পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্যে দেওয়ানী আদালত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৬। অব্যবস্থা হইতে ওয়াক্ফকে রক্ষাকরণ

৩৬ ধারার অধীন তদন্ত করিবার পর প্রশাসক যদি এই অভিমত পোষণ করেন যে, ওয়াক্ফ সম্পত্তির ব্যাপারে এমনভাবে অব্যবস্থা হইয়াছে যাহার ফলে উক্ত ওয়াক্ফ সম্পত্তির অথবা এর স্বার্থভোগীদের স্বার্থ রক্ষার্থে উহার উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ অথবা তত্ত্বাবধান প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি ৩৩ ধারার বিধানানুসারে নিজে এর পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন অথবা তিনি যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবেন সেইরূপ কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উক্ত ওয়াক্ফ সম্পত্তি এই আইনের কোন বিধানাবলীর আওতাভুক্ত করিতে পারিবেন।

৪৭। নির্দেশের জন্য মুতাওয়াল্লীর দরখাস্ত করিবার ক্ষমতা

- (১) যে কোন মুতাওয়াল্লী ওয়াক্ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অথবা প্রশাসনের ব্যাপারে অথবা ওয়াক্ফ দলিলের কোন বিষয়ের ব্যাখ্যাকরণের জন্য প্রশাসকের নিকট তাহার মতামত, উপদেশ ও নির্দেশের জন্য আবেদন করিতে পারিবে এবং প্রশাসক উক্ত বিষয়াদি সম্পর্কে তাহার অভিমত, উপদেশ ও নির্দেশ দিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, প্রশাসক যদি প্রশ্নটি যথোপযুক্তভাবে নিষ্পত্তি করিতে না পারেন, তাহা হইলে যে এলাকায় ওয়াক্ফ সম্পত্তি বা এর অংশ অবস্থিত সেই এলাকার ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনালের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করিতে পারিবেন; অতঃপর মুতাওয়াল্লী উক্ত ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনালে আবেদন করিলে ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (২) ও (৩) অনুযায়ী উক্ত ব্যাপারে অভিমত, উপদেশ ও নির্দেশ দিবেন।

- (২) (১) উপ-ধারার অধীন দরখাস্ত পাওয়ার পর প্রশাসক অবিলম্বে এর উপর তাহার অভিমত, উপদেশ বা নির্দেশ দিবেন, অথবা দরখাস্তের শুনানীর জন্য একটি তারিখ ধার্য করিবেন এবং এর একটি অনুলিপি ও তৎসহ উক্ত নির্ধারিত তারিখ সম্বন্ধে ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের উপর নোটিশ জারি করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন অথবা তিনি যেরূপে উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপে তথ্য প্রকাশ করিবেন।

- (৩) (২) উপ-ধারার অধীন নির্ধারিত যে কোন তারিখে অথবা শুনানী মূলতবী থাকিলে পরবর্তীকালে যে কোন তারিখে প্রশাসক তাহার অভিমত, উপদেশ বা নির্দেশ দেওয়ার পূর্বে দরখাস্ত সম্পর্কে উপস্থিত সকল ব্যক্তিদের শুনানীর জন্য ন্যায়সঙ্গত সুযোগ দিবেন।

- (৪) প্রশাসকের কিংবা ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল অভিমত, উপদেশ অথবা নির্দেশ অনুসারে কার্য সম্পাদনকারী প্রত্যেক মুতাওয়াল্লী তাহার দায়িত্ব মোতাবেক দরখাস্তের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপে অভিমত উপদেশ অথবা নির্দেশ লাভের জন্য কোন মুতাওয়াল্লী প্রতারণা অথবা কোন তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন রাখিবার বা মিথ্যা বর্ণনার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে অতঃপর এমন কিছু বর্ণিত হয় নাই যাহা তাহাকে ক্ষতিপূরণ করা হইতে রেহাই দিবে।

৪৮। সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টি

সরকারকে অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে খাজনা, অভিকর এবং কর প্রদানের নিমিত্ত এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তি রক্ষণের জন্য বিধান করিবার উদ্দেশ্যে প্রশাসক যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় হইতে সেইরূপ কায়দায় একটি সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টি ও সংরক্ষণের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

৪৯। মুতাওয়াল্লীর খেলাপের ক্ষেত্রে পাওনা প্রদানের ক্ষমতা

- (১) সরকার কিংবা যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের খাজনা, অভিকর এবং কর প্রদান করিতে কোন মুতাওয়াল্লী অস্বীকার করিলে কিংবা প্রদান না করিলে প্রশাসক ওয়াক্ফ তহবিল হইতে পাওনা প্রদান করিবেন; এবং তাহা ওয়াক্ফ সম্পত্তি হইতে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইতে পারিবেন এবং মুতাওয়াল্লীর নিকট হইতে পাওনার উপর ১২% (শতকরা সাড়ে বার) টাকা হারে ক্ষতিপূরণও আদায় করিতে পারিবে।
- (২) (১) উপ-ধারার অধীন পাওনা যে কোন পরিমাণ অর্থ সরকারি দাবী আদায় আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৩নং আইন)- এর অধীন সরকারি দাবী হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৫০। কতিপয় ক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লী নিয়োগের ক্ষমতা

কোন ওয়াক্ফ মুতাওয়াল্লী না থাকিলে অথবা প্রশাসকের মতানুসারে ওয়াক্ফ দলিলের শর্তাবলী অনুযায়ী মুতাওয়াল্লী নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকিলে, অথবা মুতাওয়াল্লী পদের উত্তরাধিকারী একজন নাবালক, মস্তিষ্ক বিকৃতি অথবা কোন আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকিলে প্রশাসক এই ব্যাপারে উপযুক্ত মনে করিলে ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে নোটিশ দিয়া কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একজন মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি এইরূপ নিয়োগের দ্বারা সংক্ষুদ্ধ হইলে নোটিশ প্রাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে [ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনালের] নিকট আপিল করিতে পারিবেন এবং [ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনালের] সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৫১। সরকারি মুতাওয়াল্লী নিয়োগ

এই আইনে বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে অথবা কোন দলিল দস্তাবেজে যাহাই বলা থাকুক না কেন ওয়াক্ফ সম্পত্তি এবং এর সহিত সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনবোধে ওয়াক্ফ প্রশাসক পারিশ্রমিক ও অন্যান্য বিষয়ে যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ শর্তাবলী সাপেক্ষে সরকারি মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত এই যে অনুরূপ নিয়োগের জন্য প্রশাসককে [উপদেষ্টা]^{১১} কমিটির পূর্বানুমতি নিতে হইবে।

৫২। নথি পরিদর্শন এবং নকল মঞ্জুরী

- (১) প্রশাসক নির্ধারিত ফি ও শর্তাধীনে তাহার অফিসের কার্যবিবরণী অথবা অন্যান্য নথি পরিদর্শন ও উহাদের নকল সংগ্রহ করার অনুমতি প্রদান করিতে পারেন। নকলসমূহ প্রশাসক কর্তৃক অথবা তদুদ্দেশ্যে প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসার কর্তৃক সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ সনের ধারা ৭৬ অনুযায়ী প্রত্যায়িত হইবে।
- (২) যে কোন স্বত্বভোগী অথবা ওয়াক্ফে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তি প্রশাসকের অনুমতিক্রমে ওয়াক্ফ সংক্রান্ত কার্যবিবরণী অথবা অন্য কোন রেকর্ড পরিদর্শন করিতে অথবা উহাদের অনুলিপি বা নকল সংগ্রহ করিবার অধিকারী হইবেন।
- (৩) প্রশাসক তাহার নিজ বিবেচনা মতে কোন আগন্তুককে ওয়াক্ফ সংক্রান্ত অনুরূপ কার্যবিবরণী অথবা অন্যান্য রেকর্ড পরিদর্শন করিতে ও উহাদের নকল সংগ্রহের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

^{১১} “জেলা জজ” শব্দটির পরিবর্তে “ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১২} “জেলা জজ” শব্দটির পরিবর্তে “ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৩} প্রস্তাবিত

৫৩। কোন কার্য সম্পাদনের জন্য সময় বর্ধিতকরণ

প্রশাসক সময়ে সময়ে এই আইন অনুযায়ী যে সময়ের মধ্যে কার্য সম্পাদন করা প্রয়োজন অথবা যে সময়সীমার মধ্যে সম্পাদন করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে উহা বর্ধিত করিতে পারিবেন।

চতুর্থ অধ্যায় ওয়াক্ফের তালিকাভুক্তি

৫৪। ওয়াক্ফের তালিকাভুক্তি

(১) এই আইন প্রবর্তনের সময়ে বর্তমান অথবা প্রবর্তনের পর সৃষ্ট সকল ওয়াক্ফ প্রশাসকের অফিসে তালিকাভুক্ত হইবে।

(২) তালিকাভুক্তির জন্য মুতাওয়াল্লীকে আবেদন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ওয়াক্ফে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তি অনুরূপ তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(৩) প্রশাসক যেরূপ নির্ধারণ করিবেন সেইরূপ ফরম ও পদ্ধতিতে এবং স্থানে তালিকাভুক্তির জন্য ডেপুটি কমিশনার অথবা অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার কিংবা ওয়াক্ফ পরিদর্শকের কার্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে এবং যতদূর সম্ভব তাহাতে নিম্নলিখিত বিবরণ থাকিবে-

- (ক) ওয়াক্ফ সম্পত্তি সনাক্তকরণের জন্য পর্যাপ্ত বর্ণনা;
- (খ) অনুরূপ সম্পত্তির সর্বমোট বার্ষিক আয়;
- (গ) ওয়াক্ফ সম্পত্তি বাবদ প্রতি বছরের প্রদেয় রাজস্ব, অভিকর ও করের পরিমাণ;
- (ঘ) প্রাপ্ত বিবরণের ভিত্তিতে ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় আদায়ের জন্য বার্ষিক খরচের অনুমতি হিসাব;
- (ঙ) ওয়াক্ফ-এর অধীন নিম্নলিখিত কাজের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ-
 - (অ) মুতাওয়াল্লীর বেতন ও অন্যান্য লোকের ভাতা;
 - (আ) সম্পূর্ণ ধর্মীয় উদ্দেশ্যে;
 - (ই) দাতব্য উদ্দেশ্যে;
 - (ঈ) অন্য কোন উদ্দেশ্যে; এবং
- (চ) প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন বিবরণ।

“তবে শর্ত এই যে, যেখানে আবেদনপত্র জমা দেওয়া হয় সেখানের আবেদনপত্রের কপি বা অনুলিপি জেলা ওয়াক্ফ কমিটি বরাবর প্রেরণ করিতে হইবে।”

(৪) অনুরূপ প্রত্যেকটি আবেদনপত্রের সহিত ওয়াক্ফ দলিলের একটি সত্যায়িত অনুলিপি থাকিবে, আর যদি অনুরূপ কোন দলিল সম্পাদিত না হইয়া থাকে, অথবা এর অনুলিপি পাওয়া না যায় তবে অন্যরূপ প্রত্যেকটি আবেদনপত্রে আবেদনকারীর জানা মতে ওয়াক্ফ এর প্রারম্ভ, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ বিধৃত থাকিবে এবং স্বত্বলিপির (খতিয়ান) কপি বা অনুলিপি, যদি কোন, ওয়াক্ফ সম্পত্তি হিসাবে সম্পত্তিগুলি লিপিবদ্ধ থাকিবে।]

“ প্রস্তাবিত
“ প্রস্তাবিত
“ প্রস্তাবিত

(৫) কোন সম্পত্তি ওয়াক্ফ সম্পত্তিরূপে তালিকাভুক্তিকরণের সুপারিশের পূর্বে তালিকাভুক্তির জন্য প্রত্যেকটি আবেদন পাইয়া «জেলা কমিটি»কে অনুরূপ সম্পত্তি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কিংবা সরকারের খাস সম্পত্তি কি না তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। যদি «জেলা কমিটি» তালিকাভুক্তির উদ্দেশ্যে যুক্তিসঙ্গত সময়ে দেখেন যে অনুরূপ সম্পত্তি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা সরকারের তাহা হইলে আবেদনকারীকে সেই অনুযায়ী জানাইতে হইবে এবং যদি আবেদনকারী এর বিপরীতে দেওয়ানী আদালতের কোন সিদ্ধান্ত জমা দিতে না পারে তাহা হইলে তালিকাভুক্তির আবেদনপত্র বাতিল করা হইবে।

(৬) (৫) উপ-ধারার অধীনে, যেক্ষেত্রে তালিকাভুক্তির আবেদন নাকচ করা হয় নাই, সেক্ষেত্রে প্রশাসক, ওয়াক্ফ তালিকাভুক্তির পূর্বে আবেদনের যথার্থ্য ও বৈধতা এবং উহাতে বিধৃত কোন বিবরণের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন, সেইরূপ করিতে পারিবেন; এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তি প্রশাসনকারী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি আবেদন করিলে প্রশাসক ওয়াক্ফ তালিকাক্তির পূর্বে ওয়াক্ফ সম্পত্তির প্রশাসনকারীকে আবেদনের নোটিশ প্রদান করিবেন এবং তিনি তাহার বক্তব্য পেশ করিতে চাহিলে তাহা শুনিবেন।

(৭) এই আইন যে তারিখে বলবৎ হইবে তাহার আগে সৃষ্ট ওয়াক্ফ-এর ক্ষেত্রে, যদি না ইতিমধ্যে তালিকাভুক্তি হইয়া থাকে, তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন ঐ তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে করিতে হইবে এবং ঐ তারিখের পরবর্তীকালে সৃষ্ট ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে ওয়াক্ফ সৃষ্টির তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে তালিকাভুক্তির আবেদন করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উইলগত ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে, যদি না ইতিমধ্যে তালিকাভুক্তি হইয়া থাকে, আইন বলবৎ হওয়ার তারিখ বা উইলকারীর মৃত্যুর তারিখ, এই ২ (দুই) ঘটনার যেটি পরে ঘটিবে সেই তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে তালিকাভুক্তির আবেদন করিতে হইবে।

(৮) (২) উপ-ধারার অধীন দাখিলকৃত প্রত্যেকটি আবেদন ইংরেজী বা বাংলা ভাষায় লিখিত হইবে এবং ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধিতে আরজি স্বাক্ষর ও প্রত্যয়নের জন্য যে রীতির ব্যবস্থা রহিয়াছে সেই রীতি অনুযায়ী স্বাক্ষর ও প্রত্যয়ন করিতে হইবে।

(৯) যদি আবেদনকারী আবেদনপত্রে স্বাক্ষর বা উহা প্রত্যয়ন করিবার জন্য নোটিশ প্রাপ্ত হইয়াও তাহা করিতে অস্বীকার করেন তবে ৫৫ ধারার অধীন রক্ষিত রেজিস্টারে সেই মর্মে একটি নোট লিখে রাখা হইবে।

৫৫। ওয়াক্ফসমূহের রেজিস্টার প্রশাসক

প্রশাসক ওয়াক্ফের একটি রেজিস্টার রাখিবেন যাহাতে প্রত্যেক ওয়াক্ফ সম্পর্কীয় দলিল এবং নিম্নবর্ণিত বিবরণাদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে:

(ক) মুতাওয়াল্লীর নাম;

(খ) ওয়াক্ফ দলিলের অধীন অথবা প্রথা কিংবা রীতি অনুসারে মুতাওয়াল্লীর পদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে প্রবর্তিত বিধিসমূহ;

(গ) সকল ওয়াক্ফ সম্পত্তি এবং ওয়াক্ফ সংক্রান্ত স্বত্বনামা ও দলিলাদি সম্পর্কিত;

(ঘ) প্রশাসনের পরিকল্পনের বিবরণসমূহ এবং তালিকাভুক্তির সময়ে ব্যয়ের পরিমাণ; এবং

(ঙ) অপরাপর বিবরণাদি যাহা প্রশাসক নির্দিষ্ট করিয়া দেন।

“প্রশাসক” শব্দটির পরিবর্তে “জেলা কমিটি” শব্দদ্বয় প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

“ডেপুটি কমিশনার” শব্দটির পরিবর্তে “জেলা কমিটি” শব্দদ্বয় প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৫৬। ওয়াক্ফ তালিকাভুক্তিকরণের এবং রেজিস্ট্রার সংশোধন করিবার ক্ষমতা

প্রশাসক অথবা জেলা কমিটি স্বেচ্ছায় অথবা কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ৫৪ ধারার (৫) উপ-ধারা মতে প্রত্যাগিত আবেদনের উপর মুতাওয়াল্লীকে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করিতে অথবা ওয়াক্ফ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিতে নির্দেশ দান করিতে পারিবে অথবা নিজেই এই ধরনের তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং যে কোন ওয়াক্ফ তালিকাভুক্তি করাইতে পারেন বা পুনরায় শুরু করাইতে পারেন অথবা যে কোন সময়ে রেজিস্ট্রার সংশোধন করিতে পারিবেন।

৫৭। কোন সম্পত্তি ওয়াক্ফ সম্পত্তি হইলে তৎসংক্রান্ত নির্দেশ

কোন বিশেষ সম্পত্তি ওয়াক্ফ সম্পত্তি কি না সেই সম্পর্কে যে কোন প্রশ্ন প্রশাসক কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

তবে শর্ত এই যে, মুতাওয়াল্লী কিংবা যে কোন ব্যক্তি এই ব্যাপারে প্রশাসকের সিদ্ধান্তে অথবা আদেশে সংক্ষুব্ধ হইয়া থাকিলে তিনি উক্ত সিদ্ধান্ত অথবা আদেশ দানের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে ৩৫ ধারার (১) উপ-ধারা মতে [ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনালের]^{৩৩} নিকট তাহার বিরুদ্ধে আপিল করিতে পারিবে এবং এই জাতীয় আবেদন করা হইলে সেক্ষেত্রে ৩৫ ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৫৮। তালিকাভুক্ত ওয়াক্ফে পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

- (১) মুতাওয়াল্লীর মৃত্যু, অবসর গ্রহণ বা অপসারণের কারণে কোন তালিকাভুক্ত ওয়াক্ফ এর ব্যবস্থাপনায় কোন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য মুতাওয়াল্লী যিনি ওয়াক্ফ দলিল বা ওয়াক্ফ সংক্রান্ত প্রথা বা রীতি অনুসারে মুতাওয়াল্লী পদের উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্য বা নিজেকে যিনি যোগ্য বলিয়া মনে করেন তিনি অবিলম্বে এবং অন্য কোন ব্যক্তি, প্রশাসককে উক্ত পরিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞাত করাইবেন।
- (২) ৫৪ ধারায় বর্ণিত কোন বিবরণে অন্য কোন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, মুতাওয়াল্লী উক্ত পরিবর্তন ঘটায় তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে প্রশাসককে অনুরূপ পরিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞাত করাইবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

ওয়াক্ফের হিসাব

৫৯। ওয়াক্ফের হিসাব দাখিল

(ক) ৫৪ ধারায় উল্লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিবার পরে এবং ১৫ (পনের) সেপ্টেম্বরের পূর্বে এবং অতঃপর প্রত্যেক বছর ১৫ (পনের) জুলাইয়ের পূর্বে কোন ওয়াক্ফের প্রত্যেক মুতাওয়াল্লী প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত কায়দায় ও ভাষায় এবং বিবরণ সম্বলিত সম্পূর্ণ ও সত্য হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিবেন এবং প্রশাসকের নিকট দাখিল করিবেন যাহা ৩০শে জুন অথবা বাংলা বৎসরের শেষ দিনের এক বৎসর মেয়াদের জন্য মুতাওয়াল্লী কর্তৃক গৃহিত হইয়াছে বা খরচ করা হইয়াছে, সেই সময়ের আংশিককালের জন্য ওয়াক্ফে এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইয়াছে।

(খ) এইরূপ বিবরণীতে নিম্নলিখিত বিষয়াবলীও থাকিবে-

- (অ) তালিকাভুক্তির আবেদনপত্র, অথবা সর্বশেষ বাৎসরিক বিবৃতি দাখিল করিবার পর কত পরিমাণ, কি ধরনের অথবা ওয়াক্ফ সম্পত্তির গুণাগুণ সম্পর্কে এবং হস্তান্তর, অর্জন বা লেনদেন সম্পর্কে যে কোন প্রকার পরিবর্তন।
- (আ) ওয়াক্ফের বহির্গামী দায়-দায়িত্ব, যদি থাকে, যথা: ভাড়া, অভিকর, কর, বেতন ও ভাতাদি এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে; এবং

^{৩৩} প্রস্তাবিত

(ই) প্রশাসকের প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ যে কোন বিবরণ।

(গ) ওয়াক্ফ সম্পত্তি সম্পর্কে কোন আপীল বা কার্যধারায় «[ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল] কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হইলে «[ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল] কর্তৃক দাখিলী বিবরণের অতিরিক্ত হিসাব বিবরণী এই ধারার বিধানানুসারে প্রশাসকের নিকট তিনি দাখিল করিবেন।

৬০। ওয়াক্ফের হিসাব-নিরীক্ষা

(১) ৫৯ ধারার অধীনে প্রশাসকের নিকট দাখিলকৃত ওয়াক্ফের হিসাব বাৎসরিক কিংবা প্রশাসক কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেইরূপ সময়ের ব্যবধানে সময় সময় প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত হিসাব নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষিত ও পরীক্ষিত হইবে। ওয়াক্ফ প্রশাসকের নিরীক্ষক দল বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিয়োগ করিতে হইবে।

(২) উক্ত হিসাব-নিরীক্ষক তাহার নিরীক্ষা যথাযথভাবে সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে তাহার নিকট যে কোন হিসাব, দলিল দাখিল করিতে অথবা উক্ত হিসাব প্রস্তুতের জন্য দায়ী যে কোন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ তাহার নিকট হাজির হইতে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৩) নিরীক্ষণ সমাপনান্তে হিসাব নিরীক্ষক প্রশাসকের নিকট তাহার রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

তবে শর্ত এই যে, প্রয়োজনবোধে হিসাব নিরীক্ষক যে কোন সময় অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করিতে পারিবেন।

(৪) অপরাপর বিষয়াদির মধ্যে নিরীক্ষকের রিপোর্টে অনিয়মিত, বেআইনী অথবা ভ্রান্ত ব্যয় অথবা অর্থ আদায় করিবার অপারগতার দরুন, অথবা অবহেলা বা অসদাচারণের জন্য কোন সম্পত্তি হারান অথবা অর্থ এবং অপর যে কোন বিষয় সম্পর্কে যাহা হিসাব-নিরীক্ষক রিপোর্ট করা প্রয়োজন মনে করেন তাহা উল্লেখ থাকিবে। উক্ত রিপোর্টে নিরীক্ষকের মতে অনুরূপ খরচ বা ব্যর্থতার জন্য দায়ী ব্যক্তির নামও রিপোর্টে থাকিবে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিরীক্ষক অনুরূপ ব্যক্তির নিকট প্রাপ্য খরচ বা ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে প্রত্যয়ন করিবেন।

(৫) ওয়াক্ফের হিসাব-নিরীক্ষার ব্যয় ও তৎসহ নিরীক্ষকের ভ্রমণ ভাতার খরচ ওয়াক্ফ তহবিল হইতে পরিশোধ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা: এই ধারার এবং ৬১ ও ৬২ ধারার উদ্দেশ্যে “হিসাব নিরীক্ষক” বলিতে প্রশাসক কর্তৃক ওয়াক্ফের হিসাব-নিরীক্ষা করিবার জন্য প্রদত্ত পরিদর্শক এবং অন্য যে কোন ব্যক্তি অথবা কর্মকর্তাকে বুঝাইবে।

৬১। প্রশাসক নিরীক্ষক এর রিপোর্ট উপর আদেশ প্রদান

প্রশাসক নিরীক্ষক এর রিপোর্ট পরীক্ষা করিবেন এবং তাহাতে উল্লিখিত যে কোন বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যার জন্য যে কোন ব্যক্তিকে তলব করিতে পারে এবং তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন রিপোর্ট সম্পর্কে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৬২। প্রত্যায়িত প্রদেয় অর্থ সরকারি পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য

(১) ৬০ ধারার অধীন প্রদত্ত আদেশ দ্বারা যতক্ষণ না সার্টিফিকেট সংশোধন বা বাতিল করেন ততক্ষণ ৬০ ধারানুসারে নিরীক্ষক কর্তৃক প্রত্যায়িত প্রত্যেক অংক রিপোর্টে উল্লিখিত যে কোন ব্যক্তির নিকট পাওনা থাকিবে এবং প্রশাসক কর্তৃক ইস্যুকৃত দাবীনামা জারির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংশোধিত সার্টিফিকেট পাওনা প্রত্যেকটি অংক ঐরূপ ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত হইবে।

(২) যদি (১) উপ-ধারার বিধান মতে ঐরূপ পাওনা প্রদত্ত না হয়, তাহা হইলে সরকারি পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৩নং আইন) এর অধীন সরকারি পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

« “আদালত” শব্দটির পরিবর্তে “ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

« “আদালত” শব্দটির পরিবর্তে “ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তর

৬৩। ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তরে বাঁধা

বিপরীতে ওয়াক্ফ দলিলে অন্য যাহা কিছুই থাকুক না কেন ওয়াক্ফ-এর কোন স্থাবর সম্পত্তি মুতাওয়াল্লী কর্তৃক বিক্রয়, দান, বন্ধক বা বিনিময়, অথবা ৫ (পাঁচ) বছরের অধিক সময়ের জন্য ইজারার মাধ্যমে হস্তান্তর করা বৈধ হইবে না।]

৬৪। হস্তান্তর করিতে অনুমোদন দান করিবার জন্য প্রশাসকের ক্ষমতা

অনুরূপ উন্নতির প্রকল্প বা পরিকল্পনার সহিত ওয়াক্ফ সম্পত্তির অন্য অংশের উন্নতির জন্য ৬৩ ধারা মতে ওয়াক্ফ সম্পত্তির কিছু অংশ হস্তান্তর করিবার জন্য কোন মুতাওয়াল্লী অথবা তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসকের নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবে এবং প্রশাসক তাহার বিবেচনানুযায়ী অনুসন্ধান করিয়া নিয়মিত পদ্ধতিতে পক্ষসমূহকে নোটিশ দিয়া তাহারা তাহাদের বক্তব্য রাখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাদেরকে শুনানীর পর তাহার সুবিবেচনা মতে শর্তাদি আরোপ করিয়া তাহার অনুমোদন দান করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত এই যে, অনুরূপ অনুমোদন মঞ্জুরের জন্য প্রশাসককে [উপদেষ্টা]^{১১} কমিটির পূর্বানুমতি নিতে হইবে।

[তবে আরও শর্ত থাকে যে যেক্ষেত্রে ওয়াক্ফ দলিলে স্পষ্টভাবে বর্ণিত ক্ষমতানুসারে এই জাতীয় হস্তান্তর করিতে হইবে, সেক্ষেত্রে প্রশাসক এবং উপদেষ্টা কমিটি অনুমোদন দিতে অস্বীকার করিবেন না।]

৬৫। মুতাওয়াল্লী কর্তৃক কোন ঋণ গ্রহণ, আপোষ করা এবং অপরাপর লেনদেন সম্পর্কে বাধা নিষেধ

- (১) মুতাওয়াল্লী কর্তৃক কোন ঋণ বহন করা ওয়াক্ফ সম্পত্তির উপর কোন দায় হইবে না, যদি না ওয়াক্ফের উপকারার্থে ঐরূপ ঋণ গ্রহণের জন্য প্রশাসকের পূর্বানুমতি গ্রহণ করা হয়।
- (২) প্রশাসকের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোন মুতাওয়াল্লী ওয়াক্ফ সম্পর্কে কোন ঋণ, হিসাব, অথবা দাবী মিটমাট, আপোষ, পরিত্যাগ কিংবা সালিশে উত্থাপন করিবেন না এবং এই ব্যাপারে কোন চুক্তি বা আপোষের দলিল বা ব্যবস্থাপনা সম্পাদন করিবে না।

^{১০} “ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২ এর ধারা ৫৬” এর পরিবর্তে “নিম্নরূপ ওয়াক্ফ আইনের ধারা ৬৩” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১১} প্রস্তাবিত

^{১২} প্রস্তাবিত

সপ্তম অধ্যায় মুতাওয়াল্লী

৬৬। মুতাওয়াল্লী^{৪৪} বা ব্যবস্থাপনা কমিটি^{৪৫}র সম্পত্তি রূপান্তর এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ

ওয়াক্ফ দলিলে বিপরীত কিছু না থাকিলে, প্রত্যেক মুতাওয়াল্লী^{৪৬} [অথবা ব্যবস্থাপনা কমিটি], ওয়াক্ফ সম্পত্তির অর্থ যাহা অবিলম্বে অথবা অতি শীঘ্র ওয়াক্ফের উদ্দেশ্যানুযায়ী প্রয়োগ করা যায় না, তাহা প্রশাসক যেরূপ অনুমোদন করিবেন সেইরূপ বিনিয়োগ করিবেন এবং প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে, কোন অপ্রয়োজনীয় ধরনের ওয়াক্ফ সম্পত্তিকে অর্থে রূপান্তরিত করিয়া তাহা মুতাওয়াল্লী প্রশাসকের নির্দেশক্রমে বিনিয়োগ করিতে পারিবেন।

“[তবে শর্ত থাকে যে, ওয়াক্ফ প্রশাসক এমন বিনিয়োগ অনুমোদন করিবে না যাহা নিরাপদ নয় এবং নষ্ট হইতে পারে।]

৬৭। মুতাওয়াল্লী^{৪৭} [অথবা ব্যবস্থাপনা কমিটি] ওয়াক্ফ সম্পত্তির তহবিল হইতে কতিপয় খরচ প্রদান করিতে অধিকারী

ওয়াক্ফ দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন প্রত্যেক মুতাওয়াল্লী [বা ব্যবস্থাপনা কমিটি]^{৪৮} ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় হইতে কোন বিবরণ বা কোন সামর্থ্যের উদ্দেশ্য বা সঠিকভাবে খরচ, দলিলাদি অথবা ৫৪ ধারা মতে নকল সরবরাহের জন্য, অথবা ৬০ ধারা মতে কোন হিসাব দেওয়ার জন্য অথবা প্রশাসক কর্তৃক আবিস্কৃত অথবা তদকর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবান কোন ব্যক্তিকে তথ্য অথবা প্রয়োজনীয় দলিল দাখিল করিতে অথবা প্রয়োজনীয় ওয়াক্ফ সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য অথবা তাহার উপকারার্থে প্রয়োজনীয় খরচাদি বহন করিতে পারিবে।

৬৮। দন্ড

(১) যদি মুতাওয়াল্লী-

- (ক) তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করিতে; বা
- (খ) স্পষ্ট ও নির্ভুল হিসাব রাখিতে এবং এই আইন বলে প্রয়োজনীয় বিবরণ ও হিসাবের বিবরণী বা রিটার্ন প্রদান করিতে; অথবা
- (গ) প্রশাসক বা তাহার মনোনীত কোন ব্যক্তির প্রয়োজনীয় তথ্য বা বিবরণ সরবরাহ করিতে; অথবা
- (ঘ) প্রশাসক বা তাহার মনোনীত কোন ব্যক্তি আদেশ করিলে ওয়াক্ফ সম্পত্তির হিসাব বা রেকর্ড অথবা তৎসংক্রান্ত দলিল ও দস্তাবেজ পরিদর্শনের অনুমতি দান করিতে অথবা অনুসন্ধান ও তদন্ত অনুষ্ঠানে সহায়তা করিতে; অথবা
- (ঙ) প্রশাসক [বা ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল]^{৪৯} আদেশ করিলে কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তির দখল অর্পণ বা আদায় করিতে; অথবা
- (চ) প্রশাসক বা তাহার মনোনীত কোন ব্যক্তির নির্দেশ পালন করিতে; অথবা
- (ছ) ৭৮ ধারার অধীনে প্রদেয় চাঁদা প্রদান করিতে; অথবা
- (জ) ওয়াক্ফ দলিলের শর্ত অনুসারে ওয়াক্ফ-এর কোন স্বত্বভোগীর পাওনা পরিশোধ করিতে; অথবা

^{৪৪} প্রস্তাবিত

^{৪৫} প্রস্তাবিত

^{৪৬} প্রস্তাবিত

^{৪৭} প্রস্তাবিত

^{৪৮} প্রস্তাবিত

^{৪৯} প্রস্তাবিত

- (ঝ) স্বত্বভোগী বা ওয়াক্ফ দলিলের স্বত্ব অনুসারে ওয়াক্ফ-এ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকে হিসাব এবং ওয়াক্ফ এর ব্যবস্থা এবং বিষয়াবলি সম্পর্কে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভুল তথ্য পরিবেশন করিতে; অথবা
- (ঞ) ওয়াক্ফ দলিলের শর্ত অনুসারে কোন মসজিদ বা অন্যান্য ধর্মীয়, দাতব্য ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার তত্ত্বাবধান, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের জন্য অর্থ প্রদান করিতে; অথবা
- (ট) কোন সরকারি পাওনা পরিশোধ করিতে; অথবা
- (ঠ) [উপদেষ্টা]^{১০} কমিটির সহিত সহযোগিতা করিতে এবং দায়িত্ব পালনে নির্দেশাবলী পালন করিতে; অথবা
- (ড) ওয়াক্ফ সম্পত্তির স্বত্ব রক্ষা করিতে এবং সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে; অথবা
- (ঢ) এই আইন বলে বা এর অধীনে আইনসঙ্গতভাবে তাহার অন্য যে কাজ করিতে হইবে তাহা করিতে ব্যর্থ হন এবং [ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনালকে]^{১১} এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে না পারেন যে, তাহার ব্যর্থতার জন্য যুক্তিসঙ্গত কারণ বর্তমান ছিল, তবে তিনি [১০,০০০/- (দশ হাজার)]^{১২} টাকা জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত হইবে বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহা ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত হইতে পারে অথবা উভয়ই হইতে পারে।

তবে শর্ত থাকে যে, মুতাওয়াল্লী যখন এই আইনের ৭৮ ধারার অধীন প্রদেয় চাঁদা দিতে ব্যর্থতার জন্য অভিযুক্ত হইবেন, তখন জরিমানার পরিমাণ উর্ধ্বে [২০০০/- (দুই হাজার)] টাকা চাঁদা ব্যর্থতার জন্য অভিযুক্ত হইবেন, তখন জরিমানার পরিমাণ উর্ধ্বে [২০০০/- (দুই হাজার)] টাকা শর্ত সাপেক্ষে পাওনা ও অপরিশোধিত চাঁদার পরিমাণের দ্বিগুনের কম হইবে না।

- (২) মুতাওয়াল্লী যদি (১) উপ-ধারার (খ) বা (গ) দফায় বর্ণিত এইরূপ কোন বিবরণী, রিটার্ন বা তথ্য সরবরাহ করেন, যাহা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মিথ্যা, ভ্রান্তিপূর্ণ, ভুল বা অসত্য বলিয়া তিনি জানেন বা বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে তবে তিনি [২০০০/- (দুই হাজার)] টাকা জরিমানায় এবং তাহা অনাদায়ে ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
- (৩) (১) ও (২) উপ-ধারার এবং ৭০ ধারার অধীন [ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল] কর্তৃক আরোপিত জরিমানা আদায় করা হইলে তাহা ওয়াক্ফ তহবিলে প্রদান ও জমা করা হইবে।

৬৯। কোন কোন অবস্থায় মুতাওয়াল্লী কর্তৃক সম্পত্তি ক্রয় করা সরকারি কর্মচারীর পক্ষে অবৈধ কার্য বলিয়া বিবেচনা করা এবং উহা প্রত্যর্পণ করিবার জন্য তাহাকে নির্দেশ দান করা

যদি কোন মুতাওয়াল্লী ইচ্ছাকৃতভাবে এবং অসাধুপায়ে কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি খাজনা, অভিকর অথবা করের বকেয়ার দরুন বিক্রয় করিতে অনুমতি দেন এবং অতঃপর উহা তাহার নিজের নামে অথবা অপরের নামে খরিদ করেন, তবে মুতাওয়াল্লী কর্তৃক এরূপ ক্রয় বাতিল হইবে এবং ৩৯ ধারার (১) উপ-ধারার মর্মার্থে অবৈধ কার্য এবং বিশ্বাসভঙ্গ বলিয়া গণ্য করা হইবে; এবং এমতাবস্থায় ঐ সম্পত্তি তাহার উত্তরাধিকারীকে দখল অর্পণ করিতে অথবা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে এর জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দান করিতে প্রশাসক নির্দেশ দিবেন।

^{১০} প্রস্তাবিত

^{১১} প্রস্তাবিত

^{১২} “জরিমানা ২০০০০/- (বিশ হাজার) টাকা” এর পরিবর্তে “১০০০০/- (দশ হাজার) টাকা” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৩} “জরিমানা ২০০০০/- (বিশ হাজার) টাকা” এর পরিবর্তে “২০০০/- (দুই হাজার) টাকা” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৪} “জরিমানা ২০০০০/- (বিশ হাজার) টাকা” এর পরিবর্তে “২০০০/- (দুই হাজার) টাকা” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৫} “জরিমানা ২০০০০/- (বিশ হাজার) টাকা” এর পরিবর্তে “২০০০/- (দুই হাজার) টাকা” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{১৬} “আদালত” শব্দটির পরিবর্তে “ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৭০। বিদায়ী মুতাওয়াল্লীর বিরুদ্ধে শাস্তি

এই আইনের বিধানানুযায়ী যদি কোন বিদায়ী মুতাওয়াল্লী ওয়াক্ফ সম্পর্কীয় ব্যবস্থাপনার এবং হিসাবাদি, দলিলাদি, নথিপত্রাদি ও ওয়াক্ফের নগদ অর্থ বিষয়ক কাগজাদি তাহার উত্তরবর্তী মুতাওয়াল্লীকে হস্তান্তর করিতে অপারগ হন অথবা অস্বীকার করেন এবং ওয়াক্ফের জমির উৎপন্ন ফসলাদি এবং ঐ সম্পত্তির দখল সমর্পণ না করেন, তবে তাহাকে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানায় এবং উহা অনাদায়ে ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইবে।

৭১। অনধিকার প্রবেশকারী এবং দুষ্কৃতিকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

(১) যদি কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে শরিকদার অথবা একক স্বত্বভোগী অথবা উহাতে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অপর কোন ব্যক্তি অথবা কোন আগন্তুক কোন উপদ্রবের সৃষ্টি করে, অথবা শান্তিপূর্ণভাবে ওয়াক্ফের কিংবা কোন প্রকারে ব্যবস্থাপনায় তৎসংলগ্ন কোন প্রতিষ্ঠানে কোন প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করে, অথবা মুতাওয়াল্লীকে বা অপর কাউকে, বা ঐ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রশাসক কর্তৃক নিয়োজিত ব্যবস্থাপনা কমিটিকে শান্তিপূর্ণভাবে ওয়াক্ফের সম্পত্তি দখল রাখিতে বাধা দান করে, অথবা ঐ সম্পত্তিতে অনিধিকার প্রবেশ করে, তাহা হইলে প্রশাসক উক্ত বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ডেপুটি কমিশনারের নিকট আবেদন করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনপত্র গ্রহণ করিবার পর ডেপুটি কমিশনার উক্ত অনধিকার প্রবেশকারীকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া ২ (দুই) মাসের মধ্যে উচ্ছেদ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) অনুসারে ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে উৎখাত করা হইলে, তিনি উক্ত উৎখাতের দিন হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে ঐ উৎখাতের বিরুদ্ধে [ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনালের] নিকট আপিল করিতে পারিবেন এবং এই আপিলে [ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনালের] আদেশই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭২। মুতাওয়াল্লীর পদত্যাগ, অবসর গ্রহণ বা অপসারণ

(১) প্রশাসকের অনুমতি ব্যতীত মুতাওয়াল্লী তাহার চাকুরী হইতে পদত্যাগ বা অবসর গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(২) যদি মুতাওয়াল্লী মুতাওয়াল্লীর পদ হইতে অবসর গ্রহণের প্রস্তাব করেন বা পদত্যাগ করেন বা অব্যাহতির আবেদন করেন, তাহা হইলে তাহাকে অবসর গ্রহণের অনুমতি দান করা হইবে না বা তাহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হইবে না বা তাহাকে অব্যাহতি দান করা হইবে না, যদি তিনি তাহার অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ বা অব্যাহতির তারিখে হিসাবের বিবরণী দাখিল না করেন এবং তাহা নিরীক্ষিত না হয় এবং যদি তিনি উক্ত তারিখ পর্যন্ত ৭৯ ধারার অধীন প্রদেয় চাঁদা পরিশোধ না করেন।

৭৩। প্রশাসকের বিনা অনুমতিতে মুতাওয়াল্লী [বা ব্যবস্থাপনা কমিটি] তাহার দায়িত্ব অন্যের নিকট অর্পণ করিতে পারিবেন না

প্রশাসকের অনুমতি ব্যতীত মুতাওয়াল্লী [বা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য] কাউকেও তাহার পদ বা তাহার কোন দায়িত্ব অর্পণ করিবেন না।

^{৭০} “জরিমানা ২০০০০/- (বিশ হাজার) টাকা” এর পরিবর্তে “৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{৭১} প্রস্তাবিত

^{৭২} “জেলা জজ” শব্দটির পরিবর্তে “ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{৭৩} “জেলা জজ” শব্দটির পরিবর্তে “ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

^{৭৪} প্রস্তাবিত

^{৭৫} প্রস্তাবিত

তবে শর্ত থাকে যে, স্বাধীনভাবে কোন কার্য সম্পাদনের জন্য নয় বরং কেবল আদেশ অনুযায়ী কাজ করিবার জন্য কোন এটর্নী বা প্রক্সি নিয়োগ এই ধারার তাৎপর্য্যধীনে অর্পণ হইবে না।

৭৪। যৌথ মুতাওয়াল্লী এককভাবে কাজ করিতে পারে না

যেক্ষেত্রে ওয়াক্ফ-এর একের অধিক মুতাওয়াল্লী রহিয়াছে, সেখানে ওয়াক্ফ দলিলে অন্যরূপ কিছু না থাকিলে, তাহারা সকলে যৌথভাবে তাহাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পাদন করিবেন।

৭৫। বিবেচনামূলক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ

যেখানে মুতাওয়াল্লী [অথবা ব্যবস্থাপনা কমিটি]^{১১} উপর অর্পিত স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা যুক্তিসঙ্গতভাবে ও সরল বিশ্বাসে প্রয়োগ করা না হয় সেখানে অনুরূপ ক্ষমতা প্রশাসক প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

৭৬। মুতাওয়াল্লীর পারিশ্রমিক

যেখানে ওয়াক্ফ দলিলে মুতাওয়াল্লী পদের জন্য কোন পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা নেই, অথবা যেখানে ব্যবস্থিত অর্থের পরিমাণ অপরিপূর্ণ, সেখানে প্রশাসক মুতাওয়াল্লীর আবেদনক্রমে ওয়াক্ফ-এর নীট আয়ের এক দশমাংশের অনধিক অর্থ তাহার পারিশ্রমিকরূপে নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

৭৭। প্রশাসক কর্তৃক ইমামের বেতন নির্ধারণ এবং নিয়োগ ও অপসারণ

- (১) প্রশাসক সাধারণ বা বিশেষ আদেশের দ্বারা ওয়াক্ফ-এর অধীনস্থ মসজিদের ইমামের নিম্নতম যোগ্যতা ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ করিতে পারিবেন; এবং প্রত্যেক মুতাওয়াল্লী বা কোন ব্যক্তি বা ওয়াক্ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত [ব্যবস্থাপনা কমিটি]^{১২} এই উদ্দেশ্যে তাহার নির্দেশাবলী পালন করিবেন।
- (২) বর্তমানে কর্মরত ইমাম যদি অযোগ্য, অনুপযুক্ত বা যথোপযুক্ত নন বলিয়া বিবেচিত হন, তাহা হইলে প্রশাসক প্রয়োজন মনে করিলে তাহাকে অপসারণ করিয়া নিজেই ওয়াক্ফ-এর অধীন মসজিদের ইমাম নিয়োগ করিতে পারিবেন।

অষ্টম অধ্যায়

অর্থায়ন

৭৮। প্রশাসকের অফিসে প্রদেয় চাঁদা

- (১) প্রত্যেক ওয়াক্ফের মুতাওয়াল্লী [অথবা ব্যবস্থাপনা কমিটি]^{১৩} ওয়াক্ফের প্রকৃত আয়ের শতকরা ৫ (পাঁচ) টাকা হারে বাৎসরিকভাবে প্রশাসকের অফিসে চাঁদা প্রদান করিবেন।
- (২) কোন বিশেষ ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে এবং এর স্বার্থে প্রশাসক ঐরূপ চাঁদার হার এমন সময়ের জন্য কমাইতে বা মওকুফ করিতে পারিবেন যাহা তিনি উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন যদি কোন কারণে সংশ্লিষ্ট ওয়াক্ফের আয় এতই কমে যায় যাহার জন্য ঐরূপ হ্রাসকরণ বা মওকুফকরণ সমর্থন করা যায়।
- (৩) ওয়াক্ফ দলিলের বিধানাবলীর শর্তে (১) উপ-ধারার অধীন মুতাওয়াল্লী [অথবা ব্যবস্থাপনা কমিটি]^{১৪} কর্তৃক প্রদেয় চাঁদা ওয়াক্ফ হইতে আর্থিক ও সুবিধাদি পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন।

^{১১} প্রস্তাবিত

^{১২} প্রস্তাবিত

^{১৩} প্রস্তাবিত

^{১৪} প্রস্তাবিত

কিন্তু এইরূপ যে কোন ব্যক্তির চাঁদার অধিক হইতে পারিবে না, এই আনুপাতিক হার অনুরূপ ব্যক্তির গ্রহণযোগ্য সুবিধাদি হিসাবে ওয়াক্ফের আয় হইতে প্রদান করিতে হইবে।

তবে শর্ত এই যে, এই আইন অনুসারে যদি ওয়াক্ফের অতিরিক্ত আয় থাকে অথবা চাঁদা ছাড়া পাওনা হিসাবে প্রদেয় অর্থ অথবা ওয়াক্ফ দলিল অনুসারে প্রদেয় অর্থের অতিরিক্ত আয় থাকে তাহা হইলে উক্ত আয় হইতে প্রদেয় চাঁদা প্রদান করিতে হইবে।

(৪) (১) উপ-ধারার অধীন ওয়াক্ফ সম্পর্কে প্রদেয় চাঁদা কিংবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অথবা ওয়াক্ফ সম্পত্তির অথবা এর আয়ের উপর সংবিধিবদ্ধ প্রধান ব্যয়ের শর্ত ওয়াক্ফের আয়ের উপর প্রধান ব্যয় হইতে এবং উহা সরকারি পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৩নং আইন) এর বিধান মতে আদায়যোগ্য হইবে।

(৫) যদি কোন মুতাওয়াল্লী [অথবা ব্যবস্থাপনা কমিটি] বকেয়া ওয়াক্ফের আয় আদায় করেন এবং চাদ প্রদান না করেন অথবা প্রদান করিতে অস্বীকার করেন তাহা হইলে তিনি উক্ত চাঁদার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন যাহা উপরোল্লিখিত কায়দায় তাহার নিকট হইতে অথবা সম্পত্তি হইতে আদায় করা যাইবে।

(৬) যেক্ষেত্রে কোন মুতাওয়াল্লী বকেয়া চাঁদা প্রদান না করিয়া মারা যান কিংবা অবসর গ্রহণ করেন তাহা হইলে পরবর্তী উত্তরাধিকার মুতাওয়াল্লী ওয়াক্ফের আয় হইতে ঐরূপ বকেয়া প্রদানের জন্য দায়ী থাকিবে।

(৭) রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভূ-সম্পত্তি নাই অথবা সম্পত্তি থাকিলেও বছরে [১০,০০০/- (দশ হাজার)] টাকার কম আয় হয় এইরূপ সকল মসজিদের [মুতাওয়াল্লী অথবা ব্যবস্থাপনা কমিটি] (১) উপ-ধারার অধীন যে কোন চাঁদা আদায় হইতে অব্যাহতি পাইবে।

৭৯। প্রশাসক ঋণ নিতে পারিবেন

(১) এই আইনের বিধানসমূহ কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে সরকারের পূর্বানুমতি নিয়া সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ও শর্তাবলী সাপেক্ষে প্রশাসক ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত ঋণের শর্তাবলী অনুযায়ী প্রশাসক এবং এতদ্ সম্পর্কিত সুদ ও খরচাসহ ঋণ নেওয়া টাকা [ওয়াক্ফ তহবিল হইতে] ফেরত দিতে পারিবেন।

(২) ওয়াক্ফ তহবিলের জামানতে প্রশাসক ঋণ নিতে পারিবেন না।

৮০। ওয়াক্ফ তহবিল

(১) প্রশাসক কর্তৃক তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন ও ব্যবস্থাপনায় যাবতীয় সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ এবং এই আইনের অধীনে আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে যাবতীয় অর্থ দ্বারা “ওয়াক্ফ তহবিল” নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে।

(২) [উপ-ধারা (১) এর অধীনে অর্থ প্রাপ্তি ছাড়াও সরকার দ্বারা ৮১ তে খরচ মেটানোর পরিবর্তে বাৎসরিক “ওয়াক্ফ তহবিল” এ টাকা প্রদানের অনুমোদন দিবেন।]

(৩) ওয়াক্ফ তহবিল অর্থ প্রদান, উক্ত তহবিলে গৃহিত অর্থ প্রশাসক কর্তৃক বিনিয়োগ এবং এইরূপ অর্থের হেফাজত ও বন্টন নিয়ন্ত্রণ করিয়া সরকার বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(৪) (২) উপ-ধারার বিধানাবলীর শর্তে ওয়াক্ফ তহবিল প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে।

১১ প্রস্তাবিত

১২ “৩০০/- (তিনশত)” এর পরিবর্তে “১০০০০/- (দশ হাজার)” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

১৩ প্রস্তাবিত

১৪ প্রস্তাবিত

১৫ প্রস্তাবিত

৮১। ওয়াক্ফ তহবিলে প্রয়োগ

(১) ওয়াক্ফ তহবিল প্রয়োগ করিতে হইবে-

- (ক) ৫ ধারার অধীন ওয়াক্ফ সম্পত্তি জরিপের খরচ প্রদানের জন্য;
- (খ) ৭৯ ধারার অধীন গৃহিত ঋণ ফেরত দানের জন্য এবং এর উপর সুদ প্রদানের জন্য;
- (গ) ওয়াক্ফ তহবিল নিরীক্ষার খরচ প্রদানের জন্য;
- (ঘ) প্রশাসক, উপ-প্রশাসক এবং সহকারী প্রশাসকের বেতন ও ভাতাদি প্রদানের জন্য;
- (ঙ) ১৬ ধারার অধীন প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত অফিসার ও কর্মচারীগণের বেতন ও ভাতা প্রদান করিবার জন্য;
- (চ) প্রশাসক, উপ-প্রশাসক, সহকারী প্রশাসক, প্রশাসকের অফিসের জন্য অফিসার ও কর্মচারীদের এবং কমিটির সদস্যদেরকে ভ্রমণ ভাতা প্রদান করার জন্য;
- (ছ) প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত সংস্থাপনের খরচ প্রদানের জন্য;
- (জ) এই আইনের অধীন অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনের এবং অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের নিমিত্তে প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত যাবতীয় খরচ প্রদানের জন্য; এবং
- (ঝ) মসজিদ পুনঃনির্মাণ এবং মেরামতের খরচ প্রদানের জন্য ।

(২) (১) উপ-ধারায় উল্লেখিত খরচ পরিশোধ করিবার পর যদি কিছু অর্থ উদ্ধৃত থাকে তাহা হইলে ওয়াক্ফের উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রশাসক ওয়াক্ফ সম্পত্তির উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং রক্ষার জন্য এবং অন্য ধর্মীয় ও দাতব্য কার্যের জন্য ঐরূপ উদ্ধৃতের যে কোন অংশ ব্যবহার করিতে পারিবেন ।

(৩) (ক) ৯২ ধারার বিধানাবলীর অধীন প্রশাসক কর্তৃক প্রাপ্ত সকল অর্থ প্রশাসক গৃহসম্পত্তি, ভূমি এবং অন্য সম্পত্তি ক্রয়ের করিবার জন্য বিনিয়োগ করিতে পারিবেন ।

(খ) যদি ঐরূপ ক্রয় তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা না হয় তাহা হইলে এই ধরনের অর্থ পূর্বোক্ত সম্পত্তি ক্রয় না করা পর্যন্ত প্রশাসক যেভাবে উপযুক্ত মনে করেন সেভাবে সরকারি লগ্নীপত্রে বা অন্য কোন অনুমোদিত লগ্নীপত্রে বিনিয়োগ করিতে পারিবেন এবং এই ধরনের বিনিয়োগের উপর কোন সুদ বা অন্য কোন লাভ ওয়াক্ফে বর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণ করিবার লক্ষ্যে ওয়াক্ফ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করিবার জন্য প্রশাসক নির্দেশ দান করিবেন ।

৮২। ওয়াক্ফ তহবিলের হিসাব

প্রশাসক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ওয়াক্ফ তহবিলের প্রাপ্তি ও প্রদানের হিসাব রাখিবেন এবং উহা সময়ে সময়ে নিরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষার জন্য দাখিল করিবেন ।

৮৩। ওয়াক্ফ তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা

(১) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত নিরীক্ষক দ্বারা প্রতি বছর ওয়াক্ফের হিসাব নিরীক্ষা ও পরীক্ষা করিতে হইবে ।

(২) নিরীক্ষক লিখিত নোটিশ দ্বারা তাহার সম্মুখে যে কোন দলিল হাজির করিতে অথবা হিসাব প্রস্তুতের জন্য দায়ী কোন ব্যক্তিকে তাহার সম্মুখে হাজির হইতে নির্দেশ দিতে পারিবেন যাহাতে তিনি নিরীক্ষা কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তাহার প্রয়োজন মত তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন ।

(৩) নিরীক্ষা কার্য সমাপ্তির পর, নিরীক্ষক সরকারের নিকট একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবেন:

তবে শর্ত এই যে, নিরীক্ষক উপযুক্ত মনে করিলে যে কোন সময় অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন দাখিল করিতে পারিবেন।

(৪) অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে নিরীক্ষকের প্রতিবেদনে সকল অনিয়মতাত্ত্বিক অবৈধ অথবা ভ্রান্ত ব্যয় অথবা অর্থ বা অন্য সম্পত্তি আদায়ের ব্যর্থতা অথবা লোকসান অথবা অর্থের অথবা অবহেলার বা খারাপ পরিচালনার দ্বারা অন্য কোন সম্পত্তি অপচয় এবং অন্য কোন বিষয় যাহা নিরীক্ষক রিপোর্ট করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন, তাহার উল্লেখ থাকিবে। উক্ত প্রতিবেদনে আরও থাকিবে যে, নিরীক্ষকের মতানুসারে কোন ব্যক্তি এই ধরনের ব্যয় অথবা ব্যর্থতার জন্য দায়ী এবং এইরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে ঐরূপ ব্যক্তি কর্তৃক কি পরিমাণ খরচ ও লোকসান প্রদেয় হইবে।

৮৪। নিরীক্ষকের রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার আদেশ দিবেন

সরকার নিরীক্ষকের প্রতিবেদন পরীক্ষা করিবেন এবং উহাতে বর্ণিত যে কোন বিষয় সম্পর্কে যে কোন ব্যক্তির কৈফিয়ত তলব করিতে পারিবেন এবং প্রতিবেদন সম্পর্কে যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ দিতে পারিবেন।

৮৫। প্রত্যায়িত পাওনা অর্থ সরকারি পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য

(১) ৮৩ ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তির নিকট হইতে পাওনা অর্থ সম্পর্কে নিরীক্ষকের প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকিলে যদি না উক্ত সার্টিফিকেট ৮৪ ধারার অধীন সরকার কর্তৃক সংশোধিত বা বাতিলকৃত হয় তাহা হইলে সংশোধিত সার্টিফিকেট অনুযায়ী প্রদেয় প্রত্যেক অঙ্কের অর্থ সরকার কর্তৃক দাবীর নোটিশ পাওয়ার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) যদি (১) উপ-ধারার বিধানানুসারে এইরূপ পাওনা পরিশোধ করা না হয় তাহা হইলে তাহা সরকারি পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৩নং আইন)-এর অধীনে সরকারি পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

নবম অধ্যায় বিচারিক কার্যাবলী

৮৬। কতিপয় ওয়াক্ফ মামলায় ডিক্রিজাত অর্থ ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনালে জমাদান

যেক্ষেত্রে কোন ওয়াক্ফের অধীন, অথবা পক্ষে, দাবীকৃত খাজনার অথবা অন্য কোন প্রতিকারের জন্য ডিক্রি প্রদান করা হয় বা অনুরূপ কোন ডিক্রী কোন আদালত কর্তৃক জারি করা হয়, সেক্ষেত্রে ৫৪ ধারার অধীন ওয়াক্ফ তালিকাভুক্তির আবেদন ও ডিক্রীর তালিকাভুক্তির আবেদন করা না হইলে, ডিক্রীর অর্থ, যদি কিছু থাকে, ক্ষেত্রমত ডিক্রীর আদেশ প্রদানকারী [ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনালে] অথবা ডিক্রী জারিকারক [ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনালে] পরিশোধ করিতে হইবে এবং যতদিন ৫৪ ধারার অধীন ওয়াক্ফ তালিকাভুক্তির আবেদন করা না হইবে অথবা ৪ ধারার অধীন ওয়াক্ফকে দেওয়া না হইবে ততদিন পর্যন্ত উক্ত অর্থ [ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনালে] জমা থাকিবে।

৮৭। মামলা, ইত্যাদি আপোষ-মীমাংসা

(১) কোন [ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনালে] মুতাওয়াল্লী অথবা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক বা তাহার বিরুদ্ধে দায়ের করা কোন মামলা, কার্যাবলী, অথবা আপিল প্রশাসক বা প্রশাসক দ্বারা অনুমোদিত অন্য কোন কর্মকর্তার পূর্বানুমতিক্রমে আপোষ করা যাইবে।

“আদালত” শব্দটির পরিবর্তে “ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

“আদালত” শব্দটির পরিবর্তে “ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

“আদালত” শব্দটির পরিবর্তে “ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

“ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২ এর ধারা ৮০” এর পরিবর্তে “নিম্নরূপ ওয়াক্ফ আইনের ধারা ৮৭” প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

(২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রশাসক তিনি যেখানে একটি পক্ষ সেখানে তাহার পক্ষে মামলা, কার্যধারা বা আপীল আপোষ করিতে কোন কর্মকর্তাকে ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।]

৮৮। মামলা ইত্যাদির নোটিশ প্রশাসককে দিতে হইবে

(১) মুতাওয়াল্লী [বা ব্যবস্থাপনা কমিটির কর্তৃক বা তাহার পক্ষে রাজস্ব আদায়ের জন্য মামলা বা মোকদমা ব্যতীত কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি সংক্রান্ত অথবা মুতাওয়াল্লীরূপে কোন মুতাওয়াল্লী [বা ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রত্যেক মামলা বা মোকদমাদমা, যে [ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনালে] অথবা ডেপুটি কমিশনার বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের সম্মুখে অনুরূপ মামলা বা মোকদমা রুজু করা হইয়াছে সেই [ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনালে]] অথবা ডেপুটি কমিশনার বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ প্রশাসককে অনুরূপ মামলা বা মোকদমা রুজুকারী পক্ষের খরচে ক্ষেত্রমত, আরজি বা আবেদনপত্রের অনুলিপিসহ নোটিশ ইস্যু করিবেন।

(২) সরকারি পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩-এর অধীন সরকারি পাওনা ব্যতীত অন্য কোন পাওনা আদায়ের উদ্দেশ্যে ডিক্রি জারি বা আদেশ কার্যকর করিতে কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি দানের পূর্বে যে [ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল] বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্তৃপক্ষের ডিক্রি বা আদেশের অধীন বিক্রয়ের নোটিশ দেওয়া হইবে সেই [ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল] বা কর্তৃপক্ষ প্রশাসককে নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৩) (১) উপ-ধারার অধীন নোটিশ দেওয়া না হইলে বিক্রয়ের মামলায় সম্পত্তির বিবরণ ওয়াক্ফ সম্পত্তিরূপে বা অন্য প্রকারে যাহাই দেওয়া হোক না কেন, উক্ত বিক্রয় বাতিল বলিয়া ঘোষিত হইবে যদি প্রশাসক বিক্রয় সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার ৪ (চার) মাসের মধ্যে যে সংশ্লিষ্ট [ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল], ডেপুটি কমিশনার বা অন্য কর্তৃপক্ষের আদেশের অধীন বিক্রয় হইয়াছে তাহার নিকট এই উদ্দেশ্যে আবেদন করেন।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীনে নোটিশ দেওয়া না হইলে বিক্রয়ের কার্যধারায় সম্পত্তির বিবরণ ওয়াক্ফ সম্পত্তিরূপে বা অন্য প্রকারে যাহাই দেওয়া হোক না কেন, উক্ত বিক্রয় বাতিল ঘোষিত হইবে, যদি প্রশাসক বিক্রয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার ৪ (চার) মাসের মধ্যে সে [ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল] বা অন্য কর্তৃপক্ষের আদেশের অধীন বিক্রয় হইয়াছে তাহার নিকট এই বিষয়ে আবেদন করেন।

৮৯। প্রশাসকের দরখাস্তে ওয়াক্ফ সম্পর্কিত মোকদমা বা কার্যধারায় তাহাকে পক্ষ করা যাইবে

কোন ওয়াক্ফ বা যে কোন ওয়াক্ফ সম্পর্কিত মোকদমা বা কার্যধারায় উহা এই আইন গুরু হওয়ার পূর্বে বা পরে দায়েরকৃত বা উপস্থাপিত হউক না কেন প্রশাসক উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন এবং তিনি দরখাস্ত করিলে তাহাকে পক্ষভুক্ত করা যাইবে এবং তিনি ওয়াক্ফের পক্ষে বা স্বার্থে এইরূপ মোকদমা বা কার্যধারা পরিচালনা করিতে বা উহাতে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে অধিকারী হইবেন।

১ “আদালত” শব্দটির পরিবর্তে “ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

২ প্রস্তাবিত

৩ প্রস্তাবিত

৪ “আদালত” শব্দটির পরিবর্তে “ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

৫ “আদালত” শব্দটির পরিবর্তে “ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

৬ “আদালত” শব্দটির পরিবর্তে “ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

৭ “আদালত” শব্দটির পরিবর্তে “ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

৮ “আদালত” শব্দটির পরিবর্তে “ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

৯ “আদালত” শব্দটির পরিবর্তে “ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

৯০। প্রশাসক ওয়ার্কফ সম্পর্কে মোকদ্দমা বা কার্যধারা দায়ের করিতে পারিবেন

যদি কোন মুতাওয়াল্লী না থাকেন অথবা মুতাওয়াল্লী এই ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে কাজ করিতে অস্বীকার করেন বা অবহেলা করেন তাহা হইলে প্রশাসক ওয়ার্কফ আগন্তুক ব্যক্তি বা অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাহার নিজের নামে [ওয়ার্কফ ট্রাইব্যুনালে] মোকদ্দমা বা কার্যধারা দায়ের করিতে পারিবেন।

- (ক) কোন ওয়ার্কফ সম্পত্তিতে অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্য; অথবা
- (খ) কোন ওয়ার্কফ সম্পত্তির দখল বহাল রাখিবার জন্য; অথবা
- (গ) অন্যায়ভাবে দখলকৃত, হস্তান্তরিত বা ইজারাকৃত যে কোন ওয়ার্কফ সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য; অথবা
- (ঘ) ওয়ার্কফ সম্পত্তিতে অন্যায়ভাবে সৃষ্ট কোন দায়-দায়িত্ব হইতে মুক্ত করিবার জন্য; অথবা
- (ঙ) ওয়ার্কফের মালিকানাধীন কোন অর্থ আদায় করিবার জন্য; অথবা
- (চ) তাহার বিবেচনা মতে ওয়ার্কফের স্বার্থে অন্য যে কোন প্রতিকারের জন্য।

৯১। স্বত্বভোগী কর্তৃক বিশ্বাসভঙ্গ

যেক্ষেত্রে কতগুলি স্বত্বভোগীদের মধ্যে একজন স্বত্বভোগী-

- (ক) মুতাওয়াল্লীর সহিত একত্র হইয়া বিশ্বাসভঙ্গ করে; অথবা
- (খ) অপরাপর স্বত্বভোগীদের অমতে জ্ঞাতসারে উহা হইতে কোন সুবিধা লাভ করে; অথবা
- (গ) এইরূপ বিশ্বাসভঙ্গ করা সম্বন্ধে বা করিবার ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত হইয়াও কার্যতঃ উহা গোপন রাখে অথবা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে অপরাপর স্বত্বভোগীদের স্বার্থ রক্ষার্থে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে; অথবা
- (ঘ) মুতাওয়াল্লীকে প্রতারণা করে এবং তদ্বারা তাহাকে বিশ্বাসভঙ্গ করিতে প্রলুব্ধ করে;

এমতাবস্থায় উক্ত স্বত্বভোগী ঐরূপ বিশ্বাসভঙ্গের জন্য অপরাপর স্বত্বভোগীদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবে।

৯২। ওয়ার্কফ সম্পত্তি অর্জন করা বাবদ ক্ষতিপূরণ প্রশাসককে প্রদান করিতে হইবে

স্বাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ২নং আদেশ) অনুসারে অথবা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইন অনুযায়ী কোন ওয়ার্কফ সম্পত্তি অর্জন করা হইলে এইরূপ সম্পত্তি বাবদ প্রদেয় ক্ষতিপূরণ প্রশাসককে প্রদান করিতে হইবে এবং উহা ৮১ ধারার (৩) উপ-ধারার উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ না করা পর্যন্ত ওয়ার্কফ তহবিলে জমা করিতে হইবে।

৯৩। মামলা অথবা কার্যাবলী বাবদ খরচাদি

কোন ওয়ার্কফ বা ওয়ার্কফ সম্পত্তি সংক্রান্ত যে মোকদ্দমা বা কার্যাবলীর প্রশাসক একটি পক্ষ সেই মোকদ্দমা বা কার্যাবলীর ব্যাপারে প্রশাসকের যাবতীয় খরচ ও ব্যয় এবং প্রশাসকের বিরুদ্ধে [ওয়ার্কফ ট্রাইব্যুনাল]^{১১} কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রীর যাবতীয় খরচ অনুরূপ ওয়ার্কফ-এর তহবিল হইতে প্রদান করিতে হইবে।

^{১১} “আদালত” শব্দটির পরিবর্তে “ওয়ার্কফ ট্রাইব্যুনাল” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

^{১২} “আদালত” শব্দটির পরিবর্তে “ওয়ার্কফ ট্রাইব্যুনাল” শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে

দশম অধ্যায় ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল

৯৪। ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা

- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সমগ্র দেশের জন্য এক বা একাধিক ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করিবেন।
- (২) একটি ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনালে একজন বিচারক থাকিবেন যিনি সরকার কর্তৃক জেলাজজ পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন।
- (৩) ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৯৫। ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল এর এখতিয়ার

- (১) একটি ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনালের ওয়াক্ফ সম্পত্তি বা তাহার সম্পর্কিত কোন বিরোধ বা কোন ওয়াক্ফ বিষয় সংক্রান্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা করা আবেদন শুনিতে এবং বিচার করিবার একক এখতিয়ার থাকিবে।
- (২) কোন আদালতে বিচারাধীন ওয়াক্ফ সম্পর্কিত কোন মামলা বা কার্যধারা আপনা আপনি বা কোন পক্ষের আবেদনে নিষ্পত্তির জন্য ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত হইবে।

৯৬। ট্রাইব্যুনাল এর ক্ষমতা এবং পদ্ধতি

- (১) এই আইনের অধীন কোন তদন্ত অথবা মামলার শুনানীকালে ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনালের একটি দেওয়ানী আদালতের সব ক্ষমতা থাকিবে বিশেষত নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলী সম্পর্কে ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন দেওয়ানী আদালতের উপর যে ক্ষমতা অর্পিত আছে সে ক্ষমতা থাকিবে, যথা:
 - (ক) কোন ব্যক্তির উপর সমন জারি করা এবং তাহাকে হাজির হইতে বাধ্য করা এবং শপথ গ্রহণপূর্বক তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা;
 - (খ) কোন নথি বা দলিলপত্র দাখিল করিতে বাধ্য করা;
 - (গ) এফিডেভিটের/হলফনামার মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ;
 - (ঘ) কোন অফিসের কোন সরকারি নথি বা উহার অনুলিপি সরবরাহ করা;
 - (চ) সাক্ষ্য গ্রহণ অথবা দলিল দস্তাবেজ পরীক্ষা করিবার জন্য কমিশন নিয়োগ;
 - (ঙ) নির্ধারিত এই ধরনের অন্যান্য বিষয়।
- (২) একটি ট্রাইব্যুনালের কোন মামলা দণ্ডবিধির ধারা ১৯৩ এর অনুযায়ী (১৮৬০ সনের ৪৫নং আইন) একটি বিচার বিভাগীয় কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে।
- (৩) একটি ট্রাইব্যুনালের বৈঠক সরকার, যেমন স্থান বা জায়গা ঠিক করিবে সেই জায়গায় বসিবে;
- (৪) এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, একটি ট্রাইব্যুনাল, ক্ষেত্রমত, একটি আবেদন বা কার্যধারা শুনানীর উদ্দেশ্যে, দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫নং আইন)-এর কার্যবিধি অনুসরণ করিবে।

৯৭। বাঁধার জন্য শাস্তি

কোন ব্যক্তি আইনসম্মত কারণ ব্যতীত যদি ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমে কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি করেন; ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনাল অনুরূপ অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিতে পারিবে এবং তাহাকে অনধিক ১ (এক) মাস

বিনাশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডনীয় করিতে পারিবেন, বা অনধিক ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা করিতে পারিবেন বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৯৮। আদালতের অধিক্ষেত্রে বিধি নিষেধ

এই আইনের সাপেক্ষে, একটি ট্রাইব্যুনালের কোন মামলা, আদেশ বা সিদ্ধান্ত, দণ্ড পর্যালোচনা, অন্য কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৯৯। হাইকোর্ট বিভাগে আপীল

কোন সংক্ষুব্ধ পক্ষ ওয়াক্ফ ট্রাইব্যুনালের কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়ের করিতে পারিবে।

একাদশ অধ্যায় বিবিধ

১০০। ১৯৫১ সনের ২৮নং আইনের অধীনে কতিপয় কার্য প্রশাসক কর্তৃক সম্পাদিত হইবে

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮নং আইন) এর ৫৮ ধারার ও ৫৯ ধারায় যাহা কিছুই বর্ণিত থাকুক না কেন এই আইনের ৫৮ ধারার (৪) উপ-ধারা এবং ৫৯ ধারার (৪) উপ-ধারার অধীন ওয়াক্ফ আল-আওলাদ সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে ওয়াক্ফ কমিশনারের কার্যাবলী এবং এই আইনের ৫৮ ধারার (৩) উপ-ধারা এবং ৫৯ ধারা (১) (২) ও (৩) উপ-ধারার অধীন ডেপুটি কমিশনারের কার্যাবলী এই আইন বলবৎ হওয়ার তারিখ হইতে প্রশাসক কর্তৃক সম্পাদিত হইবে এবং এই আইনের ৫৯ ধারার (৩) উপ-ধারায় বর্ণিত খরচা ওয়াক্ফ তহবিল হইতে মিটাতে হইবে।

১০১। সরকারি দাবী হিসাবে পাওনা অর্থ আদায় করিবার পদ্ধতি

- (১) এই আইনের অধীন মুতাওয়াল্লী [অথবা ব্যবস্থাপনা কমিটি] কর্তৃক ওয়াক্ফ তহবিল হইতে প্রদেয় কোন অর্থ এবং এর উপর আরোপযোগ্য কোন খেসারত ও এর জন্য কোন খরচা বহন করা হইয়া থাকিলে তাহা সরকারি পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।
- (২) সরকারি পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৩নং আইন) অনুসারে নির্ধারিত ফরমে প্রশাসক তাহার স্বাক্ষরে ডেপুটি কমিশনারের নিকট অধিযাচন/হুকুমদখল (Requisition) পত্র পাঠাবেন যাহাতে সরকারি দাবী হিসাবে আদায়যোগ্য অঙ্কের উল্লেখ থাকিবে এবং ডেপুটি কমিশনার এইরূপ অধিযাচন/হুকুমদখল (Requisition) পত্র পাওয়ার পর সরকারি পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৩নং আইন) অনুসারে অর্থ আদায়ের জন্য অগ্রসর হইবেন।

১০২। প্রশাসক, নিরীক্ষক ইত্যাদিকে সরকারি কর্মচারী মনে করিতে হইবে

প্রশাসক, উপ-প্রশাসক, সহকারী প্রশাসক, পরিদর্শক, নিরীক্ষক এবং এই আইনের অধীন বা কর্তৃক কোন কাজ করিবার জন্য প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যে কোন ব্যক্তিকে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫নং আইন)-এর ২১ ধারার অর্থানুসারে সরকারি কর্মচারী মনে করিতে হইবে।

১০৩। নোটিশ অথবা রিকুইজিশন/অধিযাচন/হুকুমদখলপত্র জারি

এই আইনের অধীন প্রদত্ত নোটিশ কিংবা তলবী পত্রে (requisition) বর্ণিত ব্যক্তির উপর ডাকযোগে কিংবা আদালত কর্তৃক দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫নং আইন) অনুসারে ইস্যুকৃত সমন হিসাবে অথবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন পদ্ধতিতে জারি করিতে হইবে।

১০৪। প্রশাসকের সমীপে ব্যক্তিগত কিংবা প্রতিনিধির মাধ্যমে হাজিরা

কোন মুতাওয়ালী অথবা প্রশাসকের সমীপে হাজির হওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তি বা অত্র আইন সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে কোন অধঃস্তন কর্মকর্তা প্রশাসক কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে তদানুরূপ কর্মকর্তার অনুমতি সাপেক্ষে স্বয়ং অথবা তদকর্তৃক লিখিত কর্তৃত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে হাজির হইতে পারেন।

১০৫। অপরাধের বিচার

প্রথম শ্রেণীর বিচারিক হাকিমের নিম্নপদের নয় এমন যে কোন আদালত অত্র আইনে বর্ণিত অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন না।

১০৬। মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ

অত্র আইনে প্রকাশ্যভাবে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত প্রশাসকের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ কোন আদালতে কোন মামলা বা অন্য কোন কার্যধারায় প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১০৭। এই আইনের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ আদেশ, ইত্যাদির ফলাফল

এই আইনের কোথাও প্রকাশ্যভাবে বর্ণনা ব্যতীত এই আইনের প্রতিটি আদেশ এবং গৃহীত কার্যক্রম কোন প্রমাণপত্র, কোন আদালতের ডিক্রি বা আদেশ, দলিল বা অন্য কোন ইন্সট্রুমেন্টের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ হইলেও বহাল থাকিবে।

দ্বাদশ অধ্যায় বিধি ও উপ-বিধি

১০৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা

- (১) অত্র আইনের উদ্দেশ্য সম্পাদনকল্পে সরকার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।
- (২) বিশেষভাবে এবং সাধারণত পূর্বে বর্ণিত ক্ষমতার পরিপন্থী নয় এমন বিধি নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বিধানের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। যেমন:
 - (ক) ধারা ৪ অনুযায়ী ওয়াক্ফ হইতে অব্যাহতি;
 - (খ) এমন বিষয় যাহা দ্বারা ওয়াক্ফের প্রকৃত আয় নিরূপণ সম্ভব;
 - (গ) বিভাগীয় কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার এবং অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতা প্রদান;
 - (ঘ) ওয়াক্ফ পরিচালনার পরিকল্পনা প্রণয়ন;
 - (ঙ) প্রশাসক কর্তৃক পেশযোগ্য বাজেট, প্রতিবেদন, হিসাব-নিকাশ, রিটার্ন বা অন্য বিষয় সম্পর্কিত;
 - (চ) ওয়াক্ফ তহবিল হিসাব নিরীক্ষা করণার্থে অডিটর/নিরীক্ষক নিয়োগ এবং তদীয় ভাতা সম্পর্কিত;
 - (ছ) ওয়াক্ফ তহবিলের হিসাবরক্ষণ, অডিট ও অডিট রিপোর্ট প্রকাশ প্রণালী এবং অডিট রিপোর্টের ফরম ও বিষয়বস্তুসমূহ;
 - (জ) ওয়াক্ফ তহবিলে অর্থ প্রদান এবং উক্ত অর্থ বিনিয়োগ, সংরক্ষণ এবং বিতরণ;

- (ঝ) ধারা ৩৪ ও ৩৫-এ বর্ণিত প্রশাসক এবং কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ;
- (ঞ) ব্যবস্থাপনা প্রকল্প তৈরি এবং শিরনী, দরগা এবং প্রশাসক কর্তৃক ধারা ৪১ মোতাবেক অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আয় বন্টন; এবং
- (ট) ধারা ১০৩ মোতাবেক নোটিশ এবং রিকুইজিশন/অধিযাচন/হুকুমদখলপত্র জারি।

১০৯। বাই-ল'জ বা উপ-বিধি প্রণয়নে প্রশাসকের ক্ষমতা

- (১) প্রশাসক সরকার হইতে সময়ে সময়ে প্রাপ্ত পূর্ব অনুমতি সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উপ-বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন-
 - (ক) কমিটির সভার সময় ও স্থান;
 - (খ) সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ;
 - (গ) সভার সময় সম্পর্কে নোটিশ এবং উক্ত নোটিশ জারির উপায়;
 - (ঘ) সভার কার্যপদ্ধতি ও আচরণ;
 - (ঙ) প্রশাসকের কার্যালয়ে যে সমস্ত বই সংরক্ষিত হইবে;
 - (চ) ওয়াক্ফের হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি এবং ওয়াক্ফ-এর হিসাব নিরীক্ষার স্থান ও সময় এবং অডিট রিপোর্টের ফরম ও বিষয়বস্তুসমূহ;
 - (ছ) প্রশাসকের কার্যক্রম ও নথিপত্র পরিদর্শন ফি এবং ধারা ৫২ মোতাবেক এর অনুলিপি;
 - (জ) ওয়াক্ফ তালিকাভুক্তিকরণ আবেদন ফরম এবং এর বিষয়বস্তু এবং ধারা ৫৪ মোতাবেক তালিকাভুক্তিকরণের উপায় এবং স্থান;
 - (ঝ) ধারা ৫৫ অনুযায়ী ওয়াক্ফ রেজিস্ট্রারে আরও যে সমস্ত তথ্য সন্নিবেশিত করিতে হইবে; এবং
 - (ঞ) ধারা ৫৯ অনুযায়ী হিসাবের বিবরণীতে ফরম ও আরও যে সমস্ত তথ্য সন্নিবেশিত করিতে হইবে।
- (২) এইধারা মোতাবেক প্রণীত সমুদয় উপ-বিধি সরকারি গেজেট আকারে প্রকাশ করিতে হইবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রহিতকরণ এবং হেফাজত

১১০। রহিতকরণ এবং হেফাজত

- (১) ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২ (১৯৬২ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ১), এতদ্বারা রহিত করা হইল।
- (২) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, জেনারেল ক্লুজেজ অ্যাক্ট, ১৮৯৭ (১৮৯৭ সনের ১০নং আইন) এর বিধানসমূহ এই আইন বলে উক্ত আইনের রহিতকরণ এবং পুনঃপ্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

প্রস্তাবিত আইন

ওয়াক্ফ সম্পত্তির হস্তান্তর ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণকল্পে বিশেষ বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত প্রস্তাবিত আইন

পূর্বের আইনের উপর ভিত্তি করিয়া নতুন আইনের খসড়া করা হইল। যেহেতু পুরাতন আইনের বিধান বহাল রাখা হইল, সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ নতুন আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হইল:

ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান প্রস্তাবিত আইন, ২০১৩

ওয়াক্ফ সম্পত্তির হস্তান্তর ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণকল্পে বিশেষ বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন
যেহেতু ওয়াক্ফ সম্পত্তির হস্তান্তর ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণকল্পে বিশেষ বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;
সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

- (১) এই আইন ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।
- (২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে, -

- (১) “অধ্যাদেশ” অর্থ ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২;
- (২) “আইনের ধারা” অর্থ ওয়াক্ফ আইন এর ধারা;
- (৩) “ডেভেলপার” অর্থ রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর ধারা ২ (১৫) এ সংজ্ঞায়িত ডেভেলপার;
- (৪) “দণ্ডবিধি” অর্থ Penal Code, ১৮৬০;
- (৫) “ধারা” অর্থ এই আইনের ধারা;
- (৬) “তফসিল” অর্থ এই আইনের তফসিল;
- (৭) “ফৌজদারী কার্যবিধি” অর্থ Code of Criminal Procedure, ১৮৯৮;
- (৮) “বিশেষ কমিটি” বা “কমিটি” অর্থ ধারা ৮ এর অধীন গঠিত ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তর বিশেষ কমিটি বা কমিটি;
- (৯) “মন্ত্রণালয়” অর্থ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
- (১০) “রিয়েল এস্টেট” অর্থ রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর ধারা ২ (১২) এ সংজ্ঞায়িত রিয়েল এস্টেট; এবং
- (১১) “সম্পত্তি” অর্থ সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ এর অধীন সংজ্ঞায়িত স্থাবর সম্পত্তি।

৩। আইনের প্রাধান্য

আপাততঃ বলবত অন্য কোন আইন, বিধি, প্রবিধান, ওয়াক্ফ দলিল বা চুক্তিপত্রে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ -এর বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৪। হস্তান্তর পদ্ধতি

- (১) এই আইনের অধীন নিম্নরূপ পদ্ধতিতে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যাইবে, যথা:
 - (ক) ইজারা প্রদানের মাধ্যমে; এবং
 - (খ) অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তরের মাধ্যমে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।
- (৩) ধারা ৭ উপ-ধারা (ক) ও (খ) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন বিশেষ কমিটির সুপারিশ এবং সরকারের অনুমোদন ছাড়া মৃতওয়াল্লী বা ওয়াক্ফ প্রশাসক ৫ (পাঁচ) বছরের বেশি সময়ের জন্য ইজারার অধীনে কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারিবেন না এবং অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তরের মাধ্যম ছাড়া এই বিধান লঙ্ঘন করিয়া স্থানান্তর করিলে তাহা অকার্যকর হইবে।

৫। সম্পত্তি হস্তান্তরে সাধারণ সীমাবদ্ধতা

- (১) ওয়াক্ফ সম্পত্তি কেবল সংশ্লিষ্ট ওয়াক্ফ কিংবা উক্ত ওয়াক্ফের স্বত্ত্বভোগীদের (beneficiary) প্রয়োজনে, কল্যাণে ও স্বার্থে হস্তান্তর করা যাইবে; এবং অনুরূপ হস্তান্তর ওয়াক্ফের উদ্দেশ্যের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইতে হইবে।
- (২) ওয়াক্ফ আগন্তুক (stranger) এমন কোন ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং তাহার স্বার্থে বা প্রয়োজনে ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তর করা যাইবে না।

৬। হস্তান্তরলব্ধ অর্থ ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা

ওয়াক্ফ সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট ওয়াক্ফ এর প্রয়োজনে, কল্যাণে ও স্বার্থে হস্তান্তর করা যাইবে, হস্তান্তরলব্ধ অর্থ কেবল অনুরূপ প্রয়োজনে, কল্যাণে ও স্বার্থে ব্যবহার করিতে হইবে।

৭। মুতাওয়াল্লী বা ওয়াক্ফ প্রশাসক কর্তৃক হস্তান্তর

- (১) প্রস্তাবিত ওয়াক্ফ আইনের ধারা ৪১ এর অধীন ওয়াক্ফ প্রশাসক নিজ নিয়ন্ত্রণে গ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যতিরেকে অন্য সকল ওয়াক্ফ সম্পত্তি কেবল সংশ্লিষ্ট মুতাওয়াল্লীর লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে, ওয়াক্ফের প্রয়োজনে, কল্যাণে ও স্বার্থে এবং ওয়াক্ফের উদ্দেশ্যের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, ধারা ৪ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে হস্তান্তর করা যাইবে।
- (২) প্রস্তাবিত ওয়াক্ফ আইনের ধারা ৪১ এর অধীন ওয়াক্ফ প্রশাসক নিজ নিয়ন্ত্রণে গ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ ওয়াক্ফ সম্পত্তি, ওয়াক্ফ প্রশাসকের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে, ওয়াক্ফের প্রয়োজনে, কল্যাণে ও স্বার্থে এবং ওয়াক্ফের উদ্দেশ্যের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, ধারা ৪ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে হস্তান্তর করা যাইবে।
- (৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মুতাওয়াল্লী বা ওয়াক্ফ প্রশাসক, বিশেষ কমিটির সুপারিশ এবং সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রয়, দান, বিনিময়, বন্ধক বা ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিক মেয়াদের জন্য ইজারা এবং অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তর করিতে পারিবেন না, উক্তরূপ সুপারিশ ও অনুমোদন ব্যতিরেকে হস্তান্তর করা হইলে অনুরূপ হস্তান্তর অবৈধ ও অকার্যকর হইবে।
- (৪) এই ধারার অধীন ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে বিশেষ কমিটির সুপারিশ যুক্তিসংগত ও প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলেই কেবল সরকার অনুমোদন প্রদান করিবে।
- (৫) এই ধারার অধীন ৫ (পাঁচ) বৎসরের কম মেয়াদের জন্য ইজারামূলে হস্তান্তরিত সম্পত্তিতে কোনরূপ স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ করা যাইবে না।

৮। হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে বিশেষ কমিটি

- (১) এই আইনের অধীন ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তরের বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বিশেষ কমিটি গঠিত হইবে, যথা:
 - (ক) ওয়াক্ফ প্রশাসক, যিনি পদাধিকারবলে এর সভাপতিও হইবেন;
 - (খ) সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা এর অধ্যক্ষ বা তাহার মনোনীত উক্ত মাদ্রাসার একজন অধ্যাপক;
 - (গ) গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক মনোনীত উক্ত অধিদপ্তরের একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বা নির্বাহী প্রকৌশলী;
 - (ঘ) মহাপরিদর্শক নিবন্ধন কিংবা তৎকর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;
 - (ঙ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অনূর্ধ্ব উপ-সচিব পদমর্যাদার ২ (দুই) জন কর্মকর্তা;
 - (চ) আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

- (ছ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;
 - (জ) ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;
 - (ঝ) ইসলামী ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত উক্ত ফাউন্ডেশনের একজন মুফতি;
 - (ঞ) উপ-ধারা (২) অনুসারে নির্বাচিত ৩ (তিন) জন মুতাওয়াল্লী;
 - (ট) বাংলাদেশ মুতাওয়াল্লী সমিতির (যদি জাতীয়ভাবে স্বীকৃত অনুরূপ কোন সমিতি থাকে) সভাপতি বা তাহার মনোনীত উক্ত সমিতির একজন প্রতিনিধি অথবা মুতাওয়াল্লী সমিতি না থাকিলে ওয়াক্ফ প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত কোন ওয়াক্ফ এর একজন মুতাওয়াল্লী;
 - (ঠ) ওয়াক্ফ প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত তাহার কার্যালয়ের একজন কর্মকর্তা, যিনি কমিটির সদস্য-সচিব হিসাবেও দায়িত্ব পালন করিবেন।
- (২) ওয়াক্ফ প্রশাসনকে জাতীয়ভাবে পর পর সর্বশেষ ৩ (তিন) বছর গড়ে সর্বোচ্চ চাঁদা প্রদানকারী ২০ (বিশ) টি ওয়াক্ফের মুতাওয়াল্লীগণ যৌথভাবে তাহাদের পছন্দনীয় ৩ (তিন) জন মুতাওয়াল্লীকে বিশেষ কমিটির সদস্য হিসাবে নির্বাচন করিবেন।
- (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত বিশেষ কমিটির মেয়াদ হইবে গঠিত হইবার তারিখ হইতে ৩ (তিন) বছর, তবে নতুন কমিটি পুনর্গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান বিশেষ কমিটি দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবে।
- (৪) বিশেষ কমিটির কোন সদস্য, উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে, কমিটির পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে, তাহার সদস্য পদ শূন্য হইবে।
- (৫) বিশেষ কমিটির মেয়াদকালে কমিটির কোন সদস্য পদ সাময়িক বা স্থায়ীভাবে শূন্য হইলে, উক্ত শূন্য পদ সাময়িক বা ক্ষেত্রমত, অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য স্থায়ীভাবে পূরণ করা যাইবে।

৯। বিশেষ কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

- (১) কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তির বিক্রয়, দান, বন্ধক বিনিময়, ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিক মেয়াদের জন্য ইজারা প্রদান এবং অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তর করিবার ক্ষেত্রে বিশেষ কমিটি এই আইন ও তদ্বীন প্রণীত বিধি-বিধানের আলোকে সুপারিশ করিবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত যে কোন সুপারিশ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।
- (৩) বিশেষ কমিটির কোন সদস্য, ওয়াক্ফ প্রশাসক ব্যতীত, নিজেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য আবেদনকারী হইয়া থাকিলে, তিনি বিশেষ কমিটির সংশ্লিষ্ট সভায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

১০। বিশেষ কমিটির সভা

- (১) অনূন ৯ (নয়) জন সদস্যের উপস্থিতিতে বিশেষ কমিটির সভার কোরাম গঠিত হইবে।
- (২) কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে; এবং মতামতের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

১১। সদস্যদের ভ্রমণভাতা

এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক সদস্যকে তাহার কর্তব্য সম্পাদনের জন্য ভ্রমণ করিতে হইলে প্রশাসকের সুপারিশে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত ন্যায়সংগত হারে ভ্রমণ ভাতা প্রদান করিতে হইবে।

১২। সদস্যদের পদত্যাগ

কমিটির কোন বেসরকারি সদস্য ওয়াক্ফ উপদেষ্টা কমিটির নিকট লিখিত নোটিশ দিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন। অতঃপর ওয়াক্ফ উপদেষ্টা কমিটি উক্ত পদত্যাগ গ্রহণ করিলে ঐ সদস্য তাহার পদ খালি করিয়াছেন বলিয়া বিবেচনা করা হইবে।

১৩। অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তর

- (১) কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তর করা যাইবে।
- (২) এই আইনের অধীন ওয়াক্ফ সম্পত্তির হস্তান্তর বিশেষ কমিটির সুপারিশ ও সরকারের অনুমোদনের ভিত্তিতে করিতে হইবে।
- (৩) এই আইনের অধীন ওয়াক্ফ সম্পত্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ ধারা ১০ এর বিধান অনুযায়ী ভূমি-মালিক ও ডেভেলপার এর মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে; এবং এতদুদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত মুতাওয়াল্লী বা ক্ষেত্রমত, ওয়াক্ফ প্রশাসক ভূমি-মালিক হিসাবে গণ্য হইবেন।
- (৪) একজন ভূমি-মালিক নিজ ভূমির ক্ষেত্রে নিজ স্বার্থ রক্ষা করিয়া যেরূপ শর্তে ডেভেলপারের সহিত চুক্তি করেন, এই ধারার অধীন ওয়াক্ফ সম্পত্তি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তর করিবার ক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লী বা ক্ষেত্রমত, ওয়াক্ফ প্রশাসক সেরূপ শর্তে ওয়াক্ফ সম্পত্তি বা এর স্বত্বভোগীদের (beneficiary) স্বার্থ রক্ষা করিয়া ডেভেলপারের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিবেন।
- (৫) এই ধারার অধীন ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার ক্ষেত্রে উন্নয়ন কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে ওয়াক্ফ প্রশাসকের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ থাকিবে এবং চুক্তিতে তাহা উল্লেখ থাকিবে এবং সংশ্লিষ্ট চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সম্পত্তির উন্নয়ন হইতেছে কি না এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তি বা এর স্বত্বভোগীদের (beneficiary) প্রয়োজন, কল্যাণ ও স্বার্থ যথাযথভাবে সংরক্ষিত হইতেছে কি না ওয়াক্ফ প্রশাসক তাহা নিশ্চিত হইবেন।
- (৬) এই ধারার অধীন রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারের মাধ্যমে ওয়াক্ফ সম্পত্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর অন্যান্য বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।
- (৭) এই ধারার অধীন অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তর কেবল তফসিলে বর্ণিত কোন এলাকায় অবস্থিত ওয়াক্ফ সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১৪। হস্তান্তরের ক্ষেত্রে দরপত্র আহবানের বাধ্যবাধকতা

- (১) কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তির বিক্রয় বা ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিক মেয়াদের জন্য ইজারা প্রদান বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য হস্তান্তর করিবার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করিতে হইবে।
- (২) কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তির বিক্রয় বা ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিক মেয়াদের জন্য ইজারা প্রদানের প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর, হস্তান্তরের জন্য নির্ধারিত উক্ত সম্পত্তির স্থানীয় মূল্য, সরকার নির্ধারিত প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী ১০০০০০০/- (দশ লাখ) টাকার অধিক হইলে, জাতীয়ভাবে উন্মুক্ত দরপত্র আহবানের মাধ্যমে উক্ত বিক্রয় বা ইজারা সম্পাদন করিতে হইবে, অন্যথায় স্থানীয়ভাবে দরপত্র আহবান বা উন্মুক্ত নিলাম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হস্তান্তর সম্পাদন করা যাইবে।
- (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর ধারা ৫ এর অধীন নিবন্ধিত রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারের মধ্য হইতে অনূন

১০ (দশ) এবং অনূর্ধ্ব ১৫ (পনের) টি প্রাক-উপযুক্ত (pre-qualified) ডেভেলপারের একটি প্যানেল নির্বাচন করিয়া নির্ধারিত সময়ের জন্য সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন কোন দরপত্র বা নিলামে উদ্ধৃত বা প্রস্তাবিত দর যোগসাজসী বা অস্বাভাবিকভাবে কম প্রতীয়মান হইলে ওয়াক্ফ প্রশাসক, বা ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, ওয়াক্ফের স্বার্থে, উক্ত নিলাম বা দরপত্র বাতিল করিতে পারিবে।

১৫। উন্নয়নের জন্য অর্থায়নের পদ্ধতি

ওয়াক্ফ সম্পত্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে অর্থায়ন করা যাইবে, যথা:

- (ক) ওয়াক্ফ প্রশাসনের নিজস্ব তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ দ্বারা;
- (খ) ওয়াক্ফের নিজস্ব তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে;
- (গ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানের মাধ্যমে;
- (ঘ) ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে;
- (ঙ) দোকানদার বা ভাড়াটিয়াদের নিকট হইতে জামানত বা সালামীর অর্থ অথবা অগ্রিম ভাড়ার টাকা গ্রহণের মাধ্যমে;
- (চ) দোকান-ঘর, আবাসিক ফ্ল্যাট বা বাণিজ্যিক স্পেস এর পজেশন বিক্রয়ের মাধ্যমে;
- (ছ) ডেভেলপারের অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে; এবং
- (জ) কোন বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থার অর্থ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিনিয়োগের মাধ্যমে।

১৬। স্বীয় উদ্যোগে ওয়াক্ফ সম্পত্তির উন্নয়ন

কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য কোন রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার এর সহিত কোন চুক্তি না করে, এর নিজস্ব অর্থে বা অনুমোদিত কোন উৎস হইতে সংগৃহীত পুঁজি বা গৃহীত ঋণ লাগ্নি করে এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তির মালিকানা অক্ষুন্ন রাখিয়া উক্ত ওয়াক্ফ সম্পত্তি বা এর অংশ উন্নয়ন করিলে এই আইনের কোন বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

১৭। ওয়াক্ফ প্রশাসকের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ

- (১) ওয়াক্ফ সম্পত্তির হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট ওয়াক্ফের বা এর স্বত্বভোগীদের (beneficiary) প্রয়োজনে, কল্যাণে ও স্বার্থে এবং সংশ্লিষ্ট ওয়াক্ফের উদ্দেশ্যের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ কি না এবং বিশেষ করিয়া কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে কি না ওয়াক্ফ প্রশাসক তাহা কঠোরভাবে পরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন।
- (২) কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে বিশেষ কমিটি বন্ধক প্রস্তাব সুপারিশ করিবার পূর্বে কঠোরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করিয়া নিশ্চিত হইবে যে, গৃহীতব্য ঋণ সিডিউল অনুযায়ী পরিশোধ করা সম্ভব হইবে।

১৮। অপরাধ

(১) এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালন করিবার ক্ষেত্রে-

- (ক) বিশেষ কমিটির কোন সদস্য ইচ্ছাকৃতভাবে নিজে অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার বা অন্য কাউকেও অবৈধভাবে লাভবান করিবার উদ্দেশ্যে কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি বা এর স্বত্ত্বভোগীদের (beneficiary) স্বার্থের পরিপন্থী কার্য করিয়া থাকিলে; বা
- (খ) কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত মুতাওয়াল্লী, রিসিভার বা সরকারি কর্মকর্তা এই আইনের অধীন বিশেষ কমিটির সুপারিশ ও সরকারের অনুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে; বা
- (গ) কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি ওয়াক্ফ সম্পত্তির হস্তান্তরলব্ধ অর্থ ওয়াক্ফ সম্পত্তি বা এর স্বত্ত্বভোগীদের (beneficiary) যেরূপ প্রয়োজনে, কল্যাণে ও স্বার্থে সম্পাদন করা হইয়াছে, অনুরূপ প্রয়োজনে, কল্যাণে ও স্বার্থে ব্যবহার না করিয়া ধারা ৬ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিলে, তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত অপরাধ করিলে তিনি অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৯। তদন্ত ও বিচার পদ্ধতি

এই আইনের অধীন তদন্ত, বিচার ও আপীল ফৌজদারী কার্যবিধিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী হইবে।

২০। অ-আমলযোগ্য ও জামিনযোগ্য অপরাধ

ফৌজদারী কার্যবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য (non-cognizable) এবং জামিনযোগ্য (bailable) হইবে।

২১। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ ও বিচার

- (১) ওয়াক্ফ প্রশাসক কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতিরেকে কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থ আমলে গ্রহণ করিবে না।
- (২) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ওয়াক্ফ প্রশাসক এর বিরুদ্ধে কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করিবে না।

২২। বার্ষিক প্রতিবেদন

- (১) ওয়াক্ফ প্রশাসক, প্রতি ইংরেজী বৎসরে এই আইনের অধীন ওয়াক্ফ সম্পত্তির হস্তান্তরের একটি পরিপূর্ণ প্রতিবেদন পরবর্তী ইংরেজী বছরের ৩১শে মার্চ তারিখের মধ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদনে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, হস্তান্তরিত সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ, হস্তান্তর মূল্য, হস্তান্তরের উদ্দেশ্য, হস্তান্তরের তারিখ, হস্তান্তরের সুপারিশ ও অনুমোদনের তারিখ, ইত্যাদি উল্লেখ থাকিবে।

২৩। অস্পষ্টতা দূরীকরণ

এই আইনের কোন বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা দূর করিতে পারিবে।

২৪। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৫। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ওয়াক্ফ প্রশাসক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা তদধীন প্রণীত কোন বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

২৬। তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা

সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

২৭। আইনের ইংরেজি পাঠ

(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

তফসিল

ধারা ১৩ (৭) দ্রষ্টব্য]

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ, কক্সবাজার, টঙ্গী ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকা বা, ক্ষেত্রমত, পৌর এলাকা।

গবেষণা দল

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত (প্রধান গবেষক)

বিচারপতি কাজী এবাদুল হক

এ. কে. এম. জহির আহমেদ

অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ

ড. এ. কে. এম. হেলাল-উজ-জামান

টি. আই. এম. নুরুন নবী চৌধুরী

এ্যাডভোকেট কাওসার আহমেদ

অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত

আসমার ওসমান

গবেষণা সহযোগীবৃন্দ

এ্যাডভোকেট অলিউল ইসলাম

এ্যাডভোকেট আফরিন আহমেদ

এ্যাডভোকেট জহিরুল আলম

এ্যাডভোকেট ধীমান চন্দ্র মন্ডল

এ্যাডভোকেট ফারহানা খান

এ্যাডভোকেট ফারিহা তাবাসুসুম সিমু

এ্যাডভোকেট মুজিবুল হক পাভেল

এ্যাডভোকেট মেরিনা সুলতানা

এ্যাডভোকেট শারমিন সুলতানা

এ্যাডভোকেট শেখ সাদী রহমান